গুলাগ্‌ দ্বীপপুঞ্জ

১৯১৮-১৯৫৬

প্রকাশক :

ন্যাশানাল এ্যাকাডেমি

২ আনসারি মার্কেট, দরিয়াগঞ্জ

নিউ দিল্লী ১১০০০২

এই বইটি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম
যাঁরা এই কাহিনী বলবার জন্য বেঁচে নেই।
আমি তাঁদের কাছে মার্জনাপ্রার্থী কারণ,
সব কিছু নিজ চোখে দেখতে পারিনি,
সব কিছু মনে গেঁথে রাখতে পারিনি,
সব কিছুর ব্যাপকতাও কল্পনা করতে পারিনি।

পাঠকের প্রতি অনুরোধ :

(১) এই বই পড়া শুরু করার আগে অবশ্যই দু'টি ভূমিকা এবং ৫৭৪ পৃষ্ঠায় অনুবাদকের মন্তব্য পড়ে নেবেন।

(২) যেখানেই ১ ২ ৩ ইত্যাদি সাংকেতিক সংখ্যা পাবেন বইয়ের পিছন দিকে (৫৭৮ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ) টীকা দেখে নেবেন।

(৩) প্রয়োজনমত ৬১৮ পৃষ্ঠায় ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার নাম দেখবেন।

লেখকের বক্তব্য

সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া এই বইটির প্রকাশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু বছর রোধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ মনে করেছি মৃত ব্যক্তিদের চেয়ে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের প্রতি আমার দায়-দায়িত্ব গুরুতর। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ শেষ পর্য্যন্ত পাণ্ডুলিপি হস্তগত করেছে। অতএব আমার বইটি এক্ষুণি প্রকাশ না করে উপায় নেই।

এই বইয়ের ব্যক্তি বা ঘটনাবলীর কোনটাই কাল্পনিক নয়। ব্যক্তিবর্গ বা স্থানগুলির প্রকৃত নামই ব্যবহার করেছি। যে ক্ষেত্রে নামের পরিবর্ত্তে নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করেছি তাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কোন কোন জায়গায় আদৌ কোন নাম উল্লেখ করতে পারিনি; দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি নামগুলি ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু সব কিছু যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনি বর্ণনা করেছি।

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৯৪৯ সালে বিজ্ঞান আকাদেমির পত্রিকা 'প্রকৃতি'তে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হরফে মুদ্রিত এক চমকপ্রদ সংবাদে বন্ধুবর্গ এবং আমার নজর আটকাল। কোলিমা নদী উপত্যকায় খনন কালে একটি ভূগর্ভস্থ বরফ স্তর, প্রকৃতপক্ষে জমাট বাঁধা নদী, আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত বরফ স্তরে শত সহস্র বছর পুরানো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীও পাওয়া গেছে। বিজ্ঞান প্রতিনিধি জানিয়েছেন, উপস্থিত কর্মীবৃন্দ বরফের মোড়ক খোলামাত্র মাছ বা স্যালামাণ্ডার জাতীয় প্রাণীগুলিকে পরম তৃপ্তি সহকারে ঘটনাস্থলেই খেয়ে ফেলেন, ওগুলি বরফে জমে এত অবিকৃত অবস্থায় ছিল।

পত্রিকাটি তার ক্ষুদ্র পাঠকমণ্ডলীকে জমাট বাঁধা বরফে মাছের দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকার কাহিনী পরিবেশন করে আনন্দিত করলেও, অতি অল্প কয়েকজন পাঠক ঐ অসাবধান পরিবেশনের প্রকৃত অর্থ এবং গুরুত্ব ধরতে পেরেছিলেন।

আমরা অবশ্য পড়ার সাথে সাথে বুঝেছি। সামান্যতম খুঁটিনাটি সহ গোটা দৃশ্য মানসপটে ভেসে উঠল। কর্মীবৃন্দ মত্ত তড়িৎগতিতে বরফের আস্তর খুলে ফেলল; মৎস্যবিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, সর্বাগ্রে ভাগ নিতে পরস্পরকে ঠেলে ওরা প্রাগৈতিহাসিক মাছের চাঙড় ছিঁড়ে চচ্চুইভাতির আগুনে ঝলসে খেতে লেগে গেল।

অত সহজে সংবাদটির তাৎপর্য্য বুঝেছি কারণ আমরাও ছিলাম ঐ কর্মীদের মত একদা শক্তিশালী জেক ('কয়েদীর' রুশ পরিভাষা) উপজাতিভুক্ত, একমাত্র যারা তৃপ্তি সহকারে প্রাগৈতিহাসিক স্যালামাণ্ডার খেতে পারে।

অত্যাচারের অনেক প্রদেশ রহস্যময় গুলাগ্ ভৌগলিক অর্থে দ্বীপপুঞ্জ হলেও, রুশ ভূখণ্ডের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য মানসিক সংযোগ। কোলিমা উপত্যকা গুলাগের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক পরিচিত দ্বীপ,—মানুষের দৃষ্টি বা বোধের অতীত, জেক উপজাতির বাসভূমি।

গুলাগ্ উপসাগর বারংবার মূল ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে উপকূলবর্ত্তী শহর, রাস্তার রূপা কেটে গেছে। যেন এখানে ওখানে তাপ্পি লাগানো হয়েছে। তবু বহু লোক তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। কেউ ভাসা ভাসা শুনেছে। শুধু যাদের ওটি পাড়ি দেবার দুর্ভাগ্য হয়েছে তারাই জানত। তারাও চুপ করে থাকত, যেন ওপার থেকে এসে বাক্‌শক্তি হারিয়েছে।

ইতিহাসের এক অভাবনীয় আবর্ত্তনে সম্পূর্ণ সত্যের এক অকিঞ্চিৎকর অংশ প্রকাশ পেল, আর সেই একই হাত যা আমাদের হাতকড়ার বল্ট্ কষে এঁটে দিত, এবার সমঝোতার ভঙ্গীতে উপরে উঠে বলল: "না, অতীত খুঁড়ো না। খুঁড়লে, একটি চোখ হারাবে।" প্রবাদ আছে, অতীত হারালে দুচোখ হারাতে হয়।

যুগের পর যুগ অতীতের দাগ আর ব্যথা মুছে নিয়েছে। গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জ বারবার কেঁপে উঠে নিথর হয়েছে, এবং বিস্মৃতির শীতল স্রোত তাদের উপর বয়ে গেছে। হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরীরা এই দ্বীপপুঞ্জ, তার বায়ু, অধিবাসীদের বরফে জমাট বাঁধা অস্থি কোন অদ্ভুত স্যালামাণ্ডার ভেবে আবিষ্কার করবে।

গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের ইতিবৃত্ত লেখার দুঃসাহস আমার নেই, কারণ প্রামাণ্য দলিল দেখিনি। জানিনা কারুর সে সুযোগ হবে কিনা। যাঁদের অতীত স্মরণ করার ইচ্ছা নেই, অনেক সময় পাবেন···আরও সময় পাবেন শেষ দলিলটিও নষ্ট করে দিতে।

গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে এগারো বছর বাস আমি ব্যক্তিগতভাবে লজ্জাকর পরিচ্ছেদ বা ঘৃণ্য বিভীষিকা মনে করিনি। বরং ঐ দানবপুরীকে সামান্য একটু ভালবাসতে সুরু করেছি। তাছাড়া সৌভাগ্যক্রমে অনেক সাম্প্রতিক বিবরণ এবং পত্রাদি পেয়েছি। তাই আশা, পূর্ব্বে বর্ণিত স্যালামাণ্ডারের অস্থি চর্মের কাহিনী শোনাতে পারব। প্রসঙ্গক্রমে জানাই, স্যালামাণ্ডার আজও জীবিত আছে।

দ্বিতীয় ভূমিকা

বইটি একক মানুষের পরিশ্রমে তৈরী হত না। যা কিছু নিজের পিঠের চামড়ায়, চোখে এবং কানে গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনতে পেরেছি, তা ব্যতীত ২২৭ জন সাক্ষী এই বইয়ের উপকরণ হিসাবে বিবরণ, স্মারকলিপি এবং পত্রাদি দাখিল করেছেন। সাক্ষীদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই না, যেহেতু বইটি নিপীড়িত বা হত দুর্ভাগাদের সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি আমাদের যৌথ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অবশ্য কয়েকজনকে বিশেষভাবে স্মরণ না করে উপায় নেই, যাঁরা কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রতিপাদ্যের সমর্থনে সমকালীন গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ কাজে গভীর নিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় বইটি হয়ত বহুকাল আগেই গ্রন্থাগার থেকে সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট করা হয়েছে; ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটি কপিই রয়ে গেছে। আমি আরও বেশী কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে যাঁরা দুঃসময়ে এ বইটির পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখতে এবং নকল করতে সহায়তা করেছেন। তবু এখনো তাঁদের নাম উল্লেখের সাহস করি না।

সোলভেৎস্কি দ্বীপের পুরানো কয়েদী দিমিত্রি ভিৎকভ্স্কির এ বইটি সম্পাদনা করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অর্দ্ধ জীবন দ্বীপান্তরের,—ওঁর শিবির জীবনের দিনপঞ্জীর নাম 'অর্দ্ধ জীবন'—ফলে অকালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। বাক্‌শক্তি হারানোর পর এর কয়েকটি অধ্যায় পড়েন এবং জেনে সন্তুষ্ট হন, সব কথাই লিপিবদ্ধ হবে।

আমার দেশে বেশ কিছু দিনের মধ্যে মুক্তির হাওয়া না বইলে এ বই পড়া, এমনকি রাখা অতি বিপজ্জনক হবে। তাই গতাসুদের হয়ে ভাবী পাঠকবর্গকে অভিনন্দন জানাই।

১৯৫৮ সালে এ বই লেখা সুরু করার সময় শিবির জীবন সম্পর্কিত স্মারকলিপি বা সাহিত্যের অস্তিত্ব জানতাম না। ক্রমে ১৯৬৭ সালের আগে আমার কাজের মাধ্যমে শালামভের "কোলিমা কাহিনী", দিমিত্রি ভিৎকভ্স্কি, গিন্সবার্গ এবং আদামোভা সিলোজবার্গ প্রমুখের স্মারকলিপির সাথে পরিচিত হই। প্রায়ই সর্ব্বজন পরিচিত (অন্ততঃ একদিন তাই হবে) এই সাহিত্যিক সত্যময় তথ্যগুলির উল্লেখ করেছি।

উদ্দেশ্য বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকে অমূল্য উপাদান সরবরাহ, বহু মূল্যবান তথ্য ও পরিসংখ্যান এবং বাস্তবপক্ষে তাঁদের দূষিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সংরক্ষণ করে বইটির সহায়তা করেছেন: এস, সুদ্রোব—ল্যাটসিস্, এন. ক্রাইলেঙ্কো,—ইনি দীর্ঘকাল প্রধান রাষ্ট্রীয় অভিযোক্তা ছিলেন—, তাঁর উত্তরাধিকারী এ. ভিশিন্স্কি, অনেক বিচারক এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ, যাঁদের শীর্ষে ছিলেন আই. আভেরবাখ্।

ঘৃণিত 'শ্বেত সাগর খাল' (এ বইটি সর্ব্বপ্রথম রুশ ভাষায় দাস শ্রমিক নিয়োগের প্রশস্তি করে) এর রচয়িতা ম্যাক্সিম গোর্কি আদি পঁয়ত্রিশ জন লেখকও আমার গ্রন্থের উপাদান সরবরাহ করেছেন।

প্রথম খণ্ড

কয়েদ শিল্পোদ্যোগ

"চারপাশে শত্রুবেষ্টিত একনায়কতন্ত্রের আমলে অনেক সময় আমরা অনাবশ্যক দয়া এবং সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছি"—

ক্রাইলেঙ্কো

(প্রম্‌পার্টি বিচারকালীন বক্তৃতা)

প্রথম অধ্যায়

গ্রেফতার

মানুষ কি ভাবে ঐ চোরা দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছয়? প্রতি ঘণ্টায় ওখানে বিমান উড়ে যায়, জাহাজ উপসাগর পাড়ি দেয় এবং ট্রেনও দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে দৌড়ায়। কিন্তু কারো গায়ে গন্তব্যস্থলের নিশানা নেই। টিকিট কাউণ্টারে অথবা সোভিয়েত বা বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন দফতরে টিকিট চাইলে ওরা অবাক হবে। তারা ঐ অসংখ্য দ্বীপের কোনটির কথা জানে না, শোনেওনি।

যারা দ্বীপগুলি শাসন করতে যায়, তারা যায় আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। যারা পাহারা দিতে যায় তারা বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা কেন্দ্র মারফৎ পৌঁছয়।

পাঠক, আর যারা আপনার বা আমার মত ওখানে মরতে যায়, তারা একমাত্র গ্রেফতার হয়ে পৌঁছয়।

গ্রেফতার! স্মরণ করানো নিষ্প্রয়োজন, গ্রেফতার মানুষের জীবনে মহা ভাঙ্গনের মুহূর্ত, যেন বজ্রপাতে তার সব শেষ হয়ে গেল। এ এমন এক দুঃসহ আত্মিক ভূমিকম্প যা অতি অল্প লোক সইতে পারে, ফলে অনেকে উন্মাদও হয়ে যায়।

বিশ্বে যত কোটি প্রাণী তত কটি কেন্দ্র আছে। আমরা প্রত্যেকে এক একটি কেন্দ্র। সেই বিশ্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ওরা যখন সরীসৃপের মত চাপা স্বরে বলে: "আপনাকে গ্রেফতার করা হল।" মানুষ গ্রেফতার হলে তার বিশ্বের কোন কিছু সে সর্ব্বনাশের ছোঁয়াচমুক্ত থাকতে পারে কি?

কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন মন ধ্বংসের পরিমাপ করতে অক্ষম। ফলে অতি চৌখস বা নির্ব্বোধ যাই হোক না কেন, এমতাবস্থায় জীবনের অভিজ্ঞতায় ভরসা করে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে: "আমাকে? কেন?" এ প্রশ্ন ইতিপূর্ব্বে কয়েক কোটি বার করা হলেও, উত্তর মিলবে না। গ্রেফতার হল এমনই নিমেষে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মত এক ধাক্কা যা মানুষকে এক জগৎ থেকে অন্য জগতে বিতাড়িত করে।

দুপাশে দেওয়াল, পচা কাঠ, ঠাসা মাটি, ইট, সিমেণ্ট বা লোহার রেলিং দেওয়া বেড়ার স্পর্শ এড়িয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা গলিপথ হয় আমরা বিনা উপদ্রবে পার হয়েছি নয় আমাদের টেনে হিঁচড়ে পার করানো হয়েছে। পাশের দেওয়াল বা বেড়ার ভিতর কি আছে চিন্তা করিনি, দৃষ্টি বাড়াইনি এবং বুঝতে চেষ্টা করিনি।

কিন্তু ওখানেই গুলাগ্ রাজ্যের সুরু, ঠিক আমাদের পাশে। মাত্র দু গজ তফাৎ। গলির দুপাশে অসংখ্য মজবুত চোর দরজাগুলিও আমরা লক্ষ্য করি না। সব কটি দরজাই আমাদের জন্য তৈরী, ওদের শেষটিও। একদিন একটি ভাগ্যনিয়ন্তা দরজা হঠাৎ খুলে যাবে। কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ত হয়েও শক্ত এবং মজবুত পুরুষের চারটি সাদা হাত আমাদের পা, হাত, কলার বা কান ধরে টানবে এবং এক একটি বস্তার মত দরজার ভিতর ঢোকাবে। বিগত জীবনের উপর সজোরে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর খুলবে না।

'আপনাকে গ্রেফতার করা হল'—কথাটির এই প্রকৃত অর্থ। প্রত্যুত্তরে মানুষ ভীত মেষশাবকের মত জিজ্ঞেস করবে, "আমাকে? কেন?"

গ্রেফতার এমনই চোখ ধাঁধাঁনো বজ্রপাত যা নিমেষে বর্ত্তমানকে অতীত করে, অসম্ভবকে করে সর্ব্বশক্তিমান বাস্তব। প্রথম ঘণ্টা বা দিনে এর বেশী বোঝা যায় না। তবু সার্কাসের নকল চাঁদের মত দুরাশা মানুষের মনে থেকে থেকে উঁকি দিয়ে বলে, "ওরা ভুল করেছে। পরে শুধরে দেবে।"

এর পর গ্রেফতারের চিরাচরিত, এমন কি সাহিত্যিক চিত্র কেবল গ্রেফতার হওয়া মানুষটির এলোমেলো চিন্তায় নয়, তার পরিবার এবং প্রতিবেশীর স্মৃতিতে বাস্তবায়িত হয়: গভীর রাতে সজোরে কলিং বেলের আওয়াজ বা দরজায় ধাক্কা। অতন্দ্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কাদামাখা বুটের উদ্ধত প্রবেশ। পিছে পিছে ভীরু নাগরিক সাক্ষী। সাক্ষীর কি দরকার? গ্রেফতার হওয়া মানুষটির ও বিষয়ে ভাবার ক্ষমতা নেই; বুটের মালিকরাও জানে না। তবু আইন, তাই সাক্ষীর সারা রাত বসে, ভোরে সই করতে হয়।[১] জোর করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে রাতের পর রাত তারই প্রতিবেশী বা পরিচিতজনের গ্রেফতারের সহায়তা করা সাক্ষীর পক্ষেও বিড়ম্বনা বইকি।

গ্রেফতারের চিরপরিচিত চিত্রটির বাকি অংশে আছে একজোড়া কম্পিত হাতের দ্বারা হতভাগ্য মানুষটির জন্য কিছু প্যাকেট করে দেওয়া,—একটি আণ্ডারওয়্যার, সাবান, কিছু খাবার। কে জানে, কী প্রয়োজন, কিসের অনুমতি আছে, এবং কোন পোষাকে সবচেয়ে সুবিধা হবে? প্রহরীরা থেকে থেকে বাধা এবং তাড়া দেবে: "ওসব নেওয়ার দরকার নেই। ওখানে ভালই গরম, যথেষ্ট খেতেও দেবে।" বলা বাহুল্য, সব মিথ্যা।

গ্রেফতারের চিরাচরিত ছবির আর একটু বাকি। মানুষটিকে ওরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে এক অচেনা দানবীয় শক্তি ঘরে তাণ্ডব করবে। যেখানে খুসি ভেঙ্গে, দেওয়াল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, আলমারি শূন্য করে মেঝেতে ঢেলে, জিনিষগুলি বাঁকিয়ে এবং ইচ্ছামত ছিঁড়ে, শেষে ধ্বংসাবশেষের স্তূপকে বুট দলে চলে যাবে। ওদের তল্লাসি থেকে কিছুই রেহাই পাবে না। লোকমটিভ ইঞ্জিনিয়ার

ইনোশিনের গ্রেফতারের সময় ঘরে ক্ষুদ্র কফিনে ওর সদ্যমৃত সন্তানের দেহ ছিল। আইনজ্ঞরা কফিনটি শূন্য করে তল্লাসি চালাগেন। ওরা শয্যাশায়ী অসুস্থকে জোর করে ওঠায় এবং ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখে।[২]

তল্লাসির বাইরে বলে কিছু নেই। পুরাতত্ত্ববিদ চেংভেরুখিনের কাছ থেকে ওরা জার অনুশাসনের কয়েক পৃষ্ঠা আটক করল। অনুশাসনগুলি নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধ শেষ, 'পবিত্র মিত্রতা' গঠন এবং ১৮৩০ সালে কলেরা মহামারী ত্রাণকল্পে গণপ্রার্থনা বিষয়ক। সর্ব্বাধিক খ্যাতিমান তিব্বত বিষয়ক পণ্ডিত ভস্ত্রিকফের থেকে আটক করেছিল অমূল্য প্রাচীন তিব্বতীয় পুঁথি, যেগুলি কুখ্যাত কেজিবির কবলমুক্ত করতে প্রয়াত সুধীর ছাত্রদের লাগল পুরো ত্রিশ বছর। প্রাচ্যবিদ্যা পণ্ডিত নেভস্কির গ্রেফতারের সময় ওরা তাঙ্গুৎ লিপির পাণ্ডুলিপি দখল করে এবং ঐ লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য পঁচিশ বছর পর তাঁকে মরণোত্তর লেনিন পুরস্কার দেওয়া হয়। কার্গারের থেকে যাবতীয় সংগ্রহ দখল এবং ইয়েনিসি অঞ্চলের অস্তক উপজাতির জন্য তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত বর্ণমালা ও শব্দাবলীর নিন্দা করা হয়। ফলে ঐ উপজাতি লিখিত লিপি বিহীন হয়ে রইল।

এ ধরনের সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে দীর্ঘকাল লেগে যাবে। এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত কথা হল, ওরা এমন কিছু খুঁজবে যা কস্মিনকালে সেই জায়গায় ছিল না। এবং যা কিছু পায় দখল করে অনেক সময় গ্রেফতার হওয়া মানুষটিকে ওগুলি বইতে বাধ্য করে। যেমন নিনা পালচিন্স্কায়া বাধ্য হয়েছিলেন অধুনা স্বর্গতঃ, সদা কর্ম্মচঞ্চল স্বামী এবং সুবিখ্যাত রুশ ইঞ্জিনিয়ারের চিঠি এবং কাগজের বস্তা ঘাড়ে করে পৌঁছিয়ে দিতে আসতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গহ্বরে,—চিরতরে।

গ্রেফতারপর্ব্বের পর যারা রয়ে গেল তাদের জন্য থাকে একটি বিধ্বস্ত জীবনের সুদীর্ঘ পুচ্ছ। যথা, কখনো কখনো জেলে খাবার দিয়ে আসা। ছোট ছোট জানালা থেকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে: "ও নামে কেউ নেই। কখনো অমুকের কথা শুনিনি।" লেনিনগ্রাদের ভয়াবহ দিনগুলিতে জানালায় পৌঁছতেই পুরো পাঁচ-দিন সুদীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হত। গ্রেফতারের এক কি দেড় বছর পর মানুষটির প্রথম সংবাদ পাঠাবার সম্ভাবনা হতে পারত। হয়ত কখনো কর্তৃপক্ষ প্রশ্নের উত্তর ছুঁড়ে দিতেন: "সংবাদ বিনিময়ের অধিকার বঞ্চিত হয়েছে,"—যার প্রায় সঠিক অর্থ, গুলি করে মারা হয়েছে[৩]।

এই হল গ্রেফতারের মোটামুটি চিত্র।

নৈশ গ্রেফতার কর্তৃপক্ষের পছন্দ। ওতে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়। দরজায় প্রথম টোকাতেই পরিবারবর্গ ভয়ে ঘাবড়িয়ে যায়। আরামদায়ক বিছানার আলিঙ্গন থেকে টেনে তুলে গ্রেফতারের দরুণ মানুষটি আধ-ঘুমন্ত, উপায়ান্তরবিহীন এবং

ঘোলাটে বুদ্ধি। অপরপক্ষে নিরাপত্তার প্রহরীরা সংখ্যায় ভারী, অনেকে এমন এক লোকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যার প্যান্টের বোতামও আঁটা হয়নি। গ্রেফতার এবং তল্লাসির সময় দরজার সামনে অবাঞ্ছিত লোকের ভিড় হয় না। ধীর পদক্ষেপে আজ রাতে একটি কাল দুটি বাড়িতে গ্রেফতার করায় নিরাপত্তা বাহিনীর সম্পূর্ণ সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সহজেই কোন শহরের পুলিশ বাহিনী থেকে অধিকতর সংখ্যক নাগরিক গ্রেফতার করা সম্ভব।

অপর সুবিধা হল, কাছাকাছি বাড়ি বা রাস্তার লোক জানতে পারে না ক'জনকে ধরা হল। যে গ্রেফতারে প্রতিবেশীরা আতঙ্কিত তা দূরের লোকের কাছে ঘটনাই নয়। একই পিচ্ বাঁধানো পথে দিনে যুবদল পতাকা হাতে গান গেয়ে যায়, রাতে কালো মারিয়া গাড়ি ঘোরাফেরা করে।

গ্রেফতার করা যাদের প্রধান কাজ, ফলে ত্রাস এক বিরক্তি ধরানো পুনরাবৃত্তি, তাদের আপন কর্ম্মপদ্ধতির সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকে। প্রতি পদক্ষেপে থাকে স্থির সিদ্ধান্ত। গ্রেফতার দণ্ডবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, এবং তার পিছনে ওজনদার সামাজিক যুক্তি আছে। গ্রেফতারের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে : দিনে বা রাতে ; গৃহে বা কর্ম্মস্থানে ; ভ্রমণকালে ; প্রথম বা একাধিকবার ; একক বা সমষ্টিগত। চমকের পরিমাণ এবং প্রতিরোধের গুরুত্ব (যদিও লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ আশা করা হয়নি এবং বাস্তবে পাওয়া যায়নি) নির্দ্ধারণ করে কোন ধরণের গ্রেফতার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরও বিচার করা হয় কত পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাসি প্রয়োজন[৪] ; ধৃত সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ আছে কিনা ; কোন বিশেষ কামরা অথবা গোটা ফ্ল্যাট তালাবন্ধ করতে হবে কিনা ; স্বামীর সাথে স্ত্রীকে গ্রেফতার করে শিশুদের অনাথ আশ্রমে বা পরিবারের বাকি সকলকে নির্ব্বাসনে অথবা বয়স্কদের শ্রম শিবিরে পাঠাতে হবে কিনা।

প্রতিটি গ্রেফতারে কত তফাৎ! ১৯২৬ সালে হাঙ্গেরীয় শ্রীমতী ইর্মা মেণ্ডেলের সাথে নিরাপত্তা বিভাগের ক্লেগেলের প্রেম ছিল। ইর্মা কমিণ্টার্ন মাধ্যমে বলশয় থিয়েটারের সামনের সারির দুটি টিকিট জুটিয়ে, ক্লেগেলকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন। গভীর প্রণয়ে থিয়েটার দেখার পর ক্লেগেল ইর্মাকে সোজা নিয়ে গেলেন কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা কারাগারে। ১৯২৭ সালের আনন্দময় জুন মাসের একদিন মস্কোর কুজনেৎস্কি স্ট্রীটে লালচুল সুন্দরী আন্না স্ক্রিপ্‌নিকোভা যখন পোষাকের জন্য নেভি-ব্লু কাপড় কিনে এক নব্য শহরে বাবুর সাথে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন, মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রেমিকযুগল বেড়াতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোচ্‌ম্যান ঠিক বুঝেছিল। তার ভ্রূকুটিতে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ 'অর্গানে'র লোকরা গাড়িভাড়া দেয় না। খানিক বাদেই তাঁরা লুবিয়াঙ্কার কালো গেটে ঢুকলেন। বাইশ বছর পর সাদা ইউনিফরম পরা,

গায়ে দামী ওডিকোলনের গন্ধ, নৌবাহিনীর ক্যাপটেন বরিস বুরভ্স্কি অমনই মনোরম দিনে এক যুবতীর জন্য কেক কিনছিলেন। ও দৃশ্য দেখে যে কেউ হলফ করে বলতে পারত, কেকটি যুবতীর কাছে ত পৌঁছবেই না, বরং বরিসের দেহ তল্লাসিকারীরা টুকরো টুকরো করে কেটে ওটি ওঁকেই গেলে খেতে দেবে। কারুর বলবার উপায় নেই যে দিনে, ভ্রমণকালে বা ভিড়ের মধ্যে গ্রেফতার আমাদের দেশে অবহেলিত। দেখা গেছে, ঐ কাজটি সর্ব্বদাই অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে সমাপ্ত হয়। আসামীরা গ্রেফতারকারীর সহায়তা করেন এবং এত ভদ্র ভাবে চলেন যে পথচারীকে হতভাগ্য লোকগুলির মৃত্যু দেখতে হয় না!

সবাইকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে কর্ম্মস্থলে গ্রেফতারও হয়ত সম্ভব নয়। আসামী মারাত্মক ধরণের হলে তাকে সহকর্মী এবং আত্মীয় পরিজনের বাইরে,—এরা সহমত হতে পারে—কোন গুপ্ত স্থান থেকে ধরা সুবিধা। তাতে সে কোন মতেই কিছু লুকাতে, নষ্ট করতে বা পাচার করতে সুযোগ পাবে না। মিলিটারি বা কমিউনিস্ট পার্টির হোমড়া-চোমড়াদের অনেক সময় গুরুতর দায়িত্ব চাপিয়ে রেলের ফাঁকা কামরায় তুলে দিয়ে, পথে গ্রেফতার করা হয়। আবার কোন সাধারণ মানুষ চারপাশে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ গ্রেফতারের হিড়িক আর উপর-ওলার ক্রুর চাউনিতে হয়ত ঘাবড়িয়ে গেছে, এমন সময় তাকে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে ডেকে সহাস বদনে কৃষ্ণসাগরতীরে সোচি বিশ্রাম কেন্দ্রে ছুটি কাটানোর টিকিট দেওয়া হল। লোকটি আনন্দে অভিভূত হয়ে ভাবল তার এতাবৎ কালের ভীতি অমূলক। কর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ও তড়িঘড়ি ঘরে ফিরে বিজয়গর্ব্বে স্যুটকেস গোছাতে লাগল। ট্রেন ছাড়তে মাত্র দু ঘণ্টা বাকি। ও স্ত্রীকে তাড়া দিল। ধীরে কাজ করার জন্য বকাবকি করল। স্টেশনে পৌঁছে দেখল বেশ কিছু সময় হাতে আছে। ওয়েটিংরুমে অথবা বারে এক অতি ভদ্র যুবক এগিয়ে এসে ওকে বলল: "আমাকে মনে পড়ছে না, পিটার ইভানিচ্?" পিটার মনে করতে পারে না: "না, ঠিক……বুঝলেন না…" যুবকটির বন্ধুত্ব ঝালানোর অত্যন্ত আগ্রহ: "আরে, সে কী, আমার মনে করিয়ে দিতে হবে?" পিটারের স্ত্রীকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বলল: আমাকে মাফ করবেন, ওঁকে এক মিনিট আটকাব।" স্ত্রী রাজী হল। ও পিটারের কনুই ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল, দশ বছর বা অবশিষ্ট বছরগুলির জন্য!

স্টেশনে যদিও লোক গিজগিজ করছিল, কেউ ঘটনাটি লক্ষ্য করল না। তাই দেশের মানুষকে বলি, বেড়াতে ভালবাসেন অথচ জানেন না প্রত্যেক স্টেশনে জিপিউর (নিরাপত্তা) শাখা এবং বেশ কয়েকটি কয়েদ ঘর থাকে?

হঠাৎ আলাপ জমাতে আসা মানুষগুলির আচরণ এত অদ্ভুত যে যার শিবিরে জীবন কাটানোর আকুলতা আছে সে ব্যতীত সবাই সন্দীহান হবে। ধরা যাক,

আপনার নাম এ্যালেক্স এবং আপনি মার্কিন দূতাবাসের কর্ম্মী। তবু ভাববেন না, আপনাকে প্রকাশ্য দিবালোকে গোর্কি স্ট্রীটে, কেন্দ্রীয় তার দফতরের পাশে গ্রেফতার করা চলবে না। আপনার অপরিচিত বন্ধু ভিড়ের মধ্যে থেকে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে বলবে, "আরে, সাশা!" ও কেবল আপনাকে জোরে ডাকবে, যাতে আর সবাই লক্ষ্য না করে, "কত কাল দেখা নেই। চল, ভিড় থেকে সরে যাই।" ঠিক সেই মুহূর্তে একটি পোবিডা গাড়ি ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়াবে। কয়েক দিন বাদে তাস্ ক্রুদ্ধ বিবৃতিতে জানাবে, সোভিয়েত সরকার এ্যালেক্সের অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে অবহিত নন। তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাদের লোক অমন অনেক কাজ করে থাকে। যেমন জোরা ব্লেদ্‌নভের গ্রেফতার,—মস্কোয় নয়, ব্রাসেল্‌সে।

'অর্গানকে' তার প্রাপ্য দিতেই হবে। যে যুগে জনগণের জন্য বক্তৃতা, নাটক, মহিলাদের ফ্যাশন দেখে মনে হয় একই ছাঁচ অনুযায়ী কারখানায় ঢালাই করা, আমাদের গ্রেফতারগুলি কিন্তু তখনো বৈচিত্র্যময় রয়ে গেছে। কারখানায় উপস্থিতির কার্ড চেক করানোর পর আপনাকে আড়ালে ডাকা হল,—আপনি গ্রেফতার হলেন। এ্যান বের্কস্টাইনকে ১০২ ডিগ্রী জ্বর সত্ত্বেও সামরিক হাসপাতালের রোগশয্যা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল; ডাক্তার টুঁ শব্দ করেনি,—করে দেখুক ত? কারপুনিচ্ বলেন, ১৯৩৬ সালে ওরা স্কুল ইন্সপেক্টর এন. ভরোবিয়েভকে পাকস্থলীর আলসারের অপারেশনের মাঝখানে সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা এবং অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জেলে পুরেছিল। শ্রীমতী লেভিৎস্কায়া মায়ের কয়েদের মেয়াদ সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে গিয়ে বাদপ্রতিবাদে লিপ্ত হন, ফলে গ্রেফতার। এই উদাহরণের কোনটি আপনার উপর পুনরাবৃত্তি হলে আশ্চর্য্য হবেন না। সৌখীন খাবার-দাবারের দোকান গ্যাস্ত্রোনোমের স্পেশ্যাল অর্ডার বিভাগে আপনাকে ডাকা হল,—আর গ্রেফতার। হয়ত 'যীশু খ্রীষ্টের নামে' এক ধার্ম্মিক তীর্থযাত্রীকে রাতের আশ্রয় দিলেন, ভোরে সেই আপনাকে গ্রেফতার করল। এ ছাড়া ইলেকট্রিক মিটার ইন্সপেক্টর, হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যাওয়া সাইক্লিস্ট, রেলের কণ্ডাক্টর, সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কেরাণী, সিনেমার ম্যানেজার, ইত্যাদি আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে; এবং আপনি মেরুন রঙের গোপন পরিচয়পত্রটি দেখতে পাবেন যখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে।

কখনো এত অনাবশ্যক উদ্ভাবনীশক্তি ব্যয়িত হয় যে গ্রেফতার পর্ব্বটাই হাস্যকর মনে হয়। হয়ত নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বিপুল সংখ্যা এবং চাকুরির উপযোগীতা বোঝাতেই তা করে থাকে। আর যাই হোক আসামী প্রতিরোধে অক্ষম এবং শমন পাওয়ামাত্র ভীরু, বাধ্য মেষশাবকগুলি যথাসময় ছোট্ট একটি বাণ্ডিল হাতে নিরাপত্তা দফতরের লৌহ দরজায় হাজির হবে, কয়েদখানার এক টুকরো জমি দখল করতে উৎসুক। বস্তুতঃ এই ভাবেই যৌথ খামারের চাষীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল;

উপযুক্ত সড়কবিহীন গ্রামে রাতে কে ওদের গ্রেফতার করতে যাবে? ওদের গ্রাম সোভিয়েতে হাজির হতে বলা হল,—সেখানেই গ্রেফতার। শ্রমিকদের কারখানার অফিসে দেখা করতে বলা হত।

কোন যন্ত্রই ভার বইবার সীমা অতিক্রান্ত হলে কাজ করতে পারে না। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালের চাঞ্চল্যময় দিনগুলিতে যখন লাদাই বোঝাই ট্রেনের পর ট্রেন ইউরোপ থেকে মানুষ এনে নামিয়ে দেওয়ামাত্র ওদের গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে পাচার করা হত, গ্রেফতারের নাটকীয়তা তখন আর রইল না। বিধি নিষেধ উবে গিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষের গ্রেফতার যেন এক নিরানন্দ রোল কল-এ রূপান্তরিত। তালিকার সাথে একটি ট্রেনের যাত্রীর নাম মিলিয়ে তাদের অন্য একটি ট্রেনে তুলে দেওয়া,—ব্যস, হয়ে গেল গ্রেফতার।

বেশ কয়েক যুগ ধরে আমাদের রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারের বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষকে ধরা, এবং আভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট রীতির জন্য তারা সামান্যতম প্রতিরোধ করত না। জিপিউ-এনকেভিডি'র কবল থেকে মুক্তির বিষয়ে এরা স্বভাবতঃই হতাশ হত। গ্রেফতার হিড়িকের যুগে পুরুষরা কাজে বেরোবার সময় প্রতিদিন পরিবারবর্গকে বিদায় জানিয়ে যেত। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা ছিল অনিশ্চিত। তখনো মানুষ পালাতে চেষ্টা করেনি, এবং অতি অল্প সংখ্যক লোক আত্মহত্যা করেছে। কর্তৃপক্ষের তাই প্রয়োজন। শান্ত মেষশাবকই বাঘের শ্রেষ্ঠ আহার।

উপরোল্লিখিত ভীরুতা বহুলাংশে গ্রেফতার হিড়িক সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত। সাধারণতঃ 'অর্গান' ব্যক্তি বিশেষের গ্রেফতারের স্বপক্ষে যুক্তির অপেক্ষা রাখত না। ওদের বলা হত, মোট এতগুলি লোক ধরবে। ঐ সংখ্যক লোককে যুক্তিপূর্ণ কারণে বা অযৌক্তিক গ্রেফতার করা ওদের উপর নির্ভর করত। ১৯৩৭ সালে এক মহিলা নভচের্কাস্কের এনকেভিডি দপ্তরে জিজ্ঞেস করতে আসেন, গ্রেফতার হওয়া এক প্রতিবেশী মহিলার মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুর বিষয়ে কী করা হবে? ওরা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে। দু ঘণ্টা পরে ওরা তাঁকেও জেলে ঠেলে দিল, কারণ মোট গ্রেফতার সংখ্যার একটি কম ছিল।

এর বিপরীত কাহিনী আন্দ্রে প্যাভেল-এর। এনকেভিডি'র লোক ওর্শাতে ওর বাড়ির দরজায় টোকা দিলেও, ঠিক ওকে নিতে আসেনি। ও তবু জানালা গলে পালাল সোজা সাইবেরিয়ায়। পরবর্তীকালে ছদ্মনাম না নিলেও এবং ও যে ওর্শা থেকে এসেছে কাগজপত্র থেকে তা বোঝা গেলেও, ওকে গ্রেফতার করা হয়নি। এমন কি সন্দেহ বশে 'অর্গানে'র দপ্তরে পর্যন্ত ডেকে পাঠায়নি। গ্রেফতার তিন প্রকারের: অখিল সঙ্ঘীয়, সাধারণতন্ত্রীয় এবং প্রান্তীয়। হিড়িকের সময়কার প্রায় অর্দ্ধেক গ্রেফতার ছিল প্রাদেশিক। কোন ব্যক্তি কোন ক্রমে, যেমন প্রতিবেশী দ্বারা

নিশ্চিত হয়ে, গ্রেফতারের যোগ্য হতে পারত। অনেক ক্ষেত্রে আসল আসামীর বদলে অন্য লোকও ধরা হত। আন্দ্রে প্যাভেল-এর মত যারা ফাঁদে পড়ে বা কোন বিশেষভাবে নজর রাখা কামরা থেকে জিজ্ঞাসাবাদের আগে পালাতে পারত, পরে হয়ত আর ধরা পড়ত না। যারা সুবিচারের আশায় ধরা দিত, ধরা পড়ে জেলে পচত। তবু বেশীর ভাগ মানুষ অসহায় ভাবে, অনিবার্য্য ধ্বংসের প্রতীক্ষায় ধরা দিত।

আসামীকে না পেলে এনকেভিডি তার আত্মীয়দের থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করত যে তারা এলাকা ছেড়ে যাবে না। তারপর সুবিধামত অভিযোগ খাড়া করে ঐ লোকগুলিকে ধরে শূন্য স্থান পূরণ করত।

সার্ব্বিক অজ্ঞতা থেকে জন্মাত সার্ব্বিক নিষ্ক্রীয়তা। হয়ত আমাকে ধরবে না, হয়ত ঝড় পাশ দিয়ে বয়ে যাবে,—এই ধরণের ভাব। এ. ল্যাডিজেনস্কি সুদূর কলোগ্রিভের স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বাজারে এক চাষা তাঁকে জানাল: "শহর ছেড়ে চলে যান। আপনার নাম ওদের তালিকায় আছে।" উনি ভাবলেন, স্কুলের দায়িত্ব আমার উপর। ওদের ছেলেরাও ত' এই স্কুলে পড়ে। ওরা কি করে আমাকে গ্রেফতার করবে। উনি রয়ে গেলেন, এবং দিন কয়েক পর সত্যিই গ্রেফতার হলেন। ভানিয়া লেভিতস্কির মত সবাই চোদ্দ বছর বয়সে বুঝতে পারে না: "প্রত্যেক সৎ লোককে জেলে যেতে হবে। বাবা এখন জেলে আছে। বড় হলে আমারও যেতে হবে।" ওকে তেইশ বছর বয়সে জেলে যেতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ লোক হাত গুটিয়ে বসে দুরাশার স্বপ্ন দেখে। ভাবে, আমি দোষ করিনি, তবু আমায় ধরবে কেন? যখন কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখনও ভাবে, ওরা ভুল করছে। ভুল বুঝতে পারলেই ছেড়ে দেবে। অজ্ঞতার দরুণ ব্যাপক গ্রেফতারেও মানুষ মনে করে, "অমুক হয়ত দোষ করেছিল..." শুধু নিজের বেলায় মানুষ ভাবে অনিবার্য্য রূপে নির্দোষ, 'অর্গান' মনুষ্যত্ব এবং যুক্তিসম্পন্ন, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাকে ভুল বুঝতে পেরে ছেড়ে দেবে।

তবে পালানোর কী দরকার? চরম মুহূর্তে প্রতিরোধই বা কি করে করবে? আর তা করলে নিজের অপরাধ গুরুতর প্রতীয়মান হবে না? তখন হয়ত ভুল গ্রেফতার বলতে ওদের অসুবিধা হবে। অতএব সে প্রতিরোধ ত করেই না, হুকুম মত সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নামে যাতে প্রতিবেশীরা টের না পায়।[৫]

কখন মানুষ প্রতিরোধ করবে? যখন তার বেল্ট কেড়ে নেওয়া হয়, বা তাকে কোণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলা হয়, না যখন কেউ তার দোরগোড়া পেরিয়ে ঘরে ঢুকছে? গ্রেফতার অনেকগুলি আনুষঙ্গিক অর্থহীন, অবান্তর ক্রিয়াকলাপের যোগফল। তাদের যে কোন একটির বিরুদ্ধে তর্ক নিষ্ফল, বিশেষতঃ আসামীর সব চিন্তা যখন একটি বিরাট প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত: কি জন্য? তবু গ্রেফতার ঐ অবান্তরতার সমষ্টি।

সদ্যধৃত আসামীর মনে কত চিন্তাই হয়, যা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করলে একটি মোটা বই হয়ে যাবে। এমন অনেক চিন্তার উদয় হয় যার সম্ভাবনা আগে আঁচ করা চলে না। ১৯২১ সালে গ্রেফতারের পর তিনজন 'চেকা' পুলিশ যখন তাঁর বিছানা এবং ড্রয়ারে অন্তর্ব্বাস ঘেঁটে দেখছিল তখনো শ্রীমতী ইয়েভ্‌গেনিয়া দয়ারেঙ্কো বিচলিত হন নি, কারণ ওগুলির মধ্যে বিপজ্জনক কিছু পাওয়া যাবে না। হঠাৎ ওরা তাঁর ডায়েরী, যা উনি মাকেও দেখাতেন না, ঘাঁটতে লাগল। তিনটি জোয়ান আগন্তুক তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত লেখা পড়বে, এ চিন্তা লুবিয়াঙ্কার গরাদ দেওয়া কুঠরীর চেয়ে ভয়াবহ লাগল। ব্যক্তিগত ভাবধারা এবং জিনিষপত্রের উপর গ্রেফতার যে আঘাত হানে তা অনেকের ক্ষেত্রেই তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা জেলভীতি থেকে তীব্রতর। যাঁর অত্যাচার সহ্য করার প্রস্তুতি নেই তিনি স্বভাবতই অত্যাচারীর থেকে দুর্ব্বল।

অবশ্য অল্প কিছু বুদ্ধিমান এবং সাহসী মানুষ আছেন যাঁরা ঘটনার আন্দাজ করতে পারেন। বিজ্ঞান আকাদেমির ভূতত্ত্ব বিদ্যালয়ের পরিচালক গ্রিগরিয়েভ্‌ ১৯৪৮ সালে গ্রেফতারকারী পৌঁছবার আগে দুঘন্টা ধরে কাগজপত্রাদি পোড়ান।

কখনো কখনো ধৃত আসামী গ্রেফতারের ফলে স্বস্তি, এমন কি সুখও অনুভব করে। বিপ্লবের আগে এ রকম ঘটেছে। আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভের মামলার আসামী স্কুল শিক্ষিকা শ্রীমতী সের্দ্যুকোভা গ্রেফতারের পর স্বস্তি বোধ করেন। গণ গ্রেফতারের সময় যখন বিশেষ কারণে একটি লোককে ছাড়া তার পরিচিত সবাইকে ধরা হয়, গ্রেফতারের পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত তার উৎকণ্ঠা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অসীম সাহসীর পক্ষেও ঐ ধরণের উৎকণ্ঠা এবং ক্লান্তি দুঃসহ হতে পারে। ১৯৩৭ সালে কেডি অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে গেলেও, ওরা ভাসিলি ভ্লাসভ্‌কে ধরতে এল না। নির্ভীক ভাসিলি অ-কমিউনিস্ট সহকর্ম্মীদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তাঁর মতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শ্রেয়ঃ। উৎকণ্ঠা সয়ে রয়ে গেলেন। গ্রেফতারের প্রথম কয়েকদিন ওঁর চমৎকার লেগেছিল। ফাদার ইরাকলি ১৯৩৪ সালে আলমা–আটাতে কয়েকজন নির্ব্বাসিত ধর্ম্মবিশ্বাসীকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুলিশ তিন বার মস্কোর ফ্ল্যাটে হানা দেয়। তিনি ফিরলে ভক্তরা তাঁর সাথে স্টেশনে দেখা করল। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে দিল না। দীর্ঘ আট বছর এবাড়ি সে বাড়িতে লুকিয়ে রাখল। ফাদার কিন্তু গুপ্ত জীবনে অস্বস্তি বোধ করেন এবং ১৯৪২ সালে ঈশ্বরের প্রশস্তি গেয়ে গ্রেফতার হলেন।

এ পর্য্যন্ত অসহায় সাধারণ মানুষের কথা বলেছি, যারা জানতেও পারত না কী জন্য গ্রেফতার হল। এবার বলব তাঁদের কথা যাঁরা বিপ্লবোত্তর কালে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দরুণ গ্রেফতার হয়েছেন। মুক্ত জীবনে সমাজতন্ত্রী-গণতান্ত্রিক ছাত্রী ভেরা রাইবাকোভা স্বপ্ন দেখতেন, তিনি সুজদালের আটক শিবিরে। তাঁর সব

সহকর্মী গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং একমাত্র সুজদালেই তখন অখিল বিশ্ব দৃষ্টি নিয়ে কাজ করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী শ্রীমতী ইয়েকাতেরিণা ১৯২৪ সালে মনে করতেন রাশিয়ার সেরা লোকগুলি অন্ততঃ একবার জেল অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর অত অল্প বয়স, এবং দেশের জন্য তেমন কিছু করেননি। সুতরাং তখনো তিনি গ্রেফতার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেননি। তবু মুক্তি তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। ফলে দুজনই গ্রেফতার হলেন, সগর্বে এবং সানন্দে।

আরামে দিন কাটিয়ে অনেকে অত্যাচারের ভুক্তভোগীদের উপদেশ দেন, "প্রতিরোধ করতে হয়। আপনারা প্রতিরোধ করেননি কেন?" সত্যিই প্রতিরোধ করা উচিৎ ছিল, গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে। তবু তা করা হয়নি।

আজও ওরা ধরে নিয়ে যায়। দিনে গ্রেফতারে থাকে কয়েকটি হ্রস্ব, মারাত্মক মুহূর্ত যখন কোন ভীরু ক্রিয়াকলাপের দরুণ আসামীকে ওরা বিনা আড়ম্বরে অথবা শত সহস্র নিরপরাধ দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে খোলা পিস্তল উচিয়ে ধরে নিয়ে যায়। আসামীর মুখ বন্ধ নয়। ও ইচ্ছা করলেই পারে, এবং চেঁচানো উচিৎ—"আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে! ছদ্মবেশী খুনেরা ফাঁদ পেতে মানুষ ধরছে! লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা নিঃশব্দে খুন করছে!" ঐ রকম চিৎকার একাধিক বার শোনা গেলে কি নাগরিকরা একদিন জেগে উঠত না? তারপরও গ্রেফতার অত সহজ থাকত?

১৯২৭ সালে আত্মসমর্পণের প্রবণতা যখন মস্তিষ্ক এত নরম করে দেয়নি, দুটি 'চেকা' পুলিশ সের্পুকভ্ স্কোয়ারে দিনের বেলায় এক মহিলাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করছিল। মহিলা রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট জড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। ভিড় জমে গেল। (তখনকার দিনে ঐ ধরণের মহিলা এবং পথচারী ছিল, যারা শুধু চোখ ফিরিয়ে চলে যেত না)। পুলিশ দুটি বেকায়দায় পড়ল। ওরা লোকচক্ষুর সামনে ঐ কাজে অনভ্যস্ত। তাই গাড়ি চড়ে পালাল। মহিলার উচিৎ ছিল তখনই ট্রেনে করে কোথাও চম্পট দেওয়া। উনি যথারীতি ঘরে ফিরে গেলেন এবং রাতে ধরা পড়ে লুবিয়াঙ্কার বাসিন্দা হলেন।

আজ কোন আসামীর শুকনো ঠোঁটে কথা সরে না। পথচারী ভাবে, আসামী এবং তার জল্লাদ আসলে বন্ধু, একসাথে বেড়াতে বেরিয়েছে।

আমারও বহুবার চেঁচানোর সুযোগ হয়েছে।

গ্রেফতারের এগারো দিন পর তিনজন "স্মের্শ" প্রহরী চারটি স্যুটকেস বোঝাই যুদ্ধে লুটের মাল এবং আমাকে (দীর্ঘ সফরকালে ওরা আমার উপর নির্ভর করত) নিয়ে মস্কোর বাইলোরাশিয়া স্টেশনে হাজির হল। এরা বিশেষ কনভয়ের লোক, বা ভাষান্তরে বিশেষ প্রহরীদল। কিন্তু বস্তুতঃ ওরা এবং ওদের প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় কর্তারা দ্বিতীয় বাইলোরুশ লড়াইয়ে জার্মানী থেকে আত্মীয় পরিজনের জন্য লুটের যে

বোঝা আমাকে পাহারা দেওয়ার অজুহাতে নিয়ে আসছিল, তা বইবার অসুবিধা হচ্ছিল। আমি নিজে বিমর্ষ বদনে পঞ্চম স্যুটকেসটি বইছিলাম, কারণ ওতে ছিল ডায়েরী এবং যাবতীয় সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি। ওগুলি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

ওরা কেউই মস্কো চেনে না। আগে কখনো দেখেনি। আমিই হ্রস্বতম পথ দেখিয়ে লুবিয়াঙ্কায় নিয়ে চললাম। (ভুলে লুবিয়াঙ্কাকে আমি বৈদেশিক মন্ত্রণালয় মনে করেছিলাম)।

সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রতিগুপ্তচর কারাগারে এক দিন কাটানোর পর যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিগুপ্তচর কারাগারে তিন দিন কাটাতে হয়েছিল। দ্বিতীয় কারাগারে আমার সহবন্দীরা সব বলে দিয়েছিল: জিজ্ঞাসাবাদকারীরা কিভাবে ধমকিয়ে, মেরে কথা বার করে; একবার গ্রেফতার হলে কখনো মুক্তি পাওয়া যায় না; এবং দশ বছর মেয়াদ এক রকম নিশ্চিত।

পচা খড়ের উপর, মলমূত্র ত্যাগের বালতির পাশে কাত হয়ে শুয়ে নিদ্রা-বঞ্চিত, প্রহৃত দুর্ভাগাদের দেখেছি; সব সত্যি কাহিনী কানে শুনেছি এবং জিভে বিস্বাদ আহার্যের পরিচয় পেয়েছি। তবু হঠাৎ একদিন মুক্তি পেয়ে এক সাথে চার দিন স্বাধীন মানুষের মত স্বাধীন মানুষের সাথে ভ্রমণ করেছিলাম। তখনো কেন চুপ করে ছিলাম? স্বাধীনতার শেষ সময়টুকু পর্যন্ত প্রতারিত জনসাধারণকে সত্য জ্ঞাপনের চেষ্টা কেন করিনি?

পোলাণ্ডের ব্রদনিকাতে আমি নীরব থেকেছি। ওরা হয়ত রুশ বোঝে না। বিয়ালিস্টক্ শহরের রাস্তাতে একটি কথাও বলিনি। হয়ত আমার ব্যাপারের সাথে পোলদের সম্পর্ক নেই ভেবে। ভল্কোভুস্ক স্টেশনে একটু আওয়াজও করিনি। হয়ত স্টেশনে অতি অল্প লোক ছিল, তাই। মিনস্ক্ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে "স্মের্শ" ডাকাতদের পাশে পাশে হেঁটেছি, যেন বিশেষ কিছু হয়নি। ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি মস্কো ভূগর্ভ রেলপথের বাইলোরুশ স্টেশনে। স্টেশনের উজ্জ্বল আলোকিত গোলাকৃতি শ্বেত ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সামনের সমান্তরাল দুটি এস্ক্যালেটার বেয়ে মস্কোবাসীর অবিরল ধারা ভূতল থেকে উপরে আসছে। যেন ওদের সবার চোখ আমাদের উপর। প্রান্তহীন রিবনের মত ওরা অজানের গহ্বর থেকে উঠে এসে দাঁড়াচ্ছে উজ্জ্বল গোলাকার ছাদের নিচে; শুধু একটি সত্যি কথার জন্য ওরা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। তবু কেন চুপ করে ছিলাম?

প্রত্যেক মানুষই প্রতিবাদ না করার স্বপক্ষে কয়েক ডজন কারণ দেখাতে পারে।

অনেকে প্রতিরোধ করে অদূর ভবিষ্যতে সুবিচারের আশা জলাঞ্জলি দিতে চায় না। আমরা বহির্জগতের খবর পেতাম না। বুঝতে পারতাম না, গ্রেফতারের

মুহূর্তেই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, যার থেকে খারাপ আর কিছুতেই করতে পারব না। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের মত জোরদার প্রতিবাদ কি ভাবে করা যায় অনেকের ধারণা নেই। বস্তুতঃ একমাত্র বিপ্লবীদের ঠোঁটে গাদা গাদা স্লোগান আঁকপাঁক করে, নির্লিপ্ত সাধারণ মানুষ স্লোগান পাবে কোথায়? সে ত' চেঁচাতেও জানে না। সব শেষে যে মানুষের হৃদয় ব্যথায় ভরে গেছে, চোখ অনেক বেশী দেখেছে, কয়েকটি অসংলগ্ন চিৎকারে সে কি করে দুঃখের সাগর শূন্য করবে?

আমি নিজে আরও একটি কারণে নীরব ছিলাম: এস্‌ক্যালেটার বেয়ে উপরে উঠে আসা মস্কোবাসীর দল ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক। আমার প্রতিবাদ দুশো, বড়জোর চারশো লোক শুনত। কিন্তু বিশ কোটিকে কি করে শোনাতাম? সে প্রতিবাদ একদিন বিশ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার আবছা স্বপ্ন তখনই দেখেছি।

তাই মুখ খুলিনি। এস্‌ক্যালেটার আমাকে দুর্নিবার গতিতে পাতালপুরীতে নামিয়ে দিল। আখোৎনি রিয়াদ-এ পৌঁছে চুপ করে রইলাম। মেট্রোপোল হোটেলেও চিৎকার করিনি। এমনকি লুবিয়াঙ্কা স্কোয়ারে পৌঁছেও হাত পা ছুঁড়িনি।

□

আমার সহজতম গ্রেফতার হয়েছিল, আত্মীয় স্বজনের আলিঙ্গন বা প্রিয় গৃহকোণের আরাম থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নয়। ফেব্রুয়ারীর এক নিরানন্দ দিনে বাল্টিক সাগরের সঙ্কীর্ণ উপকূল থেকে আমাকে ধরা হয়। কে কাকে বিচার সাপেক্ষে, আমরা এবং জার্মানরা ঐ জায়গাটি ঘিরে যুদ্ধ করছিলাম। গ্রেফতার হয়ে, আমার প্রিয় গোলন্দাজ বাহিনী এবং যুদ্ধশেষের অবশিষ্ট তিন মাসের দৃশ্যাবলী থেকে বঞ্চিত হলাম।

ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁর দপ্তরে ডেকে পিস্তল ফেরত চাইলেন। অসদুদ্দেশ্য সন্দেহ না করে পিস্তলটি তাঁকে দিলাম। ঘরের কোণে দাঁড়ানো স্থাণুবৎ অফিসারমণ্ডলীর দুটি প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় অফিসার হঠাৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে চার হাত দিয়ে আমার টুপি থেকে তারকা, কাঁধ থেকে কাঁধপটি, অফিসারের বেল্ট এবং মানচিত্রের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, "আপনাকে গ্রেফতার করা হল!"

মাথা থেকে পা অবধি জ্বলতে জ্বলতে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে? কেন?"

যদিও সাধারণত এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, আমি আশ্চর্যজনকভাবে পেলাম। স্মরণীয়, এই ব্যতিক্রম আমাদের রীতিবিরুদ্ধ। "স্মের্শ"-এর অফিসারদুটি

মানচিত্রের বাক্স, রাজনৈতিক বিষয়ে টিকা-টিপ্পনী ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আমাকে ঘর থেকে বেরুবার দরজার দিকে ঠেলতে শুরু করেছে,—এর মধ্যে মাঝে মাঝে জার্মান গোলার শব্দে জানালার কপাট কেঁপে কেঁপে উঠছিল,—স্পষ্ট শুনলাম, আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে। যারা পড়ে রইল তাদের এবং আমার মাঝে গুরুভার শব্দ 'গ্রেফতার' জনিত ব্যবধানের প্রাচীর,—যা অন্য কোন শব্দের ভেদ করার ক্ষমতা নেই—ভেদ করে ব্রিগেড কমাণ্ডারের আশ্চর্য, অচিন্তনীয় আদেশ ভেসে এল, "সোলঝ্‌নিৎসিন, এখানে এসো।"

পলকে ঘুরে স্মের্শের লোকগুলির হাত ছাড়িয়ে কমাণ্ডারের টেবিলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। ওঁর সাথে ভাল পরিচয় ছিল না। উনি মামুলি বিষয়ে কোনদিন আলাপ করেন নি। ওঁর মুখ দেখে আদেশ, নির্দেশ অথবা রাগের কথা মনে হত। কিন্তু তখন মনে হল, চিন্তাগ্রস্ত। সে কি নিন্দাকর পরিচ্ছেদে অনিচ্ছায় অংশ গ্রহণ-জনিত? তবে কি সারা জীবনের গ্লানির উর্ধ্বে মাথা তোলার আকুলতা? দশ দিন আগে শত্রুপক্ষের বিপুল গোলাবর্ষণের মধ্যে দিয়ে আমার সন্ধানী দলকে প্রায় অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলাম। সে গোলাবর্ষণে তাঁর ব্যাটলিয়নের মাত্র বারোটি ভারী কামান বাঁচাতে পারা গিয়েছিল। তবু শীলমোহরাঙ্কিত এক টুকরো কাগজের জন্য আমাকে ত্যাগ করতে হবে?

"প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টে তোমার কোন বন্ধু আছে?" উনি ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রশ্ন করা নিষেধ! আপনার প্রশ্ন করার অধিকার নেই!" প্রতিগুপ্তচর বাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং মেজর আমাদের কর্নেলের উপর চেঁচিয়ে উঠল। ঘরের কোণে জমায়েত অফিসাররা আর একটু কাছাকাছি হল। যেন কর্নেলের অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় ভীত। ওদের মধ্যে রাজনৈতিক অফিসাররা হয়ত ইতিমধ্যে কর্নেলের বিরুদ্ধে কাগজপত্র দাখিল করার কথা ভেবে নিয়েছে। আমি সমস্ত ব্যাপারটা ততক্ষণে ধরতে পেরেছিলাম। তখনই পরিষ্কার হল, স্কুল জীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময়ের জন্য আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুঝলাম, কোন দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা।

জাখরে জর্জেভিচ্‌ ত্রাভ্‌কিন ঐটুকু বলেই থামতে পারতেন। কিন্তু লজ্জাকর ঘটনাটি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করা এবং অন্ততঃ বিবেকের সামনে গ্লানিমুক্ত রাখার চেষ্টায় উনি উঠে দাঁড়ালেন,—আমার মত নিম্নতর অফিসারের সঙ্গে কথা বলার জন্য ওঁকে বিগত জীবনে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখিনি,—এবং আমাদের বিভাজন রেখা পেরিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি স্বাধীন মানুষ হলে উনি কথনই অমন করতেন না। ঘরের আর সবাই ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। রাশভারী মুখ যতদূর সম্ভব

কোমল করে উনি করমর্দন করলেন এবং নির্ভীকভাবে বললেন, "ক্যাপ্টেন, তোমার মঙ্গল কামনা করি।"

সেই সময় আমি পদচ্যুত ত' হয়েই ছিলাম, তার উপর মুখোস খুলে গিয়ে গণশত্রুতে (আমাদের দেশে গ্রেফতার হওয়ার অর্থ সাথে সাথে মুখোস খুলে যাওয়া) পরিণত হয়েছিলাম। অতএব, কর্নেল শত্রুর মঙ্গল করলেন ?৬

জার্মান গোলার আঘাতে দুশো গজ দূরে মাটিতে গর্ত হয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ছিল মৃত্যুর নিঃশ্বাসের কাছাকাছি আমি যেভাবে গ্রেফতার হলাম, সাধারণ পরিচিত পরিবেশে তা হত না। তবু মৃত্যুর কাছে সবাই সমান।

এ বইটিকে আমার জীবনস্মৃতিতে ভরাতে চাই না, কেবল গ্রেফতার সম্পর্কিত কয়েকটি মজার কথা বলব। আমার গ্রেফতার অন্য সবার মত হয়নি। স্মের্শ অফিসাররা মানচিত্র দেখতে জানত না। মানচিত্রে আমাদের সঠিক অবস্থান খুঁজে বার করার আশা ও সে রাতে ত্যাগ করল। ওরা ভদ্রভাবে মানচিত্রটি হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করল আমি যেন ড্রাইভারকে সেনা সদর দপ্তরের প্রতিগুপ্তচর বিভাগে পৌঁছনর নির্দেশ দিই। অতএব, ওদের এবং নিজেকে জেলে নিয়ে চললাম। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তখনই ওরা আমাকে জেলের সাধারণ কুঠরীর পরিবর্তে শাস্তি কুঠরীতে পুরে দিল। জার্মান চাষীর বাড়িতে অবস্থিত অস্থায়ী শাস্তি কুঠরীটির বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন।

ঘরটি ছিল দৈর্ঘ্যে এক মানুষ। তিনজন শুলে ঘেঁষাঘেঁষি হত, চারজন হলে চাপাচাপি। মাঝরাতের পর চতুর্থ ব্যক্তি, আমাকে ঐ ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ধোঁয়াটে লণ্ঠনের আলোয় একবার ঘুমন্ত চোখ মেলে তিনজন বন্দী একটু সরে শুল, যাতে আমি খানিক ওদের পাশে এবং খানিক উপরে শুতে পারি। ক্রমে দেহের ভারে ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিলাম। অতঃপর চারটি ওভারকোট পরা দেহ খড়ের উপর শুয়ে দরজার দিকে আটটি বুট পরা পা মেলে দিল। ওরা ঘুমাচ্ছিল। আমি জ্বলছিলাম। মাত্র আট দিন আগে ছিলাম আত্ম-সন্তুষ্ট ক্যাপ্টেন। মেঝেয় ওদের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে শুতে কষ্ট হওয়ারই কথা। হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে বার কয়েক চারজন একসাথে পাশ ফিরেছিলাম।

ভোরের দিকে সবার ঘুম ভাঙ্গল। হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙ্গে, হাত পা গুটিয়ে প্রত্যেকে একটি কোণে বসলাম। পরিচয় সুরু হল।

"আপনাকে কেন ধরেছে ?"

স্মের্শের বিষাক্ত চালের নিচে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা তৎক্ষণে উপলব্ধি করেছিলাম। তাই না জানার ভাণ করলাম : "কে জানে কেন ! শুয়ারের বাচ্চারা কখনো কারণ বলে ?"

আমার সহবন্দী,—কালো নরম টুপি তিনজন ট্যাঙ্কচালক,—কোন কিছু গোপন করেনি। ওরা মন খোলা সৈনিক। যুদ্ধের বছরগুলিতে ঐ ধরনের সৈনিককে ভালবেসেছি। আমি নিজে ছিলাম ওদের থেকে জটিল। ওরা তিনজনই অফিসার। ওদের কাঁধপটি জোর করে ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য কাঁধের এক এক জায়গায় তুলো দেখা যাচ্ছিল। শার্টের অনেক জায়গায় হাল্কা রঙ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ওখান থেকে পদ-মর্যাদা চিহ্ন তুলে নেওয়া হয়েছে। মুখে এবং হাতে কালো এবং লাল দাগ। দুর্ভাগ্য-বশতঃ মেরামতের জন্য ট্যাঙ্কবাহিনী এমন এক গ্রামে পৌঁচেছিল যেখানে আটচল্লিশতম সেনাবাহিনীর স্মের্শ প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় সদর দপ্তরের অবস্থান। আগের দিনের যুদ্ধে লড়াই করে ওদের গা তখনো স্যাঁতস্যাঁত করছিল। মাতাল হয়ে সেদিন ওরা গ্রামের প্রান্তে একটি স্নানাগারে স্নান করতে চলেছিল। পথে দেখল, দুটি নিতম্বিনী স্নানাগারে চলেছে। মাতালদের টলমলে পা নাগাল পাওয়ার আগেই আধ ন্যাংটো মেয়েদুটি পালিয়ে গেল। ওদের একটি ছিল স্বয়ং প্রতিগুপ্তচর বিভাগের অধিকর্তার সম্পত্তি।

গত তিন সপ্তাহ যাবৎ জার্মান ভূমিতে লড়াই চলা কালে আমরা সবাই জানতাম, জার্মান মেয়ে পেলে বলাৎকারের পর গুলি করে মেরে ফেলা চলত এবং তদ্দ্বারা সে সৈনিকের ইজ্জত বাড়ত। পোল বা গৃহহীন রুশ মেয়ে হলে নিছক আনন্দের জন্য ন্যাংটো দৌড় করিয়ে বড় জোর নিতম্বে চড় চাপড় মারা চলত। তার বেশী নয়। কিন্তু মেয়ে দুটির একটি প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় অধিকর্তার যুদ্ধকালীন স্ত্রী হওয়ার জন্য যুদ্ধরেখার অতি পিছনে কর্মরত এক নগণ্য সার্জেন্ট যুদ্ধরেখার সামনের দিকের তিনটি অফিসারের কাঁধ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের সদর দপ্তর প্রদত্ত কাঁধপটি এবং উচ্চতম সোভিয়েটের প্রিসিডিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান চিহ্ন খুলে নিল। সুতরাং অফিসার তিনটি গোটা যুদ্ধে একাধিক শত্রু ট্রেঞ্চ ধ্বংস করলেও সেই সময় সামরিক বিচারের প্রতীক্ষায় ছিল। বলা বাহুল্য, যুদ্ধে তাদের ট্যাঙ্কবাহিনীর শৌর্যের ফলেই সামরিক বিচারকমণ্ডলী ঐ গ্রাম অবধি পৌঁছতে পেরেছিলেন।

লণ্ঠনের ধোঁয়া কামরার হাওয়া দূষিত করছিল, তাই নিভিয়ে দিলাম। দরজায় ডাকটিকিট সাইজের চোরা চাউনির গর্ত দিয়ে বারান্দার আলো আসছিল। দিনের বেলায় কামরায় আমরা হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব, হয়ত এই ভয়ে ওরা পঞ্চম ব্যক্তিকে ঠেলে ঢোকাল। আগন্তুকের গায়ে লাল সেনার নব্যতম পোষাক। মাথায় নতুন টুপি। যখন চোরা চাউনির গর্তের সামনে দাঁড়াল, ওর লাল টুকটুকে গালের উপর ঈষৎ উল্টানো নাক, সব মিলিয়ে তাজা মুখ দেখতে পেলাম।

"নাম কী? কোথা থেকে আসছ ভাই?"

"অপর দিক থেকে এসেছি", ও চট করে জবাব দিল, "আমি গুপ্তচর"।

"বাজে বকো না!" আমরা আশ্চর্য্য হলাম। (গুপ্তচর হয়ে তা স্বীকার করা—স্তালিন বা তুর ত' ঐ রকম গুপ্তচরের কাহিনী কথনো লেখেননি!)

"যুদ্ধের মধ্যে বাজে কথা বলব কেন?" জোয়ান ছোকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। "যুদ্ধবন্দী হওয়ার পর গুপ্তচর ছাড়া আর কী হয়ে দেশে ফিরতে পারতাম, বলুন?"

ও সবে বলতে সুরু করেছিল, সেতু ধ্বংস এবং গুপ্তচরের কাজ করার জন্য জার্মানরা কিভাবে ওকে যুদ্ধ রেখার এপারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এপারে এসে ও নিকটতম সদর যুদ্ধ দপ্তরে দেখা করেছিল। কিন্তু ক্লান্ত, নিদ্রা-বঞ্চিত সেনাধ্যক্ষ ওর কাহিনী বিশ্বাস করেননি। ওকে তার পরিবর্তে নার্সের কাছে পাঠালেন ঘুমের বড়ি জুটিয়ে আনার জন্য।

এমন সময় আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। "শৌচের জন্য বাইরে এসো! হাত পিছনে রাখবে।" হঠাৎ দরজা খুলে যেতে মাস্টার সার্জেন্ট (কঠিন চিহ্ন) হেঁকে উঠল। ওর মুরোদ বড় জোর ১২২ মিলিমিটার কামানের ল্যাজ ধরে নাড়াচাড়া করা।

কয়েকজন মেশিনগানধারী চাষীর বাড়ির খোলা উঠান ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে আমাদের প্রদর্শিত পথও ওরা পাহারা দিচ্ছিল। এক অর্বাচীন সার্জেন্ট আমাদের মত অফিসারদের হুকুম দিচ্ছে দেখে রাগে জ্বলছিলাম। কিন্তু ট্যাঙ্ক অফিসারেরা হাত পিছনে রাখল। আমি ওদের অনুসরণ করলাম।

গোলাঘরের পিছনে এক চৌকো জায়গায় অনেক মানুষ তুষার মাড়িয়েছে। এখনো তুষার গলেনি। সর্বত্র মলমূত্রে এত ভর্তি যে দুটি পা রেখে মলত্যাগ করতে বসবার উপায় নেই। পাঁচজন কোন মতে বসলাম। দুটি লোক সেই সময় আমাদের মেশিনগান উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। এক মিনিট যেতে না যেতেই সার্জেন্ট তাড়া দিল, "তাড়াতাড়ি সারো! আমরা এর থেকে অনেক কম সময় পাই!"

আমার অদূরে ট্যাঙ্কবাহিনীর এক লেফ্‌টেন্যান্ট বসেছিল। ও বৃস্টভের বাসিন্দা, বেশ দীর্ঘাকৃতি। ধাতুজ গুঁড়া অথবা ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া ওর মুখের চোয়ালে একটি লাল কাটা দাগ ফুটে উঠেছিল।

"'আমরা' বলতে কাকে বোঝাচ্ছ?" ও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করল, যেন কেরোসিনের গন্ধে ভরা শাস্তি কুঠরীতে ফিরে যাওয়ার আদৌ তাড়া নেই।

"আমরা অর্থে স্মের্শ প্রতিগুপ্তচর বিভাগ বোঝাতে চাই!" সার্জেন্ট এত অনাবশ্যক জোর দিয়ে এবং গর্বভরে উত্তর দিল যে তার কথায় প্রতিধ্বনি হল। রুশ ভাষায় 'গুপ্তচরের মৃত্যু হোক' শব্দগুলির আদ্যক্ষর নিয়ে রচিত 'স্মের্শ' নামক বিস্বাদ শব্দটি প্রতিগুপ্তচর বিভাগের লোকরা প্রায়ই উচ্চারণ করতে ভালবাসত, যেন তাতে সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার হবে।

"আমরা এ কাজ ধীরে করে থাকি," লেফ্‌টেন্যান্ট ভেবে চিন্তে জবাব দিল। ওর টুপি পিছনে হেলে পড়েছে। মাথার সামনে অগোছাল চুল দেখা যাচ্ছে। ওর বুক কঠিন ওক্‌ রঙের নিম্নাঙ্গ শীতল বাতাসের দিকে উন্মোচিত।

"'আমরা' বলতে কাকে বোঝাচ্ছ?" সার্জেন্ট আবার চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি লাল সেনার কথা বলছি," সোজা দাঁড়িয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট ওখানে নেই এমন এক কামান তাক করে চলেছে।

কারাগারের সাথে এই আমার প্রথম পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পয়ঃপ্রণালীর ইতিবৃত্ত

আজ প্রথাটির অপপ্রয়োগের নিন্দা করতে গিয়ে '৩৭ এবং '৩৮ সাল আমাদের কণ্ঠায় আটকে যায় এবং স্মৃতি-বিভ্রমের ফলে মনে হয় গ্রেফতার শুধু ঐ দুটি বছর হয়েছিল, তার আগে বা পরে হয়নি।

আমার কাছে পরিসংখ্যান নেই। তবু সামান্য প্রমাদের ঝুঁকি নিয়ে বলব, '৩৭, '৩৮-এর গ্রেফতারের ঢেউ একমাত্র ত' ছিলই না, বৃহত্তমও ছিল না। ঐটি সম্ভবতঃ ছিল তিনটি বৃহত্তম ঢেউয়ের একটি যাতে দুর্গন্ধ জেল পয়ঃপ্রণালী ফাটবার উপক্রম হয়েছিল।

ওর আগে এসেছিল ওব্ নদীর মত বিশাল গ্রেফতারের প্লাবন যাতে দেড় কোটি (বোধহয় আরও বেশী) কৃষক তুষারময় তুন্দ্রাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কৃষকরা বেশী কথা বলে না। ওদের না আছে সাহিত্য, না জানে ওরা অভিযোগ বা স্মারক-লিপি লিখতে। সরকারী জিজ্ঞাসাবাদকারী ওদের রাতভর প্রশ্ন করেনি, ওদের বিরুদ্ধে আইন মাফিক অভিযোগ রচনার ঝঞ্ঝাটও নেয়নি। গ্রাম সোভিয়েতের সিদ্ধান্তই ওদের জন্য যথেষ্ট। ওদের গ্রেফতারের প্লাবন আছড়ে পড়ে, ক্রমে জমাটবাঁধা তুষারে মিলিয়ে গেল। আজ প্রখর স্মৃতিশক্তিশালী অনেকে ওদের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছেন। যেন রুশ বিবেকে আঁচড়ও পড়েনি। সত্যি বলতে, স্ট্যালিন (তার সাথে আপনি এবং আমি) এর থেকে জঘন্যতর অপরাধ করেননি।

এর পর ইয়েনিসি নদীর মত বিপুল প্লাবন বয়েছিল '৪৪ থেকে '৪৬ পর্যন্ত। সে বন্যায় কয়েকটি গোটা জাতিকে পয়ঃপ্রণালীর নালায় ঠেলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ঠেলে দেওয়া হয়েছিল কোটি কোটি যুদ্ধবন্দী (আমাদের পরিশ্রমের ফলে) এবং যুদ্ধের সময় জার্মানীতে নিয়ে যাওয়া এবং পরে প্রত্যর্পিত মানুষ। (এটি ছিল স্ট্যালিন উদ্ভাবিত ক্ষতস্থান পুড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া যদ্দ্বারা দুর্বল মাংসপেশীর জন্ম ত্বরান্বিত হবে। ফলে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্রাম নিয়ে সতেজ হওয়ার সুযোগ পাবে না) ঐ প্লাবনেও সরল মানুষ বেশী ধরা পড়েছিল, যারা জীবনস্মৃতি লিখতে জানে না।

'৩৭-এর ঢেউ বহু প্রতিষ্ঠাবান, বিগত জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত, শিক্ষিত মানুষকে গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে ওঠাল। ওদের এক বিপুল সংখ্যক লোকের হাতে

ছিল বলিষ্ঠ লেখনী এবং তাদের সাথে জড়িত অনেকে ঘায়েল হয়ে শহরে শহরে রয়ে গিয়েছিল। সেদিনের স্মৃতি আজ তাদের কথা এবং লেখায় ফুটে ওঠে: "১৯৩৭! বেদনার ভল্‌গা নদী!"

ক্রিমিয়ার তাতার, কাল্‌মুক বা চেচেন্‌কে '৩৭-এর কথা বললে সে অবজ্ঞা দেখাবে। লেনিনগ্রাদে ত' ৩৭-এর আগে '৩৫ বয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার কয়েদভোগী এবং বাল্টিক দেশগুলির মানুষের কি '৪৮ এবং '৪৯ কঠিনতর মনে হয়নি? এর পরও রচনাশৈলী এবং ভূগোল অনুরাগী যদি অপবাদ দেন যে আমি বহু বিখ্যাত রুশ নদীর নাম বাদ দিয়ে মাত্র কয়েকটির ঢেউ উল্লেখ করেছি, তাঁরা অনুগ্রহ করে যথেষ্ট কাগজ সরবরাহ করুন। এত ঢেউ বয়ে গেছে যে সব কটি নদীর নামই উল্লেখ করতে পারব!

অব্যবহারের ফলে যে-কোন অঙ্গ অকেজো হয়ে যায়। যদি দেখি যে প্রাণীজগতে সর্বাধিক প্রশংসিত সোভিয়েত নিরাপত্তা অঙ্গ অথবা অর্গানের একটি পেশীও শুকায়নি বরং নতুন নতুন সবল পেশী গজিয়েছে, সহজেই ধরে নিতে পারি ওদের অনলস প্রয়োগ হয়েছে।

পয়ঃপ্রণালীর নল দিয়ে স্রোত স্পন্দিত হয়েছে কখনো পরিকল্পিত চাপের সীমা লঙ্ঘন করে, আবার কখনো মৃদু। কয়েদ পয়ঃপ্রণালী কখনই শূন্য থাকেনি। রক্ত, ঘাম এবং প্রস্রাবে রূপান্তরিত মানুষের ধারা সে নলে নিরন্তর স্পন্দিত হয়েছে। এ পয়ঃপ্রণালীর ইতিবৃত্ত, বিরামহীন গ্রাস এবং নিকাশ; জোয়ার ভাটার যতিহীন আবর্তন; ছোট বড় হরেক রকম ঢেউ আছড়ে পড়েছে এবং চারপাশ থেকে অজস্র নদী বা নালা ছড়িয়ে পড়েছে; দুর্গন্ধ নালা থেকে ধারা গড়িয়ে গেছে আবার কখনো বিন্দু বিন্দু চুইয়ে পড়েছে।

অপেক্ষাকৃত কম নামজাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলিকে সমান নজর দেওয়া সত্ত্বেও এ বইয়ে সন্নিবেশিত কোটি কোটি মানুষ গ্রেফতার ঢেউয়ের ক্রমিক তালিকা নগণ্য, কৃপণ, অসম্পূর্ণ এবং অতীত ভেদ করায় আমার অক্ষমতার দ্বারা সীমিত হয়ে রয়েছে। এ কাজের জন্য উপযুক্ত উপাদানের সাথে পরিচিত ভুক্তভোগীর অধিকতর পরিশ্রম প্রয়োজন।

তালিকা প্রস্তুত করার কাজে কঠিনতম অসুবিধা হল শুরু করা। যতদূর অতীতে খোঁজ করি ততই প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা কমে আসে। সে অতীতে সাধারণের জ্ঞানের আলো পৌঁছতে পারে না। লিখিত দলিল হয় নেই, নয় তালাচাবি বন্ধ। এ ব্যতীত,

নৃশংস গৃহযুদ্ধকালীন এবং শান্তির প্রথম বছরগুলি (যখন ক্ষমা আশা করা অবাস্তব ছিল না) এক শ্রেণীভুক্ত করা সমীচীন হবে না।

গৃহযুদ্ধের বহু আগেই বোঝা গিয়েছিল, বৈশিষ্ট্যময়, বিযাক্ত রুশ সমাজে যে-কোন প্রকার সমাজতন্ত্র অচল। একনায়কতন্ত্রের প্রথম আঘাতের একটি পড়ে ক্যাডেটদের উপর। ক্যাডেটরা ছিল কন্সটিটুশন্যাল ডেমোক্রাটিক বা সাংবিধানিক গণতন্ত্রী পার্টির সভ্য। ওরা জার আমলের অতি বিপজ্জনক বিপ্লবী। সর্বহারার সরকার ওদের গণ্য করল অতি বিপজ্জনক প্রতিবিপ্লবী। '১৭-র নভেম্বরের শেষে সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনের (যে অধিবেশন আর হলই না।) প্রাক্কালে ক্যাডেট পার্টি বে-আইনী ঘোষণার পর সভ্যদের গ্রেফতার স্বরু হল। প্রায় একই সময় 'সংবিধান সভা জোট'-এর সাথে জড়িত মানুষ এবং 'সেনানী বিশ্ববিত্যালয়ে'র ছাত্রদেরও জেলে ঠেসে দেওয়া হয়।

বিপ্লবের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টি অনুসরণ করে অনায়াসে ধরে নেওয়া চলে যে ঐ সময় বহু বিত্তবান এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্র-যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা,—যাঁরা নতুন শাসকদের হুকুম তামিল করতে চাননি,—পেত্রোগ্রাদের ক্রেস্টি ও মস্কোর বুতুর্কির মত কেন্দ্রীয় এবং অনুরূপ প্রাদেশিক জেল ভর্তি করা হয়েছিল। চেকার অন্যতম প্রথম কাজ ছিল অখিল রুশ কর্মচারী সঙ্ঘের কর্মীদের গ্রেফতার।

এনকেভিডির ডিসেম্বর '১৭-র অন্যতম প্রথম পরিপত্রে বলা হয়, "অফিসারদের নাশকতামূলক কাজ স্মরণ রেখে প্রতি অঞ্চলে সর্বাধিক উত্তম প্রয়োগ করবেন...... সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, বলপ্রয়োগ এবং গ্রেফতার-এর আওতায় পড়বে।"[১]

"কঠোর বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা রক্ষার" জন্য '১৭-র শেষে লেনিন "মাতাল, গুণ্ডা, প্রতি-বিপ্লবী এবং অন্যান্য মানুষের নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠা চেষ্টার নিষ্ঠুর দমন"[২] দাবী করলেও,—অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের পক্ষে মাতাল এবং গুণ্ডারা হল প্রধান বিপজ্জনক, প্রতিবিপ্লবীরা তালিকায় তৃতীয় স্থান পেল,—অন্যত্র সমস্যাটি অধিকতর পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। জানুয়ারী ৭ এবং ১০, '১৮ সালে 'প্রতিযোগিতা আয়োজন' নিবন্ধে লেনিন একত্রিত-ভাবে "রুশভূমিকে সর্বপ্রকার ক্ষতিকর কীটাণুমুক্ত"[৩] করার ডাক দেন। লেনিন কেবল শ্রেণী-শত্রুই নয়, 'কাজে গররাজী শ্রমিককেও',—যেমন পেত্রোগ্রাদে পার্টির ছাপাখানার টাইপ সাজানোর কর্মী,—কীটাণু অভিহিত করেছেন। (কালের কী কুটিল গতি! আজ বুঝতে অসুবিধা হয় শ্রমিক একনায়কতন্ত্র কায়েম হওয়ার অল্প পরেই শ্রমিকরা নিজেদের করণীয় কর্তব্যে কি করে গররাজী হয়) লেনিন আরও বলেছেন, "এমন কোন শহর, কারখানা বা গ্রাম আছে যেখানে বুদ্ধিজীবী নামধেয় নাশকতা সংঘটক নেই?"[৪] লেনিন-প্রদত্ত কীটাণুমুক্ত করার কর্মপদ্ধতি বাস্তবিক বিচিত্র: কোথাও

গ্রেফতার করা, আর কোথাও ওদের পায়খানা পরিষ্কার করার কাজে লাগানো ; "শাস্তিকুঠরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ওদের হলুদ রঙের টিকিট দিতে হবে ;" প্রয়োজন বোধে পরগাছাগুলিকে "গুলি করে হত্যা করতে হবে বা কঠোরতম অথবা জবরদস্তি শ্রমে লাগাতে হবে।"[৫] শাস্তির গতি নির্দেশ করে লেনিন প্রস্তাব করেন, "কমিউন বা বিভিন্ন গোষ্ঠী" পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা কীটমুক্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায় নির্ধারণ করবে।

কীটাণুর ব্যাপক সংজ্ঞায় কারা পড়ত তা এতদিন পর সঠিক অনুসন্ধান করা অসম্ভব। তদানীন্তন রাশিয়ায় বহু ক্ষুদ্র, বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং বেথাপ্পা মানবগোষ্ঠীর বাস ছিল, যাদের কথা লোকে ভুলে গিয়েছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থা বা জেম্‌স্তভোর প্রতিনিধিরা অবশ্যই কীট ছিলেন। সমবায় আন্দোলনকারী এবং গৃহস্বামীরাও তাই। পাঠশালার শিক্ষকদের অনেকেই কীট ছিলেন। গীর্জা-পরিষদের সব সভ্য এবং ধর্ম-সঙ্গীত গায়করা ত' কীট হলেনই, ধর্মযাজক, সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা হলেন ঘৃণ্যতম কীট। অনেক টলস্টয়পন্থী নতুন সরকারের সেবা করতে, যথা রেল চলাচলের কাজে সহায়তা করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু বন্দুক হাতে সোভিয়েত সরকার রক্ষার অঙ্গীকার করতে অসম্মত হওয়ার জন্য তাঁরাও কীট গণ্য হলেন। তাঁদের বিচার সম্পর্কে পরে বলেছি। রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেলকর্মীর ইউনিফর্মের আড়ালে অনেক কীট আত্মগোপন করেছিল। তাদের উৎপাটন এবং কয়েকজনকে নিঃশেষ করা প্রয়োজন হল। তার বিভাগীয় কর্মীরা সোভিয়েত সরকারের প্রতি সহানু-ভূতিশীল ছিলেন না। তাঁরাও ঘৃণ্য কীট গণ্য হলেন। রেল কর্মচারী সঙ্ঘের অখিল রুশ কার্যনির্বাহী সমিতি তথা অন্য কোন কর্মচারী সঙ্ঘের সুখ্যাতি করা চলত না। ওগুলি ত' শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কীটের বাসা।

এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করেছি তার মোট এক বিপুল জনসংখ্যা, যা মুক্ত করতে বেশ কয়েক বছর লাগার কথা। এর উপর ছিল বিবিধ নিন্দিত বুদ্ধিজীবীর দল যথা অস্থির ছাত্রদল, এক ধরনের আধ পাগলাটে সত্যসন্ধানী আর পবিত্র মূর্খের দল। এরা চিরকালই কঠোর, সুষ্ঠু শাসনের প্রতিবন্ধক। মহামতি পিটারও অতীতে এদের নির্মূল করতে অসফল হয়েছিলেন।

সেকেলে, সাধারণ আইনকানুন এবং বিচারপ্রথা দ্বারা ঐ ধরনের স্বাস্থ্যপ্রদ নির্বীজন অসম্ভব, বিশেষতঃ যুদ্ধকালীন অবস্থায়। সুতরাং বিচারাতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ নামক এক অভূতপূর্ব প্রথা গ্রহণ করা হল। বিপ্লবের প্রহরী চেকা ধন্যবাদ প্রাপ্তির অযোগ্য এই কাজে আত্মোৎসর্গ করল। মানবেতিহাসে চেকাই একমাত্র শাস্তিবিধায়ক সংস্থা যা একাধারে অনুসন্ধান, গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ, অভিযোগ আনা, বিচার এবং রায় কার্যকরী করার দায়িত্ব সম্পাদন করত।

বিপ্লবের সাংস্কৃতিক বিজয় ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে '১৮ সালে গীর্জা তছনছ করে সন্তদের স্মৃতিচিহ্ন ছুঁড়ে ফেলা এবং গীর্জার প্লেট লুঠ করা সুরু হয়। লুণ্ঠিত মঠ ও গীর্জার সমর্থনে গণবিক্ষোভ দেখা দিল। এখানে ওখানে বিপদঘণ্টা বেজে উঠত। বহু গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মুগুর হাতে বেরিয়ে পড়তেন। ফলে তাঁদের অনেকে ঘটনা-স্থলেই মরতেন, বাদবাকি গ্রেফতার হতেন।

'১৮ থেকে '২০-এর ঘটনাবলী পর্যালোচনায় আমরা কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হই: যারা জেলে পৌঁছনর আগেই প্রাণ দিল তাদেরও কি গ্রেফতার প্লাবনের মধ্যে ধরব? গ্রাম সোভিয়েতের পিছনের উঠানে দরিদ্র সমিতি যাদের কোতল করল তাদের কোন হিসেবের মধ্যে নেব? প্রত্যেক প্রদেশে উদ্ঘাটিত ষড়যন্ত্রের নায়করা (রিয়াজানে দুটি; কস্ত্রোমা, ভিশ্‌নি ভালোচেক্ এবং ভেলিজ্-এ একটি করে; কিয়েভ্ এবং মস্কোয় একাধিক; সারাটভ্, চের্নিগভ্, আস্ত্রাখান, সেলিগার, স্মলেন্স্ক, বব্রুইস্ক, তাম্বভ্ অশ্বারোহীদল, চেম্বার, ভেলিকিয়ে লুকি এবং মতিস্লাভ-এ একটি করে) কি শেষ পর্যন্ত গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁচেছিলেন, না তার আগেই প্রাণ হারিয়েছিলেন,—সুতরাং অনুসন্ধানের বহির্ভূত? আমরা ইয়ারোস্লাভ্‌ল্, মুরম্, রুবিন্স্ক এবং আরজামাস্ ইত্যাদি কুখ্যাত বিদ্রোহ দমনের নাম মাত্র শুনেছি। আর জুন '১৮-র কল্পিনো হত্যাকাণ্ড? তারা কারা, কী তাদের অপরাধ, তাদের কোন হিসাবে ধরব, কিছুই জানি না।

সামরিক শত্রু বা বিদ্রোহী জনগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ বা মনে ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শত সহস্র নিরপরাধ নাগরিককে ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত বা তালিকাভুক্ত না করেই গ্রেফতার অথবা হত্যা করা হয়েছিল। তাদের কি গ্রেফতার প্লাবনের হিসাবে নেওয়া হবে, না গৃহযুদ্ধের খতিয়ানে ধরা হবে? ৩০ আগস্ট '১৮ তারিখে এনকেভিডি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে "দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের তড়িৎগতি গ্রেফতার এবং বুর্জোয়া ও মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে থেকে যথেষ্ট সংখ্যক বন্দী করতে" নির্দেশ দেয়।[৬] (তুলনীয়, আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভ্ এবং তাঁর সাথীরা জারকে হত্যা করার পর রাশিয়ার সব ছাত্র এবং বহু অঞ্চলপরিষদের সভ্যকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল) ১৫ ফেব্রুয়ারী '১৯ তারিখের প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (সম্ভবতঃ লেনিনের সভাপতিত্বে) যেসব এলাকায় রেল লাইন থেকে তুষার অপসারণের কাজ "সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে না", সে এলাকা থেকে যথেষ্ট সংখ্যক কৃষককে বন্দী করার আদেশ চেকা এবং এনকেভিডির উপর জারী হয় এবং বলা হয়, "তুষার অপসারণ আদৌ না হলে ওদের গুলি করে মারা হবে।"[৭] ১৯২০ সালের শেষ প্রান্তে গণপ্রতিনিধি পরিষদের সিদ্ধান্তে সমাজবাদী গণতন্ত্রীদেরও বন্দী করার অনুমতি দেওয়া হয়।

শুধু সাধারণ গ্রেফতারগুলির খতিয়ান করলে দেখা যাবে সমাজবাদী বিশ্বাসঘাতকের মুষলধার বর্ষণ '১৮-র বসন্তের মধ্যে সুরু হয়ে বেশ কয়েক বছর যাবৎ একই ধারায় চলেছিল। সমাজবাদী বিপ্লবী, মেনশেভিক, নৈরাজ্যবাদী এবং জনপ্রিয় সমাজবাদী ইত্যাদি দল যুগ যুগ ধরে বিপ্লবের ভাণ করে এসেছে। ওরা আসলে সমাজবাদের মুখোসধারী। বিপ্লব যখন উগ্ররূপ ধারণ করল তখনই সমাজবাদী বিশ্বাসঘাতকদের বুর্জোয়া চরিত্র প্রকাশ পেল। ওদের গ্রেফতার ব্যতীত কী বাঞ্ছনীয় হতে পারে? সুতরাং ওরা একই ভাণ নিয়ে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে গেল। ক্যাডেটদের গ্রেফতার, সংবিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়া, প্রেওব্রাজেনস্কি ও অন্যান্য সেনাদলের নিরস্ত্রীকরণের পর প্রথম চুপে চুপে সমাজবাদী বিপ্লবী এবং মেনশেভিকদের গ্রেফতার সুরু হয়। ১৪ জুন '১৮-র পর সর্বপ্রকার সোভিয়েত থেকে ঐ দুটি দলের সভ্যদের বাদ দেওয়া এবং তাদের অধিকতর সমন্বিত ও ব্যাপক গ্রেফতার সুরু হয়। বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবীরা অপেক্ষাকৃত চালাক ছিল। তারা বেশ কিছু কাল একমাত্র অবিচল সর্বহারার পার্টির সাথে মিত্রতার ভাণ করে চলেছিল। তবু ৬ জুলাই '১৮ ওদের গ্রেফতার সুরু হল। সেদিন থেকে কোন শহর বা কারখানায় শ্রমিক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ অথবা ধর্মঘট হলেই ('১৮-র গ্রীষ্মে অনেকগুলি ঘটেছিল; মার্চ '২১-এ পেত্রোগ্রাদ এবং মস্কো কম্পিত হয়; তারপর আসে ক্রনস্টাট এবং জবরদস্তি নব অর্থনৈতিক যোজনা), ন্যায্য দাবী পূরণের আশ্বাস এবং সুযোগ-সুবিধা দান করা হত। আর রাতে নিঃশব্দে চেকা মেনশেভিক এবং সমাজবাদী বিপ্লবীদের তুলে নিয়ে যেত, যেন সব গোলমালের জন্য ওরা দায়ী। '১৮-র গ্রীষ্ম, '১৯-এর এপ্রিল এবং অক্টোবরে নৈরাজ্যবাদীদের যথেচ্ছা জেল দেওয়া হয়। '১৯ সালে সমাজবাদী বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় সমিতির যে কটি সভ্য পাওয়া গিয়েছিল ধরে '২২ সালে বিচার পর্যন্ত বুতুর্কি জেলে আটক রাখা হয়। ঐ বছর কুখ্যাত চেকা নায়ক ল্যাটসিস্ মেনশেভিকদের বিষয়ে লেখেন: "এই ধরনের লোকগুলি আমাদের অসাধারণ প্রতিবন্ধক। যাতে আমাদের গতি ব্যাহত না হয় সেজন্য পথ থেকে সরিয়ে বিজন কোণে, যথা বুতুর্কিতে ওদের রেখে দেওয়া হবে। পুঁজিবাদী ও শ্রমিকের সংঘর্ষ শেষ হওয়া অবধি ওরা ঐখানে থাকবে"।[৮] পার্টি বহির্ভূত শ্রমিক সভার প্রতিনিধিরা '১৯ সালে গ্রেফতার হন। ফলে সভার অধিবেশন বসল না।[৯]

'১৯ সালে বিদেশ প্রত্যাগত রুশদের সন্দেহের চোখে দেখা সুরু হয় (কেন? বিদেশে তাদের কোন কাজে পাঠান হয়েছিল?)। ফ্রান্সস্থিত রুশ অভিযান সেনাদল দেশে ফেরামাত্র গ্রেফতার হল।

'১৯ সালে "জাতীয় কেন্দ্র" ও "সামরিক ষড়যন্ত্র" ইত্যাদি সত্য-মিথ্যা অনেক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে মস্কো, পেত্রোগ্রাদ ও অন্যান্য শহরে তালিকাভিত্তিক-

হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, স্বাধীন নাগরিকদের গ্রেফতার করে তখনই হত্যা করা হয়। এ ছাড়া ক্যাডেটদের সহমত বুদ্ধিজীবীদের যথেচ্ছা জেল দেওয়া হয়। (ক্যাডেটদের সহমত অর্থ কী? রাজতন্ত্রী বা সমাজবাদী ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং প্রযুক্তিবিদ্যা গোষ্ঠী। অর্থাৎ চরম সমাজবাদী তত্ত্বজ্ঞ এবং লেখকগোষ্ঠী ব্যতীত বুদ্ধিজীবী সমাজের শতকরা ৮০ ভাগই ক্যাডেটদের সহমত ধরা হয়) লেখক কোরোলেঙ্কোকে লেনিন ঐ শ্রেণীভুক্ত করেন,—"বুর্জোয়া সংস্কারে আবদ্ধ এক পরিতাপজনক ক্ষুদে বুর্জোয়া"।[১০] লেনিন ঐ ধরনের 'প্রতিভা'কে কয়েক সপ্তাহের জন্য জেলে পাঠানো আদৌ অন্যায় মনে করতেন না।[১১] গোর্কির প্রতিবাদ থেকে গ্রেফতার হওয়া গোষ্ঠীগুলির বিষয়ে জানা যায়। ১৫ সেপ্টেম্বর '১৯ লেনিন গোর্কিকে জানান, "স্পষ্টতই কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে।" কিন্তু "স্মরণ রাখবেন, কত অবিচার এবং দুঃখজনক কাণ্ড ঘটে গেছে"।[১২] তিনি গোর্কিকে উপদেশ দেন, "পচে গলে-যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্য কেঁদে আয়ুক্ষয় করবেন না।"[১৩]

'১৯ জানুয়ারীতে খাদ্য সংগ্রাহক দল গঠিত হয় এবং তারা গ্রামাঞ্চলে অহিংস এবং হিংসাপূর্ণ বাধার সম্মুখীন হয়। বাধাদান কালে মৃতের সংখ্যা বাদ দিলেও, এ সম্পর্কিত গ্রেফতার পরবর্তী দু' বছরে প্লাবনের আকার ধারণ করে।

বিভিন্ন শহর এবং প্রদেশ সোভিয়েত সরকারের এলাকাভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে চেকা, বিশেষ বিভাগ এবং বিপ্লবী বিচারমণ্ডলী কর্তৃক নিষ্পেষণের উল্লেখ এখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই করব না। এনকেভিডিব ৩০ আগষ্ট '১৮-র নির্দেশে বলা হয় যেন "শ্বেত রক্ষী দলের সাথে জড়িত সবাইকে নির্বিচারে হত্যা" করতে ভুল না হয়। অনেক সময় সঠিক সীমারেখা টানা সম্ভব হয়নি। যেমন '২০-র গ্রীষ্মে অধিকাংশ অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ চললেও ডন নদীর অববাহিকায় থেমে গিয়েছিল। তবু রস্টভ্ এবং নভোচেরকাস্ক্ থেকে ঝাঁক ঝাঁক অফিসার সোলভেৎস্কিতে দ্বীপান্তরিত হয় এবং অনেকগুলি অফিসার বোঝাই গাদাবোট পথে কাস্পিয়ান এবং শ্বেত সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এ হত্যাকাণ্ড কি গৃহযুদ্ধ না শান্তিকালীন পুনর্গঠনের হিসাবে যোগ হবে? স্বামীকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে সেই বছর নভোচেরকাস্কে এক অফিসারের সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে গুলি করে মারা হয়। দুর্ভাগিনীকে কোন হিসাবের মধ্যে নেব?

মে '২০-এ কেন্দ্রীয় সমিতি "যুদ্ধরেখার পশ্চাতে নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপ" বিষয়ক নির্দেশ জারী করে। অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় প্রত্যেক নির্দেশ বস্তুতঃ ব্যাপক ধরপাকড়ের ডাক এবং তার বহিঃপ্রকাশ।

'২০-এর আগে সর্বপ্রকার দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী আইনের অনুপস্থিতিতে গ্রেফতার প্লাবন বয়ানোর পথে প্রধান অন্তরায়, অপরপক্ষে সহায়কও হয়েছিল।

পয়ঃপ্রণালী অধিকর্তারা সদা নির্ভুল বিপ্লবী বিচারবুদ্ধি দ্বারা স্থির করতেন কাকে ধরতে হবে এবং তাকে কী করা হবে।

সমীক্ষায় স্বভাব অপরাধী এবং অরাজনৈতিক অপরাধীর প্লাবনের হিসাব করব না। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সরকার, প্রতিষ্ঠানাদি এবং আইনকানুনের পুনর্বিন্যাসের সময় দেশজোড়া দারিদ্র্য এবং ঘাটতির জন্য এমনিতেই চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, উৎকোচ এবং অতিরিক্ত লাভে বিক্রি (ফাটকাবাজি) বেড়ে গিয়েছিল। উক্ত অপরাধগুলি সরকারের স্থায়ীত্বের পক্ষে তত বিপজ্জনক না হলেও, তাদের দমন ছিল অপরিহার্য। সুতরাং ঐ অপরাধীরাও প্রতিবিপ্লবী প্লাবন স্ফীত করল। এর উপর ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ফাটকাবাজি। লেনিন স্বাক্ষরিত ২২ জুলাই '১৮-র গণপ্রতিনিধি পরিষদের নির্দেশে বলা হয়: "সাধারণতন্ত্রের একচেটিয়া তালিকাভুক্ত শস্য বেচাকেনা এবং ব্যবসার জন্য মজুত রাখার (কৃষক বেচার জন্য শস্য মজুত রাখে। এ ব্যতীত তার কি ব্যবসা হতে পারে?) অপরাধে ন্যূনপক্ষে দশ বছর কারাদণ্ড, কঠোরতম জবরদস্তি শ্রম এবং সর্বপ্রকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

গ্রামাঞ্চলে আগেই চরম চাপ পড়েছিল। '১৮-র পরে গ্রীষ্ম থেকে প্রতি বছর সরকারকে বিনা ক্ষতিপূরণে শস্য দিতে হত। ফলে কৃষক-বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন এবং নতুন গ্রেফতার দেখা দিল।[১৪] '২০-এ আমরা "সাইবেরিয়া কৃষকসঙ্ঘের" বিচার সম্বন্ধে শুনতে পাই (জানতে পারিনি)। '২০-এর শেষে তাম্বভ্ কৃষক-বিদ্রোহ দমন সুরু হয়। ওদের বিচার হয়নি।

তাম্বভের গ্রাম থেকে উৎখাতের অভিযান সুরু হয় জুন '২১-এ। কৃষক-বিদ্রোহের সাথে জড়িত পরিবারগুলির জন্য প্রদেশময় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরী করা হয়। সন্দেহাভিযুক্ত বিদ্রোহী পরিবারবর্গকে তিন সপ্তাহ কাঁটাতার ঘেরা খোলা মাঠে থাকতে হত। ঐ সময়ের মধ্যে বিদ্রোহীটি নিজের মাথার বিনিময়ে মুক্তিভিক্ষা না করলে তার পরিবারকে নির্বাসনে পাঠানো হত।[১৫]

এর আগে '২১ মার্চে গুলিতে নিহত ব্যতীত বিদ্রোহী ক্রনস্টাট নাবিকদের পিটার ও পল দুর্গ মারফৎ গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়।

'২১ সাল সুরু হল ৮ই জানুয়ারীর ১০ নং চেকা আদেশ দিয়ে: "বুর্জোয়া দমন তীব্রতর করতে হবে।" সুতরাং গৃহযুদ্ধ শেষ হলেও দমননীতি তীব্রতর করা হল। ভলোশিন তাঁর কবিতায় ক্রিমিয়ায় এ নীতির রূপায়ণ চিত্রিত করেছেন।

অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে গিয়ে '২১-এর গ্রীষ্মে সরকারী দুর্ভিক্ষত্রাণ কমিশনের সদস্য কুসকোভা, প্রকপোভিচ্, কিশ্কিন এবং অন্যান্যরা গ্রেফতার হলেন। আসল কথা সরকার এঁদের ঐ কাজের অনুপযুক্ত বিবেচনা করে দুর্ভিক্ষপীড়িতকে খাদ্যদানের দায়িত্ব প্রত্যাহার করলেন। কমিশনের সভাপতি মুমূর্ষু কোরোলেঙ্কোকে

মার্জনা করা হয়। তিনি কমিশন ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারটিকে 'সরকারের জঘন্যতম রাজনৈতিক চালাকি" অভিহিত করেছেন।[১৬]

'২১ সালে সরকারের সমালোচনার জন্য (জনান্তিকে করলেও) ছাত্র গ্রেফতার সুরু হল। তিমিরিয়াজেভ্ আকাদেমির শ্রীমতী ইয়েভ্গেনিয়া দয়ারেঙ্কোর দলও গ্রেফতার হল। এ ধরনের ধরপাকড় অবশ্য খুব বেশী হয়নি, কারণ মেন্‌জিনস্কি এবং ইয়াগোদা স্বয়ং এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

ঐ বছর অ-বলশেভিক দলীয় সভ্যদের গ্রেফতার ব্যাপকতর এবং সুসম্বদ্ধ করা হয়। কার্যতঃ বিজয়ী বলশেভিকরা অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে আগেই কবর দিয়েছিল। দলগুলির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা লুপ্ত করার উদ্দেশ্যে সভ্যদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের দেহগুলিকেও বিক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন হল।

অতীতে অ-বলশেভিক রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত রুশ নাগরিক মাত্রের শেষ দিন ঘনিয়ে এল, অবশ্য মাইস্কি বা ভিশিন্‌স্কির মত ডুবো তরীর তক্তা বেয়ে বলশেভিক জাহাজে উঠতে পারলে প্রাণ বাঁচত। রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনকতা ভেদে হয়ত কোন অ-বলশেভিককে '২২, '৩২ এমন কি '৩৭ সাল অবধি টিকতে দেওয়া হলেও, এক সময় তার পালা আসতই। তখন হয় তাকে সরাসরি গ্রেফতার করা হত, নয় ভদ্রভাবে প্রশ্ন করা হত, আপনি কি অতদিন পর্যন্ত অমুক দলে ছিলেন? (রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হত। কিন্তু বেশ কয়েক যুগ পরে জানা গিয়েছে, প্রথম প্রশ্নেই সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যেত) হয়ত তাকে তখনই জার আমলের কুখ্যাত কেন্দ্রীয় জেলগুলির একটিতে ঠেলে দেওয়া হত। কপালগুণে এই জেলগুলি জারের পরবর্তী আমলেও অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। অনেক সমাজবাদী জার আমলে ধৃত হয়ে যে কুঠরীতে যে প্রহরীর হেফাজতে ছিলেন, বলশেভিক আমলে সেই কুঠরী এবং প্রহরীর তদারকিতে প্রাণ দেন। অনেককে নির্বাসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়,—না দীর্ঘ দিনের নয়, দুই কি তিন বছর মেয়াদের। আবার অনেককে বিয়োগ আদেশ দেওয়া হত, অর্থাৎ কয়েকটি নিষিদ্ধ শহর বাদে যে-কোন স্থানে নতুন বাসা বাঁধতে বলা হত। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং জিপিইউর প্রতীক্ষা করত।

উপরোক্ত ক্রিয়াকলাপ আবশ্যিকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পাদন করার জন্য বহু বছর বিস্তৃত হয়েছিল। মস্কো, পেত্রোগ্রাদ, বন্দর, কারখানা এবং দূর পল্লী অঞ্চল থেকে বেছে বেছে সর্বপ্রকার সমাজবাদীকে নির্মূল করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ যেন এক রাজকীয় 'ধৈর্য' তাস খেলা যার নিয়ম কানুন সম্পর্কে সমকালীন মানুষ ছিলেন অজ্ঞ। যেন কোন দূরদর্শী নিপুণভাবে সব ছকে রেখেছে, এক মুহূর্ত নষ্ট হতে দেয়নি। তিন বছর এক জায়গায় পড়ে থাকা একটি তাসকে উঠিয়ে অপর জায়গায় রাখা হল,—কেন্দ্রীয় জেলে আটক কোন বন্দী তদ্দ্বারা বহু দূরে নির্বাসিত হল।

হয়ত বিয়োগ দণ্ডে দণ্ডিত কেউ নির্বাসিত হয়ে অপর বিয়োগ দণ্ডে দণ্ডিতদের চোখের আড়ালে চলে গেল। অথবা এক থেকে অপর নির্বাসন কেন্দ্র মারফৎ অবশেষে এক নতুন কেন্দ্রীয় জেলে পৌঁছল। খেলোয়াড়টির অপরিসীম ধৈর্য লক্ষণীয়। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত মানুষ এবং স্থানের সম্পর্ক ছিন্ন করে অ-বলশেভিক দলের সভ্যগুলি নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচরে নিষ্ঠুর পরিকল্পনানুযায়ী সেই মানুষগুলিকে হত্যা করা হল যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সভায় সোচ্চার হয়েছে এবং সদর্পে জারের শৃঙ্খল পরেছে।[১৭]

সমাজবাদী বিপ্লবী এবং নৈরাজ্যবাদীরা (সমাজবাদী গণতন্ত্রীরা নয়) জারের বিচারালয়ে কঠোরতম সাজা পেতেন এবং সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী একমাত্র তাঁরাই হতেন। বাদশাহী তাস খেলার ফলে অধিকাংশ পুরানো কয়েদী এবং সশ্রম কারাদণ্ড-ভোগী নিঃশেষ হয়ে গেল।

ধ্বংসের ক্রমিক তালিকাতে অবশ্য বিচার বিবেচনা দেখান হয়েছিল। '২০-এ রাজনৈতিক দল এবং দলীয় নীতি লিখিতভাবে বর্জনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রত্যাখ্যানকারীরা প্রথম বলি হলেন। গ্রহণকারীরা আরও কিছুকাল আয়ু লাভ করলেন। তাঁদেরও অবশেষে মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছিল।[১৮]

নাশকতা, ফাটকাবাজি, প্রতিবিপ্লব-বিরোধী অসাধারণ আয়োগ অর্থাৎ চেকা (হালে নামকরণ হয়েছিল জিপিইউ) '২২-এর বসন্তে গীর্জায় হস্তক্ষেপ করতে মনস্থ করল। স্থির হল, গীর্জা বিপ্লব দ্বারা এমন নতুন গীর্জা নেতৃবর্গ বসানো হবে যাঁদের এক কান থাকবে ঈশ্বরের দিকে, অপরটি লুবিয়াঙ্কার দিকে হেলান। তথাকথিত "প্রাণবন্ত গীর্জা"র পৃষ্ঠপোষকরা পরিকল্পনানুযায়ী এগোতে গিয়ে দেখলেন বাইরের সহায়তা ছাড়া গীর্জা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। অতএব ধর্মমহাযাজক তিখনকে গ্রেফতার করা এবং দুবার মহাসমারোহে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হল। আবেদন প্রকাশকদের মস্কোয় প্রাণদণ্ড হল। ধর্মগুরু ভেনিয়ামিন পেত্রোগ্রাদে প্রাণবন্ত গীর্জা কর্মীদের হাতে ধর্মীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রাণ হারালেন। রাশিয়ার সর্বত্র ধর্মযাজক, ধর্মমহাযাজকরা গ্রেফতার হলেন। বড়র পিছনে ছোট মাছের ঝাঁকের মত অজস্র পুরোহিত এবং সাধু সন্ত গ্রেফতার হলেন। প্রাণবন্ত গীর্জার "পুনরুজ্জীবন" আন্দোলন সমর্থনের শপথ নিতে অস্বীকৃত ব্যক্তিরাও গ্রেফতার হয়েছিলেন। বলা-বাহুল্য এসব গ্রেফতার কদাচ খবরের কাগজে প্রকাশিত হত না।

ধর্মযাজকরা প্রত্যেক বাৎসরিক ধরপাকড়ের এক অবশ্যম্ভাবী অংশ হতেন এবং কয়েদ কুঠরী বা সোলভেৎস্কি দ্বীপপুঞ্জে চালানের গাড়িতে তাঁদের পোষাকের রূপালী তালা ঝক্‌মক করত।

দ্বিতীয় দশকের গোড়া থেকে ঈশ্বরতত্ত্ববাদ, রহস্যবাদী এবং প্রেততত্ত্ববাদদেরও ধরপাকড় সুরু হল। (কাউন্ট প্যালেনের দল প্রেতলোকের সাথে আলাপের দলিল রাখতেন) বের্দিয়ায়েভ গোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং দার্শনিক প্রতিষ্ঠান, ভ্লাদিমির সলোভিয়েভের শিষ্য তথাকথিত "পূর্ব্বদেশীয় ক্যাথলিক" এবং এ. আব্রিকোসোভার গোষ্ঠীকে গ্রেফতারের পর চালান করার পথে হত্যা করা হয়। রোমান এবং পোলিশ ক্যাথলিক পুরোহিতদের ত' সাধারণ নিয়মেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ধর্ম্মের মূলোৎপাটন জিপিইউ-এনকেভিডির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলেও, গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসীদের ব্যাপক গ্রেফতার ব্যতিরেকে সে লক্ষ্য সাধিত হল না। পুরুষ ও নারী সাধুদের গুপ্ত ধর্ম্মাচরণ প্রাচীন রুশ-জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব তাঁদের সবাইকে নির্ব্বাসন দেওয়া হল। ধর্ম্মোৎসাহী মাত্রই গ্রেফতার হলেন। বৃত্তের পরিধি ক্রমে বৃহত্তর হল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসী। তাঁরাও গ্রেফতার হলেন। পরে বহু বছর যাবৎ নির্ব্বাসন চালান শিবিরে বৃদ্ধাদের 'সন্ন্যাসিনী' নামে ডাকা হত।

এ কথা সত্যি যে প্রকাশ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস জ্ঞাপন এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী শিশুদের লালনপালন করার জন্য ঐ গ্রেফতারগুলি করা হয়েছিল, কেবল ধর্ম্মমত পোষণ করার জন্য নয়। তানিয়া খোদকেভিচ্ লিখেছেন: "পারেন বটে নির্ভয়ে ডাকতে ভগবানে, যদি সে ডাক পৌঁছয় কেবল তাঁরই কানে।" (পংক্তিটি রচনার জন্য শ্রীমতী তানিয়ার দশ বছর কারাদণ্ড হয়) কেউ দার্শনিক সত্যের সন্ধান পেয়েছেন বুঝতে পারলে তা আপন সন্তানের কাছেও গোপন রাখতে হত! দ্বিতীয় দশকে দণ্ডবিধির ৫৮।১০ অনুচ্ছেদ বলে শিশুদের ধর্ম্মশিক্ষা প্রতিবিপ্লবী প্রচার, অতএব রাজনৈতিক অপরাধ গণ্য হত। অবশ্য তখনো বিচারকালে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করা চলত। ঐ সময় রুশ নারীরা দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রায়ই দেখা যেত গৃহকর্ত্তা ধর্ম্ম ত্যাগ করে সংসার প্রতিপালন করতে থাকলেন, গৃহকর্ত্রী সোলভেৎস্কিতে নির্ব্বাসিত হলেন। ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য সে সময় দশ বছর কারাদণ্ড হত,—তখনকার দীর্ঘতম মেয়াদ।

দ্বিতীয় দশকে, বিশেষতঃ '২৭ সালে, বড় শহরগুলিতে উদীয়মান বিশুদ্ধ সমাজের স্বার্থে শুদ্ধি আয়োজনের ফলে সন্ন্যাসিনীদের সাথে বেশ্যাদেরও সোলভেৎস্কিতে নির্ব্বাসিত করা হয়। দণ্ডবিধির এক লঘুতর ধারাবলে পাপ-জীবনের প্রতিনিধিদের মাত্র তিন বছরের কারাদণ্ড হত। বন্দী চালান শিবির ও গাড়ি এবং সোলভেৎস্কিতে নির্ব্বাসনের অবস্থা এমন ছিল যাতে প্রহরী এবং প্রশাসকদের মধ্যে ওদের স্ফূর্তির ব্যবসা চালানোর অসুবিধা হত না। যে জায়গা থেকে রওনা হয়েছিল তিন বছর পর সেখানে ফিরত স্যুটকেস বোঝাই জিনিষপত্র নিয়ে। ধর্ম্মীয় বন্দীরা কখনই সন্তানের কাছে বা নিজ বাসস্থানে ফেরার অনুমতি পেতেন না।

দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় কয়েকটি জাতিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঢেউ দেখা গিয়েছিল।

প্রথম ঢেউগুলি ঐ জাতি কটির জনসংখ্যার অনুপাতে রুশ মাপকাঠির বিচারে বড় ছিল না : আজের-বাইজানের মুসাভাতি ; আর্মেনিয়ার দাশনাক ; জর্জিয়ার মেনশেভিক ; এবং তুর্কমেনিয়ার বাসমাচি। এরা মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত শক্তিকে বাধা দিয়েছিল। মধ্য এশীয় সোভিয়েতগুলিতে অতিমাত্রায় রুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার দরুন সেগুলি রুশ শক্তির চৌকি মনে হত। সর্বশক্তিমান আন্তর্জাতিকতাবাদের জোয়ারে সাড়া দিতে অসমর্থতার জন্য '২৬ সালে ইহুদি প্রতিষ্ঠান 'হেলহাউৎস্'-এর সদস্যরা নির্বাসিত হন।

পরবর্তী দশকগুলির মানুষের ধারণা, দ্বিতীয় দশক ছিল প্রায় পূর্ণ এবং অসীমিত স্বাধীনতার দশক। এ বইয়ে এমন অনেকের দেখা পাওয়া যাবে যাঁরা দ্বিতীয় দশককে অন্যভাবে দেখতেন। ঐ সময় "উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাতন্ত্র", একত্র মিলিত হবার অধিকার এবং অতিরিক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা থেকে পাঠ্য বিষয়ের অব্যাহতি দাবী করার জন্য অ-রাজনৈতিক দলভুক্ত ছাত্ররা গ্রেফতার হন। ছুটির মধ্যে গ্রেফতার বৃদ্ধি পেত,—যথা ১মে, '২৪। বিদেশস্থিত মেনশেভিকদের মুখপত্র 'সমাজবাদী সংবাদ' এবং প্লেখানভের লেখা পড়ার অপরাধে '২৫-এ লেনিনগ্রাদের প্রায় একশো জন ছাত্রের তিন বছর মেয়াদী রাজনৈতিক কারাদণ্ডাদেশ হয়। (যৌবনে কাজান শহরের গীর্জার সামনে সরকারবিরোধী বক্তৃতা করার অপরাধে প্লেখানভ্ নিজে অপেক্ষাকৃত লঘু সাজা পেয়েছিলেন) '২৫ সালেই প্রথম ট্রটস্কিপন্থী যুবকদের গ্রেফতার সুরু হয়। (দুটি সরল লাল সেনানী রুশ প্রথা অনুসরণে ধৃত ট্রটস্কিপন্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে সুরু করেছিল। তাদেরও রাজনৈতিক কারাদণ্ড হল)।

অবশ্য শোষক শ্রেণীও অব্যাহতি পায়নি। যে সব 'সাদা' গৃহযুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন ; যাঁরা 'সাদা' এবং 'লাল' উভয়পক্ষে লড়েছিলেন ; এবং যাঁরা জার সেনা হওয়া সত্ত্বেও লাল সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু পুরো সময় হয় শেষোক্ত দলে থাকেননি অথবা তাঁদের সেনাদলের চাকরীতে ছেদ থাকলেও তার সমর্থনে কাগজপত্র ছিল না,—দ্বিতীয় দশক জুড়ে এই শ্রেণীর অফিসারদের তখনই দণ্ডাদেশ না দিয়ে পূর্বে বর্ণিত তাস খেলায় লাগানো হয়েছিল : বিরামহীন কাগজপত্র পরীক্ষা, তাদের কাজকর্ম এবং বাসস্থানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ, একবার কয়েদ করার পর মুক্তি দিয়ে আবার কয়েদ করা। অবশেষে চিরকালের জন্য শিবির যাত্রা।

যা হোক অফিসারদের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে সমস্যা শেষ হল না, গড়াতে থাকল। ওদের পরিবারবর্গ তখনো কয়েদ হয়নি। তাদের প্রতিক্রিয়া সহজে অনুমেয়। স্বাভাবিক নিয়মেই তারাও নিজেদের গ্রেফতার ডেকে আনল। আর একটি ঢেউ বয়ে গেল।

গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কসাকদের দ্বিতীয় দশকে মার্জনা করা হয়েছিল। লেমনস দ্বীপ থেকে ফিরে আসার পর তাদের অনেককে কুবানে জমি দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হল।

তখনো আভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট এবং সাধারণতন্ত্রের সর্বত্র একই ধরনের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় কাগজপত্রের প্রচলন হয়নি। প্রাক্তন সরকারের কর্মচারীরা এই সুযোগে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঢুকে গিয়েছিলেন। এবার তাঁরাও গ্রেফতার হলেন। অসাবধান উক্তি, হঠাৎ দেখে চেনা এবং প্রতিবেশীর লাগানো ভাঙানো তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন মারাত্মক খবরের মত বিপজ্জনক হল। অনেকে শুধু কপালদোষে বিপদে পড়লেন। একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ প্রাক্তন প্রাদেশিক বিচারবিভাগীয় কর্মীদের তালিকা বাড়িতে রেখেছিলেন। তালিকাটি '২৫ সালে হঠাৎই আবিষ্কৃত হয়। তালিকার সবাইকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হল।

অতঃপর আর একটি ঢেউ বইল: 'সামাজিক মূল গোপন' এবং 'প্রাক্তন সামাজিক মূল'। কথা দুটির ব্যাপকতম ব্যাখ্যা দ্বারা সামাজিক মূলের দরুন পরে তাদের পরিবারবর্গকেও গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে সরল প্রভেদ বুঝতে অসমর্থতার জন্য ব্যক্তিগত আভিজাত্যপূর্ণ মানুষকেও (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন স্নাতক) গ্রেফতার করা হয়েছিল। একবার গ্রেফতার হলে প্রত্যাবর্তনের উপায় থাকত না। বিপ্লবের প্রহরীরা ভুল করে না!

তবু প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। মাঝে মধ্যে ক্ষীণ বিপরীত স্রোত বয়েছে। প্রথমটির উল্লেখ করছি। অভিজাত এবং অফিসারবর্গের অনেকের সুন্দরী, অতীব গুণসম্পন্না স্ত্রী এবং কন্যা ছিল। কিছু সংখ্যক মহিলা বিপরীত স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন, কারণ জীবনের থেকে মূল্যবান কিছু নেই এবং সে জীবন একবারই পাওয়া যায়। এঁরা চেকা-জিপিইউর চর, কর্মী বা যে-কোন অবস্থায় কাজ করতে চাইলেন। যাঁরা মনোনীত হলেন, তাঁদের নেওয়া হল। এঁরা হলেন সর্বাধিক উর্বর চর। প্রাক্তন গণ্যমান্যরা এঁদের বিশ্বাস করতেন। সুতরাং এঁরা জিপিইউর প্রভূত সহায়তা করতে পেরেছেন। বিপ্লবোত্তর যুগের অন্যতম কুখ্যাত চর ছিলেন রাজকুমারী ভায়াজেম্‌স্কায়া। সোলভেৎস্কিতে এঁর ছেলেও অনুরূপ খ্যাতি অর্জন [illegible]। অত্যুজ্জ্বল গুণসম্পন্না কংকর্ডিয়া ছিলেন এক অফিসারের স্ত্রী। স্বামীকে তাঁর সামনে গুলি করে হত্যা করার পর তাঁকে সোলভেৎস্কিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। অনুনয় বিনয়ের ফলে মুক্তি পেয়ে তিনি বড় লুবিয়াঙ্কার কাছে বাসা বাঁধলেন। রাষ্ট্রের হোমরা-চোমরারা তখন প্রায়ই তাঁর বাসায় পায়ের ধূলি দিতেন। বহাল তবিয়তে ব্যবসা চালিয়ে '৩৭ সালে কংকর্ডিয়া ইয়াগোদা প্রমুখ খদ্দেরের সাথে গ্রেফতার হন।

একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে এক অদ্ভুত প্রথার অনুসরণে রাজনৈতিক রেড ক্রশকে পুরানো আমলের পরেও টিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এর তিনটি শাখা ছিল: মস্কো, খারকভ্‌ এবং পেত্রোগ্রাদে। মস্কো শাখা বুকে-ভনে চলেছিল; ফলে '৩৭ অবধি চালু ছিল। পেত্রোগ্রাদ শাখা (এতে ছিলেন জনতাবাদী দলের শেভ্‌সভ,

পন্থু গার্টম্যান এবং কচেরভস্কি) অনেক হঠকারিতা করত। এরা রাজনৈতিক মামলায় নাক গলাত, শ্লুসেলবার্গ জেলের প্রাক্তন কয়েদীদের (যেমন নভোরুস্কি, ইনি লেনিনের ভাই আলেকজান্দারের সাথে একই মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন) সহায়তা লাভের চেষ্টা করত এবং কেবল সমাজবাদী নয় প্রতিবিপ্লবীদেরও সহায়তা করত। '২৬-এ এই শাখাটি বন্ধ করে নেতৃবৃন্দকে নির্বাসিত করা হয়।

বছর কেটে যায়, তার সাথে যা কিছু আমাদের স্মরণ করানো হল না তা স্মৃতি থেকে মুছে যায়। অস্পষ্ট অতীতে তাকিয়ে '২৭ সালকে মনে হয় দুশ্চিন্তাবিহীন, ভাল খেয়ে-দেয়ে-কাটিয়ে-দেওয়া, নব অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তখনো অকর্তিত এক বছর। বাস্তবে কিন্তু বছরটি ছিল উদ্বেগপূর্ণ; খবরকাগজের হেডলাইনগুলি ফেটে পড়ার সাথে সাথে মানুষ শিউরে উঠত। আর একই সময় ওঁরা তখন বছরটি সম্পর্কে ভাবতেন এবং বলতেন, নিখিল বিশ্ব বৈপ্লবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত। '২৭ জুনে ওয়ারসতে রুশ রাজদূতের গুপ্তহত্যার সংবাদে কাগজের স্তম্ভগুলি ভরা থাকত। ঐ বিষয়ে চারটি কবিতায় মায়াকভস্কি গর্জে উঠলেন।

কিন্তু কপাল মন্দ। পোলাণ্ড ক্ষমা চাইল। ভইকভের গুপ্তঘাতক পোলাণ্ডে গ্রেফতার হল। অতএব কবির বজ্র কার উপর হানা হবে :[১৯]

এক মনে নির্মাণ, সাহস আর দলন
সব দিয়ে মত্ত দলের টুঁটি ছিড়ে আন!

কাকে দলন করা হবে? কার টুঁটি ছিঁড়ে আনতে হবে? সুতরাং তথাকথিত ভইকভ্ গ্রেফতার সুরু হল। আগে যেমন কোথাও কিছু গোলমাল হলেই গ্রেফতার করা হত, সেবারও 'প্রাক্তন' নৈরাজ্যবাদী, সমাজবাদী বিপ্লবী, মেনশেভিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ধরা হল। শহরে এরা ছাড়া গ্রেফতার করার মত ছিল বা কারা? শ্রমিক শ্রেণীকে ত' গ্রেফতার করা চলে না!

কিন্তু ক্যাডেটদের সহমত বুদ্ধিজীবীদের '১৯ সাল থেকে রগড়ে দেওয়া হচ্ছিল। যে সব বুদ্ধিজীবী নিজেদের প্রগতিবাদী মনে করতেন, তাঁদের পালা আসবে না? ছাত্রদের এক জবর ধাক্কা করে দেওয়া হবে? এবারও মায়াকভস্কি এগিয়ে এলেন :

ভাব রে, ভাব রে ভাব
সাম্যবাদী যুবদলের কথা,
ছাথ রে, ছাথ, চেয়ে ছাখ
তোর সাথী আছে কোথা।
সত্যিই কি, সত্যি ওরা
খাচ্চা সাম্যবাদী
নয়, নয়, নয়কো ভণ্ড মিথ্যেবাদী?

এক সুবিধাজনক বিশ্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধাজনক আইনবিষয়ক সংজ্ঞা 'সামাজিক রোগ নিরোধে'র উৎপত্তি। সংজ্ঞাটি প্রস্তাবের সাথে সাথে সবাই বুঝল এবং গ্রহণ করল। (শ্বেতসাগর খাল প্রকল্পের কর্তৃস্থানীয় লাজার কোগ্যান চট্ করে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলেন, "মানলাম আপনি ব্যক্তিগতভাবে নির্দোষ। কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ হিসাবে আপনার বোঝা উচিত, সামাজিক রোগ নিরোধ নীতির ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে!) নিখিল বিশ্ব বিপ্লবী যুদ্ধের প্রাক্কাল ব্যতীত কখন বা বিশ্বাসের অযোগ্য সাথী এবং নড়বড়ে ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার সম্ভব হবে? যুদ্ধ অবধি অপেক্ষা করতে গেলে ত' অনেক দেরী হয়ে যাবে।

মস্কোর পাড়ায় পাড়ায় তন্ন তন্ন করে তল্লাসি সুরু হল। প্রতি জায়গায় কাউকে ধরতেই হবে। স্লোগান হল, "এত জোর টেবিল চাপড়াবে যে পৃথিবী কাঁপবে।" লুবিয়াঙ্কা এবং বুতুর্কিতে কালো মারিয়া, যাত্রীবাহী মোটর গাড়ি, চতুর্দিকে ঘেরা ট্রাক আর ঘোড়ার গাড়ির দিনের বেলাতেও এত দৌড়াদৌড়ি বাড়ল যে প্রায়ই জেল প্রাঙ্গণ এবং গেটে গাড়ির ভিড় হত। গাড়ি থেকে নামিয়ে আসামীদের নাম নথিভুক্ত করার সময় থাকত না। অন্য শহরেও একই অবস্থা। (রস্টভ্ জেলের ৩৩ নম্বর বাড়ির ভূগর্ভস্থ কামরায় এত ভিড় ছিল যে নবাগত বইকো বসবার জায়গা পাননি)।

এই প্লাবনের মার্কামারা একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কয়েক ডজন যুবক-যুবতী এক সান্ধ্য জলসায় মিলিত হয়েছিলেন। জলসাটির পূর্ব্বাহ্ণে জিপিইউর অনুমতি চাওয়া হয়নি। গান বাজনার পর চাঁদা তুলে ওরা চা খেল। এটা অবশ্য পরিষ্কার বোঝা যায় যে জলসাটি আসলে ছিল প্রতিবিপ্লবী ধ্যান-ধারণার মুখোস এবং চাঁদা তোলা হয়েছিল বিশ্বের মুমূর্ষু বুর্জোয়ার সাহায্যকল্পে, চায়ের জন্য নয়। ওরা সবাই তিন থেকে দশ বছর কারাদণ্ড পেল, শ্রীমতী আন্না স্ক্রিপনিকোভা পেলেন পাঁচ বছর। অপরাধ স্বীকার না করার জন্য আইভান ভ্যাস্নেভ্ এবং অন্য উদ্যোক্তাদের গুলি করে হত্যা করা হল।

ঐ বছর ফ্রান্সে আশ্রয়গ্রহণকারী ফরাসী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের এক দল রুশ স্নাতক চিরাচরিত পুশকিন দিবস পালনের উদ্দেশ্যে প্যারীতে জমায়েত হয়েছিলেন। এর বিবরণ খবরের কাগজে বেরোয়। স্পষ্টতঃই ঘটনাটি মারাত্মক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। সুতরাং ফরাসী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার যে কটি স্নাতক রাশিয়ায় ছিলেন তাঁরা এবং বিপ্লবপূর্ব্ব যুগে বিশেষ সুবিধাভোগী আইনের ছাত্ররা গ্রেফতার হলেন।

কেবল স্থান, বা সলোভেৎস্কি বিশেষ উদ্দেশ্য শিবিরের আয়তন সে সময় ভইকত্ গ্রেফতারকে সীমিত করেছিল। ইতিমধ্যে গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের দূষিত জীবন সুরু হয়ে গিয়েছিল এবং অচিরেই তা জাতির দেহে পরিব্যাপ্ত হল।

নতুন স্বাদের পর নতুন ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কারিগরী বিষয়ক বুদ্ধিজীবীরা

নিজেদের অপরিহার্য্য মনে করতেন, ইঙ্গিত বুঝবার চেষ্টা করতেন না। এদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় বহু আগেই এসে গিয়েছিল।

তাছাড়া, আমরা কখনই ইঞ্জিনিয়ারদের বিশ্বাস করিনি। প্রথম বিপ্লবোত্তর বছরগুলি থেকে ধনিকশ্রেণীর চাকর এবং দালালদের উপর যাতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাস্থ্যপ্রদ সন্দেহ দৃষ্টি থাকে সে দিকে নজর দেওয়া হত। যাহোক পুনর্গঠনের বছরগুলিতে এদের শিল্পে কাজ করতে দেওয়া হয় এবং শ্রেণীযুদ্ধের সব চোট পড়ে বাদ-বাকি বুদ্ধিজীবীর উপর। উচ্চতম অর্থনৈতিক পরিষদ এবং গস্‌প্ল্যান বা রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ ইত্যাদির সূচনার সাথে সাথে অর্থনৈতিক নেতৃত্ব অভিজ্ঞতা লাভ করছিল। পরিকল্পনার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কখনো এক প্রকল্প অন্যের সীমা ছাপিয়ে যেত বা পরস্পরবিরোধী হত। আর সেই মাত্রায় পুরানো আমলের ইঞ্জিনিয়ারদের নিষ্ঠাহীনতা ধূর্ততা, লালসা, সব কিছু বিনষ্ট করার মৌলিক প্রবণতা প্রকট হতে লাগল। বিপ্লবের প্রহরীরা সজাগ দৃষ্টির পরিধি সঙ্কুচিত করে তাকানোমাত্র বিনষ্টকারীর ঝাঁক আবিষ্কার করলেন।

'২৭ থেকে পূর্ণ গতিতে চিকিৎসা চালিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক অসফলতা এবং ঘাটতির কারণ সর্বহারার সামনে উপস্থাপিত করা হল। প্রয়োজনীয় যত সরবরাহ ব্যাহত এবং রেল ভ্রমণে অসুবিধার কারণ, রেল মন্ত্রণালয়ে নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপ। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত,—কারণ মস্কো বিদ্যুৎ সরবরাহ-ব্যবস্থায় নাশকতা। কেরোসিন ঘাটতি,—কারণ তৈলশিল্পে নাশকতা। শ্রমিকের পরিধেয় নেই,—কারণ বস্ত্রশিল্পে নাশকতা। ঘরে তাপ ব্যবস্থা অচল,—কারণ, কয়লা উত্তোলন শিল্পে চরম নাশকতা। ধাতু, প্রতিরক্ষা, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, রসায়ন, খনি, স্বর্ণ, প্ল্যাটিনাম শিল্পাদি এবং সেচ-ব্যবস্থা, সর্বত্র নাশকতার বিষফোড়ায় ভর্তি! চারপাশে সাইজ ক্রম হাতে শত্রু! এত বিপুল সংখ্যক বিনষ্টকারীকে ধরে চালান করতে জিপিইউ হিমসিম খেল। থকথকে গায়ে-গায়ে লাগালাগি হাজতে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে জিপিইউ বিচারকমণ্ডলী এবং সর্বহারার বিচারালয়ের কঠিন পরিশ্রম করতে হল। খবরের কাগজে ঐসব কুকীর্তির কাহিনী পড়ে (অনেক সময় না পড়ে) শ্রমিকরা আৎকে উঠত। পালচিন্‌স্কি, ফন মেক্, ভেলিচকো৮০ এবং আরও অনেকের কুকীর্তি প্রকাশ পেল। প্রত্যেক শিল্প, কারখানা, এবং হস্তশিল্প সমবায়ে কর্মীদের মধ্যে বিনষ্টকারী খুঁজতে হত এবং খোঁজাখুঁজি (জিপিইউ-র সহায়তায়) পেয়ে যেত। কোন প্রাক্‌বিপ্লবকালীন ইঞ্জিনিয়ারের মুখোশ খোলা না হলে, তাকে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতক হিসাবে সন্দেহ করা হত।

আর এই পুরানো ইঞ্জিনিয়ারগুলি কী শয়তানই না হত! নাশকতার কত শয়তানী ধারা! যেন যন্ত্রপালনের নিকোলাই ফন মেক্ নব অর্থনৈতিক বিকাশের একনিষ্ঠ ভক্তের ভাণ করতেন, সমাজবাদী পুনর্গঠনের পথে অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয় ভাবার

পর ঘণ্টা আলোচনা করতে এবং উপদেশ দিতে ভালবাসেন। তাঁর অন্যতম সুপরামর্শ ছিল, মালবাহী রেলগাড়ির আকার বৃদ্ধি এবং সাধারণ রেলগাড়ি থেকে মালবাহীর তদ্রুপ ওজন বৃদ্ধির বিষয়ে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করা। জিপিইউ মেক্-এর মুখোশ খুলে দিয়ে গুলি করে মারল। মেক্-এর উদ্দেশ্য ছিল রেললাইন, মালবাহী গাড়ি এবং ইঞ্জিনের ক্ষয় ত্বরান্বিত করা, যাতে সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণের সময় রুশ রেল ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়! অল্পদিন পরে নতুন রেলমন্ত্রী কমরেড কাগানোভিচ্ যখন গাড়ির গড় ওজন বৃদ্ধি করলেন, অনেক ক্ষেত্রে তিনগুণ করলেন এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে ঐ আবিষ্কারের জন্য লেনিন পদক উপহার পেলেন,—ঈর্ষাকাতর ইঞ্জিনিয়াররা তার প্রতিবাদ করে 'সীমাবদ্ধক' অভিহিত হলেন। তাঁরা সোরগোল তুলেছিলেন, ঐ অতিরিক্ত ওজনের ফলে গাড়ি এবং ইঞ্জিনের ক্ষতি হবে। সমাজবাদী পরিবহন ব্যবস্থায় অনাস্থার জন্য তাঁদের সমুচিতভাবে গুলি করে মারা হল।

বহু বছর ধরে সীমাবদ্ধকদের খোঁজ চলল। অর্থনীতির সব শাখায় ওরা ফর্মূলা আর হিসাব মেলে ধরত। বুঝতে চাইত না, পুল এবং মেশিন মানুষের উদ্যমের জবাব দিতে জানে। ঐ বছরগুলিতে গণমনোবিজ্ঞানের মাপকাঠি ওলটপালট করে দেওয়া হচ্ছিল। 'হড়বড় করলে গড়বড় হবে', বা 'ধীরে সুস্থে যাও, বহুদূর যাবে',—বিচক্ষণ মানুষের এই চলতি প্রবাদগুলির নিন্দা করা হত। একমাত্র পুরানোর জায়গা নেওয়ার উপযুক্ত নতুন ইঞ্জিনিয়ারের অভাবের জন্য কখনো প্রথমোক্তরা গ্রেফতার আটকে থাকত। ইন্স্‌ভেস্ক্‌-এর প্রতিরক্ষা শিল্প কারখানার মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার ল্যাভিজেন্‌স্কিকে "সীমিতকরণ সিদ্ধান্ত" এবং "দুর্ঘটনা-প্রতিরোধ বিধিতে অন্ধ বিশ্বাসের" জন্য প্রথম গ্রেফতার করা হয়। (এইটুকু থেকেই স্পষ্ট হয় অর্দোনিকিদ্জে দ্বারা মঞ্জুরীকৃত অর্থ তিনি কেন কারখানা প্রসারের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করতেন)।[২১] এর পর তাঁকে গৃহে নজরবন্দী রেখে পুরানো কাজে যোগ দিতে বলা হয়, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে সব পণ্ড হচ্ছিল। তিনি আবার কাজ চালু করলেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে মঞ্জুরীকৃত অর্থ অপ্রচুর ছিল। সুতরাং তাঁকে দ্বিতীয়বার বন্দী করা হল, "অনুচিত অর্থ বিনিয়োগের" জন্য। বলা হল, মুখ্য ইঞ্জিনিয়ারের অকুশলতাই আর্থিক অকুলানের জন্য দায়ী। বন্দী শিবিরে এক বছর কাঠ কাটার পর ল্যাভিজেন্‌স্কি মারা গেলেন।

পেখিন-মিহাইলভ্‌স্কি, চেখভ্ এবং জামিয়াতিনের উপন্যাসের নায়ক এবং দেশ-গৌরব পুরানো ইঞ্জিনিয়ারদের মেরুদণ্ড এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে ভেঙে দেওয়া হল।

বিপ্লব-প্রবীর চক্রকে লোভদৃষ্টির মুখ কলুষিত করতে অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের সে কাজ করতে হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সব চেষ্টার মত এই চেষ্টায় অন্য লোককেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। যে কেউ দল হতে অস্বীকার করলেই গ্রেফতার

করা হত। বিপ্লবোত্তর প্রথম কয়েক দশকে এই ঢেউটি অতি গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। কারণ তখনো এমন মানুষ বেঁচেছিলেন যাঁদের মর্য্যাদাবোধ ছিল এবং যাঁরা নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীভিত্তিক, আপেক্ষিক ব্যাখ্যা করতেন না। এঁরা নির্ভয়ে ঐ ঘৃণ্য চাকরি প্রত্যাখ্যান করে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন। যুবতী ম্যাগডালেনা ইয়েজুবোভাকে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের সম্পর্কে খবর দিতে বলা হয়েছিল। তিনি শুধু সে কাজ প্রত্যাখ্যান করলেন না, নিজের অভিভাবককেও (এঁর সম্পর্কেও খবর দিতে বলা হয়েছিল) সে কথা জানিয়ে দিলেন। যা হোক অভিভাবকটি অল্পদিন পরে গ্রেফতার হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সব স্বীকার করলেন। 'কর্মসংক্রান্ত গোপন নির্দ্দেশ' ফাঁস করার অপরাধে গর্ভবতী ম্যাগডালেনাকে গুলি করে মারার হুকুম হল। পরে কোন উপায়ে পঁচিশ বছর কারাদণ্ডের বিনিময়ে তিনি প্রাণ বাঁচান। ঐ '২৭ সালেই এক পটভূমিকায় খারকভের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের অন্যতম শ্রীমতী নাদিয়েজদা সুরোভেৎ ইউক্রেন সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্তচর্য্য করতে অস্বীকার করেন। এজন্য জিপিইউ তাঁকে গ্রেফতার করে। পঁচিশ বছর পর তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় কোলিমাতে দেখা যায়। যাঁরা প্রাণে বেঁচে রইলেন না, তাঁদের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।

তৃতীয় দশকে ঐ রকম হুকুম অমান্য করার মত মানুষ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় চরের কাজ করতে বললে, করতেই হত; লুকাবার জায়গা ছিল না। মানুষ ভাবত: 'যে সবচেয়ে দুর্ব্বল সে আগেই মরবে', 'আমি না করলে, আর কেউ করবে,' অথবা "আমার চেয়ে বদ কেউ করার থেকে আমি করা শ্রেয়ঃ।" অনেকে স্বেচ্ছায় ঐ কাজ করতে এগিয়ে আসত। কারণ ওদের হাত এড়ানোর উপায় নেই। তাছাড়া ও কাজে প্রশংসা এবং রোজগার দুই-ই পাওয়া যেত।

'২৮ সালে মস্কোয় শাখ্‌তি মকদ্দমা সুরু হয়। বিবাদী পক্ষের নিজেকে জড়ানো রোমহর্ষক স্বীকারোক্তি (যদিও তখনো সবাই স্বীকার করেনি) এবং ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচারের জন্য মকদ্দমাটিকে বিরাট বলা চলে। দু'বছর পর সেপ্টেম্বর '৩০-এ খুব হৈ চৈ করে দুর্ভিক্ষ-সংগঠকদের বিচার সুরু হল। (হাঁ, ওরাই বটে! ওরাই আসল লোক!) খাদ্য-শিল্পে আটচল্লিশ জন নাশকর্তা কর্ম্মী ধরা পড়ল। '৩০-এর অন্তে প্রম্‌পার্টির বিচার অধিকতর ধুমধামে সুরু হল। সবকিছু নিখুঁতভাবে মহড়া দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। মকদ্দমাটিতে প্রত্যেক বিবাদী সব রকম নোংরামির অপরাধ স্বীকার করল। স্মারক উদ্ঘাটনের মত অবশেষে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে উন্মোচিত হল চাতুর্য্যে ভরা এক বিরাট ষড়যন্ত্র, যা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত সবকটি নাশকর্তার মামলা এবং মিলিউকভ্, রিয়াবুশিনস্কি, ডেটারডিঙ ও পোয়াঁকারের সাথে একই ভীতিজনক সূত্রে গ্রথিত।

আমাদের বিচার-ব্যবস্থার সাথে পরিচয়ের পর প্রকট হয় যে প্রকাশ্য বিচারগুলি আসলে ছুঁচোর সুড়ঙ্গের বহিঃপ্রকাশ; মাটির নিচে গভীর গর্ত। একমাত্র যারা অস্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী মুক্তি বা লঘু শাস্তির আশায় নিজেকে এবং অপরকে অভিযুক্ত করতে রাজী হবে, এমন এক ক্ষুদ্র সংখ্যক আসামীকে বিচার অনুষ্ঠানে হাজির করা হত। বেশীর ভাগ ইঞ্জিনিয়ারের,—যাদের জিজ্ঞাসাবাদকারীর অর্ব্বাচীনতা অগ্রাহ্য করার সাহস এবং বুদ্ধির অভাব হয়নি,—বিচার হয়েছিল গোপনে এবং জিপিইউর বিচারকমণ্ডলীর কাছে তাঁরা অপরাধ স্বীকার না করে দশ বছর কারাদণ্ড পেলেন।

উপরে ফুটন্ত জীবনের পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করে স্রোত পাইপ বেয়ে ভূগর্ভে নেমে গেল।

ঠিক এই সময় পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করার কাজে সার্ব্বজনিক অংশগ্রহণ বা দায়িত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেখা গেল। যারা তখনো পর্য্যন্ত প্লাবনবাহিত হয়ে পয়ঃপ্রণালীর ঢাকনির ভিতর অথবা দূষিত নল বেয়ে গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছয়নি, তারা বিচার কার্য্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পতাকা হাতে ঘুরে বেড়াতে এবং আইনগত প্রতিশোধের সময় উল্লাস করতে বাধ্য হল। (প্রশংসনীয় দূরদর্শিতা! কয়েক যুগ কেটে গেলে ইতিহাসের চোখ খুলে যাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদকারী, বিচারক এবং সরকারী উকিল সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা দোষী প্রতিপন্ন হবেন না! আমাদের সাদা মাথাগুলি অটুট থাকার একমাত্র কারণ, আমরা যথাযোগ্য ভাবে 'পক্ষে' রায় দিয়েছি)।

দুর্ভিক্ষ-সংগঠকদের বিচারে স্ট্যালিন সর্ব্বপ্রথম এই চেষ্টা করেন। খাদ্যে ভরপুর তৎকালীন রাশিয়াতে এ প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার কথা নয়। জনসাধারণ একে অপরকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করত, এত খাদ্য গেল কোথায়? সুতরাং আদালতের রায়ের আগেই শ্রমিকরা সক্রোধে বিচারাধীন বদমাসদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিত। প্রম্পার্টি বিচারের সময় ত' সর্ব্বত্র সভা এবং বিক্ষোভ (এমন কি স্কুলের ছাত্রদেরও) লেগে থাকত। খবরের কাগজে একে লক্ষ লক্ষ লোকের অভিযান অভিহিত করা হত এবং বিচারালয়ের জানালার বাইরে গর্জ্জন শোনা যেত, 'মৃত্যু চাই! মৃত্যুদণ্ড চাই! মৃত্যু হোক!'

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে অল্প কয়েকজন প্রতিবাদ করেন বা কোন পক্ষে রায় দানে বিরত থাকেন। স্বপক্ষে রায়ের হুঙ্কারের মাঝে বিপক্ষে 'না' বলতে অত্যন্ত সাহস প্রয়োজন। আজ 'না' বলা অতুলনীয়ভাবে সহজ, তবু অনেকে বিপক্ষে মত দিতে সাহস করে না। যতদূর জেনেছি, বিপক্ষে রায় দিয়েছিলেন সেই মেরুদণ্ডহীন, অর্ব্বাচীন বুদ্ধিজীবীর দল। লেনিনগ্রাদ উচ্চ কারিগরি বিদ্যালয়ের সভায় অধ্যাপক দিমিত্রি রোজান্স্কি কোন পক্ষে ভোটদানে বিরত ছিলেন। ইনি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিলেন,

কারণ বিজ্ঞানের ভাষায় মৃত্যুদণ্ড হল এক অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া। দিমিত্রি ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার হলেন। ছাত্র দিমা ওলিৎস্কিও এক অপরাধে ঘটনাস্থলে গ্রেফতার হলেন। সব প্রতিবাদ অঙ্কুরে বিনষ্ট হল।

যতদূর জানা যায় বয়স্ক শ্রমিকশ্রেণী এই প্রাণদণ্ডগুলি সমর্থন করত। অত্যুৎসাহী কমিউনিস্ট যুবদল থেকে পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং প্রখ্যাত বীর সেনাপতিরা, অর্থাৎ অগ্রণী নাগরিক মাত্রই প্রাণদণ্ডগুলির স্বপক্ষে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন। খ্যাতনামা বিপ্লবী, পার্টির তাত্ত্বিক এবং ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টারা নিজের নিন্দনীয় বিনাশের সাত বছর আগে জনতার উল্লাসে স্বর মিলিয়েছেন। বুঝতে পারেননি "আবর্জনা! জঞ্জাল!" হুঙ্কারের সাথে তাঁদের নামও ধূলিলুণ্ঠিত হবে, এবং সেদিন দ্বারে অপেক্ষারত।

বাস্তবে ইঞ্জিনিয়ারদের বিনাশ পর্ব খুব শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে গেল। '৩১-এর গোড়ায় স্ট্যালিন ছয় দফা গঠনমূলক কর্মপন্থা উপস্থাপিত করলেন। শ্রী স্বৈরাচারীর পঞ্চম দফাটি হল: আমরা কারিগরি বুদ্ধিজীবীদের বিনাশের পরিবর্তে তাঁদের জন্য চিন্তা ভাবনা করার এবং তাঁদের কাজে লাগানোর নীতি গ্রহণ করব।

তাঁদের জন্য চিন্তা ভাবনা! ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ইতিমধ্যে কোথায় গেল? ভয়ানক অভিযোগগুলির বা কী হল? ঠিক একই সময় চীনামাটি শিল্পে বিনাশকারীদের (ঐ শিল্পও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি!) বিচার চলছিল। বিচারকালে প্রত্যেক বিবাদী অপরকে দোষী করে সব অপরাধ ঐকতানে স্বীকার করল। পরে ঐকতানে চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা নিরপরাধ!" ওরা মুক্তি পেয়ে গেল!

(ঐ বিশেষ বছরটিতে একটি বিপরীত স্রোতও বয়েছিল। কয়েকজন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদাধীন ইঞ্জিনিয়ারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ভি. বোজানস্কিও তখন মুক্তি পেয়েছিলেন। সুতরাং যদি বলি বোজানস্কি স্ট্যালিনের সঙ্গে লড়াইতে জিতলেন, তাহলে কি ভুল হবে? যদি নাগরিকবৃন্দ নাগরিক কর্তব্য পালনে সাহসী হতেন তাহলে কি এ বই, অন্ততঃ এই অধ্যায় লেখার প্রয়োজন হত)?

ঐ বছরও স্ট্যালিন বহু দিন ধরাশায়ী মেনশেভিকদের বুটে পিষে মেরেছিলেন। মার্চ '৩১-এ "নিখিল সঙ্ঘীয় মেনশেভিক সংস্থা," গ্রম্যান, সুহানভ্[২২] এবং ইয়াকবোভিচ্-এর প্রকাশ্য বিচার হয়। এছাড়া, কয়েকটি ছোটখাট, বিক্ষিপ্ত, অঘোষিত গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এমন সময় স্ট্যালিন "পুনর্বিবেচনা" করলেন।

শ্বেতসাগর উপকূলের বাসিন্দারা ভাটার পূর্ব মুহূর্ত সম্বন্ধে বলে, জলের পুনর্বিবেচনা। স্ট্যালিনের কালো মনের সাথে শ্বেতসাগরের তুলনা অবশ্যই অচল। তাছাড়া, স্ট্যালিন বোধ হয় কখনো কিছু পুনর্বিবেচনা করেননি, ভাটাও কখনো আসেনি। তবু '৩১-এ আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। প্রমপার্টি বিচারের

পর ঐ বছর কৃষিকর্মী দলের বিচারের বিরাট প্রস্তুতি চলছিল। অভিযোগ, সর্ব্বহারার একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ওরা গ্রামীন বুদ্ধিজীবী, কৃষি ও ক্রেতা সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং উন্নত ও উচ্চপর্য্যায়ের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক গুপ্তসমিতি গড়ে তুলেছে (বাস্তবে সত্যি নয়)। প্রম্‌পার্টি বিচারের সময় এমনভাবে কৃষিকর্মী দলের (টি.কে.পি) প্রসঙ্গ টানা হয়েছিল যেন দলটি সুপরিচিত এবং সভ্যরা হাজতে আছে। জিপিইউর জিজ্ঞাসাবাদ যন্ত্র নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছিল,—হাজার হাজার বিবাদী টিকেপির সদস্যপদ এবং তার অপরাধ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করল। জিপিইউ মোট দুই লক্ষ সভ্য গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দলের নেতৃস্থানীয় কৃষি অর্থনীতিবিদ আলেকজাণ্ডার চায়ানভ্‌, 'ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' এন. কন্দ্রাতিয়েভ্‌, এল. ইউরোভ্‌স্কি, মাকারভ্‌ এবং তিমিরিয়াজেভ্‌ আকাদেমির অধ্যাপক এ্যালেক্সি দয়ারেঙ্কোর[৩৩] (ভাবী কৃষিমন্ত্রী) নাম উল্লেখ করা হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ এক সুন্দর রাতে স্ট্যালিন পুনর্বিবেচনা করলেন। কেন? হয়ত কখনই তা জানা যাবে না। নিজের আত্মাকে বাঁচাতে? মনে হয়, তার অত তাড়া ছিল না। তবে কি তাঁর বিবেক জেগে উঠেছিল,—ব্যাপারটি এতই জঘন্য, একঘেয়ে এবং বিস্বাদ? কিন্তু স্ট্যালিনকে কেউ কখনো বিবেক পোষণের দায়ে অভিযুক্ত করতে সাহস পাবে না। সব চেয়ে সম্ভাব্য কারণ হল, স্ট্যালিন সহজ হিসাবে বুঝলেন মাত্র দুই লক্ষ মানুষ নয়, সারা গ্রামাঞ্চল শীগ্‌গির দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাবে। সুতরাং ঝঞ্ঝাটের কী প্রয়োজন? অতএব তখনই টিকেপি বিচার বন্ধ হল। যারা ইতিমধ্যে অপরাধ স্বীকার করেছিল, তারা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে অনুমতি পেল (তাদের আনন্দ কল্পনা করুন)। বিপুল সংখ্যক ধৃত ব্যক্তির মধ্যে কেবল কন্দ্রাতিয়েভ্‌ এবং চায়ানভের দল গঠনের বিচার হল[৩৪] ('৪১-এ নিপীড়িত ভ্যাভিলভের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, টিকেপি তখনো বর্তমান এবং তিনি তার সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন)।

অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ এবং সালের পর সাল গ্রথিত করেও সব ঘটনা পারম্পর্য্যানুসারে বর্ণনা করার উপায় নেই (জিপিইউ এত সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছিল! ওরা কোন কিছুই উপেক্ষা করে না)। তবু স্মরণ রাখা প্রয়োজন:

● ধর্মবিশ্বাসীদের গ্রেফতারে কখনো ছেদ পড়েনি। এছাড়া ছিল কয়েকটি বিশেষ তারিখ এবং সর্বাধিক গ্রেফতারের কাল। 'ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাত', অর্থাৎ '২৯ সালের বড়দিনের আগের রাতে ধার্মিক বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশকে গ্রেফতার করে আটকে রাখা হল,—শুধু পরদিন সকাল অবধি নিশ্চয় নয়। আর যাই হোক, এ ঘটনাকে রূপকথার কাহিনী অভিহিত করা চলে না। ফেব্রুয়ারী '৩২-এ লেনিনগ্রাদের অনেকগুলি গির্জা একসাথে বন্ধ করে,পাদ্রীদের ব্যাপক গ্রেফতার করা হল। এর বাইরে বহু তারিখ এবং স্থানের ঘটনার উল্লেখ করা চলত, কিন্তু সেগুলির বিবরণ পাইনি।

● গোঁড়া সম্প্রদায়-বহির্ভূত খ্রীষ্টানদের (সাম্যবাদে সহানুভূতিশীল হলেও) উৎপীড়নও থেমে থাকেনি। '২৯ সালে সোচি এবং খোস্টার ভিতর অবস্থিত কমিউন-গুলির শেষ সভ্যটি পর্য্যন্ত গ্রেফতার হয়েছিলেন। সাম্যবাদের ভিত্তিতে উৎপাদন থেকে বিতরণ পর্য্যন্ত সবকিছু এই কমিউনগুলি এত উপযুক্তভাবে এবং সততার সাথে চালনা করত যে, দেশের বাকি অংশ একশো বছরে তা পারবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এঁরা ছিলেন সুশিক্ষিত, ধর্ম্মীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত। এঁরা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। এঁদের দর্শনে ব্যাপটিস্ট মত, টলস্টয়বাদ এবং যোগের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সুতরাং এ ধরনের কমিউন অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং জনগণের কল্যাণ সাধনে অপারগ।

● দ্বিতীয় দশকে টলস্টয়পন্থীদের এক বড় দল আল্তাই পর্ব্বতমালার পাদদেশে নির্ব্বাসিত হয়ে ব্যাপটিস্টদের সাথে একযোগে বসবাস করতে থাকেন। কুজ্‌নেতস্ক্‌ শিল্প উদ্যোগ সুরুর সময় এঁরা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করেন। অতঃপর তাঁদের গ্রেফতার আরম্ভ হল। প্রথমে শিক্ষকরা গ্রেফতার হলেন,—তাঁরা সরকারী কার্য্যক্রম অনুযায়ী পড়াচ্ছিলেন না। তাঁদের গাড়িতে করে নিয়ে গেল, বাচ্চারা গাড়ির পিছন পিছন চিৎকার করতে করতে দৌড়াল। শেষে নেতারাও গ্রেফতার হলেন।

● সমাজবাদীদের সঙ্গে তাস খেলা অবশ্য কখনই থামেনি।

● প্লাতনভ্‌, তারলে, লিউবাভস্কি, গোতিয়ে, লিখাচেভ্‌ ইজমাইলভ্‌ ইত্যাদি ঐতিহাসিক যাঁদের তখনো বিদেশে পাঠানো হয়নি এবং প্রখ্যাত সাহিত্যপণ্ডিত এম. বাখ্‌তিনকে '২৯ সালে গ্রেফতার করা হয়।

● দেশের এক থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির স্রোত অবিরত দ্বীপপুঞ্জ ভরে দিয়েছে। '২৮-এর বিদ্রোহের পর ইয়াকুটরা গ্রেফতার হল। '২৯-এর বিদ্রোহের পর বুরিয়াৎ—মঙ্গোলরা কারারুদ্ধ হল,—ওরা বলে ৩৫,০০০ জনকে গুলি করে মারা হয়েছে; অঙ্কটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বুদেনির অশ্বারোহী সেনাদল '৩০ এবং '৩১-এর কাজাক্‌ বিদ্রোহ দমন করার পর কাজাক্‌দের কারারুদ্ধ করা হয়। '৩০-এর গোড়ায় ইউক্রেন মুক্তি সঙ্ঘের (অধ্যাপক ইয়েফ্রেমভ্‌, চেহভ্‌স্কি, নিকভ্‌স্কি ইত্যাদি) বিচার অনুষ্ঠিত হল। আমাদের দেশে প্রকাশিতর সাথে গোপনের আনুপাতিক ব্যবধান জানা থাকার দরুন, আরো কতজনকে গোপনে গ্রেফতার করা হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এর পর ধীর, নিশ্চিত পদক্ষেপে শাসক দলের সভ্যদের হাজতবাসের সময় এগিয়ে এল! প্রথমে, '২৯ থেকে '৩০ পর্য্যন্ত দেখা দিল 'শ্রমিকশ্রেণীর আপত্তি',—ভাষান্তরে ট্রটস্কিপন্থীরা, যারা ট্রটস্কির মত অসফল নেতা নির্ব্বাচিত করেছিল তাদের গ্রেফতার। প্রারম্ভে এদের সংখ্যা ছিল শ'খানেক, কিন্তু অচিরেই তা কয়েক হাজারে দাঁড়াল: প্রথম পদক্ষেপটি সাধারণতঃ কঠিনতম হয়। ওরা যেমন অন্য দলের সভ্যের গ্রেফতার

বিনা আপত্তিতে লক্ষ্য করেছে, অন্য দলগুলিও ট্রটস্কিপন্থীদের গ্রেফতার বিনা প্রতিবাদে লক্ষ্য করল। কিন্তু সবার পালাই একবার আসবে। অবর্তমান 'দক্ষিণপন্থী' বিরোধীদের পালা আসবে তারপর। শেষে সর্বগ্রাসী ক্ষুধাগ্রস্ত জন্তুর মত নিজের লেজ থেকে খাওয়া সুরু করে গোটা দেহ খেয়ে বসবে।

'২৮ থেকে বুর্জোয়ার পদাঙ্ক অনুসরণকারী, নব অর্থনৈতিক নীতির অন্তর্গত মানুষদের জবাবদিহির পালা সুরু হল। এ বিষয়ে প্রচলিত রীতি ছিল নিয়ত বর্দ্ধমান এবং অবশেষে দুঃসহ করভার চাপানো। কখনো তা বহনক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করত। তখনই কর না চুকানোর অপরাধে দেউলিয়া হিসাবে গ্রেফতার এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। নাপিত, দর্জ্জি, স্টোভ্ মেরামতকারী ইত্যাদি ছোট পেশাধারীদের পেশাগত লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হত।

নব অর্থনৈতিক নীতির অন্তর্গত মানুষের প্লাবন প্রস্তুত করার পিছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তখনো কোলিমার দিন আসেনি। রাষ্ট্রের সোনা এবং সম্পত্তি প্রয়োজন। যারা সোনা খুঁজেছিল তারা নয়, যাদের থেকে সোনা খুলে নেওয়া হয়েছে, সেই হতভাগ্যরাই ধরা পড়েছিল '২৯-এর কুখ্যাত স্বর্ণ-জ্বরে। নতুন স্বর্ণ প্লাবনের বৈশিষ্ট্য, জিপিইউ দুর্ভাগাদের কোন অপরাধে অভিযুক্ত করেনি, তাদের গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে না পাঠাতেও রাজি ছিল। ওরা চেয়েছিল কেবল জোর করে সোনা কেড়ে নিতে। সুতরাং জেলগুলি ঠাসা এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হলেও, বন্দী চালান শিবির ও পরিবহন এবং নির্ব্বাসন শিবিরগুলিতে সে তুলনায় অল্প সংখ্যক বন্দী পাঠানো হত।

স্বর্ণ প্লাবনে কাদের ধরা হল ? গত পনের বছরের কোন না কোন সময় যাদের নিজ বা খুচরা ব্যবসা ছিল, অথবা যারা কোন পেশায় মজুরী অর্জ্জন করেছে,—সুতরাং জিপিইউর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনা মজুত করে থাকতে পারে,— এই ধরনের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল তাদের অনেকেই স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিতে লগ্নী করেছে, বিপ্লবের সময় ওদের থেকে আগেই সোনা কেড়ে নেওয়া হয়েছে অথবা ওরা নিজেরা গালিয়ে ফেলেছে। আর সোনা অবশিষ্ট নেই। কর্তৃপক্ষ দন্ত মেরামতকারী, ঘড়ির কারিগর এবং স্বর্ণকারদের থেকে সোনা উদ্ধারের বড় আশা করেছিলেন। অভিযোগের ফলে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে সোনা উদ্ধার করা হয়েছিল ; এক বয়স্ক লোককর্মী জার আমলের বাটটি সোনার পাঁচ-রুবল লুকিয়ে রেখেছিল। সাইবেরিয়ার প্রখ্যাত পার্টি-কর্মী মরাভিয়েভ্ ওডেসায় এসেছিলেন একটি ছোট্ট থলি ভর্ত্তি সোনা নিয়ে। পিটার্সবুর্গের তাতার ঘোড়ারগাড়ি-চালকরাও সোনা লুকিয়ে রেখেছিল। এ অভিযোগগুলির সত্যতা একমাত্র জেলখানার ভিতরে যাচাই করা সম্ভব। সর্ব্বহারা উৎস বা বিপ্লবসেবা, কোনকিছুই স্বর্ণ-অভিযোগে আত্মপক্ষ

সমর্থনে সহায়ক হয়নি। ব্যক্তি নির্বিশেষে গ্রেফতার করে অচিন্তিতপূর্ব সংখ্যায় ডিপিইউর জেলে পাঠানো হত। কারণ, তাতে সুফল হবে। আরো তাড়াতাড়ি সোনা বেরিয়ে আসবে! শেষে গোলমাল এত বাড়ল যে নারী ও পুরুষ একই কুঠরীতে বন্দী থাকত এবং একে অপরের সামনে একই পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হত। ওসব শালীনতার কে ধার ধারে? সোনা বের কর, গোখরো সাপের বাচ্চা! জিজ্ঞাসাবাদকারীরা অভিযোগের বিবরণ প্রস্তুত করত না, কেউ তা চাইতও না। কোন দণ্ড দেওয়া হবে, সে বিষয়েও ঔৎসুক্য ছিল না। একটি মাত্র জিনিষের গুরুত্ব ছিল, 'সোনা বের করে দে, গোখরো সাপের বাচ্চা! সরকারের সোনা দরকার, তোদের দরকার নেই।' জিজ্ঞাসাবাদকারীদের দৈহিক শক্তি এবং ধমকের (নিপীড়ন করার মত) জোর ফুরিয়ে গিয়েছিল। ওদের এক সার্বজনিক প্রক্রিয়া ছিল, বন্দীদের লবণাক্ত খাদ্য খেতে দিয়ে, জল না খেতে দেওয়া। সোনা বার করো জল পাবে! এক খণ্ড সোনার পরিবর্তে এক কাপ পানীয় জল!

প্রাণহীন ধাতুর জন্য মানুষ প্রাণ দিল।

আগের এবং পরেরগুলির থেকে আলোচ্য ঢেউটির এই তফাৎ যে অর্দ্ধেকের কম ধৃত ব্যক্তির ভাগ্য নিজের হাতে থাকলেও, অল্প কয়েকজনই তা কাজে লাগাতে পেরেছে। সোনা না থাকলে, আশা ত্যাগ করতে হত; প্রহার, নিপীড়ন, পুড়িয়ে দেওয়া, মৃত্যুর সীমায় পৌঁছান বা ধৃত ব্যক্তির কাহিনীতে ওদের বিশ্বাস জন্মান পর্য্যন্ত মানুষকে সিদ্ধ করা হত। সোনা থাকলে, অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা অনুযায়ী বন্দী আপন ভাগ্য নির্দ্ধারণ করতে পারত। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে অবস্থাটি সহজ ত' নয়ই বরং আরো জটিল; কারণ যে-কোন ভুলের জন্য সারা জীবন পরিতাপ করতে হত। অবশ্য যারা ওদের রীতিনীতি বুঝে ফেলত, সহজে সোনা দিয়ে দিত, উৎপাত সইবার দরকার কী? অপর পক্ষে অতি তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া ভুল। ওরা বিশ্বাস করত না, বন্দী সব সোনা দিয়ে দিয়েছে; ফলে, তারপরও আটকে রাখত। অত্যন্ত দেরী করে দিলেও মুস্কিল; পরিণামে বন্দীর মৃত্যু অথবা (ওদের ছ্যাচড়ামির জন্য) কারাদণ্ড হত। এক তাতার ঘোড়ারগাড়িওলা সব অত্যাচার সহ্য করল। ওর কাছে সোনা ছিল না। ওর স্ত্রীকে বন্দী করে অত্যাচার করা হল; তবু তাতার কথা পাল্টাল না। ওরা তখন তার মেয়েকে গ্রেফতার করল। তাতার আর সইতে পারল না। ১০০,০০০ রুবল বের করে দিল। পরিবার মুক্তি পেলেও, তাতারের কয়েদ হল। সারা দেশ জুড়ে অযত্নতম লুঠেরা এবং গোয়েন্দা কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণ হয়েছিল।

তৃতীয় দশকের গোড়ায় আভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট চালু হওয়ার ফলে কারাশিবিরগুলি বহু সংখ্যক কয়েদীর যোগান পেল। সম্রাট প্রথম পিটার যেমন সামাজিক স্তরের

সহজ বিন্যাসের দ্বারা প্রাচীন রুশ শ্রেণীবিভাগের অভিসন্ধি পরিষ্কার করেছিলেন, সমাজবাদী পাসপোর্ট তেমনি তাঁজে তাঁজে লুকিয়ে থাকা কীটগুলিকে খুঁজে বার করল। এর লক্ষ্য হল দেশের চতুর, গৃহহীন মানুষ, যারা কোন বন্ধনে আবদ্ধ নয়। প্রথম প্রথম অনেকে পাসপোর্টের বিষয়ে অনেক ভুল করেছে। যারা নিজেদের বাসস্থানে নাম নথিভুক্ত করেনি অথবা যাদের নাম এই মর্মে নথিভুক্ত হয়েছে যে তারা প্রাক্তন বাসস্থান ত্যাগ করেছে, তাদের এক বছরের জন্য হলেও গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে যেতে হয়েছে।

এইভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ ফেনা তুলে গড়িয়ে গেছে। কিন্তু '২৯-'৩০-এর কোটি কোটি সম্পত্তিচ্যুত কৃষকের (কুলাক) অতিকায় ঢেউ আর সবগুলির উপর ফুঁসে উঠেছে। সেই কল্পনাতীত বিশাল গ্রেফতারের ঢেউ অত্যুন্নত সোভিয়েত জিজ্ঞাসাবাদ কয়েদখানার জালে আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, ওগুলি আগেই স্বর্ণ-ঢেউ-এর কয়েদীতে ঠাসা ছিল। কয়েদখানার পরিবর্তে ওদের সরাসরি বন্দী-চালান শিবির, সেখান থেকে নির্বাসন পরিবহন মাধ্যমে গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জে পাঠান হল। কেবল আয়তনের হিসাবে এই অপৌন:পুনিক ঢেউ (মহাসাগর বললে ভাল হয়) যে-কোন বিরাট রাষ্ট্রের দণ্ডপ্রণালীর সীমা অতিক্রম করত। ইতিহাসে এর তুলনীয় নজীর নেই। একে একটি জাতির জবরদস্তি অন্যত্র পুনর্ব্বাসন বা সর্ব্বনাশ বলা চলে। কিন্তু গুলাগ—জিপিইউ এত চাতুর্য্যের সাথে কার্য্য সমাপন করেছিল যে, শহরগুলি এ সম্পর্কে একটুও টের পেত না, যদি না তিন বছর পর এক অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ দেখা দিত,—খরা বা যুদ্ধ ব্যতিরেকে দুর্ভিক্ষ।

এই ঢেউটির সাথে আগেরগুলির পার্থক্য হল, এ ক্ষেত্রে ওরা পরিবারের কর্তাকে আগে ধরে বাদবাকি সম্পর্কে পরে চিন্তা করার রীতি ত্যাগ করেছিল। বরং শুরু থেকে বাড়ির পর বাড়ি এবং গোটা পরিবার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অত্যধিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল যাতে এমন কি ছয় বছরের শিশুও পালাতে না পারে। শেষ ব্যক্তিটিকেও একই ধ্বংসের পথে এগোতে হয়েছিল। (অন্ততঃ আধুনিক ইতিহাসে এ ধরনের পরীক্ষা ঐ প্রথম। পরবর্ত্তী কালে হিটলার ইহুদিদের উপর এর পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং স্ট্যালিন করেছেন অনমুগত বা সন্দেহভাজন জাতিগুলির উপর)।

যাদের নামানুসারে নামকরণ, এই ঢেউয়ে সেই কুলাকদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কৃপণ, অসাধু, সুদখোর, দালাল এবং পরের শ্রমে বিত্তবান গ্রাম্য ব্যবসাদাররা কুলাক নামে পরিচিত ছিল। বিপ্লবপূর্ব্ব রাশিয়াতেও প্রতি অঞ্চলে কুলাকের সংখ্যা আঙুলের কড়ে গোণা যেত। বিপ্লব ত' তাদের ব্যবসার ভিত্তিই নির্ম্মূল করে দিয়েছিল। ক্রমে '১৭-র পরে অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটানোর দরুন (সরকারী এবং প্রচার সম্পর্কিত কাগজপত্রে, যার থেকে পরিবর্ত্তিত অর্থ সাধারণ ব্যবহারে গৃহীত হল) যারা কোন

রকম মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করত,—এমন কি পরিবারে কাজকর্মের লোকের সাময়িক অভাব পূরণের জন্য,—তারা কুলাক নামে পরিচিত হতে লাগল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন বিপ্লবোত্তরকালে দরিদ্র সমিতি এবং গ্রাম-সোভিয়েতগুলি ভূমিহীন শ্রমিকের স্বার্থের প্রতি নজর রাখত এবং উপযুক্ত মজুরীর কম দেওয়া অসম্ভব ছিল। কেউ ভূমিহীন শ্রমিককে ঠকিয়ে দেখুক ত! আজও সোভিয়েত রাশিয়াতে ন্যায্য মজুরীতে শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি আছে।

বিকৃত অর্থে নিন্দিত কুলাক শব্দের প্রয়োগ অবিরাম চলেছিল। '৩০ নাগাদ সব দক্ষ কৃষককে,—ব্যবস্থাপনা বা কাজে সুদক্ষ, এমন কি দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন,—কুলাক বলা হত। বস্তুতঃ কৃষক শ্রেণীর বল চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করা হত। মনে রাখা প্রয়োজন, গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের পর তখন মাত্র বার বছর কেটেছে। এ সেই সিদ্ধান্ত যার ব্যতিরেকে কৃষকশ্রেণী বলশেভিকদের সমর্থন করতে অস্বীকার করত এবং অক্টোবর বিপ্লব অসফল হত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবারে মানুষের সংখ্যা হিসাবে সমানভাবে জমি বণ্টন করা হত। লাল সেনাতে নয় বছর কাজ করার পর মানুষগুলি তখন নিজের জন্য কেড়ে রাখা জমিতে ফিরেছিল। হঠাৎ দেখল, গরীব কৃষক এবং কুলাক সৃষ্টি হয়েছে। কি করে হল? কোথাও তফাৎ ঘটাল প্রারম্ভিক মজুদ এবং যন্ত্রপাতি, কোথাও কপালগুণে পারিবারিক সদস্যের গড় বয়সের ভেদ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কি কঠোর শ্রম এবং ধৈর্য্যের ফলে এ তফাৎ ঘটেনি? যে কৃষকের উৎপন্ন শস্য '২৮-এ রাশিয়াকে খাদ্য যুগিয়েছে, বাইরে থেকে পাঠানো শহরে মানুষ এবং স্থানীয় অপদার্থের দল তাদেরই রাতারাতি উৎখাত করতে লেগে গেল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা মানবিকতার সব ধারণাকে তুচ্ছ করে হিংস্র পশুর মত ওরা সেরা কৃষক এবং তাদের পরিবারবর্গকে ধরে সবকিছু কেড়ে নিয়ে, উলঙ্গ করে উত্তরের ঊষর তুন্দ্রা এবং তাইগাতে ঠেলে পাঠাল।

ঐ ধরনের ব্যাপক উৎখাতের ফলস্বরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। যৌথ খামারে যোগদানে অনিচ্ছুক বা যৌথ খামার জীবনে,—যা তারা স্বচক্ষে দেখেনি বা সে সম্পর্কে কিছু জানত না এবং সন্দেহ করত, সে সন্দেহ অমূলক নয়, তা প্রকৃতপক্ষে লুচ্চাদের নেতৃত্বাধীন জবরদস্তি শ্রম এবং দুর্ভিক্ষের জীবন,—অনীহাগ্রস্ত কৃষকদের গ্রাম থেকে তাড়ানো প্রয়োজন হল। এর পর প্রয়োজন হল সেই সব কৃষকদের তাড়ানো যারা দুঃসাহস, দৈহিক শক্তি, দৃঢ় মত, স্পষ্টবাদিতা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য জনপ্রিয় ছিল এবং স্বাধীনচেতা হওয়ার দরুন যৌথ খামার নেতৃত্বের চোখে বিপজ্জনক গণ্য হত।[৫৫] এদের অনেককেই সমৃদ্ধ বলা চলত না। এছাড়া প্রত্যেক গ্রামে কিছু লোক ছিল যারা কোন না কোন কারণে ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় কর্মীদের প্রতিবন্ধকতা করেছিল। সুতরাং সব হিংসা, দ্বেষ এবং অপমানের হিসাব নিকাশের প্রকৃষ্ট সময় এল।

নতুন বলির একটি নতুন শ্রেণীগত নাম দরকার, আর তা জুটেও গেল। সামাজিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও, পদ্‌কুলাচ্‌নিক বা কুলাক-সহায়ক নামটি চমৎকার। ভাষান্তরে শত্রু-সহায়ক এবং তাতেই সব শেষ! দরিদ্রতম ভূমিহীন কৃষকও সহজে পদ্‌কুলাচ্‌নিক বনতে পারত।[২৬]

তেজ, সরস রসিকতা, শ্রমপ্রিয়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বিবেক,—গ্রামাঞ্চলের এই সেরা গুণগুলির উপর শব্দদুটি প্রভাব বিস্তার করল। ওদের মূলোৎপাটনের পরই যৌথকরণ সম্পন্ন হল।

কিন্তু যৌথ গ্রামাঞ্চল থেকে নতুন প্লাবনের উৎপত্তি হল। প্রথমটি, কৃষি-বিনাশকারীদের। সর্ব্বত্র বিনাশকারী কৃষি-বিজ্ঞানী আবিষ্কৃত হতে লাগলেন। এঁরা সারা জীবন এবং সে বছরের আগে পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করলেও, তখন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে আগাছা বুনতেন (মস্কো বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশে, যার মুখোস ততক্ষণে সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছিল। অবশ্য, টিকেপি বা কৃষিকর্মীদলের ২০০,০০০ সভ্যকে তখনো গ্রেফতার করা হয়নি!) কিছু কৃষি-বিজ্ঞানী লাইসেঙ্কোর গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ কাজে লাগাতে অসমর্থ হয়েছিলেন। অতএব, '৩১-এর এক ঢেউ তথাকথিত 'আলু-রাজ' লর্খ্‌কে কাজাকৃস্তানে নির্ব্বাসিত করল। কিছু বিজ্ঞানী আবার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লাইসেঙ্কোর নির্দ্দেশ মেনে তার অবাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। (৩৪-এ পেস্কভের কৃষি-বিজ্ঞানীরা যথাযথভাবে লাইসেঙ্কোর নির্দ্দেশমত তুষারে তিসি বুনেছিলেন। বীজগুলি ফুলে, ছত্রাক ধরল এবং মরে গেল। বড় বড় ক্ষেত এক বছর ফাঁকা পড়ে রইল। তুষারকে কুলাক বলে গাল দেওয়া বা নিজের মূর্খামি স্বীকার করাও লাইসেঙ্কোর পক্ষে অসম্ভব। তিনি বিজ্ঞানীদের কুলাক বললেন এবং তাঁর কারিগরি প্রক্রিয়া বিকৃতির অভিযোগ করলেন। বিজ্ঞানীরা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হলেন) এসব ছাড়া, প্রত্যেক মেশিন এবং ট্র্যাক্টর কেন্দ্রে মেরামতের কাজে নাশকতা আবিষ্কৃত হতে লাগল। এইভাবে যৌথ খামারের প্রথম বছরগুলির ব্যর্থতার সাফাই গাওয়া হয়েছিল।

এর উপর ছিল ফসল ক্ষতির ঢেউ, অর্থাৎ গত বসন্তে 'ফসল নির্দ্ধারণ আয়োগ' কর্তৃক প্রকাশিত আগামী ফসলের খেয়াল খুসি হিসাবের সাথে বাস্তব ঘাটতির দরুন গ্রেফতার।

তার সাথে এল সরকারের হাতে শস্য তুলে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পাদনে অপারগতার দরুন গ্রেফতারের ঢেউ। কমিউনিস্ট পার্টি জিলা সমিতি দায়িত্ব পালন করেনি। অতএব, জেলে চলো!

শস্যের শীষ কাটার ঢেউও দেখা দিয়েছিল। এ এক নতুন ধরনের শস্য চয়ন। রাতে শস্যের শীষ কেটে নেওয়া হত। হাজার হাজার কৃষক, তাদের মধ্যে বহু নাবালকও

ছিল, এই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। কৃষকরা রাতে শিশুদের শস্য চুরি করতে পাঠাত কারণ যৌথ খামার থেকে দিনের শ্রমের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা ছিল না। দাসত্বের যুগেও কৃষকরা এই চরম দুর্দ্দশা ভোগ করেনি। ঐ কটু এবং অলাভজনক কাজের জন্য এবং সমাজবাদী সম্পত্তির মারাত্মক চুরির অপরাধে আদালতগুলি ওদের ৭।৮।৩২-এর কুখ্যাত আইন (কয়েদীদের ভাষায় 'আটের সাত') বলে দশ বছর কারাদণ্ড, অর্থাৎ পুরো শাস্তি দিত।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নির্ম্মাণ প্রকল্প, পরিবহন, শিল্প এবং বাণিজ্য সংস্থা থেকে 'আটের সাত' একটি বৃহৎ ঢেউ এনেছিল। এনকেভিডি বড় চুরির ঘটনাগুলির ভার পেল। এই ঢেউটি আরো এই জন্য মনে রাখা প্রয়োজন যে '৪৭ পর্য্যন্ত এই ঢেউ বারংবার এসেছে, বিশেসতঃ যুদ্ধের বছরগুলিতে। '৪৭ সালে মূল আইনটি সম্প্রসারিত করে অধিকতর কঠোর করা হয়।

এইবার আমরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি কারণ, গণগ্রেফতারের ঢেউগুলি শেষ হয়ে আসছে! ১৭।৫।৩৩-এ কমঃ মলোটভ বললেন, "আমরা বিশ্বাস করি জনগণের দমন আমাদের লক্ষ্য নয়।" যাক, অবশেষে! আর ভয়ে ভয়ে রাত কাটাতে হবে না! আরে, কুত্তাটা বাইরে চিল্লাচ্ছে কেন? ধরে আনত, ধরে আন কুত্তাটাকে!

আমরা যতদূর পৌঁছেছি ততক্ষণে লেনিনগ্রাদ থেকে কিরভের ঢেউ সুরু হয়ে গেছে। স্বীকার করা হয়েছে, এই ঢেউ চলাকালীন অস্থিরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শহরাঞ্চলের প্রত্যেক আঞ্চলিক কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতিতে বিশেষ এনকেভিডি কর্ম্মী নিয়োগ এবং 'ত্বরান্বিত' বিচার পদ্ধতি চালু করতে হয়েছিল (অবশ্য আগেও ধীরগতির বদনাম ছিল না)। আপীলের অধিকার রইল না (আগেও ছিল না)। বিশ্বাস, '৩৪-'৩৫-এ লেনিনগ্রাদের জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ পরিষ্কার করা হয়েছিল। যাঁদের কাছে সঠিক পরিসংখ্যান আছে, তাঁদের আমার অনুমান ভুল প্রমাণিত করতে অনুরোধ করব। (এ কথা নিশ্চিত, এই ঢেউ কেবল লেনিনগ্রাদে আবদ্ধ থাকেনি। দেশের বাকি অংশেও এর নিয়মিত, ত্রাসজনক প্রভাব পড়েছিল। যেসব অসামরিক কর্ম্মীর পিতা পুরোহিত ছিলেন, যাঁদের আত্মীয় বিদেশে বসবাস করতেন এবং প্রাক্তন অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন)

উপরে বর্ণিত বড় বড় ঢেউয়ের ফাঁকে অনেক মাঝারি ঢেউ হারিয়ে গেছে। ওরাও থেকে থেকে বয়ে গেছে, যদিও অল্প লোকই তাদের কথা জানত।

● শুটস্‌বুণ্ডলাররা ভিয়েনাতে শ্রেণীযুদ্ধে হেরে দুনিয়ার সর্ব্বহারার স্বর্গরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন।

● এস্পেরাঁতিস্ত,—একটি ক্ষতিকর দল। হিটলারের সঙ্গে একই বছর স্ট্যালিন এদের সাবাড় করার কাজে নেমেছিলেন।

● তখনো খতম না হওয়া স্বাধীন দার্শনিক সঙ্ঘের পুচ্ছ। এই সঙ্ঘটি বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল।

● উন্নত-গবেষণাগার-দলের শিক্ষা-পদ্ধতির সাথে ভিন্নমত শিক্ষকবর্গ। (যথা, রস্টভের জিপিইউ শ্রীমতী নাতালিয়া বুগাইয়েঙ্কোকে '৩৩-এ বন্দী করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের তৃতীয় মাসে হঠাৎ সরকারী আজ্ঞায় বলা হল, ঐ শিক্ষাপদ্ধতি ভুল। নাতালিয়া মুক্তি লাভ করলেন)।

● রাজনৈতিক রেডক্রসের কর্ম্মীরা। শ্রীমতী ইয়েকাতেরিনা পেশ্‌কোভার চেষ্টায় এঁরা তখনো অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

● উত্তর ককেশাসের কয়েকটি পার্ব্বত্য জাতি '৩৫-এর বিদ্রোহের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। এঁদের সাথে অ-রুশ জাতিগুলির ঢেউ এক থেকে অপর জায়গায় গড়াতে থাকল। (ভল্গা খাল নির্ম্মাণস্থানে তাতার, তুর্কি, উজবেক্ এবং কাজাক্ জাতীয় ভাষায় খবরকাগজ প্রকাশিত হত। অবশ্যই সে কাগজ পড়বার লোক ছিল)!

● ইতিমধ্যে কোথাও সপ্তাহে পাঁচ, কোথাও ছ'দিন কাজের রীতি প্রচলিত হয়েছিল। বহু ধর্ম্মবিশ্বাসী মানুষ রবিবার কাজ করতে অনিচ্ছার জন্য গ্রেফতার হলেন। জমির ব্যক্তিগত মালিকানার যুগে ধর্ম্মীয় উৎসবের দিন কৃষকদের কাজ না করার রীতি ছিল। নতুন আমলে ঐ রীতি পালন কৃষকদের নাশকতামূলক কাজ গণ্য হল। ফলে নির্ব্বাসন।

● এনকেভিডির চর হতে নারাজ হওয়ার দরুন গ্রেফতারের ঢেউ সব সময়ই লেগে ছিল। পুরোহিতরা খ্রীষ্টান রীতি অনুযায়ী পাপ স্বীকৃতির গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাইতেন না। অপরপক্ষে স্বীকৃতিগুলির উপযোগতা অর্গান অতি দ্রুত আবিষ্কার করেছিল। ওদের কাছে ধর্ম্মের প্রয়োজন ঐটুকু।

● গোঁড়া সম্প্রদায় বহির্ভূত খ্রীষ্টধর্ম্মবিশ্বাসীদের গ্রেফতার প্রতিদিন ব্যাপকতর হয়েছে।

● সমাজবাদীদের সঙ্গে বিরাট তাস খেলা কখনই থেমে থাকেনি।

● সব শেষে, দশ ধারা বা কে. আর. এ (প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন) অথবা এ. এস. এ (সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলন)। দশ ধারার ঢেউ প্রকৃতই নিরন্তর বয়ে গেছে। এই বিরামহীন ঢেউ '৪৯-এর বিশালকায় ঢেউয়ের সংস্পর্শে এসে (যথা '৩৭, '৪৫ এবং '৪৯) মাঝে মাঝে ফুলে উঠেছে।[২৭]

□

ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়, সর্ব্বভেদী এবং সদাজাগ্রত অর্গানের বহু বছরের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি ছিল '২৬-এর অপরাধ বিধির অসাধারণ খণ্ডের একশ চল্লিশটির মধ্যে একটিমাত্র অনুচ্ছেদের উপর। টুর্গেনিভ এক সময় রুশ ভাষা বা নেক্রাসভ রুশভূমির প্রশস্তি গাইতে যে কটি প্রয়োগ করেছেন, এই অনুচ্ছেদটির স্বপক্ষে তার চেয়ে বেশী বিশেষণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মহান, শক্তিশালী, ভরপুর, দূরপ্রসারী এবং ব্যাপক ৫৮ অনুচ্ছেদটি বিভিন্ন ধারার নিখুঁত সংজ্ঞার জালে যত না বিশ্বসংসারকে জড়াবার ক্ষমতা রাখত, তার দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যায় সে ত্রুটি শুধরে নিত।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যাঁর এর সর্ব্বগ্রাসী আলিঙ্গনের অভিজ্ঞতা হয়নি? সত্যি বলতে ধরাতলে এমন কোন চিন্তা, পদক্ষেপ, কাজ বা কর্ত্তব্যে ত্রুটি নেই যার জন্য ৫৮ অনুচ্ছেদের কঠোর হাত শাস্তি দিতে অক্ষম। মূল অনুচ্ছেদটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি অত ব্যাপক না হলেও তাদের বিশেষ ব্যাপক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অপরাধ বিধির যে অংশে রাজনৈতিক অপরাধগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে ৫৮ অনুচ্ছেদ সে অংশে নেই, এবং কোথাও এটিকে 'রাজনৈতিক' শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। বরং 'রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ' খণ্ডে শান্তি ভঙ্গ এবং দলবদ্ধ গুণ্ডাবাজির সাথে অনুচ্ছেদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লক্ষণীয়, দণ্ডবিধির আওতায় রাজনৈতিক অপরাধী বলে কিছু নেই। সবাই সাধারণ অপরাধী। অনুচ্ছেদটি ১৪টি ধারায় বিভক্ত। এক ধারা অনুসারে রাষ্ট্রক্ষমতা দুর্ব্বল করতে পারে এমন কোন কাজ (৬ অনুচ্ছেদ বলে, কাজ না করা) প্রতিবিপ্লবী গণ্য হবে।

প্রশস্ত ব্যাখ্যার ফলে বন্দী শিবিরে অর্দ্ধাশন এবং শ্রমক্লান্ত বন্দী কাজ না করতে চাওয়ার অপরাধ এই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত হল। এতে ত' রাষ্ট্রক্ষমতা দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রাণদণ্ড। যুদ্ধের সময় যারা কাজ করতে চায়নি তাদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

'৩৪-এ 'মাতৃভূমি' কথাটি প্রত্যার্পণের ফলে মাতৃভূমির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা শীর্ষক ১ক, ১খ, ১গ এবং ১ঘ উপধারা সংযোজিত হল। সোভিয়েত সামরিক শক্তি খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকলাপের জন্য (১ক) দশ বছর কারাদণ্ড বা (১খ) প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা থাকলেও কেবল লঘু দণ্ডের উপযুক্ত পরিস্থিতি এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই লঘুতর দণ্ডটি দেওয়া হত।

প্রশস্ত ব্যাখ্যা: শত্রুপক্ষের বন্দীত্ব বরণ (সোভিয়েত সামরিক শক্তির পক্ষে হানিকর) করার অপরাধে রুশ সৈন্যদের দশ বছর কারাদণ্ডের আদেশ বেআইনী গণ্য হওয়ার মত মানবতাপূর্ণ ছিল। স্ট্যালিনী দণ্ডবিধি অনুসারে ওদের দেশে ফেরা মাত্র গুলি করে মারা উচিত ছিল।

প্রশস্ত ব্যাখ্যার আর একটি উদাহরণ : বুতুর্কির '৪৬-এর একটি ঘটনা মনে পড়ে। পোল জাতীয় একটি লোক লেমবার্গে জন্মেছিল ; লেমবার্গ তখন অষ্ট্রিয়-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্তও ঐ শহরে বাস করে। শহরটি তখন পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ও অষ্ট্রিয়ায় বসবাস সুরু করে এবং অষ্ট্রিয় সরকারের অধীনে চাকরি নেয়। '৪৫-এ রুশরা ওকে অষ্ট্রিয়াতে গ্রেফতার করে। ততদিনে লেমবার্গ ইউক্রেন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাম পাল্টিয়ে লভভ্ হয়েছে। ওকে এবার ইউক্রেনীয় অপরাধবিধির ৫৪—১ক অনুচ্ছেদ অনুসারে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল। অপরাধ, মাতৃভূমির (ইউক্রেনের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা! বেচারা জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রমাণ করতে পারল না, ইউক্রেনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য নিয়ে ও অষ্ট্রিয়া যায়নি। ও এইভাবে দেশদ্রোহী বনল।

মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটি অপরাধ বিধির ১৯ অনুচ্ছেদ বা 'উদ্দেশ্য' প্রয়োগ করে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে প্রশস্ত করা হত। অর্থাৎ বাস্তবে বিশ্বাসঘাতকতার অস্তিত্ব না থাকলেও জিজ্ঞাসাবাদকারী বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করত। তাই প্রকৃত অপরাধের সমান সাজা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯ অনুচ্ছেদে অপরাধের 'প্রস্তুতির' জন্য দণ্ড বিধান করা হয়েছে, 'উদ্দেশ্য'র জন্য হয়নি। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যই প্রস্তুতিতে রূপান্তরিত হয় ; এবং "প্রস্তুতি এবং অপরাধ একইভাবে, একই দণ্ড সহ, দণ্ডনীয়" (অপরাধ বিধি)। সাধারণতঃ "আমরা অপরাধ এবং তার উদ্দেশ্যর মধ্যে সীমারেখা টানিনি এবং এইদিক দিয়ে বুর্জোয়ার চেয়ে সোভিয়েত আইন শ্রেষ্ঠ।"[২৮]

দুই ধারায় আছে সশস্ত্র বিদ্রোহ, রাজধানী বা প্রদেশে ক্ষমতা দখল,—বিশেষতঃ বলপ্রয়োগ দ্বারা সংযুক্ত সমাজবাদী রুশ সাধারণতন্ত্রের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য। এই অপরাধগুলির জন্য প্রাণদণ্ডেরও বিধান ছিল (যেমন পরবর্তী সব ধারাতে)।

ধারাটি প্রসারিত করে এমন ব্যাখ্যা করা হত যা প্রকৃতপক্ষে ধারাটিতে লিখিত না থাকলেও বিপ্লবী বিচারবুদ্ধিতে ঠিক খেটে যেত। জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলি স্বীয় ক্ষমতাবলে সংযুক্ত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ত্যাগের প্রত্যেক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এই ধারা প্রয়োগ করা হত। 'বলপ্রয়োগ' প্রসঙ্গে কোথাও-কর্তার সংজ্ঞা দেওয়া ছিল না। ফলে সাধারণতন্ত্রের সব নাগরিক সংযুক্ত রুশসাধারণতন্ত্র ত্যাগ করতে চাইলেও, মস্কোর আপত্তি থাকলে সে ইচ্ছা বলপ্রযুক্ত গণ্য হত। এই ধারাবলে এস্তোনীয়, ল্যাতভীয়, লিথুয়ানীয়, ইউক্রেনীয় এবং তুর্কিস্তানের জাতীয়তাবাদীদের সহজেই দশ থেকে পঁচিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া চলত।

তিন ধারাটি "রুশ সাধারণতন্ত্রের সাথে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের যে-কোন রকম সহায়তার অভিযোগ" সম্বন্ধীয়।

অধিকৃত অঞ্চলের যে-কোন নাগরিককে এই ধারায় অভিযুক্ত করা চলত,—সে হয়ত জার্মান সৈন্যের বুটে পেরেক ঠুকে দিয়েছে অথবা তাকে এক গোছা মুলো বিক্রি করেছে! শত্রু সেনার যোদ্ধা মন চাঙ্গা করার জন্য কেউ নেচে বা রাতে সঙ্গ দান করে থাকলেও অভিযুক্ত করা চলত। অধিকৃত এলাকায় এই ধরনের মানুষের বিপুল সংখ্যার দরুন সবাইকে কয়েদ করা সম্ভব হয়নি; কিন্তু আইনবলে তা করা চলত।

চার ধারাটি আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সহায়তার অপরাধ (কী অদ্ভুত!) সম্পর্কিত।

ভেবে অবাক হতে হয়, কোন ধরনের মানুষ সম্পর্কিত এই ধারাটি? তবু ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং বিপ্লবী বিচারবুদ্ধির সাহায্যে প্রশ্নের জবাব সহজেই মিলবে। যে সব রুশ নাগরিক '২০-এর আগে, অর্থাৎ দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে, দেশত্যাগ করার পঁচিশ বছর পর '৪৪-'৪৫-এ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রুশ সৈন্যের হাতে ধরা পড়লেন, তাঁরা ৫৮-৪ ধারায় অভিযুক্ত হয়ে হয় প্রাণ হারালেন নয় দশ বছর কারাদণ্ড পেলেন। বিদেশে ওঁরা আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার সহায়তা ছাড়া আর কী করছিলেন? (যুবক-যুবতীদের জলসার দৃষ্টান্ত দিয়ে আগেই দেখিয়েছি, রুশ দেশের ভিতরে থেকেও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার সহায়তা করা হত) এছাড়া ওঁরা ত সমাজবাদী বিপ্লবী, মেনশেভিক (এদের কথা চিন্তা করেই ধারাটি সংযোজিত হয়েছিল) এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা আয়োগ ও উচ্চতম অর্থনৈতিক পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা পেতেনই।

পাঁচ ধারাটি অপর রাষ্ট্রকে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচনা দান সম্পর্কিত।

'৪০-'৪১-এ স্ট্যালিন এবং তাঁর কূটনৈতিক ও সামরিক চক্রের উপর ধারাটি প্রয়োগের সুযোগ ফস্কে গেল! অন্ধ উন্মত্ততায় ওঁরা ত' ঐ কাজই করেছিলেন। ওঁরা ছাড়া আর কে জার আমলের ('০৪ এবং '১৫ সাল) তুলনায় কল্পনাতীত শোচনীয়, গ্লানিকর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পরাজয়ে রুশ দেশকে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী? ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর আমাদের অমন পরাজয়ের অভিজ্ঞতা আর হয়নি।

ছয় ধারাটি গুপ্তচর বৃত্তি সম্পর্কিত।

এই ধারাটির এত ব্যাপক ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে, দণ্ডিত ব্যক্তির বিপুল সংখ্যা থেকে যে কেউ সিদ্ধান্ত করবে, স্ট্যালিনের আমলে রুশ নাগরিকরা চাষবাস বা শিল্পের পরিবর্ত্তে অপর রাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে একমাত্র গুপ্তচর্য্যের পয়সাতেই পেট চালাত। গুপ্তচর্য্য কথাটি যেমন সহজে বুঝত অপক অপরাধী এবং বিচারক তেমনি বুঝত সাংবাদিক এবং জনসাধারণ।[২১]

ছয় ধারার ভয়ঙ্কর ব্যাখ্যার জাল এত ব্যাপক ছিল যে, কেবল গুপ্তচর্য্যাই নয়,

গুপ্তচর সন্দেহ, অপ্রমাণিত গুপ্তচর্য্যের অভিযোগ এমন কি গুপ্তচর্য্যের সন্দেহের সাথে সম্পর্কের (!) জন্যও একই সাজা দেওয়া চলত।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, আপনার স্ত্রীর পরিচিতার পরিচিতা কোন মহিলা এমন মহিলা দর্জিকে (যিনি অবশ্যই এনকেভিডির চর ছিলেন) দিয়ে পোষাক তৈরী করালেন, যে-কোন বিদেশী কূটনীতিকের স্ত্রীর পোষাক তৈরী করে।

গুপ্তচর সন্দেহ এবং তার সাথে সম্পর্কিত ৫৮—৬ ধারাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। অভিযুক্ত আসামীদের কঠোর কয়েদ এবং নিরন্তর পর্য্যবেক্ষণে রাখা হত, পাছে গুপ্তচর সংগঠন কয়েদ-শিবিরেও দল ভারী করে ফেলে। একাধিক গাড়ির মিছিলে সশস্ত্র পাহারায় এদের স্থানান্তরিত করা হত। মোটামুটিভাবে বলা চলে দণ্ডবিধির যে অনুচ্ছেদগুলির সাথে রুশ অক্ষর সংযুক্ত (পরে অনেক ঐ ধরনের অনুচ্ছেদ পাওয়া যাবে) থাকত সেগুলি শুধু এক একটি অনুচ্ছেদই ছিল না, বর্ণমালার এক ভয়াবহ সমাবেশ মনে হত। ওরা যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্যমণ্ডিত, ৫৮ অনুচ্ছেদ থেকে পৃথক অতি মারাত্মক ধারাসমূহ। বহু শিবিরে ৫৮ অনুচ্ছেদ অপেক্ষা এই ধারাগুলির আসামীদের কঠোর বিধি নিষেধ সইতে হয়েছে।

সাত ধারাটি শিল্প, পরিবহন, বাণিজ্য এবং মুদ্রা সঞ্চালনে নাশকতা সম্পর্কিত।

তৃতীয় দশকের গণ-ধরপাকড়ে সহজ এবং বোধগম্য 'নাশকতা'র সাথে এই ধারার ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। বস্তুতঃ সপ্তম ধারায় বর্ণিত সবকিছু স্পষ্টতঃ দৈনিক নাশকতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সুতরাং কাউকে দায়ী না করলে চলে কি করে? বহু শতাব্দী ধরে মানুষ শুধু সৎভাবে গড়েছে আর সৃষ্টি করেছে, এবং তার জন্য সম্মান পেয়েছে। এমন কি ক্রীতদাসের মালিক এবং অভিজাতদের জন্যও গড়েছে। রুরিকের আমল থেকে কেউ কখনো ভাঙ্গার কথা শোনেনি। কিন্তু সেই প্রথম যখন জনসাধারণ সব ধনসম্পত্তির মালিকানা পেয়েছে তখনই তাদের হাজার হাজার সুসন্তান কোন দুর্বোধ্য কারণে নাশকতামূলক কাজে এগিয়ে গেল? (সাত ধারায় কৃষি কার্য্যে নাশকতার উল্লেখ ছিল না। কিন্তু যখন ক্ষেত আগাছায় ভরে গেল, ফসল নষ্ট হল আর কৃষি যন্ত্রপাতি প্রায়ই ভাঙ্গতে লাগল এবং তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন দ্বন্দ্বমূলক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে কৃষিকর্ম্মও ঐ ধারার আওতায় আনা হল)।

আট ধারায় ছিল সন্ত্রাস। (উপরতলা থেকে সন্ত্রাস নয়। ধরা হয়েছিল, "সোভিয়েত দণ্ডবিধি তার আইনগত ভিত্তি রচনা করবে"।[৩০] এ সন্ত্রাস নিচের তলার)।

সন্ত্রাসও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। সে জন্য রাজ্যপালের গাড়ির নিচে বোমা রাখা প্রয়োজন ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি বা কমিউনিস্ট যুবদলকর্ম্মী অথবা পুলিশকে একান্ত ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য ঘা কতক লাগালেই তা সন্ত্রাস পরিগণিত হতে পারত।

সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা পার্টিকর্মী হত্যায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হত (খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর হামুরাবির দণ্ডবিধির মত)। স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যার পর যদি জানা যায় নিহত প্রেমিক পার্টিকর্মী নয়, তাহলে কপাল ভাল। ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে হত্যাকারীকে মামুলি অপরাধী গণ্য করা হত। সে 'সমাজ সহযোগী', তার জন্য সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন নেই। অপর পক্ষে প্রেমিকপ্রবর পার্টিকর্মী হলে, গণশত্রু হিসাবে হত্যাকারী ৫৮—৮ ধারায় শাস্তি পেত।

গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা ৮ ধারাকে ১৯ অনুচ্ছেদের অনুরূপ করা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং প্রস্তুতি সমার্থক গণ্য হওয়ার দরুন পানশালায় কোন পার্টিকর্মীকে ধমকই (দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!) নয়, বাজারে কৃষক রমণীর উত্তপ্ত বাদানুবাদও (তোর মরণ হয় না!) ঐ ধারার আওতায় এল। উভয় উক্তিই সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য বিবেচিত হত এবং অনুচ্ছেদটির কঠোরতম প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করত।[৩১]

নয় ধারায় ছিল বিস্ফোরণ বা অগ্নিসংযোগ দ্বারা ধ্বংস (সর্ব্বদা প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যে)। এর সংক্ষিপ্ত নাম ছিল 'প্রতিসরণ' অর্থাৎ নাশকতা।

ধারাটি এই ধারণা থেকে সম্প্রসারিত হয়েছিল যে কেবল জিজ্ঞাসাবাদকারী প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম, কারণ তিনিই সবচেয়ে বেশী আসামীর মনের ভিতর দেখতে পান। কোন মানবিক ভুল ভ্রান্তি বা ত্রুটি, কর্ম্মস্থলে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভুলের মার্জ্জনা চলত না। ওগুলি 'প্রতিসরণে'র অপরাধ গণ্য হত।

কিন্তু ৫৮ অনুচ্ছেদের কোন ধারাই দশ ধারার মত ব্যাপকভাবে এবং অত্যুৎসাহী বিপ্লবী বিবেক প্রয়োগে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এর সংজ্ঞায় ছিল: "সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার উৎখাত, ক্ষতিসাধন বা দুর্ব্বল করার আবেদন সম্বলিত প্রচার বা বিক্ষোভ......এবং অনুরূপ উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট তথ্য প্রস্তুত করা, নিজের কাছে রাখা বা বিতরণ করা।" এই ধারায় শান্তিকালীন অবস্থায় ন্যূনতম দণ্ডের বিধান ছিল (তার কম ত নয়ই, সহজতর দণ্ডও ছিল না!)। সর্ব্বোচ্চ দণ্ডের সীমাও নির্দ্ধারিত ছিল না।

মহা শক্তিমান রাষ্ট্রের নাগরিকদের মোকাবিলা করার কী নির্ভীকতা!

কুখ্যাত ধারার কুখ্যাত সম্প্রসারণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত: "আবেদন সম্বলিত বিক্ষোভে"র পরিধি বিস্তৃত করে বন্ধু-বান্ধব বা স্বামী-স্ত্রীর মুখোমুখী কথাবার্ত্তা, এমন কি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও এর আওতায় আনা হল। ব্যক্তিগত উপদেশ ও 'আবেদন' গণ্য হতে পারত। আমি 'হতে পারত' বলেছি, কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছিল।

সেদিনের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতের সাথে অমিল বা তার থেকে কম তীব্র যে কোন মতবাদ সরকারের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নাশক গণ্য হত। হাজার হোক যা কিছু বলীয়ান করে না, তাই ক্ষতি করে; এবং যা কিছু খাপ খায় না, তাই নাশক!

যে আমার সাথে গান না গায়
সে আমার সাথে নয়, নয়।
(মায়াকভ্স্কি)

যে-কোন চিঠি, টিকা, ব্যক্তিগত ডাইরি "সাহিত্যিক উপাদান প্রস্তুত করা"র অন্তর্গত গণ্য হত।

উচ্চারিত, লিখিত বা মনের গহনে লুকানো কোন চিন্তা কি এত সুবিধাজনক সম্প্রসারণের পরও দশ ধারার আওতায় না এসে থাকতে পারে? এর কোন স্বতন্ত্র অবয়ব না থাকলেও, পূর্ব্বে বর্ণিত ধারাগুলিকে এটি অধিকতর ভয়ঙ্কর করে তুলত। কোন সংস্থা অপরাধে লিপ্ত বা কোন অপরাধী কোন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ধারাটি প্রয়োগ করা হত।

বাস্তবে ধারাটি এত সম্প্রসারিত হয়েছিল যে কোন সংস্থার প্রয়োজন হত না। আমি এই ধারার সূক্ষ্ম প্রয়োগের ভুক্তভোগী। আমরা দুই বন্ধু গোপনে মত বিনিময় করেছিলাম,—ভাষান্তরে, আমরা একটি সংস্থার সূত্রপাত করলাম। অর্থাৎ আমরাই একটি সংস্থা!

বারো ধারাটির কাজ-কারবার নাগরিকের বিবেক নিয়ে। পূর্ব্বে বর্ণিত অপরাধগুলির নিন্দা করতে ত্রুটি হলে এই ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হত এবং এই গুরু অপরাধের দণ্ডের উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারিত ছিল না।

এই ধারাটি এমনিতেই বাকি ধারাগুলিকে এত সম্প্রসারিত করেছিল যে, এর সম্প্রসারণ নিষ্প্রয়োজন ছিল। 'অমুক জেনেও বলেনি' এবং 'ও নিজেই এ কাজ করেছে' সমার্থক হয়ে পড়ল।

বহুকাল আগেই বিলুপ্ত তেরো ধারাটি ওখ্রানা[৩৭] বা জার আমলের গুপ্ত পুলিশে চাকরি সম্পর্কিত। অথচ বিপ্লবোত্তর যুগে ওখ্রানার সমগোত্রীয় সংস্থায় কাজ দেশসেবা গণ্য হত।

জেনে শুনে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি বা ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য ছিল চোদ্দ ধারা। সংক্ষেপে বলা হত, 'নাশকতা' বা 'অর্থনৈতিক প্রতিবিপ্লব' এবং তার জন্য প্রাণদণ্ডও হত।

একমাত্র জিজ্ঞাসাবাদকারী তাঁর বিপ্লবী ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োগে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি সম্পর্কে বিচার করতেন। কৃষক শস্য সরবরাহে অকৃতকার্য্য হলে; যৌথ খামারের কৃষক ন্যূনতম শ্রম দিবস কাজ না করলে; বা বন্দীশিবিরের বন্দীরা নির্দ্দিষ্ট কাজ না করলে এই ধারায় অভিযুক্ত হত। যুদ্ধের পর আশ্চর্য্য প্রতিসরণের ফলে ধারাটি রাশিয়ার সুসজ্জবদ্ধ অপরাধীগোষ্ঠী অর্থাৎ শিবির-পালানো চোরদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত। অর্থাৎ বন্দী শিবির—পালানোর ব্যাখ্যা হত শিবির সংক্রান্ত, মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় নয়।

মানব-জীবনের সবকিছু ৫৮ অনুচ্ছেদরূপী পাথাটির বিস্তারের পরিধির অন্তর্গত ছিল এবং তার সর্ব্বশেষ শিকটিও ছিল কত মজবুত!

সোভিয়েত দণ্ডবিধির কুখ্যাত অনুচ্ছেদটির পর্য্যালোচনা শেষ করার পর আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। যেখানে যত আইন কানুন, অপরাধও সেখানে তত।

□

তৈরীর অনতিকাল পরে '২৭ সালে প্রথম ৫৮ অনুচ্ছেদ তলোয়ারটির ধার পরীক্ষা করা হয়। পরবর্ত্তী দশকগুলির গ্রেফতার ঢেউ-এর শাণিত ইস্পাতকে কঠিন এবং ধারালো করেছে। '৩৭—'৩৮-এ জনগণের উপর আইনের মোক্ষম আঘাত হানতে এই তলোয়ারের বাতাস-কাটা তীক্ষ্ণ ধারের পূর্ণ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন '৩৭-এর ক্রিয়াকলাপে খামখেয়ালিপনা বা দুর্ঘটনার স্থান ছিল না। যথেষ্ট সময় থাকতে সব পরিকল্পিত হয়েছিল। বছরের প্রথমার্ধেই সোভিয়েত কারাগারগুলি ঢেলে সাজানো হয়েছিল। খুপরিগুলি থেকে খাটিয়া বার করে দিয়ে একটানা একতলা বা দোতলা কাঠের বেঞ্চি বা তাক[৩৩] সাজানো হয়েছিল। পুরানো বন্দীদের মনে পড়ে, প্রথম চোটে আগষ্ট মাসের এক রাতে দেশময় গণ-গ্রেফতার হয়েছিল। (কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ বেখেয়ালিপনার বিষয় জানা থাকায়, আমি এ কাহিনী বিশ্বাস করি না) সেই শরতে অক্টোবর বিপ্লবের বিংশতম স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে দেশের লোক যখন দেশব্যাপী মার্জ্জনার আশা করছিল, খেলোয়াড় স্ট্যালিন তখনই অশ্রুতপূর্ব্ব পনেরো এবং বিশ বছর হাজতবাস দণ্ডবিধিতে যোগ করলেন।[৩৪]

'৩৭-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে ব্যাপকভাবে লেখা হয়েছে, হয়ত আরও কিছু লেখা হবে। অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এটুকু বললে চলবে যে কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত সরকার, সামরিক কর্তৃপক্ষ, এমন কি জিপিইউ এনকেভিডির উপর তলায় চরম আঘাত হানা হয়েছিল।[৩৫] সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এমন প্রদেশ ছিল না যার কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য সম্পাদক বা প্রাদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ রক্ষা পেয়েছিলেন। নিজের সুবিধার জন্য স্ট্যালিন বাছাই করা লোকগুলিকে ধরে ছিলেন।

ওলগা চাভাচাজে তিব্‌লিস্ শহরে এই তাণ্ডবের বর্ণনা করেছেন '৩৮-এ নগর কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ, তাঁর প্রথম সহকারী, অন্যান্য সহকারী সহ সব বিভাগীয় অধ্যক্ষ, মুখ্য হিসাবরক্ষক এবং মুখ্য অর্থনীতিবিদকে গ্রেফতার করে তাঁদের জায়গায় নতুন লোক বসানো হল। দু'মাস পরে আবার গ্রেফতার শুরু হল। আবার অধ্যক্ষ

এবং উপাধ্যক্ষ, এগারোজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ, সব মুখ্য হিসাবরক্ষক এবং সব মুখ্য অর্থনীতিবিদকে গ্রেফতার করা হল। বাকি রইল সাধারণ হিসাবরক্ষক স্টেনোগ্রাফার, দাসী এবং সংবাদবাহকরা।

কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সভ্যদের গ্রেফতারের বিষয়ে একটি গোপন নীতি ছিল। কোথাও সরাসরি উল্লেখ করা না হলেও বিভিন্ন বিচারের রায় এবং নিন্দাবাদে নীতিটি প্রকট হত: যারা '২৪-এর আগে পার্টির সভ্য হয়েছে প্রধানতঃ তাদেরই গ্রেফতার করা হবে। লেনিনগ্রাদে নীতিটি বিশেষ কঠোরতার সাথে পালিত হয়েছিল। কারণ সেখানকার সব সভ্যই "নব বিরোধী" কর্ম্মসূচীতে সই করেছিলেন (কি করে বা তাঁরা সই করতে অস্বীকার করতেন? লেনিনগ্রাদ আঞ্চলিক পার্টি সমিতিকে তাঁরা "অবিশ্বাস" করতেন বা কি করে?)।

সেই সময়ের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি। মস্কো প্রদেশের কোথাও জিলা পার্টি অধিবেশন চলছিল। অধিবেশনে অধ্যক্ষতা করছিলেন নব নিযুক্ত জিলা পার্টি সম্পাদক। প্রাক্তন সম্পাদক সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছিলেন। অধিবেশনের শেষে কমরেড স্ট্যালিনকে শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হল। যথারীতি সবাই উঠে দাঁড়াল (অধিবেশন চলাকালীন তাঁর নামোল্লেখের সাথে সাথে সবাই প্রতিবার লাফিয়ে উঠেছিল)। ক্ষুদ্র হলঘরটি প্রশস্তির তুফানে গম গম করে উঠল। তিন, চার পাঁচ মিনিট চলার পর প্রশস্তি তুফান-শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হল। একটানা হাততালির ফলে হাতের চেটো টনটন করতে লাগল। বয়স্করা ক্লান্তিতে হাঁফাতে লাগলেন। ক্রমে প্রকৃত স্ট্যালিন-ভক্তর ও ব্যাপারটা অসহ্য বোকামি মনে হল। তবু, প্রথম থামবার সাহস কার আছে? সম্পাদক মহাশয় সে দায়িত্ব নিতে পারতেন। তিনি মঞ্চের উপর ছিলেন, শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ডাক তিনিই দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ত' নবাগত, সবে প্রাক্তন সম্পাদকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁর ভয় হল; হলের ভিতরেই ত' এনকেভিডির লোক হাততালি দিতে দিতে লক্ষ্য করছে, কে আগে থামে। সেই অখ্যাত, ক্ষুদ্র হলঘরে নেতার অগোচরে তাঁর প্রশস্তি চলল ছয়, সাত, আট মিনিট ধরে! কিন্তু, সর্ব্বনাশ, তখন থামলে চলবে কি করে? হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে থামলে রক্ষা নেই! হলের শেষ প্রান্তে অবশ্য একটু চালাকি করা চলত; অত ঘন ঘন উৎসাহে বা জোরে হাততালি না দিলেও ধরা পড়ার ভয় কম। কিন্তু সভা মঞ্চের কাছে, সকলের চোখের উপর স্বাধীনচেতা, দৃঢ়মনা স্থানীয় কাগজ কলের পরিচালক মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অসম্ভব কপটতা জেনেও উনি হাততালি দিয়ে চলেছিলেন। নয় মিনিট! দশ! উনি মরীয়া হয়ে সম্পাদকের দিকে তাকালেন। তিনিও থামেননি। পুরো পাগলামি! সব কটা মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছে! সবার মুখেই মিথ্যা উদ্দীপনার মুখোস। অবশেষে নেতারা যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন

হাততালি দিতে দিতে সেখানেই অবশ হয়ে পড়লেন ; স্ট্রেচারে করে তাঁদের হলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ! কিন্তু যারা ভিতরে রয়ে গেল তারা থামে না ... ...
... ... পুরো এগারো মিনিট পরে কাগজকলের পরিচালক কর্মব্যস্ত ভঙ্গী নিয়ে নিজের আসনে বসে পড়লেন। সাথে সাথে এক যাদু ঘটল। সেই অদম্য অবর্ণনীয়, সার্ব্বজনীন উদ্দীপনা কোথায় উবে গেল। প্রত্যেকটি মানুষ ক্লান্ত হয়ে নিজ আসনে বসে পড়লেন, ওঁরা পরিত্রাণ পেলেন !

এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষ স্বাধীনচেতা মানুষগুলিকে খুঁজে খুঁজে তাদের নিঃশেষ করত। কাগজকলের পরিচালক সেই রাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। অন্য কোন অজুহাতে সহজেই তাঁকে দশ বছর জেল দেওয়া হল। জিজ্ঞাসাবাদের শেষ কাগজপত্র, ফর্ম নং ২০৬ সই করাবার পর জিজ্ঞাসাবাদকারী তাঁকে স্মরণ করালেন : "হাততালি দেওয়ার সময় সবার আগে থামবেন[৩৬] না !" (হাততালি দেওয়া ছাড়া আমাদের কী বা করার আছে ? সুতরাং থামলে কি করে চলবে) ?

একেই বলে ডারউইনের স্বাভাবিক নির্ব্বাচন সিদ্ধান্তের প্রয়োগ। আর মূঢ়তা দ্বারা জনসাধারণকে পিষে মারারও এই রাস্তা।

কিন্তু অধুনা একটি নতুন মনগড়া কাহিনী প্রচার হচ্ছে। '৩৭ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রত্যেক কাহিনী এবং স্মারকলিপি অনিবার্য্যভাবে কমিউনিস্ট নেতাদের বিনাশের কাহিনী। আমরাও বোকার মত বিশ্বাস করি '৩৭—'৩৮-এর ইতিহাস প্রধানতঃ নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের গ্রেফতারের ইতিহাস ; যেন সত্যিই আর বিশেষ কেউ গ্রেফতার হয়নি। কিন্তু সেই সময়কার লক্ষ লক্ষ গ্রেফতারের শতকরা দশজনও গুরুত্বপূর্ণ পার্টি বা সরকারী পদাধিকারী ছিলেন না। লেনিনগ্রাদ জেলের বাইরে খাবারের মোড়ক হাতে দাঁড়ানো স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ ছিল নিচু শ্রেণীর, যেমন গোয়ালিনী ইত্যাদি।

তৎকালীন তীব্র গ্রেফতার ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া এবং অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে প্রেরিত মানবগোষ্ঠীর গঠনে এত অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য ছিল যে তার বিজ্ঞান-সম্মত সূত্র বার করতে হলে দীর্ঘকাল মাথা ঘামানো প্রয়োজন। সমকালীন মানুষের কাছে শুদ্ধি ছিল অধিকতর দুর্ব্বোধ্য।

ঐ সময়কার গ্রেফতারের আইনগত ভিত্তি ছিল নির্দ্ধারিত কোটা বা পরিমাণ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উৎপাদনের হার এবং পরিকল্পিত বণ্টন। প্রত্যেক শহর, জেলা এবং সামরিক কেন্দ্রে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হত। বাকিটুকু নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্ভাবনীশক্তির উপর নির্ভর করত।

প্রাক্তন চেকা কর্মী আলেকজাণ্ডার কালগানভের মনে পড়ে, তাশকেণ্ট শহরে টেলিগ্রাম পৌঁছল, "২০০ পাঠাও !" ওরা তখন সবে একবার সাফাই শেষ করেছে ;

গ্রেফতার করার মত আর কেউ নেই। অবশ্য আগেই ওরা অতিরিক্ত পঞ্চাশজনকে গ্রামাঞ্চল থেকে ধরে এনেছিল। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল : নতুন শ্রেণীবিভাগ বলে ধৃত অরাজনৈতিক বন্দীদের ৫৮ অনুচ্ছেদের আসামী হিসাবে অভিযুক্ত করা হবে! যেই বলা, সেই কাজ। তবু শূন্য সংখ্যা পূরণ হল না। ঠিক এমন সময় পুলিশ জানাল, এক দল বেদে শহরের কোন এক অঞ্চলে উদ্ধতভাবে তাঁবু ফেলেছে ; তাদের সম্পর্কে কী করা হবে? কেউ চমৎকার বুদ্ধি দিলেন। বেদেদের তাঁবু ঘেরাও করে ১৭ থেকে ৫৮ বছর বয়সের সবাইকে ধরা হল। সংখ্যাও পূরণ হল।

একই ঘটনার হেরফের করে পুনরাবৃত্তি হত। মুখ্য পুলিশ পদাধিকারী জাবোলভ্স্কি জানান, ওসেটিয়া অঞ্চলের চেকা কর্মীরা ঐ অঞ্চলের ৫০০ জনকে গুলি করে হত্যা করার হুকুম পেলেন। চেকা বর্দ্ধিত সংখ্যার জন্য আবেদন করল। আরও ২৫০ জনকে হত্যার হুকুম হল।

এই ধরনের নির্দেশ পাঠানোর জন্য সাধারণ টেলিগ্রাম প্রণালী ব্যবহার করা হত ; সাঙ্কেতিক ভাষাও ছিল অতি মামুলি। তেমরুক-এর মহিলা টেলিগ্রাফ কর্মী শিশুসুলভ সরল মনে এনকেভিডির টেলিফোনবোর্ডে তারবার্ত্তা পাঠালেন, পরদিন ২৪০ বাক্স সাবান জাহাজযোগে ক্রাসনোডরে পাঠাতে হবে। পরদিন সকালে বিরাট গ্রেফতারের ঢেউয়ের কথা জানতে পেরে তিনি ঐ বার্ত্তার তাৎপর্য্য বুঝলেন। তিনি বান্ধবীদের জানালেন, কি ধরনের টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এবং অতি সত্বর নিজে গ্রেফতার হলেন।

(শুধু ঘটনাচক্রেই কি সাঙ্কেতিক বার্ত্তায় মানুষ বোঝাতে সাবানের উল্লেখ করা হত, না কর্তৃপক্ষ সাবান তৈরীর প্রক্রিয়াও জানতেন?)

অবশ্য এসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ধাঁচ নজরে পড়ে।

যাদের গ্রেফতার করা হত তাদের মধ্যে ছিল :

বিদেশে কর্ম্মরত আমাদের গুপ্তচর। (এদের মধ্যে বহু নিষ্ঠ কমিউনিস্ট, চেকা কর্মী এবং আকর্ষণীয়া সুন্দরী থাকত। স্বদেশে ফিরতে বলে, এদের সীমান্তে গ্রেফতার করা হত। অতঃপর আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার (কমিণ্টার্ন) প্রাক্তন অধ্যক্ষ, যথা মিরভ-কোরোনা, এদের সামনে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করতেন, তিনি এতাবৎকাল বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার সহায়তা করে এসেছেন। অর্থাৎ তাঁর অধঃস্তনরাও স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে দোষী প্রমাণিত হত। সেক্ষেত্রে তাদের অধিকতর নিষ্ঠা অধিকতর বিপদের কারণ হত)।

চীনা পূর্ব্ব রেলপথের প্রত্যেকটি সোভিয়েত কর্মীকে জাপানী গুপ্তচর হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের স্ত্রী, শিশু, এমনকি ঠাকুমা পর্য্যন্ত রেহাই পায়নি। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এ ধরনের গ্রেফতার আমাদের দেশে বহুকাল আগেই সুরু হয়েছিল।

দূর প্রাচ্যের কোরিয়াবাসীদের কাজাকস্তানে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল,—জাতিভিত্তিক গণগ্রেফতারের প্রথম পরীক্ষা।

এস্তোনীয় নাম থাকার অপরাধে লেনিনগ্রাদের বাসিন্দা প্রতিটি এস্তোনীয়কে গ্রেফতারের পর কমিউনিস্ট-বিরোধী এস্তোনীয়দের পক্ষে গুপ্তচর্য্যের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

লাতভীয় রাইফেল সংস্থা এবং লাতভীয় চেকার সব কর্ম্মী গ্রেফতার হয়েছিল। এই লাতভীয়রাই ছিল বিপ্লবের প্রকৃত ধাত্রী এবং অতি অল্পকাল আগেও ছিল চেকার কেন্দ্র এবং গৌরব। ওদের সাথে বুর্জোয়া লাতভীয়ার কমিউনিস্টরাও গ্রেফতার হয়েছিল। '২১-এ বিনিময়ের ফলে এই কমিউনিস্টরাই ভয়াবহ লাতভীয় জেলের দু' বা তিন মেয়াদ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। লেনিনগ্রাদস্থিত হের্জেন ইনস্টিটিউটের লাতভীয় শাখা, লাতভীয় সংস্কৃতি ভবন, লাতভীয় বিদ্যালয়, এস্তোনীয় সঙ্ঘ এবং লাতভীয় ও এস্তোনীয় সংবাদপত্রাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ব্যাপক লণ্ডভণ্ডের মাঝে বিরাট তাসখেলা গুটিয়ে ফেলার তোড়জোড় চলল। তখনো গ্রেফতার না হওয়া মানুষগুলিকে একবার খুঁচিয়ে দেখা হল। গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা ততদিনে ফুরিয়েছিল। খেলা শেষ ঘোষণা করা দরকার। অতএব সমাজবাদীদের নির্ব্বাসনে (যেমন 'উফা' এবং 'সারাটভ্' কেন্দ্র) পাঠানো হল। সেখান থেকে গুলাগের কশাইখানায়।

কোথাও স্পষ্ট বলা ছিল না, অন্য শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার করতে হবে। তবু আগের ঢেউগুলির মত বর্ত্তমান ঢেউয়েও বুদ্ধিজীবীরা অবহেলিত হল না। একটি ছাত্র অভিযোগ করল,—'ছাত্র' এবং 'অভিযোগ', এই দুটি শব্দের সমন্বয় আর বিসদৃশ লাগত না,—কোন এক অধ্যাপক ঘন ঘন মার্ক্স এবং লেনিনের উল্লেখ করলেও স্ট্যালিনের উল্লেখ করেন না। পরের বক্তৃতাগুলিতে অধ্যাপককে দেখা গেল না। আর আদৌ কারো নাম উল্লেখ না করলে? লেনিনগ্রাদের প্রতিটি মাঝবয়সী ও যুবক প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ এবং উত্তরখণ্ডীয় বিদ্যালয়ের এনকেভিডির চর ব্যতীত প্রত্যেক কর্ম্মী গ্রেফতার হয়েছিলেন। স্কুলের শিক্ষকও বাদ পড়েননি। সেভর্দলভস্কের একটি মামলায় ত্রিশজন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক এবং প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, পেরেল[৩১] জড়িয়ে পড়েন। তাঁদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগগুলির একটি ছিল তাঁরা স্কুলটিকে পোড়ানর উদ্দেশ্যে নববর্ষ বৃক্ষ সাজিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পেণ্ডুলামের মত যান্ত্রিক গতিতে গদাটি আবার ইঞ্জিনিয়ারদের মাথায় পড়ল। সব ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু ততদিনে সোভিয়েত আমলের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন, কোনমতেই আর বুর্জোয়া ছিলেন না।

ভূতাত্ত্বিক স্তরের অনিয়মের দরুন দুটি খনিগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ মিলিত হল না। সার্ভেয়ার

মার্কুরেভিচ মিকভ্-এর হিসাবমতে এ দুটি মিলিত হবার কথা। মিকভ্ ৫৮ অনুচ্ছেদের ৭ ধারায় বিশ বছরের সাজা পেলেন।

"ভূগর্ভস্থ খনিজ টিনের আকরের সংবাদ জার্মান আগমনের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করার অপরাধে" কোটোভিচ্ গোষ্ঠীর ছ'জন ভূতত্ত্ববিদকে ৫৮-র ৭ ধারা বলে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয় (ভাষান্তরে, ঐ আকর খুঁজে না পাওয়ার অপরাধে)।

মূল গ্রেফতার ঢেউয়ের পিছু পিছু দেখা দিল একটি বিশেষ ঢেউ, পরিবারের সদস্যের ঢেউ এই ঢেউয়ে গ্রেফতার হল কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের এবং অনেক ক্ষেত্রে, যেমন লেনিনগ্রাদে, সেই সব মানুষের স্ত্রী যাঁরা 'পত্রাদি লেনদেন দনের অধিকার বঞ্চিত' সহ (যার প্রকৃত অর্থ, ইহজগতে নেই) দশ বছরের সাজা পেয়েছিলেন। এইসব পরিবারের সদস্যদের বেলায় নিয়ম ছিল, আট বছর। (এ তবু সব হারানো কুলাকদের শাস্তি থেকে ভাল ; ওদের শিশুরা ত' গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্তও পৌঁছতে পারেনি)

কেবল গাদা গাদা খুন হওয়া মানুষের ঢিপি আর পাহাড়! এনকেভিডি একটি শহরের উপর সরাসরি আঘাত করল। শ্রীমতী মাৎভিয়েতা সভয়ে দেখলেন, কেবল স্বামী নয়, তাঁর নিজের তিন ভাইকেও পৃথক পৃথক অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হল। চারজনের মধ্যে তিনজন আর ফিরল না।

একটি বিদ্যুৎকর্মীর এলাকায় হাই-টেনশন লাইনে গোলযোগ হয়েছিল। বেচারীর ৫৮-র ৭ ধারা অনুযায়ী বিশ বছর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

পের্ম শহরের শ্রমিক নোভিকভ্ কামা নদীর পুল উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল।

পের্ম শহরের ইউজাকফ্‌কে দিনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওরা রাতে তার স্ত্রীর খোঁজেও এল। তাঁকে একটি নামের তালিকা দেখিয়ে বলা হল, একটি স্বীকারোক্তি সই করো। স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছে তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিরা তাঁর বাড়িতে একটি মেনশেভিক সমাজবাদী বিপ্লবী সভায় মিলিত হয়েছিল (অবশ্যই ওরা হয়নি)। পরিবর্ত্তে ওরা প্রতিশ্রুতি দিল, মহিলা তাঁর তিনটি শিশুসহ বাড়িতেই থাকতে পারবেন। উনি সই করলেন। তালিকার সব কটি লোক নিঃশেষ হল। উনি নিজেও জেলে পচলেন।

শ্রীমতী নাদিয়েজদা ইউদেনিচ্ পারিবারিক পদবীর দরুণ গ্রেফতার হয়েছিলেন। ওরা ন' মাস পরে বুঝল, তিনি ঐ পদবীযুক্ত শ্বেত রুশ সেনাপতি [illegible] আত্মীয়া নন এবং তাঁকে মুক্তি দিল। ইতিমধ্যে তাঁর মা দুশ্চিন্তায় প্রাণত্যাগ করলেন।

স্তারায়া রুশা (পুরানো রাশিয়া) প্রেক্ষাগৃহে "অক্টোবরে লেনিন" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছিল। এক জায়গায় এই কথাটি ছিল, "পাল্‌চিন্‌স্কির জানা উচিত!" ছবিতে

পাল্‌চিন্‌স্কি জায়ের শীতকালীন প্রাসাদ রক্ষা করছিলেন। দর্শকদের একজন ভাবল আমার চেনা পাল্‌চিন্‌স্কায়া নামে একটি নার্স আছে ত'! ধরো ওকে! তাঁকে গ্রেফতার করা হল। দেখা গেল, তিনি সত্যিই পাল্‌চিন্‌স্কির স্ত্রী; স্বামীর প্রাণদণ্ডের পর গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেছিলেন।

তিন ভাই প্যাভেল, ইভান এবং স্তেপান্ বকুশ্‌কো শৈশবে ৩০-এ পোলাণ্ড থেকে মা বাবার সাথে থাকতে সোভিয়েত রাষ্ট্রে এসেছিল। পরে যৌবনে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে ওদের দশ বছর জেল দেওয়া হল।

ক্রাস্‌নোডর শহরের ট্রামচালিকা গভীর রাতে ট্রামডিপো থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে শহরের প্রান্তে ও দেখল, কয়েকটি লোক একটি আটকে পড়া গাড়িকে ঠেলছে। গাড়িটায় শব বোঝাই। ক্যানভাসের নিচ থেকে শবের হাত, পা উঁকি দিচ্ছিল। ওরা স্ত্রীলোকটির নামধাম লিখে নিল। পরদিন বেচারী গ্রেফতার হল। জিজ্ঞাসাবাদকারী জিজ্ঞেস করেছিল, কী দেখেছ? ও সত্যি কথা বলেছিল। (ডারউইনীয় নির্বাচন!) সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলন—দশ বছর।

রেডিওয় যখনই স্ট্যালিনের অন্তহীন চিঠি পড়া হত একজন প্লাম্বার মিস্তিরি তখনই বাড়িতে রেডিও বন্ধ করে দিত৩৮। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী তার বিরুদ্ধে নালিশ করল। (আজ সেই প্রতিবেশীটিই বা কোথায়?) মিস্তিরি "সমাজের মারাত্মক ক্ষতিকর বস্তু" হিসাবে আট বছর শাস্তি পেল।

এক অর্দ্ধশিক্ষিত স্টোভ মিস্তিরি অবসর সময়ে মনের আনন্দে নিজের নাম লিখত। এতে তার আত্মতুষ্টি হত। পরিষ্কার কাগজের অভাবে ও খবরকাগজের উপর নাম লিখত। প্রতিবেশীরা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্নানাগারের আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যে জাতির পিতা এবং শিক্ষকের মুখে কালির আঁচড়ে ভরা খবরকাগজ দেখিয়ে দিল। সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলন, —দশ বছর।

স্ট্যালিন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা খবরকাগজের গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা নিজেদের ছবি দেখতে ভালবাসতেন; লক্ষ লক্ষ কপি ছবি বিলাতেন। পোকা মাকড় কিন্তু ছবিগুলির মর্য্যাদা দিত না। কাগজগুলি সদ্ব্যবহারের প্রলোভন সম্বরণ করাও কঠিন ছিল; কত হতভাগ্য শুধু ঐ অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছিল!

বাড়ি বাড়ি এবং রাস্তায় রাস্তায় মহামারীর মত গ্রেফতার ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ যেমন শ্বাস প্রশ্বাস, করমর্দ্দন বা অপর কারুর হাতে কিছু তুলে দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে মহামারী সংক্রামিত করে, একই ভাবে নিঃশ্বাস, করমর্দ্দন বা হঠাৎ দেখার ফলে অনিবার্য্য গ্রেফতার ছড়িয়েছিল। কারণ যদি আগামীকাল স্বীকার করতে হয় যে আপনি শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা দূষিত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তবে আজ রাস্তায় আপনার করমর্দ্দন করলে আমার মৃত্যু অবধারিত।

সাত বছর আগে গ্রামাঞ্চল ধ্বংসের সময় শহরগুলি শুধু তাকিয়ে দেখেছে। শহর ধ্বংস হওয়ার সময় হয়ত পল্লী অঞ্চল তাকিয়ে দেখল, যদিও পল্লী অঞ্চল তখনো তিমিরাবৃত। তার হত্যাকাণ্ডের শেষ পর্ব্বটুকু তখনো শেষ হয়নি।

সার্জেয়ার (!) সনিন্‌-এর পনেরো বছর কারাদণ্ড হল……গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশুর মড়ক এবং ভাল ফসল না হওয়ার জন্য (!)। একই কারণে আঞ্চলিক পার্টি নেতৃবৃন্দকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

কোন জিলা কমিউনিস্ট পার্টি সচিব লাঙ্গল দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করতে ক্ষেতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ কৃষক জিজ্ঞেস করল, তিনি জানেন কিনা যে "শ্রম দিবসের" বিনিময়ে যৌথ খামারের কৃষকদের গত সাত বছর ধরে এক মুঠো শস্য ত' দেওয়া হচ্ছেই না, দেওয়া হচ্ছে খড় তাও অতি সামান্য পরিমাণে? এই প্রশ্নের দরুন কৃষক পেল দশ বছর,—সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলন।

ছ'টি সন্তানের জনক আর একজন কৃষকের ভাগ্য অনুরূপ। ছ'টি মুখে অন্ন যোগাতে ও কায়মনে যৌথ খামারের কাজে লেগেছিল এবং সে শ্রমের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করত। ও তা পেলও বটে। কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ সভা আহ্বান করলেন। সেখানে অনেক বক্তৃতার শেষে ওকে একটি পদক উপহার দেওয়া হল। কৃষকটি অভিভূত হয়ে জবাব দিল, "এই পদকের বদলে যদি এক বস্তা ময়দা পেতাম! কোন মতে কি পেতে পারি?" নেকড়ের অট্টহাসিতে হলঘর ফেটে পড়ল। সদ্য পদক-প্রাপ্ত কৃষক এবং তার ছ'টি সন্তানকে নির্বাসনে পাঠানো হল।

তাহলে কি সবকটি ঘটনা একত্রিত করে বলব, নির্দ্দোষ মানুষগুলিকে গ্রেফতার করা হত? কিন্তু গোড়ায় বলতে ভুল করেছি, সর্ব্বহারার বিপ্লবোত্তর যুগে অপরাধ বা দোষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় দশকের গোড়ায় অপরাধ বা দোষের সংজ্ঞা হয়েছিল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ![৩৯] সুতরাং দোষী বা নির্দ্দোষ সম্পর্কে সেকেলে সংজ্ঞা আলোচনার স্থান কোথায়?

'৩৯-এর পাল্টা ঢেউ অর্গানের ইতিহাসের অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা, ওদের কলঙ্ক বলা চলে। বাস্তবে কিন্তু এই ঢেউ খুব বড় ছিল না। গ্রেফতার হওয়া মানুষের মধ্যে যাদের তখনো দণ্ডাদেশ দেওয়া বা দূরে পাঠানো হয়নি, ফলে তখনো প্রাণ হারায়নি এমন মানুষের দুই শতাংশ এই ঢেউয়ে ভেসেছিল। বড় না হলেও, এই ঢেউটিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এ যেন একটি টাকা নিয়ে মাত্র দু' পয়সা ফেরত দেওয়ার মত ব্যাপার। তবু লজ্জাজনক ইয়েজভের উপর সব দোষের বোঝা চাপিয়ে নবাগত বেরিয়ার হাত মজবুত

এবং ফলস্বরূপ নেতার ভাবমূর্ত্তি উজ্জ্বলতর করতে এর প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, দু' পয়সা ফেরত দিয়ে চালাকি করে একটা গোটা টাকা রেখে দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের লাভ বই লোকসান হবার কথা নয়। যা হোক, "ভুল ভ্রান্তি শুধরে নিয়ে বহু লোককে মুক্তি দেওয়া হল। এমন কি খবরকাগজগুলিও মিথ্যা অপবাদের ভুক্তভোগী ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে নির্ভয়ে লিখল। এর অর্থ দাঁড়াল, গ্রেফতার হওয়া বাকি লোকগুলি প্রকৃতই বদ! যারা মুক্তি পেল তারা এমনিতে ত্রাসে বোবা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ঐ মর্ম্মের শপথে সই করার দরুন মুখ খুলতে পারল না। এ ব্যতীত খুব অল্প লোকই গোপন দ্বীপপুঞ্জগুলির বিষয়ে জানত। অতএব দিন এবং রাতের তফাৎ একই রকম রয়ে গেল;—দিনে বিক্ষোভ, রাতে কালো মারিয়ার আনাগোনা।

ওরা অবশ্য সেই দু' পয়সাও ফেরত নিয়ে নিয়েছিল, —সেই বছরই এবং অসীম ৫৮ অনুচ্ছেদের সেই ধারাগুলি প্রয়োগ করে। বেশ, স্বামীকে অভিযুক্ত করতে অক্ষমতার দরুণ '৪০-এর গ্রেফতার ঢেউয়ে আটকে পড়া স্ত্রীলোকদের কে চিনে রেখেছে? কারুর কি মনে আছে, শান্তির বছরগুলিতে তাম্বভ্ অঞ্চলের মডার্ণ থিয়েটারে বাদনরত অর্কেস্ট্রা পার্টির সকলকে গণশত্রুহিসাবে ধরা হয়েছিল? কেউ কি লক্ষ্য করেছে, ত্রিশ হাজার চেক্ জাতিভুক্ত মানুষ '৩৯-এ জার্মান অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের স্ল্যাভিক জাতি গোষ্ঠীর কাছে বসবাস করতে এসেছিল! ওদের মধ্যে একজনও গুপ্তচর নেই, জোর দিয়ে এ কথা বলা ছিল অসম্ভব। অতএব ওদের সবাইকে উত্তরাঞ্চলীয় শিবিরে পাঠানো হল। এই শিবিরগুলি থেকেই যুদ্ধের সময় চেকোস্লোভাক সেনাদল গঠিত হয়েছিল। আর আমরা কি প্রকৃতই '৩৯-এ পশ্চিম ইউক্রেনীয় এবং পশ্চিম বাইলোরুশীয়দের, এবং '৪০-এ বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি এবং মোল্দাভীয়দের সহায়তাকল্পে এগিয়ে যাইনি? দেখা গেল, আমাদের ভাইদেরও শুদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজন। এর থেকে সামাজিক রোগ নির্ণয় এবং নিরোধ উৎপন্ন হল। অতি স্বাধীনচেতা, অতি প্রভাবশালী, অতি বিত্তবান, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং খ্যাতনামা লোকগুলিকে ধরা হল। বিশেষতঃ প্রাক্তন পোল অঞ্চলগুলি থেকে বহু পোল জাতির লোককে ধরা হল। এই সময় দুর্ভাগ্যজড়িত কাটিন্ ভর্ত্তি হয়ে গেল। ভবিষ্যতের সিকোর্সকি এবং এ্যাণ্ডার্স সেনাদলের জন্য রসদের ভাঁড়ার পূর্ণ করে নেওয়া হল। সর্ব্বত্র অফিসারদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই রকম প্রচণ্ড ধাক্কায় জনমত বিমূঢ় এবং হতবাক হয়ে গেল। প্রতিরোধ সংগঠন করার মত নেতা রইল না। এই পদ্ধতিতে প্রাক্তন বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল।

ফিনল্যাণ্ড একটি জনশূন্য যোজক আমাদের হাতে তুলে দিল। তবু '৪০-এ সোভিয়েত কারেলিয়া এবং লেনিনগ্রাদ জুড়ে ফিন্ জাতির পুনর্ব্বাসন চলেছিল। সে ঢেউ আমরা লক্ষ্য করিনি, কারণ আমাদের ফিন্ রক্ত নেই।

কিন্তু যুদ্ধেই প্রথম আমরা নিজেদের যুদ্ধবন্দীকে মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলাম। ইতিহাসে এ ধরনের প্রচেষ্টা ঐ প্রথম। বিশ্বাস করবেন, তবু আমরা লক্ষ্য করিনি।

প্রকৃতপক্ষে ঐটি ছিল মহড়া। ঠিক সেই মুহূর্তে যুদ্ধ আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল। যুদ্ধে আমাদের ব্যাপক পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। তখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। প্রতিটি মানুষকে উক্ত অঞ্চল থেকে যথাসম্ভব দ্রুতগতি সরানো একান্ত প্রয়োজন ছিল। অত তাড়াতাড়িতে গোটা সামরিক ইউনিট, রেজিমেণ্ট, বিমানবিধ্বংসী এবং গোলন্দাজ বাহিনী অবিকৃত অবস্থায় লিথুয়ানিয়ায় ফেলে আসতে হয়েছিল। তবু বেশ কয়েক হাজার বিশ্বাসের অযোগ্য লিথুয়ানিয়ান পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুল হয়নি। এদের চার হাজার জনকে পরে ক্রাস্‌নোইয়ারস্কের শিবিরে লুটেরা চোরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ল্যাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ায় ২৩শে জুন থেকে গ্রেফতার ত্বরান্বিত করা হল। ততক্ষণে ওদের পায়ের তলার মাটিতে আগুন লেগেছে; ফলে ওরা আরও তড়িঘড়ি পালাতে বাধ্য হল। পালানোর সময় ব্রেস্ট্-এর মত গোটা দুর্গ ভুলে নিয়ে যেতে ভুল করলেও, লুভভ্, রভ্‌নো, তালিন্ এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরো অনেক জেলে ওরা রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা করে যেতে ভুলল না। তার্তু জেলে ১৯২জন বন্দীকে গুলি করে মেরে শবগুলি একটি কূয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

পূর্ব্বাহ্নে এই নারকীয় কাণ্ডের আভাস পাওয়া সম্ভব কি? হঠাৎ খুপরির দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে গুলি চলে। বন্দী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। চিৎকার করলে বড় জোর তা পাথরের দেওয়াল অবধি পৌঁছয়। শোনা যায় কয়েকজন বন্দীকে পুরোপুরি খতম করা যায়নি। হয়ত কোনদিন ওদের বিষয়েও একটি বই প্রকাশিত হবে।

যুদ্ধরেখা থেকে দূরে প্রথম যে যুদ্ধকালীন গ্রেফতারের ঢেউ বয়েছিল তা গুজব রটানো এবং ত্রাস সঞ্চারের ঢেউ। এটি দণ্ডবিধি বহির্ভূত, যুদ্ধের গোড়ার দিকে চালু হওয়া, একটি আদেশ।[৪০] একে ত্রাসের রাজ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক রক্তক্ষরণ বলা চলে। এই অপরাধের জন্য দশ বছর সাজা দেওয়া হত। কিন্তু এই অপরাধ ৫৮ অনুচ্ছেদের অন্তর্গত না হওয়ার জন্য যে ক'জন বন্দী যুদ্ধকালীন শিবির থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল '৪৫-এ তাদের মার্জনা করা হয়েছিল।

এর পর বইল রেডিও সেট বা রেডিও সরঞ্জাম কর্তৃপক্ষকে প্রত্যর্পণ না করার দরুন গ্রেফতারের ঢেউ। একটি রেডিও টিউব ঘরে পাওয়া গেলে (অভিযোগের ফলে) দশবছর দণ্ড।

অতঃপর জার্মান গ্রেফতারের ঢেউ। ভল্‌গা নদীর তীরের বাসিন্দা, ইউক্রেন এবং

উত্তর ককেশাসের ঔপনিবেশিক এবং মোটামুটিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোন স্থানে বসবাসকারী জার্মান এ ঢেউয়ে ভাসল। একমাত্র বিচার্য্য বিষয় ছিল রক্ত; এমন কি গৃহযুদ্ধের বীর জার্মান যোদ্ধা বা কমিউনিস্ট পার্টির পুরানো জার্মান সভ্যদেরও নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল।[৪১]

বাস্তবে জার্মান নির্ব্বাসন কুলাক উচ্ছেদের সমগোত্রীয়। তবু জার্মানদের সম্পর্কে অত কঠোরতা অবলম্বিত হয়নি। প্রথমতঃ তাদের অধিকতর সম্পদ সাথে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, ওদের কুলাকদের মত মারাত্মক, ভয়াবহ অঞ্চলে নির্ব্বাসিত করা হয়নি। কুলাকের মত জার্মান গ্রেফতারের কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না। এমনিতে দণ্ডবিধি এক জিনিষ, যার সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের নির্ব্বাসনের কোন সম্পর্ক নেই। এ যেন কোন সম্রাটের ব্যক্তিগত আদেশ। তাছাড়া, কোন গোটা জাতি নিয়ে সেই তাঁর প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাতে তিনি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করতেন।

'৪১-এর গ্রীষ্মান্তে সুরু হয়ে শরতের মধ্যে বর্দ্ধিত কলেবরে দেখা দিল ক্রমে পুষ্ট হওয়া জার্মান বেষ্টিত সোভিয়েত সৈন্য গ্রেফতারের ঢেউ। এরা স্বদেশের প্রতিরক্ষা সেনানী; মাত্র কয়েক মাস আগে ফুলের মালা এবং ব্যাণ্ড বাজনা সহযোগে এদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা জার্মান ট্যাঙ্কের তীব্র আক্রমণ সহ্য করেছে। সব শেষে সার্ব্বিক গোলযোগের মাঝে নিজেদের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও স্বল্পকাল শত্রুপরিবেষ্টিত,—শত্রুর দ্বারা বন্দী নয়,—থাকার পর ওরা সে বেষ্টনী ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিল। অনুরূপ অবস্থায় অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীকে সাদর আলিঙ্গন এবং পরিবারবর্গের সাথে কিছুদিন মিলিত হওয়ার অনুমতি দানের পর নিজ নিজ ইউনিটে ফিরতে বলা হয়ে থাকে। আমাদের সৈন্যরা পেল সন্দেহ। নিরস্ত্রীকরণ এবং সর্ব্ববিধ অধিকারচ্যুতির পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ওদের সনাক্তকরণ এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হল। সেখানে বিশেষ বিভাগের অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তাতে শুধু প্রত্যেকটি কথা নয়, ওদের আত্মপরিচয় পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করা হয়েছিল। প্রতিপ্রশ্ন, মুখোমুখি প্রশ্ন যুদ্ধ এবং একের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা,—এসব কোন কিছুই সনাক্তকরণ অনুষ্ঠান থেকে বাদ যায়নি। পরে কিছু প্রাক্তন শত্রু-বেষ্টিত সৈনিককে প্রাক্তন নাম, সৈনিক পদ এবং দায়িত্ব প্রত্যর্পণ করে সামরিক ইউনিটে ফিরতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বাদবাকি, সুরুতে অল্পসংখ্যক, সৈন্য ৫৮—১খ ধারা অনুযায়ী "মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতকের" প্রথম ঢেউকে পরিপুষ্ট করেছিল। কিন্তু প্রথমে যতদিন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড নির্দ্ধারিত হয়নি, ততদিন ঐ অপরাধে দশ বছরের কম সাজা দেওয়া হত।

এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সেনাবাহিনীর শুদ্ধি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দূর প্রাচ্য এবং

মঙ্গোলিয়ায় একটি অতিকায় নিষ্ক্রিয় বাহিনী ছিল। এই বাহিনীকে মরিচা-মুক্ত রাখার মহান কর্ত্তব্য বিশেষ বিভাগের উপর অর্পিত হয়েছিল। খালখিন্‌গোল এবং খাসানের বীরদের হাতে কাজ ছিল না। ইতিমধ্যে ওরা দেগ্‌তুয়ারেভ স্বয়ংক্রিয় পিস্তল এবং সেনাবাহিনীর মর্টার ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিল,—এই অস্ত্রগুলি তখন পর্য্যন্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। ওদের জিভ তাই লকলক্ করে উঠল। ঐ অস্ত্রগুলি হাতে পেয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের পশ্চাদপসরণের কারণ বুঝতে ওদের অসুবিধা হত। ইউরোপীয় রাশিয়া এবং ওদের অবস্থানের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে ছিল বিস্তীর্ণ সাইবেরিয়া এবং উরাল পর্ব্বতমালা। অতএব আমরা একদিনে সত্তর মাইল পশ্চাদপসরণ দ্বারা কেবল কুটুজভ-বেষ্টনী যুদ্ধ কৌশলের পুনরাবৃত্তি করলেও, তা ওদের কাছে সহজবোধ্য নয়। পূর্ব্বাঞ্চলীয় বাহিনীর গ্রেফতার ঢেউ ওদের বুদ্ধির একমাত্র সহায়ক। সেখানে ওদের অধরোষ্ঠ চাপা, বিশ্বাস ইস্পাত-কঠিন।

প্রতীয়মান হল, পশ্চাদপসরণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একটি উচ্চবর্গের লোকের ঢেউ বয়ানো প্রয়োজন,—হাজার হোক 'মহান সমরকৌশলী'কে দায়ী করা চলে না! সুতরাং একটি ছোট্ট, শ'খানেক জেনারেল-এর ঢেউ বইল। '৪১-এর গ্রীষ্মে জেনারেলরা মস্কোর জেলগুলিতে পৌঁছলেন; বন্দীবাহী পরিবহনযোগে '৪১ অক্টোবরে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরা প্রধানতঃ বিমান বাহিনীর অফিসার। বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার শ্মুশ্‌কেভিচ্ এবং জেনারেল তুখিন্‌ও এদের মধ্যে ছিলেন। শোনা যায়, তুখিন বলেছিলেন, "আগে জানতে পারলে প্রিয় জাতির জনকের উপর বোমা ফেলে জেলে যেতাম!"

মস্কোর উপকণ্ঠে বিজয়ের ফলে এক নতুন ঢেউ দেখা দিয়েছিল,—অপরাধী মস্কোবাসীর ঢেউ। ঘটনা ঘটবার অনেক পরে দেখা গেল সরকার শহর ত্যাগ করে গেলেও যে সব মস্কোবাসী শহর শূন্য করার সময় ছেড়ে যাননি বরং দুঃসাহসে ভর করে রয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ঐ কারণেই সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতার (৫৮—১০) অথবা জার্ম্মানদের প্রতীক্ষায় মস্কোয় থেকে যাওয়ার সন্দেহে পড়লেন (৫৮—১ক এবং ১৯ অনুচ্ছেদ, যা '৪৫ পর্য্যন্ত মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের জিজ্ঞাসাবাদকারীদের অফুরন্ত রসদ যুগিয়েছিল)।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে ৫৮—১০ বা সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলনের জন্য ধর-পাকড় কখনই বন্ধ হয়নি; যুদ্ধরেখা বা যুদ্ধরেখা থেকে দূরে সারা যুদ্ধকাল ব্যাপী সক্রিয় ছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রে বলা হত, পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ চলছে। তবু শূন্যীকৃত অঞ্চলের মানুষ পশ্চাদপসরণের ভয়াবহতার কথা বলাবলি করলে ৫৮—১০ পেত। যুদ্ধরেখা থেকে দূরে খাদ্য সরবরাহের অপ্রতুলতা সম্পর্কে অপবাদময় গুজব

ছড়ালে ; জার্মানদের অত্যুৎকৃষ্ট সমরসম্ভার আছে, যুদ্ধরেখা সমীপে এই গুজব ছড়ালে : এক-অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের মানুষ অর্দ্ধাশনে মরছে, '৪২ সালে [illegible] কোথাও এই গুজব রটালে, ৫৮—১০ সাজা দেওয়া হত।

'৪২-এ কের্চ্ (১২০,০০০ বন্দী) এবং খারকভ্ (আরও বেশী) বিপর্য্যয়ের পর, এবং ককেশাস পর্ব্বত ও ভল্গা নদী অঞ্চলে দক্ষিণাভিমুখে বিপুল পশ্চাদপসরণের সময় অফিসার এবং সৈন্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঢেউ বয়েছিল। যারা স্বস্থানে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে চায়নি, যারা অনুমতি বিনা পশ্চাদপসরণ করেছিল,—যাদের সম্পর্কে স্ট্যালিন তাঁর অমর ২২৭ নম্বর আদেশে বলেছেন, দেশমাতৃকা তাদের লজ্জাকর অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারে না,—এই ঢেউয়ে ভাসল। ঢেউটি অবশ্য গুলাগ্ পৌঁছয়নি। সামরিক ডিভিশনের বিচারালয়ে ত্বরান্বিত বিচারের পর এদের প্রত্যেককে শাস্তিমূলক ব্যাটালিয়নে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এদের রক্তে অগ্রগামী বাহিনীর অবস্থান রঞ্জিত হল। চিহ্নমাত্র রইল না। স্ট্যালিনগ্রাদ বিজয়ের ভিত্তিও এইভাবে রচিত হয়েছিল। সাধারণ রুশ ইতিহাস সে কথা স্বীকার না করলেও, পয়ঃপ্রণালীর গোপন ইতিহাসে তা মুদ্রিত হয়েছে।

(প্রসঙ্গতঃ, যে ঢেউগুলি বাইরে থেকে গুলাগ্-এ এসেছিল, কেবলমাত্র সেগুলি উল্লেখ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। শিবিরে শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে পাত্র থেকে পাত্রান্তরে আভ্যন্তরীণ সঞ্চালনে কখনো ছেদ পড়েনি। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে এর প্রবলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা হোক, বর্ত্তমান অধ্যায়ে ঐ বিষয়ে আলোচনা করব না)।

অন্ততঃ বিবেকের খাতিরে কয়েকটি যুদ্ধকালীন পাল্টা ঢেউয়ের উল্লেখ প্রয়োজন,—যথা পূর্ব্বোল্লিখিত চেক ও পোলদের মুক্তি দান ; এবং যুদ্ধরেখা সমীপে লড়াই করার উদ্দেশ্যে পেশাদার অপরাধীদের মুক্তি দান।

'৪৩-এর পর যখন যুদ্ধের গতি আমাদের অনুকূলে এল, অধিকৃত অঞ্চল এবং ইউরোপ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢেউ সুরু হয়ে '৪৬ পর্য্যন্ত প্রতি বছর তা' স্ফীত হল। এর দুটি ধারা ছিল : (১) জার্মান অধীনে বা জার্মানদের সাথে বসবাসকারী বেসামরিক ব্যক্তিদের দেওয়া হল 'ক', অর্থাৎ ৫৮—১ক বা দশ বছর ; (২) যুদ্ধবন্দী হওয়া সামরিক ব্যক্তিরা পেল 'খ', অর্থাৎ ৫৮—১খ বা দশ বছর।

স্বাভাবিক নিয়মে জার্মান অধিকৃত এলাকার সব বাসিন্দাই বাঁচতে চাইত। তাই হাত গুটিয়ে থাকতে পারত না। অতএব যুক্তির খাতিরে বলতে হয় তারা উপার্জ্জন করত, গ্রাসাচ্ছাদনের সাথে অর্জ্জন করত ভবিষ্যতের জন্য একটি দণ্ডাজ্ঞা,—দেশমাতৃকার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নিদেন পক্ষে শত্রুপক্ষের সহায়তার জন্য। বাস্তবে অবশ্য পাসপোর্টে অঙ্কিত ক্রমিক সংখ্যা লক্ষ্য করলে বোঝা যেত ব্যক্তিটি অধিকৃত অঞ্চলাগত কিনা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই লোকগুলির গ্রেফতার অযৌক্তিক প্রতীয়মান

হত। কারণ সেক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ ভূভাগ জনশূন্য হয়ে যাওয়ার কথা। জার্মানদের সাথে হরিহরাত্মা, সম্পূর্ণ দোষী, অর্দ্ধেক দোষী, সিকি দোষী,—ইত্যাদির কোন শতকরা অংশ গ্রেফতার করলেই সার্ব্বিক সচেতনতার উচ্চমান বজায় রাখা চলত। হাজার হোক, দশ লক্ষের শতকরা এক অংশেই এক ডজন পূর্ণাঙ্গ শিবির ভরে যেত।

যদি ভেবে থাকেন জার্মান-বিরোধী গুপ্তসমিতিতে যোগদানের ফলে এই গ্রেফতার ঢেউ থেকে রেহাই মিলবে, সে আশা পরিত্যাগ করুন। একাধিক ক্ষেত্রে রেহাই মেলেনি। যেমন, গোপন খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুপ্তসমিতি কিয়েভ্ কমিউনিস্ট যুবদলের এক সভ্যকে জার্মান-অধিকৃত কিয়েভ্ পুলিশে চাকরি করতে পাঠিয়েছিল। যুবকটি সরল মনে তার যুব দলকে সব বৃত্তান্ত জানাত। তবু সোভিয়েত ফৌজ কিয়েভ্ পুনর্দ্দখল করার পর তার দশ বছর সাজা হল কারণ পুলিশে কাজ করার সময় সে শত্রুর ভাবধারা গ্রহণ এবং তার কয়েকটি আদেশ কার্য্যকরী করতে পারেনি।

যারা ইউরোপে ছিল তারা কঠোরতম শাস্তি পেল, যদিও তাদের আগেই জবরদস্তি জার্মান ক্রীতদাস হতে হয়েছে। কারণ ইউরোপীয় জীবনের সাথে তাদের পরিচয় হয়েছে, এবং সে সম্পর্কে তারা কিছু বলতে পারে। (কয়েকজন বুদ্ধিমান লেখকের ভ্রমণবৃত্তান্ত বাদ দিলে) অবশ্য যুদ্ধোত্তর ধ্বংস এবং অব্যবস্থার মধ্যে এদের মুখে ইউরোপের গল্প বিশেষ রোচক শোনাত না। কারণ ইউরোপের অবস্থা শোচনীয় এবং সেখানে বসবাস একরকম অসম্ভব,—বক্তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই একথা বলবার ক্ষমতা ছিল।

অধিকাংশ যুদ্ধবন্দীকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। তারা নিজেদের জার্মান যুদ্ধবন্দী হতে দিয়েছিল, এই অভিযোগে নয়। বরং তারা জার্মান যুদ্ধবন্দী হিসাবে ইউরোপ দেখেছে, এই অভিযোগে। এ ব্যাপারে জার্মান মৃত্যুশিবিরে কাটানো অপেক্ষা পশ্চিম ইউরোপ দেখা যুদ্ধবন্দীর উপর কর্তৃপক্ষের অধিকতর নজর ছিল।[৪২] অন্তরীণ বন্দীদেরও যুদ্ধবন্দীদের মত কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। যেমন, যুদ্ধের গোড়ার দিকে একটি রুশ যুদ্ধজাহাজ (ডেস্ট্রয়ার) সুইডেন উপকূলে চড়ায় আটকে গিয়েছিল। ঐ জাহাজের নাবিকরা এত আরাম এবং বিলাসে যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত সুইডেনে কাটাল যা স্বদেশে ভোগ করার সৌভাগ্য তাদের ইতিপূর্ব্বে হয়নি, পরেও হত না। যে সময় সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চাদপসরণ এবং পাল্টা আক্রমণের মধ্যে অর্দ্ধাশনে প্রাণ দিচ্ছিল তখনই শয়তানগুলি নিরপেক্ষ সুইডেনে মজা লুটেছে। যুদ্ধাবসানের পর সুইডেন ডেস্ট্রয়ারসহ নাবিকগুলিকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাল। যদিও ওদের মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছিল সন্দেহাতীত, তবু মামলাটি ঠিক জমল না। অবশেষে ধনতান্ত্রিক সুইডেনে ভাল খাওয়া দাওয়া আর সেখানকার স্বাধীন জীবনের প্রশংসা করার জন্য সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে ওদের সাজা দেওয়া হল। এদেরই নাম কাদেস্কোর দল।[৪৩]

প্রাক্তন জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলের বড় ঢেউয়ের অন্তর্গত কয়েকটি জাতির ঠাসা, দ্রুত ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়েছিল: (১) '৪৩-এ কাল্‌মুক, চেচেন, ইঙ্গুশ এবং বলকান; এবং (২) '৪৪-এ ক্রিমীয় তাতারের ঢেউ।

সেনাবাহিনী এবং সামরিক যানবাহনের অঢেল সহায়তা বিনা ঐ জাতিগুলিকে অর্গান অত দ্রুত এবং সোৎসাহে চির নির্ব্বাসনে ঠেলে পাঠাতে পারত না। সেনাদল অতি বীরদর্পে ওদের বসতি ঘিরে ফেলত। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ছত্রসেনার আক্রমণের গতিতে ওদের বেশ কয়েক শতাব্দীর বাস থেকে উঠিয়ে রেল স্টেশনে এনে তুলত। সেখান থেকে ট্রেন বোঝাই করে সাইবেরিয়া, কাজাকস্তান, মধ্য এশিয়া এবং উত্তর রাশিয়ায় চালান দিত। একদিনের ব্যবধানে যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ওদের "উত্তরাধিকারীদের" কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যেত।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, ঐ জাতিগুলির ভাগ্যেও তাই ঘটল: একমাত্র রক্তের দরুন ওদের নির্ব্বাসন দেওয়া হল। ওদের বেলাও প্রশ্নপত্র ভর্ত্তি করার ঝামেলা নেওয়া হয়নি। অন্যান্য সবার সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, শ্রমবীর এবং তখনো অসমাপ্ত যুদ্ধের বীর সেনানীদেরও ঠেলে পাঠানো হয়েছিল।

যুদ্ধের শেষ বছরগুলিতে অবশ্য জার্মান যুদ্ধাপরাধীর ঢেউ বয়েছিল। যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে তাদের বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল। বিচারালয়ের রায়ের ফলে তাদের গুলাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে পাঠানো হয়।

'৪৫-এ জাপানের সাথে যুদ্ধ তিন সপ্তাহের বেশী না চললেও, বিপুল সংখ্যক জাপানী যুদ্ধবন্দীকে সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার জরুরী নির্মাণপ্রকল্পে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। একই পদ্ধতিতে ওদের ভিতর থেকে যুদ্ধাপরাধী বাছাই করে গুলাগে পাঠানো হয়েছিল।[৪৪]

'৪৪-এর শেষে বলকান দেশগুলিতে, বিশেষতঃ '৪৫-এ মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে রুশ সেনার পদার্পণের পর দেশত্যাগী রুশদের একটি ঢেউ গুলাগে পৌঁচেছিল। এদের অধিকাংশই বয়স্ক, বিপ্লবের সময় দেশত্যাগী। অবশ্য যুবকও ছিল, যারা রাশিয়ার বাইরে বড় হয়েছে। সাধারণতঃ পুরুষদেরই ধরে আনা হত। অবশ্য পুরুষ হলেই ধরা হত না। বিগত পঁচিশ বছরে, বিশেষতঃ বিপ্লবের সময় বা তার আগে, যারা এমন কি মৃদুতম রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেছে, তাদের সবাইকে ধরা হয়েছিল। যারা সম্পূর্ণ উদ্ভিদ জীবন যাপন করেছে, তাদের ধরা হয়নি। মুখ্য ঢেউগুলি এসেছিল বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া থেকে। জার্মানী আর অষ্ট্রিয়া থেকে ক্ষীণ ঢেউগুলি এসেছিল। বাদ বাকি পূর্ব্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে রুশজাতির বসবাস ছিল না বললেই হয়।

যেন '৪৫-এর প্রত্যুত্তর হিসাবেই মাঞ্চুরিয়া থেকেও রুশ জাতির ঢেউ বয়েছিল ওদের অনেককে সাথে সাথে গ্রেফতার করা হয়নি, স্বাধীন মানুষ হিসাবে সপরিবারে স্বদেশে ফিরতে উৎসাহ দেওয়া হত। রাশিয়াতে পদার্পণের পরই পরিবার ভেঙ্গে দিয়ে জেল অথবা নির্ব্বাসনে পাঠানো হত।

অবশেষে '৪৫ এবং '৪৬ জুড়ে সোভিয়েত সরকারের প্রকৃত শত্রুর বিপুল ঢেউ গুলাগ ভাসিয়েছিল। হিটলার-গঠিত জাতীয় সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত মুসলমানরা, ভ্লাসভের দলবল এবং ক্রাসনভ্ কশাক্‌রা এই ঢেউয়ে ছিল। এদের অনেকে বিশ্বাস-অনুযায়ী সোভিয়েত বিরোধিতা করেছিল, বাদ বাকি তা করতে বাধ্য হয়েছিল।

এদের সাথে ধরা পড়েছিল সোভিয়েত সরকারের আওতা থেকে পালানো বিভিন্ন বয়স এবং উভয় লিঙ্গের অন্যূন দশ লক্ষ নাগরিক। সৌভাগ্যক্রমে এরা মিত্রপক্ষের এলাকায় আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ শঠতা করে '৪৬-'৪৭-এ এদের সোভিয়েতের হাতে তুলে দিয়েছিল।[৪৫]

আভ্যন্তরীণ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, মিকোলজিক্-এর অনুচর, বেশ কিছু পোল আমাদের জেল মারফত '৪৫-এ গুলাগে পৌঁচেছিল। এদের সাথে বহু রুমানীয় এবং হাঙ্গেরীয়ও ছিল।

বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর অনেক বছর পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদী ইউক্রেনীয়র (বান্দেরভৎসি) অঢেল একটানা ঢেউ বয়েছিল।

যুদ্ধোত্তরকালীন লক্ষ লক্ষ মানুষের স্থানান্তরের পটভূমিকায় নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলির দিকে অল্প লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে :

'৪৬-'৪৭-এ বিদেশীর বান্ধবী,—অর্থাৎ বিদেশীদের সোভিয়েত বান্ধবীদের ৭-৩৫ ধারা অনুসারে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু হিসাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

স্পেনীয় শিশু,—স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় বহু স্পেনীয় শিশুকে রুশ দেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের শেষে ওরা সাবালক হয়ে গেল। আমাদের দেশের আবাসিক বিদ্যালয়ে মানুষ হলেও ওরা আমাদের গণজীবনে খাপ খেত না। অনেকে দেশে ফিরতে চাইত এবং একগুঁয়েরা আমেরিকানদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে ৫৮—৬ ধারা অনুসারে কঠোর শাস্তি পেল।

পক্ষপাতশূন্য বিচার করতে হলে '৪৭-এ পুরোহিতদের পাল্টা ঢেউয়ের কথা ভোলা চলে না। সত্যিই অবিশ্বাস্য, ত্রিশ বছরের মধ্যে সেই প্রথম পুরোহিতদের মুক্তি দেওয়া হল! অবশ্য তাঁদের মুক্তি দান করার জন্য শিবিরে শিবিরে খোঁজ নেওয়া হয়নি। কিন্তু কোন নাগরিক পরিচিত পুরোহিতের নাম এবং সঠিক অবস্থান বলতে পারলে সেই বিশেষ পুরোহিতটিকে মুক্তি দেওয়া হত। তখন গীর্জ্জার পুনরুজ্জীবন সুরু হয়েছে, এবং গীর্জ্জাকে বলীয়ান করার জন্য পুরোহিত প্রয়োজন।

□

আমি আর একবার পাঠকবর্গকে স্মরণ করাতে চাই, যে কটি ঢেউ গুলাগকে সমৃদ্ধ করেছিল বর্তমান অধ্যায়ে তাদের সব কটি উল্লেখ করা হয়নি; কেবল রাজনৈতিক সম্পর্ক জড়িত ঢেউগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। শারীরতত্ত্ব পঠনে সূক্ষ্ম সঞ্চালন প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পর যেমন কোষাদি সম্পর্কে অনুরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব, তেমনি অতঃপর আমরা '১৮ থেকে '৫৩ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরাজনৈতিক এবং স্বভাব অপরাধীর ঢেউয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। এই আলোচনাটিও দীর্ঘাঙ্গ। এতে এমন অনেক কুখ্যাত আদেশের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যেগুলি আজ আংশিক বিস্মৃত (যদিও এগুলি কখনই প্রত্যাহৃত হয়নি) হলেও এক সময় অতৃপ্ত গুলাগকে মনুষ্যরূপী খাদ্যের অফুরন্ত যোগান দিয়েছে। যেমন অনুপস্থিতি সংক্রান্ত আদেশ, এবং নিম্ন মানের সম্ভার উৎপাদন বিষয়ক আদেশ। এ ব্যতীত ছিল বেআইনী মদ চোলাই সংক্রান্ত আদেশ। শেষোক্ত আদেশ বলে ধরপাকড় '২২ সালে সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁচেছিল এবং দ্বিতীয় দশক জুড়ে চলেছিল। আরও ছিল যৌথ খামারের কৃষক দ্বারা মান অনুযায়ী আবশ্যিক শ্রম দিবস পূরণে ব্যর্থতা সংক্রান্ত আদেশ; এবং এপ্রিল '৪৩-এ (যুদ্ধের গোড়ার দিকে যখন একটু ভালর দিকে মোড় নিয়েছিল, তখন নয়) রেলপথে সামরিক শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন আদেশ।

জারী করার সময় মহামতি পিটারের অনুসরণে উপরোক্ত আদেশগুলি রুশ বিধানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত, যদিও পূর্ব্বতন আইনগুলির বিবেচনা বা সম্পর্ক এগুলিতে থাকত না। ধরা হত পণ্ডিত আইনজ্ঞরা আইনের শাখাগুলির সমন্বয় সাধন করবেন। সে কাজে না ছিল তাঁদের উৎসাহ, না পেতেন বিশেষ সফলতা।

নিরন্তর আদেশ প্রবাহের ফলে এক অদ্ভুত দেশজোড়া আইন ভঙ্গের এবং অপরাধ প্রবণতার ধাঁচ দেখা দিয়েছিল। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে অতি দ্রুত ব্যবধানে বা দেশের বহু জায়গায় এক সাথে কামুকতা বা জৈব প্রবৃত্তি রোধে অক্ষমতার দরুন বলাৎকার, খুন, চুরি বা বেআইনী মদ চোলাই ঘটা অসম্ভব। সত্যিই অসম্ভব। বরং দৃষ্টান্তগুলিতে চোখে পড়ার মত একটি বিশেষ ধাঁচ এবং একঘেয়েমি প্রকট। যেন প্রতিটি আইনভঙ্গ বা অপরাধ আধুনিকতম আদেশটির আওতায় পড়তে বাধ্য এবং অতি দ্রুত তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সেই বিশেষ অপরাধটি,—যার সম্ভাবনা পূর্ব্বাহ্ণে ভাবা হয়েছিল এবং যার জন্য নতুন আইন কঠোরতর শাস্তি বিধান মঞ্জুর করেছিল,—অপর কোথাও ঘটবে।

রেলপথ সামরিকীকরণ আদেশের ফলে স্ত্রীলোক এবং উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ের ভিড়ে সামরিক বিচারালয় ভর্ত্তি হয়ে যেত। যুদ্ধের দিনগুলিতে ওরাই রেলপথের

অধিকাংশ কাজ করত। কিন্তু সামরিক শিক্ষার অভাবে ওরা প্রায়ই আইনভঙ্গ করত এবং প্রাপ্যানুরূপ দ্রুত কাজ না করার অপরাধে অভিযুক্ত হত। মান অনুযায়ী আবশ্যিক শ্রম দিবস পূরণে ব্যর্থতা সংক্রান্ত আদেশ সেই কৃষকগুলিকে সরানোর পথ খুলে দিল যারা নিজ শ্রমের বিনিময়ে যৌথ খামারের খাতায় "শ্রম-দিবস সংখ্যা" নিয়ে খুশি হত না, উৎপন্ন শস্য দাবী করত। উক্ত আদেশ জারীর আগে দণ্ডবিধির "অর্থনৈতিক প্রতিবিপ্লব" সংক্রান্ত ধারা অনুযায়ী ঐ কৃষকগুলির বিচার প্রয়োজন হত। অতঃপর কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির সমর্থনযুক্ত যৌথ খামারের আদেশ বলেই চলতে লাগল। নির্ব্বাসনে গিয়েও কৃষকগুলি অবশ্য এই চিন্তা করে আশ্বস্ত হত যে, ওরা অন্ততঃ গণশত্রু গণ্য হয়নি। ক্ষেত্র ভেদে শ্রমদিবসের আবশ্যিক মানের তফাৎ ঘটত; সহজতম ছিল ককেশাসের অধিবাসীদের জন্য, —বছরে ৭৫টি শ্রমদিবস। তা সত্ত্বেও ওদের অনেককে ক্রাসনোইয়ারস্ক প্রদেশে আট বছর নির্ব্বাসন যেতে হয়েছিল।

যেমন বলেছি, আমি অরাজনৈতিক এবং সাধারণ অপরাধী ঢেউয়ের দীর্ঘায়িত, বিলাসবহুল আলোচনায় যাব না। কিন্তু একবার '৪৭ সাল সম্পর্কে বলবার পর স্ট্যালিনের জমকালো আদেশগুলির অন্যতমটির বিষয়ে চুপ করে থাকা চলে না। আগেই বলেছি, এক ছড়া শস্য, একটি শশা, দুটি ছোট ছোট আলু, ফকখণ্ড কাঠ বা একগুলি সুতো নেওয়ার অপরাধে কুখ্যাত "সাতের আট" ধারা অনুযায়ী লোকগুলিকে যথেচ্ছা ধরে দশ বছর জেল দেওয়া হত।[৪৬]

স্ট্যালিন বুঝলেন, সময়ের পরিবর্ত্তনের সাথে প্রয়োজনও পাল্টিয়েছে। যে দশ বছর শাস্তি মারাত্মক যুদ্ধের প্রাক্কালে যথেষ্ট ছিল ঐতিহাসিক জগৎব্যাপী বিজয়ের প্রাক্কালে তা অকিঞ্চিৎকর। দণ্ডবিধি এবং চুরি ডাকাতি বিষয়ে দণ্ডবিধির অজস্র ধারা ও আদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ৪।৬।৪৭-এ আদেশ জারী করা হল, যা আগেকার সব কটিকে ছাড়িয়ে গেল। কয়েদীরা তাতে ভয়চকিত হল না; আদেশটির নামকরণ করল "চারের ছয়।"

নতুন আদেশের প্রথম সুবিধা ছিল তার নতুনত্বে। আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত্তেই আদেশটিতে বর্ণিত অপরাধে মুষলবর্ষণ সুরু হয়ে নবদণ্ডিত বন্দীর অবিরাম ঢেউ পরিপুষ্ট করল। এ ব্যতীত ছিল কয়েদের মেয়াদের অধিকতর সুবিধা। ক্ষেত থেকে কয়েক ছড়া শস্য তুলে আনতে একটি মেয়ে যদি দুটি বান্ধবীকে সাথে নিয়ে যায় ("সংগঠিত দল"), বা কয়েকটি বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়ে যদি শশা বা আপেল চুরি করে খায়, তাহলে দণ্ড শিবিরে বিশ বছর। কল-কারখানায় সর্ব্বোচ্চ শাস্তি বর্দ্ধিত করে পঁচিশ বছর করা হল। মানবতার খাতিরে প্রাণদণ্ড রদের কিছুকাল পর সিকি শতাব্দী নামে অভিহিত এই আদেশটি জারী করা হয়েছিল।[৪৭]

অবশেষে আইনের একটি পুরানো ত্রুটি সংশোধিত হল। এর আগে শুধু রাজনৈতিক অপরাধের নিন্দা বা অভিযোগে গাফিলতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ গণ্য হত। অতঃপর সামান্য রাজ্য বা সমবায় খামারের সম্পত্তি চুরির বৃত্তান্ত জানা সত্ত্বেও গোপন করলে দণ্ড শিবিরে তিন বছর বা সাত বছর নির্ব্বাসন হত।

উক্ত আদেশের অনতিকাল পর গ্রাম এবং শহরাঞ্চল থেকে ডিভিশনের পর ডিভিশন বন্দীকে গুলাগে মৃত ঐ অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে পাঠানো সুরু হল। এই ঢেউগুলি পুলিশ এবং সাধারণ বিচারালয়ের প্রণালী বেয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রণালী ভারগ্রস্ত করেনি; কারণ যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে এমনিতেই তার ভার বইবার ক্ষমতা অতিক্রান্ত হয়েছিল।

ফ্যাসীবাদ জয়ের পর রাজনৈতিক বন্দীদের উপর স্ট্যালিনের নতুন নীতির,—যদ্দ্বারা অধিকতর সংখ্যক মানুষকে অধিকতর উৎসাহে পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড দানের কার্য্যকারিতা বোঝান হয়েছিল,—নিমেষে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

সোভিয়েত গণজীবনে তীব্রতর সজাগতা এবং ধরপাকড়ের জন্য স্মরণীয় '৪৮—'৪৯ সাল স্ট্যালিনীয় ন্যায় বিচারের অভাবের যুগেও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যঙ্গ-বেদনার মিশ্রিত পরিবেশনের জন্য উল্লেখনীয়,—পুনর্ব্বারের ঢেউ।

মৃত্যুর হাত এড়ানো '৩৭ মডেলের দুর্ভাগ্য আসামী যারা দশটি অসম্ভব, দুঃসহ বছর কাটিয়ে মুক্তির রাজ্যে ভীতত্রস্ত পদক্ষেপ করেছিল ··· ··· নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, ভগ্ন স্বাস্থ্যে শুধু জীবনের বাকি দিনগুলি কথঞ্চিত শান্তিতে কাটানোর দুরাশা বুকে নিয়ে,—তারাই গুলাগের পরিভাষায় পুনর্ব্বারের ঢেউয়ে ভেসেছিল। কোন ক্রূর কল্পনা বা অদম্য হিংসা অথবা অতৃপ্ত প্রতিশোধ স্পৃহা তাড়িত হয়ে বিজয়ী জেনারেলিসিমো স্ট্যালিন নতুন অভিযোগ ছাড়াই ঐ পঙ্গু মানুষগুলির গ্রেফতারের আদেশ দিলেন! মাংস কিমা করার যন্ত্রকে তার নিজের জঞ্জাল দিয়ে ভরে রাখা আর্থিক এবং রাজনৈতিক বিচারে লোকসানজনক। তবু স্ট্যালিন হুকুম করলেন। এই একটি ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক প্রয়োজনের মোকাবিলায় খামখেয়ালিপনা করেছেন।

অতএব নতুন জায়গা বা পরিবারে পাকাপাকিভাবে বসবার সুযোগ পাওয়ার আগেই ওদের সবাইকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন হল। যে শ্রান্ত উদাসীনতা নিয়ে ওরা এসেছিল তাই নিয়ে ফিরে গেল। আগামী দুঃখময় দিনগুলি সম্বন্ধে ওরা জানত। ওরা না প্রশ্ন করল "কী জন্য?" না পরিবারবর্গকে বলল, "ফিরে আসব।" ধূলি মলিন, কুৎসিত জামা কাপড় গায়ে দিয়ে ওরা শিবিরে ব্যবহার্য্য তামাকের থলিতে কিছু মাখোর্কা তামাক ভরে নিল; চলল স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করতে। একটিমাত্র প্রশ্ন: "তুমি জেলে ছিলে?" "হ্যাঁ।" "ঠিক আছে, আরো দশ বছর জেলে থাকো।"

এমন সময় শ্রী স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত করলেন, '৩৭ সালে দণ্ডিতদের মধ্যে তখনো

জীবিত লোকগুলিকে গ্রেফতার করাই যথেষ্ট নয়! তাঁর চিরবৈরীগুলির সন্তানদের কী হবে? তাদেরও কয়েদ করতে হবে। ওরাও ত' বেড়ে উঠেছে; যদি ওদের প্রতিহিংসা জেগে ওঠে? রাতে খুব বেশী খাওয়া দাওয়ার পর স্ট্যালিন হয়ত ঐ শিশুগুলির দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন। সুতরাং তালিকাভিত্তিক খোঁজ খবর করে শিশুদের ধরা হল,— অবশ্য অত্যন্ত বেশী সংখ্যায় নয়। শুদ্ধিকৃত সেনাদল কমাণ্ডারের সন্তানদের ধরা হল; কিন্তু সব ট্রটস্কিপন্থীর সন্তানদের ধরা হল না। সুতরাং প্রতিহিংসাপরায়ণ সন্তানের ঢেউ শুরু হল। ধৃতদের ভিতর ছিলেন সতেরো বছর বয়স্কা লেনা কোসারিয়েভা এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা ইয়েলেনা রাকোভ্স্কায়া।

বিরাট ইউরোপীয় উত্থানপতনের পর '৪৮ নাগাদ স্ট্যালিন আর একবার নিজেকে সুরক্ষা বেষ্টনীতে ঘিরে ছাদটিকেও নিজের কাছাকাছি নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এই ক্ষীয়মান পরিসরে '৩৭-এর ত্রাস পুনঃসঞ্চার করেছিলেন। '৪৮, '৪৯ এবং '৫০-এ বইল:

অভিযুক্ত গুপ্তচরের ঢেউ (দশ বছর আগে ছিল জার্মান এবং জাপানী; নতুন এল ইঙ্গ-মার্কিন)।

ধর্মবিশ্বাসীর ঢেউ (অধিকাংশই গোঁড়া খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বহির্ভূত)।

স্বর্গতঃ ভ্যাভিলভ মেণ্ডেলের শিষ্য, প্রজনন এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর ঢেউ। এঁরা ইতিপূর্ব্বে গ্রেফতার হননি।

সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তির (এবং বিশেষ কঠোরভাবে, ছাত্রের) ঢেউ, পাশ্চাত্য সম্পর্কে যাদের তখনো যথেষ্ট ভীত করে তোলা যায়নি। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ (১) ভি. এ. টি.—মার্কিন প্রযুক্তিবিদ্যার স্তুতি; (২) ভি. এ. ডি.—মার্কিন গণতন্ত্রের স্তুতি; এবং (৩) পি. জেড—পাশ্চাত্যের পদলেহন।

উপরোক্ত ঢেউগুলি '৩৭-এর অনুরূপ হলেও, দণ্ডের প্রভেদ ঘটত। বাপ পিতামহের আমলের দশ বছর শাস্তি আর তখন মাপা সাজা ছিল না। নতুন স্ট্যালিনী পঁচিশ বছর কারাদণ্ডই সে স্থান নিয়েছিল। তখন উঠতি বয়সের অপরাধীদের জন্য দশ বছর তোলা থাকত।

রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য সংক্রান্ত আদেশ থেকেও একটি বড় ঢেউ উৎপন্ন হয়েছিল। (বহু জিনিষ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য গণ্য হত: আঞ্চলিক ফসল উৎপাদন এবং মহামারীর পরিসংখ্যান; যে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারখানায় উৎপন্ন বস্তুর ধরন; বেসামরিক বিমানপোত, পৌর যানবাহন চলাচলের পথ, শিবিরে আটক বন্দীর পদবী ইত্যাদির উল্লেখ) এই আদেশ অমান্যের ফলে পনেরো বছর মিলত।

জাতি গ্রেফতারের ঢেউও থেমে থাকেনি! বান্দেরভৎসি অথবা জাতীয়তাবাদী ইউক্রেনীয়রা যে জঙ্গল থেকে যুদ্ধ চালাত সেখান থেকেই তাদের গ্রেফতার করা

হয়েছিল এবং এই ঢেউয়ে কখনো ছেদ পড়েনি। বিদ্রোহীদের সহায়তার সন্দেহে পশ্চিম ইউক্রেনের সব গ্রামবাসীকে দশ বছর জেল অথবা পাঁচ বছর নির্ব্বাসন দেওয়া হল,—হয়ত কেউ কোন বিদ্রোহীকে ঘরে রাত কাটাতে বা খেতে দিয়েছে অথবা ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে জানায়নি। '৫০ সাল থেকে এক বছর পর্য্যন্ত বান্দেরভংসিদের স্ত্রী-এর ঢেউ বয়েছিল। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করার অপরাধে তাদের প্রত্যেককে দশ বছর সাজা দেওয়া হয়েছিল, যাতে স্বামীগুলিকে আরও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা যায়।

এই সময় নাগাদ লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়ায় প্রতিরোধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু যৌথ খামার প্রবর্ত্তন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে '৪৯-এ নতুন 'সামাজিক ব্যাধি নিরোধের' ঢেউ বইতে লাগল। তিনটি বাল্টিক সাধারণতন্ত্রের শহরাঞ্চলের মানুষ এবং গ্রামের চাষাদের ট্রেনে বোঝাই করে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দেওয়া হল। (সাধারণতন্ত্রগুলির ঐতিহাসিক ছন্দ ব্যাহত হয়েছিল; ওরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংযুক্ত রুশ সাধারণতন্ত্রের বাদবাকি অংশের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করেছিল)

আর একটি জাতীয়তাবাদীর ঢেউ '৪৮-এ নির্ব্বাসনে পৌঁচেছিল। এরা সুখুমি, কুবান এবং আজভ্ সাগরের উপকূলবাসী গ্রীক। জাতির পিতাকে ওরা কোন কারণে রুষ্ট না করলেও, তিনি যেন তাদের উপর গ্রীসে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ঢেউটিও ব্যক্তিগত উন্মত্ততা প্রসূত। অধিকাংশ গ্রীককে মধ্য এশিয়ায় নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল; যারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, তাদের রাজনৈতিক কারাগারে ঠেলে দেওয়া হল।

একই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা ইতিপূর্ব্বে নির্ব্বাসিতদের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কোসের সেনাদলের গ্রীক বিদ্রোহীদের,—বুলগেরিয়া যাদের রুশদের হাতে তুলে দিয়েছিল,—'৫০-এর কাছাকাছি জাহাজ বোঝাই করে গুলাগে পাঠানো হল।

স্ট্যালিনের জীবনের শেষ বছরগুলিতে ইহুদির ঢেউ দেখা দিল। '৫০ সালে আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে অল্প অল্প ইহুদিদের ধরা সুরু হয়েছিল এবং সেই জন্য 'ডাক্তারের' মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছিল। এ সব থেকে মনে হয় স্ট্যালিন ব্যাপক ইহুদি নিধন যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন।[৪৮]

পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় কোটি কোটি মানুষের স্থানান্তর এবং গুলাগে বসতি স্থাপনের জন্য হৃদয়হীন, ঠাসবুনানির পরিকল্পনা এবং নিরন্তর, অনলস প্রয়াস কাজে লাগানো হয়েছিল।

উপরন্তু আমাদের দেশে কখনো কারাগার শূন্য ত' ছিলই না, বরং ছিল অতি জঘন্যভাবে ঠাসা বোঝাই।

আর যখন আপনি মনের সুখে নির্দোষ আণবিক তত্ত্বের অধ্যয়নে, সার্ত্রের উপর হেডেগারের প্রভাব গবেষণা, পিকাসোর ছবির নকল কেনায় মগ্ন অথবা রেলগাড়ির শয়নযানের আরোহী হয়ে ছুটি উপভোগ করতে চলেছেন বা মস্কোর উপকণ্ঠে সম্প্রতি তৈরী নিজের বাগান বাড়ির গায়ে শেষ তুলির আঁচড় টানতে ব্যস্ত, তখনই কালো মারিয়া গাড়িগুলি অনবরত ছুটে চলেছে আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার লোকগুলি হয় লোকের বাড়ির দরজায় টোকা দিচ্ছে নয় কলিং বেল টিপছে।

সব শেষে আমি মনে করি, বিবরণগুলি প্রমাণ করে যে অর্গানের লোকগুলি কখনই মাইনের বিনিময়ে পরিশ্রম দিতে গাফিলতি করেনি।

তৃতীয় অধ্যায়

জিজ্ঞাসাবাদ

চেকভের নাটকের বুদ্ধিজীবীরা, যারা বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পরে কি হবে ভেবে মরত, তাদের যদি বলা হত চল্লিশ বছরের ভিতর রুশ দেশে নির্যাতনমূলক জিজ্ঞাসাবাদ চালু হবে; বন্দীদের মাথা লোহার রিং-এর মধ্যে চেপে দেওয়া হবে;[১] মানুষকে এ্যাসিডের চৌবাচ্চায় ঠেসে ধরা হবে;[২] উলঙ্গ বন্দীকে ছারপোকা আর পিঁপড়ের মধ্যে ঠেসে রাখা হবে; একটি লৌহশলাকা স্টোভে উত্তপ্ত করে বন্দীর গুহ্যদ্বারে ঢোকান হবে ("গুপ্তনিশানা"); ভারী বুটের নিচে তার জননেন্দ্রিয় পিষে দেওয়া হবে; এবং ঐ সম্ভাব্য সুন্দরতম অবস্থায় বেদম প্রহারের পর জল এবং নিদ্রা বঞ্চিত করে তাকে নিপীড়ন করা হবে, চেকভের কোন নাটকই শেষ পর্য্যন্ত অভিনীত হত না। কারণ সব কটি নায়কই তার আগে উন্মাদাশ্রমের বাসিন্দা হতে বাধ্য হতেন।

শুধু চেকভের নায়করা কেন, বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ায় যে কোন রুশ নাগরিক বা রুশ সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক শ্রমিক দলের সভ্য কি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঐরূপ জঘন্য রূপায়ণ সহ্য করতেন, এমন কি বিশ্বাস করতেন? জার এ্যালেক্সি মিখাইলভিচের রাজত্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে যা গ্রহণীয় ছিল, মহামতি পিটারের রাজত্বে যা বর্ব্বরতা গণ্য হত, মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরনের আমলে যা দশ কি বিশজনের উপর প্রয়োগ করা হত, মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের রাজত্বে যা হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব, গৌরবময় বিংশ শতাব্দীর উন্মেষের মুখে তাই চালানো হচ্ছিল এক সমাজে যে সমাজ সমাজবাদের ভিত্তিতে রচিত, এবং এমন এক যুগে যখন এরোপ্লেন চলাচল, রেডিও আর সবাকচিত্র চালু হয়েছে। কোন গোপন স্থানে একক শয়তান নয়, হাজার হাজার বিশেষভাবে শিক্ষিত নরপশু কোটি কোটি অসহায় মানুষের উপর সেই নারকীয় কাণ্ড চালাত।

আজ যাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যক্তিবাদ বলা হয় সে কি আসলে আদিম প্রবৃত্তির বিস্ফোরণ, অতএব নারকীয়? অথবা এটাই অধিকতর নারকীয় যে ঐ বছরগুলিতে, বিশেষতঃ '৩৭-এ, আমরা পুশকিনের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেছি? নির্লজ্জভাবে চেকভের সেই নাটকগুলিই কি মঞ্চস্থ করিনি যাদের উত্তর আগেই পাওয়া গিয়েছিল?

আজ ত্রিশ বছর পর যখন বলা হয়, "ও বিষয়ে কিছু বলো না", তখন কি আরও ভয়াবহ মনে হয় না? যদি কোটি কোটি মানুষের বেদনার কথা স্মরণ করি বলা হয়, ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিকৃত হবে! যদি মরীয়া হয়ে আমাদের নৈতিকতার সার অনুসন্ধান করতে চাই, বলা হয় জাগতিক প্রগতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে! বরং যে ব্লাস্ট ফারনেস, রোলিং মিল তৈরী হয়েছে, যে খালগুলি কাটা হয়েছে তাদের কথা ভাবা যাক···না খালের কথা না তোলাই ভাল······তাহলে কোলিমার সোনার কথা? না, তার কথা বলেও কাজ নেই ·····হ্যাঁ, চতুরভাবে এবং প্রশংসা করে বললে সব কিছুই বলা চলবে।

এরপর মধ্যযুগে বিধর্মীর উপর অত্যাচারের নিন্দার যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ কি সত্যি নয় যে নারকীয় অত্যাচার সত্বেও শ্রী সর্ব্বশক্তিমানের ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? আরও বোঝা কঠিন আমরা দাসপ্রথার অত নিন্দা বা কেন করি। আর যা হোক, কৃষকদের রোজ কাজ করতে কেউ নিষেধ করেনি। তবু ওরা বড়দিনে ক্যারল গাইত আর মেয়েরা ট্রিনিটির দিন মালা গাঁথত।

☐

লিখিত এবং মৌখিক কাহিনী '৩৭কে যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অর্পণ করেছে তা হল মিথ্যা অভিযোগ রচনা এবং নির্যাতনের। কিন্তু তা মিথ্যা। বছরের পর বছর, কয়েক দশক জুড়ে কথনই সত্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ৫৮ অনুচ্ছেদের আওতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হত না। জিজ্ঞাসাবাদ ছিল নোংরামিভরা নারকীয় তাণ্ডব। এমন কেউ যে একটু আগে ছিল স্বাধীন, গর্ব্বিত এবং সর্ব্বদা অপ্রস্তুত, তাকে বাঁকিয়ে সরু নলের ভিতর ঠেসে দেওয়া হত। তার সর্ব্বাঙ্গ লোহার হুকে কেটে যেত এবং সে নিঃশ্বাসও নিতে পারত না। সে অপর প্রান্তে পৌঁছানর জন্য মরীয়া হত। যখন নল থেকে বেরিয়ে আসত ততক্ষণে সে সব প্রক্রিয়া পার হওয়া গুলাগের, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ভূমির বাসিন্দা। (মূর্খ তখনও প্রতিরোধ করে। এমন কি ভাবে কোন মতে পাইপ থেকে বাইরে বেরোতে পারবে!)

এ বিষয়ে লিখিত বৃত্তান্তহীন দিন যত দীর্ঘ হয় ততই ভুক্তভোগীদের বিচ্ছিন্ন সাক্ষ্য একত্রিত করা কঠিন হয়। যাতে তাদের প্রশংসনীয় ক্রিয়াকলাপ অত্যাবশ্যক প্রতীয়মান হয় তাই বলা হয়, অর্গান সৃষ্টির বছরগুলিতেই মিথ্যা মামলা সাজানো সুরু হয়েছিল। নতুবা শত্রু সংখ্যা হ্রাসের সাথে সাথে দুঃসময় বুঝে অর্গানও উবে যেত। কোসিরেভ্-এর মামলা থেকে প্রতীয়মান হয় '১৯-এর গোড়াতেও, চেকার অবস্থা ছিল টলমলে। '১৮ সালের খবর কাগজ পড়তে পড়তে সবে আবিষ্কৃত একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রের

সরকারী বিবরণ দেখলাম : দশজন মানুষের একটি দল একটি অনাথ আশ্রমের ছাদের উপর (দেখা যাক, কত উঁচু ছাদ) কামান উঠিয়ে সেই কামান থেকে ক্রেমলিনে গোলা বর্ষণ করতে চেয়েছিল (মনে হয়, শুধু চেয়েছিল !) । বলা হয়েছে দশজন মানুষ, বোধ হয় নারী এবং নাবালকরা এই সংখ্যার অন্তর্গত। কামানের সংখ্যা, নলের ব্যাস, তা যোগাড়ের সূত্র বা ছাদে উঠানোর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়নি। যাতে গোলাবর্ষণের সময় উল্টো চাপ সৃষ্টি না হয় এইভাবে অত ঢালু ছাদে কামান বসানোর পদ্ধতি সম্পর্কেও বিবরণটি নীরব। অপরপক্ষে এ কি করে সম্ভব যে পিটার্সবুর্গ পুলিশ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব দমনের উদ্দেশ্যে মেশিনগানের থেকে ভারী কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছাদে টেনে তোলার কথা ভাবতে পারল না ? তবু ঐ আষাঢ়ে গল্প, যা কল্পনাশক্তির বিস্তারে '৩৭-এর গালগল্পগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে, সবাই পড়েছে এবং বিশ্বাসও করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, হয়ত '২১ সালের গুমিলিয়েভের মামলাও কালে দিনে মিথ্যা প্রমাণিত হবে।"

'২১ সালে, রিয়াজানের চেকা স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রের একটি মিথ্যা মামলা সাজিয়েছিল। কিন্তু নির্ভীক নাগরিকদের প্রতিবাদ মস্কো পৌঁছতে ওরা মামলা চালাল না। প্রাকৃতিক শক্তি উপযোগ আয়োগের অন্তর্গত স্যাপ্রোপেলাইট সমিতির সব সদস্যকে গুলি করে মারা হয়েছিল। আমার এবং সে সময়ের মধ্যে উগ্র মতবাদের কুহেলি প্রাচীর না থাকায় এবং তৎকালীন বৈজ্ঞানিকবর্গের আচরণ ও মানসিকতার সাথে সুপরিচিত হওয়ার দরুন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সাহায্য বিনাই আমি ঐ কাহিনীটির পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

শ্রীমতী ওয়াই. দয়ারেঙ্কো '২১ সালের স্মৃতি চারণ করেছেন : সবে গ্রেফতার করা বন্দীদের জন্য লুবিয়াঙ্কার স্বাগত কামরায় চল্লিশ পঞ্চাশটি ছেঁড়া কাটা বিছানা থাকত। সারা রাত একের পর এক নারী বন্দীদের নিয়ে আসা হত। কেউ জানত না তাকে ঠিক কোন কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ; ফলে তারা ভাবত তাদের সম্পূর্ণ অকারণ ধরা হয়েছে। কেবল একটি মেয়ে জানত, তাকে কেন ধরা হয়েছে, সে সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রী দলের সভ্যা। ইয়াগোদা প্রথম প্রশ্ন করত : "তোমাকে কি কারণে ধরা হয়েছে ?" অথবা ভাষান্তরে সব খুলে বল, যাতে তোমার নামে একটি মিথ্যে মামলা সাজাতে পারি ! '৩০ সালে রিয়াজানের জিপিইউ সম্পর্কেও একই ধরনের কথা শোনা যেত ! সবাই মনে করত, তাকে অকারণ ধরা হয়েছে। অভিযোগের স্বল্পতার জন্য আসামী আই. ভি. টিকে ভুয়া নাম ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। (ঐটিই তার প্রকৃত নাম। তবু ও. এস. ও নামে এক বিশেষ বোর্ড ৫৮-১০ ধারা অনুসারে তাকে তিন বছর শাস্তি দিয়েছিল) কী নিয়ে সুরু করবে ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদকারী প্রশ্ন করত : "কী কাজ কর ?" "আমি পরিকল্পনা করি।" জিজ্ঞাসাবাদকারী : "একটি এজাহার লিখে বুঝিয়ে দাও তুমি কারখানায় কি ধরনের পরিকল্পনা কর এবং

কি ভাবে তা রূপায়িত হয়। তারপর তোমাকে গ্রেফতারের কারণ জানাব।" (বলা বাহুল্য জিজ্ঞাসাবাদকারী আসামীর এজাহারকে সুবিবারূত অভিযোগ রচনার কাজে লাগাত)।

কস্ত্রো কেল্লায় '১২ সালে এই ঘটনা ঘটে : সামরিক বিচারে অপ্রয়োজনীয় বোধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কেল্লাটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঐ সিদ্ধান্তে শঙ্কিত কেল্লা কর্তৃপক্ষ 'রাতে আক্রমণ' ঘটালেন। উদ্দেশ্য, কেল্লার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা, যাতে তাঁরা সেখানেই থেকে যেতে পারেন !

গোড়াতেই বিচারাধীন বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ছিল সহজ সম্প্রসারণসাধ্য। লাল ত্রাস ব্যবহার সম্পর্কিত নিজ নির্দেশে চেকা পদাধিকারী এম. আই. ল্যাটসিস্ লিখেছেন : "অভিযুক্ত ব্যক্তি কথায় বা কাজে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই মর্মে সাক্ষ্য বা প্রমাণ খুঁজবেন না। তাকে প্রথম প্রশ্ন করতে হবে সে কোন শ্রেণীভুক্ত, কোন বংশজ, কতদূর শিক্ষিত এবং কি ভাবে লালিত পালিত হয়েছে ? (এই ত' আপনাদের ত্রাপ্রোপেলাইট সমিতি !) এই প্রশ্নগুলিই অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবে।" কেরজিন্স্কি ১৩ নভেম্বর '২০-এর পত্রে চেকা কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করেন, "চেকা প্রায়ই কুৎসাজনক বিবরণে উস্কানি দেয়।"

এত যুগ পরেও কি আমরা শিখিনি যে মানুষ ওদের কবল থেকে ফিরে আসে না ? কয়েকটি হ্রস্ব, স্বল্পস্থায়ী এবং ইচ্ছাকৃত উল্টো ঢেউয়ের কথা বাদ দিলে, যেমন '৩৯-এর উল্টো ঢেউ, কচিৎ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাহিনীতে শোনা যায় যে ধৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদের পর মুক্তি পেয়েছে এবং ঐ সব বিরল ক্ষেত্রে হয় ব্যক্তিটি নজরবন্দী থাকে নয় অল্প পরেই জেলের বাসিন্দা হয়। এই থেকে প্রবাদ রচিত হয়েছে, অর্গান ভুল করে না। নির্দোষ ব্যক্তির তা হলে কী হয় ?

সংজ্ঞার অভিধানে ভ্যাল্ ত্রুটি প্রভেদ দেখিয়েছেন : "প্রারম্ভিক অনুসন্ধান আর প্রাক বিচার অনুসন্ধানের মধ্যে তফাৎ হল, প্রথমটি দ্বিতীয়টির প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করে।"

হায় পবিত্র সরলতা ! প্রারম্ভিক অনুসন্ধান কী অর্গান কোন দিন তা শোনেনি। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তুত তালিকা, মামুলি সন্দেহ, কোন চরের অভিযোগ, বেনামা অভিযোগ[৫] ইত্যাদি যে কোন একটির জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা চলত। তারপর দেখা দিত অনিবার্য্য বিধিসম্মত অভিযোগ। অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট সময় অপরাধ অনাবিষ্কৃত করার কাজে ব্যবহৃত হত না। বরং শতকরা পঁচানব্বুইটি ক্ষেত্রে বন্দীকে দুর্বল, অবসন্ন এবং অসহায় করে দেওয়া হত, যাতে সে ঐ পর্বের অবসান কামনা করে।

সুদূর '১৯ সালেও টেবিলের উপর রক্ষিত রিভলভার জিজ্ঞাসাবাদকারীর অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া ছিল। ঐ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অপরাধ ত' বটেই সাধারণ আইনভঙ্গ এবং অপব্যবহারের ও অনুসন্ধান করা হত। মুখ্য জার্মানী সমিতির বিচারে ('২১) অভিযুক্ত শ্রীমতী মাখরোভ্স্কায়া অভিযোগ করেন, জিজ্ঞাসাবাদকালে তাঁকে কোকেন খাওয়ান হয়েছিল। সরকারী উকিল জবাবে বলেন, "উনি যদি অভিযোগ করতেন ওঁর সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বা ওঁকে গুলি করে মারার ভয় দেখিয়েছে, তাহলে হয়ত বিশ্বাস করা চলত।"[৬] ভীতিজনক রিভলভার টেবিলের উপরেই রাখা থাকে, কখনো কখনো বন্দীর দিকে নল ফেরানো থাকে। জিজ্ঞাসাবাদকারীর অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে চিন্তা করে ক্লান্ত হওয়ার ইচ্ছা নেই। সে শুধু চিৎকার করে, "এখনো বলো! কী বলতে হবে তুমি ভালই জানো।" জিজ্ঞাসাবাদকারী খাইকিন্ '২৭ সালে শ্রীমতী স্ক্রিপ্নিকোভাকে ঐ সুরে ধমকিয়েছিল। একইভাবে ধমকিয়েছিল ভিৎকভ্স্কিকে '২৯ সালে। পঁচিশ বছর পরেও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। '৫২ সালে শ্রীমতী আন্না স্ক্রিপ্নিকোভা পঞ্চমবার কারাবাস বরণ করেন। অর্দোনিকিদ্জে অঞ্চলের মুখ্য নিরাপত্তা পদাধিকারী সিভাকভ্ তাঁকে বলেছিল, "জেলের ডাক্তার বলেছে তোর রক্তচাপ ২৪০/১২০। ওটা অত্যন্ত কম, বুঝলি কুত্তির বাচ্চা? ওটাকে বাড়িয়ে আমরা ৩৪০-এ তুলব, আর তখন তুই লাথি ছুঁড়তে থাকবি। ওরে কেউটে সাপ, আমরা তোকে মারব না। তোর গায়ে মারের দাগ পড়বে না। তোর হাড়ও ভাঙবে না। তোকে শুধু ঘুমোতে দেওয়া হবে না।" শ্রীমতী স্ক্রিপ্নিকোভার বয়স তখন পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে। রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর নিজের কুঠরীতে দিনের বেলা একটু চোখ বুজলেই, প্রহরী বলত, "চোখ চেয়ে থাকো। নইলে ঠ্যাং ধরে খাট থেকে নামিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেব।"

'২১ সালেও সাধারণতঃ রাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। তখন বন্দীর মুখের উপর গাড়ির আলো জেলে দেওয়া হত (স্টেপমাখ্, রিয়াজানের চেকা)। শ্রীমতী বার্থা গান্দাল তাঁর সাক্ষে বলেছেন, '২৬-এ লুবিয়াঙ্কার কুঠরীগুলিতে প্রথমে হিমশীতলের পর শ্বাসরোধকারী গরম বাতাস পাম্প করে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। ঐ বিশেষ কুঠরীগুলির দেওয়ালে কর্কের আস্তর থাকত; বাতাস চলাচলের রাস্তা থাকত না। এইভাবে বন্দীদের সিদ্ধ করা হত। মনে হয় বার্থা গান্দাল এবং কবি ক্লিউয়েভ্ ঐ ধরনের কোন কুঠরীতে বন্দী ছিলেন। '১৮-র ইয়ারোস্লাভল্ বিদ্রোহের সাথে জড়িত ভাসিলি কসিয়ানভ্ বলেন বন্দীর লোমকূপ ফেটে রক্ত বেরোন পর্য্যন্ত কুঠরীর তাপ বাড়ানো হত। যখন চোরা গর্ত্ত দিয়ে দেখে বুঝত ঐ অবস্থা হয়েছে, তখন বন্দীকে স্ট্রেচারে শুইয়ে স্বীকারোক্তি সই করাত। 'সুবর্ণ' পর্য্যায়ের 'তাপ' এবং 'লবণ' প্রক্রিয়া সুবিদিত। জর্জ্জিয়ায় '২৬ সালে জিজ্ঞাসাবাদকালে বন্দীর হাতে জলন্ত

সিগারেট ঠেসে ধরা হত। মেটেথি জেলে অন্ধকারে বন্দীদের ধাক্কা দিয়ে মলমূত্র জমা হওয়ার জায়গায় ফেলে দেওয়া হত।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে একটি সহজ সম্পর্ক মনে পড়ে। একবার যদি স্থির হত যে, যে-কোন উপায়ে অভিযোগ আনতে হবে, তারপর সবকিছু সত্ত্বেও ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ এবং নির্যাতন অনিবার্য্য হয়ে পড়ত। অভিযোগ যত আজগুবি ধরনের হত, প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদও তত ভয়াবহ হত। সর্ব্বদা অভিযোগগুলি সাজানো হওয়ার দরুন বলপ্রয়োগ এবং অত্যাচার তাদের নিত্য সাথী হত। শুধু '৩৭ সালেই তা হয়েছে, এমন নয়। বরং এটি ছিল চিরাচরিত সাধারণ পদ্ধতি। আজ তাই প্রাক্তন বন্দীদের স্মৃতিচারণ পড়ে বিস্ময় লাগে, "'৩৮-এর বসন্ত কাল থেকে নির্যাতনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।"[৭] নির্যাতন থেকে অর্গানকে নিরস্ত করার মত আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বাধা কোনদিনই ছিল না। প্রথম যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে 'চেকা সাপ্তাহিক', 'লাল তরবারি' এবং 'লাল ত্রাস' পত্রিকাদিতে মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নির্যাতনের উপযোগিতা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, সার্ব্বিকভাবে না হলেও ইতিবাচক উত্তরই মিলেছিল।

আরও যথার্থভাবে বলা যায়, '৩৮-এর আগে নির্যাতনের জন্য সরকারী নথিপত্র প্রস্তুত করতে হত। প্রত্যেক অনুসন্ধানাধীন মামলার জন্য নির্দ্দিষ্ট অনুমতিও নিতে হত, অবশ্য তা অনায়াসে মিলত। '৩৭-'৩৮-এ দেশে বিশেষ অবস্থা দেখা দিল,—নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোটি কোটি মানুষকে ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে গুলাগে পাঠাতে হয়েছিল। কুলাক ও বিভিন্ন জাতির ঢেউয়ের সময় এসব প্রয়োজন হয়নি। এইজন্য নির্দ্ধারিত সময়ে কাজের মাত্রা পূরণের তাগিদে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সীমাহীন বলপ্রয়োগ এবং নির্যাতনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতনের কাজে যে কোন প্রকার উদ্ভাবনী শক্তি প্রযুক্ত হল, নিয়ন্ত্রণ রইল না।

নির্যাতনের ঢালাও অনুমতি '৩৯-এ প্রত্যাহৃত হল। আবার লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হত, হয়ত তখনো তা সহজে মিলত। অবশ্য ধমক, ভীতিপ্রদর্শন, মিথ্যা অপবাদে বেকায়দায় ফেলা, ছল চাতুরী, নিদ্রা বঞ্চিত করে ক্লান্তি আনা এবং শাস্তি কুঠরী কখনই নিষিদ্ধ হয়নি। যুদ্ধ শেষ থেকে সুরু করে যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে সরকারী আদেশবলে কয়েক শ্রেণীর বন্দী বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। এদের ক্ষেত্রে বহু প্রকার নির্যাতনের অনুমতি স্বতঃসিদ্ধ ছিল। গুপ্তসমিতির সভ্য (এমন কি সন্দেহ) জাতীয়তাবাদীরা, বিশেষতঃ ইউক্রেনীয় এবং লিথুয়ানিয়, এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। ঐ গুপ্ত-সমিতিগুলি সম্পর্কে সব জানতে হলে ধৃত ব্যক্তিদের থেকে সমিতির বাকি সভ্যদের নাম

জানতে হত। যেমন প্র্যানালের সন্তান মমুলতান্ ঝাইরিয়াসের দলে প্রায় পঞ্চাশ জন লিথুয়ানীয় ছিল। '৪৫ সালে ওরা সোভিয়েত বিরোধী পোস্টার বিলি করার দায়ে অভিযুক্ত হয়। ঐ সময় লিথুয়ানিয়ায় যথেষ্ট সংখ্যক জেল না থাকায় জন্য ওদের আর্কাজেল প্রদেশে ভেলস্ক্-এর নিকটবর্তী শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। ওদের কয়েকজনকে শিবিরে নির্যাতন করা হয়েছিল। বাদবাকিরা হাড়ভাঙা খাটুনির সাথে জিজ্ঞাসাবাদের দৈত দৌরাত্ম্য সহ্য করতে পারল না। ফলে, সবাই অপরাধ স্বীকার করল। তার অল্প পরেই লিথুয়ানিয়া থেকে খবর এল, পোস্টার বিলি মামলায় আসল অপরাধীরা ধরা পড়েছে, এবং প্রথমে ধৃত দলের কেউ অপরাধের সাথে আদৌ জড়িত নয়! '৫০-এ কুইবিশেভ্ অপরাধী পরিবহণ শিবিরে নেপ্রপেত্রভস্ক্-এর বাসিন্দা এক ইউক্রেনীয়র সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং যোগ-সূত্রের নাম বার করার জন্য ইউক্রেনীয়টিকে অনেক রকম নির্যাতন করা হয়েছিল। একটি ছিল, শুধু দাঁড়াবার মত জায়গা আছে এমন শাস্তি কুঠরীতে আটকে রাখা। ধরে দাঁড়াবার সুবিধার জন্য একটি কাঠের ডাণ্ডাও কুঠরীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ও ঘুমাতে পারে,—দিনে চার ঘণ্টা। আলুলাইয়েভা পরিবারের পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় থাকার জন্য যুদ্ধের পর বিজ্ঞান আকাদেমির বিকল্প সদস্যা লেভিনাকে নির্যাতন করা হয়েছিল।

অনেকে অসঙ্গতভাবে "আবিষ্কার" করেছেন যে, '৩৭ সাল থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিকে অন্য প্রমাণ বা তথ্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হত। বস্তুতঃ এ নীতি দ্বিতীয় দশকেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। '৩৭ সাল মাত্র ভিশিন্স্কির দক্ষ প্রশিক্ষণ রূপায়ণের বছর। প্রসঙ্গক্রমে বলি, মনোবল এবং ধৈর্য্য অটুট রাখার উদ্দেশ্যে ঐ বছরও ভিশিন্স্কির শিক্ষা কেবল জিজ্ঞাসাবাদকারী এবং সরকার পক্ষের উকিলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাদবাকি আমরা সবাই বিশ বছর বাদে খবর-কাগজের গুরুত্বহীন পরিচ্ছেদ এবং গৌণ বাক্যাংশ থেকে জেনেছিলাম। খবরকাগজের তখনকার মনোভাব ছিল, অনেক আগেই বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণ জেনে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনও ফুরিয়েছিল।

দেখা যায় ঐ ভয়াবহ বছর আন্দ্রে জানুয়ারেভিচ্ (বলতে ইচ্ছা করে, জাগুয়ারেভিচ অর্থাৎ চিতাবাঘ) ভিশিন্স্কি নমনীয়তম দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার সুযোগে (সোভিয়েত নাগরিক বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের আজ সুযোগ পাওয়ার উপায় নেই কারণ তাদের কাছে 'হ্যাঁ'র অর্থ 'হ্যাঁ', বা 'না'র অর্থ 'না') একটি রিপোর্টে বলেন, নশ্বর প্রাণীর পক্ষে পূর্ণ সত্য প্রতিপাদন করা অসম্ভব; সে শুধু আপেক্ষিক সত্য প্রতিপাদন করতে পারে। অতঃপর তিনি আর এক পা এগিয়ে গেলেন, যতদূর এগোতে আইনজ্ঞরা বিগত দুশো বছর ধরে অনিচ্ছুক ছিলেন: জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিচার দ্বারা একমাত্র আপেক্ষিক সত্যপ্রতিপাদন

করা সম্ভব, পূর্ণ সত্য নয়। অতএব কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ সই করার সময়ও আমরা পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি না; বরং কয়েকটি প্রমাণ সাপেক্ষ ধারণার দরুন মোটামুটিভাবে বলতে পারি দোষীকে শাস্তি দেওয়া হল[৮]। অতঃপর সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত: অকাট্য প্রমাণ বা নির্ভেজাল সাক্ষ্য খোঁজা অর্থহীন, কারণ প্রমাণ সর্ব্বদা আপেক্ষিক সত্য এবং সাক্ষী স্থান ও কালভেদে পাল্টাতে পারে। সুতরাং অপরাধের প্রমাণও আপেক্ষিক এবং মোটামুটি নির্ভুল হলে চলবে। প্রমাণ বা সাক্ষ্য না থাকলেও জিজ্ঞাসাবাদকারী নিজ অফিসের বাইরে পদার্পণ না করেই শুধু নিজের বুদ্ধি নয় পার্টি বিবেক, "নৈতিক শক্তি" (ভাষান্তরে ভাল খাওয়া-দাওয়া করা, ভাল ঘুমানো এবং কখনো প্রহৃত না হওয়া এক ব্যক্তির উচ্চ কোটির মানসিকতা) এবং "চারিত্রিক দৃঢ়তার" (অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা প্রয়োগে প্রস্তুত) ভিত্তিতে আপন সিদ্ধান্ত স্থির করবে। ভিশিন্স্কির রিপোর্ট কয়েকটি বিশেষ মহলে আদৃত হয়েছিল।

উপরোক্ত কর্ম্মপদ্ধতি ল্যাট্সিসের নির্দ্দেশ অপেক্ষা চমকদার হলেও, বস্তুতঃ দুয়ের প্রভেদ ছিল না। শুধু এক বিচারে ভিশিন্স্কির যুক্তি অসিদ্ধ। সেখানে তাঁর দ্বান্দ্বিক তর্ক পরাস্ত: আর যাই হোক তাঁরই আদেশানুযায়ী ঘাতকের গুলিটি হত নিকষিত সত্য, আপেক্ষিক নয়।

এইভাবে উন্নত সোভিয়েত আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্তের উর্দ্ধমুখী গতি বর্ব্বর বা মধ্যযুগের মানে ফিরে আসত। মধ্যযুগের নির্যাতনকারীদের মত আমাদের জিজ্ঞাসাবাদকারী, সরকার পক্ষের উকিল এবং বিচারপতিরা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিকে অপরাধের মুখ্য প্রমাণ গণ্য করতে রাজী হতেন[৯]।

বাঞ্ছিত স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অল্প বুদ্ধি মধ্যযুগে অনেক নাটকীয় এবং চমকপ্রদ পদ্ধতি ব্যবহৃত হত: র‍্যাক অথবা শরীরকে অত্যন্ত বেশী টেনে রাখবার যন্ত্র, চাকার সাথে বেঁধে দেওয়া, কাঁটার শয্যায় শোয়ান, উত্তপ্ত কয়লা ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীতে উন্নততর শারীর জ্ঞান এবং কয়েদ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাপক হারে ঐ সব ভয়াবহ যন্ত্রপাতির সমাবেশ শুধু নিষ্প্রয়োজন নয় অস্বস্তিদায়কও বটে (গবেষণাপত্রে একজন গাম্ভীর্যসহ এই মত সমর্থন করেছিলেন)। তাছাড়া···

তা ছাড়া অবশ্যই আর একটি কথা ছিল। স্টালিন কখনই স্পষ্ট করে তাঁর শেষ কথাটি বলতেন না; অধস্তনদের তাঁর মনের কথা অনুমান করতে হত। শেয়ালের মত এইভাবে তিনি নিজের পালানোর জন্য গর্ত্তের একটি মুখ খোলা রাখতেন, যাতে পশ্চাদপসরণের পর "সফলতার চমকে মাথা ঘুরে যাওয়া" সম্পর্কে বাণী উচ্চারণ করতে পারেন। আর যা হোক, মানবেতিহাসে তখন প্রথম কোটি কোটি মানুষের উপর পরিকল্পিত নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। স্টালিনের সর্ব্বশক্তি এবং ক্ষমতা সত্ত্বেও সফলতা সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব ছিল। মানুষ নিজে অত বিরাটাকার

পরীক্ষার ফল ক্ষুদ্রাকার পরীক্ষার ফল থেকে তফাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অদৃষ্টপূর্ব বিস্ফোরণ, ভূতাত্ত্বিক চ্যুতির দরুন ধ্বস বা পৃথিবীময় জানাজানি হতে পারত। সুতরাং, স্ট্যালিনের নিষ্পাপ থাকতেই হবে; এমন কি তাঁর পবিত্র পোষাকে মলিনতার চিহ্নও লাগবে না।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে জিজ্ঞাসাবাদকারীর কর্মনির্দেশ করার জন্য নির্যাতনের কোন ছাপা তালিকা থাকত না। বরং প্রত্যেক জিজ্ঞাসাবাদ শাখার নির্দ্ধারিত সময়ের ভিতর বিচার সভাকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক এমন শুয়োর ছানা উপহার দিতে হত যারা সব স্বীকার করেছে। প্রায়ই সোজাসুজি বলা হত, যদিও মৌখিক ভাবে, যেহেতু মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অতএব অবলম্বিত সব কটি প্রক্রিয়াই সাধু; অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য কোন জিজ্ঞাসাবাদকারীর জবাবদিহি করতে হবে না; এবং জেলের ডাক্তার যথাসম্ভব অল্প জিজ্ঞাসাবাদে বিঘ্ন ঘটাবেন। মনে হয় জিজ্ঞাসাবাদকারীরা বন্ধুর মত পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময় করত,—"ওরা সর্ব্বাধিক সফল কর্মীর থেকে শিখত।" তার উপর ছিল আর্থিক পুরস্কার,—রাতে কাজের জন্য বেশী মাইনে, দ্রুত কাজের বোনাস। নির্দ্ধারিত কাজের চাপ সামলাতে অপারগ জিজ্ঞাসাবাদকারীদের জন্য ছিল সাবধান বাণী...তেমন ঝামেলায় পড়লে আঞ্চলিক এনকেভিডির মুখ্য পদাধিকারী স্ট্যালিনকে দেখাতে পারতেন, তাঁর নিজের হাত পরিষ্কার। কারণ তিনি নির্যাতন করার সরাসরি নির্দ্দেশ দেননি, যদিও লক্ষ্য রেখেছেন যাতে নির্যাতন করা হয়!

উর্দ্ধতন পদাধিকারীরা আত্মরক্ষার জন্য সব সাবধানতা অবলম্বন করছেন লক্ষ্য করে, বেশ কিছু সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদকারী, যারা উন্মত্ত মাতাল নয়, সহজতর প্রক্রিয়া অবলম্বন সুরু করেছিলেন। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এমন কিছু করতেন না যাতে চিহ্ন রয়ে যায়,—যেমন চোখ উপড়ে নেওয়া, কান ছিঁড়ে দেওয়া, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া, বা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতের দাগ।

এই কারণে '৩৭ সাল বা বিভিন্ন সংস্থার প্রাদেশিক জিজ্ঞাসাবাদকারীর মধ্যে বলপূর্ব্বক নিদ্রা বঞ্চনা ছাড়া আর বাকি প্রক্রিয়ায় সাধারণ মিল চোখে পড়ে না।[১০] যেটুকু মিল তা কেবল তথাকথিত সহজতর প্রক্রিয়া (অল্প পরেই দেখা যাবে, সেগুলি বাস্তবিক কত সহজ) অবলম্বনের প্রতি পক্ষপাতে। ঐ রাস্তা ছিল নিশ্চিন্ত রাস্তা। তা ছাড়া, মানবিক ভারসাম্যের সীমারেখা অতি ক্ষীণ; তাই সাধারণ মানুষের মানসিক বিকৃতি ঘটানোর জন্য র‍্যাক বা উত্তপ্ত কয়লার প্রয়োজন হয় না। যদ্দ্বারা বন্দীর মনোবল ভাঙ্গবে অথচ শরীরে দাগ পড়বে না, এমন কয়েকটি প্রক্রিয়ার তালিকা দেওয়া হল।

সর্ব্বপ্রথম মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি ধরা যাক। কয়েদ যন্ত্রণা ভোগের জন্য অপ্রস্তুত

ব্যক্তির উপর এই প্রক্রিয়াগুলির প্রচণ্ড বিধ্বংসী প্রভাব। দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও এগুলি সহ্য করা সহজ নয়।

(১) প্রথমতঃ রাত। মানব আত্মা চূর্ণ বিচূর্ণ করার কাজটি রাতে করা হয় কেন? অর্গান কেন তার অস্তিত্বের সুরু থেকে রাতকে নির্ব্বাচন করেছিল? কারণ তখনো নিদ্রাবঞ্চনার দ্বারা নির্যাতিত না হলেও সবে ঘুম থেকে তুলে আনা বন্দীর দিনের বেলার স্বাভাবিক সাধারণ বুদ্ধি এবং ভারসাম্য থাকে না। সে তখন দুর্ব্বল।

(২) সহজতম প্রক্রিয়া হল, আন্তরিকতার সুরে বোঝান। আর লুকোচুরি খেলে লাভ কি? জিজ্ঞাসাবাদাধীন বন্দীদের সাথে কিছু সময় কাটানোর পর বন্দী তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়। তখনই জিজ্ঞাসাবাদকারী অলস, বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে উপদেশ দেয়, "দেখ, তোমার অন্ততঃ কিছুকাল হাজত বাসের সাজা হবেই। প্রতিরোধ করলে জেলে পচে মরবে, শরীর নষ্ট করবে। অপরপক্ষে শিবিরে গেলে মুক্ত বায়ু আর সূর্য্যালোক পাবে···এখনই সই করে দাও না?" অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা। যারা সই করত, তারা যদি···যদি শুধু তাদেরই ব্যাপারটা হত! আর হতও তাই। সংগ্রাম অনিবার্য্য হত।

বিশেষতঃ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের আর এক উপায়ে বোঝান হত: "দেশে ঘাটতি, এমন কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে। বলশেভিক হিসাবে আপনার মন স্থির করা উচিত। আপনি কি বলতে পারেন, সমষ্টিগতভাবে পার্টি তার জন্য দায়ী? না সোভিয়েত সরকার দোষী?" তিনি খামারের পরিচালক আবার গর্জ্জে উঠতেন, "অবশ্যই নয়! তাহলে সৎসাহসীর মত সব দোষ নিজের কাঁধে নিন!" ওরা তাই নিত।

(৩) কুৎসিত ভাষা কোন চতুর প্রক্রিয়া না হলেও, শালীন, উত্তম লালিতপালিত মানুষের উপর তার জোরাল প্রতিক্রিয়া হয়। আমি দুজন পুরোহিতকে জানি যাঁরা শুধু কুৎসিত ভাষার কাছে হার মেনেছিলেন। তাঁদের একজনকে '৪৪-এ বুতুর্কিতে এক মহিলা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তিনি যখন প্রথম প্রথম আমাদের কুঠরীতে ফিরতেন তখন প্রায়ই মহিলার ভদ্রতার প্রশংসা করতেন। একবার অত্যন্ত বিমর্ষ বদনে ফিরলেন। বহু প্রশ্নের পর আমাদের দেখালেন, কিভাবে পায়ের উপর পা তুলে বসে মহিলাটি তাঁকে শাপ শাপান্ত করেছে (দুর্ভাগ্যক্রমে ছোট ছোট গালি-গালাজগুলি ভুলে গিয়েছি)।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদও অনেক সময় ফল দিত,—যেমন হঠাৎ স্বর পাল্টানো। সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ জিজ্ঞাসাবাদকাল জিজ্ঞাসাবাদকারী অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত। হয়ত নামের প্রথমাংশ ধরে বন্দীকে ডাকত, এমন ভাব করত যেন সবকিছু দিতে রাজী। এক সময় হঠাৎ পেপারওয়েট হাতে নিয়ে তেড়ে যেত, "তবে রে শয়তান, তোর মাথায় ন'গ্রাম সীসে ঢুকিয়ে দেব!" এর পর অপরাধীকে নিয়ে যা খুসি

করত ; এমন ছুঁচের মত নখ মেলে হাত বাড়াত যেন মাথার চুল টেনে ধরবে। নারী বন্দীদের উপর এ প্রক্রিয়া খুব ভাল খাটত।

এর বিকল্পও দেখা যেত। দুজন জিজ্ঞাসাবাদকারী পালা করে জিজ্ঞাসাবাদ করত। একজন চেঁচাত, ধমকাত। অপর জন বন্ধুর মত ভদ্র ব্যবহার করত। প্রতিবার ঐ ঘরে ঢোকার আগে বন্দী ভয়ে কাঁপত,—এবার কার পালা? ও চাইত ভদ্র জিজ্ঞাসাবাদকারীটিকে খুশি রাখতে ; এমন কি সেজন্য এমন কিছু স্বীকার এবং সই করতে রাজী যার সাথে ও আদৌ জড়িত নয়।

(৫) আর এক প্রক্রিয়া হল, প্রাথমিক অবমাননা। ডন নদীর তীরে রস্টভ্ শহরের জিপিইউর কুখ্যাত কারাগারের (তেত্রিশ নম্বর বাড়ি) কুঠরীগুলি বারান্দার গায়ে বসানো মোটা লেন্সের মত কাঁচের খণ্ড দ্বারা আলোকিত করা হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ-প্রতীক্ষা বন্দীদের ঐ বারান্দায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হত। মাথা উঁচু করা বা আওয়াজ করা নিষিদ্ধ ছিল। ওরা ঐভাবে প্রার্থনারত মুসলমানদের মত শুয়ে থাকত যতক্ষণ না প্রহরী এক একজনের কাঁধ ছুঁয়ে বলে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চলো। অপর এক মামলায় শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা লুবিয়াস্কায় তাঁকে যে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছিল, তা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁকে লেফর্টোভো জেলে পাঠানো হল। ঐ জেলের বন্দীগ্রহণ দপ্তরে একটি স্ত্রী-জেলার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জামাকাপড় ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে একটি 'বাক্সে' তালাচাবি বন্ধ করল। সাথে সাথে পুরুষ জেলাররা চোরা চাউনির গর্ত দিয়ে উচ্চ হাস্যে নারী অঙ্গের ভূষণগুলির তারিফ করা শুরু করল। প্রাক্তন নারী-বন্দীদের নিয়মমত প্রশ্ন করলে অবশ্যই এই ধরনের আরও উদাহরণ পাওয়া যাবে। সব কটির একই উদ্দেশ্য : হতাশ এবং অবমাননা করা।

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে চরম বিশৃঙ্খলা উৎপাদনের জন্য যে-কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হত। আই. এ. পি—য়েভ্ জানিয়েছেন, মস্কোর ক্রাস্নোগর্স্ক্ অঞ্চলের এফ. আই. ভিকে এইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল : জিজ্ঞাসাবাদকারিণী তাঁর সামনে ধীরে ধীরে উলঙ্গ হতে থাকলেন, রীতিমত স্ট্রীপ্‌টীজ্! একই সময় তিনি জিজ্ঞাসাবাদ ও চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যেন বিশেষ কিছুই ঘটছে না। ঐ অবস্থায় ঘরময় পায়চারি করতে করতে তিনি বারবার আই. এ. পির সামনে দাঁড়াচ্ছিলেন, যাতে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রতিরোধের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। জিজ্ঞাসাবাদকারিণী হয়ত কোন ব্যক্তিগত স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য ঐ কাজ করেছিলেন। অপর পক্ষে ঐটি হয়ত তাঁর এক নিষ্ঠুর পরিকল্পনা যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে সই করে দেয়। ও কাজ করতে কোন ভয় নেই ; পিস্তল আর বিপদ ঘণ্টা তাঁর হাতেই ধরা ছিল।

(৭) ভয় দেখানো। প্রলোভন এবং প্রতিশ্রুতির,—অবশ্যই মিথ্যা,—সাথে এই

প্রক্রিয়াটির ব্যাপক এবং রকমারি প্রয়োগ করা হত। '২৪-এ বলা হত: "অপরাধ স্বীকার করলে মুক্তি পাবে, স্বীকার না করলে সোলভেৎস্কিতে যাবে।" '৪৪-এ বলা হত: "আমাদের উপর নির্ভর করে আপনাকে কোন শিবিরে পাঠানো হবে। আমাদের অনেক রকম শিবির আছে। কঠোর শ্রম শিবিরও আছে। অপরাধ স্বীকার করলে সহজতর শিবিরে পাঠানো হবে। একগুঁয়ে হলে, হাতকড়া পরিয়ে পঁচিশ বছর খনিতে খাটানো হবে।" এক জেলের বন্দীকে ঐ জেল থেকে জঘন্য কোন জেলে পাঠানোর ভয়ও দেখানো হত। লুবিয়াঙ্কার বন্দীকে বলা হত, একগুঁয়েমি করলে লেফং'তোতে পাঠানো হবে, লেফং'তোর বন্দীকে সুখানোভ্‌কায়,—"ওখানে তোমাদের শায়েস্তা করবে!" অভিযুক্ত ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক এবং তার উপর প্রযুক্ত প্রক্রিয়াদিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভাবে, নতুন জেলে কি এমন কঠোর নির্যাতন সইতে হবে? তাছাড়া একদিন ত' ওখানে পাঠাবেই…তাহলে সব স্বীকার করব? তখনো গ্রেফতার হয়নি, বলশই দম্‌ বা বড় বাড়িতে হাজির হবার সরকারী নির্দেশমাত্র পেয়েছে, এমন ব্যক্তিদের উপর ভীতি প্রদর্শন চমৎকার কাজ দিত, কারণ অন্যথায় তার অনেক কিছু হারানোর ভয় থাকত। তার সব কিছুরই ভয়,—হয়ত সেদিন তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না, হয়ত তার ফ্ল্যাট এমন কি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ইত্যাদি। অতএব ঐ সম্ভাবনাগুলি এড়ানোর জন্য সে যে-কোন সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ। জিজ্ঞাসাবাদের প্রারম্ভে অপরাধ বিধি থেকে ভুয়া উদ্ধৃতি সম্বলিত একখণ্ড কাগজ তার সামনে ধরা হত; তাতে লেখা, "আমাকে সাবধান করা হইয়াছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হইলে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" বাস্তবে কিন্তু প্রথম অপরাধটির জন্য ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুই বছর এবং দ্বিতীয়টির জন্য ৯২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বড় জোর তিন মাস কারাদণ্ড দেওয়া চলত। জিজ্ঞাসাবাদকারীর এও এক মৌলিক প্রক্রিয়া এবং এর পৌনঃপুনিক প্রয়োগ দেখা যাবে।

(৮) মেষশাবকদের মিথ্যা বলতে মানা, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদকারী যত খুসি মিথ্যা বলতে পারত। আইনের ঐ অনুচ্ছেদগুলি তার বেলায় প্রযোজ্য নয়। আমরা বিচারের মাপকাঠিটাও হারিয়ে ফেলেছিলাম; মিথ্যা বলে ওর কী লাভ, তাও বুঝতে পারতাম না। ও যত খুসি আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের জাল সইসহ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারত, এবং তাই হত চতুর জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল।

প্রলোভন, মিথ্যা এবং ভীতিপ্রদর্শনই ছিল সাক্ষ্য দিতে ডেকে আনা গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের উপর চাপ সৃষ্টির মৌলিক কৌশল: "যদি তোমাকে যা বলতে বলা হয়েছে তা না বল, ওর আরও খারাপ হবে…তোমার জন্যই ও সম্পূর্ণ শেষ হবে।" মায়ের পক্ষে এ কথা শোনা কত কষ্ট[১১]! "ওকে বাঁচানোর (বস্তুতঃ শেষ

করার) একমাত্র রাস্তা এই কাগজ সই করে দেওয়া" (আত্মীয়ের সামনে কাগজটি মেলে ধরে এই কথা বলা হত)।

(৯) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসাও তার বিরুদ্ধে চতুরভাবে কাজে লাগানো হত। ভীতিপ্রদর্শনের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এটি ছিল সর্ব্বাধিক ফলপ্রদ। প্রিয়জনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভীক মানুষকেও চুরমার করে দেওয়া যেত। বহু দূর চিন্তা করে এই প্রবাদটি রচিত হয়েছিল: "পরিবারই মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।" এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত তাতারের নির্যাতন মনে পড়ে। তাতার নিজের, এমন কি স্ত্রীর নির্যাতন সয়েছিল, কিন্তু কন্যা নির্যাতন সইতে পারেনি! ৩০-এ রিমালিস্ নামে এক জিজ্ঞাসাবাদকারিণী ধমকাত: "আমরা তোর মেয়েকে সিফিলিস রোগগ্রস্তদের সাথে আটকে রাখব!" স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কী আচরণ!

সব কটি প্রিয়জনকেই ধরার ভয় দেখানো হত। মাঝে মাঝে তাতে খুব ভাল কাজ হত। ধরুন আপনার স্ত্রী গ্রেফতার হয়েছেন এবং তাঁর ভাগ্য আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনি শুধু শুনতে পাচ্ছেন, তাঁকে পাশের ঘরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একটি স্ত্রীলোকের সত্যিকার কান্না এবং চিৎকার দেওয়াল টপকিয়ে আপনার কানে পৌঁচচ্ছে: (হাজার হোক স্ত্রীলোক মাত্রের কান্না বা চিৎকার একই ধরনের। আর আপনি দেওয়ালের এপার থেকে শুনছেন। উপরন্তু দারুণ মানসিক চাপের জন্য আপনারও কণ্ঠস্বর সনাক্তকরণ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা নেই। কখনো কখনো মার্কা মারা বৌ-এর কণ্ঠস্বরের রেকর্ড বাজানো হয়, কোন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তাবিত পরিশ্রম বাঁচানোর কৌশল আর কি) এরপর আর ফাঁকি নেই। আপনি কাঁচের দরজার বাইরে থেকে দেখতে পাবেন, আপনার স্ত্রী দুঃখে অবনত মস্তকে, নীরবে হেঁটে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আপনার স্ত্রী রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের অভ্যন্তরে। তিনি গ্রেফতার হয়েছেন এবং আপনি একগুঁয়েমি করে তাঁকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন! (আসলে হয়ত কোন গুরুত্বহীন প্রথা প্রসঙ্গে প্রশ্নাদির পর তাঁকে বলা হয়েছে, "মাথা উঁচু করে হাঁটলে এখানে থাকতে হবে," এবং মোক্ষম সময়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হয়েছে) অথবা আপনাকে এমন একটি চিঠি পড়তে দেওয়া হল যার হস্তাক্ষর হুবহু আপনার স্ত্রীর মত। চিঠিতে লেখা, "এরা আমাকে তোমার নোংরামির বিষয়ে যা বলেছে, তারপর আর আমার তোমাকে প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম!" দেশে ঐ প্রকার স্ত্রী এবং চিঠির অভাব নেই। সুতরাং আপনি ভাবতে থাকলেন, ও কি সত্যিই ঐ রকম?

'৪৪-এ জিজ্ঞাসাবাদকারী গোল্ডম্যান শ্রীমতী ভি. কর্নিয়েভার থেকে ধমক দিয়ে অপর ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য আদায়ের চেষ্টা করছিল: "আমরা তোমার ঘরবাড়ি

বাজেয়াপ্ত করে পরিবারের বুড়ীগুলোকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব।" দৃঢ় বিশ্বাস এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়শীলা কর্নিয়েভার নিজের জন্ম ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। তিনি নির্যাতন ভোগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমাদের অদ্ভুত আইনের দরুন গোল্ডম্যানের ধমকগুলিকেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ওঁর প্রিয়জনদের জন্য ভাবনা হল। শেষে সারা রাত বাতিল স্বীকারোক্তি ছিঁড়ে ফেলার পর গোল্ডম্যান যখন সকালে স্বীকারোক্তির চতুর্থ বয়ান খাড়া করল,—তাতে কেবল কর্নিয়েভাকে দোষী করা হয়েছিল,—কর্নিয়েভা আত্মিক বিজয়ের প্রসাদে সানন্দে সই করলেন। মিথ্যা অভিযোগের সামনে নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করার উদ্‌গ্রীবতায় আমরা মৌলিক মানবিক প্রবৃত্তিগুলি আঁকড়ে থাকবই বা কি করে? আমরা ত' নিজেদের কাঁধে সব দোষ নিয়েও আনন্দে আত্মহারা হয়েছি।[১২]

প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও কঠোর শ্রেণীবিভাজন নেই। মনস্তাত্ত্বিক এবং দৈহিক নির্যাতন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে তেমনি অনড় সীমারেখা টানা অসম্ভব। যেমন নিম্নলিখিত মনোরঞ্জক প্রক্রিয়াগুলিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা হবে?

(১০) শব্দের প্রয়োগ: অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশ বা পঁচিশ ফুট দূরে দাঁড় করিয়ে সব কথা উত্তরোত্তর উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করানো হয়। যে-কোন অবসন্ন মানুষের পক্ষে এ কাজ সহজসাধ্য নয়। অথবা দুটি জিজ্ঞাসাবাদকারী মুখে একটি করে কার্ড-বোর্ডের চোঙ লাগিয়ে পালা করে অভিযুক্ত ব্যক্তির উভয় কানে চেঁচাতে থাকে, "স্বীকার কর, ছুঁচো কোথাকার!" বন্দীর কানে তালা লেগে যায়, কখনো কখনো সে শ্রবণশক্তি হারায়। এই পদ্ধতিতে অপচয় বেশী হয়। আসলে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা নীরস কাজের মাঝে বিনোদনের জন্ম একে অপরকে টেক্কা দিয়ে নতুন নতুন প্রক্রিয়া স্থির করে।

(১১) সুড়সুড়ি: এও এক বিনোদন প্রক্রিয়া। বন্দীর হাত-পা বেঁধে একটি পালখ দিয়ে তার নাকের ভিতর সুড়সুড়ি দেওয়া হয়। মনে হয়, কেউ মস্তিষ্ক ফুটো করে দিচ্ছে। সে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে।

(১২) আগেই বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ে জলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরা হয়।

(১৩) বাতি: সাদা দেওয়ালওলা ছোট্ট ঘরের বা 'বাক্সের' ভিতর বন্দীকে আটকে রেখে অত্যুজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বেলে দেওয়া হয় এবং কখনই তা নেভানো হয় না। (স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং গৃহকর্ত্রীদের হিসাবী ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের এই অপপ্রয়োগ!) ক্রমে বন্দীর চোখ ফুলে টন টন করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও বন্দীর চোখে সন্ধানীবাতির আলো ফেলা হয়।

(১৪) সুকল্পিত কৌশলের একটি নিদর্শন: খাবারভস্কের জিপিইউ ৩০ এপ্রিল—১মে '৩৩-এর গোটা রাত, অর্থাৎ বারো ঘণ্টা চেবোতারিয়েভ্‌কে জিজ্ঞাসাবাদ না করে

রেখে দিন। ওকে কেবল বারবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্ম নিয়ে যাওয়া হল। "এই, হাত পিছনে রাখো!" প্রহরী ওকে কুঠরীর বাইরে এনে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে জিজ্ঞাসাবাদকারীর দপ্তরে নিয়ে গেল। প্রহরী চলে গেল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদকারী কোন প্রশ্ন না করে, চেবোতারিয়েভ্‌কে বসতে না দিয়ে, টেলিফোন তুলত :

"১০৭নং কুঠরীর বন্দীকে নিয়ে যাও!" প্রহরী এসে ওকে কুঠরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। কুঠরীতে সবে তক্তার উপর শুয়েছে এমন সময় আবার তালা ঝন্ ঝন্ করে উঠত, "চেবোতারিয়েভ্! জিজ্ঞাসাবাদের জন্ম চলো। হাত পিছনে রাখো!" আর ওখানে পৌঁছন মাত্র "১০৭নং কুঠরীর বন্দীকে নিয়ে যাও!"

সুতরাং জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হওয়ার আগেই চাপ সৃষ্টির কৌশলগুলি সুরু হত।

(১৫) কয়েদ সুরু হত বাক্স অথবা প্যাকিং কেসের মত অপরিসর একটি ঘরে। অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে সবে মুক্ত জীবন থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে। তার মনের ভিতর তোলপাড় হচ্ছে। সে তখন কৈফিয়ৎ দিতে, তর্ক করতে, সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত। কারাগারে পা দেওয়ামাত্র তাকে একটি বাক্সে পুরে দেওয়া হল, যার ভিতর হয়ত একটি বাতি আর বসার মত একটু জায়গা আছে। অপর পক্ষে বাক্সটি হতে পারে ঘুটঘুটে অন্ধকার, এবং এমনভাবে তৈরী যাতে সে শুধু দাঁড়াতে পারবে, তাও দরজা ঘেঁষে। এই বাক্সে তার কাটাতে হবে বেশ কয়েক ঘণ্টা ; এক বেলা বা পুরো দিন। সে ভাবে, ঐ কুঠরীতেই সারা জীবন আটক থাকতে হবে? জীবনে ঐ অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে কখনো হয়নি, সুতরাং সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভেবে কূল পায় না। ঐ প্রথম কয়েক ঘণ্টায় তার মনের অনির্ব্বাপিত দাবানলও একই সাথে জ্বলতে থাকে। হৃদয়ের তুফান তখনো অশান্ত। অনেকে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে,—তখনই প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃষ্ট সময়। কেউ ক্রোধে জ্বলতে থাকে,—তাতেও সুবিধা। তারা হয়ত গোড়াতেই জিজ্ঞাসাবাদকারীকে অপমান করে বসে, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো সহজতর হয়।

(১৬) বাক্স ঘাটতির সময় অন্য আর একটি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। নভোচেরকাস্কের এনকেভিডি শ্রীমতী ইয়েলেনা ক্রুপিনস্কায়াকে ছ'দিন বারান্দায় একটি টুলের উপর এমনভাবে বসতে বাধ্য করেছিল যাতে তিনি কোন কিছুতে হেলান দিতে বা ঘুমাতে না পারেন। টুল থেকে পড়ে যাওয়া বা উঠে দাঁড়ানো নিষেধ ছিল। ছ' দিন! মাত্র ছ' ঘণ্টা ঐভাবে বসার চেষ্টা করে দেখুন!

এর বিকল্প : ল্যাবরেটারিতে ব্যবহৃত উঁচু চেয়ারে বন্দীকে আট থেকে দশ ঘণ্টা এমনভাবে বসিয়ে রাখা হত যাতে তার পা মাটি স্পর্শ না করতে পারে। অল্প পরেই পা দুটি অসাড় হয়ে যেত।

অথবা জিজ্ঞাসাবাদের সময় আসামীকে তার চেয়ারের যতদূর সামনে এগিয়ে এসে

সম্ভব, বসতে বলা হত ("এগিয়ে বসো ! আরো,আরো এগিয়ে বসো !")। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হত, যাতে গোটা জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে যন্ত্রণাদায়ক চাপ ভোগ করতে হয়। এই সব ? হ্যাঁ, এই সব। নিজে একবার চেষ্টা করে দেখুন না।

স্থানীয় অবস্থা ভেদে বাক্সের পরিবর্তে সেনা ডিভিশনের গর্ত ব্যবহৃত হত। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গরোখোভেৎস্ সৈনিক শিবির। সাড়ে ছ' ফুট ব্যাস, দশ ফুট গভীর, খোলা আকাশের নিচে গর্তটিই রোদ বৃষ্টি নির্বিশেষে বেশ কয়েক দিনের জন্য বন্দীর কুঠরী এবং শৌচাগার হত। দৈনিক সাড়ে দশ আউন্স রুটি আর কিছু জল দড়ি করে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হত। সবে গ্রেফতারের পর অনুরূপ অবস্থায়, যখন রাগ টগবগ করে ফুটছে, নিজেকে কল্পনা করুন।

লাল সেনার বিশেষ বিভাগগুলি একই ধরনের নির্দেশ পাওয়ার জন্য অথবা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মিল থাকার দরুন পদ্ধতিটির বহুল প্রয়োগ ঘটেছিল। ৩৬ তম যন্ত্রবাহিত পদাতিক ডিভিশনের একটি ইউনিট খাল্‌খিনগোলের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে '৪১ সালে মঙ্গোলীয় মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করেছিল। ঐ ইউনিটের সবে গ্রেফতার হওয়া এক বন্দীকে বিশেষ বিভাগের মুখ্য পদাধিকারী স্তামুলিয়েভ্ কোন ব্যাখ্যা বিনাই ঠিক কবরের মাপে একটি গর্ত খুঁড়তে হুকুম করলেন। (এখানে দৈহিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতনের যুগপৎ প্রয়োগ ঘটেছে) তার কোমরের চেয়ে গভীর খোঁড়ার পর বন্দীকে গর্তে বসতে বলা হল। ওর মাথা তখন আর দেখা যাচ্ছিল না। একজন প্রহরী একাধিক গর্ত পাহারা দিত, যেন এক ফাঁকা মাঠের পাহারাদার।[১০] মঙ্গোলীয় মরুভূমির ঐ গর্তে চড়া দিনের রোদ ত' বটেই হিমশীতল রাতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার মত কাপড়-চোপড়ও বন্দীদের দেওয়া হত না। নির্যাতনও করা হত না,—শক্তি অপচয় করার কী প্রয়োজন ? কারণ একজন বন্দীর দৈনিক বরাদ্দ ছিল সাড়ে তিন আউন্স রুটি আর এক গ্লাস জল। দৈত্যের মত চেহারা এবং মুষ্টিযোদ্ধা, ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক লেফ্‌টেনান্ট চুলপেনিয়েভ্-এর ঐ রকম বন্দীদশায় এক মাস কাটাতে হয়েছিল। দশ দিনে ওঁর সর্বাঙ্গ উকুনে ভরে গেল। আর পনেরো দিন পর তাঁকে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল।

কোন বিশেষ বাচ্যার্থে নয়, জিজ্ঞাসাবাদকারীর দপ্তরের বারান্দায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রকৃতই বারো, চব্বিশ এমন কি আটচল্লিশ ঘণ্টা নিজের হাঁটুর উপর দাঁড়াতে বাধ্য করা হত। ঐ অবস্থাতেও শিরদাঁড়া সোজা রাখার নিয়ম। জিজ্ঞাসাবাদকারী ঐ সময় বাড়ি গিয়ে ঘুমাতে,মৌজ করতে পারে। ও ত'ছকে বাঁধা প্রক্রিয়া। হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দীদের উপর নজর রাখে পাহারাদার। পাহারাদাররাও পালাক্রমে পাল্টায়।[১১] কোন ধরনের বন্দী ঐ নির্যাতনে সব থেকে বেশী ভেঙ্গে পড়ে ? যে ইতিমধ্যে ভঙ্গপ্রায় এবং আত্মসমর্পণোন্মুখ। স্ত্রীলোকদের উপর চমৎকার প্রযোজ্য এই পদ্ধতিটির এক

রাখা হত। কেল্ট বুট, প্যাড লাগানো জ্যাকেট গায়ে প্রহরীরা সেই বারান্দায় হেঁটে বেড়াত। অন্তর্বাস মাত্র পরিয়ে বন্দীদের ঐ কুঠরীতে তিন থেকে পাঁচ দিন রেখে দেওয়া হত। আর কোথাও যেতে দেওয়া হত না, কারণ তাতে অধিকতর সুফল পাওয়া যেত। তৃতীয় দিনের আগে গরম খাবার মিলত না। ঐ কুঠরীতে ঢোকার প্রথম কয়েক মিনিট বন্দীর মনে হত, এক ঘন্টাও বাঁচবে না। তবু দেখা যেত সে পঞ্চম দিনেও কোন যাদুবলে বেঁচে আছে, এবং হয়ত ইতিমধ্যে কোন ব্যাধি সংগ্রহ করেছে যা তার জীবনসঙ্গী হয়ে থাকবে।

শাস্তি কুঠরীর বহু দিক সম্পর্কে বলা চলে, যেমন জল এবং স্যাঁতসেঁতে ভাব। যুদ্ধের পর চের্নভৎসি জেলে শ্রীমতী মাশাকে খালি পায়ে গোড়ালি অবধি বরফ জলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়,—স্বীকার কর! মাশার তখন সবে আঠারো বছর বয়স। পা দুটি সম্পর্কে ভাব কত ভাবনা। ঐ পা নিয়ে সারা জীবন বাঁচতে হবে ত'।

বন্দীকে একটি ছোট্ট খোপের মধ্যে আবদ্ধ করা শাস্তি কুঠরীর এক প্রকারভেদ বই নয়। সুদূর, ৩৩ সালেও খাবারভস্কের জিপিইউ এস. চেবোতারিয়েভকে এইভাবে নির্যাতন করেছিল। তাকে উলঙ্গ করে এমন একটি কংক্রীটের খোপে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যেখানে হাঁটু মোড়া, আড়মোড়া ভাঙ্গা এমন কি মাথা ঘোরান ছিল অসম্ভব। তাতেই শেষ নয়! এবার প্রযুক্ত হল শাশ্বত নির্যাতন প্রক্রিয়া,—তার মাথার উপর হিমশীতল জলের কল খুলে দেওয়া হল। দেহময় জলের ধারা নামল। ওকে অবশ্য বলা হয়নি, এই প্রক্রিয়া চলবে বড় জোর চব্বিশ ঘন্টা। যা হোক মানুষকে অচৈতন্য করার জন্য ঐটুকুই যথেষ্ট। পরদিন ওকে আপাত-মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। এ্যামোনিয়া, কেফিন এবং অঙ্গ সংবাহন প্রয়োগে হাসপাতালের শয্যায় জ্ঞান ফিরল। কোথায় ছিল, তারপরে কী হল, প্রথম এসব কিছুই মনে করতে পারল না। পুরো এক মাস জিজ্ঞাসাবাদেরও অযোগ্য হয়ে ছিল।

ধরে নেওয়া চলে, খোপ এবং ঠাণ্ডা জল ঢালার কৌশল শুধু চেবোতারিয়েভের জন্য আবিষ্কৃত হয়নি। আমার পরিচিত নেপ্রোপেত্রভস্কের এক ব্যক্তিকে '৪৯-এ একই রকম খোপে, অবশ্য ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা বিনা আটকে রাখা হয়েছিল। খাবারভস্ক—নেপ্রোপেত্রভস্ক সংযোগরেখার উপর বিগত ষোল বছরে কি আরও কয়েকটি অনুরূপ খোপ তৈরী হয়নি?

(২৬) অন্যান্য পদ্ধতির সাথে অর্দ্ধাশনের মিলিত প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছি। খেতে না দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা কিছু নতুন পদ্ধতি নয়। রাতে জিজ্ঞাসাবাদের মত অভুক্ত রাখা পূর্ণ নির্যাতন রীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেলের রুটির কৃপণ বরাদ্দ '৩৩-এর শান্তির দিনগুলিতে দৈনিক সাড়ে দশ আউন্স থেকে '৪৫-এ লুবিয়াঙ্কায় এক আউন্সে নেমেছিল। বাড়ি থেকে খাবার পাঠানো বা অন্য কোন

রসদের যোগানে হাত বাড়ানো যে কোন বন্দীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এর উপর ছিল খিদে উস্কানোর কৌশল। দৈনিক সাড়ে তিন আউন্স রুটি বরাদ্দ দিয়ে এক মাস গর্তে রাখার পর চুলপানিয়েভ্‌কে গর্ত থেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদকারী সো-কল এক বাটি ঘন মাংসের ঝোল আর কোণাকুণি করে কাটা সাদা রুটির অর্দ্ধেকটা তার সামনে রাখল। (কেউ হয়ত বলবেন, কী ভাবে কাটা তাতে কী যায় আসে? কিন্তু চুলপানিয়েভ্‌ এখনো বলে কোণাকুণি করে কাটা রুটির খণ্ডগুলি অধিকতর আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল) যা হোক, ওকে ওসব কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি। কী সেকেলে, মধ্যযুগীয়, আদিম কৌশল! যার একমাত্র নতুনত্ব হল: সমাজবাদী সমাজে প্রয়োগ! আরও অনেকে এই কৌশলের কথা বলেছে, কারণ প্রায়ই এর প্রয়োগ ঘটত। কিন্তু এখন চেবোতারিয়েভ্‌কে কেন্দ্র করে একটি ঘটনার উল্লেখ করব, যাতে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছিল। চেবোতারিয়েভ্‌কে একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ-কারীর দপ্তরে আটকে রাখা হয়েছিল। এই সময়ে কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় (যদিও জলের কুঁজো পাশেই থাকত) খেতে এবং শৌচাগার ছাড়া অন্য কোথাও যেতে দেওয়া হয়নি। তিনজন জিজ্ঞাসাবাদকারী পালা করে অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে। একজন জিজ্ঞাসাবাদকারী বন্দীকে বিরক্ত না করে অনবরত লিখে যেত। দ্বিতীয়টি সোফায় শুয়ে ঘুমাত। তৃতীয় জন ঘরময় পায়চারি করে বেড়াত, আর চেবোতারিয়েভ্‌ ঘুমিয়ে পড়লেই মারত। ওরা পালা বদল করত,—হয়ত অসফলতার জন্য ঐভাবে নিজেদের শাস্তি দিত। তারপর হঠাৎ ওরা চেবোতারিয়েভের জন্য খাবার আনাত: ইউক্রেনীয় প্রথায় রান্না মাংসের ঝোল, চপ, আলু ভাজা আর স্ফটিকের পাত্রে লাল মদ। কিন্তু মদ্যপানে অরুচির জন্য চেবোতারিয়েভ্‌ কখনো মদ ছোঁয়নি। ওকে জোর করে মদ খাওয়াতে গেলে সব পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা। খাবার খাওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদকারীরা বলত, "এই যে, দু'জন সাক্ষীর সামনে তুমি এ কথা স্বীকার করেছ। এখানে সই কর।" অর্থাৎ এক জিজ্ঞাসাবাদকারী যারা নীরবে দ্বিতীয় ঘুমন্ত এবং তৃতীয় সক্রিয় জিজ্ঞাসাবাদকারীর সামনে রচিত এক নথিতে ওর সই করতে হবে। চেবোতারিয়েভ্‌ দেখল নথিটির প্রথম পাতায় লেখা, প্রথম সারির জাপানী সেনাপতিদের সাথে তার দহরম মহরম আছে এবং তাদের সবার কাছ থেকে অনেক গুপ্তচর্য্যের কাজ পেয়েছে। ও গোটা পাতা কলম দিয়ে কেটে দিল। ওরা ওকে মারতে মারতে বার করে দিল। চেবোতারিয়েভের সাথে গ্রেফতার হওয়া অপর একজন চীনা রেলপথ-কর্মী, ব্লাগিনিনকেও একই পদ্ধতির চাপ সইতে হয়েছিল। কিন্তু ও মদ খেয়ে, নেশার আমেজে সই করে দিয়েছিল,—ওকে গুলি করে মারা হল। ছোট্ট এক গ্লাস মদও অর্দ্ধভুক্ত মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে; আর ওরা দিত পাত্রভর্তি।

(২০) মারধর, এমন ধরনের যাতে চিহ্ন থাকবে না। রবারের লাঠি, কাঠের

মুগুর আর ছোট ছোট বালির বস্তা এই কাজে ব্যবহৃত হত। ঐগুলি দ্বারা হাড়ের উপর আঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যেমন শিনবোনে (হাঁটুর নিচে, যেখানে মাংসের ঠিক তলায় থাকে হাড়) জিজ্ঞাসাবাদকারীর ভারী বুটের লাথি। ব্রিগেড কমাণ্ডার কার্পুনিচ—ব্যাভেনকে একটানা একুশ দিন মারধর করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমার মাথা এবং শরীরের হাড়গুলিতে ত্রিশ বছর পরেও বেদনা বোধ করি।" নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বন্দীর কাহিনী স্মরণ করে তিনি বাহান্ন প্রকার নির্যাতনের হিসাব দিয়েছেন। একটি হল: একটি বিশেষ যাঁতিকলে রাখার ফলে বন্দীর হাতের চেটো সমানভাবে টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়ে। চেটোর জোড়গুলিতে অতঃপর রুলারের সরু দিক দিয়ে আঘাত করা হয়। বন্দী ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে! দাঁত উপড়ে নেওয়ার কৌশল সম্পর্কে বিশেষ করে কিছু বলব? কার্পুনিচের আটটি দাঁত উপড়ে দেওয়া হয়েছিল [১৮]

সবাই জানে নাভিতে ঘুষি মারলে দম বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু দাগ পড়ে না। যুদ্ধোত্তরকালে লেফর্তোভোতে কর্নেল সিদরভ্ বন্দীর দোদুল্যমান জননেন্দ্রিয়ে ওভার-সু পায়ে পেনাল্টি কিক্ করতেন। ছুটন্ত বল থেকে যে খেলোয়াড়ের ঐ স্থানে কখনো চোট লেগেছে, সে জানে ঐ আঘাত কত মারাত্মক। ওর সাথে তুলনীয় আঘাত নেই; সাধারণতঃ মানুষ তাতে সংজ্ঞা হারায়।[১৯]

নভোরসিস্কের এনকেভিডি হাতের নখ উৎপাটনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। নভোরসিস্ক আগত বন্দী চালান শিবিরে অনেকের হাতের নখ ছিল না।

(২৯) স্ট্রেট জ্যাকেট বা খাড়া জামা সম্পর্কে কিছু বলব নাকি?

(৩০) আর ৩৩-এ খাবারভস্ক্ জিপিইউর অনুরূপ বন্দীর শিরদাঁড়া ভাঙা সম্পর্কে কিছু বলব?

(৩১) লাগাম লাগানো বা হাঁসের মত ডুব দেওয়া। এই কৌশলটি সুখানোভ্কার; জিজ্ঞাসাবাদকারী ইভকভ্ '৪০-এ এটি আর্কাঞ্জেলে প্রয়োগ করেছিল। একটি লম্বা অমসৃণ তোয়ালে চোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে আঁট করে বন্দীর গোড়ালির সাথে বেঁধে দেওয়া হত। ঠিক একটি চাকার মত পাকস্থলীর উপর ভর করে শুয়ে থাকতে হত। এতে শিরদাঁড়া ভাঙবার উপক্রম হত। খাবার এবং জল ছাড়া দু'দিন ঐভাবে রেখে দেওয়া হত।[২০]

তালিকা বৃদ্ধির আর প্রয়োজন আছে কি? ভাল খেতে পাওয়া, অনুভূতিহীন, অলস মানুষ কত কীই না আবিষ্কার করতে পারে!

আমার ভাইরা! বর্ণিত পরিস্থিতিতে দুর্বল হয়ে যতটা না করলে নয় তার অধিক যারা স্বীকার করতে বাধ্য হল, তাদের নিন্দা করবেন না………তাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়তে যাবেন না।

□

এইবার আসল প্রশ্ন! অধিকাংশের থেকে সাক্ষ্য আদায়ের জন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি ত' নয়ই সহজতম প্রক্রিয়াও নিষ্প্রয়োজন। অপ্রস্তুত, আরামদায়ক গৃহকোণে ফিরতে উৎসুক মেষশাবককে ধরতে লোহার সাঁড়াশি লাগে না। শক্তির সম্পর্ক এক্ষেত্রে একান্ত অসম।

জিজ্ঞাসাবাদকারীর দপ্তরে আমাদের বিগত জীবনের উপর নতুন আলোকপাত হয়: আফ্রিকার জঙ্গলের মত ভীতিপূর্ণ, অথচ আগে কত সহজ মনে করেছি!

ধরা যাক ক (আপনি) আর খ (আপনার বন্ধু) বহুদিন পরিচিত এবং একে অপরের আস্থাভাজন। দু'জনের দেখা হতে, ক ছোট বড় রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে মতামত প্রকাশ করল। তৃতীয় ব্যক্তি না থাকায় অপর কেউ শোনার সম্ভাবনা ছিল না। একে অপরের নিন্দাও করল না।

তবু কোন কারণে ক'র গায়ে চিহ্ন পড়ল। দল থেকে কান ধরে টেনে বার করে গ্রেফতার করা হল। অপর কোন কারণে,—ধরা যাক তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিন্দা, তৎসহ প্রিয়জনের মঙ্গলচিন্তা, কিছু নিদ্রার ব্যাঘাত এবং শাস্তি কুঠরী সম্পর্কে দুশ্চিন্তা একত্রিত হয়ে,—খ নিজেকে খরচের খাতায় রাখলেও তৃতীয় ব্যক্তির সাথে কোন মতে বিশ্বাসঘাতকতা করার বিরুদ্ধে দৃঢ় সঙ্কল্প করল।

ক চারটি স্বীকারোক্তি করে তাতে সই করল। স্বীকারোক্তিগুলিতে নিজেকে সোভিয়েত শক্তির শত্রু বলে মানল,—কারণ সে মহান নেতা সম্পর্কে ঠাট্টা তামাশা করত; বিশ্বাস করত নির্ব্বাচনে একাধিক প্রার্থী থাকা বাঞ্ছনীয়; একমাত্র নির্ব্বাচন-প্রার্থীর নাম কেটে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে গিয়েছিল, কিন্তু দোয়াতে কালি না থাকায় তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি; এবং বাড়িতে ষোল মিটার ব্যাণ্ডওলা রেডিও রাখত, যদ্দারা অপরিষ্কার করে দেওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের বেতারবাণী শোনা যেত। সুতরাং ক-এর দশ বছর কারাদণ্ড অবধারিত; তবু তার পাঁজরাগুলি অক্ষত রয়েছে আর তখনো নিউমোনিয়া ধরেনি। ও অপর কারুর নাম বলেনি এবং যতদূর সম্ভব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে। ক সহ-বন্দীদের জানিয়েছে, ওর ধারণা জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়ে আসছে।

এইবার দেখুন কী হয়! নিজের হাতের লেখার তারিফ করতে করতে জিজ্ঞাসা-বাদকারী পঞ্চম এজাহার ভর্ত্তি করল। প্রঃ—খ আপনার বন্ধু? উঃ—হ্যাঁ। প্রঃ—আপনি তার সাথে অকপটে রাজনীতি আলোচনা করতেন? উঃ—না, না, আমি তাকে বিশ্বাস করতাম না। প্রঃ—আপনাদের দু'জনের মধ্যে কি খুব ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ ঘটত? উঃ—খুব ঘন ঘন নয়। প্রঃ—'খুব ঘন ঘন নয়'এর কী অর্থ? প্রতিবেশীদের সাক্ষ্যমতে গত মাসেই অমুক অমুক দিনে খ আপনার বাড়ি গিয়েছিল। যায়নি?

উঃ—যেতে পারে। প্রঃ—অন্য সব সময়ের মত ঐ সময়গুলিতেও দেখা গিয়েছিল আপনি মদ খাননি, হৈ-হল্লা করেননি, অত্যন্ত আস্তে কথা বলেছেন, যাতে আপনার কথা বারান্দা থেকে শোনা অসম্ভব হয়? (সাধারণতঃ বন্ধু-বান্ধব একত্র হলে বলে, মদ খাও! বোতল ভাঙো! কলজে ফাটিয়ে গালিগালাজ কর! তখনই তারা পরস্পরের আস্থাভাজন হতে পারে) উঃ—তাতে কী হয়েছে? প্রঃ—আপনিও তার বাড়ি যেতেন। হয়ত ফোনে বলতেন, "গত সন্ধ্যা আমরা দু'জন খুব চমৎকার কাটিয়েছি।" এরপর আপনাদের দুজনকে একত্র রাস্তার মোড়ে বিরস বদনে অসন্তোষের ছায়া ফেলে ঠাণ্ডায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সত্যি বলতে কি, আপনাদের তখনকার চেহারার ফটো তুলে রাখা হয়েছে। (চরদের যন্ত্র কুশলতা অতি উচ্চ-মানের) জানতে পারি, ঐ সাক্ষাৎকারগুলিতে আপনারা কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন?

কোন বিষয়ে,—এ একেবারে সিধে-সিধি প্রশ্ন। প্রথমে বলতে ইচ্ছা করে, মনে নেই। মনে রাখতে হবে, এমন কী বাধ্যবাধকতা আছে? সুতরাং, আপনি প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের আলোচনার বিষয়বস্তু ভুলে গেছেন। তৃতীয়টির? চমৎকার সন্ধ্যার? রাস্তার মোড়ে আলাপের? আর গ এবং ঘ-এর সাথে আলাপের বিষয় বস্তু? না, আপনি বুঝলেন ভুলে গিয়েছি বলে তা টিকিয়ে রাখা যাবে না। গ্রেফতারের ফলে আপনার মন তখনো আহত এবং ভীতিগ্রস্ত, ক্ষুধা এবং নিদ্রাবঞ্চনার দরুন ঘোলাটে বুদ্ধি। তবু সে মুক্তির উপায় খোঁজে,—এমন কোন চালাকি যা আপাত সত্য মনে হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী সে ফাঁকি ধরতে অসমর্থ হবে।

কী বলা চলে? বেশ, আপনারা হকি খেলা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন; বন্ধুগণ এ উত্তর সদা সর্ব্বদা নির্ঝঞ্ঝাট। অথবা স্ত্রীলোক এমন কি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, বলা চলে। যা কিছু বললেন, তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। (হকির কথা বলতে বলতে বিজ্ঞানের আলোচনায় মোড় ফেরা এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান সম্পর্কিত সবকিছু শ্রেণীবদ্ধ তথ্য গণ্য হয়। সুতরাং বিজ্ঞান আলোচনার জন্য রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করার অভিযোগ আনা হতে পারে) কিন্তু শহরের সাম্প্রতিক গ্রেফতারগুলি অথবা যৌথ খামারের বিষয়ে আলোচনা করে থাকলে? (অবশ্য বিরূপ সমালোচনা করে থাকলে,—ওদের সম্পর্কে কারুর প্রশংসা করার কিছু থাকতে পারে)? অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা প্রতি দেয় মজুরীর কর্ত্তিত হার সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকলে? দেখা যাচ্ছে, এ কথা অবিসম্বাদী সত্য যে আপনারা যখন রাস্তার মোড়ে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন তখন আপনাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হচ্ছিল। আপনারা কী আলোচনা করছিলেন?

হয়ত আগেই খ গ্রেফতার হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদকারী বলল, খ গ্রেফতার হয়েছে

এবং আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আপনার মোকাবিলা করতে ওরা খ-কে হাজির করল বলে। আসলে হয়ত খ সেই সময় নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসবে এবং রাস্তার মোড়ে আধ ঘণ্টা দাঁড়ানোর সময় আপনাদের ভ্রূ-কুঞ্চনের কারণ জেনে নেবে।

হেনকালে অতি বিলম্বে আপনার চৈতন্য হবে, আমাদের দেশের জীবনের বিচিত্র ধারার জন্য প্রত্যেক সাক্ষাৎকারের পরদিন ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে আপনারা কী বলবেন তা আপনার এবং খ-এর সাক্ষাৎকারের অন্তে স্থির করা এবং তা স্মরণ রাখা উচিত ছিল। তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ নির্ব্বিশেষে উভয়ের সাক্ষ্য মিলিত। কিন্তু ঐ রকম কোন চুক্তি করেননি, কারণ আপনারা কী ভয়াবহ অরণ্যে বাস করেন, জানতেন না।

ধরা যাক আপনি বললেন, আপনারা মাছ ধরতে যাওয়ার কথা আলোচনা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে খ বলতে পারে, মাছ ধরার কথা হয়নি ; আপনারা পত্রবাহিত শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সুতরাং অনুসন্ধান শিথিল হওয়ার পরিবর্তে কঠোরতর হল : কী বিষয়ে, কোন বিষয়ে ?

তখনই আপনার মনে বুদ্ধির ঝলক দেখা দেবে,—শুভ বুদ্ধি অথবা মারাত্মক ক্রমশঃ প্রকাশ্য,—তীক্ষ্ণ ধারগুলি প্রলেপিত করে এবং মারাত্মক দিকগুলি বাদ দিয়ে প্রকৃত কথাবার্ত্তার যতদূর সম্ভব সত্যি বিবরণ দিলে কেমন হয় ? প্রবাদ আছে, মিথ্যা বলতে হলে সত্যের সাথে নিকটতম দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। তা ছাড়া খ-ও হয়ত অবস্থা বুঝে প্রায় এক কথাই বলবে। তখন আপনার সাথে ওর সাক্ষ্য অনেক দিক থেকে মিলবে এবং আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

অনেক বছর পরে বুঝতে পারবেন আপনার বুদ্ধিটি সুবুদ্ধি হয়নি। বরং মারধরের ভয় দেখালেও জীবনের একদিনের কথা মনে রাখতে পারে না এমন এক অস্বাভাবিক মূঢ় সেজে অনেক বেশী চাতুরীর পরিচয় দিতে পারতেন। আপনাকে তিন দিন, তিন রাত ঘুমাতে দেয়নি। নিজ চিন্তানুযায়ী কাজ করা বা অবিচল মুখভাব বজায় রাখার মত দৈহিক শক্তি নেই। সবকিছু নতুন করে ভেবে দেখবার মত এক মিনিট সময়ও হাতে নেই। হঠাৎ দু'জন জিজ্ঞাসাবাদকারী (ওরা পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে) এক সাথে আপনার উপর চেঁচিয়ে উঠল : কী বলাবলি করছিলেন ? কোন বিষয়ে ? কী সম্পর্কে ?

আপনি উত্তর দিলেন : আমরা যৌথ খামার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলছিলাম...... বলছিলাম যৌথ খামারের সব ঠিকঠাক হয়নি, তবে শীগ্গিরই হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যানুযায়ী দেয় মজুরীর হার কর্ত্তনের বিষয়েও কথা বলেছি। ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে ঠিক কী বলেছি ? মজুরীর হার কর্ত্তিত হওয়াতে আমরা আনন্দিত কিনা ? লোকে সাধারণতঃ ও কথা বলে না ; ওটা অত্যন্ত অবাস্তব কথা। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য

করার জন্ত আপনি স্বীকার করলেন, আলোচনাকালে আপনারা মজুরীর হার কর্তনের প্রসঙ্গে অসন্তোষ-প্রকাশ করেছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদকারী নিজে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করল, অর্থাৎ নিজের ভাষায় লিখল: উক্ত সাক্ষাৎকারে আমরা মজুরীর বিষয়ে পার্টি এবং সরকারের নিন্দা করেছি।

এরপর একদিন হয়ত খ আপনাকে দোষী করবে: "তুমি বড় বেশী কথা বল। আমি বলেছি, আমরা মাছ ধরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম।"

হায়, আপনারা জিজ্ঞাসাবাদকারীকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন! আপনাদের দ্রুত চিন্তাশীল সূক্ষ্ম মন! আপনারা বুদ্ধিজীবী! শেষে নিজেকে বোকা বানালেন·········

ডস্টয়েভ্‌স্কির 'অপরাধ ও দণ্ড' গ্রন্থে রস্কোল্‌নিকভের কাছে পেত্রভিচ্ একটি বিস্ময়কর এবং চতুর মন্তব্যে বুঝিয়েছেন, যে নিজে কখনো পুলিশের সাথে লুকোচুরি খেলেছে এমন ব্যক্তির সহায়তা বিনা তাঁকে ধরা সম্ভব ছিল না: "বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমার নিজের কাহিনী বলার প্রয়োজন নেই। তারাই সে বস্তুটি সুন্দর মোড়ক করে আমার সামনে হাজির করবে।" প্রকৃতই তাই। চেকভের 'বদমাইস' গ্রন্থে বর্ণিত চমৎকার অসম্বদ্ধতা বুদ্ধিজীবীর আয়ত্তের বাইরে। তার কাহিনীকে সে যুক্তির ছাঁচে ঢালবেই, তাতে যত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হোক।

অপর পক্ষে জল্লাদ জিজ্ঞাসাবাদকারীর যুক্তিতে অনুরাগ নেই। সে শুধু দু'তিনটি বাক্যাংশ শুনতে চায়। কারণ সে যা খোঁজে তা সে ভালই চেনে। আর আমরা, আমরা কোন কিছুর জন্তই প্রস্তুত নই।

শৈশব থেকে আমরা দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর, সত্য আচরণের, আমাদের পেশা, নাগরিক কর্তব্য, সমর সেবা এমন কি সৌন্দর্য্যের তারিফ করার (এ শিক্ষা অবশ্য খুব বেশী পাই না) শিক্ষা পাই। কিন্তু না আমাদের শিক্ষা দীক্ষা না মানুষ হওয়ার পদ্ধতি, সব শেষে আমাদের অভিজ্ঞতাও জীবনের বৃহত্তম পরীক্ষার,—বিনা কারণে গ্রেফতার এবং জিজ্ঞাসাবাদ,—জন্ত সামান্যতম প্রস্তুতি এনে দেয় না। উপন্যাস, নাটক বা চলচ্চিত্রে (এদের স্রষ্টাদের গুলাগ্ পেয়ালার শেষ পর্য্যন্ত পান করতে বাধ্য করা উচিত) যে জিজ্ঞাসাবাদকারীর চরিত্র দেখানো হয় তারা আমাদের প্রত্যেকের বাপের মত সত্যবাদীতা এবং মানবিকতার মূর্ত্ত প্রতীক। আমরা ধরাতলে সবকিছু সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে থাকি, আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে শোনানও হয়। কিন্তু কেউ কখনো অপরাধ বিধির সত্য এবং প্রসারিত তাৎপর্য্য সম্পর্কে বক্তৃতা করে না। গ্রন্থাগারের খোলা আলমারির তাকে বিধিগুলি থাকে না। সংবাদপত্রের দোকানেও পাওয়া যায় না। ওগুলি অমনোযোগী যুবকদের হাতে পড়ারও সম্ভাবনা নেই।

যখন শুনি পৃথিবীর কোন দুর প্রান্তের এক দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলের সহায়তা পায়, মনে হয় রূপকথা শুনছি। এর অর্থ, জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে এক অনাবিল বুদ্ধি মিত্রর সহায়তা লাভ, যার আইনে ব্যুৎপত্তি আছে।

এবার অভিযোগ উপস্থাপিত করা সম্পর্কে বলব। আমাদের দেশে এইভাবে উপস্থাপিত হয়: "সই করো!" "এ অভিযোগ সত্যি নয়।" "সই করো।" "কিন্তু আমি কোন অপরাধ করিনি!" দেখা যাবে, রুশ সাধারণতন্ত্রের অপরাধ বিধির ৫৮—১০ অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগ, এবং ৫৮—১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। "সই করো।" "তার আগে ঐ অনুচ্ছেদগুলিতে কী বলা হয়েছে জানতে চাই। আমাকে অপরাধ বিধি পড়তে দিন।" "আমার কাছে নেই।" "তাহলে আপনাদের মুখ্য পদাধিকারীর থেকে চেয়ে নিয়ে আসুন!" "তাঁর কাছেও নেই। সই করো!" "কিন্তু আমি আগে অপরাধ বিধি দেখতে চাই।" "ওটা তোমার দেখবার জিনিষ নয়। ও শুধু আমাদের জন্য লেখা, তোমাদের জন্য নয়। তোমার দেখার কোন প্রয়োজন নেই। ওতে যা বলা আছে তা আমি বলে দিচ্ছি। তুমি যে অপরাধে অভিযুক্ত, সে অপরাধে এই ধারাগুলি যথাযোগ্য ভাবে প্রযোজ্য। তা ছাড়া এখন সই করার অর্থ, অভিযোগগুলি তোমার সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তুমি সেগুলি পড়েছ; অভিযোগগুলি মেনে নেওয়া বোঝাবে না।"

অভিযোগপত্রে অক্ষরের নতুন সমাবেশ, ইউ. পি. কে.-তে হঠাৎ আপনার নজর আটকে গেল। আপনার সাবধানী মন জাগ্রত হল। অপরাধ বিধিতে ইউ. পি. কে এবং ইউ. কে-র মধ্যে কী তফাৎ? খুস মেজাজে ধরতে পারলে জিজ্ঞাসাবাদকারী ব্যাখ্যা করবে, ইউ. পি. কে-র অর্থ অপরাধ বিধি প্রণালী। তার অর্থ? তার অর্থ একটি নয়, সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বিধি আছে এবং ঐ দুটি বিধির পেষণে পিষ্ট হওয়ার সময়ও আপনি ওদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ।

দশ বছর অতিক্রান্ত হল। ক্রমে পনেরো। আমার যৌবনের কবরের উপরকার ঘাসের আবরণ ঘন হল। দণ্ডের মেয়াদ, এমনকি আমার "চির নির্ব্বাসনে"র মেয়াদ ফুরাল। এই সময়ের মধ্যে কখনো কোথাও,—শিবিরের সংস্কৃতি শিক্ষা শাখা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এমন কি মধ্যম আকারের শহরে,—সোভিয়েত অপরাধ সংহিতা[২১] স্বচক্ষে দেখিনি, কিনতে পাইনি, ধার পাইনি, চাইতেও পারিনি!

যে শত শত বন্দীর সংস্পর্শে এসেছি—যাদের একাধিক জিজ্ঞাসাবাদ, বিচার ও শিবির এবং নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাদের কেউ কখনো অপরাধ বিধি হাত দিয়ে ধরেনি বা স্বচক্ষে দেখেনি।

ততদিনে দুটি বিধিই পঁয়ত্রিশ বছরের পুরানো হয়ে গিয়েছে এবং নতুন বিধির সেই

স্থান নেওয়ার সময় হয়েছে। মস্কোর ভূগর্ভ রেলপথের সংবাদপত্রের দোকানে দুটি কাগজের মলাট সম্বলিত ছোট্ট চটি বই, ইউ. কে. অর্থাৎ অপরাধ বিধি এবং ইউ. পি. কে. বা অপরাধ বিধি প্রণালী দেখলাম। পুরানো এবং অযুগোপযোগী হওয়ার দরুন সাধারণের অবগতির জন্য বই দুটিকে অবশেষে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সেদিনও বই দুটি পড়ে আবেগে অভিভূত হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ ইউ. পি. কে. বা অপরাধ বিধি প্রণালীতে বলা হয়েছে :

"১৩৬ অনুচ্ছেদ : জবরদস্তি বা ধমকের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি আদায়ের অধিকার জিজ্ঞাসাবাদকারীর নেই।" (অপরাধ বিধি প্রণালীর রচয়িতারা যেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা)!

"১১১ অনুচ্ছেদ : সকল প্রকার সত্য,—অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি বা অপরাধ লঘু-করণে সহায়ক সত্যও,—পরিষ্কারভাবে উদ্‌ঘাটন করাই জিজ্ঞাসাবাদকারীর কর্তব্য।"

কিন্তু আমি ত' অক্টোবরে সোভিয়েত শক্তি স্থাপনায় সহায়তা করেছি! আমিই ত' কোলচাক্‌কে গুলি করে হত্যা করেছি! কুলাকের নিঃস্বকরণে অংশ গ্রহণ করেছি! উৎপাদন ব্যয় কর্তনের দ্বারা রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি আমিই! যুদ্ধে দু'বার আহত হয়েছি! তিনটি সম্মানসূচক পদক পেয়েছি আমি······

"ঐ জন্য আপনার বিচার করা হচ্ছে না! যত ইতিহাস·········" জিজ্ঞাসাবাদ-কারীর দাঁত বেরিয়ে পড়ল। "আপনি যা-কিছু ভাল কাজ করেছেন, এই মামলার সাথে তার যোগ নেই।"

"১৩৯ অনুচ্ছেদ : অভিযুক্ত ব্যক্তির আপন হস্তাক্ষরে জবানবন্দী লেখার এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী দ্বারা লিপিবদ্ধ জবানবন্দী সংশোধন করার অধিকার আছে।"

যদি সময়মত এ কথা জানতাম! বলতে চাই, যদি আগে থেকে প্রকৃত অধিকারের বিষয় জানতাম! আমরা সর্বদা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি "আমার ভ্রান্ত জবানবন্দী," অথচ জিজ্ঞাসাবাদকারীকে সাধতে হয়েছে যাতে সে "আমার কুৎসিত, নিন্দাময় রচনা" লিপিবদ্ধ না করে ; অথবা বলতে চেয়েছি "আমার মরচে ধরা ফিন্ দেশীয় ছুরি", অথচ অনুনয় করতে হয়েছে, যেন "আমাদের গোপন অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার" লিপিবদ্ধ না করা হয়।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কারা-বিজ্ঞান সম্পর্কে তালিম থাকত! কিংবা আসল জিজ্ঞাসাবাদের আগে তাদের যদি একবার মহড়া দেওয়া হত······'৪৮-এর দ্বিতীয় মেয়াদভোগীদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদের খেল খেলা হয়নি ; খেললে সুবিধা হত না। কিন্তু নবাগতরা অনভিজ্ঞ এবং অজ্ঞ ; তাদের এমন কেউ ছিল না যার থেকে উপদেশ পেতে পারে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির একাকীত্ব! অন্যায় জিজ্ঞাসাবাদের সফলতার আর একটি

সহায়ক! একটি একাকী, নিষিদ্ধ ইচ্ছার উপর জিজ্ঞাসাবাদ যন্ত্রের পুরো চাপ পড়ত। গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে জিজ্ঞাসাবাদের চমকের পুরো সময় পর্য্যন্ত বন্দীকে সম্পূর্ণ একাকী রাখা শ্রেয়ঃ গণ্য হত। পাছে অপরের হাসি বা চাউনিতে এক টুকরো উপদেশ, সামান্যতম সহানুভূতি বা সমর্থন লাভ করে তাই তার কুঠরীতে, বারান্দা বা সিঁড়ি দিয়ে চলাচলের সময় এবং জিজ্ঞাসাবাদ দপ্তরে বন্দীর সমগোত্রীয় কারুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ছিল রীতিবিরুদ্ধ। অর্গান তার ভবিষ্যৎ মুছে দিয়ে বর্ত্তমানকেও বিকৃত করত; মনে বিশ্বাস উৎপাদন করত যে তার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারবর্গ গ্রেফতার হয়েছে এবং তার অপরাধের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অর্গানের স্বভাব ছিল বন্দী ও তার প্রিয়জনকে ধ্বংস এবং তাকে মার্জ্জনা করার ক্ষমতা সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা, অথচ শেষোক্ত ক্ষমতা ওদের আদৌ ছিল না। ওরা এমন ভাণ করত যেন বন্দীর অনুশোচনার গভীরতার উপর তার দণ্ড বা শিবিরের কঠোরতার লঘুকরণ নির্ভরশীল, অথচ সত্যিই একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল ছিল না। বন্দী যখন ত্রাস ও বেদনায় কুঞ্চিত, ওরা তার থেকে অতি দ্রুত যতগুলি অসংশোধ্যরূপে ক্ষতিকর প্রমাণ এবং তাকে যতগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষের সাথে জড়ানো সম্ভব তা করতে ত্রুটি করত না। এর ফলে অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি এত হতাশ হয়ে পড়ত যে, তাদের জবানবন্দী পড়ে শোনাতে বলত না। কারণ সে জবানবন্দী শুনে সহ্য করার শক্তিটুকুও থাকত না। তারা কেবল সই করতে চাইত, যাতে সইএর পর আপদ চুকে যায়। এ সমস্ত শেষ হওয়ার পরই বন্দীকে নির্জ্জন কুঠরী থেকে বৃহত্তর কুঠরীতে চালান করা হত। সেখানে অতি বিলম্বে মরীয়া হয়ে সে একে একে নিজের ভুলগুলি আবিষ্কার করত।

ঐ প্রকার অসম যুদ্ধে ভুল না করা কি সম্ভব? ভুল না করে পার পেত কেউ?

আগে বলেছি বন্দীকে একাকী রাখাই ছিল লক্ষ্য। যা হোক '৩৭ এবং '৪৫-এর ঠাস বোঝাই কারাগারগুলিতে নতুন গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একাকী রাখার লক্ষ্য সাধিত হয়নি। বরং গ্রেফতারের প্রায় প্রথম ঘণ্টা থেকেই তাদের অত্যন্ত ঠাস বোঝাই সাধারণ কুঠরীতে রাখা হত।

কিন্তু ব্যবস্থার গুণগুলি তার ত্রুটি ঢেকে দিত। অতি ভর্ত্তি কুঠরীগুলি শুধু ঠেসে ধরা নির্জন বাক্সের স্থানই নিত না, একটি প্রথম শ্রেণীর নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করত। জিজ্ঞাসাবাদকারীর পরিশ্রম বিনাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই নির্যাতন চালান যেত। বন্দী বন্দীকে নির্যাতন করত। জেল কর্ত্তৃপক্ষ কুঠরীতে এতগুলি বন্দী ঢোকাতেন যে মাথা পিছু মেঝের একটা টুকরোও জুটত না। প্রত্যেকে অপর কারুর পায়ের উপর বসত নয় কোথাও যেতে গিয়ে কাউকে মাড়িয়ে দিত। চলাফেরার জায়গা থাকত না। কিশিনেভ্ কেপিজেড্-এ (প্রাথমিক আটক শিবির) '৪৫-এ একজন বন্দীর নির্জ্জন আটকের জন্য তৈরী কুঠরীতে আঠারো জনকে ঢোকান হয়েছিল।[২২] '৩৮-এ

আইভানভ্—রাজুমনিক্ লক্ষ্য করেন বুতুর্কির পঁচিশজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ মাপের কুঠরীতে একশো চল্লিশজন বন্দীকে ঢোকান হয়েছিল। ফলে শৌচাগারে এত ভিড় লেগে থাকত যে বন্দীদের দৈনিক মাত্র একবার, অনেক সময় রাতে, শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া হত। কুঠরীর বাইরে ভ্রমণেরও একই অবস্থা।[২৩] আইভানভ্ রাজুমনিক্ই লক্ষ্য করেন লুবিয়াঙ্কার বন্দী গ্রহণ 'কুত্তাঘরে'র প্রতি বর্গগজ মেঝেয় তিনজন বন্দী বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবত থাকত। (ঐ পরিসরে তিনজনকে রাখার পরীক্ষা করেই দেখুন না!)[২৪] কুত্তাঘরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা বা জানালার বালাই ছিল না। বন্দীদের দেহের উত্তাপ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস প্রকোষ্ঠের ভিতর ১০৪ থেকে ১১৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ সৃষ্টি করত। সবাই অন্তর্বাস পরে গরম জামা-কাপড়ের কুণ্ডলীর উপর বসে থাকত। ঘর্মাক্ত গায়ে ঠেসাঠেসির ফলে অনেকের একজিমা ধরত। ঐভাবে বসে এক নাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ কাটাতে হত! সকালে একবার চা এবং খাবার ছাড়া মুক্ত বায়ু বা জল পাওয়া যেত না।[২৫]

অন্য সব রকম পায়খানার পরিবর্ত্তে যদি বালতির ব্যবস্থা হয়ে থাকে অথবা বাইরে পায়খানা করতে নিয়ে যাওয়ার সময়ের ব্যবধানে যদি সে ভিতরের বালতিও না থাকেই —যেমন অনেক সাইবেরীয় কারাগারে ঘটত; যদি একে অপরের হাঁটুর উপর বসে চারজন বন্দীর একই পাত্র থেকে খেতে হয়; একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়ার পরই যদি নিদ্রাবঞ্চিত, প্রহৃত এবং ভগ্ন অপর একজনকে ঠেলে ঢোকান হয়; এবং ঐ রকম ভগ্ন মানুষের আবির্ভাব যদি জিজ্ঞাসাবাদকারীর সব ধমকের চেয়ে কার্য্যকরী হয়; বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলেও তখনো জিজ্ঞাসাবাদের ডাক না আসা বন্দীর যাতনাদায়ক মানসিক অবস্থায় যদি মৃত্যু বা অপর কোন শিবির সহজতর মনে হয়,—ধরে নিতে হবে ওগুলি বাস্তবিকই পুঁথিগত লক্ষ্য বা নির্জ্জন কারাবাসের স্থান গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল। তালগোল পাকানো মানুষের ভিড়ে কার সাথে সোজা কথা বলা চলে বোঝা যেত না। পরামর্শ চাওয়ার মত মানুষও সব সময় পাওয়া যেত না। জিজ্ঞাসাবাদকারীর ধমক, মারধর এবং নির্যাতনে বিশ্বাস না জন্মালে অন্য বন্দীর উপর ঐগুলির বাস্তব প্রয়োগ দেখে জন্মাত।

ভুক্তভোগীদের থেকে জানা যেত, গলায় লবণ-জলের ডুশ দিয়ে একটি দিন বাক্সবন্দী করে রাখা হত। সারাদিন পিপাসা পেত (কারপুনিচ্)। যন্ত্র দিয়ে পিঠের ছাল ক্ষতবিক্ষত করে তারপিন তেল ঢেলে দেওয়া হত। ব্রিগেড কমাণ্ডার রুভলফ্ পিনৎসভের উভয় অত্যাচার সইতে হয়েছিল। উপরন্তু তাঁর নখের তলায় ছুঁচ ঢোকান এবং পেট ফেটে যাওয়া পর্য্যন্ত জল খাওয়ান হয়েছিল, যাতে তিনি স্বীকার করেন যে গত নভেম্বরের প্যারেডে তিনি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে সরকারের বিরুদ্ধে চালনা করতে চেয়েছিলেন।[২৬] অখিল রুশ বৈদেশিক সংস্কৃতি সমিতির শিল্পকলা শাখার প্রাক্তন

অধ্যক্ষ আলেকজান্দ্রভের (মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য ইনি একদিকে হেলে চলতেন ; চোখের অশ্রুনালীর সংযম নষ্ট হওয়ার ফলে কখনো কান্না থামাতে পারতেন না) থেকে জানা যায় '৪৮ সালে আবাকুমভ্ নিজে কি রকম মারধর করতে পারতেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী আবাকুমভ্ স্বয়ং কোন মতে ঐ সব ছোটখাট কায়িক শ্রমের কাজে নাক সিঁটকাতেন না। (যেন সেনাদলের পুরোভাগে বীর সেনাপতি সুভরভ্) প্রায়ই রবারের লাঠি হাতে নিতে তাঁর একটুও খারাপ লাগত না। তাঁর সহকারী রাইউমিন্ ঐ কাজে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তিনি মারধর চালাতেন সুখানভ্কার 'জেনারেল'-এর জিজ্ঞাসাবাদ দপ্তরে। দপ্তরটিতে ছিল নকল আখরোট কাঠের প্যানেল, দরজা জানালায় রেশমী পর্দা, আর মেঝে-জোড়া বিরাট পারস্য দেশীয় কার্পেট। পাছে কার্পেটের নক্সা নষ্ট হয়, তাই বন্দীদের মারধর করার সময় একটি রক্তমাখা নোংরা কাপড় কার্পেটের উপর বিছিয়ে দেওয়া হত। মারধর করার সময় সাধারণ প্রহরী সহায়তা করলে হত না, একজন কর্নেল করত। দেড় ইঞ্চি মোটা রবারের লাঠি নাড়াচাড়া করতে করতে রাইউমিন ভদ্রভাবে বলতেন, "তাহলে......আপনি নিদ্রাবঞ্চনার পরীক্ষাটি সসম্মানে উৎরে গেছেন দেখছি। (আলেকজাণ্ডার ডি. চালাকি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে নিদ্রাবঞ্চনার এক মাস কাটিয়েছিলেন) এবার লাঠির পরীক্ষা হবে। বন্দীরা এ পরীক্ষার দু' তিনটি বৈঠকের বেশী সহ্য করতে পারে না। প্যাণ্ট খুলে মেঝেয় শুয়ে পড়ুন।" কর্নেল উপুড় হয়ে শোয়া বন্দীর পিঠের উপর চড়ে বসত। বন্দী গুণতে চেষ্টা করত ক' ঘা পিঠে পড়ল। কিন্তু দীর্ঘ অর্দ্ধাশনে বিশুষ্ক নিতম্বের উপর রবারের লাঠির আঘাত সায়াটিক স্নায়ুর উপর কী প্রতিক্রিয়া আনে তার জানা নেই। আঘাতের স্থানে এই প্রতিক্রিয়া হয় না, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ফেটে পড়ে। প্রথম আঘাতে বেচারী যন্ত্রণায় পাগল হয়ে দু'হাতের নখ দিয়ে কার্পেট আঁকড়ে ধরত। ঠিক লক্ষ্যস্থলে আঘাতের চেষ্টা করে রাইউমিন্ মেরে চলতেন। কর্নেল বন্দীকে কার্পেটে চেপে ধরত,—সর্ব্বশক্তিমান রাইউমিন্‌কে সাহায্য করা তিন-তারা পদক প্রাপ্ত অফিসারের যোগ্য কাজ বটে! প্রহারের পর বন্দীর চলচ্ছক্তি থাকত না। তা' বলে কেউ তাকে বয়ে নিয়ে যেত না। বরং হিড়হিড় করে টেনে বাইরে ফেলে দিত। মারের ফলে তার বিশুষ্ক নিতম্ব এত ফুলে যেত যে সে প্যাণ্টের বোতামও আঁটতে পারত না, অথচ দেহের কোথাও দাগ নেই বললেই হয়। এর পর তার দারুণ আমাশা ধরত। নির্জ্জন কুঠরীর পায়খানার বালতিতে বসে সে সজোরে কাশতে থাকে। দ্বিতীয়, তৃতীয় বৈঠকের পর এ. ডি.'র দেহের চামড়া ফেটে গিয়েছিল। তাতে রাইউমিনের উন্মত্ততা বাড়ল। ক্রমাগত পাকস্থলীতে আঘাতের ফলে অন্ত্রের পর্দা ফেটে এক অতিকায় হার্নিয়া সৃষ্টি হল। ঐ হার্নিয়ার মধ্যে দিয়ে এ. ডি.'র অন্ত্র বেরিয়ে পড়ল। এরপর তাকে পেরিটোনাইটিস

রোগের জন্য বুতুর্কির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। অতঃপর তাকে দিয়ে কিছু নোংরা কাজ করানোর চেষ্টা কিছুদিন স্থগিত রাখতে হল।

আপনাকেও ঐভাবে নির্যাতন করা হতে পারে! ঐ মারধরের পরিপ্রেক্ষিতে কিশিনেভের জিজ্ঞাসাবাদকারী ভ্যানিলভ যখন লোহার তৈরী আগুন উস্কিয়ে দেওয়ার হাতল দিয়ে ফাদার ভিক্টর শিপোভ্যাল্নিকভের মাথার পিছনে আঘাত করে তাঁর লম্বা চুল ধরে টানাটানি করছিল, তখন ফাদারকে আলিঙ্গন করা হচ্ছে মনে হওয়া স্বাভাবিক। পাদরীর চুল ধরে টানা খুব সহজ। সাধারণ ধর্ম্মীয় কর্ম্মীদের দাড়ি ধরে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোরান হত। ক্রনস্টাট্ বিদ্রোহ দমনে অংশগ্রহণকারী এক কোম্পানী সেনাদলের পরিচালক এবং বৃটিশ গুপ্তচর সিড্নি রাইলির গ্রেফতারে অংশগ্রহণকারী, ফিনদেশী লালপ্রহরী দলের সভ্য রিচার্ড ওহোলাকে বিরাট গোঁফের এক প্রান্ত, পরে অপর প্রান্ত চিমটে দিয়ে টেনে পুরো দশ মিনিট শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

কিভাবে আপনাকে জঘন্যতম নির্যাতন করা হতে পারে বর্ণনা করছি: নিম্নাঙ্গ উলঙ্গ করে মেঝেয় চিৎ করে শুইয়ে দুই পা ফাঁক করে রাখা হবে। গৌরবমণ্ডিত সার্জেন্ট কোরের লোকেরা এইবার আপনার দু'পায়ের উপর বসে দু'হাত্তু চেপে ধরবে। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদকারী (জিজ্ঞাসাবাদকারিণীরাও এ কাজে কুণ্ঠিত নন) বুট পায়ে আপনার দুই পায়ের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে যে অঙ্গগুলি একদা আপনাকে পুরুষ আখ্যা দিয়েছিল তাদের উপর উত্তরোত্তর চাপ দিতে থাকবে। ও আপনার চোখ মুখ দেখতে দেখতে নিজের প্রশ্ন বা আপনার দ্বারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে চায় তার পুনরাবৃত্তি করবে। ও অতি দ্রুত বা অতি জোরে চাপ না দিলে আর পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে আপনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠবেন,—সব স্বীকার করতে রাজী, ও যে কুড়িটি লোকের নাম করছে তাদের গ্রেফতারে আপনার আপত্তি নেই, আপনি যা কিছু পবিত্র জ্ঞান করেন সংবাদপত্রে তাদের নিন্দা করবেন·········

হয়ত ঈশ্বর একদিন আপনার সুবিচার করবেন, মানুষ করবে না·········

কর্তৃপক্ষের দালাল বন্দীরা ফিস্‌ফিস করে বলবে, "কোন রাস্তা নেই! আপনার সব স্বীকার করতে হবে!"

সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকগুলি পরামর্শ দেবে, "সহজ কথা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

যারা দাঁত খুইয়েছে তারা বলবে, "একবার গেলে আর দাঁত পাবেন না।"

যারা সব তলিয়ে দেখে তারা বলবে, "স্বীকার করুন বা না করুন, ওরা আপনাকে সাজা দেবেই।"

"যারা সই করে না তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়," কুঠরীর কোণ থেকে কেউ

মন্তব্য করবে, "পাছে জিজ্ঞাসাবাদের স্বরূপ বাইরে প্রকাশ পায়, তাই নিছক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই খুন করবে।"

জেলারোদোরীর দপ্তরে ওরা আত্মীয়-স্বজনকে বলবে, চিঠিপত্রাদি আদান প্রদানের অধিকার কেড়ে নিয়ে আপনাকে কোন শিবিরে পাঠানো হয়েছে। তারপর তাঁরা খোঁজাখুঁজি করুন না।

আপনি কট্টর কমিউনিস্ট হলে অপর একজন কট্টর কমিউনিস্ট এগিয়ে এসে উদ্ধত চোখে আপনাকে লক্ষ্য করবে। শেষে ও এমন ফিস্‌ফিস্‌ করে পরামর্শ দেবে যে অনভ্যস্ত মানুষ তা শুনতে পাবে না: "সোভিয়েত জিজ্ঞাসাবাদ যন্ত্রের সমর্থন করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের চারপাশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। আমরাই এর জন্য দায়ী। আমরা অত্যন্ত কোমল হৃদয়, তাই দেশের সর্ব্বত্র পচন ধরেছে। এক গোপন যুদ্ধ চলছে। আমরা এখানেও শত্রুবেষ্টিত। ওরা যা বলে শুনুন। আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কী করা হল পার্টিকে তার হিসাব দাখিল করতে হয়, জবাবদিহি করতে হয়। সুতরাং ওরা বললে, সই করা উচিত।"

আর একজন কট্টর কমিউনিস্ট এগিয়ে আসবে: "আমি নিজে পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগে সই করেছি, যারা আমার পরিচিত। আমি বলি যত বেশী নাম পারেন, জড়িয়ে দিন। তখন স্পষ্ট বোঝা যাবে সম্পূর্ণ অভিযোগটাই অবাস্তব, ওরা সবাইকে ছেড়ে দেবে।"

অর্গানও ঠিক তাই চায়। গোঁড়া কমিউনিস্ট আর এনকেভিডি'র উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবে মিলে যায়। এনকেভিডি চায় নামের দীর্ঘ তালিকা এবং তার দ্রুত পুষ্টি। তাতে তাদের কাজের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়; তা ছাড়া ওগুলি নতুন ফাঁদ পাতার জন্য দরকারী কাঠের টুকরোও বটে। ওরা সর্ব্বদা চাপ দিয়ে বার করার চেষ্টা করে, "যারা তোমার সাথে একমত সেই সাথী, সহকারীদের নাম বলো!" শুনেছি র‍্যালভ্‌ সাথী হিসাবে কার্ডিনাল রিশলু'র নাম উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর জবানবন্দীতে তাই লেখা হয়েছিল। কেউ তাতে বিস্মিত হয়নি। অবশেষে '৫৬ সালে পুনর্ব্বাসনের সময় তাঁকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

কট্টর কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বলা চলে, ঐ প্রকার শুদ্ধি আন্দোলনের জন্য স্ট্যালিন ত' বটেই ঐ ধরনের পার্টিরও প্রয়োজন ছিল। অধিকাংশ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নিজের গ্রেফতারের আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে অপরের গ্রেফতারে সহায়ক হয়েছেন, একই নির্দ্দেশবলে পূর্ব্বসূরীদের ধ্বংস করেছেন এবং বন্ধু বা গতকালের সংগ্রামের সাথীকে তাদের দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করতে পাঠিয়েছেন। আজ শহীদের বিভূতিতে ভাস্বর প্রত্যেক হোমরা চোমরা বলশেভিক একদা অপর বলশেভিকদের জল্লাদ হয়েছিলেন,— অবশ্য বলশেভিক মাত্রই যে অ-কমিউনিস্টদের জল্লাদ হয়েছিলেন, এক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গ

উত্থাপন করছি না। সম্ভবতঃ তাঁদের মতাদর্শ কত তুচ্ছ তা সপ্রমাণ করতেই '৩৭ প্রয়োজন হয়েছিল,—এ সেই মতাদর্শ তাঁরা সোৎসাহে যার গর্ব্ব করতেন, যদ্দ্বারা রাশিয়ার সবকিছু পবিত্র পদদলিত করে,উপড়িয়ে তার ভিত্তি ধ্বংসকরে দিলেও নিজেদের দুষ্কর্ম্মের জন্ম অনুশোচনা করার ধমক খাননি। '১৮ থেকে '৪৬-এর মধ্যে বলশেভিক অত্যাচারের ভুক্তভোগীরা বজ্রাহত বলশেভিক নেতৃবৃন্দের মত হেয় ভাবে কোনদিনই চলেননি। '৩৬ থেকে '৩৮-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত গ্রেফতার এবং বিচারের ইতিবৃত্তের বিস্তারিত আলোচনা করলে স্ট্যালিন এবং তাঁর অনুগামীদের উপর ঘৃণা জন্মানর পরিবর্ত্তে বিগত গর্ব্ব চূর্ণ,হীন,ন্যক্কারজনক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মিক নীচতায় বমির উদ্রেক হয়।

সুতরাং সমস্যার সমাধান কোথায়? প্রিয়জনরা জীবিত থাকতে, নিজে দুর্ব্বল, অপ্রস্তুত এবং বেদনায় সংবেদনশীল হয়ে ওদের মোকাবিলা করার কী উপায়? জিজ্ঞাসাবাদকারী এবং অন্যান্য সব ফাঁদের চেয়ে বলবান হতে হলে কী প্রয়োজন?

প্রয়োজন কারাগারে পদার্পণের মুহূর্তে দৃঢ়তার সাথে নিবিড় সুখময় অতীতকে পিছনে ঠেলে ফেলা। কারাগারের দোরগোড়াতেই অনিবার্য্যভাবে নিজেকে বলতে হবে: "আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, হয়ত একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে; কিন্তু কিছু করবার নেই। আর কোনদিন স্বাধীনতা ফিরে পাব না; কারণ, আজ নয় কাল মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। সত্যি বলতে কি, মৃত্যুর যত দেরী হবে যাতনাও তত বাড়বে; সুতরাং যত শীগ্‌গির আসে ততই ভাল। আমার আর কোন সম্পত্তিও নেই। প্রিয়জনরা আমার কাছে মৃত, আমিও তাদের কাছে মৃত। আজ থেকে এ দেহ মূল্যহীন এবং আমার অপরিচিত। শুধু আমার আত্মা আর চেতনা অমর হয়ে থাকবে।"

ঐ প্রকার বন্দীর সামনে জিজ্ঞাসাবাদকারীর পা কাঁপবে।

একমাত্র সর্ব্বত্যাগী সে বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করতে সক্ষম। তবু······মানুষ দেহকে পাথরে রূপান্তরিত করবে কোন প্রক্রিয়ায়?

যা হোক, বের্দিয়ায়েভের দলের কয়েকজনকে ওরা বিচারের উদ্দেশ্যে ক্রীড়নক বানালেও বের্দিয়ায়েভ্‌কে তা করতে পারেনি। ওরা তাঁকে প্রকাশ্য বিচারে টেনে আনতে চেয়েছিল। তাঁকে দু' দু'বার গ্রেফতার করা হল। '২২-এ স্বয়ং ঝেরঝিনস্কি তাঁর নৈশ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কামেনেভ্‌ও উপস্থিত ছিলেন,—এর থেকে প্রমাণিত হয়, আদর্শগত মতভেদে চেকা প্রয়োগ কামেনেভের রুচিসম্মত ছিল। কিন্তু বের্দিয়ায়েভ্‌ নিজেকে অপমানিত করলেন না। তিনি না করলেন ওকালতি না চাইলেন মার্জ্জনা ভিক্ষা। যে ধর্ম্মীয় এবং নৈতিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করেছিলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে সেই নীতিতে বিশ্বাস ঘোষণা করলেন। ফলে ওরা শুধু এই সিদ্ধান্ত করল না যে তিনি বিচারে উপস্থাপনার অযোগ্য, তাঁকে মুক্তিও দিল।

প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ মতবাদ থাকে।

শ্রীমতী স্তোলিয়ারোভার মনে পড়ে বুতুর্কির বাক্সে '৩৭-এ তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন এক বৃদ্ধা। প্রত্যেক রাতে বৃদ্ধার জিজ্ঞাসাবাদ চলত। দু'বছর আগে নির্ব্বাসন থেকে পালিয়ে মস্কোর পথে গোঁড়া খৃষ্টানদের এক প্রাক্তন মেট্রোপলিটান (ধর্ম্মগুরু) তাঁর বাড়িতে এক রাত কাটিয়েছিলেন। "প্রাক্তন নয়, তিনিই ছিলেন তদানীন্তন মেট্রোপলিটান! তাঁকে বাড়িতে স্থান দিয়ে আমি ধন্য হয়েছি।" "বেশ, মস্কো ত্যাগ করে তিনি কোথায় গেলেন?" "আমি জানি, কিন্তু বলব না।" (ধর্মবিশ্বাসীদের গোপন রেলপথ বেয়ে মেট্রোপলিটান ফিনল্যাণ্ডে পালিয়েছিলেন)। প্রথমে পালা করে, পরে দলে বিভক্ত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। ওরা ছোট-খাট বৃদ্ধার মুখের উপর ঘুষি ওঠাত। কিন্তু তিনি জবাব দিতেন, "আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও কিছু করতে পারবেন না। হাজার হোক আপনারা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের ভয় করেন, একে অপরকে ভয় করেন, সব থেকে ভয় করেন আমাকে মেরে ফেলতে। (গোপন রেলপথের সাথে ওদের যোগসূত্রে ছেদ পড়বে) আমি কোন কিছুতে ভীত নই। আমি এই মুহূর্তে ঈশ্বরের বিচার মাথা পেতে নেব।" '৩৭-এ ও ঐ ধরনের মানুষ জীবিত ছিলেন যাঁরা সম্পত্তির পুঁটলির লোভে কুঠরীতে ফিরে আসেননি, মৃত্যু বরণ করেছেন তবু কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি।

রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রকৃষ্টতর উদাহরণ বেশী নেই। অবশ্য তুলনা করা কঠিন। জিজ্ঞাসাবাদকারীর বাহান্নটির মধ্যে যে কোন প্রক্রিয়া বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকার দরুন বিপ্লবীদের উত্তম জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে ধারণা ছিল না।

শেশকভ্স্কি র‍্যাডিশ্চেভ্‌কে নির্যাতন করেননি। র‍্যাডিশ্চেভ্ জানতেন তাঁর নিজের যাই হোক না কেন, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর ছেলেদের জীবনহানি ত' হবেই না, তারা সম্রাটের প্রাসাদরক্ষী অফিসারের চাকরি পাবে। তাঁর পারিবারিক স্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হবে না। তবু দু' সপ্তাহব্যাপী হ্রস্ব জিজ্ঞাসাবাদকালে এই খ্যাতনামা মানুষটি স্বীয় বিশ্বাস এবং গ্রন্থাদি বর্জ্জন ত করলেনই, মার্জ্জনা ভিক্ষাও করলেন।

ডিসেম্বর-বিদ্রোহীদের স্ত্রীদের গ্রেফতার করে পাশের ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের আর্ত্তনাদ করতে বাধ্য করা, এমন কি খোদ ডিসেম্বর-বিদ্রোহীদের নির্যাতন করার মত সুদূরপ্রসারী কল্পনা জার প্রথম নিকোলাসের ছিল না। যাহোক তাঁর সে প্রয়োজন হয়নি। এমন কি রাইলেইয়েভ্ "সম্পূর্ণ খোলাখুলি জবাব দিয়েছিলেন; কোন কিছু লুকাননি।" পেস্টেলও ভেঙ্গে পড়ে তখনো মুক্ত সাথীদের নাম বলে দিয়েছিলেন। ঐ সাথীদের উপর কবরখানা প্রাভ্দা কবর দেওয়ার ভার পড়েছিল।

যে স্থানে কবর দেওয়া হয়, পেস্টেল তাও জানিয়ে দিলেন।[২৭] খুব অল্প সংখ্যক লোকই লুনিনের মত অনুসন্ধানী কমিশনের নিন্দা এবং অপবাদ করেছিল। অধিকাংশ লোক বোকার মত আচরণ করে পরস্পরকে আরও জটিলভাবে জড়িয়েছিল। ওদের অনেকে হীনভাবে মার্জনা ভিক্ষা করেছিল। জাভালিশিন সব দোষ রাইলেইয়েভের উপর চাপিয়েছিলেন। ওয়াই. ওবলেনস্কি আর এস. ক্রবেৎস্কোই'র ত' গ্রিবোয়েদভের অপবাদ করতে তর সইছিল না,—বা জার প্রথম নিকোলাসও বিশ্বাস করেননি।

বাকুনিন যে প্রথম নিকোলাসের কাছে ধিক্কারজনক স্বীকারোক্তি করে প্রাণ বাঁচালেন, সে কি আত্মার দীনতাপ্রসূত না তা' নিছক বিপ্লবী ধূর্ত্ততা?

একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে যাঁরা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা উচ্চতম পর্যায়ের স্বার্থত্যাগী ও গভীর নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। কারণ তাঁরা বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। গ্রিনোভেৎস্কি জারের ভাগ্যের ভাগীদার হয়েছিলেন, কিন্তু রাইসাকভ্ ধরা পড়লেন। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম দিনেই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের নাম ধাম এবং তাদের গোপন আড্ডার বৃত্তান্ত গলগল করে বলে দিলেন। আপন যুবা বয়সের জন্য উৎকণ্ঠায় প্রাপ্তব্য সংবাদের সম্ভাব্য ধারণা থেকে অনেক বেশী সংবাদ সরকারকে দিতে উৎসুক হলেন। অনুশোচনায় প্রায় তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছিল; তিনি "নৈরাজ্যবাদীদের সব গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার সঙ্কল্প করলেন।"

গত শতাব্দীর শেষ এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর সুরুতে বন্দী কোন প্রশ্ন অনুচিত বা তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান করলে জারের জিজ্ঞাসাবাদকারী সে প্রশ্ন প্রত্যাহার করত। কিন্তু ক্রেষ্টি জেলে '৩৮-এ বাচ্চা ছেলের মত প্যাণ্ট খুলে নিয়ে যখন কঠিন শ্রমে দণ্ডিত পুরানো রাজনৈতিক বন্দী জেলেন্স্কিকে বেত মারা হল, জেলেন্স্কি [illegible]রীতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন, "জার আমলের জিজ্ঞাসাবাদকারীও আমার সঙ্গে এত রূঢ় ব্যবহার করার সাহস পায়নি।"

অধিকন্তু, উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা[২৮] থেকে জানা যায় [illegible] জারের পুলিশ লেনিনের প্রবন্ধ "মন্ত্রীরা কী ভাবেন"-এর পাণ্ডুলিপি কেড়ে নিলেও প্রবন্ধ রচয়িতাকে ধরতে পারেনি: "ঠিক যেমন ভাবা গিয়েছিল ছাত্র ভানিয়েভের থেকে পুলিশ অতি সামান্যই জানতে পেরেছিল। ও বলেছিল, ওর বাসস্থানে পাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলি তল্লাসির বেশ কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি প্যাকেটে মুড়ে নিয়ে এসেছিল; ও সেই ব্যক্তির নাম বলতে চায়নি। অতএব জিজ্ঞাসাবাদকারীর একমাত্র বিকল্প রইল পরীক্ষার জন্য মোড়কটি বিশেষজ্ঞের হাতে তুলে দেওয়া।" বিশেষজ্ঞরাও কিছু ধরতে পারেননি। ("একমাত্র বিকল্প"র আসল অর্থ কী? বরফ জলে গোড়ালি চোবান, লবণ-জল, ডুশ কিংবা রাইউমিনের রবারের লাঠি কোথায় ছিল?)

সম্ভবতঃ উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশের রচয়িতা, আর পেরেস্‌ভেতভ্‌, যিনি স্বয়ং বহু বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন, লেনিনের পাণ্ডুলিপির রক্ষকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদকারী আর কি কি বিকল্প চিন্তা করেছিল বলতে পারতেন।

এস. মেলগুনভের মনে পড়ে, "জার আমলের কারাগারটি ছিল মধুর স্মৃতি-বিজড়িত। বর্ত্তমানের রাজনৈতিক বন্দীরা সে কথা স্মরণ করে আনন্দ পান।"[২৯]

কিন্তু ঐ চিন্তা স্থান ও কালানুগ নয়। মাপকাঠি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঔপন্যাসিক গোগলের সময়ের গরুর গাড়ির গাড়োয়ান যেমন জেট বিমানের গতি কল্পনায় অপারগ, গুলাগ্‌ অভ্যর্থনা রেখার সমীপবর্ত্তী মাংস-পেষণযন্ত্রের ভিতর দিয়ে গলে আসার অভিজ্ঞতা যাঁর হয়নি তিনি জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃত সম্ভাবনা অনুধাবনে তেমনি অসমর্থ হবেন।

২৪ মে '৫৯-এর ইজভেস্তিয়ায় পড়েছিলাম ইউলিয়া রুমিয়াস্ত্‌সেভাকে নাজি শিবিরাভ্যন্তরীণ কারাগারে আটকে ঐ শিবির থেকে পালানো তাঁর স্বামীর গতিবিধির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। তিনি জানতেন, তবু বলতে অস্বীকার করলেন! গুলাগের তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাঠকের কাছে এটি অপারদর্শী জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ ইউলিয়া পাগলও হয়ে যাননি, নির্যাতনে মারাও যাননি। এক মাস পরে যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল, তখন তিনি অতীব জীবিত।

□

পর্ব্বতসম দৃঢ়তার ধ্যান-ধারণা ফেব্রুয়ারী '৪৫-এ আমার একেবারে অজানা ছিল। শুধু এই নয় যে আমি ধরিত্রীর সাথে যোগসূত্র ছিন্ন করতে অপ্রস্তুত ছিলাম, গ্রেফতারের সময় প্রায় একশো ফেবার পেনসিল আমার থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ রেগেও ছিলাম। দীর্ঘ কারাবাসে আমার জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব্ব স্মরণ করে গর্ব্বিত হওয়ার কারণ খুঁজে পাইনি। মনে হয়েছে আরও দৃঢ়তার পরিচয় দিলে ভাল করতাম: খুব সম্ভব অধিকতর চালাকির আশ্রয় নিতে পারতাম। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহ মানসিক নিষ্প্রদীপ এবং তজ্জনিত হতাশায় ডুবে গিয়েছিলাম। শুধু একটি কারণে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনুশোচনার পীড়ন অনুভব করি না,—প্রায় তার কাছাকাছি গেলেও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে অপর কাউকে গ্রেফতার করানোর চাপ এড়াতে পেরেছিলাম।

একই মামলায় অভিযুক্ত নিকোলাই আর আমি রণাঙ্গনের অফিসার হলেও বাচ্চা ছেলের মত বোকামি করে জেলের বাসিন্দা হয়েছিলাম। ও আর আমি যুদ্ধের সময় যুদ্ধরেখার দুই প্রান্তে চিঠিপত্র বিনিময় করতাম। যুদ্ধকালীন সেন্সর ব্যবস্থা বলবৎ

আছে জানা সত্ত্বেও আমরা দেশের রাজনৈতিক ব্যভিচার সম্পর্কে খোলাখুলি এবং 'বিজ্ঞতম জ্ঞানী' সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য করতাম। বিজ্ঞতম জ্ঞানীকে ত' 'পাখান' বা ঠগের সর্দার নামে বিভূষিত করেছিলাম। (পরে বিভিন্ন কারাগারে আমাদের কাহিনী এবং সরলতায় হাসি ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে)। বন্দীদের মতে আমাদের মত গৰ্দ্দভের জুড়ি মেলা ভার। আমিও ওদের মতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একদিন লেনিনের বড় ভাই উলিয়ানভের মামলার বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে জানলাম সাঙ্গোপাঙ্গ সহ উলিয়ানভও আমাদের মত নিরুদ্বেগে চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতে গিয়ে ধরা পড়েন। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ১ মার্চ ১৮৮৭তে নিহত না হওয়ার কারণও তাই।[৩০]

আমার জিজ্ঞাসাবাদকারী আই. ইয়েজেপভের দপ্তরটি ছিল প্রশস্ত, উচু ছাদ, উজ্জ্বল আলোকিত এবং একটি বিশাল জানালা সমন্বিত। (রুশ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বাড়িটি তৈরী করায়নি) দেওয়ালের উচ্চতায় সতেরো ফুট সদ্ব্যবহার করে ঝুলছিল পরাক্রমশালী নৃপতির তেরো ফুট লম্বা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি,—যে নৃপতির বিরুদ্ধে তাঁর চরণরজসম আমি ঘৃণা প্রকট করেছিলাম। প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা মাঝে মাঝে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলত: "তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আমরা আপন জীবন দিতে প্রস্তুত! তাঁর জন্য আমরা ধাবমান ট্যাঙ্কের সামনে শুয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত নই!" জমকাল দেবপ্রতিকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক ধরনের শোধিত লেনিনবাদ সম্পর্কে বিড়বিড় করে বলা আমার ভাষ্য অকিঞ্চিৎকর লাগছিল এবং নিজেকে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অবিশ্বাসী নিন্দুক মনে হচ্ছিল।

তদানীন্তন মাপকাঠির বিচারে আমাদের চিঠির বিষয়বস্তুতে এমন অনেক কিছু ছিল যদ্দারা উভয়কেই শাস্তি দেওয়া চলত। তার জন্য জিজ্ঞাসাবাদকারীর নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হত না। আমি কখনো যাকে চিঠি লিখেছি বা যার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি এমন সবাইকে ও জড়াবার চেষ্টা করছিল। সমবয়সী বন্ধুদের কাছে চিঠিতে আমি সজোরে নিজের মত এবং প্রায় হঠকারির মত দেশদ্রোহী ধ্যান-ধারণা প্রকট করেছিলাম। তবু বন্ধুবান্ধবরা কোন কারণে পত্রালাপ চালু রেখেছিল এবং তাদের জবাবগুলিতে কিছু কিছু সন্দেহজনক বাক্যাংশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল।[৩১] পরফিরি পেত্রোভিচের মত ইয়েজেপভ্‌ও সবকিছুর একটা সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যা দাবী করলেন,—অর্থাৎ চিঠিপত্রে যখন এমন মতবাদ প্রকাশ করেছি যা সেন্সরের আওতায় পড়ে, মুখোমুখি আমরা তাহলে আরও কত কী বলেছি? ওঁকে কিছুতে বোঝাতে পারলাম না, আমার যাবতীয় অগ্নিগর্ভ বার্তা পত্রাদিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখন আমার ঘোলাটে মানসিক অবস্থায় চিঠিগুলিতে উল্লিখিত বন্ধুবান্ধবের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয় বিশ্বাসযোগ্য কিছু উদ্ভাবন করতে হল। যা বললাম তা চিঠির সাথে অমিল হল

এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রান্তদেশ স্পর্শ করলেও অপরাধ বিধির আওতায় পড়ল না। উপরন্তু ঐ ব্যাখ্যা অতি দ্রুত, প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলতে হয়েছিল যাতে ক্লান্ত জিজ্ঞাসাবাদকারী আমার সরলতা, বিনয় এবং অবিমিশ্র সততা সম্পর্কে দ্বিমত না হন। প্রকৃত উদ্দেশ্য অলস জিজ্ঞাসাবাদকারীর কৌতূহল উস্কিয়ে না দেওয়া, যাতে তিনি অভিশপ্ত স্যুটকেস বোঝাই অভিশপ্ত মালমশলা ঘাঁটাঘাঁটি না করেন। স্যুটকেসের ভিতর ছিল কঠিন, হাল্কা এবং ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ পেনসিলে লেখা, অংশবিশেষ তখনই ধুয়ে মুছে যাওয়া 'যুদ্ধের রোজনামচা'—অর্থাৎ আমার লেখক পরিচয়ের প্রমাণ। স্মরণশক্তির আশ্চর্য্য, ক্ষমতায় আস্থাহীন ছিলাম; তাই যুদ্ধের বছরগুলিতে দেখা সবকিছু লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম। তাতে অবশ্য সর্ব্বনাশের অর্দ্ধেক ঘটত যদি না লোক মুখে শোনা সবকিছুও লিপিবদ্ধ করতাম। রণাঙ্গনে যে কাহিনী ও মতামত ছিল একান্ত স্বাভাবিক, রণাঙ্গন থেকে দূরে তাই বিশ্বাসঘাতী এবং রণাঙ্গনের সাথীদের কারাবাসের সম্ভাবনাময় গণ্য হল। জিজ্ঞাসা-বাদকারী পাছে রোজনামচা ঘেঁটে তখনো স্বাধীন নাগরিক এক দল যুদ্ধরেখা সমীপবর্ত্তী যোদ্ধার বিরুদ্ধে মামলা সাজানোর উপাদান আবিষ্কার করেন তাই আমি প্রয়োজনমত অনুশোচনা, নতুন আলোকবর্ত্তিকা দেখতে পাওয়ার ভাণ এবং রাজনৈতিক প্রমাদ বর্জ্জন করলাম। তথাকথিত ক্ষুরের ধারালো দিকের উপর দিয়ে চলতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; যতক্ষণ না দেখেছি আমার মোকাবিলা করতে অপর কাউকে আনা হল না এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়ে আসার স্পষ্ট সঙ্কেত দেখা গেল···যতক্ষণ চতুর্থ মাসে আমার যাবতীয় নোটবই এবং যুদ্ধের রোজনামচা লুবিয়াঙ্কার চুল্লীর নারকীয় জঠরে পড়ে লেলিহান শিখা তুলে রুশ দেশে আর একটি উপন্যাসের চিতাভস্মে রূপান্তরিত হয়নি···কালো ধোঁয়ার প্রজাপতি হয়ে উচ্চতম চিমনি পথে বাইরে ডানা মেলেনি, আমি কিছুতেই স্বস্তি পাইনি।

বর্ত্তমান গ্রন্থের কোথাও নিজের কারাজীবন এবং শ্রমশিবিরের ঘটনাবলীকে অপরের জীবনের ঘটনাবলীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব দেইনি। এই কারণেই আমার প্রাক্-বিচার অনুসন্ধানের খুঁটিনাটি বিবরণের পরিবর্ত্তে সবার সাধারণ অভিজ্ঞতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছি। আজ এখন কেজিবি যৌবনের বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে উক্ত অনুসন্ধানের প্রকৃত বৃত্তান্তকে অদ্ভুত, নতুন মোচড় দিয়ে আমার বিরুদ্ধে লাগানোর অপচেষ্টা করছে,—কেজিবি নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে না, বরং আমি নাকি জবানবন্দীতে ওদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছি,—এই পটভূমিকায় বিশদ ব্যাখ্যা যথোপযুক্ত হবে।

এন. ভিৎকেভিচ্, কে. সিমোনিয়াস্তস্, এল. ইয়েজেরেৎস্—সিমোনিয়ান এবং এন. রেশেতভ্স্কায়ার সাথে ১০ এপ্রিল '৪৪ থেকে জানুয়ারী '৪৫ পর্যান্ত আমার বিপুল

পত্রাদি বিনিময়ের মূল এবং ফটো নকল ব্যতীত রণাঙ্গনে আমার এবং ভিৎকেভিচের অগণিত সাক্ষাৎকারের একটিতে রচিত "১নং প্রস্তাব"টিও ওরা হস্তগত করেছিল। এক বছর রণাঙ্গনে আমরা দুজন ঐ প্রস্তাবের একটি করে নকল সর্ব্বদা যুদ্ধকালীন ঝোলাতে বয়ে বেড়িয়েছি, যাতে অন্ততঃ একজন যুদ্ধশেষে জীবিত থাকলে প্রস্তাবটিও অক্ষত থেকে যায়। অনুসন্ধানকালে প্রস্তাবটি আমাদের দুজনের থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। রজেনৈতিক দলিল আকারে রচিত প্রস্তাবটিতে ছিল দেশের অত্যাচারী, প্রতারণাময় ব্যবস্থার উদ্দীপ্ত, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং আমাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ঐ কুব্যবস্থা সংস্কারের কর্ম্মসূচী; প্রস্তাবটির অন্তে এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাণী ছিল: "সংগঠন বিনা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছন অসম্ভব।" জিজ্ঞাসাবাদকারীর কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যা ছাড়াই ঐ দলিলে নতুন রাজনৈতিক দল স্থাপনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যেত। এতদ্ব্যতীত ছিল আমার এবং ভিৎকেভিচের চিঠিপত্রে ব্যবহৃত বাক্যাংশ,—যুদ্ধোত্তর-কালে আমরা মস্কোয় বাস করার চেষ্টা করবই করব, যাতে "যুদ্ধাবসানের পর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি।" ঐ ধরনের প্রমাণের বলে দণ্ডবিধির কঠোরতম বিধান থেকে আমাদের দুজনের রক্ষা পাওয়ার রাস্তা ছিল না। তবু আমরা যে গড়পড়তা সাধারণ দণ্ড পেলাম তার কারণ অন্য কেউ আমাদের সাথে জড়িত না থাকায় গুরুত্ব অনেক-খানি হ্রাস পেয়েছিল। মস্কো বিশেষ বিভাগ (ও. এস. ও) আমাকে তাদের মাপা সাজা আট বছর কারাদণ্ড দিল। কিন্তু ৫৮-২ ধারা হিসাবে অভিযোগগুলির পরিকল্পিত 'বিন্যাসের' ফলে বিশেষ শ্রমশিবির এবং চির-নির্ব্বাসনও আমার দণ্ডের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে গেল। ভিৎকেভিচের প্রাথমিক অনুসন্ধান রণাঙ্গনে, আমার থেকে তফাতে হয়েছিল। সামরিক বিচারালয়ের বিচারে ও তাদের মাপা শাস্তি দশ বছর কারাদণ্ড পেল; কিন্তু ৫৮-২ যুক্ত না হওয়ায় ওর আমার আগে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা রইল।

এক বছর আগে যখন আমাদের চিঠিপত্র সেন্সারদের টেবিলে যাওয়া স্বরু করল তখনই আমার (ভিৎকেভিচের ও) কপাল পুড়েছিল। পাছে সমর প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় তাই আমাদের কেবল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। চিঠি পত্রাদির অধিকতর সক্রিয় কেন্দ্র হিসাবে আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য ছিল আমরা ছাড়া আর কাকে গ্রেফতার করতে হবে এবং আমাদের বয়স্ক ব্যক্তিরা আমাদের যুবা গোষ্ঠীর চালক শক্তি কিনা নির্দ্ধারণ করা। সিমোনিয়ান্তস্, ইয়েজেরেৎস্ এবং রেশেতভ্স্কায়ার সাথে আমার ধৃত চিঠিপত্রাদিতে এমন বহু বাক্যাংশ ছিল যা চিঠির প্রাপকরা অনেক সময় সমর্থন করেছে এবং কখনো প্রতিবাদ করেনি। জানতাম, ওগুলির প্রতি অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। তাই অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর, অরাজনৈতিক, সাধারণ অখুঁটির ভিত্তিতে বাক্যাংশগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে-

ছিলাম যেমন, "কর্তৃপক্ষ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ফি প্রবর্তন করায় আমরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম।" অনভিজ্ঞতার দরুন এবং অপরের সাথে মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসাবে আমি প্রকৃত কথোপকথনের সাথে ঐ ধরনের ব্যাখ্যা জুড়তে চেষ্টা করেছিলাম, যাতে প্রমাণে বাদ-প্রতিবাদের অভাবের জন্য অনুসন্ধান থেমে যায়। (অবশ্য যে কোন অভিজ্ঞ বন্দী আমার প্রচেষ্টায় হাসাহাসি করে বলবে "আপনার মতামতের জন্মসূত্র" ব্যাখ্যা সত্যিই নিষ্প্রয়োজন) যা হোক বন্ধুদের পক্ষে প্রকৃত ক্ষতিকর বিষয়গুলির, যেমন তাদের "সামাজিক উৎপত্তি" সম্পর্কে গোপন বিবরণ, উল্লেখ এড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। লুবিয়াঙ্কার জিজ্ঞাসাবাদকারীর অতিরঞ্জিত ভাষায় সমৃদ্ধ এই জবানবন্দীগুলিতে আমি স্বাভাবিক কারণেই গৌরব বোধ করি না। কিন্তু ওরা যে সিদ্ধান্ত নেবে আঁচ করেছিলাম তাই হল, বাকি তিনজনের একজনেরও গ্রেফতার, এমন কি জিজ্ঞাসাবাদ পর্য্যন্ত হল না। শ্রীমতী রেশেতভ্স্কায়া তিন বছর পরে গোপনীয় কাজকর্মের জন্য পরীক্ষায় বিনা বাধায় উৎরে গেলেন, অর্থাৎ তাঁর কাগজপত্র নিষ্কলুষ ছিল। '৫২ সালে সিমোনিয়ান্তস্ সংক্রান্ত দ্বিতীয় অনুসন্ধান চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে আমাকে একিবাস্তুজ শিবিরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল; '৪৫-এর জবানবন্দী অস্বীকার করে আমি ওকে সামান্যতম কলুষস্পর্শ থেকে মুক্তি দিতে পেরেছিলাম। ও দ্বিতীয়বার গ্রেফতার এড়াল।

হ্রস্ব ছুটি কাটানোর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ভিৎকেভিচকে লেখা আমার প্রথম চিঠিতেই (১০।৪।৪৪) অসাবধানী, উদ্দীপ্ত ভাষায় লেফটেনাণ্ট লিওনিদ ভ্লাসভের সাথে ট্রেনে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করেছিলাম। ভ্লাসভ্ ছিলেন "ক্রেচেতোভ্কা"য় বর্ণিত জাতকের প্রতিমূর্ত্তি; দুজনের জীবনও একেবারে এক ধরনের। সাক্ষাৎকারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম,—যদিও বাস্তবিক বিচারে ভুল,—তা উক্ত চিঠিতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম; "প্রথম কথা থেকেই বুঝেছি, উনি আমাদের একজন! উপরন্তু ওঁর সহমত এক বন্ধু আছে। সুতরাং ৫+২=৭ হবে!" অল্প পরেই ভ্লাসভের উপর নজর রাখা হতে লাগল, এবং তিনি ঘোর বিপদগ্রস্ত হলেন। ইতিমধ্যে আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম। আত্মসমালোচনা নামক সংগ্রামের পর ভ্লাসভ্ আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমার সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় চিঠিটির অস্তিত্ব প্রকাশ পেল। (পূর্ণ সততাসহ) তিনি লিখেছিলেন, "সানিয়া, চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে স্ট্যালিন এক প্রকৃত মহামানব এবং তিনি কখনো কোন অন্যায় করেননি। স্ট্যালিন আমাদের সূর্য্য!" অতঃপর বন্ধুবরসহ ভ্লাসভ্ মুক্তি পেলেন, আমার আত্মাও ভারমুক্ত হল।

কিন্তু অনুসন্ধানকালে সর্ব্বাধিক ভার বোধ করেছিলাম চারটি নোট বইয়ে বিধৃত "যুদ্ধের রোজনামচা" সম্পর্কে। আমার যাবতীয় সাহিত্যিক উপাদানের ভাণ্ডার ঐ

নোটবইগুলিতে চিঠির চেয়ে খোলাখুলিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করেছিলাম এবং তা ‹·দরের আওতায় পড়ত। একই রেজিমেণ্টের সাথী যোদ্ধাদের মুখে শোনা যৌথ খামার প্রবর্তন, ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষ, '৩৭ সাল ইত্যাদি সম্পর্কে কাহিনীগুলির উদ্ধৃতি করেছিলাম। সর্ব্বোপরি এতৎপূর্ব্বে কখনো এনকেভিডির সাথে সাক্ষাৎকারে হাত না পোড়া এবং সহজাত পুঙ্খানুপুঙ্খ অভ্যাসের দরুন, কাহিনীগুলির সূত্রও পরিষ্কার উল্লেখ করেছিলাম। গ্রেফতারের মুহূর্তে যখন সীলমোহর লাগিয়ে পুলিশ নোটবইগুলি আমার স্যুটকেসে ছুঁড়ে দিয়ে আমাকেই স্যুটকেস মস্কোয় বয়ে নিয়ে যেতে বলল, মনে হল লাল টকটকে চিমটে দিয়ে কেউ হৃদয় চেপে ধরছে: কী কাণ্ড করেছি! অত সব লিখতে গেলাম কেন? রেজিমেণ্টের সৎ, নির্ভীক বন্ধুগুলির সর্ব্বনাশ করলাম ত'? কোন উপায়ে স্যুটকেসটির হাত এড়াতে পারব, এই চিন্তা বারবার পাক খেতে লাগল। ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব? বলব, রাস্তায় হারিয়ে গেছে? পথ খুঁজে পেলাম না। পেলেও অনভিজ্ঞতার দরুন অসফল হতাম। আমার রোজনামচাই অনুসন্ধান কালে সর্ব্বাধিক পীড়াদায়ক হল। ও ইতিমধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ মামলা খাড়া করে ফলেছে, অনুসন্ধানকারীকে এ কথা বোঝাতে আমার সব উদ্ভাবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেললাম,—পাছে ও রোজনামচা নাড়াচাড়া করে দেখে! আর হলও তাই। সানন্দে দেখলাম রোজনামচা ছাড়াই অনুসন্ধান শেষ হল।

বড় লুবিয়াঙ্কার সাততলার ছাদের উপর কংক্রীট বাঁধানো বাক্সের মত জায়গায়, অর্থাৎ আমাদের ব্যায়ামাগারে, বলতে গেলে চিমনিটির ছায়ায় আমরা পায়চারি করতাম। চারপাশে তিন মানুষ উঁচু দেওয়াল। কান দিয়ে মস্কোকে শুনতে পেতাম, —ধাবমান মোটরগাড়ির হর্নের আওয়াজ। দেখতে পেতাম শুধু ঐ চিমনি, আট তলার ছাদে প্রহরারত প্রহরী এবং লুবিয়াঙ্কার উপর ভাসমান আকাশের দুর্ভাগ্যস্পৃষ্ট এক টুকরো।

উঃ কী ঝুল! প্রথম প্রাক্‌যুদ্ধ মে মাসের দিনগুলিতে অনবরত ঝুল পড়ত। আমাদের নিত্যকার পায়চারির সময় এত ঝুল পড়ত যে মনে হত বহু বছর ধরে সঞ্চিত কাগজপত্র লুবিয়াঙ্কায় পোড়ান হচ্ছে। আমার দুর্ভাগা রোজনামচাও ঐ ঝুলের এক ক্ষণিক অংশ হয়ে যাবে। মনে পড়ল তুষারপড়া এক মার্চ মাসের সকালে জিজ্ঞাসাবাদ-কারীর দপ্তরে বসেছিলাম। ও অভ্যস্ত স্থূল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছিল এবং আমার জবাব বিকৃত করে নথিভুক্ত করছিল। প্রশস্ত জানালার গলা তুষারের জালতিতে সূর্য্যকিরণ খেলা করছিল। মৃত্যুর আগে অন্তত: একবার ঐ জানালা দিয়ে ছ'তলা নিচে মস্কোর রাস্তায় বিদ্যুতের মত লাফিয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল। আমার এক নাম-না-জানা পূর্বপুরুষও ত' রস্টভ্ শহরের তেত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে ঐ রকম লাফিয়েছিলেন। তুষার গলা ফাঁকগুলি দিয়ে মস্কো শহরের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছিল। ছাদের পর

ছাদের সারি আর তাদের মাথায় ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কিন্তু ওদিকে আমার মন ছিল না। রাশি রাশি পাণ্ডুলিপির এক পাহাড় আমাকে অধিকতর আকর্ষণ করছিল। ছত্রিশ বর্গফুট আয়তন, অর্দ্ধেক খালি কামরাটির মেঝের মাঝখানে একটু আগে কেউ পাণ্ডুলিপির (আমার নয়) পাহাড় রেখে গেছে। ওগুলি তখনো কেউ পরীক্ষা করে নি। পাণ্ডুলিপিগুলি নোটবই, ফাইল, বাড়িতে বানানো ফাইল, বাঁধা এবং না-বাঁধা বাণ্ডিল এবং আলগা পাতায় বিভক্ত ছিল। পাণ্ডুলিপির রাশিকে মৃত মানব আত্মার কবরের চূড়া মনে হচ্ছিল। চূড়ার কোণাকৃতি শীর্ষ জিজ্ঞাসাবাদকারীর টেবিলের মাথা ছাড়িয়ে আমাকে তাঁর দৃষ্টির আড়াল করে দিচ্ছিল। অজানা মানুষটির পরিশ্রমের ফল বিনষ্ট হওয়ায় আমার অন্তরে সৌভ্রাতৃত্ব মোচড় দিয়ে উঠল। হয়ত বেচারাকে গত রাতে গ্রেফতারের পর তার কামরা তছনছ করে পাওয়া জিনিষগুলি ঐ দিন সকালে নির্যাতন কামরার কাঠের মেঝেয় তেরো ফুট লম্বা স্ট্যালিনের পায়ে রাশিকৃত করে রাখা হয়েছে। বসে বসে ভাবছিলাম, কার অদ্ভুত জীবনকে নির্যাতনের পর টুকরো টুকরো করে কেটে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা বয়ে এনেছে ?

কত মতবাদ আর পাণ্ডুলিপি,—না হারানো সংস্কৃতি বলব ?—ঐ বাড়িতে ধ্বংস হয়েছে! শুধু ঝুল, ঝুল, লুবিয়াঙ্কার চিমনির ঝুলে রূপান্তরিত হয়েছে। তবু উত্তরসূরীরা যে আমাদের বাস্তব অপেক্ষা অধিকতর মূর্খ, গুণহীন আর বাচনক্ষমতা বর্জ্জিত ভাববেন এটাই সর্ব্বাধিক পীড়াদায়ক।

□

দুটি বিন্দুর সংযোগ স্থাপনের জন্য একটিমাত্র সরলরেখা টানতে হয়। এরেনবুর্গ বলেন '২০ সালে চেকা তাঁকে বলেছিলঃ "আপনি প্রমাণ করুন যে আপনি র‍্যাঙ্গলারের চর নন।"

আর '৫০ সালে এমজিবি'র কুখ্যাত কর্নেল ফোমিচ জেলেনভ্ বন্দীদের বলতেন : "আমরা পরিশ্রম করে বন্দীর কাছে তার অপরাধ প্রমাণ করব না। বরং সেই প্রমাণ করুক যে তার কোন ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ছিল না।"

কোটি কোটি মানুষের স্মৃতিও একই সরলরেখার সমান্তরালে বিসর্পিত।

অপরাধ অনুসন্ধানের কী ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত ত্বরণ এবং সরলীকরণ! অর্গান প্রমাণ সংগ্রহের ঝঞ্ঝাট একেবারে উঠিয়ে দিল। ত্রাসে পাংশু এবং কম্পমান ধৃত মেষশাবকটির কাউকে লেখা বা ফোন করার এবং মুক্ত জীবনের কিছু নিয়ে আসার অধিকার অপহৃত। আহার ও নিদ্রা, কাগজ ও পেন্সিল বঞ্চিত হয়ে ঘরের এক কোণে ন্যাড়া টুলের উপর বসে জিজ্ঞাসাবাদকারী নামক লুচ্চাটির কাছে প্রমাণ করুক যে তার কোন ক্ষতিকারক

উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ প্রমাণ উদ্ভাবন করতে না পারলে (পারবেই বা কি করে?) সে অসামর্থ্যই তার অপরাধের মোটামুটি প্রমাণ গণ্য হত।

আমি জানি, কোন এক বৃদ্ধ জার্মানীতে কয়েদ হয়েছিলেন। ন্যাড়া টুলে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া আঙুলের ইশারায় দৈত্যসম জিজ্ঞাসাবাদকারীর কাছে শুধু এই প্রমাণ করলেন না যে তিনি মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, এও প্রমাণ করলেন যে তাঁর ঐ ধরনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না; এবং সব মিথ্যা রটনা। অতঃপর কী হল? মুক্তি পেলেন? অবশ্যই নয়, কারণ তিনি আমাকে কাহিনীটি মধ্য মস্কোর ভেরস্কই বুলভারে নয়, বুতুর্কি জেলেই বলেছিলেন। অতঃপর প্রথমের সাথে আর এক জিজ্ঞাসাবাদকারী যোগ দিল। বৃদ্ধ দুই জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করে সন্ধ্যাবেলাটি কাটিয়ে দিলেন। আর সব শেষে জিজ্ঞাসাবাদকারী দু'জন এই মর্মে এফিডেভিট করে বসল যে অভুক্ত, নিদ্রালু বৃদ্ধ সারা সন্ধ্যা সোভিয়েত-বিরোধী উদ্গার করেছেন! বৃদ্ধ হয়ত সরল মনে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, কিন্তু কেউ তা সরল মনে শুনল না। বৃদ্ধকে তৃতীয় জিজ্ঞাসাবাদকারীর হাতে তুলে দেওয়া হল, যে বিশ্বাস-ঘাতকতার মামলা ছেড়ে সোভিয়েত-বিরোধী উদ্গারের জন্য দশ বছর সাজা দিল।

জিজ্ঞাসাবাদকারীরা প্রকৃত তথ্য জানার প্রয়াস ত্যাগ করেছিল। কঠিন মামলায় তারা জল্লাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেই খুশি হত। আর সহজ মামলাগুলিতে হত অবসর বিনোদন এবং মাস মাহিনা অর্জন।

সহজ মামলার অভাব কখনো হয়নি, '৩৭-এও নয়। যেমন, বিদেশ ভ্রমণোপযোগী পাসপোর্ট বিনা ষোল বছর আগে পোল্যাণ্ড ভ্রমণের দায়ে বরোদ্কো অভিযুক্ত হয়েছিল। (বরোদ্কোর বাবা-মা রুশ-পোল সীমান্ত থেকে ছ' মাইল দূরে থাকতেন। বাইলোরা-শিয়ার ঐ অংশ কূটনীতিকরা পোল্যাণ্ডকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ '২১-এও ঐ কূটনৈতিক সত্যে অভ্যস্ত হতে পারেনি এবং ঐ অংশে ইচ্ছামত যাতায়াত করত) জিজ্ঞাসাবাদে মাত্র আধ ঘণ্টা লেগেছিল। প্রঃ—আপনি ওখানে গিয়েছিলেন? উঃ—হ্যাঁ। প্রঃ—কি ভাবে? উঃ—ঘোড়ায় চড়ে। সিদ্ধান্ত :—প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়া কলাপের জন্য দশ বছর শাস্তি।[৩২]

কিন্তু ঐ ধরনের গতিবিধিতে স্টাথানোভাইট আন্দোলনের গন্ধ পাওয়া যায়, যে আন্দোলন নীল টুপিধারীদের মধ্যে সাড়া জাগাতে অসমর্থ হয়েছিল। অপরাধ অনুসন্ধান প্রণালী অনুযায়ী প্রত্যেক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুমাস সময় প্রয়োজন। তাতে বহু অসুবিধা দেখা দিত। অতএব জিজ্ঞাসাবাদকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের মেয়াদ একাধিকবার এক মাস পর্যন্ত বর্দ্ধিত করার আবেদনের অনুমতি দান করা হল, এবং সরকার সে আবেদন কখনো প্রত্যাখ্যান করতেন না। সুতরাং বর্দ্ধিত মেয়াদের আবেদন না করে লোকার মত খেটে খেটে স্বাস্থ্য নষ্ট করার হেতু নেই; তাছাড়া কারখানার ভাষায়

বসতে গেলে, উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে লাভ কী? জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম আক্রমণ সপ্তাহে (ভিশিন্স্কির ভাষায়) যুগপৎ কণ্ঠ এবং মুষ্টি প্রয়োগে আপন বৈশিষ্ট্য এবং মনোবল ক্ষয় করার পর বাকি অংশটুকু প্রলম্বিত করার সাথে জিজ্ঞাসাবাদকারীর গভীর স্বার্থ জড়িত থাকত। তাতে নতুন মামলার সংখ্যা কমে গিয়ে পুরানো, অবদমিত অভিযুক্ত ব্যক্তির মামলাগুলি হাতে থেকে যেত; আর দু'মাসে রাজনৈতিক মামলার জিজ্ঞাসাবাদ সারা ত' অশোভন ব্যাপার।

বিশ্বাসের অভাব এবং অনমনীয়তার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হত। বাছাই করা লোক হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাবাদকারীদের বিশ্বাস করা হত না। সম্ভবতঃ বন্দীদের মত তাদেরও যাওয়া এবং আসার সময় নথিভুক্ত করতে হত। নিজেদের হিসাব পরিষ্কার রাখার আর কোন রাস্তাই বা ছিল? ওরা হয়ত একটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখল; তারপর তাকে কোন মারাত্মক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, সে সম্পর্কে সবকিছু ভুলে খবরকাগজ পড়তে অথবা রাজনৈতিক মতবাদে সামিল করার শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু পড়তে বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখতে লেগে গেল। হয়ত বা অপর কোন বন্ধুর সাথে দেখা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণ পাহারাদার বন্দীর উপর নজর রাখতে থাকল। অথবা সবে আগত বন্ধুর সাথে বসে আরামে হাওয়া খেতে খেতে এক আধবার অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে চৈতন্য হলে জিজ্ঞাসাবাদকারী ধমকে উঠত: "ছুঁচো কোথাকার! আসল ছুঁচো! একটু দাঁড়া, ন' গ্রাম সীসের (একটি বন্দুকের গুলির ওজন) বরাদ্দ তোর কপালেও জুটবে!"

আমার জিজ্ঞাসাবাদকারী ত' ঘন ঘন টেলিফোনও তুলত। টেলিফোনে স্ত্রীকে জানাত,—ওর জলজলে দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ,—ও সারা রাত কাজ করবে, সকালের আগে বাড়ি ফিরতে পারবে না। (অর্থাৎ সারা রাত আমার উপর কাজ চলবে। শুনে অত্যন্ত দমে যেতাম) পরক্ষণেই কিন্তু টেলিফোনে ও উপপত্নীর কাছে কোমল স্বরে সেই রাতে সাক্ষাৎকার ভিক্ষা করত। (সুতরাং আমি একটু ঘুমাতে পারব। আশ্বস্ত বোধ করতাম)।

এইভাবে ত্রুটিহীন প্রথাটির কঠোরতা কেবলমাত্র কর্মচারীর শিথিলতায় কথঞ্চিৎ হ্রাস পেত।

কিছু কিছু অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসাবাদকারী জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ফাঁকা' প্রশ্ন করত। বন্দীকে হয়ত যুদ্ধরেখা সম্বন্ধে প্রশ্ন করত। ওরা যে জার্মান ট্যাঙ্কের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় করে উঠতে পারেনি, সে সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করত। অথবা ইউরোপের অন্যান্য এবং সাগরপারের যে দেশগুলি বন্দীর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সেখানকার রীতিনীতি, দোকান পসার, বেশ্যালয় এবং স্ত্রীলোকের সাথে রোমাঞ্চের বিষয় জিজ্ঞেস করত।

অপরাধ অনুসন্ধান প্রণালী অনুসারে সরকারের নিরন্তর পর্যাবেক্ষণ করা উচিত যাতে জিজ্ঞাসাবাদ ঠিক রাস্তায় চলে। তথাকথিত "সরকারী উকিলের প্রশ্নাদির" পূর্ব্ব মুহূর্ত,—যার অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়ে আসছে,—পর্য্যন্ত কেউ কখনো সরকারী পর্য্যবেক্ষকের মুখ দেখেনি। আমাকেও ঐ রকম "প্রশ্নাদি"র জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হৃষ্টপুষ্ট, লালচুলওলা, ঠাণ্ডা মাথা, নৈর্ব্যক্তিক, না ছ্যাচড়া না ভাল, এবং মৌলিক বিচারে নবডঙ্কা, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল কতোভ্‌ চেয়ারে বসে হাই তুলতে তুলতে সেই প্রথম বার আমার মামলার কাগজপত্র দেখছিলেন। বিষয় বস্তুর সাথে পরিচিত হতে তাঁর পনেরো মিনিট লাগল। সেই ফাঁকে তাঁকে লক্ষ্য করলাম। ('প্রশ্নাদি'র পর্ব্বটি ছিল অনিবার্য্য এবং তা নথিভুক্ত হত। অতএব তার আগে কোন অ-নথিভুক্তিযোগ্য সময়ে আমার ফাইল পড়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও তা মনে রাখার চেষ্টা অর্থহীন) অবশেষে ভাবলেশহীন চোখ তুলে উনি দেওয়ালের দিকে তাকালেন এবং অলস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, জবানবন্দীর সাথে আমি কিছু যোগ করতে চাই কিনা?

আইন অনুসারে তাঁর প্রশ্ন করা উচিত, জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে আমার নালিশ আছে কিনা, এবং বলপ্রয়োগ অথবা আইনগত অধিকার খর্ব্ব করা হয়েছে কিনা। কিন্তু বহু আগেই ঐ ধরনের প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ না হয়ে উপায় কী? হাজার হাজার কক্ষবিশিষ্ট মন্ত্রণালয়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রময় ঐ মন্ত্রকের পাঁচ হাজার জিজ্ঞাসাবাদ ভবন, অগণিত রেলগাড়ি, গুহা এবং গোপনে লুকানোর স্থানও ত' আইনগত অধিকার ধ্বংসের উপর গঠিত। হাজার চেষ্টাতেও আমি আর লেঃ কর্নেল কতোভ্‌ সে ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারতাম না।

যে কোন পদের সরকারী পর্য্যবেক্ষক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার আনুকূল্যে স্বীয় পদ অধিকার করেন, যার উপর চোখ রাখাও তাঁদের কাজের অন্তর্গত।

লেঃ কর্নেলের চুপসে যাওয়া, সংগ্রামনিচ্ছু মন, এবং নিরন্তর নির্ব্বোধ মামলা ঘাঁটার শ্রান্তি আমাকে সংক্রামিত করেছিল। সুতরাং তাঁর সাথে সত্য মিথ্যার বাদ প্রতিবাদ করলাম না। আমি শুধু একটি স্পষ্ট নির্ব্বুদ্ধি শুধরানোর অনুরোধ করেছিলাম: আমরা দুজন একই মামলার আসামী হলেও আমার মস্কোয়, এবং বন্ধুর রণাঙ্গনে অর্থাৎ দুই পৃথক স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিল। এভাবে একক আসামী হিসাবে বিচার হলেও আমাকে দল বা সংস্থা হিসাবে এগারো ধারায় দণ্ডিত করা হয়েছিল। এগারো ধারার অতিরিক্ত অভিযোগটি তুলে নেওয়ার জন্য কর্নেলকে যথাসাধ্য বোঝালাম।

আরও পাঁচ মিনিট কাগজপত্র ঘেঁটে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, হাত ছড়িয়ে লেঃ কর্নেল উত্তর দিলেন, "একজন হলে 'মানুষ' একাধিক হলেই 'জনগণ' বলা হয়……সুতরাং ও ব্যাপারে আপনার বলার কী থাকতে পারে?"

কিন্তু দেড়জন মানুষ কি কোন সংস্থা গড়তে পারে?

কলিং বেল টিপে উনি আমাকে নিয়ে যেতে সঙ্কেত করলেন।

অনতিকাল পরে যে অবসানের এক সন্ধ্যায় ম্যান্টেলপীসের উপর ভাস্কর্য্য-খচিত ব্রোঞ্জের দেওয়ালঘড়ি শোভিত ঐ ঘরেই জিজ্ঞাসাবাদকারী আমাকে '২০৬' পদ্ধতির জন্য ডেকে পাঠাল। অপরাধ অনুসন্ধান প্রণালী মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির শেষ স্বাক্ষরের আগে তার মামলার কাগজপত্র পড়তে দেওয়ার নিয়ম ছিল। ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে আমি সই নাও করতে পারি। আগেই বসে, জিজ্ঞাসাবাদকারী বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছিল।

মোটা ফাইলটি খুললাম। ফাইলের মলাটের ভিতর দিকে ছাপানো একটি নির্দেশে বিস্মিত হলাম: জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অন্যায় জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগের অধিকার আছে, এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী সেই অভিযোগ যাবতীয় দলিলের সাথে একত্র সন্নিবিষ্ট করতে বাধ্য! শেষে নয়, [illegible] চলাকালীন!

পরে জেনেছি, আমার হাজার হাজার সহ-বন্দীর একজনও ঐ অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

আরো পাতা ওল্টালাম। (ক্যাপ্টেন লিবিন-এর মত) অজানা টীকাকারের বিকৃত ভাষ্য সম্বলিত আমার চিঠিপত্রের ফটোনকল নজরে পড়ল। আরো দেখলাম, কিভাবে আমার সাবধানী জবানবন্দীকে ইয়েজেপভ্ মিথ্যা অতিশয়োক্তিতে ভরে দিয়েছেন। সব শেষে, অবশ্যই লঘুতম নয়, সেই মূঢ়তা যদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ হয়েও দল হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছি!

"সই করব না," দৃঢ়ভাবে বললাম, "আপনারা অসঙ্গত জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।"

"বেশ, আবার সুরু করা যাবে," ও দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল, "এবার যেখানে পুলিশদের রাখা হয় সেখানে আপনাকে পাঠাব।" ও আমার থেকে ফাইলটি নিয়ে নেওয়ার ভঙ্গীতে হাত বাড়াল। আমি ফাইলটি চেপে রাখলাম।

লুবিয়াঙ্কার ছ'তলার জানালার বাইরে অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী রোদ গলে গলে পড়ছিল। কোথাও তখনো মধুর গ্রীষ্ম রয়েছে। অন্য সব বহির্মুখী জানালার মত জিজ্ঞাসাবাদ দপ্তরের জানালাগুলিও শীতের পর আর খোলা হয়নি। মুক্ত বায়ু এবং পুষ্পিত কোন কিছুর সুবাস আসার পথ অবরুদ্ধ। ম্যান্টেলপীসের উপরে ব্রোঞ্জের দেওয়াল ঘড়িটির উপর থেকে শেষ সূর্য্যকিরণ বিদায় নিয়েছিল। ও আপনমনে টিক টিক করে চলেছিল।

আবার সুরু? বরং মৃত্যু সহজতর মনে হল। আমার সামনে অন্ততঃ কোন এক ধরনের জীবন পড়ে আছে (ধরনটাই যদি আগে জানতাম!); পুলিশদের রাখার জায়গাটাই বা কেমন? তা ছাড়া, এমনিও ওকে চটানো এক বোকামি। বিচারের সিদ্ধান্তের বয়ানে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

অতএব সই করলাম। এগারো ধারা সহ, যার তাৎপর্য্য তখন বুঝিনি, সই করলাম। ওরা বলেছিল, ওতে কয়েদের মেয়াদ বাড়বে না, কিন্তু ঐ এগারো ধারার জন্য পরে আমার কঠিন শ্রম-শিবিরে যেতে হয়েছে; 'মুক্তি'র পরে অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা বিনাই চির নির্ব্বাসনে যেতে হয়েছে।

সম্ভবতঃ তাতে আমার মঙ্গল হয়েছে, কারণ ঐ অভিজ্ঞতাগুলি ছাড়া এ গ্রন্থে হাত দিতাম না।

নিদ্রা-বঞ্চনা, মিথ্যা এবং ধমক,—সব কটিই আইনসঙ্গত,—ছাড়া জিজ্ঞাসাবাদকারী আমার উপর আর কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেনি। সুতরাং যেমন অন্য জিজ্ঞাসাবাদকারী প্রথম সব ভণ্ডুল করে পরে নিজের গা বাঁচানোর জন্য করে থাকে, ২০৬ ধারা অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদকারীর এমন কোন গোপন তথ্য ফাঁস না করার অঙ্গীকারপত্র আমার সইএর জন্য এগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, যাতে লেখা থাকবে: আমি, নিম্নেস্বাক্ষরকারী অপরাধের দণ্ডের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া শপথ করিতেছি যে, জিজ্ঞাসাবাদে প্রযুক্ত প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে কাহাকেও বলিব না। (শপথটি দণ্ডবিধির কোন ধারার অন্তর্ভুক্ত, কেউ জানে না)।

এনকেভিডির বহু আঞ্চলিক দপ্তরে প্রথাটির প্রয়োগে ক্রমিকতা পরিলক্ষিত হত: টাইপ করা গোপন তথ্য ফাঁস না করার অঙ্গীকার পত্রের পরই ওএসও'র বিচারের রায় এগিয়ে দেওয়া হত। শিবির থেকে মুক্তিদানের আগেও একটি অনুরূপ অঙ্গীকারপত্র এগিয়ে দেওয়া হত যদ্দ্বারা শিবিরাভ্যন্তরের প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণের অবগতির বাইরে সুরক্ষিত থাকত।

অতপরঃ? আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, দুর্বল (অথবা ভগ্ন?) মেরুদণ্ডের জন্য আমরা গুণ্ডাশাহীর অপকীর্ত্তির সূত্র ধামাচাপা দেওয়ার প্রবৃত্তি বর্জ্জনের সাহস সংগ্রহ ত' করতে পারলামই না, এমন কি রাগ করার শক্তিও হারালাম।

আমরা স্বাধীনতার মাপকাঠি হারিয়েছি, তাই বুঝতে পারি না কোথায় তার সুরু কোথায় শেষ। আমরা এশীয়। ওরা গোপন কথা ফাঁস না করার অজস্র অঙ্গীকার আদায় করে চলেছে, অথচ সবাই কি এত আলসে যে ওদের প্রশ্ন করতেও পারে না?

আজ আমরা নিজের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনার অধিকার সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ নই।

চতুর্থ অধ্যায়

নীল টুপি

নৈশ সংস্থার অতিকায় চক্রের আবর্তনে আমাদের আত্মা যখন গুঁড়িয়ে যায় এবং মাংসগুলি হাড়ের গায়ে ভিখারীর শতছিন্ন বসনের মত ঝোলে, আমরা আত্মিক ও দৈহিক যাতনায় তখন এত কাতর হই যে নির্যাতনকারী নৈশ জল্লাদদের পিঙ্গল মূর্তির ভিতর চেয়ে দেখার শক্তি থাকে না। দুঃখের প্লাবনে চোখ ভেসে যায়। নতুবা যে নির্যাতন সইতে হয়েছে তার কী চমৎকার ঐতিহাসিকই না আমরা হতে পারতাম! কারণ এ কথা নিশ্চিত যে ওরা কখনই নিজেদেব বাস্তব চিত্র আঁকবে না। প্রত্যেক প্রাক্তন বন্দীর নিজের জিজ্ঞাসাবাদের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে থাকে,—কিভাবে ওরা তাকে মুচড়েছিল, চাপ দিয়ে কি কি অন্যায় তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু সে ওদের মানুষ ভাবা দূরের কথা, নাম পর্য্যন্ত মনে রাখে না। আমারও একই অবস্থা। যে কোন সহ-বন্দীর বিষয় যত বেশী প্রণিধানযোগ্য তথ্য মনে আছে, রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের ক্যাপ্টেন ইয়েজেপভ্ সম্পর্কে তত নেই, যদিও তাঁর নির্জ্জন দপ্তরে আমাদের দুজনের বড় অল্প সময় মুখোমুখি বসে কাটাতে হয়নি।

অবশ্য সাধারণ স্মৃতি হিসাবে সবারই সার্ব্বিক পচনধরা স্থানের দুর্গন্ধ যথাযথভাবে মনে থাকে। কয়েক যুগ পরে যখন আমাদের প্রতিবাদ এবং ক্রোধ স্তিমিত হয়ে যায় তখনো নীচ, হিংসুটে, পাপী এবং সম্ভবতঃ বিভ্রান্ত মানুষগুলির স্পষ্ট ছাপ মনে রয়ে যায়।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে একটি মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। বলতে গেলে তিনি বিপ্লবী বেষ্টিত জীবন কাটাতেন এবং তারা সাত বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। একবার তিনি 'বড় বাড়ি'র ভায়রাভাই, স্পালের্নায়াতে প্রাথমিক আটক ভবন পরিদর্শন করতে গিয়ে ২২৭ নং কুঠরীতে নিজেকে নির্জ্জন আটক রাখতে হুকুম করেন। এক ঘণ্টার উপর আটক থেকে তিনি বন্দীদের মানসিক অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে কাহিনীটি জারের নৈতিক উৎকর্ষের দ্যোতক। স্বচক্ষে দেখার প্রয়োজন স্বীকার এবং সেই মর্ম্মে চেষ্টা করে জার কাহিনীটিকে আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত করেছেন।

আজ কল্পনাও করা যায় না যে আবাকুমভ্ থেকে বেরিয়া পর্য্যন্ত কোন জিজ্ঞাসাবাদকারী এক ঘণ্টাও নির্জ্জন বন্দী হয়ে ধ্যান করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করবেন।

ওদের কাজের জন্য শিক্ষিত, প্রশস্তমনা, কৃষ্টিবান মানুষ হতে হয় না। ওরা হয়ও না। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ওরা করেও না। ওদের দরকার যথাযথ-ভাবে হুকুম তামিল করা এবং অপরের দুঃখে বধির হয়ে থাকা। ওরা প্রকৃতই তাই, এবং করেও তাই। আমাদের মত যারা ওদের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে, ওদের কথা মনে পড়লে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় কারণ ওদের মানবিক আদর্শের ছিটেফোঁটাও নেই।

সবাই না জানলেও, জিজ্ঞাসাবাদকারীরা স্পষ্ট বুঝত যে অধিকাংশ মামলাই সাজানো। সরকারী সভা ছাড়া পরস্পরের মধ্যে বা নিজেকে কখনই ওরা অপরাধীর মুখোস খোলার কথা বলতে পারত না। তবু পাতার পর পাতা জবানবন্দী উৎপাদন করে ওরা আমাদের পচে মরা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইত। তাই ওদের সব ক্রিয়াকলাপের সার সম্পর্কে ব্লাৎনিয়ে বা রুশ চোরদের অধোজগতের ভাষায় বলা চলে 'আজ তোমার পালা, কাল আমার'।

সাজানো মামলা বোঝা সত্ত্বেও ওরা বছরের পর বছর কাজ করে যেত। কী করে? সম্ভবতঃ জোর করে মনের থেকে চিন্তা দূর করত যার অর্থ মানবের অপমৃত্যু,—হুকুমদাতা সদা নির্ভুল এবং আনুষঙ্গিকগুলি অবধারিত ধরে নিত। কিন্তু, স্বতঃই মনে পড়ে নাজিদেরও কি অনুরূপ চিন্তাধারা ছিল না?[১]

পক্ষান্তরে বলা চলে ওদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ প্রগতিশীল এবং গ্রানাইট প্রস্তরসম কঠিন মতাদর্শপ্রসূত। বিভীষিকাময় অরোতুকানের এক জিজ্ঞাসাবাদকারীকে শাস্তি স্বরূপ '৩৮-এ কোলিমায় পাঠান হয়েছিল। ক্রিভয়ী বগ্ শিল্প প্রকল্পের প্রাক্তন পরিচালক এম. লুরিয়ে যখন এমন একটি রায় মেনে নিয়ে সই করতে উদ্যত হলেন যার অর্থ দ্বিতীয়বার শিবির যন্ত্রণাভোগ, ঐ জিজ্ঞাসাবাদকারী বলেছিলেন, "আপনি কি মনে করেন আপনাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে[২] আমরা আনন্দ পাই? পার্টির দাবী না মিটিয়ে আমাদের উপায় নেই। আপনিও ত' কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। বলুন, আমার স্থলাভিষিক্ত হলে আপনি কী করতেন?" আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান, লুরিয়ে তাঁর সাথে একমত হয়েছিলেন এবং সেইজন্য সই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। হাজার হোক, যুক্তিটি অকাট্য।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রূর অনীহা পরিলক্ষিত হয়। নীলটুপিওলারা মাংস কিমা করার যন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝতও বটে, ভালবাসতও বটে। ঝিদা শিবিরে '৪৪-এ জিজ্ঞাসাবাদকারী মিরোনেঙ্কো ত্রুটিহীন যুক্তিসহ সদম্ভে দণ্ডিত ব্যাবিচ্কে বলেছিলেন: "কেবল বিচারালয়ের সমর্থন লাভের জন্যই জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিচার অনুষ্ঠান করতে

হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নেই। গুলি করে হত্যা করা প্রয়োজন হলে আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্বেও হত্যা করা হবে। অপর পক্ষে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন হলে আপনার শত দোষ সত্বেও মুক্তি পাবেন।[৩] পশ্চিম কাজাকস্তান আঞ্চলিক রাজ্য নিরাপত্তা সংস্থার প্রাথমিক অনুসন্ধান বিভাগীয় অধ্যক্ষ কুশনারিয়েভ্ একই সুরে এ্যাডলফ্ ৎসিভিস্কোকে বলেছিলেন, "লেনিনগ্রাদওলা (কমিউনিস্ট পার্টির পুরানো সভ্য) হোন বা না হোন, আপনি কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছেন না।"

ওদের শ্লোগান ছিল, এবং ওরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলাবলিও করত, "যে কোন একটা লোক দাও; আমরা মামলা সুরু করে দেব।" আমাদের নির্যাতন, ওদের সম্মানার্হ কাজ। ভল্গা খাল প্রকল্পের জিজ্ঞাসাবাদকারী নিকোলাই গ্রাবিশেঙ্কোর বিষয় তার স্ত্রী প্রতিবেশীদের কাছে গর্ব্বভরে বলত: "কোলিয়া অত্যন্ত ভাল কর্ম্মী। দীর্ঘ সময় একজন অপরাধ স্বীকার করেনি। কোলিয়া তার ভার পেয়ে মাত্র এক রাত কথা বলেছিল। লোকটি অপরাধ স্বীকার করল।"

কোন কারণে ওরা সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে পূর্ণোদ্যমে অপরাধ অনুসন্ধানাধীন এবং দণ্ডিত ব্যক্তির মোট সংখ্যার হিসাবে ব্যাপৃত থাকত? কারণ বাকি সবাইয়ের থেকে পৃথক না হওয়াই সুবিধাজনক। অধিকন্তু তাতে অর্গানের আয়তন এবং শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে তাদের সহজ জীবন, বাড়তি মাইনে, সম্মান, পুরস্কার এবং পদোন্নতি লাভ হত। মোট সংখ্যা উঁচু হলে ওরা যেমন খুসি ঘুরে বেড়াতে পারত; তেমন ভাল কাজ না করলেও বলবার কিছু থাকত না এবং বাইরে নৈশ জীবন উপভোগ করতে পারত। আর করতও তাই। মোট হিসাব কম হলে চাকরি থেকে বহিষ্কার এবং তজ্জনিত দানাপানি বন্ধের ভয় থাকত। কারণ কোন অঞ্চলে, শহরে বা সামরিক ইউনিটে হঠাৎ তাঁর শত্রু সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, এ কথা স্ট্যালিনকে বোঝান ছিল অসম্ভব।

ওদের তাই কোন রকম দয়া মায়া ত' থাকতই না বরং শাস্তি কুঠরী, নিদ্রাবঞ্চনা এবং অর্দ্ধাশনেও অনবদমিত মোট হিসাব বৃদ্ধির পরিপন্থী একগুঁয়ে বন্দীগুলির উপর ওরা ক্রোধে ফেটে পড়ত। অপরাধ অস্বীকার করে তারা জিজ্ঞাসাবাদকারীর ব্যক্তিগত জীবন বিপদাপন্ন করত। যেন তাকে বেশ কিছুটা নামিয়ে আনাই ওদের কাম্য। ঐ পরিস্থিতিতে যে-কোন ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত গণ্য হত যেমন, 'যদি যুদ্ধ লাগে লাগুক তোর গলায় নুন জলের নল ঠেসে দেবই দেব!'

কাজের ধরন এবং নিজের পছন্দের দরুন মানব-জীবনের ঊর্দ্ধলোক থেকে তফাতে থাকতে বাধ্য নীল টুপি সংস্থার কর্ম্মীরা অধিকতর আগ্রহ এবং উৎসাহে নিম্নলোকে বিরাজ করত। ক্ষুধা এবং যৌনস্পৃহা ছাড়া দুটি প্রবল প্রবৃত্তি তাদের ঐ জীবনে

চালনা করত : লোভ এবং ক্ষমতালিপ্সা। বিশেষতঃ ক্ষমতালিপ্সা। সম্প্রতি কয়েক যুগ টাকার থেকেও এর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে।

হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষমতা একটি সুপরিচিত বিষ হিসাবে স্বীকৃত। যদি কেউ কখনো অপরের উপর পার্থিব ক্ষমতা প্রয়োগ না করত! সর্ব্বোপরি পরিব্যাপ্ত শক্তিতে আস্থাবান এবং আপন সীমা সম্পর্কে সচেতন মানুষের হাতে ক্ষমতা সর্ব্বদা ভয়াবহ হয় না। কিন্তু উর্দ্ধলোকের সাথে পরিচয়বিহীন মানুষের হাতে ক্ষমতা মারাত্মক বিষ, এবং তার প্রতিষেধক নেই।

টলস্টয় ক্ষমতা সম্পর্কে কী বলেছিলেন জানেন? আইভান ইলিচ এমন এক সরকারী পদ গ্রহণ করেছিলেন যদ্দারা তাঁর যে-কোন মানুষকে ধ্বংস করার ক্ষমতা এল। ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সবাই তখন তাঁর মুঠোয়। যে-কোন লোককে, এমন কি সবচেয়ে মানী লোককে তাঁর সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে খাড়া করা চলত। (আমাদের নীল টুপিধারীরাও ত' ঐ রকম। আর বাড়িয়ে বলার বিশেষ কিছু নেই) উক্ত ক্ষমতার চেতনা এবং "বিবেচকভাবে সে ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা" (টলস্টয় এই শর্তটি আরোপ করলেও তা নীলটুপিওলাদের উপর প্রযোজ্য নয়) ইলিচের চাকরির প্রধান আকর্ষণ ছিল।

আকর্ষণ কথাটি ঠিক খাটে না। প্রকৃত শব্দটি হল উন্মাদনা। উন্মাদনা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? ধরা যাক আপনি এক মেনিমুখো যুবক। অল্পকাল আগে আপনার সম্বন্ধে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। আপনাকে কোন বৃত্তি ধরানো যাবে ভেবে তাঁরা অধীর হতেন। আপনি এতই মূর্খ ছিলেন যে পড়াশুনো করতে চাইতেন না। কিন্তু, যা হোক, ঐ স্কুলের ত্রিবার্ষিক শিক্ষাক্রম উৎরে গেলেন। তারপর......আপনার ডানা গজাল। সবকিছু পাল্টে গেল। ভাবভঙ্গী, চাউনি, মাথা ঘোরানোর কায়দা, সব বদলে গেল। বিজ্ঞান সংস্থার বিদ্বৎপরিষদের সভা বসেছে। আপনি প্রবেশ করা মাত্র সবাই কেঁপে উঠল। আপনি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন না। অধ্যক্ষ মহাশয় ওসব ঝঞ্ঝাট পোহাবেন। আপনি এক কোণে বসলেন। কিন্তু সবাই বুঝল, আপনিই আসল লোক। কারণ আপনি বিশেষ বিভাগের লোক। হয়ত পাঁচ মিনিট পরে আপনি চলে গেলেন। অধ্যাপকদের সে স্বাধীনতা না থাকলেও, আপনার আছে। হয়ত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে চলে গেলেন, কিন্তু পরে ওঁদের সিদ্ধান্তগুলি পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে আপনি ভ্রূ এবং অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করে অধ্যক্ষকে মন্তব্য করবেন, "আপনি তা করতে পারেন না। কতকগুলি বিশেষ কারণে পারেন না।" ঐ টুকুই যথেষ্ট। আপনি যা চান না, তা হবে না। অপরপক্ষে ধরা যাক আপনি অসোব বা সেনাদলে নিযুক্ত রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি (স্মের্শ), এবং পদমর্য্যাদায় এক মামুলি লেফটেনান্ট।

কিন্তু আপনি প্রবেশ করা মাত্র ইউনিটের পরিচালক, মোটাসোটা এবং বয়স্ক কর্নেল দাঁড়িয়ে উঠে আপনাকে তোষামোদ করবে। আপনাকে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ না জানিয়ে ঐ সেনাদলের উপাধ্যক্ষের সাথে মদ্যপানের সাহসও তাঁর নেই। আপনার কাঁধপটি যে মাত্র দুটি তারকা-শোভিত, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বরং ঐটাই মজা। কারণ সাধারণ অফিসার এবং আপনার তারকার ভার মাপার তুলাদণ্ড এক নয়। (বিশেষ কাজের জন্য কখনো কখনো আপনাকে মেজরের পদমর্য্যাদা চিহ্ন ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ছদ্মবেশ হলেও, ঐটি এক প্রকার প্রথায় পরিণত হয়েছে) কোন সামরিক ইউনিট, কারখানা বা জেলায় যথাক্রমে সেনাদল পরিচালক, কারখানা পরিচালক বা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি সম্পাদক অপেক্ষা যে কোন মানুষের উপর আপনার অতুলনীয় ক্ষমতা থাকবে। ঐ লোকগুলি মানুষের সামরিক বা অসামরিক কাজকর্ম, বেতন এবং সুনামের নিয়ামক মাত্র; মানুষের স্বাধীনতার নিয়ামক আপনি। সভা সমিতিতে কারুর আপনার সম্বন্ধে বলবার সাহস নেই। মন্দ চুলোয় যাক, আপনার সম্বন্ধে ভালো কথাও সংবাদপত্রে লেখার সাহস নেই। অতি মহান দেবতার মত আপনার নামও উচ্চারণ করা চলবে না। আপনি যদিও কোন এক স্থানে বর্ত্তমান এবং স্থানীয় মানুষ আপনার উপস্থিতি অনুভব করছে, তবু যেন আপনার অস্তিত্ব নেই। নীল টুপিটি মাথায় দেওয়ার সাথে সাথে আপনি সর্ব্বজনস্বীকৃত ক্ষমতার উর্দ্ধে আসীন হলেন। আপনি কী করছেন তা পরিদর্শন করার ক্ষমতা কারুর নেই। সুতরাং কাষ্ঠখণ্ডসম নগণ্য সাধারণ মানুষ বা তথাকথিত নাগরিকের সাথে কাজকর্ম্মের সময় আপনি স্মিতগ্রস্ত, গভীর চিন্তাশীল ভাব পরিগ্রহ করে থাকেন। কারণ আপনি একমাত্র মানুষ যিনি **বিশেষ বিবেচনা** সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অতএব আপনি সদা নির্ভুল।

তবু একটা কথা আপনার ভোলা উচিত নয়। মানব দেহে বাসা বাঁধা ফিতা ক্রিমির মত জাতির দেহে পরিব্যাপ্ত নমনীয়, একতাবদ্ধ অর্গানের একটি ক্ষুদ্র যোগসূত্র হতে না পারলে আপনিও আজ এক নগণ্য কাষ্ঠখণ্ডই হতেন। আজ সবকিছুই আপনার। আপনি সব পাবেন। শুধু অর্গানের কাছে সৎ থাকুন। ওরা সব ব্যবস্থা করে দেবে। যারা আপনাকে এ যাবৎ বিরক্ত করেছে ওরা তাদের গিলে খাবে। অর্গানের কাছে সৎ থাকলে ওরা আপনার পথের সব কাঁটা সরিয়ে দেবে। ওরা যা বলে, তাই করুন। আপনার কাজকর্ম সম্পর্কে সব চিন্তাও ওরা করবে: আজ আপনি হয়ত একটি বিশেষ বিভাগে কর্ম্মরত, আগামীকাল জিজ্ঞাসাবাদকারীর আরাম-কেদারায় বসবেন। অতঃপর সম্ভবতঃ শ্রান্ত স্নায়ু উজ্জীবিত করতে গণগীতিকার[৪] রূপে সেলিগর হ্রদ অঞ্চলে ভ্রমণ করতে যাবেন। শেষে দেশের যে অংশে আপনি অপরিচিত হয়ত গীর্জ্জা-বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান[৫] করে আপনাকে ঐ অঞ্চলে পাঠানো হবে। অথবা আপনি

সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহী সচিব[৬] হবেন। এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কেবল অর্গান মানুষের চাকরি এবং পদের প্রকৃত খবর রাখে। বাদ বাকি সবটাই লোক-দেখানো। আজকের সম্মানিত শিল্পী বা সোভিয়েত কৃষিবীরের আগামীকাল অস্তিত্ব না থাকতে পারে।[৭]

কাজ অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদকারীর কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। দিনে রাতে আপনার কাজে যেতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসতে হবে। কিন্তু 'প্রমাণ' খুঁজে মাথার চুল ফেলার দরকার নেই। বরং বন্দী নিজে চিন্তা করে মাথা ধরাক। ও দোষী না নির্দ্দোষ সে সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন আপনার নেই। শুধু অর্গান যা বলে, করে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু বুদ্ধি খরচ করলে জিজ্ঞাসাবাদের সময়টুকু ভালই কাটবে, আপনিও পরিশ্রান্ত হবেন না। জিজ্ঞাসাবাদের ভিতর থেকে অন্ততঃ আনন্দ পাওয়ার মত কিছু খুঁজে পাবেন। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, এমন সময় আপনি বোঝানোর এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন! ইউরেকা! বন্ধু-বান্ধবদের ফোন করলেন, ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সে সম্পর্কে জানিয়েও দিলেন। তারপর কী হাসাহাসি! কার উপর পদ্ধতিটি প্রয়োগ করবেন? দীর্ঘ সময় একই কাজ করা বড় বিরক্তিকর। ঐ কম্পিত হাত, মিনতিভরা চোখ, ভীরু আত্মসমর্পণ,—এগুলিতে সত্যিই একঘেঁয়েমি ধরে। ওদের একজনও যদি প্রতিরোধ করত! লেনিনগ্রাদের জিজ্ঞাসাবাদকারী শিভভ জি. জি-এভ্-কে বলেছিলেন, "আমি শক্তিমান প্রতিপক্ষ ভালবাসি। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে কী মজা!"

সব পদ্ধতি অকেজো প্রতিপন্ন করে বলবান প্রতিপক্ষ যদি আত্মসমর্পণ ঠেকিয়ে রাখে এবং তজ্জন্য আপনি ক্রোধের প্রত্যন্ত সীমায় উপনীত হন? ক্ষতি কি, রাগ চেপে রাখবেন না। রাগে ফেটে পড়লে চমৎকার কাজ দেবে। সুতরাং আগ্নেয়গিরির মত আপনার অসীম বহ্নিপাত হোক! নিজেকে সংযত করবেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখের মধ্যে থুথু ফেলার ঐ ত' প্রকৃষ্ট সময়! তখনই ত' কাণ-ভরা পিকদানীতে ওর মুখ ঠেসে ধরতে হয়![৮] ঐ মানসিক অবস্থায়ই ত' পুরোহিতদের লম্বা চুল টেনে ঘোরাতে হয়! অথবা হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বন্দীর মুখে প্রস্রাব করে দিতে হয়! ঐ অগ্ন্যুৎপাতের পর আপনার নিজেকে প্রকৃত সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য মানুষ মনে হবে!

ধরুন কোন 'বিদেশীয় বান্ধবী'কে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।[৯] প্রথমে মেয়েটিকে এক চোট গালাগাল দিয়ে বলবেন, "বল, আমেরিকান পুরুষদের কি বিশেষ ধরনের— থাকে? থাকে না কি? দেশী জিনিষে তোর আশ মেটেনি?" হঠাৎ আপনার আর একটি বুদ্ধি গজাল: বিদেশীদের কাছে মেয়েটি হয়ত অনেক কিছু শিখেছে। বিদেশে চাকরির মত এই দুর্লভ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলে না! সুতরাং অধিকতর উৎসাহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকলেন: কি ভাবে? কোন ভঙ্গীতে, কোন আসনে?

আরো! বিস্তারিত বর্ণনা চাই! তুচ্ছতম জিনিষটিও জানতে হবে! (আপনি নিজে উপলব্ধ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সে সম্পর্কে বলতে পারেন) লজ্জায় রাঙা মেয়েটি কান্নাভরা চোখে আপত্তি করে, "মামলার সাথে এসবের সম্পর্ক নেই।" "হ্যাঁ, আছে। তোর বলতেই হবে।" আপনার সে ক্ষমতা আছে। ও পূর্ণ বিবরণ দেবে। আপনি চাইলে, বিবরণ সংক্রান্ত ছবি এঁকে দেবে অথবা নিজের দেহ দিয়ে ক্রিয়াকলাপের পুনরানুষ্ঠান করে দেখাবে। ওর অন্য রাস্তা নেই। আপনার ওপর ওর কয়েদ বা শাস্তি কুঠরীর মেয়াদ নির্ভর করছে।

প্রশ্ন এবং উত্তর লিপিবদ্ধ করার জন্য স্টেনোগ্রাফার[১০] চাইলে ওরা সুন্দরী স্টেনোগ্রাফার পাঠাবে। ইচ্ছা হলে যে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার চোখের সামনে সুন্দরীর ব্লাউজের গভীরে আপনার থাবা ঢুকিয়ে দিন না।[১১] আর যাই হোক বন্দী ত' মানুষ নয়, তার সামনে আবার কিসের লজ্জা?

সত্যি বলতে কি, কারুর সম্পর্কেই লজ্জার কোন কারণ নেই। নিতম্বিনীতে রুচি থাকলে,—কার নেই?—পদমর্য্যাদার সদ্ব্যবহার না করে বোকামি করবেন। ওদের অনেকে কেবল আপনার ক্ষমতার গুণে আকৃষ্ট হবে, অনেকে ভয়ে। কাউকে কোথাও দেখে, মনে ধরেছে? ভয় নেই, সে আপনারই হবে। তার পালানোর পথ নেই। কারুর স্ত্রীতে চোখ পড়েছে? সেই স্ত্রীটিও আপনার হবে, কারণ তার স্বামীকে সরিয়ে ফেলা দুঃসাধ্য নয়।[১২] সত্যিই তাই। নীল টুপিধারীর কত ক্ষমতা জানতে হলে, নিজে নীল টুপিধারী হতে হয়! যা দেখবেন তাই আপনার হয়ে যাবে! যে-কোন স্ত্রীলোক বা ফ্ল্যাট দেখবেন, তাই আপনার হবে! পথের সব কাঁটা নির্মূল হয়ে যাবে! পায়ের তলার মাটিও আপনার। মাথার উপর আকাশও আপনার, কারণ আকাশেরও ত' আপনার টুপির মত আকাশী নীল রঙ্!

ওদের মধ্যে প্রবল লোভের আকর্ষণ দেখা যেত। পর্য্যবেক্ষণের অভাবে সমস্ত শক্তি অবধারিতভাবে ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধিতে নিয়োজিত হত। ঐ অবস্থায় লোভ সম্বরণ করতে হলে সাধু হতে হয়।

ব্যক্তিগত গ্রেফতারের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, গ্রেফতারের সাধারণ নিয়মাবলী যাই হোক লোভ এবং প্রতিহিংসাই শতকরা পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে নির্দ্ধারণ করে কাকে গ্রেফতার করতে হবে। ঐ পঁচাত্তর ভাগের অর্দ্ধেকের সাথে স্থানীয় এনকেভিডির (এবং সরকারী উকিল, কারণ অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না) ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ভি. জি. ভ্লাসভের উনিশ বছর দীর্ঘ গুলাগ্ যাত্রা কিভাবে সুরু হয়েছিল দেখা যাক। জিলা ক্রেতা সমবায় সমিতির প্রধান হিসাবে তিনি স্থানীয়

কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের সক্রিয় কর্ম্মীদের জন্য কিছু কাপড়চোপড় বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। কাপড়গুলির ধরন ও মান এমন ছিল যে আজকাল কেউ ছোঁবে না, এবং ওগুলির বিক্রি সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না থাকায় কেউ ক্ষুব্ধ হয়নি। সরকারী উকিল রুসভের স্ত্রী ওখানে যাননি, কোন কাপড়ও কিনতে পারেননি। রুসভ লজ্জায় কাউন্টারে যেতে পারেননি। ফলে ভ্লাসভের পক্ষে এ কথা বলার প্রয়োজন হয়নি, "আপনার জন্য আলাদা করে রেখে দেব।" সত্যি বলতে কি, ভ্লাসভের যা চরিত্র তাতে তিনি ওকথা কিছুতেই বলতেন না। উপরন্তু রুসভ্ এমন একটি বন্ধুকে সীমিত অধিকার পার্টি ভোজনগৃহে (তৃতীয় দশকেও রাশিয়ায় সীমিত অধিকার ভোজনগৃহের কথা ভাবতে পারেন?) আমন্ত্রণ করেছিলেন যার উপযুক্ত পদ-মর্য্যাদা ছিল না। ভোজনগৃহের ম্যানেজার বন্ধুকে খাবার দিতে অসম্মত হলেন। রুসভ্ চাইলেন, ভ্লাসভ্ ম্যানেজারকে শাস্তি দিন। ভ্লাসভ্ অস্বীকার করলেন। এ ছাড়া ভ্লাসভ্ আঞ্চলিক এনকেভিডিকেও একই রকম বেদনাদায়ক অপমান করেছিলেন। সুতরাং তিনি দক্ষিণপন্থী বি[illegible] দলভুক্ত হলেন।

নীল টুপিধারীদের উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝে কত তুচ্ছ জিনিষে নিবদ্ধ হতে পারে দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। গ্রেফতার করা একজন অফিসারের থেকে নিরাপত্তা অফিসার সেন্‌চেঙ্কো একটি মানচিত্রের বাক্স, এবং নথিপত্রে অদলবদল ঘটিয়ে অপর একটি বন্দীর থেকে এক জোড়া বিদেশী দস্তানা হস্তগত করেছিলেন। আমাদের সেনাদল তখন এগিয়ে চলেছে। লুঠের মালের দ্বিতীয় ভাগ পেতে হল বলে নীল টুপিওলারা ঐ ঘটনায় বিশেষ বিরক্ত হয়েছিল। উনপঞ্চাশতম সেনাবাহিনীর যে প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় অফিসার আমাকে গ্রেফতার করেছিল, আমার সিগারেট কেসটি তার বড় পছন্দ হয়েছিল। আসলে ওটি ছিল জার্মান সেনাদলের লাল টুকটুকে একটি ছোট্ট বাক্স। ঐ সামান্য বস্তুটির জন্য ও মস্ত বড় জাল বিছিয়েছিল: প্রথমত আমার থেকে বাজেয়াপ্ত করা জিনিষের তালিকায় ঐটির উল্লেখ করেনি। বলেছিল, "আপনি ওটা রাখতে পারেন।" আমার পকেটে মাত্র ঐ বাক্সটি আছে জেনেও ও দ্বিতীয়বার আমাকে তল্লাসি করার হুকুম দিল। "আরে ওটা কী? ওটা সরিয়ে নাও!" উপরন্তু আমার প্রতিবাদ স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে বলল, "ওকে শাস্তি কুঠরীতে ঠেলে দাও!" বলতে পারেন, জার আমলের কোন পুলিশ পিতৃভূমির রক্ষীর সাথে ঐ রকম ব্যবহার করতে সাহস করত?

অপরাধ স্বীকারেচ্ছুদের উৎসাহ দান এবং বন্দীদের মধ্যে সরকারের পোষা পায়রাদের পুরস্কৃত করার জন্য প্রত্যেক জিজ্ঞাসাবাদকারী কিছু সংখ্যক সিগারেট বরাদ্দ পেত। ওদের অনেকে বরাদ্দের সবটুকু নিজে ভোগ করত। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ের হিসাবেও ওরা তঞ্চকতা করত। রাতে কাজ করার জন্য ওরা বর্দ্ধিত বেতন পেত।

আমরা দেখতাম নৈশ জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃত সময় অপেক্ষা কি ভাবে ওরা অনেক বেশী লেখাত।

জিজ্ঞাসাবাদকারী ফেয়দরভ্ (রেশেতি স্টেশন, পোঃ বঃ ২৩৫) মুক্ত নাগরিক কর্জুখিন্-এর ফ্ল্যাটে তল্লাসি করতে গিয়ে একটি হাতঘড়ি চুরি করেছিল। লেনিনগ্রাদ অবরোধকালে জিজ্ঞাসাবাদকারী নিকোলাই ফেয়দরভিচ্ ক্রুজকভ্ জিজ্ঞাসাবাদাধীন বন্দী কে. আই. স্রাখোভিচ্-এর স্ত্রী এলিজাভিয়েতাকে বলেছিল, "আমার লেপ চাই। একটা লেপ নিয়ে আসুন ত'।" এলিজাভিয়েতা উত্তর দিলেন, "আমাদের সব গরম জিনিষপত্র একটি ঘরে সীলমোহর করে দিয়ে গিয়েছে।" নিকোলাই সেই ঘরের দরজায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের শীলমোহর ভাঙল না; গোটা তালা উপড়ে ফেলল। সানন্দে বলল, "এমজিবি এইভাবেই কাজ করে থাকে।" অতঃপর ঘরের ভিতর ঢুকে গরম জিনিষগুলি নেওয়ার সাথে সাথে পকেটে যথেচ্ছ স্ফটিক নির্মিত জিনিষও পুরল। এলিজাভিয়েতা যা পারলেন নেওয়ার চেষ্টা করতে ও তাঁকে থামিয়ে দিল, "আপনি অনেক নিয়েছেন।"[১০] নিজে লুঠের মাল পকেটে ঠেসে চলল।

ঐ ধরনের ঘটনার শেষ নেই। '১৮ থেকে সুরু করলে অন্ততঃ এক হাজার 'শ্বেত পত্র' প্রকাশ করা চলে। তার জন্য শুধু প্রাক্তন বন্দী এবং তাদের স্ত্রীদের রীতিমত প্রশ্নাদি করা প্রয়োজন। হয়ত বাস্তবে এমন নীল টুপিধারীও ছিল যে কখনো কিছু চুরি করেনি বা নিজের জন্য সরিয়ে রাখেনি, কিন্তু অমন একজনের কথা কল্পনাও করতে পারি না। জীবন সম্পর্কে ওদের যা ধারণা, কোন বিশেষ জিনিষ ভাল লাগলে কি ভাবে তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে বুঝে পাই না। সুদূর তৃতীয় দশকে যখন আমরা লাল যুবদলের সভ্য হিসাবে জার্মান ইউনিফরম গায়ে কুচকাওয়াজ করতাম আর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গড়ে তুলতাম ওরা তখন কংকর্ডিয়া ইওসের মত ফ্ল্যাটে সন্ধ্যা উপভোগ করত, পাশ্চাত্যের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মত চলাফেরা করত এবং ওদের বান্ধবীরা বিদেশী জামাকাপড় দেখিয়ে বেড়াত। জামাকাপড়গুলি জুটত কোথা থেকে?

নামের পদবীর কী বাহার,—লোকে মনে করত অনেকটা পদবীর গুণেই ওদের চাকরি জুটত। যেমন কোমেরভো প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রশাসনে ছিল: এক সরকার পক্ষের উকিল যার নাম 'ক্রংনেভ্' অর্থাৎ একঘেঁয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দ করা পুরুষ মৌমাছি; জিজ্ঞাসাবাদ শাখার প্রধানের নাম মেজর 'স্বুকিন' অর্থাৎ স্বার্থসন্ধানী; তার সহকারীর নাম লেঃ কর্নেল 'ব্যালান্ডিন' অর্থাৎ সঙ্কটগ্রস্ত; এক জিজ্ঞাসাবাদকারীর নাম ছিল 'স্কোরোখ্ভাতভ্' অর্থাৎ ঝটিতি যে নিজের ভাগের জন্য হাত বাড়ায়। আর যথাযথ নাম আবিষ্কার করা অসম্ভব। ওরা সবাই উপযুক্ত জায়গায় জুটেছিল। (এই প্রসঙ্গে 'ভল্কো পিয়ালভ' বা 'ভালুকের ছাল ছাড়ানোর লোক' এবং 'গ্রাবিশ্চেঙ্কো' বা

'লুঠেরা'র পুনরায় নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) এর পরও ধরে নেব মানুষের পৈতৃক পদবী এবং পদবীধারীদের তাদৃশ সমাবেশ বিশেষ অর্থবহ নয় ?

বন্দীর স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্ব্বল। শ্রীমতী কংকর্ডিয়া ইওসের বন্ধু এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের কর্নেল সেই লোকটির নাম আজ আই. কর্নেইয়েভের মনে নেই। কর্নেইয়েভ্ এবং সে, দুজনই কংকর্ডিয়াকে চিনত এবং কর্নেইয়েভ্ যখন ভ্লাদিমির আটক শিবিরে ঐ কর্নেলও তখন সেখানে। কর্নেল ছিল ক্ষমতা লিপ্সা এবং লোভের মূর্ত প্রতীক। '৪৫-এর গোড়ায় অর্থাৎ 'যুদ্ধ লুঠের' তুঙ্গে ও স্বয়ং আবাকুমভের নেতৃত্বাধীনে অর্গানের এমন এক শাখায় নিজের বদলির ব্যবস্থা করল যাদের কাজ ছিল ঐ লুঠের উপর নজর রাখা। আসলে কিন্তু ওরা রাষ্ট্রের পরিবর্তে নিজের জন্য যথাসম্ভব পারছিল লুঠ করছিল। কোথাও অসুবিধা ছিল না, বেশ নিজেদের কাজ গুছিয়ে চলেছিল। বর্ত্তমান কাহিনীর নায়ক ত' মাল গাড়ির ওয়াগন বোঝাই লুঠ করে অনেকগুলি দাচা (বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি) বানিয়েছিল। ক্লিন অঞ্চলেও একটি দাচা বানিয়েছিল। যুদ্ধের পর ওর নষ্টামি এত বেড়েছিল যে একবার নভোসিবিরস্ক্ স্টেশনে উপস্থিত হয়ে স্টেশনের রেস্টুরেন্টের সব খদ্দেরকে জোর করে বার করে দিল এবং মদ্যপানরত বন্ধু-বান্ধবের মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থিত তরুণী এবং মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে নাচতে বাধ্য করেছিল। এতেও তার নিজের কোন ক্ষতি হত না যদি না সে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ভাঙত। ক্রুজ্‌কভের মত কর্নেলও দলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ক্রুজকভ্ অর্গানের সাথে প্রবঞ্চকতা করেছিল। কর্নেল করেছিল জঘন্যতর অপরাধ। ও পরস্ত্রীকে ফুসলিয়ে আনার বাজি ধরত,—যে সে পরস্ত্রী নয়, নিরাপত্তা বিভাগে আপন সহকর্মীদের স্ত্রীকে। ও মার্জ্জনা পায়নি। ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওকে রাজনৈতিক কারাগারে ঠেলে দেওয়া হয়। যতদূর জানি, ওকে গ্রেফতার করার দুঃসাহসের বিরুদ্ধে তড়পাতে তড়পাতে ওর দণ্ডের মেয়াদ কাটত। ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে শেষ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ মত পাল্টাবেন (হয়ত পাল্টেও ছিল)।

নিজেরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ দুর্ভাগ্য নীল টুপিধারীদের মধ্যে বিরল ছিল না। সত্যি বলতে কি তার বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচের অস্তিত্ব ছিল না। যা হোক এরা বেশ দেরীতে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। সম্ভবতঃ তাদের যুক্তিহীনতাই এজন্য দায়ী। ওরা মোটা বুদ্ধিতে বুঝত, ও রকম দুর্ভাগ্য এক আধ জনেরই হয় ; খুব অল্প লোকই ধরা পড়ে ; আমি ঠিকই পেরিয়ে যাব ; বন্ধুরা নিশ্চয় আমাকে বিপদে ফেলবে না।

প্রকৃতই বন্ধুরা বিপদে ফেলত না। পরস্পরের মধ্যে অনুচ্চারিত চুক্তির ফলে ওরা বন্ধুর জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করত। যথা মারফিনো বিশেষ কারাগারে কর্নেল আই. ডি. এন. ইলিন-এর কাহিনী। ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য এককভাবে ধৃত

ব্যক্তিরা গোষ্ঠীগত ঐক্যের দরুন বিশেষ অসুবিধায় পড়ত না। ঐভাবে তারা শাস্তি হিসাবে কর্ত্তব্য দৈনন্দিন কাজ থেকে অব্যাহতির অজুহাত পেয়ে যেত। কিন্তু বহু ঘটনায় দেখা গিয়েছে শিবির নিরাপত্তা অফিসারকে সাধারণ শিবিরে কয়েদী হিসাবে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে যে জেক উপজাতি এক সময় ওদের বুড়ো আঙ্গুলের নিচে থাকত, কয়েদী হিসাবে তাদের সাথে দেখা হয়ে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে। ৫৮ অনুচ্ছেদের কয়েদীদের প্রতি নিরাপত্তা অফিসারদের নিদারুণ ঘৃণা ছিল। তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে স্বভাব-চোরদের নিয়োগ করতেন। ঐ চোররাই অবশেষে একদিন এক অফিসারকে বাঙ্কের মধ্যে ঠেসে ধরেছিল। যা হোক, ঘটনাগুলির খুঁটিনাটি জানা না থাকায় আর বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়।

প্লাবনে ধৃত গেবিস্ট বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগীয় অফিসারদের প্রকৃত বিপদ সইতে হয়েছিল। বুঝে দেখুন, ওদেরও একটি প্লাবন বয়েছিল! যে-কোন প্লাবনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তার ক্ষমতা অর্গানের চেয়ে বেশী। এই প্লাবনে কেউ অপরকে সাহায্য করতে পারে না, পাছে নিজে তলিয়ে যায়।

হালফিল খবর জানা চেকার মত সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকলে শেষ মুহূর্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক অপ্রমাণ করে ঐ প্লাবনের মুখ থেকেও রক্ষা পাওয়ার রাস্তা ছিল। যেমন ক্যাপ্টেন সায়েঙ্কো [এই সায়েঙ্কো ১৯১৮-১৯-এর খারকভের কুখ্যাত চেকাকর্ম্মী, ছুতার মিস্ত্রী নয়, যে নিজে পিস্তল দিয়ে কয়েদীদের হত্যা করত; তাদের দেহে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত্ত করত; শিনবোন (হাঁটুর নিচের লম্বা হাড়) ভেঙ্গে দু' টুকরো করে দিত; ওজন চাপিয়ে মাথা চ্যাপ্টা করে দিত এবং তপ্ত লোহার শিক দিয়ে কয়েদীদের গায়ে মার্কা[১৪] দিত; সম্ভবতঃ দুজনের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল] কোখানস্কায়া নামে পূর্ব্ব চীন রেলপথের এক প্রাক্তন কর্ম্মীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। ঠিক প্লাবনের আগে জানতে পারলেন পূর্ব্ব চীন রেলপথের সব প্রাক্তন কর্ম্মীকে গ্রেফতার করা হবে। ঐ সময় তিনি আর্কাঞ্জেলস্থ জিপিইউর নিরাপত্তা বিভাগের অধ্যক্ষ। অতএব এক মুহূর্ত নষ্ট না করে কাজে লেগে গেলেন। কী ভাবে? প্রিয়তমা পত্নীকে নিজেই গ্রেফতার করলেন। পূর্ব্ব চীন রেলপথের প্রাক্তন কর্ম্মী হওয়ার দরুন মহিলার গ্রেফতার হল না; স্বামীর সাজানো এক অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছিল! ঐভাবে সায়েঙ্কো শুধু নিজের গা বাঁচালেন না, পদোন্নতির ফলে টোমস্ক প্রদেশের এনকেভিডির প্রধান হলেন।[১৫]

ঐ প্লাবনগুলির জন্ম হত অর্গানের আত্মনবীকরণের,—সংক্ষিপ্ত সাময়িক বলি যদ্দ্বারা বাদবাকিরা পরিশুদ্ধ ভাব পরিগ্রহ করতে পারত,—এক গোপন প্রথা থেকে। বয়োবৃদ্ধিজনিত স্বাভাবিক নবীকরণের হার অপেক্ষা দ্রুততর অর্গানের কর্ম্মী পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হত। প্রাকৃতিক নিয়মের দুর্নিবার টানে স্টার্জন মাছ যেমন নদীর উৎসমুখে

ধাবিত হয়ে জলায় আটকে প্রাণ হারানোর পর পোনারা তাদের জায়গা নেয়, কিছু সংখ্যক গেবিস্টের ঐ ধরনের আত্মবলিদান করতে হত। অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে নিয়মটি সহজেই প্রকট হত, কিন্তু নীল টুপিধারীরা প্রথাটির অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইত না এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করত না। নসীবে লেখা লগ্নে অর্গানের রাজা, রাণী এবং টেক্কারা নিজেদের গিলোটিনেই নিজের মাথা বাড়িয়ে দিত।

ইয়াগোদা নিজের সাথে ঐ ধরনের এক ঝাঁক মাছ নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, শ্বেত সাগর খাল প্রকল্পের বহু নামজাদা লোক ঐ ঝাঁকে ছিলেন এবং কাব্যময় প্রশস্তি থেকে তাঁদের নাম পরে মুছে দেওয়া হয়েছিল।

অল্প পরে স্বল্পকাল স্থায়ী ইয়েজভ্ দ্বিতীয় ঝাঁক নিয়ে চললেন। '৩৭-এর অনেক উৎসাহী সহযোগী ইয়েজভের সাথে মিলিয়ে গেল। অবশ্য এই সহযোগীদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলা ঠিক নয় এবং পালের গোদারা সেবারও বেঁচে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইয়েজভের মার খেতে হয়েছিল। ঐ গ্রেফতারের ঢেউয়ে গুলাগ্ অনাথ হয়ে পড়ল। মুখ্য গুলাগ্ আর্থিক প্রশাসক, মুখ্য গুলাগ্ স্বাস্থ্য প্রশাসক, মুখ্য গুলাগ্ প্রহরী প্রশাসক এবং মুখ্য গুলাগ্ নিরাপত্তা অধিকারী,—শিবিরের 'ধর্মবাপদের' কাজকর্ম দেখাশোনার ভার যাদের উপর ছিল তারা সবাই ইয়েজভের সাথে গ্রেফতার হয়েছিল।

এর পর ধরা পড়েছিল বেরিয়ার ঝাঁক।

দাম্ভিক, নাদুসনুদুস অবাকুমভ্ আগেই একাকী ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

একদিন (তখনো যদি কাগজপত্র অবিকৃত থাকে) অর্গানের ঐতিহাসিক ধাপে ধাপে, পরিসংখ্যান এবং অত্যুজ্জ্বল নামের সারি সহ এ সব কথাই উদ্ঘাটন করবেন।

আমি তাই ঘটনাচক্রে শোনা রাইউমিন আর আবাকুমভ্ সম্পর্কে একটি ছোট্ট কাহিনী বলব। আমার 'প্রথম বৃত্ত' উপন্যাসের পুনরাবৃত্তি এখানে করছি না।

আবাকুমভ্ এবং রাইউমিন অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাইউমিনকে শীর্ষে তুলেছিলেন আবাকুমভ্। '৫২ সালের শেষে রাইউমিন আবাকুমভ্‌কে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা জানালেন: প্রফেসর এতিঙ্গার,—পেশায় চিকিৎসক,—ঝ্দানভ্ এবং শের্বাকভের চিকিৎসাকালীন ওদের হত্যার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর্নীতি গ্রহণের অপরাধ স্বীকার করেছেন। আবাকুমভ্ বিশ্বাস করতে চাইলেন না কারণ তিনি মামলা সাজানোর প্রক্রিয়াদির সাথে সুপরিচিত ছিলেন। অতএব ভাবলেন, রাইউমিনের খুব বাড় বেড়েছে। (রাইউমিন কিন্তু স্ট্যালিনের মন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন) কাহিনীর সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে উভয়ে এতিঙ্গারকে সেই সন্ধ্যায় পাল্টা প্রশ্নাদি করতে সম্মত হলেন। কিন্তু এতিঙ্গারের জবানবন্দীর উপর দুজন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করলেন।

আবাকুমভের মতে 'ডাক্তারের মামলা'র অস্তিত্ব নেই, রাইউমিনের মতে আছে। ডাক্তারের কাহিনী যাচাই করার দ্বিতীয় চেষ্টা হত পরদিন সকালে। কিন্তু নৈশ সংস্কার যাদুক্রিয়ার ফলে এতিঙ্গার ঐ রাতেই মারা যান! সকালে আবাকুমভের অজ্ঞাতে এবং তাঁকে টপকিয়ে রাইউমিন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিকে টেলিফোন করে স্ট্যালিনের সাথে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন। (আমার মতে এটিই তাঁর সর্ব্বাধিক গুরুতর সিদ্ধান্তপূর্ণ পদক্ষেপ নয়। রাইউমিনের গুরুতর সিদ্ধান্তপূর্ণ পদক্ষেপ, যদ্দ্বারা তাঁর জীবন একদা টলায়মান হয়েছিল, ছিল অনেক আগেই আবাকুমভের তালে তাল না দেওয়া এবং সম্ভবতঃ এতিঙ্গারকে ঐ রাতে হত্যা করানো। স্ট্যালিনের সাথে তাঁর সম্পর্কও কি আগেই সুরু হয়েছিল? ওদের খাস দরবারের গোপন কথা জানবার উপায় নেই) স্ট্যালিন-রাইউমিন সাক্ষাতের পর ডাক্তারের মামলা গড়াতে থাকল, এবং স্ট্যালিন আবাকুমভ্‌কে গ্রেফতার করালেন। মনে হয় এর পর রাইউমিন স্বাধীনভাবে ডাক্তারের মামলা পরিচালনা করেছিলেন; এমন কি বেরিয়াও তাতে হস্তক্ষেপ করেননি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর আগেই আভাস মিলেছিল যে বেরিয়া বিপদগ্রস্ত। সম্ভবতঃ বেরিয়া স্ট্যালিনের হত্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নতুন সরকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হল ডাক্তারের মামলা খারিজ করা। বেরিয়া তখনো ক্ষমতাসীন। রাইউমিন গ্রেফতার হলেন, কিন্তু আবাকুমভ্‌ মুক্তি পেলেন না। ঐ প্রসঙ্গে লুবিয়াঙ্কায় এক নতুন প্রথা প্রবর্ত্তিত হল। লুবিয়াঙ্কার তাবৎ অস্তিত্বে সেই প্রথম সরকার পক্ষের উকিল, ডি. তেরেখভ্‌ লুবিয়াঙ্কায় পদার্পণ করলেন। ভীত এবং অবদমিত রাইউমিন সাফাই গাইলেন, "আমি নির্দোষ। বিনা কারণে আমাকে এখানে রাখা হয়েছে।" তিনি জিজ্ঞাসাবাদ প্রার্থনা করলেন। তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর অভ্যাসমত একটি শক্ত লজেন্স চুষছিলেন। তেরেখভ্‌ ঐজন্য ভৎর্সনা করতে তিনি লজেন্সটি নিজের হাতের চেটোয় উগরে ফেলে বললেন, "মাপ করুন"। আবাকুমভ্‌ অট্টহাস্য করে জবাব দিলেন, "যত বাজে ভড়ং"! কাগজপত্র খুলে তেরেখভ্‌ আবাকুমভ্‌কে দেখালেন, তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রকের আভ্যন্তরীণ কারা-পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছেন। হাতে ঠেলে কাগজপত্র সরিয়ে দিয়ে আবাকুমভ্‌ জবাব দিলেন, "ঐ রকম পাঁচশো জাল কাগজ পাওয়া যায়। প্রবীণ সাংগঠনিক কর্ম্মী হওয়া সত্ত্বেও বন্দী হতে হওয়ায় তিনি যত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ততোধিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে অর্গানকে অবদমিত করার শক্তি পৃথিবীতে ছিল না, সেই অর্গানের ক্ষমতায় অনধিকার গ্রাসের ঘটনায়। মস্কোয় বিচারের পর জুলাই '৫৩-এ রাইউমিনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আবাকুমভ্‌ তখনো কারাগারে। এক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তেরেখভ্‌কে বলেছিলেন, "আপনার চোখদুটি বড় সুন্দর। আপনাকে গুলি করে হত্যা করতে আমার খারাপ লাগবে।[১৭] আমার

মামলা ছেড়ে দিন। সময় থাকতে এ মামলা ছ'ড়ুন।" আর একবার তেরেখভ তাঁকে ডাকিয়ে এনে বেরিয়ার মুখোস খোলার সংবাদ সম্বলিত একটি সংবাদপত্র দেন। ঐ সময় ব্যাপারটির সার্কাসের ডিগবাজি থাওয়ার মত হাসির কথা মনে হত। আবাকুমভ্ খবরটি পড়লেন ; তাঁর একটি ভ্রূও কুঞ্চিত হল না। পাতা উল্টিয়ে খেলাধূলার খবর পড়তে লাগলেন। আর একবার এক উচ্চপদস্থ গেবিস্টের উপস্থিতিতে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছিল। গেবিস্টটি অল্প কিছুদিন আগে আবাকুমভের অধস্তন ছিলেন। আবাকুমভ্ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "বেরিয়ার মামলা অনুসন্ধানের ভার এমজিবির পরিবর্তে সরকার তরফের উকিলের হাতে দিতে তোমরা রাজি হলে কি করে ?" তাঁর সাম্রাজ্যের কোনকিছু তিনি ভুলতে পারতেন না। আবাকুমভ্ বলে চললেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর যে ওরা আমার, যে আমি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ছিলাম, বিচার করবে ?" উত্তর "হ্যাঁ।" তিনি জবাব দিলেন, "তাহলে বলব, টপ হ্যাট মাথায় দাও। অর্গান ধ্বংস হবে !" (আবাকুমভ্ অবশ্যই অতি নৈরাশ্যবাদী, অশিক্ষিত সংবাদবহ ছিলেন) কিন্তু লুবিয়াঙ্কায় থাকাকালীন তিনি কখনো বিচারভয়ে ভীত হননি। তাঁর ভয় ছিল বিষপ্রয়োগে হত্যা প্রচেষ্টার (এর থেকে বোঝা যায়, তিনি অর্গানের যোগ্য সন্তানই ছিলেন !)। জেলের খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে তিনি জেলের দোকান থেকে কেনা ডিম খেয়ে দিন কাটাতেন। (এই ক্ষেত্রে তিনি কারিগরি উদ্ভাবনী শক্তির অভাব দেখিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল, কেউ ডিমকে বিষাক্ত করতে পারে না) ঠাসা লুবিয়াঙ্কা গ্রন্থাগার থেকে, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, যে স্ট্যালিন তাঁকে ঐ লুবিয়াঙ্কায় ঠেলে দিয়েছিলেন সেই স্ট্যালিন ছাড়া আর কারো বই নিতেন না। খুব সম্ভব তিনি এ কাজ করতেন শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে : তার সাথে এই জটিল হিসাব জড়িত ছিল না যে স্ট্যালিনের অনুচররা একদিন ক্ষমতা দখল করবে। তাঁকে দু'বছর জেলে কাটাতে হয়েছিল। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি কেন ? প্রশ্নটি কিন্তু আদৌ সরল নয়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের খতিয়ান করলে বলতে হয় তাঁর মাথা অবধি রক্তের চৌবাচ্চায় ডুবে ছিল। তবু তিনি একা ঐ অপরাধে অপরাধী নন। এরও কোন গোপন কারণ ছিল : এক উড়ো গুজব মতে আবাকুমভ্ স্বয়ং এক সময় ক্রুশ্চেভের পুত্রবধূ লুবা সেদুখ্‌কে প্রহার করেছিলেন। লুবা ক্রুশ্চেভের বড় ছেলের বউ। স্ট্যালিনের আমলে লুবাকে এক শাস্তি ব্যাটালিয়নে পাঠানো হয়েছিল। সেইখানেই তিনি প্রাণ হারান। অতএব গুজব এই যে, স্ট্যালিন প্রদত্ত কারাদণ্ডের পর ক্রুশ্চেভের আমলে লেনিনগ্রাদে আবাকুমভের বিচার এবং ১৮।১২ ১৯৫৪-তে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।[১৮] তবুও আবাকুমভের মন খারাপ করার প্রকৃত কারণ ঘটেনি। ঐ ঘটনায় অর্গান ধ্বংস হয়নি।

প্রবাদ আছে, ভালুকের স্বপক্ষে কিছু বললে, বিপক্ষেও বলতে হয়।

আমাদের মধ্যে ভালুক উপজাতির জন্মের উৎস কী? ওদের এবং আমাদের কি একই জন্মের উৎস? উভয়ের ধমনীতে কি একই রক্ত প্রবাহিত?

হ্যাঁ, একই।

ন্যায়পরায়ণতার শ্বেত জোববা গায়ে বুক ফুলিয়ে না ঘুরে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা, "জীবন অন্য দিকে মোড় নিলে আমিও কি ঐ রকম এক জল্লাদ হতে পারতাম না?"

যথাযথভাবে উত্তর দিতে হলে প্রশ্নটি ভয়াবহ।

'৩৮-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার তৃতীয় বর্ষের কথা মনে পড়ে। আঞ্চলিক কমিউনিস্ট যুবসমিতি কমিউনিস্ট যুবাবৃন্দকে একবার নয়, দু' দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিল! সম্মতির তোয়াক্কা না রেখে ওরা একটা করে আবেদন পত্র আমাদের দিকে এগিয়ে দিল: তোমরা অনেক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং অঙ্ক শিখেছ। এখন তোমাদের উচিত দেশের জন্য এনকেভিডির স্কুলে যোগদান করা। (সব সময় ঐ ভাবে বলা হত। কোন ব্যক্তি-বিশেষের আপনাকে প্রয়োজন নেই। সর্ব্বদাই মাতৃভূমির প্রয়োজন এবং সর্ব্বদাই কোন এক সরকারী পদাধিকারী মাতৃভূমির পক্ষে আপনার সাথে কথা বলত; সেই মাতৃভূমির সঠিক প্রয়োজন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল)।

এক বছর আগে আঞ্চলিক সমিতি আমাদের ভিতর থেকে বিমান বাহিনীর স্কুলের জন্য শিক্ষার্থী যোগাড়ের চেষ্টা করেছিল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাই সেবার এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার যত দৃঢ়তার সাথে এনকেভিডিতে যোগদান এড়ানোর চেষ্টা করলাম, সেবার তা করিনি।

পঁচিশ বছর পর ঐ প্রসঙ্গে ভাবতাম: তখন যা করেছি তা করব না বা কেন? ঐ সময়ের গ্রেফতারগুলি ত' ভালই বুঝতে পারতাম। জানতাম, জেলে কয়েদীদের নির্যাতন করা হয়। ওরা যে পিছল কাদায় আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় করেছিল, তার স্বরূপ ধরতে পেরেছি। তবু যা জেনেছি তা সত্যি নয়। কারণ কালো মারিয়া গাড়িগুলি রাতে যে পথে আনাগোনা করত দিনে সেই পথে আমাদের মত যুবাদল করত কুচকাওয়াজ। সুতরাং গ্রেফতারের কথা জানব বা কি করে, আর ঐ বিষয়ে ভাবব বা কেন? প্রত্যেক প্রাদেশিক নেতা বরখাস্ত হয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের সাথে তার সম্পর্ক কোথায়? দু'তিনজন অধ্যাপকও গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা আর যা হোক আমাদের নৃত্যসঙ্গিনী ত' ছিলেন না। বরং তাঁদের প্রস্থানের ফলে আমাদের পরীক্ষা পাশ করা সহজতর হওয়ার কথা। বিংশতি বৎসর বয়স্ক আমরা

বিপ্লবোত্তর সবকিছুর তালে তালে চলতাম। আমরা বিপ্লবের সমবয়স্ক; উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ তখন আমাদের হাতছানি দিচ্ছে।

যে সহজাত বুদ্ধি চালিত হয়ে এনকেভিডির স্কুলে যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলাম তার সঠিক সূত্র নির্দেশ করতে পারব না। অবশ্য আমাদের সিদ্ধান্ত যুক্তির বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তবে, এ কথা নিশ্চিত যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলিও তার উৎস ছিল না; বরং ওগুলির সারমর্ম ছিল, আভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথে সংগ্রাম এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সীমারেখা স্বরূপ, এবং তাতে যোগদান সম্মানার্হ। ঐ সিদ্ধান্তে আমাদের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। আমরা যে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তার ক্ষমতা ছিল বড় জোর দূর গ্রামাঞ্চলের কোন স্কুলে কৃপণ মাস মাইনের মাস্টারী জুটিয়ে দেওয়া। এনকেভিডি স্কুল আমাদের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল বিশেষ র‍্যাশনের বরাদ্দ এবং দ্বিগুণ বা তিনগুণ মাইনে। আমাদের তৎকালীন মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করা প্রায় অসম্ভব। উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেলেও ভয়ে পরস্পরের মধ্যে তা আলোচনা করতে পারতাম না। মন নয়, বুকের ভিতর থেকে কেউ নিরন্তর বাধা দিচ্ছিল। চার পাশ থেকে সবাই বলত, 'তোমার করতেই হবে।' আপনার মস্তিষ্ক বলত, 'তোমার করতেই হবে।' তবু বুকের ভিতর অনীহা, ঘৃণা ফেনিয়ে ওঠে। বলে, 'আমি চাই না। ওতে আমি অসুস্থ বোধ করি। আমাকে বাদ দিয়ে, যা পারো করো। আমি ওর সংস্রব এড়াতে চাই।'

ঐ অনীহার সূত্র খুঁজতে খুঁজতে লেরমণ্টভ্ পর্য্যন্ত যেতে হবে, যে যুগে রুশ গণজীবনে পুলিশের চাকরি আদৌ ভদ্রলোকের কাজ গণ্য হত না। না, ওতে হবে না, আরও পিছনে তাকাতে হবে। আমরা নিজেদের অজানিতে তামার পয়সায় বিকিকিনি সুরু করে দিয়েছি। কারণ বাপ পিতামহের আমলের স্বর্ণ মুদ্রা আগেই খুইয়ে বসেছি যে,—যে আমলে নৈতিকতার আপেক্ষিক সংজ্ঞা ছিল না এবং ভাল মন্দের তফাৎ অতি সহজে হৃদয় দিয়ে বোঝা যেত।

যা হোক, আমাদের অনেকে তখন যোগ দিয়েছিল। সুতরাং কল্পনা করে আনন্দ পাই, যুদ্ধ বাধার সময় যদি আমার ইউনিফরমে এনকেভিডি অফিসারের নীল প্রতীক থাকত, তাহলে কী হত? অধুনা, অবশ্য, এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে আমার হৃদয় তা সইতে পারত না; কোন সময় আমি আপত্তি করে, ঐ সম্ভাবনাটির মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু পরে জেলের কাঠের তক্তায় শুয়ে শুয়ে অফিসার হিসাবে বিগত জীবনের দিকে পিছু তাকিয়ে বার বার হতাশ হয়েছি।

অঙ্ক পাঠের ভারগ্রস্ত ছাত্র থেকে এক লাফেই আমি অফিসার পদে উন্নীত হইনি। অফিসার হওয়ার আগে ছ'মাস সাধারণ সৈনিক ছিলাম। এর থেকে ধরে নেওয়া সম্ভব যে ঐ সময় এমন মানুষের প্রতি বাধ্য থাকার শিক্ষা লাভ করেছি যিনি বাধ্যতা

প্রাপ্তির অযোগ্য এবং তাও অর্দ্ধভুক্ত জঠর নিয়ে। পরবর্ত্তী ছ'মাস অফিসার শিক্ষার্থীদের স্কুলে ওরা আমাকে ছিঁড়ে কয়েক টুকরো করে দিয়েছিল। সাধারণ সৈনিকের চাকরি-জীবনের তিক্ততা, কিভাবে তার চামড়া হিমে জমে যায় আর গ্রীষ্মে দেহ থেকে আলগা হয়ে ঝোলে, এসব তখনই অবিস্মরণীয়ভাবে বোঝা উচিত ছিল। তা কি বুঝেছিলাম? আদৌ নয়। সান্ত্বনা হিসাবে ওরা আমার কাঁধপটিতে দুটি ছোট্ট তারকা, পরে আর একটি, শেষে আরও একটি গেঁথে দিয়েছিল। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম।

অন্ততঃ ছাত্রসুলভ স্বাধীনতাপ্রিয়তাও কি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলাম? সত্যি বলতে, স্বাধীনতা নামক বস্তুটিই ত' কখনো আমাদের ছিল না। স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে আমরা ভালবাসতাম সারিবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করতে।

মনে পড়ে অফিসার স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করার পরই সরলীকরণের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম,—সামরিক কর্ম্মী হওয়ার দরুন অপর কোন বিষয়ে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রইল না; বাকি জনগণের অভ্যস্ত জীবনে নিমগ্ন হওয়ার এবং অপর সামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হওয়ার আনন্দ; বাল্যাবধি সংগৃহীত আত্মিক খুঁটিনাটি ভুলতে পারার আনন্দ।

ঐ স্কুলে আমরা সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্ত থাকতাম এবং কোথায় অতিরিক্ত কী খেতে পাওয়া যাবে লক্ষ্য রাখতাম। আরও বেশী লক্ষ্য রাখতাম, কে আমাদের মধ্যে চতুরশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ভয় ছিল, হয়ত স্নাতকোত্তর অফিসারের পদকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্কুলে টিকতে দেবে না। (পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যদের স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে পাঠানো সুরু হয়ে গিয়েছিল) ওরা আমাদের ক্ষুদে জানোয়ারের মত শিক্ষা দিত; ক্ষিপ্ত করে রাখত যাতে পরে অন্যের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তি জাগে। নৈশ ভোজের পর যথেষ্ট ঘুমাতে পারতাম না। কারণ তখন হয়ত শাস্তি হিসাবে একাকী এক সার্জেণ্টের সামনে কুচকাওয়াজ করতে হত। অথবা হয়ত একজন সৈনিকের বুট অপরিষ্কার থাকার অপরাধে দলের সবাইকে রাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হত: ঐ ত' বেজন্মাটা! যতক্ষণ ওর জুতো ঝকঝক না করছে তোমাদের সবাইকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

অফিসার পদকের অধীর আকাঙ্ক্ষায় আমরা শ্বাপদের মত ক্ষিপ্র চালচলন এবং ধাতুকঠিন কণ্ঠ তৈরী করে নিয়েছিলাম।

অবশেষে আমাদের পোষাকে অফিসারের প্রতীক তারকা গ্রথিত হল। ঠিক এক মাস পরে সেনাদলের প্রান্তদেশের সাজানো ঠিক করতে গিয়ে অমনোযোগী সৈন্য বের্ব্বোনিয়েভ্‌কে নৈশভোজের পর আমার দুর্ব্বিনীত সার্জেণ্ট মেটলিনের সামনে কুচকাওয়াজ করার হুকুম দিলাম। (বিশ্বাস করবেন, প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম।

বহু বছরের মধ্যে মনে পড়েনি। এইমাত্র সাদা কাগজ সামনে নিয়ে বসে হঠাৎ মনে পড়ল) আমাদের পরিদর্শক, এক বয়স্ক কর্নেল, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে লজ্জায় ফেললেন। আমি (এ সবই অফিসার স্কুলের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাস করার পর) আমার নির্দেশের সমর্থনে বললাম, অফিসার স্কুলের শিক্ষা রূপায়িত করছি মাত্র। ভাষান্তরে বলতে চেয়েছি, আমরা সামরিক বাহিনীর চাকুরিয়া, যেখানে মানবিক মূল্যবোধ অবান্তর। (এবং অর্গানে অধিকতর অবান্তর)।

মানুষের হৃদয়ে গর্ব্ব শুয়ারের চর্ব্বির মত মোটা হয়ে যায়।

অধস্তনদের নির্দ্দেশ ছুঁড়ে দিতাম, কোন প্রশ্ন বরদাস্ত করতাম না। আমি নিঃসন্দেহ যে ঐ নির্দ্দেশ অপেক্ষা বিচক্ষণ কিছু হতে পারে না। যুদ্ধরেখা সমীপে মৃত্যুর করাল ছায়ায় সমজ্ঞান আমার কথা। ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে তখনো নিজেকে উচ্চতর পর্য্যায়ের মানুষ ভাবতাম। বসে উপভোগ করতাম, যখন অধস্তনরা আমার সামনে 'এ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়িয়ে আর্জি পেশ করত। ওদের কথার মাঝখানে থামিয়ে দিতাম, হুকুম করতাম। বাপ ঠাকুর্দ্দার বয়সীদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করতাম, ওরা কখনো আমাকে 'আপনি' ছাড়া কিছু বলেনি। ঊর্দ্ধতন অফিসারের ধমক এড়াতে প্রবল গোলাবর্ষণের মাঝে ওদের বৈদ্যুতিক তার মেরামত করতে পাঠিয়েছি। আন্দ্রেয়াশিন ত' ঐ করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। অফিসারের বরাদ্দ মাখন-রুটি খেতে খেতে কখনো চিন্তা করে দেখিনি আমার কেন ওতে হক আছে, সাধারণ সৈনিকের কেন নেই। আমাকে একটি ব্যক্তিগত ভৃত্যও দেওয়া হয়েছিল, যার পোষাকী নাম ছিল আর্দ্দালি। আমার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান থেকে সুরু করে সৈন্যদের থেকে পৃথকভাবে আমার জন্য রান্না করা পর্য্যন্ত কত রকম ফাই-ফরমাস তাকে খাটিয়েছি। (ওদের স্বপক্ষে এই একটি কথাই বলা চলে যে লুবিয়াঙ্কার জিজ্ঞাসাবাদকারীরা আর্দ্দালি পেত না) প্রত্যেক নতুন নৈশ পাহারার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে আমার জন্য বিশেষ গর্ত্ত খুঁড়তে এবং ভারী ভারী কাঠের তক্তা এনে গর্ত্তে সাজাতে সৈন্যদের বাধ্য করতাম, যাতে নিজের আরাম আর নিদ্রাপত্রা বিঘ্নিত না হয়। একটু সবুর করুন, আরো আছে: আমার সেনাদলের সব সময়ই একটি পাহারার ঘর থাকত। কিন্তু জঙ্গলে কি ধরনের পাহারার ঘর থাকা সম্ভব? ওটি আসলে হত একটি গর্ত্ত যদিও পূর্ব্বে বর্ণিত গর্থোভেৎস্ ডিভিশন শিবিরের মত নয়। এ গর্ত্তের উপর আচ্ছাদন থাকত, আর আটক মানুষটি সৈনিকের বরাদ্দ আহার্য্যও পেত। ভিউশ্‌কভ্‌কে তার ঘোড়া হারানোর জন্য এবং পপকভ্‌কে বন্দুক অবহেলা করার জন্য ঐ গর্ত্তে বন্দী করা হয়েছিল। একটু সবুর করুন, আরও কিছু মনে পড়ছে। ওরা আমাকে জার্মান চামড়ার (মানুষের নয়, গাড়ির গদি থেকে খুলে

নেওয়া) মানচিত্রের বাক্স তৈরী করে দিয়েছিল। বাক্সটির সাথে স্ট্র্যাপ না থাকায় আমি খুঁতখুঁত করতাম। তখন হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল, আমার যে ধরনের স্ট্র্যাপ প্রয়োজন আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি সমিতির এক সক্রিয় সভ্যের সেই রকম একটি স্ট্র্যাপ আছে। ওরা তার থেকে সেটি নিয়ে নিয়েছিল,—আমরা সৈনিক, আমাদের দাবী সর্ব্বাগ্রে। (নিরাপত্তা অফিসার সেনচেঙ্কোকে মনে পড়ে, যে আমার মানচিত্রের বাক্স এবং ডাক পাঠানোর বাক্স চুরি করেছিল ?) সব শেষে একটি লাল টুকটুকে বাক্স আমার বড় পছন্দ হয়েছিল। মনে পড়ে ওরা আমাকে ঐ বাক্সটিও জুটিয়ে দিয়েছিল।

পদমর্য্যাদা-খচিত কাঁধপটির এমনই মহিমা। দেবতার প্রতিমূর্ত্তির কাছে আমার ঠাকুমার কাতর প্রার্থনাগুলি আজ কোথায় ? 'অগ্রগামী' যুবার ভবিষ্যতে পবিত্র সাম্যের দিবাস্বপ্নই বা আজ কোথায় ?

ব্রিগেড পরিচালন কেন্দ্রে স্মের্শের অফিসাররা যখন অভিশপ্ত কাঁধপটি ছিঁড়ে, ব্যাটন কেড়ে আমাকে ওদের গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলে দিল, জীবনের সবকিছু উল্টে যাওয়ার উপক্রম হলেও রিক্ত, হতভাগ্য অবস্থায় কি করে টেলিফোন অপারেটারের কামরা দিয়ে হেঁটে যাব চিন্তা করে মরমে মরে গিয়েছি। সাধারণ সৈনিকরা যে ঐ অবস্থা দেখতে পাবে !

গ্রেফতারের পরদিন অনুশোচনার পালা সুরু হল। আনকোরা 'মাছ'টিকে সেনাবাহিনীর প্রতিগুপ্তচর্য্যা কেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের প্রতিগুপ্তচর্যা সদর দপ্তরে পাঠানোর রীতি ছিল। ওরা আমাদের অস্টেরোড্ থেকে ব্রদ্‌নিকা অবধি হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

শাস্তি কুঠরীর বাইরে এসে দেখি সাতজন, তিন জোড়া এবং একজন একক, আমার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ছ'জনের পরনে বহু ব্যবহৃত সোভিয়েত সেনাদলের ওভারকোট ; তাতে সাদা রঙ দিয়ে কখনো মুছে না যাওয়ার মত করে লেখা এস. ইউ. অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন। চিহ্নটির সাথে আগেই পরিচিত ছিলাম। রুশ যুদ্ধবন্দীদের পিঠে চিহ্নটি দেখা যেত। যে রুশবাহিনী ওদের মুক্ত করতে আসছে তাদের দিকে ওরা বিমর্ষ বদনে দোষীর মত চেয়ে থাকত। মুক্তি পেলেও ওরা মুক্তির আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে পারত না। মুক্তিদাতারা জার্মানদের চেয়ে কঠিন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাত। যুদ্ধরেখা পার হওয়ার সাথে সাথে ওদের গ্রেফতার করা এবং জেল দেওয়া হত।

সপ্তম বন্দীটি কালো তিন-পিস স্যুট, কালো ওভারকোট এবং টুপি পরিহিত জার্মান নাগরিক। বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ। দীর্ঘ, সুঠাম আকৃতি এবং শ্বেত মুখের অধিকারীকে দেখে মনে হল তিনি ভদ্রলোকের আহার্য্যে বর্দ্ধিত।

আমাকে নিয়ে চার জোড়া হল। প্রহরী, একজন তাতার সার্জেন্ট, ঘরের এক পাশে রাখা আমার সীলমোহর করা স্যুটকেস উঠিয়ে নিতে ইঙ্গিত করল। ঐ স্যুটকেসেই ছিল অফিসারের যন্ত্রপাতি এবং গ্রেফতারকালে প্রমাণ হিসাবে ধৃত আমার যাবতীয় কাগজপত্র।

ও কি আমাকে স্যুটকেসটি বইবার ইঙ্গিত করল? এক নগণ্য সার্জেন্ট আমার মত অফিসারকে স্যুটকেস বইবার ইঙ্গিত করবে! নতুন নিয়ম সত্ত্বেও অত বড়, ভারী স্যুটকেসটা আমায় বইতে হবে, আর সাধারণ সৈনিকদলের অন্তর্ভুক্ত ছ'জন খালি হাতে আমার পাশে পাশে হেঁটে চলবে? বিজিত জাতির প্রতিনিধিটিও খালি হাতেই হাঁটবে?

উপরোক্ত চিন্তাধারা ব্যক্ত না করে সার্জেন্টকে শুধু বলেছিলাম, "জার্মানটি আমার স্যুটকেস নিক না?"

কেউ আমার কথায় ফিরে তাকায়নি। পিছন ফেরা নিষিদ্ধ ছিল। কেবল চতুর্থ জোড়ায় আমার সাথী,—ওর গায়েও এস. ইউ. অঙ্কিত ওভারকোট ছিল,—একবার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ওর গ্রেফতারের সময় পর্য্যন্ত সেনাদল ঐ রকম নি।

কিন্তু প্রতিগুপ্তচর-বিভাগের সার্জেন্ট অবাক হয়নি। যদিও তার দৃষ্টিতে আমি আর অফিসার ছিলাম না, তবু আমাদের উভয়ের শিক্ষায় মিল ছিল। ও নির্দ্দোষ জার্মানকে স্যুটকেস বইতে হুকুম করল। কপাল গুণে জার্মান আমাদের কথোপকথন বোঝেনি।

আমরা বাদ বাকি সবাই হাত পিছনে রেখে হেঁটে চললাম। প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের কারো কাছে সামান্য একটা থলিও ছিল না। ওরা খালি হাতে মাতৃভূমি ছেড়ে গিয়েছিল। ফিরেছেও খালি হাতে। আমাদের দল কুচকাওয়াজ করে চলল, চার জোড়ার এক সারি। প্রহরীর সাথে কথাবার্ত্তা বলিনি। কি কুচকাওয়াজ, কি থেমে থাকা বা নৈশ বিরাম, আমাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলা সম্পর্কে কড়া নিষেধ ছিল। অভিযুক্ত বন্দী হিসাবে প্রয়োজন ছিল অদৃশ্য বিভাজন রেখা দ্বারা পৃথকীকৃত, শ্বাসরুদ্ধ, নির্জ্জন কুঠরীর বাসিন্দার মত চলাফেরা করা।

প্রথম বসন্তে আবহাওয়া প্রায়ই পাল্টায়। কখনো বাতাসে হাল্কা তুষার ঝুলছিল, শক্ত পিচ্ঢালা পথেও গলে আসা বরফ বুটের নিচে গুঁড়িয়ে কাদা হচ্ছিল। আবার কখনো হয়ত আকাশ পরিষ্কার হয়ে নরম হলুদ-সূর্য্য উঁকি দিল। সে সূর্য্য আপন মহিমা-সচেতন না হলেও আধগলা তুষার-মণ্ডিত পাহাড়গুলিকে স্বোষ্ণ তাপ দিল এবং যে স্থান ত্যাগ করে যাব তা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট মেলে ধরল। মাঝে মাঝে দুরন্ত বাতাস কালো মেঘের থেকে দুগ্ধফেননিভ না হলেও সাদা তুষার ছিঁড়ে আনছিল।

সেই তুষারের নরম গুঁড়ো মুখ, হাত, পা এবং পিঠে আছড়ে পড়ে ওভারকোট এবং পায়ের পটি ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

আমার সামনে ছ'টি পিঠ, সদা চলমান পিঠ। বিশ্রী, বাঁকিয়ে আঁকা 'এস. ইউ' চিহ্ন আর জার্মানের পিঠে চকচকে কালো পোষাক খুঁটিয়ে দেখার যথেষ্টর থেকে বেশী সময় পেয়েছিলাম। বিগত জীবন রোমন্থন এবং বর্তমান অবস্থা বুঝে নেওয়ার ও যথেষ্টর চেয়ে বেশী সময় পেয়েছিলাম। তবু পারিনি। মাথায় ওক্ কাঠের লাঠির এক ঘা পড়ল, —তবু বুঝিনি।

ছ'টি পিঠ। সম্মতি এবং নিন্দা-বর্জ্জিত তাদের চলন।

জার্মান অল্প পরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। স্যুটকেসটি নিজের হাত বদল করতে করতে ও কখনো বুক চেপে ধরছিল এবং দলপতি ইঙ্গিত করছিল যে ওর আর বইবার শক্তি নেই। ওর জুড়িদার, যার অল্পকাল আগে জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দী হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল (সম্ভবতঃ সেখানে কিছু করুণার নিদর্শনও পেয়েছিল), নিজে থেকে স্যুটকেসটি নিয়ে চলতে লাগল। এর পর আদেশ ছাড়াই সব যুদ্ধবন্দী এবং জার্মান পালা করে স্যুটকেস বইল।

আমি ছাড়া সবাই বইল। কেউ আমাকে একটা কথাও বলেনি।

এমন সময় খালি ঠেলা গাড়ির এক দীর্ঘ সারি দেখতে পেলাম। চালকরা আমাদের লক্ষ্য করছিল। ওদের কয়েকজন গাড়ির উপর উঠে আমাদের দেখতে লাগল। সহজেই বুঝলাম সব দৃষ্টি এবং ঈর্ষার পাত্র আমি নিজে। বাকি বন্দীদের সঙ্গে আমার তফাৎ অত্যন্ত প্রকট ঃ আমার পরনে নতুন, মানানসই কোট। অফিসার পদের চিহ্নগুলি তখনো তাতে লাগানো। তুষারের ছাঁকনি দিয়ে সূর্য্যালোক পড়ছিল। বোতামগুলি নকল সোনার বোতামের মত ঝকঝক করছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল হাবভাবে নতুনের ছোঁয়া লাগা এক অফিসারকে সবে বন্দী করা হয়েছে। সম্ভবতঃ আমার ঊর্দ্ধ থেকে পতন ওদের উৎসাহিত এবং আনন্দ দান করছিল, যেন ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ন্যায় বিচার খুঁজে পেয়েছে। মনে হয় রাজনৈতিক শিক্ষাভরা ওদের মাথায় এ কথা ঢোকেনি যে স্বদেশের সেনাদলের এক কোম্পানী কমাণ্ডারকে ঐ ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওরা সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করল, আমি বিদেশী।

"বেজন্মা ভ্লাসভ্‌টা ধরা পড়েছে দেখছি! গুলি করে মার ছুঁচোটাকে!" রণাঙ্গন থেকে দূরে রাগে (রণাঙ্গন থেকে দূরত্ব সর্বদা তীব্র দেশাত্মবোধ উৎপাদন করে) গনগন করতে করতে ওরা আরও কিছু দিশী গালমন্দ করল।

ওরা আমাকে আন্তর্জ্জাতিক চর বা ঐ ধরনের কিছু ভেবে নিয়েছিল। সুতরাং আমি ধরা পড়ার ফলে আমাদের সেনাবাহিনীর অগ্রগতি এবং যুদ্ধশেষ ত্বরান্বিত হবে।

আমার কী উত্তর হতে পারে? যেখানে সম্পূর্ণ জীবন প্রত্যেককে ব্যাখ্যা করে বোঝান প্রয়োজন, সেখানে একটি কথা বলারও হুকুম নেই। আমি ওদের প্রকৃত বন্ধু, ওদেরই জন্য আমার ঐ দশা,—গুপ্তচর বা নাশকতা কর্মী নই,—এ কথা বোঝানর জন্য কি বা করতে পারতাম? আমি হাসলাম। প্রহরাধীন বন্দীদের একজন ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল! কিন্তু আমার হাসিতে ওদের জঘন্যতম বিদ্রূপ মনে হল। ওরা ঘুষি দেখাল, অধিকতর তেজে গালি-গালাজের রাশি ঢেলে দিল।

আমি সগর্বে হেসেছিলাম কারণ, চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা বা সেনাদল থেকে পালানোর জন্য আমি গ্রেফতার হইনি। আমার গ্রেফতার হয়েছিল এইজন্য যে যুক্তি প্রয়োগে স্ট্যালিনের গোপন পাপ ধরে ফেলেছিলাম। এইজন্য হেসেছিলাম যে আমি রুশ-জীবনের কিছু দুঃখ লাঘব করতে এবং তাতে কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছি এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তা করতে পারব।

কিন্তু ঠিক ঐ সময়ই আমার স্যুটকেশ বইছিল অন্য লোক, আর তাতে সামান্যতম দুঃখ বোধ করিনি! আমার জুড়িদারের বসে যাওয়া চিবুক দু'সপ্তাহের নরম দাড়িতে ভরে গিয়েছিল। ওর দু'চোখে বেদনা আর অভিজ্ঞতার ছাপ। তবু অন্যের কাঁধে স্যুটকেস চাপানোর আবেদন করে প্রহরীর কাছে বন্দীর মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা এবং নিজেকে বাকি সবাইয়ের থেকে উদ্ধতভাবে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ও যদি সব চেয়ে সোজা রুশভাষায় আমাকে কিছু বলত, আমি বুঝতাম না! ওর বক্তব্য বুঝতে পারতাম না। আমি যে অফিসার!

সাতজন বন্দীই পথে মারা গেলে প্রহরী হয়ত অষ্টমটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। কিন্তু তার জন্য বলতে হত, "সার্জেন্ট, বাঁচাও! আমি অফিসার!" এই হল অফিসারের স্বরূপ, তার কাঁধপটিতে নীল থাক বা না থ.ক!

আর যদি নীল থাকে? যদি তাকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়ে থাকে যে সে অফিসারদের মধ্যমণি? যদি সে অন্যান্য অফিসারের চেয়ে বেশী জানে, তজ্জন্য গুরুতর কর্তব্যের ভার পায় এবং বোঝে যে দুই পায়ের ফাঁকে মাথা চেপে ধরে ঐ অবস্থায় বন্দীকে পাইপের ভিতর ঠেসে দেওয়াই তার কর্তব্য......সে কি তখন তা করবে না?

নিঃস্বার্থ কর্তব্য-নিষ্ঠার গর্ব্ব করলেও আমি ঘাতক হতে একই রকম প্রস্তুত ছিলাম। কপালগুণে এনকেভিডি স্কুলে ইয়েজভের কাছে শিক্ষানবিসী করলে হয়ত কালে দিনে এক বেরিয়ায় পরিণত হতাম!

সুতরাং যে পাঠক বর্ত্তমান গ্রন্থটি কেবল রাজনৈতিক মুখোস খোলার প্রচেষ্টা ভাবছেন তিনি এখনই বই বন্ধ করুন।

সব যদি অত সরল হত! যদি বদ লোকগুলি কোথাও শুধু বদমাইশি করত তাহলে হয়ত ভাল'র থেকে পৃথক করে নিয়ে দেখে শুনে ওদের শেষ করা সম্ভব হত। কিন্তু

ভাল মন্দ'র সীমারেখা যে মানুষের হৃদয়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। হৃদয়ের একটি অংশ নষ্ট করতে কে চাইবে?

উপরন্তু ঐ রেখা স্থান-পরিবর্তনশীল। কখনো ফলাও মন্দের চাপে ও সঙ্কুচিত কখনো বা ভাল'র বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় স্থান করে দেয়। বয়স এবং অবস্থা ভেদে একই মানুষ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায়। কখনো হয়ত সে দেবতা, কখনো দানব। তবু তার নাম পাল্টায় না। ঐ নামটিতেই ত' আমরা সব ভাল মন্দ'র বোঝা লটকাই।

সক্রেটিস শিখিয়েছিলেন: নিজেকে জানো।

যারা অনিষ্ট করেছে তাদের গর্তে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে আমরা থমকে দাঁড়াই। ভাবি, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনেই ত' ওরা জল্লাদ হয়েছে, আমরা হইনি! স্তালিউত্তা স্বয়াতভ্ হুকুম করলে আমরাও যথাযথভাবে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করতাম!

প্রবাদ আছে ভাল থেকে মন্দ হতে একটিমাত্র কম্পন প্রয়োজন। মন্দ থেকে ভাল হতেও ত' তাই।

অন্যায় আর নির্যাতনের স্মৃতিতে যখন আমাদের সমাজ আলোড়িত হচ্ছিল তখন উভয় তরফের মানুষ ব্যাখ্যা বা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এসেছিল। ওদের মধ্যেও অর্থাৎ এনকেভিডি-এমজিবি'র মধ্যে ভাল মানুষ ছিল!

ঐ 'ভাল' মানুষগুলিকে চিনি। ওরাই ত' ধৃত পুরানো বলশেভিকদের হাতে চুরি করা স্যাণ্ডউইচ্ দিয়ে ফিসফিস করে পরামর্শ দিত, "দুর্ব্বলতা দেখিয়ো না।" ওরাই ত' আর সব বন্দীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে বেড়াত। কিন্তু পার্টির ঊর্দ্ধে, সাধারণ মানবিক অর্থে ভাল,—এমন কি কেউ ছিল না?

মোটামুটি বলতে পারি ঐ রকম ভাল মানুষের স্থান ছিল না। অর্গান তাদের চাকরিতে নিত না, গোড়াতেই বাদ দিয়ে দিত। আর তারাও এমন চালাকি করত যার ফলে অর্গানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যেত।[১১] যারা ভুল করে ঢুকত তারা বাকি সকলের তালে তাল দিয়ে চলার চেষ্টা করত, নয় ধীরে ধীরে বহিষ্কৃত হত অথবা রেলে আত্মহত্যা করত। তবু,···ওদের মধ্যে কি একেবারেই ভাল লোক ছিল না?

গ্রেফতারের পুরো এক মাস আগে কিশিনেভের জোয়ান লেফটেনাণ্ট গেবিস্ট ফাদার ভিক্টর শিপোভাল্‌নিকভকে বলেছিল, "এখান থেকে পালান, পালিয়ে যান, ওরা আপনাকে গ্রেফতার করবে!" (গেবিস্ট কি স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছিল না তার মা তাকে ঐ কথা বলতে পাঠিয়েছিলেন?) গ্রেফতারের পর যুবকটির ফাদারের প্রহরী হতে হয়েছিল। ও তখন দুঃখ করে বলেছিল, "আপনি পালিয়ে গেলেন না কেন?"

আর এক কাহিনী। আমার অধস্তন প্লেটুন কমাণ্ডার ছিল লেফটেনাণ্ট অভসিয়ান্নিকভ্। কোন রণাঙ্গনে কেউ ওর থেকে আমার কাছাকাছি থাকেনি। যাতে খাবার ঠাণ্ডা না হয়ে যায় তাই আমরা শত্রুপক্ষের গোলা বর্ষণের ফাঁকে

আমার কী উত্তর হতে পারে? যেখানে সম্পূর্ণ জীবন প্রত্যেককে ব্যাখ্যা করে বোঝান প্রয়োজন, সেখানে একটি কথা বলারও হুকুম নেই। আমি ওদের প্রকৃত বন্ধু, ওদেরই জন্য আমার ঐ দশা,—গুপ্তচর বা নাশকতা কর্ম্মী নই,—এ কথা বোঝানর জন্য কি বা করতে পারতাম? আমি হাসলাম। প্রহরাধীন বন্দীদের একজন ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল! কিন্তু আমার হাসিতে ওদের জঘন্যতম বিদ্রূপ মনে হল। ওরা ঘুষি দেখাল, অধিকতর তেজে গালি-গালাজের রাশি ঢেলে দিল।

আমি সগর্বে হেসেছিলাম কারণ, চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা বা সেনাদল থেকে পালানোর জন্য আমি গ্রেফতার হইনি। আমার গ্রেফতার হয়েছিল এইজন্য যে যুক্তি প্রয়োগে স্ট্যালিনের গোপন পাপ ধরে ফেলেছিলাম। এইজন্য হেসেছিলাম যে আমি রুশ-জীবনের কিছু দুঃখ লাঘব করতে এবং তাতে কিছু পরিবর্ত্তন আনতে চেয়েছি এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তা করতে পারব।

কিন্তু ঠিক ঐ সময়ই আমার স্যুটকেশ বইছিল অন্য লোক, আর তাতে সামান্যতম দুঃখ বোধ করিনি! আমার জুড়িদারের বসে যাওয়া চিবুক দু'সপ্তাহের নরম দাড়িতে ভরে গিয়েছিল। ওর দু'চোখে বেদনা আর অভিজ্ঞতার ছাপ। তবু অন্যের কাঁধে স্যুটকেস চাপানোর আবেদন করে প্রহরীর কাছে বন্দীর মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা এবং নিজেকে বাকি সবাইয়ের থেকে উদ্ধতভাবে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ও যদি সব চেয়ে সোজা রুশভাষায় আমাকে কিছু বলত, আমি বুঝতাম না! ওর বক্তব্য বুঝতে পারতাম না। আমি যে অফিসার!

সাতজন বন্দীই পথে মারা গেলে প্রহরী হয়ত অষ্টমটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। কিন্তু তার জন্য বলতে হত, "সার্জেন্ট, বাঁচাও! আমি অফিসার!" এই হল অফিসারের স্বরূপ, তার কাঁধপটিতে নীল থাক বা না থাক!

আর যদি নীল থাকে? যদি তাকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়ে থাকে যে সে অফিসারদের মধ্যমণি? যদি সে অন্যান্য অফিসারের চেয়ে বেশী জানে, তজ্জন্য গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার পায় এবং বোঝে যে দুই পায়ের ফাঁকে মাথা চেপে ধরে ঐ অবস্থায় বন্দীকে পাইপের ভিতর ঠেসে দেওয়াই তার কর্তব্য......সে কি তখন তা করবে না?

নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার গর্ব্ব করলেও আমি ঘাতক হতে একই রকম প্রস্তুত ছিলাম। কপালগুণে এনকেভিডি স্কুলে ইয়েজভের কাছে শিক্ষানবিশী করলে হয়ত কালে দিনে এক বেরিয়ায় পরিণত হতাম!

সুতরাং যে পাঠক বর্ত্তমান গ্রন্থটি কেবল রাজনৈতিক মুখোস খোলার প্রচেষ্টা ভাবছেন তিনি এখনই বই বন্ধ করুন।

সব যদি অত সরল হত! যদি বদ লোকগুলি কোথাও শুধু বদমাইশি করত তাহলে হয়ত ভাল'র থেকে পৃথক করে নিয়ে দেখে শুনে ওদের শেষ করা সম্ভব হত। কিন্তু

ভাল মন্দ'র সীমারেখা যে মানুষের হৃদয়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। হৃদয়ের একটি অংশ নষ্ট করতে কে চাইবে ?

উপরন্তু ঐ রেখা স্থান-পরিবর্তনশীল। কখনো ফলাও মন্দের চাপে ও সঙ্কুচিত কখনো বা ভাল'র বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় স্থান করে দেয়। বয়স এবং অবস্থা ভেদে একই মানুষ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায়। কখনো হয়ত সে দেবতা, কখনো দানব। তবু তার নাম পাল্টায় না। ঐ নামটিতেই ত' আমরা সব ভাল মন্দ'র বোঝা লটকাই।

সক্রেটিস শিখিয়েছিলেন : নিজেকে জানো।

যারা অনিষ্ট করেছে তাদের গর্তে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে আমরা থমকে দাঁড়াই। ভাবি, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনেই ত' ওরা জল্লাদ হয়েছে, আমরা হইনি! মালিউতা স্কুরাতভ্ হুকুম করলে আমরাও যথাযথভাবে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করতাম !

প্রবাদ আছে ভাল থেকে মন্দ হতে একটিমাত্র কম্পন প্রয়োজন। মন্দ থেকে ভাল হতেও ত' তাই।

অন্যায় আর নির্যাতনের স্মৃতিতে যখন আমাদের সমাজ আলোড়িত হচ্ছিল তখন উভয় তরফের মানুষ ব্যাখ্যা বা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এসেছিল। ওদের মধ্যেও অর্থাৎ এনকেভিডি-এমজিবি'র মধ্যে ভাল মানুষ ছিল !

ঐ 'ভাল' মানুষগুলিকে চিনি। ওরাই ত' ধৃত পুরানো বলশেভিকদের হাতে চুরি করা স্যাণ্ডউইচ্ দিয়ে ফিসফিস করে পরামর্শ দিত, "দুর্ব্বলতা দেখিয়ো না।" ওরাই ত' আর সব বন্দীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে বেড়াত। কিন্তু পার্টির ঊর্দ্ধে, সাধারণ মানবিক অর্থে ভাল,—এমন কি কেউ ছিল না ?

মোটামুটি বলতে পারি ঐ রকম ভাল মানুষের স্থান ছিল না। অর্গান তাদের চাকরিতে নিত না, গোড়াতেই বাদ দিয়ে দিত। আর তারাও এমন চালাকি করত যার ফলে অর্গানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যেত।[১১] যারা ভুল করে ঢুকত তারা বাকি সকলের তালে তাল দিয়ে চলার চেষ্টা করত, নয় ধীরে ধীরে বহিষ্কৃত হত অথবা রেলে আত্মহত্যা করত। তবু,···ওদের মধ্যে কি একেবারেই ভাল লোক ছিল না ?

গ্রেফতারের পুরো এক মাস আগে কিশিনেভের জোয়ান লেফটেনাণ্ট গেবিস্ট ফাদার ভিক্টর শিপোভাল্নিকভকে বলেছিল, "এখান থেকে পালান, পালিয়ে যান, ওরা আপনাকে গ্রেফতার করবে!" (গেবিস্ট কি স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছিল না তার মা তাকে ঐ কথা বলতে পাঠিয়েছিলেন ?) গ্রেফতারের পর যুবকটিন ফাদারের প্রহরী হতে হয়েছিল। ও তখন দুঃখ করে বলেছিল, "আপনি পালিয়ে গেলেন না কেন ?"

আর এক কাহিনী। আমার অধস্তন প্লেটুন কমাণ্ডার ছিল লেফটেনাণ্ট অভসিয়ান্নিকভ্। কোন রণাঙ্গনে কেউ ওর থেকে আমার কাছাকাছি থাকেনি। যাতে খাবার ঠাণ্ডা না হয়ে যায় তাই আমরা শত্রুপক্ষের গোলা বর্ষণের ফাঁকে

খেতাম। অর্দ্ধেক যুদ্ধ আমরা একই পাত্রে খেয়েছি। ও চাষীর ছেলে। অফিসার প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় বা স্বয়ং অফিসার হওয়া সত্ত্বেও ওর পরিচ্ছন্ন মন এবং দৃষ্টিভঙ্গী অবিকৃত রয়ে গিয়েছিল। এমন কি আমার তাপিত মনের কাঠিন্য অপনোদনের জন্য ও বহুভাবে চেষ্টা করত। অফিসার জীবনে ওর দৃষ্টি অধীনস্থ সেনাদের, যাদের অনেকেই আর যুবক ছিল না, জীবন এবং শক্তি সুরক্ষায় কেন্দ্রীভূত ছিল। রুশ গ্রাম এবং যৌথ খামার সম্পর্কে ওর কাছেই প্রথম শুনি। ক্ষুদ্রতম শাখা সমেত গাছ যেমন বন-মধ্যস্থ জলাশয়ে প্রতিফলিত হয়, ও তেমনি সবকিছুর বিষয়ে সহজ এবং সিধেসিধি, প্রতিবাদ বা উষ্মা বিনা বলে যেত। আমার গ্রেফতারে ও মর্মাহত হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত প্রসংশাপূর্ণ আমার যুদ্ধকালীন শৌর্য্যের এক মানপত্রে ও ডিভিশনের কমাণ্ডারের সই আদায় করেছিল। সেনাবাহিনী থেকে মুক্তির পর ও আমার আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে আমাকে সাহায্যের চেষ্টা চালিয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন তখন '৪৭ সাল, '৩৭ থেকে যা খুব পৃথক নয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনেক কারণে ওর জন্য চিন্তিত ছিলাম; বিশেষতঃ পাছে ওরা আমার 'যুদ্ধের রোজনামচা' পড়ে। ওর কাছে শোনা কাহিনীগুলি রোজনামচায় লিখে রেখেছিলাম। '৫৭-তে পুনর্ব্বাসনের পর ওর খোঁজ খবর করতে চেয়েছি। ওর গ্রামে দু' দু'বার লিখেও উত্তর পাইনি। পরে এক সূত্র আবিষ্কার করলাম: ও ইয়ারোস্লাভল্ শিক্ষকতা বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছে। সেখান থেকে উত্তর পেলাম: 'ওকে রাষ্ট্র-নিরাপত্তা বা অর্গানে কাজ করতে পাঠান হয়েছে।' চমৎকার! অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। শহরের ঠিকানায় লিখেও ওর জবাব পেলাম না। অনেক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার 'আইভান ডেনিসোভিচের কাহিনী' প্রকাশিত হল। ভাবলাম, ও এইবার দেখা করবে। তিন বছর পরে ইয়ারোস্লাভলে আমার পরিচিত একজনকে বললাম, আপনি নিজে ওর হাতে এই চিঠি দিয়ে আসবেন। পরিচিত লোকটি যথাকর্ত্তব্য করে জানাল, "মনে হয়, ও 'আইভান ডেনিসোভিচের কাহিনী' পড়েনি।" ভাবলাম, সত্যিই ত', দণ্ডিত কয়েদীর দুঃখ কষ্টের বিষয় ও কেন বা জানতে চাইবে? কিন্তু অভ্‌সিয়ান্নিকভ্ আর বেশী দিন নীরব থাকেনি। লিখেছিল, "বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর অর্গানে কাজ পাই। মনে হয়, এখানেও একই রকম সার্থক হব (ওর 'সার্থক' হওয়ার অর্থ বুঝিনি)। নতুন জীবনে চমকপ্রদ উন্নতি করেছি বলতে পারব না। এখানের অনেক কিছুই অপছন্দ করি। তবু কঠিন পরিশ্রম করে যাই এবং ভুল না বুঝলে বলতে পারি, আমার সাথীদের কখনই হেয় করব না।" (সাথীর ঐটুকু মর্য্যাদা!) ও শেষে লিখেছিল, "আমি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবি না।"

ঐ শেষ। ও বলেছে, আগের চিঠিগুলি পায়নি। স্পষ্ট বুঝলাম, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। কিন্তু মনে হয় দেখা করলে একটি সুন্দরতর অধ্যায় খুলে

যেত। স্ট্যালিনের জীবনের শেষ বছরগুলিতে ও জিজ্ঞাসাবাদকারীতে উন্নীত হয়েছিল। ঐ বছরগুলিতেই ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে পঁচিশ বছর সাজা দেওয়া হত। ভাবতাম, ও কি করে সজ্ঞানে ঐ রকম মোড় ফিরাতে পারল ? অতীতের সবকিছু কি মুছে ফেলেছিল ? কি করে মেনে নিই যে একদা স্বার্থত্যাগী, নিষ্ঠাবান, ঝরণার জলের মত তাজা ছেলেটির সবকিছু এমন অপ্রত্যার্পণীয়ভাবে পাল্টিয়ে গেছে যে একটি স্নায়ুও তাজা নেই ?

জিজ্ঞাসাবাদকারী গোল্ডম্যান যখন গোপনীয় তথ্য অপ্রকাশের অঙ্গীকার সম্বন্ধীয় ২০৬ নম্বর ফরম শ্রীমতী ভেরা কর্নিয়েভার সইয়ের জন্য এগিয়ে দিয়েছিল, ভেরা প্রথমতঃ নিজের অধিকার আঁকড়াতে চেষ্টা করলেন ; পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে দেখলেন তাঁর ধর্মীয় গোষ্ঠীর সতেরজন সভ্যই মামলাটিতে জড়িয়ে পড়বেন। রাগারাগি করলেও গোল্ডম্যান তাঁকে ফাইলটি পড়তে দিতে বাধ্য। ভেরার পড়ার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার বিরক্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে গোল্ডম্যান তাঁকে একটি বৃহত্তর দপ্তরে এনে বসাল। সেখানে ছ'জন কর্ম্মী কাজ করছিল। ও ভেরাকে রেখে চলে গেল। ভেরা নীরবে পড়ছিলেন। সম্ভবতঃ ওদের একঘেয়েমি বোধ হচ্ছিল, তাই গল্প সুরু হল। ভেরা এইবার প্রকৃত ধর্ম্মীয় বাণী প্রচারে লেগে গেলেন। প্রচারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আন্দাজ করতে হলে ভেরাকে ভাল চেনা প্রয়োজন। ভেরা ছিলেন দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী, সতেজ-মনা, বাগ্মিতাগুণময়ী মহিলা, যদিও ব্যবহারিক জীবনে তিনি সামান্য এক সেদ মেশিন চালক, আস্তাবল পরিচারিকা এবং গৃহিণীর অধিক ছিলেন না। শ্রোতারা গভীর মনযোগে তাঁর কথা শুনল, কখনো কখনো প্রশ্ন করে সন্দেহ নিরসন করল। ভেরা যেন এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে ওদের ধরে ফেলেছেন। অন্য দপ্তরের কর্ম্মীরাও শুনতে এসে ঘর ভরে দিল। শ্রোতারা যদিও টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার এবং কেরাণী ছিলেন,—জিজ্ঞাসাবাদকারী নয়, অতএব অর্গানের লোক নয়,—'৪৬-এ তাঁরাও অর্গানের লোক গণ্য হতেন। ভেরার একটানা বক্তৃতা যথাযথ ভাবে ফিরে সাজানো অসম্ভব। তিনি প্রায় সবকিছুর উপরই বললেন, 'মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতকদের' প্রশ্নও বাদ গেল না। দাসপ্রথার যুগে ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধে কেন বিশ্বাসঘাতক দেখা যায়নি ? তখনই ত' বিশ্বাসঘাতকদের প্রকৃষ্ট সময় ! ভেরা অবশ্য অধিকাংশ সময় ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্মবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বললেন। অতীতে, তিনি বললেন, বল্গাবিহীন বাসনাই সব কাজের ভিত্তি ছিল। 'চোরের ধন চুরি করো', এই ছিল তখনকার চলতি কথা। ঐ পরিস্থিতিতে ধর্ম্মবিশ্বাসীরা যে বাধা স্বরূপ গণ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু পুনর্নিম্মাণ এবং সমৃদ্ধির দিনে সর্ব্বোত্তম নাগরিকদের লাঞ্ছিত করার যুক্তি কোথায় ? তারাই ত' জাতির অমূল্য সম্পদ, কারণ ধর্ম্মবিশ্বাসীরা চুরিও করে না, কাজে ফাঁকিও দেয় না। তাদের উপর পাহারা মোতায়েন করার

দরকার নেই। আপনারা কি মনে করেন স্বার্থসন্ধানী, হিংসাপরায়ণ মানুষের দ্বারা ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব? ঐ জন্যই দেশের সব খসে পড়ছে। আপনারা সর্ব্বোত্তম নাগরিকের অন্তঃকরণে থুথু ফেলেন কেন? রাষ্ট্র থেকে গীর্জ্জা পৃথক করে দিন, কিন্তু তারপর আর গীর্জ্জাকে ঘাঁটাবেন না। তাতে আপনাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আপনারা বস্তুবাদী, তাই না? তা হলে শিক্ষায় আস্থা রাখুন। খুব সম্ভব শিক্ষা ধর্ম্মবিশ্বাসকে ফিকে করে দেবে। কিন্তু মানুষকে গ্রেফতার করার সার্থকতা কোথায়? এই সময় গোল্ডম্যান এসে অসভ্যের মত বাধা দিতে সুরু করল। কিন্তু শ্রোতারা তাকে ধমকে উঠল: "আপনি চুপ করুন। বলে চলো, নারী। আমরা শুনব।" (ওরা ভেরাকে কোন নামে সম্বোধন করেছিল, নাগরিক না কমরেড? বন্দীর ক্ষেত্রে ঐ সম্বোধন দুটি নিষিদ্ধ, আর শ্রোতারা ছিল সোভিয়েত রীতিনীতির নাগপাশে আবদ্ধ। কিন্তু 'নারী'? যীশুও ত' ঐ সম্বোধন করেছিলেন। ওতে আইনের বাধা নেই।) ভেরা জিজ্ঞাসাবাদকারীর সামনে বলে চললেন। অতএব এমজিবির কর্ম্মীরা তাদেরই দপ্তরে ভেরার বক্তৃতা শুনল। ঐ নগণ্য বন্দীর বক্তৃতা ওদের হৃদয় স্পর্শ করল কেন?

পূর্ব্বে উল্লিখিত ডি. তেরেখভের আজও তাঁর দ্বারা প্রথম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর কথা মনে পড়ে। "ওর জন্য বেদনা বোধ করতাম।" স্পষ্টতঃ স্মৃতি তাঁরই হৃদয় হতে উদ্ভূত কিছুর সাথে জড়িত। পরেরগুলির কথা তাঁর মনে নেই। তিনি প্রাণদণ্ডের হিসাব রাখাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২০]

লেনিনগ্রাদের বড় বাড়ির,—অর্থাৎ অণুমধ্যস্থ পরমাণু,—জেলকর্ম্মীদের হৃদয় যত উত্তাপহীন হোক না কেন, তাদেরও বাঁচার প্রয়োজন ছিল। শ্রীমতী এন. পি.'র মনে পড়ে, নৈর্ব্যক্তিক হাবভাব, কিছু না দেখতে চাওয়া চোখজোড়ার মালিক এক নির্ব্বাক স্ত্রী প্রহরী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে চলেছিল। হঠাৎ প্রায় বড় বাড়ির গায়ে বোমা বর্ষণ সুরু হল এবং মনে হচ্ছিল পর মুহূর্ত্তে তাঁদের উপর পড়বে। ভয়চকিত প্রহরী এমন সময় বন্দীকে আলিঙ্গন করে চুমু খেল,—মানুষের সঙ্গ এবং সমবেদনার জন্য ও এত মরীয়া। বোমা বর্ষণ বন্ধ হল। প্রহরীর চোখে কিছু না দেখতে চাওয়া ভাব ফিরে এল। ও হুকুম করল, "হাত পিছনে! সামনে এগিয়ে চলো!"

পাষণ্ডকে মাফ করতে গিয়ে আমরা বলে থাকি, "পারিবারিক জীবনে ও অত্যন্ত একনিষ্ঠ।" সন্তানকে ভালবাসা যেমন মানুষের সততার প্রমাণ হতে পারে না, তেমনি মৃত্যুর পূর্ব্ব লগ্নে মানবিকতা প্রকাশ কোন বিশেষ গুণের পরিচায়ক নয়। সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অধ্যক্ষ আই. গোলিয়াকভের প্রশংসা করে বলা হয়, তিনি বাগানে নিজের হাতে কাজ করতে ভালবাসতেন, বই ভালবাসতেন, পুরানো এবং দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দোকানে খোঁজাখুঁজি করতেন ও টলস্টয়, চেকভ এবং কোরোলেঙ্কোর গ্রন্থাদির সাথে

সুপরিচিত ছিলেন। বেশ, গ্রন্থগুলি থেকে তিনি কী শিক্ষা নিয়েছিলেন? ক'হাজার লোকের তিনি সর্ব্বনাশ করেছিলেন? অপর পক্ষে শ্রীমতী কংকর্ডিয়া ইওসের বন্ধু কর্নেল, যিনি বরফভর্ত্তি গাছের মূল রাখার জায়গায় এক দল বৃদ্ধ ইহুদিকে আটকে রাখার কথা স্মরণ করে ভ্লাদিমির আটক কারাগারে উন্মত্ত অট্টহাসি হেসেছিলেন, সব ব্যভিচারের মধ্যে তাঁরও একটিমাত্র জিনিষেব-ভয় ছিল: স্ত্রী সব চালাকি ধরে ফেলবে। স্ত্রী ওঁকে বিশ্বাস করতেন এবং মহৎ মনে করতেন। স্ত্রীর ঐ বিশ্বাসটি ছিল তাঁর কাছে অমূল্য। তবু ঐ গুণটিই কি তাঁর আন্তরিক সততার দ্যোতক মনে করা চলে?

ঐ কারণেই কি নিরাপত্তা কর্ম্মীরা বিগত দুই শতাব্দী আকাশের রঙ ধরে আছে? লেরমণ্টভের সময়ও ওরা আকাশের রঙ পছন্দ করত,—"আপনারা নীল পোষাকধারীরা!" এর পর দেখা দিল নীল টুপি, কাঁধপটি, এবং জামার কলারে নীল চিহ্ন। অতঃপর নির্দ্দেশ হল, নীল রঙের চিহ্নগুলি কম দৃশ্যমান করতে হবে। তখন কাঁধ, মাথা এবং কলার থেকে নীল পটি কমিয়ে সরু ফিতের আকার দেওয়া হল। অবশ্য তখনো নীল রঙ রয়ে গেল।

এগুলি সবই ছল, না কালো রঙ প্রায়ই নীলের স্থান গ্রহণ করবে,—তার ইঙ্গিত?

এ ধরনের চিন্তা মন্দ লাগে না। কিন্তু পবিত্রতার প্রতি ইয়াগোদার আকর্ষণের কাহিনী যখন শুনি······প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি গোর্কির অনুচর ছিলেন এবং কাহিনীর সময় ইয়াগোদার সাথেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন, বলেন মস্কোর কাছাকাছি ইয়াগোদার বাগানবাড়ির বাথরুমে যাওয়ার বারান্দায় দেব-দেবীর মূর্ত্তি সাজানো থাকত। স্নানের আগে ইয়াগোদা এবং তাঁর সঙ্গীরা ঐ মূর্ত্তিগুলিতে রিভলভারের গুলির তাক পরীক্ষা করতেন।

আমরা এই কাহিনীটি সম্পর্কে কী বুঝতে পারি? দুষ্ট বুদ্ধি লোকের তাণ্ডব? এ কোন ধরনের আচরণ? পৃথিবীতে ঐ রকম মানুষও বেঁচে থাকে?

আমরা বলতে চাই বেঁচে থাকে না, বেঁচে নেই। শিশু কাহিনীতে দুষ্ট লোকের চরিত্র চিত্রন চলে। তাতে ছবিটি সহজ হয়। শেকস্পীয়র, ডিকেন্স, শীলার ইত্যাদি বিগত দিনের বদ লোকদের যে ছবি বিশ্ব সাহিত্যে এঁকেছেন তা আজকের বিচারে এলোমেলো এবং কিছুটা হাসির খোরাক মনে হয়। প্রাচীন যুগের বদ লোকের চরিত্র চিত্রনের পদ্ধতিতেই সমস্যা দেখা দেয়। বদ লোকগুলি নিজেদের বদ বলে স্বীকার করে এবং মানে যে তাদের অন্তর মসীলিপ্ত। তারা বলে: "বদ কাজ না করলে আমি বাঁচতে পারব না। তাই বাপকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লাগাই। মাতাল হওয়া পর্য্যন্ত ভুক্তভোগীর বেদনা আকণ্ঠ পান করি।" ইয়াগোদা যথাযথ বলেছেন, ঘৃণায় তাঁর জন্ম, কুঅভিসন্ধি তাঁর লক্ষ্য।

কিন্তু, না; এ সত্যি নয়। মন্দ কাজ করার আগে মানুষের বিশ্বাস করতে হয় সে ভাল করছে। অন্ততঃ সে যা করতে যাচ্ছে তা সুবিবেচিত এবং স্বাভাবিক ন্যায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আপন কাজের যৌক্তিকতার অবতারণা করা মানুষের স্বভাব।

ম্যাকবেথের আত্ম-যাথার্থ্য-কীর্ত্তন দুর্ব্বল, তাই বিবেক তাঁকে গ্রাস করল। ইয়াগোদাও এই বিচারে মেষশাবক ছিলেন। শেক্সপীয়রের শয়তানদের কল্পনা এবং আত্মিক শক্তি এক ডজনের বেশী শবদেহ সইতে পারত না। কারণ তাদের কোন মতাদর্শ ছিল না।

মতাদর্শই শয়তানদের বহু প্রতীক্ষিত যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা এবং মনোবল যোগায়। সামাজিক আদর্শের জন্যই শয়তানের ক্রিয়াকলাপ তার নিজের এবং অপরের চোখে মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল মনে হয় এবং ভৎর্সনা ও অভিশাপের পরিবর্ত্তে সে পায় প্রশংসা ও সম্মান। সনাতন খৃষ্টধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকরা বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে নিজেদের মনোবল দৃঢ় করতে ঐ প্রক্রিয়াতেই ধর্ম্মের দোহাই দিত; বিদেশ বিজেতারা স্বদেশের প্রশংসায় হত পঞ্চমুখ; ঔপনিবেশিকরা দিত সভ্যতার অজুহাত; নাজিরা দিত জাতির দোহাই; আর প্রাচীন এবং নব্য জ্যাকোবিনরা দোহাই দিত সাম্য, সৌভ্রাত্র এবং ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের।

একথা অস্বীকার করা, এড়িয়ে যাওয়া বা চাপা দেওয়ার উপায় নেই যে মতাদর্শের কল্যাণে অপরিসীম শয়তানি সহ্য করার যাতনা জুটেছে বিংশ শতাব্দীর কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যে। তা হলে কি করে বলব শয়তানদের অস্তিত্ব ছিল না? কোটি কোটি মানুষকে কে ধ্বংস করল? শয়তান না থাকলে গুলাগ্‌ও থাকত না।

'১৮ থেকে '২০-এর মধ্যে গুজব শোনা যেত যে উরিৎস্কির নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদের চেকা এবং ডিয়েকের নেতৃত্বে ওডেসার চেকা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের গুলি করে মারার পরিবর্ত্তে চিড়িয়াখানার পশুদের মাঝে জ্যান্ত ছেড়ে দিত। গুজবটি সত্যি না নিছক নিন্দাবাদ বা সত্যি হলে ঐ ঘটনা কতবার ঘটেছে এবং তাতে ক'জনের প্রাণ গিয়েছে বলতে পারব না। প্রমাণ খুঁজবার অভিরুচিও আমার নেই। বরং নীল টুপিধারীদের প্রথা অনুসরণ করে বলব, তাঁরাই প্রমাণ করুন যে গুজবটি অসত্য এবং অসম্ভব। আমি প্রশ্ন করব, দুর্ভিক্ষের ঐ বছরগুলিতে চিড়িয়াখানার পশুদের খাদ্যের যোগান আর কি ভাবে হত? শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করে? দণ্ডিত শত্রুদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। সুতরাং তাদের মৃত্যু সাধারণতন্ত্রের পশুশালা অর্থনীতিকে মদত দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের পথ সুগম করবে না কেন,—এই যুক্তিটি সহজ নয়?

শেক্সপীরীয় শয়তানদের ঠিক এই সীমারেখাটি অতিক্রম করার ক্ষমতা ছিল না। মতাদর্শে বলীয়ান শয়তান ঐ সীমা সহজেই অতিক্রম করত, তার চোখ তাতে আর্দ্র হত না।

পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারপ্রান্তের মাহাত্ম্য নামে এক পরিস্থিতির উল্লেখ করে। প্রাকৃতিক সংকেত বেষ্টিত এবং প্রকৃতির পরিচিত কোন বিশেষ দ্বারপ্রান্ত উত্তরণ না করলে পরিস্থিতিটির উদ্ভব হয় না। যত তীব্র হলুদ আলোক দিয়ে লিথিয়ামকে আঘাত করা হোক না কেন লিথিয়াম ইলেকট্রন বিকিরণ করবে না। কিন্তু অতি দুর্বল নীল আলোর সংস্পর্শে আসামাত্র সে ইলেকট্রন বিকিরণ করবে কারণ তদ্দ্বারা ফটো বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার দ্বারপ্রান্ত উত্তরণ করা হয়। —১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে অক্সিজেনের উপর যত চাপ আনা যাক অক্সিজেন তবু গ্যাসই রয়ে যায়। —১৮৩ ডিগ্রী পৌঁছনমাত্র অক্সিজেন গলে তরল হয়ে যায়।

মনে হয় শয়তানিরও দ্বারপ্রান্ত মাহাত্ম্য আছে। ভাল মন্দের টানা পোড়েনে সংশয়ের দোলায় মানুষের জীবন অতিক্রান্ত হয়। কখনো হড়কিয়ে গিয়ে সে কয়েক পা পিছিয়ে যায়; আবার গুটি গুটি পায়ে এগোয়; কখনো অনুতাপে তার জীবন কালো হয়ে যায়। তবু শয়তানির দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করা পর্য্যন্ত তার প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে এবং সে নিজে তখনো আমাদের আশার নাগালের ভিতর রয়ে যায়। পাপাচার এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার ফলে যখন তার শয়তানির মাত্রা বৃদ্ধি পায় সে তখনই মানবতাকে পিছনে ঠেলে ফেলে হঠাৎ ঐ দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করে। তখনই তার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

□

অতি প্রাচীন কাল থেকে ন্যায় বিচার দুটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত: শিষ্টের জয় অশিষ্টের পরাজয়। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এমন এক কালে বাস করি যখন শিষ্ট জয়যুক্ত না হলেও অন্ততঃ তার উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয় না। যতক্ষণ সে তার কণ্ঠ উচ্চগ্রামে না চড়ায় প্রহৃত, রুগ্ন শিষ্ট এক কোণে বসতে স্থান পায়।

কিন্তু অশিষ্টের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবার উপায় নেই। ওরা শিষ্টকে বিদ্রূপ করে, তাতে দোষ নেই। কোথাও কোটি কোটি মানুষ গুঁড়িয়ে গেলেও কেউ তার জন্য দায়ী হয় না। কেউ যদি উষ্মাভরে বলে বসে, "ঐ কোটি কোটি মানুষের······", চার পাশ থেকে কেউ বন্ধুর মত পরামর্শ দেবে, "কী বলছ কমরেড! পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে কি লাভ?"[২১] কেউ মোটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে, "চুপ করো! তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি? এখনই নিজেকে পুনর্ব্বাসিত ভাবছ!"

ঐ সময়, '৬৬ সালের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীতে ছিয়াশি হাজার প্রাক্তন নাজি অপরাধী দণ্ডিত হয়েছিল।[২২] তবু আমরা রাগে ফুলি, সংবাদপত্রের পাতার পর পাতা এবং রেডিওর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আক্ষেপে ভরে তুলি; কাজকর্ম সারার পর অতিরিক্ত

সময় থেকে সভা সমিতিতে বলি, "ছিয়াশি হাজার অতি নগণ্য সংখ্যা! অত্যন্ত অল্প বিশ বছর সাজাও অত্যন্ত কম। ওদের বিচার চলুক!"

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সামরিক বিভাগের বিবরণ অনুযায়ী ঐ সময় আমাদের দেশের মাত্র দশটি লোক দণ্ডিত হয়েছিল।

আমরা রাইন আর ওডার নদীর ওপারের ঘটনায় উত্তেজিত হই। অথচ মস্কোর চৌহদ্দির ভিতর বা সোচির সবুজ বেষ্টনীর ভিতর আমাদের পিতা, ভ্রাতা এবং স্বামী-হন্তারা যে সগর্বে বিরাজ করে এবং আমরাই যে তাদের যাতায়াতের পথ সুগম করে দিই, তাতে আমরা একটুও বিচলিত হই না। বিচলিত হলে, শুনতে হবে, "অতীত খুঁড়ো না।"

প্রসঙ্গতঃ বলি, পশ্চিম জার্মানীর জনসংখ্যার সাথে ছিয়াশি হাজার দণ্ডিত ব্যক্তির আনুপাতিক হিসাবটি আমাদের জনসংখ্যার উপর প্রয়োগের অর্থ দাঁড়াবে আড়াই লক্ষ। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সিকি শতাব্দীতে আমরা কাউকে খুঁজে বার করতে পারিনি, বিচারও করিনি। তাদের ক্ষতই খুঁচিয়ে তোলার ভয়ে আমরা ভীত। ওদের সকলের প্রতীক, আত্মসন্তুষ্ট এবং মূঢ় মলোটভ্ আজও গ্রানোভ্স্কির তিন নম্বর বাড়িতে বাস করেন। ওঁর এখনো শিক্ষা হল না। এখনও তিনি রক্তমাখা হাত নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে লম্বা, চওড়া মোটর গাড়িতে চেপে বসেন।

আমরা সমকালীনরা এই ধাঁধাটি সমাধান করতে অক্ষম: পশ্চিম জার্মানী তার শয়তানদের সাজা দিতে পারে অথচ রাশিয়া কেন তা পারে না? দেহাভ্যন্তরে পচনশীল দ্রব্যগুলি মুক্ত করার সুযোগ না পেলে না জানি ভবিষ্যতে তা কত বিপদ ডেকে আনবে। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া দুনিয়াকে কী শেখাতে পারবে?

জার্মান বিচারানুষ্ঠানে মাঝে মাঝে এক চমকপ্রদ দিক চোখে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দু'হাতে মাথা চেপে ধরে এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় না। তখন থেকে সে আর বিচারালয়ের সুবিধা পেতে চায় না। সে বলে অভিযোগের ফলে অপরাধ পুনরুজ্জীবিত হয়ে তাকে চেপে ধরেছে; তার জীবনে ধিক্কার এসেছে এবং সে আর বাঁচতে চায় না।

একে বিচারের উচ্চতম সীমা বলতে পারি। অপরাধ এত কঠোর ভাষায় নিন্দিত যে স্বয়ং অপরাধী আত্মধিক্কার বোধ করে। যে দেশের ন্যায়ালয় ছিয়াশি হাজার বার অপরাধের দণ্ড দেয়, যার সাহিত্য এবং যুব সমাজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার নিন্দা করে, সে দেশ বছরের পর বছর ধাপে ধাপে পাপমুক্ত হয়।

সুতরাং আমাদের কী করণীয়? উত্তরসূরীরা একদিন আমাদের মূর্খ অকর্মার দল অভিহিত করবেন। কারণ প্রথমতঃ শান্তশিষ্টের মত আমরা আমাদের কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করতে দিয়েছি, দ্বিতীয়তঃ তাদের সমৃদ্ধ বার্দ্ধক্যে সেই জল্লাদদের অনুরক্ত সেবা করেছি।

অনুশোচনার মহান রুশ আদর্শ তাদের দুর্বোধ্য এবং উদ্ভট মনে হলে আমাদের কী করণীয়? যে নির্যাতন তারা অপরের উপর করেছে তার এক শতাংশ শুনে পশুর মত ত্রাসে ভীত তাদের অন্তঃকরণ থেকে ন্যায় বিচারের সামান্যতম ইচ্ছাও যদি উবে যায়, সে ক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয়? মানুষের রক্তে সিঞ্চিত শস্যের ফসল ওরা যদি লোভীর মত আঁকড়ে ধরতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয়?

যারা '৩৭-এ মাংস কিমা করার যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়েছে তারা আর যুবক নেই। তাদের বয়স পঞ্চাশ থেকে আশির মধ্যে। হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে, আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর বছরগুলি তারা কাটিয়েছে। সুতরাং আজ এত পরে দণ্ড ভোগ করলেও তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

তবু আমরা নির্দ্দয় হব না। ওদের গুলি করে মারব না, নুন জল খাওয়াব না, ছারপোকার সাম্রাজ্যে ঠেসে ধরব না, মুখে লাগাম লাগিয়ে 'হাঁসের ডুব' দেওয়াব না, গোটা সপ্তাহ নিদ্রাবঞ্চিত করে দাঁড় করিয়ে রাখব না, ভারী বুটের লাথি মারব না বা রবারের লাঠি দিয়ে পিটব না, লোহার রিঙের মধ্যে মাথা চেপে ধরব না বা এক বন্দীকে অপর বন্দীর উপর বাক্স প্যাঁটরার মত শুতে হয় এমন কুঠরীতে ঠেলে দেব না। ওরা যেগুলি করেছে তার কোনটাই করব না। কিন্তু দেশের এবং বংশধরদের স্বার্থে আমাদের কর্ত্তব্য ওদের প্রত্যেককে খুঁজে বার করে বিচার করা! শুধু অপরাধের বিচার করলেই হবে না। ওদের প্রত্যেককে উচ্চৈঃস্বরে এ কথা ঘোষণা করতে বাধ্য করতে হবে: "আমি খুনে, আমি জল্লাদ!"

ঐ স্বীকারোক্তি আড়াই লক্ষ বার (পশ্চিম জার্ম্মানীর পিছনে না পড়ে থাকতে হলে ঐ সংখ্যাটি প্রয়োজন) উচ্চারিত হলে সম্ভবতঃ যথেষ্ট হবে।

এ কথা অচিন্তনীয় যে বিংশ শতাব্দীতেও বিচারযোগ্য জঘন্য অত্যাচার এবং 'ঘাঁটা অনুচিত' এমন অতীতের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

কতিপয় মানুষের বাকি সবাইকে দলনের অধিকার আছে, এই ধারণাটির প্রকাশ্যে নিন্দা করতে হবে। পাপ সম্পর্কে নীরব থেকে, আমাদের গভীর অভ্যন্তরে যদি এমনভাবে তাকে চাপা দিই যে বহিঃপ্রকাশ হবে না, আমরা পাপ রোপণ করব। ভবিষ্যতে সে পাপ হাজার গুণ বৃদ্ধি পাবে। পাপীকে শাস্তি না দিয়ে বা ভর্ৎসনা না করে আমরা কেবল তার তুচ্ছ বার্দ্ধক্যকেই সুরক্ষা করি না, অনাগত ভবিষ্যতে ন্যায় বিচারের ভিত্তিটাও ধ্বংস করি। শুধু এই কারণে, 'রাজনৈতিক শিক্ষার দুর্ব্বলতা'র জন্য নয়, 'উদাসীনতা' দেখা দেয়। যুব সমাজের প্রতীতি জন্মাচ্ছে যে ধরাতলে পাপের শাস্তি ত' কখনই হয় না, বরং পাপ সর্ব্বদা সমৃদ্ধি আনে।

এই রকম দেশে প্রাণ ধারণ অস্বস্তিকর এবং নারকীয় হতে বাধ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম কুঠরী এবং প্রথম প্রেম

এই অধ্যায়টির নামকরণ কি করে করব, এক সাথে কুঠরী আর প্রেমের উল্লেখ করব? ধরা যাক এটি একটি লেনিনগ্রাদ অবরোধের সময়ের কাহিনী, যে সময় লেনিনগ্রাদের 'বড় বাড়িতে' আপনাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ঐ জন্যই আপনি আজও বেঁচে আছেন, কারণ আপনাকে ওরা বড় বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঐটি ছিল লেনিনগ্রাদের সর্ব্বোত্তম স্থান, এবং তা শুধু জিজ্ঞাসাবাদকারীদের জন্য নয়। ওরা ত' গোলা বর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য বড় বাড়ির মাটির নিচের ঘরগুলিতে এবং অন্যান্য দপ্তরগুলিতে বাস করত। ঠাট্টা তামাশার কথা নয়, তখনকার লেনিনগ্রাদে কেউ মুখ হাত ধুত না; প্রত্যেকের মুখে কালো ছোপ লেগে থাকত। কিন্তু বড় বাড়ির বন্দীরা দশ দিন অন্তর গরম জলের ফোয়ারা ব্যবহার করতে পারত। এ কথা অবশ্য সত্যি যে শুধু বারান্দাগুলি উত্তপ্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল,—প্রহরীদের জন্য। কুঠরীগুলি গরম রাখার ব্যবস্থা না থাকলেও কুঠরীর ভিতর গরম জলের নল আর শৌচাগার ছিল। লেনিনগ্রাদের আর কোথায় এমন বন্দোবস্ত পাওয়া যেত? বাইরের চেয়ে বড় বাড়ির ভিতর রুটির বরাদ্দ কম ছিল না,—সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র সাড়ে চার আউন্স। এর উপর ছিল দিনে একবার মরা ঘোড়ার মাংসের ঝোল আর পাতলা ভাতের মাড়।

এ যেন কুকুরের জীবনে বিড়ালের ঈর্ষা। বটে, কিন্তু শাস্তি কুঠরী বা 'সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা' অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের চেয়ে ভাল ত'? চুলোয় যাক, বর্ত্তমান অধ্যায়ের নামকরণের সাথে তার সম্পর্ক নেই। বিন্দুমাত্রও না।

আপনি চুপ করে অর্দ্ধ নীমিলিত চোখে সব স্মরণ করার চেষ্টা করুন। আপনার বন্দীত্বের মেয়াদে কতগুলি কুঠরীতে বিভিন্ন সময় বন্দী থাকতে হয়েছিল! হিসাব হারিয়ে যায়। সব কুঠরীই ছিল ঠাসা। কোনটায় দু'জন, অপর কোনটায় দেড়শো জন। কোন কঠরীতে হয়ত মাত্র পাঁচ মিনিট থেকেছেন, অপর একটিতে সারা গ্রীষ্ম কেটে গিয়েছে।

কিন্তু সব কটির মধ্যে প্রথম কঠরীটি আপনার স্মৃতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ওখানেই আপনার মত মানুষের সাথে, আপনারই মত হতভাগ্য মানুষের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল। সারা জীবন ঐ কুঠরীর স্মৃতি মনে পড়ে যে আবেগ অনুভব করবেন তা শুধু প্রথম প্রেমেই সম্ভব। আপনি যখন জীবনের নতুন

পর্য্যালোচনায় মগ্ন পাষাণ কুঠরীর মেঝে আর বাতাসের অংশীদার সেই লোকগুলিকে এমন মনে পড়বে যেন ওরা আপনার পরিবারের কেউ। সেদিন আত্মীয় বলতে ত' ওরাই ছিল।

বিগত জীবনে বা পরবর্ত্তী জীবনে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ কুঠরীর অভিজ্ঞতার তুলনা পাওয়া যায় না। সত্যি বটে আপনার জন্মের হাজার হাজার বছর আগেও কারাগার ছিল এবং আপনার পরেও, সম্ভবতঃ যত দূর ভাবছেন তার পরেও থাকবে। তবু প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ কুঠরীর অভিজ্ঞতা অদ্ভুত এবং অতুলনীয় থেকে যাবে।

জায়গাটা মানুষের পক্ষে জঘন্য। উকুন এবং ছারপোকা ভর্ত্তি, বাতাস চলাচলের পথ এবং জানালাবিহীন, খাটিয়াবিহীন নোংরা মেঝে, বাক্সের মত একটি কুঠরী যাকে বলা হত 'কেপিজেড'[১] অর্থাৎ প্রাথমিক আটক কুঠরী। এই কেপিজেড গ্রাম সোভিয়েত, রেল ষ্টেশন, পুলিশ থানা বা বন্দরে অবস্থিত হত। আমাদের দেশময় প্রচুর কেপিজেড ডিপিজেড ছড়ানো আছে এবং বন্দীও থাকে গাদা গাদা। হয়ত আপনি আর্কাঞ্জেলের নির্জ্জন কুঠরীতে আটক ছিলেন। সেখানকার জানালার কাঁচে লাল রঙ করা থাকত। ফলে পঙ্গু করে দেওয়া ঈশ্বরের আলোক কুঠরীর ভিতর টকটকে লাল রঙে দেখা দিত। এর উপর একটি পনের ওয়াটের লাল বাতি দিন রাত কুঠরীর চালে জলত। অথবা ধরুন চইবাল্‌সনে শহরের নির্জ্জন কুঠরী। চোদ্দজন বন্দী সাত বর্গফুট মেঝেয় এক নাগাড়ে ছ'মাস থাকত। এক সাথে চোদ্দজনকেই পা মুড়তে বা টান করতে হত। অথবা লেফর্ভোর 'মনস্তাত্ত্বিক' কুঠরীগুলির কথা ধরা যাক। ১১১ নম্বরের মত কয়েকটি কুঠরীর দেওয়াল কালো রঙ করে দিন রাত একটি পঁচিশ ওয়াটের বাতি জেলে রাখা হত। অন্যান্য দিক থেকে লেফর্ভোর বাকি কুঠরীগুলির সাথে এদের মিল ছিল: পিচের মেঝে; কেবল পাহারাদারদের জন্য বারান্দা গরম রাখার ব্যবস্থা; সব শেষে বাতাস আসার সুড়ঙ্গ দিয়ে অনবরত নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রীয় বাতাস এবং জলগতি বিদ্যাভবনের আওয়াজ ভেসে আসত। আওয়াজ এত তীব্র হত যে তা অনিচ্ছাকৃত মনে করা কষ্টকর হত; টেবিলের কিনারে কোন কাপ বা বাটি রাখলে ঐ আওয়াজে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যেত; কথাবার্ত্তা বলা ত' যেতই না, গলা ফাটিয়ে গান করলেও তা পাহারাদারের কানে পৌছত না। আওয়াজটি থামলে যে স্বস্তি এবং আনন্দ দেখা দিত তা যেন মুক্তির আনন্দ থেকে মহনীয়।

বলা বাহুল্য, নোংরা মেঝে, অন্ধকার দেওয়াল বা শৌচের বালতির দুর্গন্ধ কেউ ভালবাসে না। ভালবাসে সেই বন্দীদের, আদেশ গ্রহণের সময় যাদের দিকে পিছন ফিরে দাড়াতে হত। আর ভালবাসতে হয় সেই বস্তুটিকে যা আপনার এবং তাদের হৃদয়কে সমানভাবে স্পর্শ করে; ওদের চমক জাগানো কথাবার্ত্তা; এবং ঠিক সেখানে

আপন-মনে-ভাসা কিছু ভাবনার উদ্রেক হয়, যা তার আগের মুহূর্তেও ভাবার ক্ষমতা আপনার ছিল না।

ঐ প্রথম কুঠরীতে পৌঁছন'র আগে আপনার কী মূল্যই না দিতে হয়েছে। গর্তে, বাক্সে এমন কি খোপের মধ্যে থাকতে হয়েছে। কেউ মানুষের মত সম্বোধন করেনি। মানুষের দৃষ্টি নিয়ে তাকায়নি। ওরা শুধু মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ে লোহার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়েছে। আপনি ব্যথায় কেঁদে উঠলে বা গোঙালে ওরা অট্টহাসি হেসেছে।

প্রথম এক সপ্তাহ বা মাস আপনার অবস্থা হয়েছিল শত্রু পরিবৃত মেষশাবকের মত। আপনি ইতিমধ্যে যুক্তি এবং জীবনকে বিদায় জানিয়েছেন; হয়ত রেডিয়েটারের উপর থেকে 'পড়ে' যেতে চেষ্টা করেছেন যাতে কোণাকৃতি লোহার ভাগে ধাক্কা লেগে মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।[২] এমন সময় হঠাৎ আবার সজীব হলেন এবং বন্ধু খুঁজে পেলেন। অতঃপর আপনার যুক্তি ফিরে এল।

মোটামুটি এই হল প্রথম কুঠরীর অভিজ্ঞতা। আপনি ঐ কুঠরীর প্রতীক্ষা করেছেন, মুক্তি পাওয়ার সমান আগ্রহে তার স্বপ্ন দেখেছেন। ইতিমধ্যে দেওয়ালের ফাটল আর মাটির গর্তে ওরা আপনাকে বারবার ঠেলে দিয়েছে,—লেফর্তোভো থেকে দানবতার পীঠস্থান সুখানোভ্কায়।

এমজিবির অধীন কারাগারগুলির মধ্যে সুখানোভ্কা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সুখানোভ্কার নাম করে বন্দীদের ভয় দেখানো হত। ধমকের সাথে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা ওর নাম করতেন। এমন কাউকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারবেন না যার ওখানে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কারণ তারা হয় পাগল হয়ে গিয়েছে, নয় অসংলগ্ন বাজে কথা বলে, নয় একেবারে মৃত।

মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের আমলের এক মঠ সুখানোভ্কা। সুখানোভ্কার দুটি বাড়ির একটিতে বন্দীরা শাস্তির মেয়াদ কাটাত। অপরটিতে সাধুদের ব্যবহারের জন্য আটষট্টিটি কুঠরী ছিল। ঐ বাড়িটি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবহৃত হত। কালো মারিয়া গাড়িতে সুখানোভ্কায় পৌঁছতে দু'ঘণ্টা লাগত। খুব অল্প লোকই জানত যে কারাগারটি আসলে জিনাইদা ভল্কনস্কায়ার প্রাক্তন বাগানবাড়ির কাছেই অবস্থিত এবং গোর্কি অঞ্চলে লেনিনের বাগানবাড়ি থেকে তার দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম।

সুখানোভ্কায় নবাগত বন্দীকে একটি এত অপরিসর কুঠরীতে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি দেওয়া হত যে অল্প পরেই সে হাঁটু দুটি দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হত। ও ছাড়া উপায় ছিল না। প্রতিরোধ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঐভাবে একদিনের বেশী রাখা হত। ওদের অবশ্য সুস্বাদু, রুচিকর খাবার খেতে দেওয়া হত, যার সাথে এমজিবির খাদ্যের তুলনা চলে না। কারণ ঐ খাবার আসত স্থপতি-বিশ্রাম-ভবন

থেকে; অখাদ্য রান্না করার জন্য সুখানোভ্‌কায় পৃথক রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়নি। অবশ্য একজন স্থপতির বরাদ্দ খাদ্য,—আলু ভাজা বা মাংসের চপও,—বারোজন বন্দীকে ভাগ করে দেওয়া হত। ফলে বন্দীরা সব সময় শুধু ক্ষুধার্ত থাকত না অত্যন্ত তিরিক্ষি মেজাজে থাকত।

একটি কুঠরীতে দু'জন বন্দী থাকার কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদাধীন বন্দীদের একা একটি কুঠরীতে রাখা হত। কুঠরীর আয়তন ছ'ফুট লম্বা, আধ ফুট চওড়া। দু গাছের গুঁড়ির মত দুটি ছোট ছোট গোল টুল পাথরের মেঝেতে জমিয়ে বসান থাকত। রাতে পাহারাদার বেলুনাকৃতি একটি তালা খুললে দেওয়াল থেকে একটি করে শেল্‌ফ দুটি টুলের উপর পড়ত এবং সাত ঘণ্টা, অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন ঐখানে থাকত (সুখানোভ্‌কায় দিনে জিজ্ঞাসাবাদ হত না)। বাচ্চা শোয়ার উপযুক্ত একটি তোষকও দেওয়াল থেকে পড়ত। দিনে টুল দুটি অমনিই থাকত। কিন্তু কারুর বসার হুকুম ছিল না। এ ছাড়া কুঠরীতে থাকত চারটি খাড়া পাইপের উপর দাঁড়ানো, ইস্ত্রী করার টেবিলের মত একটি টেবিল। জানালায় থাকত 'ফর্তোচ্‌কা' অর্থাৎ বাতাস চলাচলের জন্য উঠানো-নামানো যায় এমন একটি কাঁচের খণ্ড। সকালে পাহারাদার দশ মিনিটের জন্য ফর্তোচ্‌কা খুলে দিত, বাকি সময় ওটি বন্ধ থাকত। ছোট্ট জানালাটিতে শক্ত পুরু কাঁচ থাকত। কুঠরীর বাইরে হাত পা সঞ্চালনের ব্যবস্থা ছিল না। ভোর ছটায় বন্দীদের শৌচাদির জন্য নিয়ে যাওয়া হত, কিন্তু তখন তারা ঐ প্রয়োজন বোধ করত না। সন্ধ্যায় শৌচের ঘণ্টা ছিল না। প্রতি সাতটি কুঠরীতে দু'জন পাহারাদার থাকত। দুটি দরজা পেরিয়ে তৃতীয়টির দিকে পা বাড়ানোর সময়টুকু ছাড়া সব সময় ওরা চোরা চাউনির গর্ত দিয়ে বন্দীদের উপর নজর রাখতে পারত। নীরব সুখানোভ্‌কার উদ্দেশ্যও তাই: বন্দীকে এক মুহূর্তের নিদ্রা বা এক চোরা মুহূর্তের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুযোগও না দেওয়া। সব সময়ই বন্দীকে ওদের হাতের মুঠোয়, নজরবন্দী হয়ে থাকতে হত।

পাগলামির সাথে সংগ্রাম করে, একাকীত্বের কষ্ট কাটিয়ে কেউ স্বমতে দৃঢ় থাকতে পারলে সে প্রথম কুঠরী পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হত। সেই কুঠরীতে গেলে চিত্তে শান্তির প্রলেপ লাগত।

আত্মসমর্পণ বা সকলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও প্রথম কুঠরী পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হত। কিন্তু সেই সুখের লগ্ন অবধি বেঁচে থাকার চেয়ে একটি কাগজও সই না করে বিজয়ীর মৃত্যু বরণ করা শ্রেয়ঃ।

এইবার প্রথম এমন মানুষের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা হবে যারা বন্দীর শত্রু নয়। এই প্রথম সে জীবন্ত মানুষের দেখা পাবে। যারা তার পথের সাথী এবং যাদের সাথে নিজেকে যুক্ত করে সে সানন্দে 'আমরা' কথাটি ব্যবহার করতে পারবে।

"আমরা সবাই এক," "আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি", "আমাদের দাবী" অথবা "আমরা শপথ করি",—ব্যক্তিসত্তা খর্ব্ব করে বলে হয়ত বন্দী বিগত স্বাধীন জীবনে এই কথাগুলি ঘৃণা করত। কিন্তু ঐ কথাগুলিই এখন তার অত্যন্ত মধুর মনে হবে, কারণ জগতে সে আর একা নয়! প্রাজ্ঞতা ও সূক্ষ্মতাময় প্রাণী, অর্থাৎ মানুষ, আজও বেঁচে আছে!

□

আমি জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে চারদিন ধরে যুদ্ধ করছিলাম। পাহারাদারটা চোখ ধাঁধানো আলোময় কুঠরীতে আমার শুতে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। যেই শুয়েছি, শুনতে পেলাম ও দরজা খুলছে। "ওঠো! জিজ্ঞাসাবাদ হবে!"—ও কথা বলার আগে অন্তত: এক সেকেণ্ডের তিনশো ভাগের এক ভাগ সময় বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে ঘুমানোর ভাণ করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু অতি পরিচিত হুকুমের পরিবর্ত্তে পাহারাদার হাঁকল, "উঠে পড়ো! বিছানাপত্র গুটিয়ে নাও!"

আমি তখন পুরোপুরি না বুঝেও আনন্দিত; আমার সবচেয়ে মূল্যবান সময় এগিয়ে এসেছে। পায়ের পটি জড়িয়ে, বুট পরলাম; ওভারকোট, শীতের টুপি পরলাম। সরকারের দেওয়া তোষক হাতে নিলাম। পাহারাদার পা টিপে চলছিল। ও আওয়াজ না করতে ইশারা করল। কবরের মত মৌন লুবিয়াঙ্কার পাঁচতলার বারান্দা দিয়ে বিভাগীয় পরিদর্শকের টেবিল পেরিয়ে, কুঠরীগুলির দরজায় ঝকঝকে নম্বর আর তাতে উঁকি দেওয়ার গর্ত্তের কমলা রঙের ঢাকনি দেখতে দেখতে ৬৭ নম্বর কুঠরীতে পৌঁছলাম। পাহারাদার তালা খুলল। আমি ঢোকামাত্র বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

ঘুমাবার সংকেত দেওয়ার পর তখন মাত্র পনেরো মিনিট অতিক্রান্ত হলেও বন্দীদের বরাদ্দ ঘুমের সময় এত অনিশ্চিত এবং অল্প ছিল যে ৬৭ নম্বর কুঠরীতে পা দিয়ে দেখি ওরা লোহার খাটিয়ায় কম্বলের উপর হাত রেখে ঘুমাচ্ছে।[৫]

দরজা খোলার শব্দে ওরা তিনজনই চমকে একবার মাথা ওঠাল। যেন শোনবার প্রতীক্ষা, কার জিজ্ঞাসাবাদের পালা এল।

ঐ তিনজন মাথা ওঠাতে তিনটি দাড়ি না কামানো, কুঞ্চিত, পাণ্ডুর মুখ আমার এত আপনার এবং মানবতাপূর্ণ মনে হল যে আমি তোষক বগলে দাঁড়িয়ে আনন্দে হেসে ফেললাম। ওরাও হাসল। কত দিন ঐ চাউনি দেখিনি—তা এক সপ্তাহ ত' বটেই।

"আপনি স্বাধীন জীবন থেকে এসেছেন?" (ওরা সাধারণতঃ নবাগ ক ঐ প্রশ্ন করত)।

"না-না," আমি উত্তর দিলাম। নবাগতরা সাধারণতঃ প্রথম ঐ উত্তর দেয়।

ওদের ধারণা, আমাকে হয়ত সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে, অর্থাৎ আমি স্বাধীন জীবন থেকে এসেছি। ছিয়ানব্বুই ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর কি করে ভাবি, স্বাধীন জীবন থেকে এসেছি? বাস্তব পক্ষে আমি ত' ইতিমধ্যে পুরানো বন্দী হয়ে গিয়েছি। কালো, সতেজ ভ্রূ'র মালিক, দাড়ি গোঁফ কামানো বৃদ্ধটি ইতিমধ্যে আমার থেকে সামরিক এবং রাজনৈতিক সংবাদ জিজ্ঞেস করতে সুরু করেছিল। শুনে আশ্চর্য্য হলাম যে তখন ফেব্রুয়ারীর প্রান্ত হলেও ওরা ইয়াল্টা সভা, রুশ সৈন্যের পূর্ব্ব প্রাশিয়া অবরোধ বা জানুয়ারীর মাঝামাঝি ওয়ারস'র তলদেশে আঘাত কিংবা গত ডিসেম্বরে মিত্রপক্ষ সেনার শোচনীয় পশ্চাদপসরণের বিষয়ে কিছুই শোনেনি। জিজ্ঞাসাবাদাধীন বন্দীদের বহির্জ্জগতের খবর জানতে দেওয়ার নিয়ম ছিল না।

ওরা প্রকৃতই কোন খবর রাখত না।

বাকি রাত জেগে সগর্ব্বে ওদের সব বলতে প্রস্তুত ছিলাম, যেন সব অগ্রগতি এবং বিজয়ের সাথে আমি জড়িত। কিন্তু এমন সময় পাহারাদার আমার খাটিয়া নিয়ে এল এবং তখনি নিঃশব্দে খাটিয়াটি পেতে ফেলতে হল। সমবয়সী এক যুবক সহায়তা করল। ও সেনা বাহিনীর লোক। ওর উর্দ্দি আর বৈমানিকের টুপি ওর খাটিয়ার মাথায় লাগানো ছিল। বৃদ্ধটি কিছু বলার আগে ও আমার সাথে কথা বলেছিল,—যুদ্ধ-বিগ্রহের খবর জানতে চেয়ে নয়,—তামাক চেয়েছিল। নবলব্ধ বন্ধুটির প্রতি আমি প্রাণখোলা হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওর সাথে আলাপের পর থেকে খুব বেশী কথার আদান প্রদান না হলেও সমবয়সী, যুদ্ধরেখা সমীপবর্ত্তী এই যোদ্ধার আচরণ অদ্ভুত মনে হল এবং ওর সম্পর্কে আমার মনের দরজা তখনই চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

তখনো 'নাসেদ্‌কা' বা সরকারের পোষা 'গু-খেকো পায়রা' কথাটি শুনিনি; জানি না, প্রতি কুঠরীতে একটি করে 'গু-খেকো পায়রা' থাকবেই। তখনো সবকিছু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পাইনি যে জর্জ্জি ক্রামারেঙ্কো নামক যুবকটিকে আমি অপছন্দ করি। যে আত্মিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনা-বিশ্লেষকটি আমার অভ্যন্তরে টিক টিক করে চলছিল সে ওকে চিরতরে বাতিল করতে সংকেত দিল। ঐ ধরনের ঘটনা একবার মাত্র ঘটলে তা মনে রাখার ঝঞ্ঝাট পোয়াতাম না। কিন্তু অচিরে বিস্ময়ে এবং সভয়ে আমার অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনা-বিশ্লেষকটিকে নিরন্তর ক্রিয়াশীল সহজাত বৈশিষ্ট্য বলে চিনলাম। বছরের পর বছর গড়াতে লাগল। আমি একই তক্তায় শুয়ে, একই পংক্তিতে কুচকাওয়াজ করে এবং শত শত লোকের সাথে একই কর্ম্মীদলে কাজ করে বছরগুলি কাটিয়ে দিয়েছি। ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আগেই চেতনা-বিশ্লেষকটি কাজ করেছে। ওর সৃষ্টির জন্য আমি কোন কৃতিত্ব দাবী করতে পারি না। কোন মানুষের মুখ চোখ প্রথম দেখা বা তার

কণ্ঠস্বর শোনামাত্র ও কাজ করত এবং তার সংকেতমত আমিও মানুষটির কাছে হৃদয় পুরো খুলতাম বা সামান্য ফাটল ধরার মত খুলতাম অথবা একটুও খুলতাম না। আমার এই আচরণ এত অনিবার্য্যভাবে নির্ভুল হত যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের উচ্চপদাধিকারীদের আমার বিরুদ্ধে 'গু-খেকো পায়রা' কাজে লাগানোর চেষ্টা ডাঁশ মশার কামড়ের অধিক কিছু মনে হত না। কারণ যে বিশ্বাসঘাতক হতে রাজী হয় তার মুখমণ্ডল এবং কণ্ঠস্বরে তা ফুটে ওঠে। ছলপটুতা সত্ত্বেও ওদের আচরণে সন্দেহজনক কিছু ফুটে ওঠে। অপরপক্ষে আলাপের সুরুতেই চেতনা-বিশ্লেষক সংকেত দিত কার কাছে আমার অমূল্য গোপন কথার ভাণ্ডার,—যার জন্য একাধিক মুণ্ডচ্ছেদ হতে পারত,—উজাড় করে মেলতে পারি। এই প্রক্রিয়াতেই আট বছর কারাদণ্ড, তিন বছর নির্ব্বাসন এবং ছ'বছর গোপন সাহিত্য-চর্চা যা অন্য কিছুর চেয়ে কম বিপজ্জনক ছিল না, কাটিয়েছিলাম। এই সতেরো বছর দুঃসাহসীর মত গাদা গাদা লোকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছি, তবু একবারও ভুল করিনি। (এই বৈশিষ্ট্যের কথা কোথাও কখনো পড়িনি, তাই কৌতূহলী মনস্তত্ত্বানুরাগীর জন্য এর উল্লেখ করলাম। মনে হয় আমাদের অনেকের অভ্যন্তরে চেতনা-বিশ্লেষক আছে। কিন্তু আমরা এমন এক প্রযুক্তিবিদ্যা এবং যুক্তির বাড়াবাড়ির যুগে বাস করি যে অবহেলার দ্বারা ঐ যাদুটির বিকাশ রুদ্ধ করি)।

খাটিয়া সাজানোর পর আমরা কথা বলতে প্রস্তুত হলাম,—অবশ্য শুয়ে এবং ফিসফিস করে, যাতে আরামদায়ক খাটিয়া থেকে শাস্তি কুঠরীর বন্দী না হতে হয়। কিন্তু কদম ছাট চুল,—তাতে সবে সাদা ছোপ ধরেছে,—মাঝ বয়সী তৃতীয় সহ-বন্দীটি অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উত্তরাঞ্চলের অভ্যস্ত কঠোর স্বরে বলল, "আগামী কাল্! রাতটা ঘুমানোর জন্য।"

নিঃসন্দেহে সর্ব্বাধিক বুদ্ধিমান পরামর্শ। কারণ যে-কোন মুহূর্ত্তে যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ভোর ছ'টা অবধি আটকে রাখা সম্ভব ছিল। ঐ সময় জিজ্ঞাসাবাদকারী নিজে ঘুমাতে চলে যেত, আমাদের ঘুমানো নিষেধ ছিল। সুতরাং অন্য যে-কোন পার্থিব সৌভাগ্যের থেকে এক রাতের নিরুপদ্রব ঘুমের দাম অনেক।

আর একটি জিনিষ আমাকে প্রতিহত করছিল। আমার কাহিনীর প্রথম শব্দটি থেকে আপনারা তা অনুভব করতে পারলেও তখনই তার প্রকৃত নামটি ধরতে পারিনি: প্রতিটি মানুষ গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথে তার জগতের সবকিছু স্থান পরিবর্ত্তন করে। তার ধ্যান ধারণার ১৮০ ডিগ্রী পরিবর্ত্তন ঘটে। অতএব যে সুসংবাদগুলি ওদের অত উৎসাহে শোনাতে সুরু করেছিলাম ওদের কাছে তা হয়ত আদৌ সুসংবাদ নয়।

দুশো ওয়াট বালবের বাতি এড়াতে সহবন্দীরা রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে, পাশ ফিরে শুল। উপরের বাহুটি কম্বলের বাইরে রাখার দরুন শীতে কনকন করছিল। ওরা উপরের বাহুতে তোয়ালে জড়িয়ে কম্বলের উপর রাখল এবং নিচের বাহুটি কম্বলের তলায় পাচার করে ঘুমাতে লাগল।

আমি শুয়ে রইলাম, ওদের মধ্যে থাকার আনন্দে ভরপুর। এক ঘণ্টা আগে আর কারো সাথে থাকার কথা ভাবতে পারিনি। মাথার পিছনে একটি গুলির আঘাতে জীবনাবসান ঘটতে পারত। জিজ্ঞাসাবাদকারী বারংবার সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে আর কারো সাথে দেখা হত না। জিজ্ঞাসাবাদের খড়্গ তখনো মাথার উপর ঝুলছিল, তবু মনে হচ্ছিল কত দূরে সরে গেছে। আগামীকাল ওদের আমার কাহিনী শোনাব, অবশ্য মামলার বিষয়ে কিছু বলব না। ওরাও ওদের কাহিনী শোনাবে। আগামীকাল কী সুন্দর, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির মধ্যে গণ্য হবে! (এইভাবে অতি দ্রুত এবং পরিষ্কার চেতনা হল যে কারাজীবন অন্ধকার গহ্বর ত' নয়ই, বরং আমার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ মোড়)।

কুঠরীর প্রতিটি তুচ্ছ জিনিষ আমাকে আকৃষ্ট করত। ঘুম পালিয়ে যেত। চোর চাউনির গর্ত যখন ব্যবহৃত হত না, লুকিয়ে খুঁটিয়ে গর্তটি দেখতাম। দেওয়ালের উপরের দিকে তিন ইট দীর্ঘ একটি নিচু জায়গা ঘন নীল কাগজের খড়খড়ি দিয়ে ঢাকা। খড়খড়িটি বিমান আক্রমণের সময় নিষ্প্রদীপের কাজ করত। ওরা জানিয়েছিল আসলে ওটা একটা জানালা। সত্যিই কুঠরীতে একটা জানালা ছিল এবং তার খড়খড়ি নিষ্প্রদীপের কাজ করত। আগামীকাল দিনে রোদ হবে খুব নরম। ওরা দুপুরে কর্কশ বাতিটা নিভিয়ে দেবে। তার অর্থ কত বড়,—দিনের আলো দেখতে পাব!

কুঠরীতে একটা টেবিলও ছিল। একটা টি-পট, দাবা খেলার সরঞ্জাম আর কিছু বইয়ের গাদা টেবিলের উপর এমনভাবে রাখা থাকত যে চোখে না পড়ে যায় না। (ওগুলি অত চোখে পড়ার মত করে রাখা হয়েছে কেন, প্রথমে বুঝিনি। পরে বুঝলাম ঐটি লুবিয়াঙ্কা কারা-প্রণালীর বাস্তব প্রয়োগের উদাহরণ। প্রহরীর উপর নির্দেশ ছিল চোর চাউনির গর্ত দিয়ে প্রতি মিনিটে একবার লক্ষ্য করবার সময় সে যেন কারা-প্রশাসনের উপহারগুলির অপব্যবহারের উপর নজর রাখে। অর্থাৎ টি-পটটা যেন দেওয়াল ভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত না হয়,কেউ দাবার ঘুটি খেয়ে আত্মহত্যা না করে বা সারা কারাগার জ্বালিয়ে দেওয়ার আশায় কেউ বইয়ের স্তূপে আগুন না লাগায়। বন্দীর পক্ষে চশমা ব্যবহার এত বিপজ্জনক গণ্য হত যে কারা-প্রশাসন রাতে চশমাগুলি নিয়ে নিত এবং ভোর হওয়ার আগে ফেরত দিত না।)

কী আরামের জীবন! দাবা, বই, স্প্রিং লাগানো খাটিয়ার উপর চমৎকার

তোষক আর পরিষ্কার চাদর,—গোটা যুদ্ধে কখনো অত আরামে শুয়েছি মনে পড়ল না। পুরানো কাঠের মেঝে। জানালা থেকে দরজা পর্য্যন্ত খাটিয়াগুলির মাঝের জায়গায় চারটি বড় বড় পদক্ষেপ করা চলত। নাঃ, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কারাগারটিকে বরং স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলা চলত।

ওখানে গোলা বর্ষণের উৎপাত ছিল না। গোলার আওয়াজ ভালই মনে ছিল: মাটিতে পড়বার আগে আকাশে তীক্ষ্ণ কান্না, তারপর তীব্র শিস্, অবশেষে ফেটে পড়ার আওয়াজ। মর্টারের গোলা থেকে নরম শিসের আওয়াজ বেরুত। ডাঃ গোয়েবলসের মর্টার রকেট চারটি ফাটলে আমাদের সবকিছু কাঁপত। যেখানে আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম সেই ওয়রমিট্ট-এর ভিজে তুষার, কাদার কথা মনে পড়ল। জার্মান সৈন্য যারা রুশ-বেষ্টনী ভেদ প্রতিহত করার জন্য আমাদের সৈন্যরা তখনো ওয়রমিটে কাদার মধ্যে যুদ্ধ করছিল।

বেশ, ঠিক আছে; আপনারা না চাইলে আমি আর যুদ্ধ করব না।

□

হারিয়ে যাওয়া অনেক মূল্যবোধের আর একটি হল যারা রুশ ভাষায় কথা বলত বা লিখত তাদের উচ্চ মর্য্যাদার কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। অত্যন্ত অদ্ভুত লাগে যে, প্রাক্ বিপ্লব সাহিত্যে তাঁদের উল্লেখ নেই বললে হয়। মেরিনা স্ভেতায়েভা অথবা 'মাতা মারিয়া',—এই ধরনের গ্রন্থাদি থেকে কদাচ তাঁদের আভাস পাই। এঁরা এত বেশী দেখেছিলেন যে কোন একটি বিষয় নিয়ে লেগে থাকতে পারতেন না। এঁরা এত উৎসাহে উদাত্ত ভাবধারায় মনোনিবেশ করতেন যে মাটিতে পা থাকত না। সমাজের পতনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ঐ ধরনের প্রাজ্ঞ, ভাবুক মানুষের আবির্ভাব হয়, যাঁরা কেবল তাই এবং তাছাড়া কিছু নন। কীভাবে তাঁদের উপহাস এবং বিদ্রূপ করা হয়েছিল! তাঁরা যেন একমুখো, সঙ্কীর্ণমনা মানুষের ঝাঁকের মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁদের একটিমাত্র ডাক নাম দেওয়া হয়েছিল 'পচা', কারণ তাঁরা ছিলেন এমনই এক জাতের ফুল যা অতি তাড়াতাড়ি ফোটে এবং অতি মৃদু গন্ধ ছড়ায়। তাঁদের মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মানুষগুলি ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ অসহায় হতেন। তাঁরা না পারতেন হাওয়ার গতি বুঝে চলতে, না জানতেন ভাণ করতে। প্রতি কথায় মত, আবেগ বা প্রতিবাদ প্রকাশ করতেন। ঠিক এই লোকগুলিকেই অতিকায় যন্ত্র ঘাসের মত টুকরো টুকরো করে কেটেছিল।[৬]

তাঁরাও একই কুঠরী পেরিয়ে গিয়েছিলেন। কুঠরীর দেওয়ালগুলি একাধিকবার চুনকাম হয়েছে, তাই তাতে অতীতের সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। শুধু তফাৎ, দেওয়ালে

লুকানো মাইক্রোফোন আমাদের সব কথা শোনার চেষ্টা করে। কোথাও এই কুঠরীগুলির প্রাক্তন বাসিন্দাদের কথা লেখা নেই বা কেউ বলেও না। তাঁরা কুঠরীর ভিতর কী কথা বলতেন, কোন চিন্তা নিয়ে গুলিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য বা বন্দী হওয়ার জন্য সোলভেৎস্কিতে যেতেন জানবার উপায় নেই।

যে সাহিত্যিক উপাদানে চল্লিশটি মালগাড়ি বোঝাই হতে পারত আর সেই উপাদান অবলম্বনে সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা রইল না।

যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন তাঁরা অনেক তুচ্ছ খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত মনে রেখেছেন: যেমন কুঠরীতে কাঠের খাটিয়ার উপর খড় দিয়ে ঠাসা তোষক থাকত। '২০ সালে ঢেকে দেওয়ার আগে জানালার কাঁচের উপর অবধি সাদা রঙ করা থাকত। '২৩ নাগাদ জানালাগুলি ঢেকে দেওয়া হয়। (যদিও আমরা একমত হয়ে বলি, ওটা বেরিয়ার কাজ)। ওঁরা বলেন, দ্বিতীয় দশকে কারা কর্তৃপক্ষ অনেক শিথিল ছিল; বন্দীরা দেওয়ালে করাঘাত করে পরস্পরের মধ্যে আলাপ করতে চাইলে বাধা দিত না; জার আমলের বুদ্ধিহীন নীতির,—বন্দীদের ঐ ভাবে আলাপ করতে না দিলে ওদের সময় কাটানর মত কিছু থাকবে না,—অনুসরণেই তা করতে দেওয়া হত। দ্বিতীয় দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা, তখনকার দিনে লাতভীয় ছাড়া কারাধ্যক্ষ হত না। লাল সেনার লাতভীয় ইউনিট ইত্যাদি থেকে ওদের নেওয়া হত। জেলে খাবার পরিবেশন করত লাতভীয় সুন্দরীরা।

উপরোক্ত বিবরণগুলি অতি সামান্য ব্যাপার সম্পর্কে হলেও বহু চিন্তার খোরাক হিসাবে অতুলনীয়।

আমি নিজে ঐ মূল সোভিয়েত রাজনৈতিক কারাগারে যেতে চেয়েছি এবং সেখানে পাঠানোর জন্য আমি ধন্য। ওখানে থাকার সময় প্রায়ই বুখারিনের কথা চিন্তা করতাম। মনে মনে তৎকালীন অবস্থার ছবি আঁকতাম। ধারণা হয়েছিল, আমরা রাজনৈতিক বন্দীর অবশিষ্ট মাত্র, সুতরাং আমাদের যে-কোন আঞ্চলিক আভ্যন্তরীণ কারাগারে' রাখলেও ক্ষতি ছিল না। যা হোক, রাজনৈতিক কারাগারের বন্দীর অনেক মর্য্যাদা ছিল।

নতুন কুঠরীর সহবন্দীদের একঘেয়ে লাগার হেতু ছিল না। ওদের কথা শোনবার মত ছিল এবং ওদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে লাভ বৈ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না।

জীবন্ত ভ্রূ-যুগলের মালিক বৃদ্ধের,—অবশ্য তেষট্টি বছর বয়সে উনি কোন মতেই অন্য বৃদ্ধের মত একঘেঁয়েমি ধরানো ছিলেন না,—নাম আনাতোলি ইলিচ্ ফাস্তেঙ্কো। প্রাচীন রুশ কারা-প্রথার ধারক এবং রুশ-বিপ্লবের জীবন্ত ইতিহাস হিসাবে উনি আমার লুবিয়াঙ্কা কুঠরীর এক মূল্যবান সম্পদ ছিলেন। অত তথ্য মনে রাখার ফলে উনি যা কিছু অতীতে ঘটেছে এবং যা বর্ত্তমানে ঘটছে তা যোগ্য পটভূমিকায় সাজাতে

পারতেন। ঐ ধরনের মানুষ শুধু কারা-কুঠরীর অভ্যন্তরে অমূল্য নয়, আমাদের সমাজেও ওঁদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

ঐ কুঠরীতেই ১৯০৫-এর বিপ্লব সম্পর্কে একটি বইয়ে কাস্তেঙ্কোর নাম পড়েছিলাম। তিনি দীর্ঘকাল সমাজবাদী গণতন্ত্রী দলের সভ্য থাকলেও, মনে হয় শেষ দিকে আর সভ্য ছিলেন না। ১৯০৪-এ প্রথম কারাদণ্ডের সময় কাস্তেঙ্কোর যৌবন অতিক্রান্ত হয়নি। ১৭।১০।১৯০৫-এর ঘোষণায় তিনি বেকসুর খালাস হন।

কাস্তেঙ্কোর মার্জ্জনা পাওয়ার কাহিনীটি মজার। তখনকার দিনে কারাগারের জানালা ঢাকা থাকত না। বেলায়া ৎসেরকভ্ কারাগারের কুঠরী থেকে কাস্তেঙ্কো সহজেই কারাগার এবং রাস্তায় লোক চলাচল লক্ষ্য করতে পারতেন এবং নাগরিকদের সাথে চেঁচিয়ে বাক্যালাপ করতে পারতেন। ১৭ই অক্টোবর টেলিগ্রামে মার্জ্জনার খবর জানতে পেরে নাগরিকরা বন্দীদের জানিয়ে দিল। রাজনৈতিক বন্দীরা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানালার কাঁচ গুঁড়িয়ে, দরজা ভেঙ্গে কারারক্ষীদের কাছে নিমেষে মুক্তি দাবী করলেন। ফলে কি তাঁদের কেউ নাকের উপর বুটের লাথি খেলেন? কাউকে শাস্তি কুঠরীতে ঠেলে পাঠানো হল বা কেউ গ্রন্থাগারাদি ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত হলেন? অবশ্যই নয়। বিব্রত কারাধ্যক্ষ কুঠরীতে কুঠরীতে অনুনয় করলেন: "ভদ্রমহোদয়, আমি আপনাদের বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। আমার টেলিগ্রামের ভিত্তিতে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কিয়েভের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সরাসরি হুকুম ছাড়া আমি মুক্তি দিতে অপারগ। অতএব, আপনাদের এই রাতটা এখানে কাটাতে অনুরোধ করব।" এবং অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত ভাবে ওঁদের প্রকৃতপক্ষে আরও একটিমাত্র দিন আটকে রাখা হয়েছিল।[৯]

কাস্তেঙ্কো এবং তার সাথীরা মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে বিপ্লবে যোগ দেন। ১৯০৬ সালে তাঁকে আট বছর কঠিন শ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যার অর্থ চার বছর লোহার বেড়ি পরে আর চার বছর নির্ব্বাসন। তিনি প্রথম চার বছর সিবাস্তোপোল কেন্দ্রীয় কারাগারে কাটান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দল, নৈরাজ্যবাদী এবং সমাজবাদী গণতন্ত্রী দল একজোটে ঐ সময় বাইরে থেকে জেল পালানোর ষড়যন্ত্র করেন। বোমার আঘাতে জেলের দেওয়ালে আরোহীসহ ঘোড়া গলবার মত একটি গর্ত হয়ে যায়। সব বন্দী পালাতে চায়নি। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে দল মনোনীত যে বারোজন বন্দীকে কারারক্ষীরা পিস্তল সরবরাহ করেছিল তারা গর্ত দিয়ে পালিয়ে গেল। পালাল না শুধু একজন: রুশ সমাজবাদী গণতন্ত্রী দল আনাতোলি কাস্তেঙ্কোকে পালানোর পরিবর্ত্তে কারারক্ষীদের বিভ্রান্ত করার জন্য নির্ব্বাচন করেছিল।

অথচ ইয়েনিসি অঞ্চলে নির্ব্বাসনে পৌঁছে কাস্তেঙ্কো বেশী দিন সেখানে থাকেননি। জার আমলে শত শত বিপ্লবী নির্ব্বাসন থেকে পালাতেন এবং তাঁদের অনেকে বিদেশ

পৌছতেন,—এই সুবিদিত সত্যটির সাথে ফাস্তেঙ্কোর এবং পরে প্রাণে বেঁচে যাওয়া অন্য বন্দীদের কাহিনী স্মরণ করলে এ সিদ্ধান্তে পৌছন যায় যে একমাত্র অলসরা তখনকার নির্ব্বাসন থেকে পালাতে পারত না, কারণ পালান ছিল অতি সহজ। ফাস্তেঙ্কোও পালালেন, বরং বলা চলে পাসপোর্ট ছাড়া নির্ব্বাসন ত্যাগ করলেন। এক পরিচিত ব্যক্তির সহায়তায় বিদেশগামী জাহাজে পাড়ি দেওয়ার আশায় ভ্লাডিভস্টক পৌঁছলেন। কোন কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না। সুতরাং পাসপোর্ট ছাড়াই রেলপথে গোটা রুশভূমি অতিক্রম করে তিনি ইউক্রেনে পৌছলেন। তিনি ইউক্রেনের গোপন বলশেভিক দলের সভ্য ছিলেন এবং ইউক্রেনেই প্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন। ওখানে তাঁকে একটি ভুয়া পাসপোর্ট দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি অষ্ট্রীয় সীমান্ত পার হওয়ার জন্য রওনা হলেন। ফাস্তেঙ্কোর এই কাজটি এত ধরা বাঁধা ধরনের হয়েছিল এবং পুলিশ কর্তৃক অনুসরণ সম্পর্কে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁকে আশ্চর্য্যজনক অসাবধানতার দায়ে অভিযুক্ত করা চলত। সীমান্তে সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে জাল পাসপোর্টটি তুলে দেওয়ার পর তাঁর হঠাৎ চৈতন্য হল, ভুয়া নাম মনে নেই। কী করা যায়। সর্ব্বসাকুল্যে চল্লিশজন যাত্রী ছিল-এবং কর্ম্মচারীটি ইতিমধ্যে তাদের নাম ডাকতে সুরু করেছিল। ফাস্তেঙ্কো এক সমাধান আবিষ্কার করলেন। স্থির করলেন ঘুমের ভাণ করবেন। কান পেতে শুনলেন পাসপোর্টগুলি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বারংবার ডাকা সত্বেও কেউ মাকারভের নামে সাড়া দিল না। কিন্তু তখনই তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলেন না। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী ড্রাগনের অনুচর আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর কাছে নত হল, ভদ্রভাবে কাঁধে টোকা মেরে বলল, "মিঃ মাকারভ, মিঃ মাকারভ, এই যে আপনার পাসপোর্ট নিন!"

ফাস্তেঙ্কো প্যারী চললেন। প্যারীতে লেনিন এবং লুনাচারস্কির সাথে আলাপ হল। প্যারীর লংজুমুতে কমিউনিস্ট পার্টির স্কুলে কিছু প্রশাসনিক কর্ত্তব্যও পালন করলেন। ঐ সময় তিনি ফরাসী ভাষা শিখতে এবং সবকিছু দেখতে থাকেন এবং স্থির করেন পৃথিবীর আরও অনেক দেশ দেখা প্রয়োজন। তিনি যুদ্ধের আগে কানাডা যান। কিছুদিন কানাডায় কাজ করেন এবং কিছুদিন মার্কিন মুলুকে কাটান। ঐ দেশগুলির সহজ এবং মুক্ত, অথচ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত হন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ দেশগুলিতে কোনদিন সর্ব্বহারার বিপ্লব ত' হবেই না, তার প্রয়োজনও নেই।

এরপর আশাতীত দ্রুতগতিতে এল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রুশবিপ্লব এবং সবাই স্বদেশে ফিরে গেল। তারপর আর একটি বিপ্লব এল। এই বিপ্লবগুলিতে তাঁর প্রাক্তন অনুরাগ না থাকলেও পাখীদের বার্ষিক দেশত্যাগের[১১] প্রয়োজনের অনুরূপ প্রেরণায় তাড়িত ফাস্তেঙ্কো দেশে ফিরলেন।

ফাস্তেস্কোর অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না। তাঁর যেটুকু আমার সব চেয়ে বড় এবং বিস্ময়কর মনে হত তা হল তিনি ব্যক্তিগতভাবে লেনিনকে জানতেন, তবু তাঁকে কখনো উত্তেজিত হতে দেখিনি। (সেই সময় ফাস্তেস্কোকে কুঠরীর কেউ পদবী ছাড়া প্রথম নামটি ধরে ডাকলে, যেমন, "ইলিচ্, আজ তোমার মলমূত্রের বালতি বার করে দেওয়ার পালা?"—আমি চটে যেতাম। কারণ মলমূত্রের বালতির সাথে ইলিচ্ নামের সংযোগ ত' বটেই, পৃথিবীতে এক লেনিন ছাড়া আর কাউকে ইলিচ্ নাম ডাকলে মনে হত পবিত্র নামটি কলুষিত হল) সন্দেহ নেই এই কারণে তখনো ভেবে উঠতে পারেননি এমন অনেক কিছু ফাস্তেস্কো আমাকে বলতে চাইতেন।

তবু ফাস্তেস্কো পরিষ্কার রুশভাষায় বলেছিলেন, "এঁকো নাকো বড় ছবি আপন মনে মনে।" তখন ওঁর কথার তাৎপর্য্য বুঝিনি।

আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে তিনি একাধিক বার জোর দিয়ে বলেছেন, "আপনি অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত। দেকার্তের বাণী ভোলা আপনার অনুচিত; প্রত্যেক বিষয়েই প্রশ্ন করতে হবে।" 'প্রত্যেক বিষয়ের' অর্থ কী? অবশ্যই সব বিষয় নয়। মনে হত, অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করেছি এবং তাই যথেষ্ট।

তিনি আরও বলতেন, "জার আমলের কঠিন শ্রমদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায় কেউ বেঁচে নেই বলা চলে। অবশিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে আছি আমি। প্রায় সব কঠিন শ্রমদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী ধ্বংস হয়েছে। তাছাড়া আমাদের দলগুলি তৃতীয় দশকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।" প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন?" "যাতে আর একত্রিত হয়ে আমরা কোন আলোচনা না করতে পারি।" জানালার কাঁচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এমন চিৎকার করে ঐ সহজ, ঠাণ্ডা কথাগুলি বলা যেত। বুঝলাম, ঐ ঠাণ্ডা কথাগুলি স্ট্যালিনী নারকীয়তার আরও একটি নিদর্শন। দুঃখজনক বৃত্তান্ত সন্দেহ নেই।

একটি ধ্রুব সত্য হল যা কিছু কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাই আমাদের চেতনার অঙ্গ হয় না। যা আমাদের ধ্যান ধারণার সাথে খাপ খায় না তা কানের মধ্যেই বা কানের পরে আর কোথাও হারিয়ে যায়। সেইজন্য ফাস্তেস্কোর বহু কাহিনী স্পষ্ট মনে থাকলেও তাঁর মতামতগুলি আবছা মনে আছে। কখনো মুক্ত জীবন ফিরে পেলে তিনি কতকগুলি বই পড়তে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। মনে হয় পরিণত বয়স এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তিলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। তবু একদিন কেউ তাঁর চিন্তাধারা বুঝবে, এ আশা ত্যাগ করতে পারেননি। ওঁর মনোনীত বইয়ের তালিকা লিখে নিতে পারিনি। তাছাড়া কারা-জীবনে মনে রাখার মত অনেক কিছু ছিল। তবু আমার তখনকার রুচির নিকটতম কয়েকটি বইয়ের নাম মনে রেখেছিলাম: প্লেখানভের 'মাতৃভূমিতে এক বছর' এবং গোর্কির 'অসময়ের চিন্তা'। গোর্কিকে তখন

বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতাম কারণ পুরানো যুগের লেখকরা কেউ তাঁর মত সর্ব্বহারার কথা বলতে পারেননি।

২৮।১০।১৭-এ প্লেখানভের লেখা পড়ে আজ সহজে ফাস্তেঙ্কোর চিন্তাধারা অনুধাবন করতে পারি।

"……গত কয়েকদিনের ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করে এইজন্য হতাশ হয়েছি যে, আমি শুধু রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় কামনা করি না, হৃদয়ের সব শক্তি দিয়ে তার জন্য প্রার্থনাও করি। এঙ্গেলসের মন্তব্য আমাদের স্মরণ না করে উপায় নেই যে, শ্রমিক শ্রেণীর যখন উপযুক্ত প্রস্তুতি নেই সেই অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার চেয়ে বড় ঐতিহাসিক বিপর্য্যয় হতে পারে না। ঐ ধরনের ক্ষমতা দখল দখলকারীদের বর্ত্তমান বছরের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চে দখলীকৃত স্থানগুলি থেকে বহুদূরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করবে।"[১১]

বিপ্লবী হিসাবে তাঁর গুপ্ত কর্ম্মকাণ্ড স্মরণ করে রাশিয়ায় ফেরার পর ফাস্তেঙ্কোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। তার পরিবর্তে তিনি প্রাভদা সংবাদপত্রে একটি সাধারণ পদ গ্রহণ করলেন। পরে ঐ পদ ছেড়ে অধিকতর নগণ্য একটি পদ নিলেন। অবশেষে তিনি মস্কো শহর পরিকল্পনা সংস্থায় সামান্য কাজ বেছে নিলেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, ঐ রকম কানা গলি কেন বেছে নিয়েছিলেন? তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা দুর্ব্বোধ্য ঠেকেছিল, "বুড়ো কুত্তা নতুন শিকল পরা জীবন সুরু করতে পারে না।"

ফাস্তেঙ্কো বুঝেছিলেন, তাঁর বড় কিছু করার ক্ষমতা ফুরিয়েছে। তিনি তাই সাধারণ মানুষের মত সহজভাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে সামান্য ভাতায় জীবনধারণ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন,—সরকার প্রদত্ত বিশেষ 'ব্যক্তিগত' ভাতা নয়; ব্যক্তিগত ভাতা পেতে হলে তাঁর এমন বহু মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে হত যাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এইভাবে ফাস্তেঙ্কো '৫৩ অবধি টিকেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে এল. এসভ নামে এক মদ্যপ, লম্পট লেখক গ্রেফতার হল। কোথাও মাতাল অবস্থায় ও একটি পিস্তলের মালিকানার বড়াই করেছিল। পিস্তলের মালিকানার অর্থ আবশ্যিকভাবে সন্ত্রাসবাদের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্তি। অতীতে প্রাক্তন সমাজবাদী গণতন্ত্রীদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে ফাস্তেঙ্কো হলেন সন্ত্রাসবাদীর মূর্ত্ত প্রতীক। জিজ্ঞাসাবাদকারী তখনই তাঁকে সন্ত্রাসবাদের দায়ে গাঁথতে চেষ্টা করল; তার সাথে ফরাসী ও কানাডীয় গুপ্তচর সংস্থায় এবং জারের ওখরানায় কাজের অভিযোগ যুক্ত হল।[১২] ঐ নাদুস নুদুস জিজ্ঞাসাবাদকারীটি নিজের মোটা মাইনের যৌক্তিকতার সমর্থনে '৫৪-এ.আর আমলের আঞ্চলিক পুলিশ প্রশাসনিক কাগজপত্র

ঘেঁটে ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত ছদ্মনাম, সাংকেতিক শব্দ এবং ১৯০৩-এর গোপন সভা এবং সাক্ষাৎকারের স্থান সম্পর্কে মারাত্মক বিবরণ খাড়া করেছিল।

দশম দিনে, অর্থাৎ অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী (এঁদের সন্তানাদি ছিল না) যত বড় পেয়েছিলেন তত বড় একটি উপহার ফাস্তেঙ্কোকে পাঠালেন : সাড়ে দশ আউন্সের একটি রুটি (পাউণ্ড প্রতি পঞ্চাশ রুবল হিসাবে খোলা বাজারে কেনা), এবং এক ডজন খোসা ছাড়ানো, সিদ্ধ করা আলু। ধারালো অস্ত্র দিয়ে রুটি আর আলু ছেঁদা করে পরীক্ষা করা হল। প্রকৃত পবিত্র ঐ উপহারের দুর্দশায় ফাস্তেঙ্কোর হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে আঘাত লাগবারই কথা।

ফাস্তেঙ্কো দীর্ঘ তেষট্টি বছরের সততা এবং সংশয়ের এই পুরস্কার পেলেন।

□

আমাদের কুঠরীতে দুই সারিতে চারটি খাটিয়া পাতার পর মাঝখানে যাতায়াতের যে জায়গা ছিল সেখানে একটি টেবিল থাকত। কিন্তু আমার আগমনের কয়েকদিন পরে পঞ্চম বন্দীর আবির্ভাব হল এবং তার খাটিয়া আড়াআড়িভাবে পাতা হল।

আমাদের শয্যা ত্যাগের এক ঘণ্টা আগে নবাগতকে আনা হয়েছিল,—ঐ হ্রস্ব, মস্তিষ্কের পক্ষে সুখকর শেষ এক ঘণ্টা। আমরা তিনজন মাথা তুলে তাকাইনি। একা কামারেঙ্কো লাফিয়ে উঠল : কিছু তামাক আর সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাদকারীর জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করতে। ওরা ফিসফিস করে কথা সুরু করল। আমরা শোনার চেষ্টা করলাম না। কিন্তু নবাগতর ফিসফিস না শোনা একেবারে অসম্ভব। ও এত জোর, এত তীব্র, এত অস্বস্তিকর এবং এত কান্নার কাছাকাছি স্বরে কথা বলছিল যে বুঝলাম কোন সাধারণ দুঃখী আমাদের কুঠরীতে আসেনি। ও অনেক লোককে গুলি করে মারা হচ্ছে কিনা জানতে চাইছিল। তবু, ঘাড় না ফিরিয়েই ওদের আস্তে কথা বলতে বললাম।

শয্যা ত্যাগের সংকেতের সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে (তখনো শুয়ে থাকলে শাস্তি কুঠরী মিলত) দেখি এক জেনারেল, আসল জেনারেল! ওঁর পরনে উচ্চপদের কোন প্রতীক চিহ্ন ছিল না, বোতামও না। ঐগুলি ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে কিনা, পোষাক দেখে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ওঁর দামী পোষাক, নরম ওভারকোট, সম্পূর্ণ অবয়ব এবং মুখ বলছিল তিনি নিঃসন্দেহে এক জেনারেল; সত্যি বলতে, মার্কা-মারা জেনারেল। খুব সম্ভব পূর্ণ জেনারেল, হেঁজি পেঁজি মেজর জেনারেল নন। বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা; বৃষস্কন্ধের সাথে বেশ ভারী মুখ, যা ভাল খাওয়া-দাওয়া করার দরুন হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভারী মুখ মন খোলা ভালমানুষির পরিচয় না হয়ে বেশ

ওজনদার গুরুত্বের অর্থাৎ উচ্চতম পদাধিকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির সাক্ষ্য বহন করছিল। মুখমণ্ডলের সর্ব্বাধিক লক্ষণীয় উর্দ্ধাংশ নয়, নিম্নাংশ, যার সাথে ভালকুত্তার চোয়ালের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ঐ চোয়ালে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মনোবল এবং কর্তৃত্বলোভিতার সাথে শক্তি,—যে গুণগুলির সমন্বয়ে প্রথম মধ্য বয়সেই তিনি এত উচ্চপদাধিকারী হতে পেরেছিলেন।

আমরা পরস্পরের পরিচয় আদান প্রদান করলাম। দেখা গেল আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় এল. ভি. জে-ভ'র আসল বয়স তার থেকে কম। ঐ বছর তাঁর ছত্রিশ বছর হওয়ার কথা,—"যদি আমাকে গুলি করে না মারে।" আলাপের পর শুনে আশ্চর্য্য হলাম যে উনি জেনারেল ত' নন-ই কর্নেলও নন; উনি আদৌ সেনাবাহিনীর চাকুরিয়া নন,—উনি আসলে ইঞ্জিনিয়ার।

ইঞ্জিনিয়ার? আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে মানুষ হয়েছি এবং দ্বিতীয় দশকের ইঞ্জিনিয়ারদের কথা আমার ভালই মনে ছিল: ওদের শাণিত বুদ্ধি ও প্রাণখোলা ভদ্র রঙ্গরস, চটপটে এবং প্রশস্ত চিন্তাধারা, ওরা কত সহজে এক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় থেকে অপর ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে শিল্পকলা এবং সামাজিক বিষয়ের আলোচনায় মোড় নিতে পারত। তাছাড়া ওরা ছিল ভদ্রতা এবং সুরুচির মূর্ত প্রতীক; ওদের সভ্য বাচনে একটিও অসভ্য শব্দ থাকত না; ওদের একজন বাদ্য-যন্ত্র বাজাতে জানলে আর একজন হয়ত ছবি আঁকতে পারত; সর্ব্বোপরি ওদের মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা একটি ভাবঘন ছায়া বিরাজ করত।

তৃতীয় দশকের গোড়ায় আমার ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তারপর যুদ্ধ। এখন আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে তিনিও ইঞ্জিনিয়ার, ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনিয়ার-কুলের স্থান গ্রহণকারী নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের একজন।

এক বিষয়ে ওঁর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। উনি আগেকার ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। দীর্ঘকাল অপ্রয়োজন হলেও ওঁর কাঁধ এবং বাহুদুটিতে যথেষ্ট শক্তি আছে। ভদ্রতার বাধা কেটে যাওয়ার পর উনি একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নৈর্ব্যক্তিক সুরে বলতে লাগলেন, যেন মতানৈক্যের তোয়াক্কা রাখেন না। উনি সাধারণের থেকে ভিন্নভাবে মানুষ হয়েছেন, কাজও করেছেন ভিন্ন ভাবে।

ওঁর বাবা নিজে জমিতে লাঙ্গল দিতেন। লেনিয়া জে-ভ ছিলেন উস্কোখুস্কো চুল, অশিক্ষিত কৃষক বালক, যে ধরনের কৃষক বালকের নষ্ট প্রতিভা টলস্টয় এবং বেলিন্স্কিকে পীড়া দিত। অবশ্যই উনি লোমনোসভের মত প্রতিভাবান ছিলেন না এবং নিজ গুণে আকাদেমিতে স্থান পাওয়ার যোগ্যতাও তাঁর ছিল না। তবু তার প্রতিভা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিপ্লব না এলে হয়ত তিনিও বাপের মত

জমিতে লাঙ্গল দিতেন এবং সমৃদ্ধিশালী হতেন, কারণ তাঁর শক্তি এবং উদ্যমের অভাব কখনো ঘটেনি। হয়ত কালক্রমে ব্যবসাদারও হতে পারতেন।

সোভিয়েত যুগ আসতে উনি কমিউনিস্ট যুবদলে যোগ দিলেন। যুবদলের কাজ আর সব প্রতিভা ম্লান করে গ্রামাঞ্চলের নগণ্য অবস্থা এবং অনামা অস্তিত্ব থেকে উত্তোলন করে তাঁকে রকেটের মত শ্রমিক শ্রেণীর স্কুলের মাধ্যমে শিল্প আকাদেমিতে ঠেলে পাঠাল। উনি আকাদেমিতে পৌছন '২৯-এ, অর্থাৎ ঠিক যখন অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের দলে দলে গুলাগে পাঠানো হচ্ছিল। তখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আশু প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন, শতকরা একশো ভাগ অনুগত ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা, যারা নিজের হাত দিয়ে কাজ না করে হবে উৎপাদনের হর্তাকর্তা এবং সোভিয়েত ব্যবসাদার। ঐ সময় তখনো সৃষ্টি না হওয়া শিল্পের সুউচ্চ চূড়াগুলি ছিল অনধিকৃত। শিল্প আকাদেমিতে জে-ভ'র শ্রেণীর ছাত্রদের অদৃষ্টে ছিল ঐ চূড়াগুলির অধিকার। জে-ভ'র জীবন হল জয়ের মালার সারি, যেন পর্ব্বতশৃঙ্গকে জড়াতে চায় এমন এক ফুলের মালা। ১৯২৯—'৩৩ সালগুলি গৃহযুদ্ধজনিত শ্রান্তিময় কাল। এ গৃহযুদ্ধে ১৮—'২০-এর গৃহযুদ্ধের মত তাচান্‌কা (মেশিনগান বসানো ঘোড়ার গাড়ি) ব্যবহৃত হয়নি। এ যুদ্ধের হাতিয়ার ছিল পুলিশের পোষা কুত্তা। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সুদীর্ঘ সারি শহরে পালানোর আশায় রেল স্টেশনের দিকে পা বাড়াত। ওদের ধারণা শহরেই খাদ্যশস্য মজুদ আছে। কিন্তু ওদের রেলের টিকিট দেওয়া হত না; ওরা ঘরেও ফিরতে পারত না। ফলে ঘরে কাটা সুতোয় তৈরী কোট গায়ে এবং গাছের ছালের জুতো পায়ে অনুগত মানুষের স্তূপ পড়ে থাকত স্টেশনের বেড়ার নিচে। ঠিক ঐ সময় জে-ভ শুধুই জানতেন না শহরে মানুষদের জন্য রুটির বরাদ্দ আছে, কায়িক শ্রমিক যখন মাসে ষাট রুবল মাত্র পেত উনি তখন ছাত্র হিসাবে মাসে ন'শো রুবল জলপানি পেতেন। তিনি ততদিনে পদযুগল থেকে গ্রামাঞ্চলের ধূলি ঝেড়ে ফেলেছিলেন। গ্রামের দুঃখে আর প্রাণ কাঁদত না। তাঁর জীবন তখন অন্য কোথাও বিজেতা ও নেতাদের মাঝে মাথা উঁচু করছে।

উনি জীবনে যে প্রথম সুযোগ পেলেন তা এক মামুলি ফোরম্যান হওয়ার সুযোগ নয়। পরীক্ষা পাশ করার সাথে সাথে এমন এক পদে নিযুক্ত হলেন যেখানে তাঁর নিচে ছিল কয়েক ডজন ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েক হাজার শ্রমিক। তিনি মস্কোর উপকণ্ঠে এক বিরাট নির্মাণ প্রকল্পের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতেই সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতিও পেয়েছিলেন। যুদ্ধকালে তাঁর বিভাগসহ তাঁকে আল্‌মা-আটাতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ইলি নদীর উপর একটি বৃহত্তর নির্মাণ প্রকল্প দেখা-শোনার ভার পান। কিন্তু এই প্রকল্পে তাঁর সব শ্রমিকই ছিল বন্দী। অবশ্য ধূসর পোষাকে আচ্ছাদিত ঐ নগণ্য লোকগুলিকে দেখে তাঁর

ভাবের ব্যত্যয় ঘটত না। নতুন মূল্যায়ণ করা বা খুঁটিয়ে দেখার প্রবৃত্তিও হয়নি। যে অত্যুজ্জ্বল কক্ষপথে তিনি বিচরণ করতেন তার সার্থকতা ছিল পরিকল্পনার রূপায়ণে এবং পরিকল্পিত মোট সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনয়। ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য কোন একটি বিশেষ নির্ম্মাণ ইউনিট বা শিবির অথবা সুপারিনটেনডেণ্টকে শাস্তি দেওয়াই জে-ভ'র পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তারপর কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ তাদের মাথাব্যথা। ঐ জন্য তাদের কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে বা কত রসদ জোটাতে হবে, এ সব চিন্তা তাঁর নয়।

যুদ্ধসীমা থেকে বহু দূরে যুদ্ধের বছরগুলিই জে-ভ'র জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর। যুদ্ধের একটি শাশ্বত এবং সার্ব্বজনিক সত্য হল, এক প্রান্তে দুঃখ যত তীব্র হয় অপর প্রান্তে আনন্দও তত উপচে পড়ে। জে-ভ'র কেবল ভালকুত্তার মত চোয়ালই ছিল না, সুপটু, উদ্যমী এবং কার্য্যকরী বুদ্ধিও ছিল। কালহরণ না করে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্থনীতির নতুন যুদ্ধকালীন ছন্দে চলা সুরু করলেন। তখন সবকিছুর লক্ষ্য, যুদ্ধে জয়লাভ। দাও আর নাও, যুদ্ধ সব বাকি বকেয়া তামাদি করে দেবে। যুদ্ধের প্রতি তিনি সামান্য একটু অর্ঘ্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন,—স্যুট আর নেকটাই ছেড়ে খাকি রঙের জেনারেলের পোষাক আর অর্ডার দিয়ে তৈরি ক্রোম চামড়ার বুট ধরেছিলেন। ঐ পোষাকেই উনি আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অবশ্য তখন ঐ পোষাকও কেতাদুরস্ত ধরা হত, কেউ অস্বাভাবিক মনে করত না। তাছাড়া পোষাকটি যুদ্ধাহতদের উষ্মা বা নারীজাতির ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টি আহ্বান করত না।

স্ত্রীলোকরা তাঁকে অন্য নজরে দেখত। ওরা তাঁর কাছে আসত ভাল খাবার খেতে আর কিছু মজা লুটে শরীর উত্তপ্ত করতে। ওঁর হাত দিয়ে বিস্তর উটকো টাকা গলে যেত। হাত খরচের টাকায় ব্যাগ ফেটে পড়ার উপক্রম হত। দশ রুবলের নোটের মূল্য ওঁর কাছে কয়েক কোপেক-এর বেশী নয়। হাজার রুবলের মূল্য এক রুবল মাত্র। জে-ভ সে টাকা গুণতেন না, জমাতেন না, বা খরচা করে আফশোশ করতেন না। তিনি কেবল তাঁর হাত দিয়ে উতরে যাওয়া মেয়েদের, বিশেষতঃ যাদের 'ছিপি নিজের হাতে খুলেছেন', হিসাব রাখতেন। তিনি এটি মস্ত বড় খেলা মনে করতেন এবং কুঠরীতে এইজন্য দুঃখ করেছিলেন যে মেয়েদের সংখ্যা ২৯০ পেরোলেও ৩০০ পেরোয়নি। তখন যুদ্ধের সময়, মেয়েরা একাকী এবং একঘেঁয়ে বোধ করত। ওঁর ছিল অর্থ এবং ক্ষমতার সাথে রাসপুটিনের মত পুরুষত্ব,—এই বিষয়ে ওঁর শ্লাঘা বিশ্বাসযোগ্য। উনি একের পর আর এক কাহিনী বলতে প্রস্তুত ছিলেন, কেবল আমরা শুনতে আগ্রহী ছিলাম না। লোভী যেমন খেতে বসে একটি মাছ নিয়ে তার সব চিবিয়ে, চুষে শেষ করেই আর একটির দিকে হাত বাড়ায়, যুদ্ধ শেষের বছরগুলিতে তেমন উৎকণ্ঠার কারণ না থাকলেও তিনি একটি মেয়েকে উন্মত্তের মত বাগিয়ে

ধরেছেন এবং সব গ্রাস করে তাকে দূরে ছুড়ে দিয়েছেন,—অপরটির দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত।

নিজের বন্য বরাহের মত সতেজ দাপাদাপির সামনে পদার্থ মাত্রের নমনীয়তা সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত। (কুঠরীর মধ্যে কখনো বিশেষ উত্তেজিত হলে উনি বন্য বরাহের মত দাপাদাপি করতেন, যেন পথে কোন গাছ পড়লে তাকে উপড়িয়ে দেবে) যেখানে নেতারাও তাঁর ধরনের মানুষ, সেখানে তাঁর খুসিমত চুক্তি করায় বাধা ছিল না এবং সুবিধামত দুষ্কর্ম করে তাকে চাপা দেওয়ার সুযোগও ছিল। এমন পরিবেশ ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সাফল্যের সাথে সাথে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানতে পারলেন '৩৬-এর এক পার্টিতে মাতাল অবস্থায় তিনি হেলাভরে যে কাহিনী শুনিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হচ্ছিল। আরও অভিযোগ এবং চরের সাক্ষ্য তার সাথে যুক্ত হয়েছিল। (মেয়েদের রেস্তোঁরায় নিয়ে গেলে সব ধরনের মানুষই তা লক্ষ্য করে) অপর এক বিবরণে বলা হয়েছে, '৪১-এ মস্কো ত্যাগের অনিচ্ছার মূল কারণ তিনি জার্মানদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। প্রকৃতই তিনি প্রয়োজনের অধিক কাল মস্কোয় রয়ে গিয়েছিলেন, যার আপাত কারণ কোন এক মহিলা। কাজকর্মের দিকে খর দৃষ্টি রাখলেও জে-ভ ৫৮ অনুচ্ছেদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তবুও হয়ত তুষার ঝঞ্ঝায় পড়তেন না, যদি না অতি আত্মবিশ্বাসের ফলে এক সরকার পক্ষের উকিলের বাগানবাড়ির ইমারতী দ্রব্য সরবরাহ করতে নারাজ হতেন। ঐ ঘটনাই তাঁর বিরুদ্ধে সুপ্ত মামলাটি জাগিয়ে দিল। মামলা গড়াতে থাকল। (নীল টুপি-ধারীদের স্বার্থহানি থেকে সুরু হওয়া মামলাব এটি আর একটি দৃষ্টান্ত)।

বিশ্বের ব্যাপ্তি সম্পর্কে জে-ভ'র ধারণার আন্দাজ এই কথাটি থেকে পাওয়া যাবে যে, তিনি বিশ্বাস করতেন কানাডীয় নামে একটি ভাষা প্রচলিত আছে। দু'মাস আমাদের কুঠরীতে থাকার সময় তিনি একটি গোটা বই ত' পড়েনই নি, একটি পৃষ্ঠাও সম্পূর্ণ পড়েননি। এক-আধটি অনুচ্ছেদ পড়লে, তা কেবল জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে নিরানন্দময় ভাবনা কাটাতে পড়েছেন। কথাবার্তা থেকে বোঝা যেত, মুক্ত জীবনে পড়েছেন আরও কম। তিনি জানতেন, পুশকিন শুধু ভাঁড়ামির গল্পই লিখেছেন। টলস্টয় সম্পর্কে জানতেন, সম্ভবতঃ তাঁর এই জ্ঞানটি ভুল নয়,—টলস্টয় রুশ লোকসভার সদস্য ছিলেন!

অপর পক্ষে তাঁকে একশো ভাগ খাঁটি এবং অনুগত কমিউনিস্ট বলা চলে কি? পাল্‌চিনস্কি, ফন্‌ মেক্‌ ইত্যাদির পরিবর্তে যে সমাজ সচেতন সর্বহারা বসানোর কথা, উনি কি তাদেরই প্রতিনিধি? অদ্ভুত শোনালেও বলতে হয়, অবশ্যই তিনি তা নন। একবার ওঁর সাথে যুদ্ধের গতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, আমরা

জার্মানদের পরাস্ত করতে পারব এ বিষয়ে যুদ্ধের সুরুতেই আমার সন্দেহ ছিল না। উনি বিশ্বাস করলেন না। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রত্যুত্তর করলেন, "চুপ করো, বাজে বকো না।" এইবার দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বললেন, "ওঃ, শাশা, আমি যে জানতাম জার্মানরা জিতবেই! তাই ত' সর্ব্বনাশ হল!" অবশেষে! 'বিজয় সংগঠকদের' একজন হয়েও ওঁর জার্মানদের জয়ে বিশ্বাস প্রতিদিন দৃঢ় হয়েছে এবং উনি তাদের অনিবার্য্য আগমনের অধীর প্রতীক্ষা করেছেন। ওঁর বিশ্বাস জার্মান-প্রীতি প্রসূত নয়, বরং আমাদের অর্থনীতিতে সুস্থ অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত। (এ বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায় আমি সবকিছুই বিশ্বাস করতাম)।

কুঠরীর সবাই অত্যন্ত মনমরা হয়েও কেউ জে-ভ'র মত ভেঙ্গে পড়িনি, গ্রেফতারকে অত বিরাট সর্ব্বনাশ মনে করিনি। উনি আমাদের থেকে জেনেছিলেন যে উনি দশ বছরের বেশী সাজা ত' পাবেনই না, দণ্ড শিবিরে থাকাকালীন হয়ত কাজ-কর্ম্ম দেখা-শোনার ভার পাবেন এবং যে কষ্ট ওঁর সারা জীবনে কখনো সহ্য করতে হয়নি শিবিরেও তা করতে হবে না। উজ্জ্বল জীবন ধ্বংসের সাথে সাথে উনিও অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলেন, কারণ বিগত ছত্রিশ বছরে একমাত্র নিজের জীবন ছাড়া আর কারো জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হননি। তাই প্রায়ই টেবিল সামনে নিয়ে খাটিয়ায় বসে মোটাসোটা মাথাটি ছোটখাট হৃষ্টপুষ্ট হাতের উপর ভর দিয়ে উদাস চোখে ঘুমপাড়ানি সুরে আস্তে আস্তে গাইতেন:

ছেলেবেলায় সবাই আমায়
গেল ভুলে,
রইলাম আমি পড়ে, একলা
অনাথ ছেলে।

গান শেষ করতে পারতেন না। ঐটুকু গেয়েই বেশ জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। চারপাশের দেওয়াল ভেঙ্গে অক্ষম বিস্ফোরণোন্মুখ শক্তিকে অন্তর্মুখী করে আত্মকরুণায় নিয়োজিত করতেন।

এর উপর ছিল স্ত্রীর প্রতি করুণা আকর্ষণের চেষ্টা। প্রতি দশম দিন (তার থেকে ঘন ঘন অনুমতি পাওয়া যেত না) ওঁর দীর্ঘকাল প্রেমবঞ্চিতা স্ত্রী প্রচুর উপাদেয় খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসতেন,—সবচেয়ে সাদা রুটি, মাখন, মশলা দেওয়া মাছ, বাছুরের মাংস, স্টার্জন মাছ ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যেককে একটি করে স্যাণ্ডউইচ আর একটু তামাক দিয়ে উনি খাবার সাজিয়ে বসতেন। বুক গুপ্ত-সিপ্লকর্ম্মী ফাস্তেহোর নীলচে আলুর সাথে সে খাবারের গন্ধ আর রঙের তফাত অত্যন্ত তীব্র হত। ওঁর চোখে তখন দ্বিগুণিত অশ্রুধারা নামত। কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর অশ্রুপাত বছরের পর বছর অশ্রুপাতের কথা স্মরণ করতেন,—হয়ত মহিলা ওঁর প্যান্টের পকেটে

আর কারো উদ্দেশ্তে রচিত প্রেমের বাণী পেয়েছেন, বা ওঁর ওভারকোটের পকেটে কোন স্ত্রীলোকের অন্তর্বাস পেয়েছেন। গাড়িতে উঠবার সময় উনি তাড়াহুড়াতে অন্তর্বাসটি পকেটে পুরে, সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

এ ভাবে আত্মদহনের সময় ওঁর দুষ্ট শক্তির আবরণ খসে যেত। আমাদের সামনে থাকত একটি ধ্বংস হওয়া ভাল মানুষ। উনি অত কাঁদতে পারতেন দেখে আশ্চর্য হতাম। গোছা গোছা পাকা চুলওলা সহকয়েদী আর্নল্ড সুসি (ও এন্তোনীয়) আমাকে বুঝিয়েছিল: "নিষ্ঠুরতা ভাব-প্রবণতার সাথে হাত ধরাধরি করে চলে কারণ একটি অন্যটির পরিপূরক। উদাহরণ স্বরূপ বলি, নিষ্ঠুরতা এবং ভাব-প্রবণতার সমন্বয়ই জার্মান জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।"

বেঁচে থাকতে মুক্তি পাওয়ার আশা ত্যাগ করলেও ফাস্তেক্কোই কুঠরীর সবচেয়ে ফূর্তিবাজ মানুষ ছিলেন। এক হাতে আমার কাঁধ জড়িয়ে বলতেন:

সত্যের তরে উঠে দাঁড়ানো অনেক সহজ কাজ,
সত্যের তরে পচতে জেলে মাথায় পড়বে বাজ।

অথবা তিনি জার আমলের কঠিন-শ্রম কারাগারের গানটি গাইতে শেখাতেন:

খনির তলায় নয় কারাগারে
যদি শেষ হয়ে যাই,
আমাদের কথা আগামী দিনে
চাপা রবে নাকো ভাই।

আমিও ও' তাই বিশ্বাস করি! আশা, এই গ্রন্থ বিশ্বাসকে সত্যে রূপান্তরিত করবে।

[]

বাইরে যাওয়ার দিনগুলিতে কুঠরীর ষোল ঘণ্টাবাঁধা দিন ছেঁটে হ্রস্ব করে দেওয়া হত। ঐ দিনগুলিতে এত আনন্দ লাগত যে, ট্রলিবাসের জন্য সামান্য পনেরো মিনিট প্রতীক্ষাও বিরক্তিকর মনে হত। বাইরে তেমন মন দেওয়ার মত কিছু না ঘটলেও সন্ধ্যায় কুঠরীতে ফিরে আফশোস হত, কত তাড়াতাড়ি দিন কেটে গেল। ঐ দিনগুলির বহু ঘটনাবলী অকিঞ্চিৎকর হলেও জীবনে প্রথম অণুবীক্ষণের মাধ্যমে ওদের দেখতে শিখলাম।

সবচেয়ে কষ্টকর ছিল দিনের প্রথম দু'ঘণ্টা। দরজার তালায় চাবি ঝনঝন করতেই (লুবিয়াঙ্কায় কুঠরীর দরজায় 'জাবনার পাত্র'[১০] থাকত না। ফলে পাহারাদারদের দরজা খুলে হাঁকতে হত: "ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়েছে!") আমরা

বিছানা গুটিয়ে তার উপর বসতাম। তখনো একটি বিজলী বাতি জ্বলছে। মনে ফাঁকা অসহায় ভাব দেখা দিত। তখনো ঘুমের ফলে মস্তিষ্ক অলস। কুঠরীতে একটুও বাতাস নেই। ভোর ছ'টায় জবরদস্তি উঠিয়ে দেওয়ার জন্য মনে হত সারা পৃথিবী বিস্বাদ এবং জীবন দুর্বিসহ। সারা রাত জিজ্ঞাসাবাদের দরুন হয়ত তখনই সবে ঘুমিয়েছে এমন বন্দীকে তুলে দেওয়া সত্যিই ক্রূর পরিহাস মনে হত। কিন্তু বাড়তি ঘুম চুরি করবেন না। দেওয়ালে অল্প হেলান দিয়ে, টেবিলে হেলান দিয়ে দাবার ছক দেখার ভাণ করে বা কোলের উপর খুলে রাখা বই পড়ার ছল করে ঝিমুলে পাহারাদার একবার দরজায় চাবি দিয়ে আঘাত করে সতর্ক করে দেবে। তাতে কাজ না হলে আওয়াজ-বহুল তালাসহ দরজাটি নিঃশব্দে খুলে যাবে; (লুবিয়াঙ্কার কারারক্ষীরা ঐভাবে দরজা খুলতে বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত) এবং একটি ছোকরা সার্জেন্ট প্রেতের মত নিঃশব্দ, তড়িৎগতিতে কুঠরীর মধ্যে তিন পা এগিয়ে আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খপ করে ধরে শাস্তি কুঠরীতে ঠেলে দেবে। কিংবা কুঠরীর সবার বই পড়ার বা দৈনিক পায়চারির সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেবে। ভেবে দেখুন, সবার কী নিষ্ঠুর শাস্তি। এর উপরেও কত শাস্তি কালো হরফে ওদের কারা-আইনে লেখা আছে। শুধু পড়ে দেখুন! প্রত্যেক কুঠরীতে সে আইন টাঙ্গানো থাকে। কিন্তু পড়তে যদি চশমা লাগে ত' দিনের প্রথম ঐ উপবাসী ঘণ্টায় কোন বই বা পবিত্র কারা-আইন পড়ার চেষ্টা করে কাজ নেই। ওরা রাতে চশমাগুলি নিয়ে নিত আর যখন ঐ দু'ঘণ্টায় কুঠরীতে কেউ কিছু আনে না বা অন্য কেউ কুঠরীতে আসে না তখন চশমা ব্যবহার করা 'বিপজ্জনক' বই কি। ঐ সময় কেউ কিছু প্রশ্ন করত না বা ডেকে পাঠাত না,—জিজ্ঞাসাবাদকারীরাই তখন সুখনিদ্রায় নিমগ্ন। তখন কারা-প্রশাসন সব চোখ মেলছে, জাগছে। একমাত্র ভেতুর্খাই[১৪] বা চাবি ঘোরানোর দল তখন সক্রিয় এবং সতেজ। প্রতি মিনিটে ওরা চোর চাউনির গর্তের ঢাকা তুলে লক্ষ্য করে।

ঐ দু'ঘণ্টায় একটি নিয়ম পালিত হত: প্রাতঃকালীন শৌচাগার গমন। আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে পাহারাদার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করত। কুঠরীর বাসিন্দাদের মধ্যে কার সেদিন মলমূত্রের বালতি বার করে দেওয়ার পালা ও বলে দিত। (দূরাঞ্চলের সাধারণ কারাগারে বন্দীদের এই প্রশ্ন সমাধান করার মত যথেষ্ট বাক স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকত। কিন্তু মুখ্য রাজনৈতিক কারাগারের অত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ত' ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না) অতএব সবাইকে হাত পিছনে রেখে সারি বেঁধে দাঁড়াতে হত। সারির সামনে দায়িত্বশীল শৌচ-বালতি-বাহক ঢাকনি দেওয়া, বুক সমান উঁচু, দু'গ্যালন টিনের বালতি বইত। গন্তব্যস্থলে পৌঁছন'র পর সবাইকে আবার তালাবন্ধ করে দেওয়া হত। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে দুটি রেল টিকিটের

আয়তনের একটি কাগজের টুকরো পেয়ে গিয়েছে। (লুবিয়াঙ্কার এই পর্ব্বটি বিশেষ মজার নয়। ওখানে পরিষ্কার সাদা কাগজ দেওয়া হত। লুবিয়াঙ্কা ব্যতীত অনেক মনোমুগ্ধকর কারাগারে বইয়ের পাতাও দিত, পড়ার মত পাতা। প্রথমতঃ আন্দাজ করতে হত পাতাটি কোন বই থেকে ছেঁড়া হয়েছে। পাতাটির দু'পিঠ পড়ে বিষয়বস্তু হজম করে হয়ত মুন্সিয়ানার তারিফ করতে লেগে গেলেন। হয়ত পাতাটি এমনভাবে ছেঁড়া হয়েছে যে কয়েকটি শব্দের মাঝামাঝি কাটা পড়েছে। সে ক্ষেত্রে সহবন্দীর সাথে পৃষ্ঠা বিনিময় করে শব্দ মেলাতে হত। কখনো প্রগতিশীল 'গ্রানাৎ বিশ্বকোষের' পৃষ্ঠা পাওয়া যেত। আবার কখনো, বলতে খারাপ লাগছে, হয়ত কোন অমূল্য সাহিত্যের পৃষ্ঠা পাওয়া গেল। অমূল্য সাহিত্য বলতে আমি অবশ্যই সাহিত্যিকদের চিঠিপত্র বোঝাচ্ছি না। এইভাবে শৌচাগারে যাওয়া জ্ঞানার্জ্জনের উপায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল)।

কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গটি আদৌ হাসি তামাশার নয়, কারণ বিষয়টি এমন এক স্থূল প্রয়োজন সম্পর্কিত যা সাহিত্যে অপাংক্তেয় (অবশ্য কোথাও অদ্ভুত চালাকি করে বলা হয়েছে, সে হবে অমর যে প্রাতঃকালে ··)। কারা-দিবসের ঐ তথাকথিত স্বাভাবিক সুরুর মধ্যে যে ফাঁদ লুকানো থাকত তা বন্দীকে সারাদিন চেপে ধরত। ও ফাঁদ তার চেতনার; তার চেতনায় আঘাত করত। কারা-জীবনে কায়িক শ্রমের অভাব, খাদ্যের কৃপণ বরাদ্দ এবং নিদ্রাজনিত পেশীর আরামের জন্য ঘুম থেকে ওঠা মাত্র মানুষের পক্ষে প্রকৃতির হিসাব মিটানোর অসুবিধা হত। তাছাড়া ওরা অল্প পরেই বন্দীদের কুঠরীতে ফেরত পাঠিয়ে সন্ধ্যা ছ'টা অবধি (কোন কোন জেলে পরদিন ভোর ছ'টা অবধি) আটকে রাখত। তখনই আপনি দ্রুত অগ্রসরমান দিনের বেলা জিজ্ঞাসাবাদের কথা চিন্তা করে এবং মানসচক্ষে দিনের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে রুষ্ট হতে সুরু করেন,—বরাদ্দ রুটি, পাতলা খিচুড়ি আর জল খেতে হবে, অথচ সেই গৌরবময় স্থানটিতে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে না যেখানে স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের মূল্য বুঝতে মুক্ত মানুষ অপারগ। দৈনিক প্রাতঃকালীন শৌচাগার গমনের অল্প পরে ঐ দুর্বল করে দেওয়া জৈব চাহিদার তাগিদ পাওয়া যেত এবং তা বন্দীকে সারাদিন কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছু পড়া, চিন্তা করা, কিছু বলা বা সামান্য কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও হরণ করত।

কুঠরীর বন্দীরা প্রায়ই আলোচনা করত লুবিয়াঙ্কা এবং অন্যান্য কারাগারের প্রথা এবং কার্যক্রম সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা না ঘটনাপ্রবাহ প্রসূত? আমি মনে করি, এ ব্যাপারে উভয় উপাদানের সংযোগ হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শয্যাত্যাগের সময়টি দুরভিসন্ধিমূলক বাকি প্রথাগুলি প্রথমে স্বয়ংসম্ভূত হলেও (জীবনের বহু নিষ্ঠুরতা সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে) পরে তাদের উপকারিতা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং

পাকাপাকি ওদের প্রয়োগ হতে থাকে। সকাল আটটা এবং রাত আটটায় পাহারাদার পাল্টাত। পাহারাদারদের পালা বদলের মুখে বন্দীদের শৌচাগারে নিয়ে যাওয়াই সুবিধা। দিনের মাঝামাঝি কোন বন্দীকে ঐ কাজ করতে দেওয়ার অর্থ বাড়তি নিরাপত্তার দায় এবং ঝঞ্ঝাট পোয়ানো যার জন্য বাড়তি মাইনে পাওয়া যেত না। চশমা সম্পর্কেও একই কথা। ভোর ছ'টার সময় চশমার কী প্রয়োজন? বরং পাহারা বদলের আগে চশমাধারীদের চশমা ফেরত দিলেই হল।

একের পর একটি দরজা খোলার আওয়াজ কানে আসত। বুঝতাম, ওগুলি নিয়ে এসেছে। পাশের কুঠরীর কেউ চশমা পরে কিনা, আন্দাজ করতে পারতাম। তবু দেওয়ালে টোকা মেরে বাণী পাঠানোর সাহস করতে পারতাম না। ও চেষ্টা করলে কঠিন সাজা হত। কয়েক মুহূর্ত পরে ওরা আমাদের কুঠরীতেও চশমা নিয়ে আসত। ফাস্তেক্সো শুধু পড়ার জন্য চশমা ব্যবহার করতেন। কিন্তু সুসির সব সময় চশমা দরকার। চশমা না পরলে ওর অনবরত চোখ পিট পিট করা থামত না: চোখের উপর সরল রেখার সারি এবং শিং এর তৈরী চশমার জন্য ওর মুখটি অত্যন্ত রাশভারী দেখাত। মনে হত, বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন উচ্চ শিক্ষিত মানুষের মুখ। বিপ্লবপূর্ব্ব যুগে ও পেত্রোগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং শব্দতত্ত্ববিভাগে পড়াশুনা করেছিল। স্বাধীন এস্তোনিয়ায় বিশ বছর থাকাকালীন ও বিশুদ্ধতম রুশ বাচন-ভঙ্গীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং যে-কোন রুশভাষীর মতই রুশ বলতে পারত। পরে তার্তুতে থাকাকালীন ও আইন পড়েছিল। এস্তোনীয় ছাড়া ও ইংরাজী এবং জার্মান বলতে পারত এবং ঐ বছরগুলিতে লণ্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইকনমিস্ট' এবং বিজ্ঞান বিষয়ক জর্ম্মান 'বেরিথতে' সারাংশ পড়ত। ও বহুদেশের সংবিধান এবং আইনকানুনও শিখেছিল। ও এস্তোনিয়ায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিল; তখন ওর নাম-করণ হয়েছিল 'কুলদস্থ' অর্থাৎ সুবর্ণ-রসনার অধিকারী। ও আমাদের কুঠরীতে সংযত এবং যথাযথভাবে ইউরোপের প্রতিনিধিত্ব করত।

বারান্দায় নতুন কাজের সাড়া পাওয়া গেল। ধূসর আলখাল্লা গায়ে এক হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান স্বাধীন মজদুর,—ও নিশ্চয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে যায়নি,—একটি ট্রেতে আমাদের পাঁচজনের বরাদ্দ পাউরুটি আর দশটি চিনির ঢেলা নিয়ে এল। যদিও আমরা অনিবার্য্যভাবে ঐ খাবারগুলির জন্য লটারি করতাম,—ঐ খাদ্যের প্রতিটি কণা ছিল মূল্যবান: রুটির সর্ব্বনিম্নাংশ এবং ছোট টুকরোগুলি এমনভাবে কাটা হয়েছে কিনা যাতে প্রত্যেক অংশের ওজন সমান হয়; রুটির মাথার সাথে কিছু ভিতরের অংশও লেগে আছে কিনা; এই জটিল হিসাব-নিকাশ সহজ করার জন্যই লটারি করা হত,[১৫]—আমাদের মধ্যে সয়কারের পোষা পায়রাটি তার অপেক্ষা না করে খাবারের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ও মনে করত, অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের

জন্তও খাবারগুলি হাত দিয়ে ধরলে রুটি এবং চিনির অণু পরমাণু হাতের চেটোয় লেগে থাকবে।

না-ফোলা, ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, অর্দ্ধেক আলুর ময়দায় ঠাসা ঐ এক পাউণ্ড রুটিই ছিল আমাদের মুখ্য দৈনন্দিন ঘটনা এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তখন সবে দিন সুরু হয়েছে, জীবন সুরু হয়েছে ঐ-ভাবে। সবার অসংখ্য সমস্যা। আপনি কি আপনার গতকালের রুটির বরাদ্দ ঠিকমত ভাগ করেছিলেন? আজকের রুটি কি সুতো দিয়ে কাটবেন? লোভীর মত খেতে সুরু করবেন, না ধীরে সুস্থে এক এক টুকরো খাবেন? চায়ের অপেক্ষা করবেন, না পাওয়ামাত্র খেয়ে ফেলবেন? কিছু অংশ রাতে খাওয়ার জন্য তুলে রাখবেন, না দুপুরের খাওয়ার সাথে সব শেষ করে দেবেন? রাখলে, কতটা রাখবেন?

ঐ দুর্ভাগ্য সমস্যাগুলির সাথে সাথে চলত তর্কাতর্কি আর আলোচনা; রুটি হাতে পেয়ে আমরা মনুষ্যত্ব এবং জিহ্বার স্বাধীনতা ফিরে পেতাম। ময়দার চেয়ে বেশী জলে ভরা এক পাউণ্ড রুটি আমাদের বিতর্ক উস্কিয়ে দিত। প্রসঙ্গতঃ বলি, কাস্তেস্কো বলে ছিলেন মস্কো শহরের শ্রমিকরাও তখন ঐ রুটি পেত। মোটামুটি বলা চলে, ঐ রুটিতে প্রকৃত রুটির উপাদান থাকত না। ময়দার অতিরিক্ত যে সব 'বর্দ্ধক' পদার্থ থাকার কথা, তাও থাকত না। ফলে প্রতি কুঠরীতে একজন 'বর্দ্ধক' বিশেষজ্ঞের দেখা মিলত, কারণ বিগত যুগগুলিতে ওরা ত' আসল রুটি খেয়েছে। সুতরাং স্মৃতিচারণ এবং আলোচনা সুরু হয়ে যেত: দ্বিতীয় দশকে গোল, তাজা স্প্রিংয়ের মত, ভিতরে স্পঞ্জের কেকের মত নরম, মাখনের মত মসৃণ, বাদামী-লাল রঙের উপরের ছাল আর নিচের ছালে উনুনের কয়লার গুঁড়ো লাগা সাদা ময়দার যে পাউরুটি ওরা সেঁকেছে, তা চির-কালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বন্ধুগণ, এটি নিষিদ্ধ বিষয়! খাদ্যের বিষয়ে একটি কথাও বলা চলবে না।

বারান্দায় আবার পায়ের শব্দ হয়,—চা নিয়ে আসছে। ধূসর আলখাল্লা গায়ে একজন বলিষ্ঠ যুবক বালতি নিয়ে আসছে। আমরা বারান্দায় টিপট বাড়িয়ে দিই। মুখবিহীন বালতি থেকে সোজা টিপটে ঢালতে গিয়ে নিচের ফরাশে, শেষে মেঝেতে চা পড়ে গোটা বারান্দা প্রথম শ্রেণীর হোটেলের মত চকচক করতে থাকে।[১৬]

এই হল আমাদের যা খেতে দিত তার বিবরণ। আমরা রান্না করা খাবার পেতাম দুপুর একটা আর বিকেল চারটেয় — অর্থাৎ প্রথম বারের খাওয়া হজম হতে না হতেই দ্বিতীয়বার। দিনের বাকি বেশ ঘণ্টা ঐ খাওয়ার স্মৃতি রোমন্থন করে কাটান না? অবশ্য এ ব্যবস্থার জন্য কারা-কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলে না। আসলে রসুইঘরের কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে চলে যেতে চাইত।

সকাল ন'টায় গুণে দেখার সময়। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে সশব্দে চাবি

ঘোরানো আর দরজায় সজোরে আঘাতের শব্দ কানে আসত। অবশেষে প্রত্যেক তলার ভারপ্রাপ্ত একজন লেফটেনান্ট কুচকাওয়াজ করতে করতে কুঠরীতে ঢুকত। তার ভাবভঙ্গী এত সিধে যেন 'সাবধান' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'পা এগিয়ে এসে ও আমাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাত। আমরা উঠে দাঁড়াতাম, তখন মনে থাকত না যে এক সময় রাজনৈতিক বন্দীদের উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হত না। গুণে দেখা একটা কাজই নয়। ও এক নজরেই তা করতে পারত। কিন্তু তখনই অধিকার পরীক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। পুরোপুরি না জানা থাকলেও, আমাদের কিছু অধিকার ছিল। লেফটেনান্টের কাজ সেগুলি গোপন রাখা। ওর তাই চাকরি। ফলে লুবিয়াঙ্কার যাবতীয় শিক্ষার এক যান্ত্রিক অভিব্যক্তি হত : ওর মুখে মনের প্রতিফলন হত না, পেশীর কুঞ্চনও হত না ; ও একটিও বাড়তি কথা বলত না।

আমরা কোন অধিকারগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম শুনবেন? জুতো মেরামত করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করার এবং ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎকার প্রার্থনার অধিকার ছিল। অবশ্য সত্যিই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তার প্রতিফলে আনন্দিত হওয়ার হেতু ছিল না। লুবিয়াঙ্কার যান্ত্রিক ব্যবহার অত্যন্ত অদ্ভুত লাগত। লেফটেনান্ট জিজ্ঞেস করত না, "তোমার কী হয়েছে?" এ প্রশ্ন করলে অনেকগুলি কথা বলতে হয় এবং মুখের পেশীর কুঞ্চন ছাড়া তা বলা অসম্ভব। ও কাটা ছাঁটা প্রশ্ন করত। "অসুবিধা?" অসুখের বিষয় ঘটা করে বলতে গেলেই ও থামিয়ে দিত। তা ছাড়া অসুখ এবং তার চিকিৎসা, দুটিই ত' সহজ। দাঁত ব্যথা? তুলে ফেলো। আর্সেনিক পাওয়া যাবে। পোকা খাওয়া দাঁতের গর্ত বোজানো হবে? এখানে দাঁতের গর্ত বোজানো হয় না। (তার জন্য আবার অন্য কোন চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়, যদ্দারা কথঞ্চিত মানবোচিত পরিবেশ সৃষ্ট হওয়া সম্ভব।)

জেলখানার ডাক্তার জিজ্ঞাসাবাদকারী এবং জল্লাদের ডান হাত। প্রহৃত বন্দী মেঝের উপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথম ডাক্তারের কথা শুনতে পেত : "আপনি চালিয়ে যেতে পারেন, নাড়ী স্বাভাবিক আছে।" শাস্তি কুঠরীতে পাঁচ দিন পাঁচ রাত কাটানো বন্দীর বরফের মত জমে যাওয়া উলঙ্গ দেহ পরীক্ষার পরও ডাক্তার অভিমত দিত : "চালিয়ে যেতে পারেন।" প্রহারের ফলে বন্দী মারা গেলে ডাক্তার সার্টিফিকেটে লিখত, 'যকৃতের সিরোসিস্' অথবা 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগে'র দরুন মৃত্যু হয়েছে। মরণাপন্ন বন্দীর কুঠরীতে যাওয়ার জরুরী তলব পেয়ে ডাক্তার গড়িমসি করত এবং যে বন্দীর শ্বাস প্রশ্বাস অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে তাকে আর কারাগারে রাখা হত না।[১৭]

সরকারের পায়রাটি কিন্তু অধিকার সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল। (ও বলত, এগারো মাস ধরে ওর জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল, শুধু দিনের বেলায়) ও

কারাধ্যক্ষের সাথে দেখা করতে চাইল। কী, সারা লুবিয়াঙ্কার কারাধ্যক্ষের সাথে ? হ্যাঁ তাই। ওর নাম লিখে নিল। (সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট নিদ্রা সুরুর সময়ের পর, সব জিজ্ঞাসাবাদকারী ততক্ষণে নিজেদের দপ্তরে বসে গিয়েছে, ওর ডাক পড়ত। ও কিছু তামাক সাথে নিয়ে ফিরত) নিঃসন্দেহে নিতান্ত স্থূল প্রথা। সূক্ষ্মতর কিছু ওরা ভেবে উঠতে পারেনি। ১১১টি কুঠরীতে মাইক্রোফোন বসানো ব্যয়বহুলও বটে, তা ছাড়া সারা দিন ওতে কান পাতা অসম্ভব। কে ও কাজ করবে ? গুয়ের পায়রা পোষার খরচ অনেক কম তাই অনাগত দীর্ঘ ভবিষ্যতেও প্রথাটি চলবে। কিন্তু কামারেকো আমাদের হাতে বড্ড নাকাল হত। কখনো কখনো আড়ি পাতার জন্য এত চেষ্টা করত যে ওর গা বেয়ে ঘাম পড়ত। মুখ চোখ দেখে বুঝতাম ও আমাদের কথা-বার্তা বোঝেনি।

আমাদের আর একটি অধিকার ছিল: আবেদন করার। সার্ব্বিক স্বাধীনতা বর্জ্জনের সাথে আমরা সংবাদপত্র, সভা-সমিতি এবং ভোটদানের স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম। আবেদনের অধিকার ঐ হৃত স্বাধনতাগুলির বিকল্প। মাসে দু'বার সকালের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রশ্ন করত, "কে আবেদন করতে চায় ?" ও আবেদনেচ্ছুর বক্তব্য শুনত। ঠিক দুপুর বেলা প্রত্যেক আবেদনেচ্ছুকে একটি বাক্সের মত ঘরে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দেওয়া হত। বাক্সের মধ্যে আপনি যার উদ্দেশে খুসি আবেদন রচনা করুন: জনগণের পিতা, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতি, সর্ব্বোচ্চ লোকসভা, মন্ত্রী শ্রীবেরিয়া, মন্ত্রী শ্রীআবাকুমভ, অভিযোগকারী সরকার পক্ষীয় উকিল, সর্ব্বোচ্চ সমর-বিভাগীয় অভিযোগকারী উকিল, কারা-প্রশাসন অথবা অনুসন্ধান বিভাগ। গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদকারী এমন কি কারাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলত এবং প্রতি ক্ষেত্রেই আবেদনে কোন ফল হত না। হয়ত একটি ফাইলে গেঁথে রাখার পর যে সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারী আবেদনটি পড়ত সে আপনার জিজ্ঞাসাবাদকারী। অথচ তা প্রমাণ করার উপায় নেই। খুব সম্ভব জিজ্ঞাসাবাদকারীও পড়ত না, কারণ আবেদনটি পড়া যেত না। সাত সেঃ মিঃ চওড়া এবং দশ সেঃ মিঃ লম্বা বা তিন ইঞ্চি চওড়া এবং চার ইঞ্চি লম্বা অর্থাৎ প্রাতঃকালীন শৌচের জন্য যে কাগজ দেওয়া হত আয়তনে তার থেকে সামান্য বড় কাগজ, মাঝখানে ভাঙ্গা বা হুকের মত বাঁকানো কলম এবং জলের মত কালি আর আবর্জ্জনা ভর্ত্তি দোয়াতের সাহায্যে বড় জোর আঁচড় কাটা চলত। "আবে......" সস্তা কাগজে ঐ লেখাটুকু ছড়িয়ে যেত; "দন" অক্ষর দুটি "আবে"র সাথে এক সারিতে বসানো যেত না। সব লেখা অপর পিঠে ফুটে উঠত।

হয়ত আরও অধিকার ছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসার সে বিষয়ে নীরব থাকত। সত্যি বলতে, অধিকারগুলি না জানতে পারলেও আমাদের বিশেষ লোকসান হত না।

গোণা-গুণতি শেষ হয়ে দিন সুরু হত। কোথাও হয়ত ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদকারী

হাজির হয়ে গিয়েছে। পাহারাদার দরজায় চাবি ঘুরিয়ে বিরাট গোপনতার ভাব করে কেবল নামের আদ্যাক্ষর ধরে ডাকত: "কার নামের সুরুতে 'স' আছে?" অথবা, "কার নামের আদ্যাক্ষর 'ফ'?" বা "'ম' দিয়ে কার নাম সুরু হয়েছে?" প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রয়োগে বন্দীদের চট করে বুঝতে হত, বলির পাঁঠা হিসাবে তার নাম ধরেই হাঁকছে। কারা-কর্ম্মীর ভুল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই প্রথা নির্ব্বাচিত হয়েছিল। পাহারাদার একটি নাম ধরে ভুল কুঠরীতে ডাকলে হয়ত বন্দীরা জেনে যাবে তারা ছাড়া আরো কে জেলে আছে। সারা জেল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বন্দীরা অপর কুঠরীর খবর জানতে পারত। একটি কুঠরীতে যত বেশী সম্ভব বন্দী ভর্ত্তি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কারা-কর্তৃপক্ষ প্রায়ই বন্দীদের এক থেকে আরেক কুঠরীতে চালান করত; নতুন কুঠরীতে নবাগত তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে আসত। তাই পাঁচতলার বন্দী হয়েও আমরা দোতলার খুপরি আর বাক্স, অন্ধকার তেতলা যেখানে নারী বন্দীদের রাখা হত এবং ছ'তলার বৃহত্তম ১১১ নম্বর কুঠরী সম্পর্কে জানতে পারতাম। আমার আগে শিশু-সাহিত্যের রচয়িতা বন্দারিন আমাদের কুঠরীতে ছিলেন। আমাদের কুঠরীতে পৌঁছনর আগে যে তলায় নারী-বন্দীদের রাখা হত উনি সেখানে এক পোলিশ সাংবাদিকের সাথে ছিলেন। সাংবাদিকটি তার আগে ফিল্ড মার্শাল ফন্ পলাসের সহ-বন্দী ছিল। এইভাবে আমরা ফন্ পলাসের সব কথা জানতে পেরেছিলাম।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকের সময় পেরিয়ে যেত। যারা কুঠরীতে রয়ে যেত তাদের সামনে পড়ে থাকত দীর্ঘ, সুখপ্রদ, কাজের ভারে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত না হওয়া, সম্ভাবনায় উজ্জ্বল দিন। কাজের মধ্যে ছিল মাসে দু'বার গ্যাসের আগুন দিয়ে খাটিয়া বীজাণুমুক্ত করা। (লুবিয়াঙ্কার বন্দীর দেশলাই ব্যবহার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতে হত কখন চোর চাউনির গর্ত দিয়ে পাহারাদার উঁকি দেবে, আর আমরা সিগারেট ধরানোর জন্য আগুন চাইব। অথচ সেই লুবিয়াঙ্কাতেই বিনা দ্বিধায় গ্যাসের আগুন দিয়ে খাটিয়া পরিষ্কার করতে দেওয়া হত) সপ্তাহে একবার আমাদের বারান্দায় ডেকে নিয়ে ভোঁতা ক্লিপ দিয়ে দাড়ি ছেঁটে দেওয়া হত,—বলা হত ওটি একটি অধিকার অথচ কর্ত্তব্যের সাথে তার সাদৃশ্যটাই বেশী চোখে পড়ত। এক একজনকে কুঠরীর কাঠের মেঝে পরিষ্কার করার দায়িত্বও দেওয়া হত। জে-ভ সব সময় এই কাজ এড়িয়ে যেতেন; ইজ্জতে বাধত। অবশ্য যে-কোন কাজ সম্পর্কেই ওঁর একই আচরণ। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পেটে না পড়ার দরুন আমরা অল্পেই হাঁফিয়ে উঠতাম। নইলে ঐ কাজ করতে সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্য মনে করতাম। বেশ প্রাণবন্ত ফূর্তির কাজ,—দেহ পিছন দিকে টান রেখে খালি পায়ে বুরুশ চেপে ধরে এগিয়ে যাও, আবার পিছনে ফেরো। ঐভাবে সামনে-পিছনে, পিছনে-সামনে করতে করতে সব দুঃখ ভুলে যাও। মেঝে আয়নার মত চক চক করবে, যেন পোটেম্‌কিন কারাগার

মার্চ মাসের মাঝামাঝি ষষ্ঠ বন্দীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পর আমাদের ৬৭ নম্বর কুঠরীতে আর বন্দী বোঝাই করেনি। লুবিয়াঙ্কার সব কুঠরীতে কাঠের মাচা বাঁধা থাকত না বা মেঝেয় শুতে বাধ্য করত না। ওরা তাই আমাদের সবাইকে তোফা ৫৩ নম্বর কুঠরীতে বদলি করল। যাদের ঐ কুঠরী দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাদের একবার দেখতে পরামর্শ দেব। এ ত' কুঠরী নয়, সম্মানিত অতিথির নিদ্রার জন্য পৃথকীকৃত প্রাসাদকক্ষ! রাশিয়া বীমা কোম্পানী[১৮] ব্যয় সঙ্কোচের চিন্তা বর্জন করে ঐ অংশে ঘরের উচ্চতা রেখেছিল সাড়ে ষোল ফুট। রণাঙ্গনের প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় অধিকর্তা এই ঘরটি পেলে চারটি করে খুপরি সাজিয়ে তাতে একশোটি বন্দী ঠেসে দিতেন। আর জানালা? ঐ বিশাল জানালায় দাঁড়িয়ে পাহারাদার 'ফর্তোচ্‌কা' বা কব্জা লাগানো কাঁচের ঘুলঘুলির নাগাল পেত না বললেই হয়। জানালাটির একটি অংশ দিয়ে সাধারণ বাড়ির একটি চমৎকার জানালা হতে পারত। শুধু রিভেট করে আটকান ইস্পাতের পাতে জানালার চার পঞ্চমাংশ ঢাকা থাকত বলে বুঝতাম, আমরা সত্যিই প্রাসাদকক্ষের বাসিন্দা নই।

তবু আকাশ পরিষ্কার থাকলে কখনো কখনো জানালার ইস্পাত আবরণের উপর দিয়ে কোন জানালার কাঁচের শার্সির উপর অথবা সাততলা বা আটতলায় সূর্য্যকিরণের পাণ্ডুর প্রতিফলন চোখে পড়ত, আমাদের কাছে ঐ প্রতিফলনই আসল, তাজা, প্রিয় সূর্য্যালোক। চেয়ে চেয়ে দেওয়ালের গায়ে সূর্য্যালোকের আরোহণ লক্ষ্য করতাম। তার প্রতিটি পদক্ষেপ অর্থবহ—আমাদের মুক্ত বায়ুতে বিচরণের সময় এবং দুপুরের খাওয়া পেতে ক'টি আধঘণ্টা বাকি আছে গুণতাম। শেষে ঠিক দুপুরের খাবার পাওয়ার আগে অদৃশ্য হয়ে যেত।

পায়চারি করা, বই পড়া, পরস্পরকে বিগত জীবন সম্পর্কে বলা, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, তর্কাতর্কি করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরন্তু আমাদের দুই পদ বিশিষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করার কথা। সব শুনে মনে হয় বাস্তব হওয়ার পক্ষে অতিরিক্ত ভাল।

লুবিয়াঙ্কার প্রথম তিনটি তলায় পায়চারি করার উপযুক্ত জায়গা ছিল না। কারা-গৃহগুলির ফাঁকে একতলায় সরু এক ফালি গর্তের মত একটি স্যাঁতসেঁতে উঠানে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হত। অপরপক্ষে পাঁচতলা এবং ছ'তলার বন্দীদের ছ'তলার ছাদের উপর একটি ঈগল পাখী বসার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। ওখানে কংক্রিটের মেঝে, তিন মানুষ উঁচু কংক্রিটের দেওয়াল ঘেরা। আমাদের সাথে থাকত এক নিরস্ত্র জেলকর্মী। অবশ্য লক্ষ্য রাখার টোঙ-এ স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাহারাদার সব সময় সজাগ থাকত। তবু ত' আসল আকাশ দেখতে পেতাম, আসল বাতাসের স্পর্শ পেতাম। "হাত পিছনে! জোড়ায় জোড়ায় লাইন করে দাঁড়াও! কথা বন্ধ! থামবে

না!" এই ধরনের হুকুম করলেও ওরা মাথা পিছন দিকে হেলানো নিষেধ করতে ভুলে যেত। আমরা অবশ্যই পিছনে মাথা হেলাতাম। তখন আর প্রতিফলিত, হাতবদল হওয়া সূর্য্য দেখতাম না। আসল সূর্য্য দেখতে পেতাম। আসল সাদা, জীবন্ত সূর্য্য অথবা বসন্ত মেঘে তার সোনালী রশ্মির বিচ্ছুরণ দেখতে পেতাম।

বসন্ত ঋতু সার্ব্বজনিক আনন্দের প্রতিশ্রুতি। বন্দীর কাছে সে প্রতিশ্রুতির মূল্য দশগুণ বেশী। এপ্রিলের আকাশ! ভুলে যেতাম আমি বন্দী। স্পষ্টই বুঝতাম, ওদের আমাকে গুলি করে মারার অভিপ্রায় নেই এবং মেয়াদ শেষে আমি কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেরুব। হা ঈশ্বর, এখানেও কত কি শিখব! তবু নিজের ভুল শুধরে যাব। ঈশ্বর, ওদের জন্য নয়, শুধু তোমার জন্য আমার ভ্রান্তিগুলি এখানে বুঝতে পেরেছি, সেই ভুলগুলিই শুধরাব!

আমাদের নাগালের বাইরে কোন সুদূর গহ্বর, ঝেরঝিনস্কি স্কোয়ার থেকে নিরন্তর মোটর গাড়ির হর্নের কর্কশ সঙ্গীত ভেসে আসত। মোটর গাড়িতে বেগে ধাবমান আরোহীরা হয়ত হর্নের ঐকতানকে সৃজনের কম্বুনাদ মনে করত, কিন্তু আমাদের কাছে তার অসারতা সহজেই প্রতীয়মান হত। মুক্ত বায়ুতে বিচরণের মেয়াদ ছিল মাত্র বিশ মিনিট। তবু তার জন্য প্রত্যেকের কী উৎসাহ। ঐ সময়ের মধ্যে কত কি যে করতে হত!

প্রথমতঃ সাগ্রহে সম্পূর্ণ কারাগারটির বিন্যাস লক্ষ্য করতাম। মুক্ত বায়ু সেবন করতে যাওয়া এবং ফিরে আসার ব্যবধানে ছোট ছোট ঝুল বারান্দাগুলির অবস্থান লক্ষ্য করার চেষ্টা করতাম, যাতে কারামুক্তির পর এ পথ দিয়ে যেতে ওদের অবস্থান খুঁজে বার করা সম্ভব হয়। মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য যাতায়াতের পথে অনেকগুলি মোড় ফিরতে হত। সেইজন্য এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলাম: কুঠরী থেকে সরু করে প্রত্যেকবার ডান দিকে মোড় ফেরার জন্য এক যোগ করব, বাঁ দিকে মোড় ফেরার জন্য এক বিয়োগ করব। এইভাবে যত তাড়াতাড়ি মোড় ফিরতে হোক মনে মনে সেই মোড়গুলির ছবি আঁকব না, বরং শুধু অঙ্ক কষে যাব। সিঁড়ির জানালা দিয়ে নিচের লুবিয়াঙ্কা স্কোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকা থামওলা গম্বুজগুলির গায়ে অর্দ্ধেক হেলান দেওয়া জলপরী মূর্ত্তির পিছন দিক দেখতে পেলে, আমার গুণতির ঠিক কোন সংখ্যায় দেখতে পেয়েছিলাম মনে রাখতে হত, এবং নিজের কুঠরীতে ফিরে সব অবস্থানগুলির সাথে পরিচয় সুদৃঢ় করে নিজের জানালা খুলে কী দেখতে পাওয়া যায় লক্ষ্য রাখতে হত।

এ ছাড়া মুক্ত বায়ুতে বিচরণের সময় তাজা হাওয়ায় যতখানি শ্বাস নেওয়া সম্ভব নেওয়ার চেষ্টা করতে হত এবং খোলা আকাশের নিচে পাপ এবং ভ্রমমুক্ত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে হত।

নিষিদ্ধ হলেও ঐটিই ছিল সর্ব্বাধিক বিপজ্জনক বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলার প্রকৃষ্ট স্থান। শুধু চটপট কাজ সেরে ফেলার কায়দা আয়ত্ত থাকলেই হত এবং তার সুবিধা হল সরকারের পোষা পায়রা বা মাইক্রোফোন আড়ি পাততে পারত না।

মুক্ত বায়ু সেবনের সময় আমি সুসির সাথে জোট বাঁধার চেষ্টা করতাম। আমরা কুঠরীতে কথা বললেও ঐখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করতাম। খুব তাড়াতাড়ি জোট বাঁধতে পারিনি, বেশ সময় লেগেছিল। ও আমাকে ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলতে পেরেছিল। ওর থেকে এক নতুন ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিলাম: আমার পরিকল্পনার বহির্ভূত এবং স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত জীবনের লক্ষ্যপথের সাথে সম্বন্ধ বিরহিত বস্তুকেও ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠাসহকারে গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। আশৈশব জেনেছি রুশ-বিপ্লব আমার ধ্রুবতারা, আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। রুশ-বিপ্লব বুঝবার জন্য মার্কস্‌বাদের অতিরিক্ত কিছু জানার চেষ্টা বহুদিন হল করিনি। বাকি সব কিছুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাদের দিকে পিছন ফিরে ছিলাম। অবশেষে ভাগ্য সুসিকে জুটিয়ে দিল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসে সম্পূর্ণ আলাদা বাতাস। ও আমাকে আবেগভরে আপন প্রিয় বিষয় সম্পর্কে বলত: এস্তোনিয়া এবং গণতন্ত্র। আমি কখনো এস্তোনিয়ার বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার আশা করিনি। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রে আগ্রহী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। তবু ঐ অনাড়ম্বর, শ্রমপরায়ণ, মহৎ মানুষের মন্থর কিন্তু অবিচল গতি ছোট্ট দেশে বিশটি স্বাধীন বছর কাটানোর দরদী কাহিনী শুনে আশ মিটত না। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এস্তোনীয় সংবিধানের মূল নীতি এবং কিভাবে ওদের একশো সভ্য ও এককক্ষ বিশিষ্ট লোকসভা কাজ করে শুনতাম। কারণ বুঝতে না পারলেও এই সব কাহিনী ভাল লাগত এবং আমার অভিজ্ঞতার মণিকোঠায় এদের সযত্নে সঞ্চিত করতাম।[১৯] কান পেতে ওদের দুর্ভাগ্য-জড়িত ইতিহাস শুনতাম: দীর্ঘকাল আগে থেকে এস্তোনীয় নেহাই এর উপর উপর্য্যুপরি টিউটন আর স্লাভ নামক দুটি হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। পালা করে পূব এবং পশ্চিম দিক থেকে ঘা পড়ত। কখনো বিরাম হয়নি, আজও না। এর উপর ছিল রুশ কর্ত্তৃক '১৮-এ এক গ্রাসে ওদের রাজ্য হরণের প্রচেষ্টার সুবিদিত (বাস্তবে অজ্ঞাত) কাহিনী এবং আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ওদের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত; কি ভাবে পরে ইউদেনিচ্ ওদের দেহে ফিন্ জাতির রক্তের প্রসঙ্গ তুলে বিদ্রূপ করেছিলেন এবং আমরা "শ্বেত রক্ষী লুঠেরা" আখ্যা দিয়েছিলাম। এস্তোনীয় স্কুলের ছাত্ররা তখন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লিখিয়েছিল। আমরা, রুশরা '৪০, '৪১ তারপর '৪৪-এ বার বার এস্তোনিয়া আক্রমণ করেছি। এস্তোনিয়ার বহু সুসন্তানকে জবরদস্তি রুশ এবং জার্ম্মান সেনাদলে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। বাদবাকি জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তালিন্-এর বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবে লৌহ-বেষ্টনী ভেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন আলোচনা

করতেন। সম্ভবতঃ তিয়েফ্ প্রধানমন্ত্রী এবং সুসি শিক্ষামন্ত্রী হতেন। কিন্তু চার্চিল বা রুজভেল্ট ওদের পরিকল্পনায় কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু 'জো চাচা' (স্ট্যালিন) করলেন এবং রুশ সেনা তালিনে ঢোকবার প্রথম রাতেই ফ্ল্যাট থেকে কল্পনাবিলাসীদের ধরে ফেলল। পনেরো জনের প্রত্যেককে লুবিয়াঙ্কার একটি পৃথক কুঠরীতে আটকে রেখে ৫৮-২ অনুচ্ছেদবলে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অপরাধমূলক অভিসন্ধির দায়ে অভিযুক্ত করল।

মুক্ত বায়ু থেকে প্রতিবার কুঠরীতে ফিরে মনে হত আবার গ্রেফতার হলাম। এমন কি আমাদের অত্যন্ত বিশেষ ধরনের কুঠরীর আবহাওয়াতেও যেন দম বন্ধ হয়ে যেত। তখন কিছু জলখাবার পেলে ভাল লাগত। কিন্তু সবচেয়ে ভাল ও-বিষয়ে একেবারে চিন্তা না করা, একটুও না। খাবারের পার্সেল পেয়েছে এমন বন্দীর পক্ষে অসময়ে বোকার মত তার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলে খেতে বসা খারাপ। বেশ, আমরা না হয় আত্মসংযম অভ্যাস করলাম। কারণ বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে খাদ্য-সামগ্রীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে লম্বা কাহিনী ফাঁদেন তা মোটেই ভাল হবে না। গোগল দূর হয়ে যাও! চেকভও যাও! ওদের দুজনের বইতেই অত্যন্ত বেশী খাবার-দাবারের বর্ণনা থাকে, যেমন: "তাঁর বিশেষ খাবার ইচ্ছা ছিল না। তবু তিনি কিছু বাছুরের মাংস এবং বীয়ার খেলেন।" শুয়ারের বাচ্চা! ওর থেকে আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পড়া ভাল। বন্দীর পড়ার জন্য ডস্টয়েভ্স্কিই শ্রেষ্ঠ লেখক। তবু সেই ডস্টয়েভ্স্কির কাহিনীতেই আছে: "শিশুরা ক্ষুধার্ত্ত রইল। বহুদিন ওরা সসেজ্ আর রুটি ছাড়া কিছু পেল না।"

লুবিয়াঙ্কার গ্রন্থাগারটি ছিল কারাগারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। গ্রন্থাগারিককে দেখে সত্যিই পেছিয়ে আসতে হত,—লাল চুলওলা, অশ্বাকৃতি, অবিবাহিতা মহিলা নিজেকে কুদর্শন দেখানর সব চেষ্টা করত। ওর মুখটি এত সাদা ছিল যে মনে হত পুতুলের মুখোস পরেছে। ওর ছিল লালের ছোঁয়া লাগা রঙের অধরোষ্ঠ এবং চিমটে দিয়ে তুলে সমান করা কালো রঙের ভ্রূযুগল (হয়ত আপনি বলবেন, ওর রূপ নিয়ে ওর মাথা ব্যথা হতে পারে, আপনার কী? আমি বলব, ও সুন্দরী হলে আমাদের আনন্দ দান করতে পারত। যা হোক লুবিয়াঙ্কার কারাধ্যক্ষ ইতিমধ্যে আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে-ছিলেন)। ও তবু অবাক করে দিত। দশদিন অন্তর বই ফেরত নিতে এসে ও লুবিয়াঙ্কার যান্ত্রিক, অমানবসুলভ ভঙ্গীতে নতুন বইয়ের জন্য আমাদের অনুরোধ শুনত। বই এবং লেখকদের নাম ঠিকমত শুনল কিনা বুঝতে পারতাম না। এমন কি কোন কথা শুনল কিনা বুঝতে পারতাম না। ও চলে যাওয়ার পর সন্দীহান অথচ সানন্দ প্রত্যাশায় কয়েক ঘণ্টা কাটত। ঐ কয়েক ঘণ্টায় আমাদের ফেরত দেওয়া বইগুলির প্রত্যেক পাতা উল্টিয়ে পরীক্ষা করা হত, দেখা হত আমরা কোন বিশেষ

শব্দের নিচে পিন ফুটিয়েছি বা ফুটকি এঁকেছি অথবা কোন অনুচ্ছেদের তলায় আঙুলের নখ দিয়ে দাগ কেটেছি কিনা। কারণ বন্দীদের মধ্যে গোপনে সংবাদ বিনিময়ের ঐ রকম একটি পদ্ধতি ছিল। ফলে সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও উৎকণ্ঠিত হতাম। ওরা হয়ত এসে বলবে, পিন ফোটানর দাগ পাওয়া গিয়েছে। ওরা অবশ্য সব সময়ই সত্যি কথা বলত এবং কখনই প্রমাণ দরকার হত না। ওদের অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি কুঠরীতে না পাঠালে অন্ততঃ তিন মাস গ্রন্থ বঞ্চিত করে রেখে দেওয়া হত। শিবির গহ্বরে ঠেলে দেওয়ার আগে আমাদের সর্বোত্তম এবং উজ্জ্বলতম কা[illegible] মাসগুলি বই ছাড়া কাটানো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। আমরা শুধু ভীত হতাম না, ভয়ে কাঁপতাম, যেমন যৌবনে প্রেমিকার উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় কেঁপেছি,—উত্তর আসবে কি, কী লেখা থাকবে তাতে?

অবশেষে বই আসত এবং তা আগামী দশদিনের ধারা নিরূপণ করত। অর্থাৎ বইয়ের ধরন দেখে স্থির করতে হত আগামী দিনগুলিতে বই পড়ব না হাল্কা ধরনের বাজে বই হলে গল্পগুজব [illegible] বেশী সময় কাটিয়ে দেব। কুঠরীতে বন্দী সংখ্যার সমান সংখ্যক বই সরবরাহ করা হত। এ ধরনের হিসাব রুটির বেলায় চলতে পারে। কিন্তু বইয়ের বেলায় [illegible] হিসাব প্রযুক্ত হয়ে তার ফল দাঁড়াত, একজন বন্দী একটিমাত্র বই পাবে, ছ'জন বন্দী পাবে ছটি। এতে যে কুঠরীর বন্দী সংখ্যা সর্ব্বাধিক তারাই সবচেয়ে লাভবান হত।

অবিবাহিত মহিলা মাঝে মাঝে যেন যাদুমন্ত্রের মত বই সরবরাহ করত। কিন্তু যখন ও বিশেষ যত্ন নিত না তখনো চমৎকার ফল পেয়েছি। বড় লুবিয়াঙ্কার গ্রন্থাগারটি ছিল অপূর্ব্ব। সম্ভবতঃ বাজেয়াপ্ত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সম্পদে এই গ্রন্থাগার পূর্ণ করা হয়েছিল। যে গ্রন্থপ্রেমীরা আসলে বইগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা ততদিনে গতায়ু হয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জাতির গ্রন্থাগারগুলিকে সেন্সর করে নির্ব্বীর্য্য করে দিয়েছিল, তারা নিজের বুকের ভিতর তাকিয়ে দেখতে ভুল করেছিল। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ঐ গহ্বরে জামিয়াতিন, পিল্‌নিয়াক, প্যান্টেলেমন্ রোমানভের গ্রন্থাদি এবং মেরেজভ্‌স্কির সম্পূর্ণ গ্রন্থরাজির যে-কোন খণ্ড পড়তে পাওয়া যেত। অনেকে তামাশা করে বলত, ওরা আমাদের মৃত গণ্য করত বলেই নিষিদ্ধ গ্রন্থ পড়তে দিত। কিন্তু আমি বলব. লুবিয়াঙ্কার গ্রন্থাগারিকরা যে বই দিত তার সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। সোজা কথায় ওরা ছিল অলস এবং অজ্ঞ।

মধ্যাহ্ন ভোজের আগের ঘণ্টাগুলিতে আমরা খুব মন দিয়ে পড়তাম। কখনো কখনো একটিমাত্র বাক্যাংশের অর্থ বুঝতে জানালা থেকে দরজা, দরজা থেকে জানালা পায়চারি করতে হত। হয়ত যা পড়লাম তা অপরকে দেখানোর এবং ব্যাখ্যা করার

ইচ্ছা হত। তখনই তর্কাতর্কি সুরু হয়ে যেত। হ্যাঁ, ঐ সময়টি তর্ক বিতর্কের জন্যও প্রশস্ত।

আমি প্রায়ই ইয়ুরির সঙ্গে তর্ক করতাম।

□

যে মার্চ মাসের সকালে ওরা আমাদের পাঁচজনকে রাজকীয় ৫৩ নম্বর কুঠরীতে পাঠিয়েছিল, সেই সকালেই একজন ষষ্ঠ কয়েদীকে আমাদের দলে ভর্তি করে দিয়েছিল।

ও প্রেতের মত নিঃশব্দে কুঠরীতে ঢুকল। মেঝেয় জুতোর আওয়াজ হল না। যেন সোজা দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কুঠরীর ভিতর দিনের আলো ছিল না বললেই হয়। তার উপর বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নবাগতর চোখও পুরো খোলা ছিল না। ও বিনা বাক্যব্যয়ে চোখ পিট পিট করছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রের পোষাক থেকে বোঝার উপায় নেই ও সোভিয়েত, জার্মান, পোলিশ না ইংরেজ সেনাদলের লোক। লম্বাটে ধাঁচের মুখে অল্পই রুশ ভাব দেখা যায়। তার উপর অত্যন্ত রোগা। শুধু অত্যন্ত রোগাই নয় দারুণ লম্বাও।

আমরা রুশ ভাষায় সম্বোধন করলাম। ও নীরব। সুসি জার্মানে সম্বোধন করল। ও তবু নিরুত্তর। ফাস্তেঙ্কো ফরাসী এবং ইংরাজীতে চেষ্টা করলেন। একই ফল। ক্রমে ধীরে ওর হলদে শীর্ণ, অর্দ্ধমৃত মুখে হাসি দেখা দিল,—ও ধরনের হাসি জীবনে আর কখনো দেখিনি।

ও দুর্ব্বল ভাবে বলল, "ম-হা-শ-য়," যেন সবে সংজ্ঞাহীনতা কেটেছে অথবা যেন সারা রাত জল্লাদের প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে। ও বিশীর্ণ, দুর্ব্বল হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা একটি ছোট্ট পুঁটলি। আমাদের পায়রা নিমেষে বুঝে নিল পুঁটলিতে কি আছে। ও তখনই ওটি দখল করে টেবিলের উপর খুলে ফেলল। আধ পাউণ্ড হাল্কা তামাক ছিল। পায়রা তখনই নিজের জন্য ঐ তামাক দিয়ে প্রমাণ-সাইজের চারগুণ আকারের একটি সিগারেট বানিয়ে ফেলল।

তিন সপ্তাহ বাক্সে কয়েদ থাকার পর এইভাবে ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ্ আমাদের কুঠরীতে আবির্ভূত হয়েছিল।

'২৯-এ চীনা পূর্ব্ব রেলপথের ঘটনাবলীর কথা সারা দেশে গাওয়া হত :

> লোহার বর্ম্মে শত্রু ঠেলে
> ২৭-এর প্রহরী এগিয়ে চলে।

গৃহযুদ্ধের যুগে তৈরী ২৭তম পদাতিক ডিভিশনের মুখ্য গোলন্দাজ অফিসার ছিলেন

জার আমলের নিকোলাই (নামটি মনে থাকার কারণ আমাদের গোলান্দাজদের একটি পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থকারের ও ঐ নাম)। একটি মালগাড়িকে সপরিবারে বাসের উপযুক্ত এবং উত্তপ্ত রাখার ব্যবস্থা করে নিকোলাই তাঁর স্ত্রী সহ বারবার ভল্গা এবং উরাল অতিক্রম করে পূব-পশ্চিম এবং পশ্চিম-পূব দৌড়াদৌড়ি করতেন। তাঁর পুত্র ইয়ুরি ঐ মালগাড়িতেই '১৭ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনের প্রথম বছর কাটায়। অতএব ওকে বিপ্লবের জমজ ভাই বলা চলে।

সে অনেক কাল আগের কথা। তারপর ইয়ুরির বাবা আকাদেমিতে কাজ নিয়ে লেনিনগ্রাদেই রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আরামে থাকতেন, উপর তলার মানুষের সাথে মেলামেশা করতেন। ইয়ুরি অফিসার শিক্ষার্থী স্কুলের স্নাতক হল। ফিন যুদ্ধের সময় ইয়ুরি মাতৃভূমির জন্য লড়াই করতে মরীয়া হয়ে উঠল। বাপের বন্ধুরা ওকে সামরিক বাহিনীতে অফিসারের সহায়কের কাজ জুটিয়ে দিল। কংক্রিটের উপর বসানো ফিনদের কামান বন্দুক ধ্বংস করতে ইয়ুরিকে পেটে ভর দিয়ে হামাগুড়িও দিতে হয়নি বা শত্রুর অবস্থান বুঝতে গিয়ে অগ্রগামী স্কাউট দলের সাথে ধরা পড়তে হয়নি অথবা তুষারে জমতে জমতে চোরা গুলিবর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়নি। তবু ওর কাজ পুরস্কৃত হয়েছিল। ও মামুলি সম্মান লাভ করেনি। 'লাল পতাকা' পদক পেয়েছিল। পদকটি ওর যুদ্ধকালীন পোষাকে চমৎকার মানাত। ফিন যুদ্ধের ঔচিত্য এবং তাতে অংশ গ্রহণের সচেতনতা সহ ও ফিন যুদ্ধ সমাপ্ত করল।

কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধ অত সহজ হল না। ওর পরিচালনাধীন সৈন্য ব্যাটারি লুগায় বেষ্টিত হল। ওরা ছত্রভঙ্গ হল। পরে ওদের ধরে যুদ্ধবন্দী শিবিরে পাঠান হয়েছিল। ইয়ুরি ছিল ভিল্‌নিয়াসের কাছে একটি অফিসারদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

প্রত্যেকের জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে যা সম্পূর্ণ মানুষটির পক্ষে,—তার ভাল লাগা, ধ্যান ধারণা এবং ভাগ্যের পক্ষে,—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিবিরের দুই বছর ইয়ুরিকে চিরকালের জন্য ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। কথায় সেই শিবিরের স্বরূপ তুলে ধরা বা উপমায় তার বর্ণনা অসম্ভব। সে শিবির শুধু মৃত্যুর জন্য। যে মরত না সে কিছু চিন্তাধারা নিয়ে ফিরতে বাধ্য হত।

যারা প্রাণে বাঁচত তাদের মধ্যে ছিল 'অর্ডনাররা', অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পুলিশ বাহিনীর লোক। বন্দীদের মধ্যে থেকে অর্ডনার মনোনীত হত। বলা বাহুল্য, ইয়ুরি অর্ডনার হয়নি। পাচক এবং অনুবাদকরাও বাঁচত, কারণ ওদের প্রয়োজন। কথিত জার্মান ভাষায় চমৎকার দখল থাকা সত্ত্বেও ইয়ুরি তা গোপন করেছিল, কারণ ও বুঝেছিল অনুবাদক হতে গেলে সহবন্দীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। অবশ্য অপরের জন্য কবর খুঁড়ে নিজের মৃত্যু কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখা চলত, কিন্তু ওরা আরও শক্ত-সমর্থ এবং চটপটে লোককে ও কাজে লাগাত। ইয়ুরি জানিয়েছিল, ও

শিল্পী। বাড়িতে বিচিত্র শিক্ষার সাথে ওকে সত্যিই চিত্রাঙ্কনে তালিম দেওয়া হয়েছিল। ও তেল রঙে মন্দ আঁকত না। ও বাপের গর্বে গর্বিত ছিল। বাপের পদাঙ্ক অনুসরণের ইচ্ছাই ওকে শিল্প বিদ্যালয়ে যোগদান থেকে নিরস্ত করেছিল।

ও এবং এক বৃদ্ধ শিল্পী (দুঃখিত, নাম মনে নেই) ব্যারাকে একটি আলাদা কামরা পেয়েছিল। কমাণ্ডান্টের অধীন জার্মান অফিসারদের জন্য ইয়ুরি 'নীরোর ভোজ সভা' এবং 'বামনদের ঐকতানে'র মত কয়েকটি শুধু ভাবাবেগ-প্রবণ ছবি এঁকেছিল। ও তার পরিবর্তে খাবার পেত। যে পাতলা অখাদ্যের জন্য যুদ্ধবন্দী অফিসাররা ভোর ছ'টা থেকে মেসের টিন হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অর্ডনারদের বেত আর পাচকদের হাতার বাড়ি হজম করত, তা জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। সন্ধ্যায় ইয়ুরি জানালা দিয়ে দেখত। একটি ছবিই তার শিল্পী-চোখে ধরা পড়ত : কাঁটাতার ঘেরা জলাভূমির উপর তুষার নামছে; একাধিক বনভোজনের আগুন; সে আগুন ঘিরে তখন জন্তুতে রূপান্তরিত একদা রুশ সেনাদলের অফিসাররা মৃত ঘোড়ার হাড় চিবুচ্ছে, আলুর খোসার প্যাটিস বানিয়ে সেঁকছে, ঘোড়ার বিষ্ঠার সিগারেট ফুঁকছে আর তাদের গা ভর্তি উকুন। সব কটি ঐ ধরনের দুপেয়ে জন্তু তখনো মরেনি। সবাই বুঝবার মত ভাষায় কথা বলার শক্তিও হারায়নি। রক্তিম আগুনের ছায়া দেখে বোঝা যেত প্রত্নপ্রস্তরযুগে অবতরণ করা মানুষগুলির মধ্যে বিলম্বিত চেতনার উন্মেষ হচ্ছে।

তবে কি মুখে তালা চাবি এঁটে থাকবে? যে জীবন ইয়ুরি অত কাল বাঁচিয়ে রেখেছিল ওর নিজের কাছে আর তার মূল্য রইল না। যারা সহজে ভুলতে চায় ও সে দলের নয়। যদি প্রাণ ধারণ করতেই হয় তবে কয়েকটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছন অবশ্য প্রয়োজন।

ওরা সহজেই বুঝতে পারল সমস্যার কেন্দ্রে জার্মানরা নেই; অন্ততঃ জার্মানরা একাই সমস্যার মূল নয়। বিভিন্ন জাতির যুদ্ধবন্দীর মধ্যে একা সোভিয়েতরা ঐভাবে বাঁচত এবং মরত। কারুর অবস্থা সোভিয়েতদের থেকে খারাপ নয়। এমন কি পোল এবং যুগোস্লাভরা অনেক সহনীয় অবস্থায় বেঁচে থাকে। আর ইংরেজ এবং নরওয়েজীয় যুদ্ধবন্দীরা ত' আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের মাধ্যমে দেশ থেকে উপহারে প্লাবিত হয়। ওরা জার্মান রেশনের জন্য লাইনে দাড়ানোর তোয়াক্কা রাখে না। কাছাকাছি মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবন্দী শিবির থাকলে ওদের বন্দীরা দয়া পরবশ হয়ে বেড়া টপকিয়ে আমাদের লোকের উদ্দেশে কিছু ছুঁড়ে দিত। এক টুকরো মাংসের হাড়ের উপর একপাল ক্ষুধার্ত কুকুরের মত ঐ উপহারের উপর আমাদের বন্দীরা ঝাঁপিয়ে পড়ত।

যে রুশ জাতির কাঁধের উপর দিয়ে গোটা যুদ্ধ কেটে গেল তার ঐ দশা! কেন? ক্রমে এখান সেখান থেকে ব্যাখ্যা আসতে লাগল। জার্মান যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত

হেগ্ সম্মেলনে জারের-রাশিয়ার হস্তাক্ষর সোভিয়েত রাশিয়া মানে না। তার অর্থ যুদ্ধবন্দীর প্রতি আচরণ সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব ত' সোভিয়েত রাশিয়া স্বীকার করেই না, ধৃত রুশ সৈন্যের রক্ষার কোন ব্যবস্থাও সে করে না।[২০] সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে স্বীকার করে না। এবং যেহেতু সে নিজের সৈন্যকে স্বীকার করে না, অতএব তাকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে সহায়তা দানের অভিপ্রায়ও তার নেই।

অক্টোবর বিপ্লবের উৎসাহী অমজ ভাই ইয়ুরির হৃদয় হিম হয়ে গেল। ব্যারাকের কামরায় ও আর বৃদ্ধ শিল্পী বাদ-প্রতিবাদ করত। ইয়ুরির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ; ও প্রতিরোধ করত। বৃদ্ধ কিন্তু একের পর এক পরত খুলে চলত। কী নিয়ে এত সমস্যা ? স্ট্যালিন ? কিন্তু ঐ গোদা গোদা হাতওলা স্ট্যালিনকে কি সবকিছুর জন্ম দায়ী করা চলে ? যার সুচিন্তিত অভিমত মাঝ পথে থেমে যায় সে আদৌ মত গড়তে পারে না। স্ট্যালিন ছাড়া বাকি সবাই, স্ট্যালিনের ঠিক পাশে এবং নিচে যারা আছে, এবং মাতৃভূমি যাদের মাতৃভূমির হয়ে কথা বলার অধিকার দিয়েছে, তাদের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত করবে ?

মা বেদের কাছে সন্তান বেচে দিলে,……না, আরও জঘন্য ভাবে বলা যায়, ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে সন্তান ছুঁড়ে দিলে সে এ সম্পর্কে উচিত কর্তব্য কী ? তখনো সে মা আমাদের মা থাকে ? স্ত্রী যদি একবার বেশ্যা হয় তখনো কি তার প্রতি আমরা সততার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারি ? যে মাতৃভূমি তার সেনাদলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কি আর মাতৃভূমি থাকে ?

ইয়ুরির সব ওলট পালট হয়ে গেল। যে বাবা ওর গর্বের ধন ছিলেন তাঁরই উদ্দেশে ও গালমন্দ করতে লাগল। জীবনে প্রথম বুঝল, যে সেনাদলে ওর বাবা উন্নতি করেছিলেন তিনি মূলতঃ সেই সেনাদলের প্রতি শপথ ভঙ্গ করে বর্তমান প্রথা প্রবর্তন করতে সহায়তা করেছিলেন। সে প্রথা আপন সৈন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তবে কেন ইয়ুরি বিশ্বাসঘাতক প্রথাটির প্রতি শপথবদ্ধ হবে ?

'৪৩-এর বসন্তে যখন প্রথম বাহলোরুশীয় সেনাদলের অফিসাররা লোক ভর্তি করার জন্য দেখা দিল, কিছু লোক বুভুক্ষা অদ্ধাশনের হাত এড়ানোর জন্য নাম লেখাল। ইয়ুরিও সাদা মনে, আপন বিশ্বাস-চালিত হয়ে ওদের সাথে যোগ দিয়েছিল। ও ঐ দলে বেশী দিন থাকেনি। কথায় বলে, একবার গায়ের চামড়া খুলে নেওয়ার পর লোমের পরিতাপ করে লাভ নেই। ইয়ুরি ততদিনে জার্মান ভাষায় চমৎকার দখলের কথা গোপন রাখা ত্যাগ করেছিল। ফলে গুপ্তচরের যুদ্ধকালীন জোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গুপ্তচর শিক্ষণালয়ের ভারপ্রাপ্ত, ব্যাসেল-এর কাছাকাছি অঞ্চলের ", এক মুখ্য জার্মান পদাধিকারী দক্ষিণ হস্ত হিসাবে ইয়ুরিকে নির্বাচন করলেন। এইভাবে অচিন্তপূর্ব অধোগতি শুরু হল। ইয়ুরির মনে মাতৃভূমি মুক্ত করার তীব্র বাসনা।

অথচ ওরা ওকে গুপ্তচর তৈরীর কাজে ঠেলে দিচ্ছিল। জার্মানদের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। দুটি পরস্পরবিরোধী চিন্তার সীমারেখা কোথায় টানা যায়? কে বলে দেবে, কোন পদক্ষেপটি হবে মারাত্মক? ইয়ুরি জার্মান সেনাদলে লেফটেনান্ট হল। জার্মান সেনার পোষাকে সারা জার্মানী ঘুরল, কিছুকাল বার্লিনে কাটাল, দেশত্যাগী রুশদের সাথে দেখা করল এবং বুনিন্, নবোকভ্, আলদানভ্, আমফিতেত্রাএভ্ ইত্যাদি স্বদেশে নিষিদ্ধ লেখকদের লেখা পড়ল। ও আশা করেছিল ঐ লেখকদের গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠা থেকে, যেমন বুনিনের, রাশিয়ার দগদগে ক্ষতের রক্ত ঝরে পড়বে। ওদের কী হল? ভাষায় বোঝান যায় না এত অমূল্য স্বাধীনতা ওরা কোন কাজে ব্যয় করল? নারী দেহ, আত্মহারা উচ্ছ্বাস, সূর্য্যাস্ত, মহীয়সী ভ্রূর সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং ধূলিমলিন দিনের কাহিনীতে সব নিঃশেষ করল। ওদের লেখা পড়ে মনে হয় রাশিয়ায় বিপ্লব হয়নি অথবা হয়ে থাকলে তা ব্যাখ্যা করা ওদের পক্ষে অতি দুরূহ। জীবনে যা শ্রেষ্ঠ তা খুঁজবার দায়িত্ব ওরা রুশ যুব সমাজের কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত। অধীর আগ্রহে ইয়ুরি এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াত আর ইতিমধ্যে প্রাচীন রুশ প্রথার সাথে তাল মিলিয়ে গভীর থেকে গভীরতর ভদ্‌কার সাগরে নিজের বিভ্রান্তি নিমজ্জিত করত।

ওদের গুপ্তচর স্কুল আসলে কী ছিল? অবশ্যই আসল গুপ্তচর স্কুল ছিল না। ছ'মাসে বড় জোর প্যারাসুট, বিস্ফোরক পদার্থ এবং পোর্টেবল্ রেডিও ব্যবহার করতে শেখানো হত। জার্মানদের ওদের উপর বিশেষ আস্থা ছিল না, যেন ওদের যুদ্ধ-রেখার অপর পারে পাঠানো আর অন্ধকারে শিস্ দেওয়া একই কথা। অথচ আশাহীন, পরিত্যক্ত এবং মৃতপ্রায় রুশ যুদ্ধবন্দীদের জন্য, ইয়ুরির মতে ঐ স্কুলই ছিল চমৎকার মুক্তির উপায়। ওরা পেট ভর্ত্তি খেতে পেত, নতুন গরম পোষাক পেত আর পেত পকেট ভর্ত্তি সোভিয়েত মুদ্রা। ছাত্ররা (এবং তাদের শিক্ষকরা) এমন ভাব-ভঙ্গী করত যেন সব অর্থহীন শিক্ষাই ওরা বাস্তবে রূপায়িত করবে: যুদ্ধরেখার ওপারে সোভিয়েত সেনাদলের পিছনে গুপ্তচরের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু উড়িয়ে দেবে, রেডিও মারফৎ জার্মানদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং শেষে জার্মানদের সাথে যোগ দিতে ফিরবে। আসলে কিন্তু ওদের দৃষ্টিতে স্কুলটি মৃত্যু এবং বন্দীত্ব এড়ানোর সহজ উপায়ের বাড়া কিছু ছিল না। ওরা বাঁচতে চাইত, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সহ-যোদ্ধাকে গুলি করার বিনিময়ে নয়।[২১] জার্মানরা যুদ্ধরেখা পার করিয়ে দেওয়ার পর ওদের বিবেক এবং নীতিপরায়ণতার উপর সবকিছু নির্ভর করত। যুদ্ধরেখা পার হওয়ামাত্র ওরা সবাই বিস্ফোরক পদার্থ এবং রেডিও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এক জায়গায় ওদের পরস্পরের মধ্যে অমিল দেখা যেত: সেনাদলের প্রতিগুপ্তচর-বিভাগীয় সদর কার্য্যালয়ে যার দেখা পেয়েছিলাম সেই থ্যাদা

নাক "স্পাই"-এর মত ওরা তখনই কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, না প্রথমে এক চোট মাতাল হয়ে সব ফালতু টাকা উড়িয়ে দিয়ে তারপর ধরা দেবে? যা হোক, ওদের কেউই জার্মানদের কাছে ফিরে যায়নি।

হঠাৎ '৪৫ সাল সুরু হওয়ার মুখে একটি চালাক রুশ জার্মানদের কাছে ফিরে বলল, ও নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করেছে (যাও, দেখে এসো না!)। ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। মুখ্য জার্মান-পদাধিকারীর এটুকু বুঝতে কষ্ট হল না যে, স্মের্শ লোকটিকে জার্মানদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে। তিনি ওকে গুলি করে হত্যা করতে মনস্থ করলেন (বিবেচক গুপ্তচরের দুর্ভাগ্য!)। ইয়ুরি কিন্তু ওকে শিক্ষানবিস গুপ্তচরদের সামনে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরবার এবং ওকে পদক দেওয়ার জন্য চাপ দিল। প্রত্যাগত গুপ্তচর ইয়ুরিকে এক বোতল ভদ্কা খাওয়ার আমন্ত্রণ করল এবং মদের ক্রিয়ায় রাঙা হয়ে টেবিলের ওপার থেকে ঝুঁকে বলল, "ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ, তুমি যদি এখনই আমাদের দলে যোগ দিতে চাও, সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ তোমাকে মার্জ্জনার প্রতিশ্রুতি দেবে।"

ইয়ুরি কেঁপে উঠল। যে হৃদয় কঠিন করে ও সব ত্যাগ করেছিল তা উত্তাপে ভরে গেল। অভিশপ্ত এবং অন্যায়পরায়ণ হলেও মাতৃভূমি কত আপনার। আর মার্জ্জনা? মার্জ্জনা লাভ করলে ও নিজের পরিবারে ফিরতে পারবে না? পারবেই ত'। লেনিনগ্রাদের কামেন্নস্ত্রভস্কিতে হেঁটে বেড়াতেও পারবে। তবে, তবে কিসের সংশয়? আমরা সবাই রুশ। মার্জ্জনালাভ করলে সবাই দেশে ফিরব এবং ঠিক মত চলব। খুব ভাল কথা। খুব ভাল! দেড় বছর আগে যুদ্ধবন্দী শিবির ত্যাগ করার পর ইয়ুরি সুখের মুখ দেখেনি। তাতে অনুশোচনা ছিল না, কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ ও যে দেখতে পেত না। মদ খেতে খেতে আরো ওর মত অনুতপ্ত রুশদের থেকে জানল, তাদের ধারণা তাদের পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মত জমি নেই। ও জীবন, জীবন নয়। জার্মানরা নিজের সুবিধামত ওদের হাত মোচড়ায়। যখন আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় জার্মানরা যুদ্ধে হারবে, ইয়ুরি ঠিক তখনই মুক্তির সুযোগ পেয়েছে। বিভাগীয় মুখ্য পদাধিকারী ওকে ভালবাসতেন। তিনি গোপনে বলেছিলেন, স্পেনে তাঁর জমি-জমা আছে। জার্মান রাষ্ট্র ভস্মীভূত হলে ওরা দুজন সেখানে পালাতে পারবে। কিন্তু টেবিলের ওপার থেকে মাতাল সহ-যোদ্ধা প্রাণভয় তুচ্ছ করে বুঝিয়ে চলেছিল: ইয়ুরি, তোমার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সম্পর্কে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষের উঁচু ধারণা। তারা চায়, তুমি জার্মান গুপ্তচর সংস্থার সংগঠনের বিষয় সব জানাও।"

ইয়ুরি দু' সপ্তাহ সংশয়ের দোলায় দুলেছিল। ভিশ্‌চুলা পেরিয়ে সোভিয়েত আক্রমণের পর বিপদের সম্ভাবনার বাইরে এক শান্ত পোলিশ খামারবাড়িতে ওর

শিক্ষানবিসদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে ও ঘোষণা করল : "আমি সোভিয়েত পক্ষে যোগ দেব। তোমাদের প্রত্যেককে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিলাম।" ঠোঁট থেকে দুধের রেখা সবে মুছে যাওয়া, এবং মাত্র এক ঘণ্টা আগে জার্মান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভাণ করা, প্রাণভয়ে গুপ্তচর-বৃত্তিধারীরা সোৎসাহে ঘোষণা করল : "হুর্‌রে! আমরাও সোভিয়েত পক্ষে যোগ দেব!" (ভবিষ্যতের কঠোর শ্রম কারাদণ্ডের জন্য ওরা আনন্দে "হুর্‌রে" বলে চিৎকার করেছিল)।

অতঃপর সোভিয়েত ট্যাঙ্কবাহিনীর আগমন পর্য্যন্ত গুপ্তচর স্কুলের সবাই লুকিয়ে রইল। তারপর এল স্মের্শ। ইয়ুরি আর শিক্ষানবিসদের দেখতে পেল না। বাকি সবাইয়ের থেকে পৃথক করে ওকে দশদিনের মধ্যে গুপ্তচর স্কুলের সম্পূর্ণ ইতিহাস, কর্ম্মসূচী এবং নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপের ভার সম্পর্কে বিবরণ দিতে বলা হল। ও সত্যিই ভাবতে স্বরু করেছিল ওরা "অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মর্য্যাদা দিচ্ছে।" ওরা ইতিমধ্যে পরিবারের সাথে ওর মিলিত হওয়ার কথা বলাবলি করছিল।

লুবিয়াঙ্কায় পৌঁছে বুঝল, সুদূর আলামাস্কাতে থাকলেও ও নেভাস্থিত পরিবারের নিকটতর হতে পারত। লুবিয়াঙ্কায় শুধু গুলিতে প্রাণ দেওয়া, নিদেনপক্ষে বিশ বছর কারাদণ্ডের প্রতীক্ষা করা চলত।

মাতৃভূমির কুহেলিতে মানুষ এমন অনিবার্য্যভাবে ধরা দেয়! স্নায়ু শুকিয়ে যাওয়ার আগে যেমন দাঁতের ব্যথা থামে না, আর্সেনিক খাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমরাও মাতৃভূমির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। ওডিসির কমলভোজীরা জানতেন কয়েক প্রকার কমলে বিষ থাকে······

ইয়ুরি সর্ব্বসাকুল্যে তিন সপ্তাহ আমাদের কুঠরীতে ছিল। ঐ তিন সপ্তাহ ওর সাথে অনেক তর্ক করেছি। বলেছিলাম, আমাদের বিপ্লব ন্যায়পরায়ণ এবং মহান; অবশ্য '২৯-এ তার ভয়াবহ বিকৃতি ঘটেছিল। ও ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল, দুঃখ ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে জবাব দিল : বিপ্লব আনার আগে দেশের ছারপোকা নির্মূল করা উচিত ছিল! (বিপরীত দিক থেকে স্বরু করে ও আর কাস্তেঙ্কো মাঝে মাঝে একই সিদ্ধান্ত করত) আমি বললাম, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল এমন ব্যক্তিদের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব ছিল যাঁরা অনিন্দ্যনীয় উচ্চ আদর্শবান এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠ ছিলেন। ও জবাব দিল, স্ট্যালিন যে উপাদানে মানুষ, তাঁরাও গোড়া থেকে সেই উপাদানে তৈরী। (আমরা একমত হলাম যে, স্ট্যালিন একটি গুণ্ডার দলপতির বেশী ছিলেন না) আমি গোর্কির প্রশংসা করে আকাশে তুললাম। কী বিচক্ষণ মানুষ, কী সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, কী মহান শিল্পী! ইয়ুরি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইল। ওর মতে গোর্কি এক নগণ্য, অত্যন্ত বিরক্তি-ধরানো মানুষ। তিনি নিজেই নিজের মহত্ত্বের আবিষ্কর্তা। গোর্কির নায়করাও কপোলকল্পিত। তাঁর উপন্যাসগুলি

ত' সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আকাশ-কুসুম রচনা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু লিও টলস্টয়কে প্রকৃতই আমাদের সাহিত্যের সম্রাট বলা চলে।

আমরা দুজনই যুবক, তাই আমাদের দৈনিক বিতর্কের সুর হত তীব্র। ফলে দুজন পরস্পরকে যত অগ্রাহ্য করেছি তত গ্রহণ করতে পারিনি।

ওকে একদিন আমাদের কুঠরী থেকে নিয়ে গেল। তারপর যত খোঁজখবর করেছি এমন কাউকে পাইনি যে বুতুর্কিতে ওর সহ-বন্দী ছিল বা বন্দী চালান শিবিরে যার সাথে ওর দেখা হয়েছে। ভ্লাসভের দলের প্রায় সব সাধারণ সৈনিক সম্ভবতঃ কবরের নিচে মিলিয়ে গিয়েছে। অল্প কয়েকজন এখনো উত্তরাঞ্চলীয় ঊষরভূমিতে আটকে আছে, কারণ তাদের স্থান ত্যাগের উপযুক্ত কাগজপত্র ছিল না। কিন্তু ইয়ুরির ভাগ্য ত' ঐ সাধারণ সৈনিকদের মতও হয়নি।

সোভিয়েত কথোপকথনে প্রথমে যে অর্থে এবং পরে যে অর্থে পাকাপাকিভাবে ব্যবহৃত হত আমিও সেই অস্পষ্ট অথচ স্থায়ী অর্থে 'ভ্লাসভ্' কথাটি এখানে এবং পরে ব্যবহার করেছি। এই বাক্যাংশটির সংজ্ঞা ছিল দুরূহ এবং জনসাধারণ ত' বটেই, পদস্থ কর্মীদের পক্ষেও সে সংজ্ঞা খুঁজতে যাওয়া সুবুদ্ধির কাজ ছিল না। সাধারণ অর্থে বিগত যুদ্ধে শত্রুপক্ষে অস্ত্রধারী সোভিয়েত নাগরিককে 'ভ্লাসভ্পন্থী' বলা হত। উক্ত ধারণার বিশ্লেষণ এবং তার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করতে বহু গ্রন্থ এবং বছর লেগে যাবে। তারপরই 'ভ্লাসভ্পন্থী' কথাটির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাবে: জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দী হওয়ার পর বলশেভিক বিরোধী আন্দোলনের সাথে যাঁর নাম জড়িত হয়ে গিয়েছিল সেই জেনারেল ভ্লাসভের প্রকৃত সমর্থক এবং অনুচরবর্গ। যুদ্ধের প্রথম মাসগুলিতে কয়েক শ'র বেশী ঐ ধরনের সমর্থক ছিল না এবং কেন্দ্রীয় পুরিচালন সংস্থাযুক্ত প্রকৃত ভ্লাসভীয় সেনাদল গঠিত হয়নি বললেই হয়। যা হোক ডিসেম্বর '৪২-এ জার্মানরা একটি প্রচারমূলক ধোঁকা দিল। ওরা ঘোষণা করল, স্মোলেনস্ক-এ 'রুশ সমিতির' সাংবিধানিক সভা হয়ে গিয়েছে (বাস্তবে, আদৌ হয়নি)। একটি রুশ সরকার গঠিত হয়েছে কিনা, বোঝা গেল না। এই ঘোষণায় ওরা জেনারেল ভ্লাসভ এবং মেজর মালুশ্কিনের নাম উল্লেখ করেছিল। জার্মানরা সহজে ঐ ধরণের পরিকল্পনা করতে পারত; একবার ঘোষণা করে তা পরিবর্তন এমন কি তার বিপরীত কাজ করত। কিন্তু ওদের এরোপ্লেন থেকে ছুঁড়ে দেওয়া প্রচারপত্রগুলি শুধু যুদ্ধরেখাতেই ছড়িয়ে পড়ল না, আমাদের স্মৃতিতে গেঁথে গেল। এমতাবস্থায় 'ভ্লাসভপন্থী' সমিতিকে একটি আন্দোলন এবং সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিল। এরপর যখন আমাদের সশস্ত্র মানুষগুলি,—রুশ এবং অন্যান্য উপজাতীয় সামরিক ইউনিট,—জার্মান সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমাদের বিপক্ষে দেখা দিত আমরা তাদের একটিমাত্র নামে অভিহিত করতে জানতাম, 'ভ্লাসভপন্থী'। রাজনৈতিক অফিসাররা

তাতে আপত্তি করত না। এই প্রক্রিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনের সাথে প্রথমতঃ পরীক্ষা-মূলকভাবে, পরে স্থায়ীভাবে ভ্লাসভের নাম সংযুক্ত হল।

মোট কতজন রুশদেশবাসী তাঁদের দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন? এক গবেষকের মতে, অন্যূন ৮০০,০০০ সোভিয়েত নাগরিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন (অর্নওয়াল্ড, "ডেন্‌সি ফেরদেরবেন ভোলেন," স্টাটগার্ট ১৯৫২)। অপর গবেষকরাও মোটামুটি ঐ সংখ্যা সমর্থন করেন (যথা, সোয়েন ষ্টিনবার্গ, "ভ্লাসাও ফেররয়েতের ওদের প্যাত্রিয়ৎ," কোলন ১৯৬৮ পৃঃ ৩)। সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণের পথে আংশিক অসুবিধা হল, ঐ সময় জার্মান প্রশাসন এবং উচ্চ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। পাছে উর্দ্ধতন কর্ত্তারা বলশেভিক বিরোধী (অথচ জার্মান দরদী নয়) সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হন, তাই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত নিম্ন পর্যায়ের অফিসাররা সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করত না, কম বলত। এ সব '৪৪-এর শেষে রুশ মুক্তি সেনা গঠিত হওয়ার বহু আগেকার ঘটনা।

□

অবশেষে আমাদের লুবিয়াঙ্কার মধ্যাহ্ন ভোজ হাজির হত। আমাদের কাছে পৌঁছনর অনেক আগেই বারান্দায় মন-মাতানো টুং টাং শব্দ হত। অতঃপর রেস্তোরাঁর মত প্রত্যেক বন্দীর জন্য এক একটি ট্রেতে, একটি ট্রেতে দুটি এ্যালুমিনিয়মের প্লেট, কিন্তু কোন বাটি থাকত না,—খাবার আসত। এক প্লেটে থাকত এক হাতা স্যুপ, অপরটিতে অত্যন্ত পাতলা, চর্ব্বি বর্জ্জিত, খিচুড়ি।

প্রাথমিক উত্তেজনায় বন্দী কিছুই গলা দিয়ে ঢোকাতে পারত না। ওদের অনেকে কয়েকদিন রুটি পায়নি, তাই জানে না কোন প্লেটে চোবাবে। ক্রমে খিদে হত। তখন এমন এক অনাহারক্লিষ্ট ভাব দেখা দিত যা কোনমতে শাসনে রাখা দুষ্কর। ঐ ভাবটি কোনমতে শাসনে রাখতে পারলে অপর্যাপ্ত আহার্য্য গ্রহণের জন্য পাকস্থলী সঙ্কুচিত হত এবং লুবিয়াঙ্কার বরাদ্দ যথোপযুক্ত মনে হত। এর জন্য আত্মসংযম প্রয়োজন আর প্রয়োজন চারপাশে কে কী খাচ্ছে না দেখা। আহার্য্য সম্পর্কে বন্দীদের অতি বিপজ্জনক আলোচনা বেআইনী ঘোষণা করে নিজেকে যতদূর সম্ভব উর্দ্ধ মার্গে উত্তোলন করতে হত। মধ্যাহ্ন ভোজের পর দু'ঘণ্টা বিশ্রামের অনুমতি থাকায়,—প্রায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মত বিস্ময়কর ব্যবস্থা,—এ কাজ সহজতর হত। আমরা চোরা চাউনির গর্তে পিঠ ঠেকিয়ে, সামনে খোলা বই পড়ার ভাণ করতে করতে ঝিমুতাম। ঘুমানো নিষেধ ছিল। তা ছাড়া পাহারাদার দেখে ফেলত, অনেকক্ষণ বইয়ের পাতা ওল্টানো

হয়নি। অবশ্য সাধারণতঃ ওরা ঐ সময় দরজা খোলাত না। (সম্ভবতঃ এই মানবিকতার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা চলে, একমাত্র যার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে সে ছাড়া সবাই ঐ সময় বিশ্রাম করত। সুতরাং যারা একগুঁয়েমির দরুন স্বীকারোক্তি সই করেনি তাদের সাথে অন্য বন্দীর তফাৎ সহজেই স্পষ্ট হত, কারণ তারা বিশ্রামের সময় শেষ হওয়ার মুখে কুঠরীতে ফিরত)।

নিদ্রা ক্ষুধা এবং অনুশোচনার মহৌষধ! তাতে স্নায়ু শান্ত হয় এবং বারংবার ভুলের হিসাব কষা থেকে মস্তিষ্ক বিরাম পায়।

এরপর আসত রাতের খাওয়া বা আর এক হাতা পাতলা খিচুড়ি। জীবন যেন বন্দীর সামনে উপহারের ডালি খুলে ধরত। ওর পর থেকে শুতে যাওয়ার আগে, এই পাঁচ ছ' ঘণ্টায় আর কিছু খেতে পাওয়া যেত না। অবশ্য সেটাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সন্ধ্যায় কিছু না খাওয়া অভ্যাস করা সহজ। এবং সামরিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে দীর্ঘকাল তার প্রচলন আছে। সংরক্ষিত সেনাদলে ত' সন্ধ্যাবেলায় কিছুই খেতে দেয় না।

তারপর সন্ধ্যায় শৌচাগারে যাওয়ার সময় আসত। সম্ভবতঃ বন্দী সারাদিন কম্পিত বক্ষে তার প্রতীক্ষায় থাকত। নিমেষে জগৎ কত উদ্বেগহীন, সহজ হয়ে যেত! এক নিমেষে জটিল প্রশ্নগুলি কেমন আপনা থেকে সমাধান হয়ে যেত, লক্ষ্য করেছেন?

লুবিয়াঙ্কার সন্ধ্যা কী হাল্কা লাগত! (অবশ্য, নৈশ জিজ্ঞাসাবাদের প্রতীক্ষা না করতে হলে তবেই হাল্কা লাগত) ঠিক প্রয়োজনীয় পরিমাণে স্যুপ দিয়ে হাল্কা শরীর ভর্তি করার ফলে আত্মা খাদ্যের গুরুভারজনিত কষ্ট ভোগ করত না। কত হাল্কা, সহজ চিন্তা দেখা দিত। মনে হত, সিনাই পর্ব্বতের চূড়ায় তুলে দিয়েছে; এবার অগ্নি কুণ্ডলী থেকে সত্য স্বতঃপ্রকটিত হবে। পুশকিনও কি এই স্বপ্ন দেখেননি: "আমি বেদনা এবং ভাবনা নিয়ে বাঁচতে চাই!" আমরাও বেদনা ভোগ করতাম এবং ভাবতাম, জীবনে আর কিছু করণীয় নেই। পুশকিনের আদর্শ তখন কত সহজলভ্য প্রতীয়মান হত।

সুসির সাথে দাবা খেলা বা বইপড়া থামিয়ে তর্কাতর্কি করে অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছি। ইয়ুরির সাথে তীব্র বিতর্ক হত। কারণ আমরা সবসময় বিস্ফোরক বিষয়ের আলোচনা করতাম। যথা, যুদ্ধের ফলাফল। জেলরক্ষী এসে বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং বিনা অভিব্যক্তিতে জানালার ঘন নীল পাখী টেনে দিয়ে যেত। পাখীর ওপারে সন্ধ্যার মস্কো তখন এক এক করে সেলাম করতে সুরু করেছে। আমরা না প্রত্যক্ষ করতাম আকাশের উদ্দেশে বাতির সেলাম, না দেখতে পেতাম ইউরোপের মানচিত্র। তবু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানস চিত্র এঁকে কোন শহরগুলি অধিকৃত হয়েছে

আন্দাজ করার চেষ্টা করতাম। ইয়ুরি ঐ সেলামে বিশেষ বিচলিত হত। নিজের ভুল সংশোধনের জন্য ভাগ্যের কাছে আবেদন করতে করতে ও আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করত যে যুদ্ধ কোনমতেই শেষ হয়নি, লাল সেনা এবং ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদল এবার পরস্পরের টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেবে। প্রকৃত যুদ্ধ তখনই সুরু হবে। কুঠরীর আর সবাই এই ভবিষ্যবাণীতে লোভীর মত আকৃষ্ট হত। সে যুদ্ধ কখন থামবে? ইয়ুরি বলত, লাল সেনা সহজে ধ্বংস হওয়ার পর। (আমাদের তখন হত্যা করা হবে না মুক্তি দেওয়া হবে?) আমি ওর মতের বিরোধিতা করতাম। তীব্র বিতর্ক হত। ওর মতে লাল সেনা প্রচণ্ড মার খেয়েছে, তার রসদ অপ্রচুর এবং তারা শ্রান্ত; অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে লাল সেনা স্বাভাবিক দৃঢ়তা নিয়ে লড়াই করবে না। যে ইউনিটগুলির সাথে আমার পরিচয় ছিল তাদের ভিত্তিতে বলতাম, লাল সেনা যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তত ক্লান্ত হয়নি; বরং অধিকতর বলীয়ান এবং নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়েছে। জার্মানদের যেমন গুঁড়িয়ে দিয়েছে, যুদ্ধ বাধলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে আরও ঠিকমত গুঁড়িয়ে দেবে। ইয়ুরি আধা ফিসফিস করে বলত, "কক্ষণো না।" আমিও আধা ফিসফিস করে প্রশ্ন করতাম, "আর্ডেনিস-এ কী হল?" ফাস্তেঙ্কো আমাদের থামিয়ে দিয়ে উভয়কে ব্যঙ্গ করে বলতেন, আমরা পশ্চিমী দুনিয়াকে চিনি না। এখন ত' নয়ই কেউ কখনো মিত্রসেনাকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাতে পারবে না।

যা হোক, সে সন্ধ্যায় তর্কাতর্কি ভাল লাগত না। পরস্পরকে কাছাকাছি আনে, সম্প্রীতি বাড়ায় এমন কোন আলোচনায় মোড় ঘোরাতাম।

আমাদের গল্পগুজবের একটি প্রিয় বিষয় ছিল কারাগারের প্রাচীন প্রথা, আগে কারাগার কেমন ছিল। ফাস্তেঙ্কোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী চিত্তাকর্ষক মনে হত। শুনে হতাশ হতাম, আগেকার দিনে রাজনৈতিক বন্দী হলে সম্মান পাওয়া যেত। কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয়রাই তাদের অস্বীকার করতে চাইত না এবং তাদের সাথে লেগে থাকতে চাইত এমন নয়; যে সব তরুণীরা এমনি কখনো দেখা করতে আসেনি তারাও প্রেমিকার ভাণ করে দেখা করতে আসত। এক সময় পরবের দিনে বন্দীদের উপহার দেওয়ার প্রথা ছিল। অপরিচিত বন্দীর উদ্দেশে জেলের রসুইঘরে উপহার পাঠানোর আগে কেউ রাশিয়ায় লেন্টেন-এর উপবাস ভাঙ্গত না। বড়দিন উপলক্ষে পাঠাত শুয়ারের মাংস, আচার এবং ইস্টারে বৈশিষ্ট্যময় রুশ ইস্টার কেক। এক দরিদ্র বৃদ্ধা ত' ইস্টারে এক ডজন রঙীন ডিমও আনতেন, ওঁর তাতে ভাল লাগত। রুশ বদান্যতা কোথায় গেল? রাজনৈতিক চেতনা সেই শূন্য স্থান অধিকার করেছে। এই অনিবার্য্য, নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া শুধু জনগণকে ভীত করেনি দুঃখীজনের জন্য চিন্তা করার শক্তিও হরণ করেছে। আজ ঐ ধরনের

বদান্যতা নিছক মূর্খামি মনে হবে। যদি কেউ প্রস্তাব করে কোন সংস্থা আসন্ন পরব উপলক্ষে স্থানীয় কারাগারের বন্দীদের জন্য উপহার সংগ্রহ করুক, সে প্রস্তাব সোভিয়েত বিরোধী বিদ্রোহ গণ্য হবে। বর্ব্বরতা চর্চ্চায় আমাদের এত দূর প্রগতি হয়েছে !

পরব উপলক্ষে উপহার কি সুস্বাদু খাবারের অতিরিক্ত আর কিছু ছিল না ? এই কারণে উপহারের অধিকতর গুরুত্ব ছিল যে বন্দী বুঝত স্বাধীন জগৎ তাকে ভোলেনি, তার মঙ্গল কামনা করে।

ফাস্তেঙ্কো বলতেন সোভিয়েত আমলেও রাজনৈতিক রেড ক্রসের অস্তিত্ব ছিল। এ কথা কল্পনা করতেও কষ্ট হত, মনে হত সত্যি কথা বলছেন না। ফাস্তেঙ্কো বলতেন, ব্যক্তিগতভাবে সোভিয়েত সরকারের প্রক্রিয়ার বহির্ভূত হওয়ার সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী ওয়াই. পেশ্‌কোভা বিদেশ ভ্রমণে যেতেন এবং সেখানে তহবিল সংগ্রহ করতেন (স্বদেশে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যেত না) এবং যাতে আত্মীয়-স্বজনহীন রুশ রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য উপহার কেনা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। সব রাজনৈতিক বন্দীর জন্য ? ফাস্তেঙ্কো ব্যাখ্যা করতেন, কে. আর. অর্থাৎ তথাকথিত প্রতিবিপ্লবী, যথা ইঞ্জিনীয়ার এবং পুরোহিতরা পেতেন না। প্রাক্তন রাজনৈতিক দলগুলির সভ্যরা উপহার পেতেন। বেশ, তা হলে গোড়াতেই ওকথা বলেননি কেন ? হ্যাঁ, অবশেষে পেশ্‌কোভা ছাড়া রাজনৈতিক রেড ক্রস ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং তার কর্ম্মীরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদের প্রতীক্ষা না করতে হলে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কথাবার্ত্তা বলে বেশ সন্ধ্যা কাটিয়ে দেওয়া যেত। কয়েকটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ওরা বলত, কখনো কখনো কয়েকজন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। জে-ভকে একদিন 'জিনিষপত্র সুদ্ধ্' কুঠরীর বাইরে ডেকে পাঠাল,—হয়ত মুক্তি দিতে ? ওঁর জিজ্ঞাসাবাদ ত' অত তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কথা নয়। দশদিন পরে ফিরলেন। ওঁকে লেফৎর্ভোতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মনে হল, লেফৎর্ভোয় চটপট সব সই সাবুদ করেছেন। তার পর ওরা ওঁকে আমাদের কাছে ফেরত এনেছে। আমরা কোন কোন সহ-বন্দীকে বলতাম, "তুমি নিজেই বলেছ তোমার মামলা তেমন গুরুতর নয়। যদি মুক্তি দেয়, কথা দাও আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করে, তুমি দেখা করেছ বোঝানর জন্য ওকে বলবে পরবর্ত্তী পার্সেলে ও যেন আমাকে দুটো আপেল পাঠায়……কিন্তু আপেল ত' এখন কোথাও পাওয়া যাবে না…তিনটে নাসপাতিও ত' পাওয়া যায় না। তবে, ঠিক আছে চারটে আলু দিতে বলো।" (এইভাবে আমাদের গল্পগুজব চলত। এন. একদিন সত্যি সত্যি তার 'জিনিষপত্র সুদ্ধ্' রওনা হল, আর পরবর্ত্তী পার্সেলে এম. চারটে আলু পেল। সত্যিই অবাক হওয়ার মত ব্যাপার যাকে সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা বলে উড়িয়ে

দেওয়া চলে না। ওকে সত্যিই ছেড়ে দিল! ওর বিরুদ্ধে আমার থেকে গুরুতর অভিযোগ ছিল……তা হলে হয়ত……যা আসলে ঘটেছিল তা হল, এম-এর স্ত্রী পাঁচটি আলু কিনেছিল যার মধ্যে একটি তার থলিতে থেঁতলে যায়, আর এন-কোলিমাগামী এক জাহাজের খোলে স্থান পেল)।

এইভাবে জীবন চলত। আমরা সবকিছু সম্পর্কে কথা বলতাম, মজার কথা মনে করার চেষ্টা করতাম। নিজের অভিজ্ঞতা এবং পরিচিতের গণ্ডী থেকে পৃথক ঐ প্রাণবন্ত লোকগুলির মাঝে অত্যন্ত আনন্দ লাগত। ইতিমধ্যে নির্ব্বাক সান্ধ্য গুণতি এসে কাজ সেরে যেত। আমাদের চশমা নিয়ে নিত। আলো তিনবার মিটমিট করত। তার অর্থ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমানোর সময় সুরু হবে।

চটপট! তাড়াতাড়ি! একটা কম্বল টেনে নাও! যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন জানা থাকে না কখন গোলাবর্ষণ সুরু হতে পারে, নিজের জিজ্ঞাসাবাদের কালো রাত কোনটি তাও কারুর জানা থাকত না। কম্বলের বাইরে এক হাত রেখে শুয়ে পড়ে চিন্তার ঘূর্ণি-ঝড়কে মস্তিষ্ক থেকে নির্ব্বাসিত করার চেষ্টা করতাম। ঘুমিয়ে পড়ো!

ইয়ুরিকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার অল্প পরে এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় তালা ঝনঝন করে উঠল। মন শক্ত করে ভাবতে লাগলাম, কাকে নিতে এসেছে? একটু পরেই কারারক্ষী ফিসফিস করবে, "কার নাম 'স' দিয়ে সুরু? কার নামের আগে 'জ' আছে?" ও কিন্তু ফিসফিস করল না। দরজা আবার বন্ধ হল। আমরা মাথা তুললাম। দরজার কাছে এক নবাগত দাঁড়িয়ে। রোগাটে, জোয়ান চেহারা। গায়ে সস্তা নীল স্যুট। মাথায় ঘন নীল টুপি। সঙ্গে কিছু নেই। ঘাবড়িয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে ও একবার চারপাশ দেখে নিল।

ও সভয়ে প্রশ্ন করল, "এটা ক' নম্বর কুঠরী?"

"তিপ্পান্ন।"

ও একটু শিউরে উঠল।

"আপনি মুক্ত জীবন থেকে এসেছেন?"

"না," ওর মাথা নাড়ার ভঙ্গীতে বেদনা স্পষ্ট।

"আপনাকে কবে গ্রেফতার করেছে?"

"কাল সকালে।"

আমরা সজোরে হেসে উঠলাম। ওর মুখখানি অত্যন্ত নম্র এবং নিষ্পাপ। ভ্রূযুগল প্রায় সাদা।

"কি জন্য?" (প্রশ্নটি অসঙ্গত। সত্যিই এ প্রশ্নের উত্তর আশা করা চলে না)

"আমি ঠিক জানি না……বিশেষ কোন কারণে নয়।"

সবাই ঐ উত্তর দিত। ওখানে কেউ বিশেষ কোন কারণে বন্দী হত না। সবে

গ্রেফতার হওয়া বন্দীর ত' নিজের মামলা সম্পর্কে মনে হত একেবারেই কোন কারণ নেই।

"তবু, ব্যাপারটা কী ?"

"দেখুন, আমি রুশ জনগণের উদ্দেশে একটি ঘোষণা রচনা করেছিলাম।"

"কী…ই…?" (আমরা কেউ এর আগে ঐ ধরনের "বিশেষ কোন কারণে নয়" শুনিনি)।

"ওরা কি আমাকে গুলি করে মারবে ?" ওর মুখাবয়ব দীর্ঘ হল। ও মাথা থেকে না-খোলা টুপির সামনের দিকটি নিয়ে টানাটানি করছিল।

"না, তা হয়ত করবে না," ওকে আশ্বস্ত করলাম। "এরা আজকাল কাউকে গুলি করে মারে না। প্রায় প্রত্যেক মামলায় দশ বছর জেল দেয়।"

"আপনি শ্রমিক না অফিস কর্ম্মচারী ?" শ্রেণীনীতির অনুরক্ত সমাজবাদী গণতন্ত্রী প্রশ্ন করল।

"শ্রমিক।"

ফাস্তেঙ্কো ওকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিজয়গর্ব্বে আমাকে বললেন, "দেখ, আলেকজাণ্ডার ইসায়েভিচ্, শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব লক্ষ্য করো!" ফাস্তেঙ্কো ঘুমানোর জন্য পাশ ফিরলেন। যেন আর কিছু শোনবার নেই। উনি কিন্তু ভুল করেছিলেন।

"ঘোষণা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ? শুধু ঘোষণা ? ঘোষণার কী কারণ ? কার নামে ঘোষণা করা হল ?"

"আমার নামে।"

"আপনি কেন ?"

নবাগত বিব্রত হেসে উত্তর দিল, "আমি সম্রাট মিখাইল।"

সবাই যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হলাম। খাটিয়ায় উঠে বসে ওর দিকে তাকালাম। না, ঐ পাতলা লজ্জিত মুখের অধিকারী অন্ততঃ মিখাইল রোমানভ হতে পারে না। ওর বয়সও……

"আগামী কাল, আগামী কাল দেখা যাবে। এখন ঘুমের সময়," সুসি কঠোর ভাবে বলল।

আবার সবাই ঘুমাতে সুরু করলাম, মনে মনে নিশ্চিন্ত যে আগামীকাল সকালে রুটির বরাদ্দ একঘেঁয়ে লাগবে না।

ওরা একটি খাটিয়া আর বিছানা নিয়ে এল। সম্রাট সেই খাটিয়ায় শোচের বালতির পাশে চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

☐

হাল্কা বাদামী রঙের দাড়িওলা, ভারিক্কি চেহারা, বয়স্ক এক আগন্তুক '১৬ সালে রেল ইঞ্জিনিয়ার বেলভ-এর মস্কোস্থ বাসভবনে ঢুকে ইঞ্জিনিয়ারের ধর্ম্মপ্রাণ স্ত্রীকে বলেছিলেন, "পেলাজিয়া, তোমার একটি এক বছরের শিশু আছে। ঈশ্বরের দোহাই, ওকে ভাল যত্ন করো। সময় এলে আমি আবার আসব।" তিনি চলে গেলেন।

পেলাজিয়া আগন্তুকের পরিচয়ের বিন্দু বিসর্গ জানতেন না। তবু তিনি এত স্পষ্ট আর জোর দিয়ে কথাগুলি বলেছিলেন যে তাঁর কথাই মায়ের প্রাণ ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিল। উনি সন্তানকে নয়নের মণির মত যত্নে রাখতেন। ভিক্টর শান্ত, সুবোধ এবং ধার্ম্মিক হয়ে উঠল। ও প্রায়ই দেবশিশু এবং মেরীমাতার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে এই স্বপ্ন কমে গেল। বৃদ্ধ আগন্তুক আর আসেনি। ভিক্টর গাড়ি চালাতে শিখল। '৩৬-এ সেনাদলে ভর্ত্তি হয়ে ও বিরো বিজান-এ গেল। সেখানে সেনাবাহিনীর মোটরগাড়ি কোম্পানীতে ওর চাকরি হল। ও বিশেস আলাপী বা কথাবার্ত্তায় পটু ছিল না। হয়ত ওর অ-ড্রাইভার সুলভ শান্ত ব্যবহার এবং নম্রতায় বেসামরিক কর্ম্মরত এক তরুণী আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ওর প্লেটুন কমাণ্ডার ঐ মেয়েটিতে আকৃষ্ট হয়ে ভিক্টরের দরুন সুবিধা করতে পারছিল না। হেনকালে সমর শিক্ষা অভ্যাসের উদ্দেশ্যে মার্শাল ব্লুশার ঐ অঞ্চলে অবতীর্ণ হলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ল। ব্লুশার মোটর কোম্পানীর কমাণ্ডারকে তাঁর সেরা ড্রাইভার পাঠাতে বললেন। কোম্পানী কমাণ্ডার প্লেটুন কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠালেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তখনই তার প্রতিপক্ষ. বেলভ্‌কে, সরিয়ে ফেলার কাজে লেগে গেল। (সেনাদলে প্রায়ই ঐ রকম হয়। যার পদোন্নতি হওয়া উচিত তার না হয়ে যাকে সরানো দরকার তার হয়) এর উপর বেলভ্ সভ্য, পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত। এমন লোককে বিশ্বাস করে অসুবিধায় পড়তে হয় না।

ব্লুশার বেলভ্‌কে পছন্দ করতেন। বেলভ্ তাঁর সাথে রয়ে গেল। অল্পকাল পরে ব্লুশারকে কোন কারণে মস্কোয় ডেকে পাঠান হল। এইভাবে দূর প্রাচ্যে তার শক্তির উৎস থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্লুশারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ব্লুশার বেলভ্‌কে সঙ্গে করে মস্কোয় এনেছিলেন। প্রভুহারা বেলভ্ ক্রেমলিনের গ্যারেজে অবতীর্ণ হয়ে কখনো মিখাইলভ্ (কমিউনিস্ট যুবদলের), কখনো লজোভস্কি, বা নেতৃস্থানীয় আর কারুর, শেষে ক্রুশ্চেভের ড্রাইভারি সুরু করল। অত্যন্ত কাছ থেকে ওর সব দেখার সুযোগ হয়েছিল। নেতাদের ভোজসভা, নৈতিক চরিত্র এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ও আমাদের অনেক গল্প বলত। মস্কোর সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ও অখিল সঙ্ঘীয় ভবনে বুখারিনের বিচারে উপস্থিত ছিল। ও যাদের কাজ করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র ক্রুশ্চেভের সুখ্যাতি করত। শুধু ক্রুশ্চেভের বাড়িতে

বাড়িতেই ও শ্রমিকের জীবনের সরলতা বজায় থাকতে দেখেছে। অত্যন্ত জীবনপ্রেমী ক্রুশ্চেভ ভিক্টরের গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন। '৩৮-এ ইয়ুক্রেনে বদলি হওয়ার সময় ক্রুশ্চেভ ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ভিক্টর বলে, "আমি সারা জীবন ক্রুশ্চেভের সাথে থাকতে ইচ্ছুক ছিলাম।" কিন্তু কোন কারণে ও মস্কোয় রয়ে যেতে মনস্থ করেছিল।

যুদ্ধ সুরুর আগে '৪১-এর কয়েক মাস ওর সরকারী গ্যারেজে চাকরি ছিল না। মুরুব্বির জোরও ছিল না। তাই সেনা-বিভাগে কাজ নিতে হল। দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য ওকে যুদ্ধক্ষেত্রে না পাঠিয়ে কর্ম্মী ব্যাটালিয়নে কাজে লাগানো হয়েছিল। রাস্তা তৈরী আর ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য ওকে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে পায়ে হেঁটে ইতা যেতে হয়েছিল। বিগত কয়েক বছরের নিশ্চিন্ত, স্বচ্ছল জীবনের জায়গায় ধূলো মাটি ঘাঁটাঘাঁটি বেদনাদায়ক মনে হত। ওর দুঃখ এবং দারিদ্র্যের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠল। ও প্রত্যক্ষ করল, যুদ্ধের পর জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি ত' হয়ই নি বরং তাদের দারিদ্র্য ঘোরতর হয়েছে। কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে এবং দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের অজুহাতে সেনাদল থেকে মুক্তিলাভ করে ও মস্কোয় ফিরল। মস্কোয় প্রথমে শেরবাকভ,[২২] পরে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সেদিন্-এর ড্রাইভার হল। সাড়ে তিন কোটি রুবল তহবিল তছরুপের দায়ে সেদিন্ অল্পকাল পরে চাকরি খোয়ালেন। ভিক্টর আবার নেতৃবর্গের ড্রাইভারি করতে লাগল। এরপর একটি মোটর ডিপোয় ড্রাইভারি নিয়ে ও অবসর সময়ে গাড়ি নিয়ে ক্রাস্নায়া পাখ্‌রার রাস্তায় চাঁদনী রাতে ঘুরে বেড়াত।

ওর চিন্তাধারা কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য কিছুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল। '৪৩ সালে ও মার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। মা কাপড়-চোপড় কাচতে কাচতে, বাইরে জল আনতে গিয়েছিলেন। এমন সময় সদর দরজা খুলে গেল। ভারিক্কি চেহারা, সাদা দাড়ি, এক বৃদ্ধ আগন্তুক ঢুকল। বাড়ির দেবমূর্ত্তির সামনে আগন্তুক নিজের গায়ে ক্রস্ আঁকল, তারপর ভিক্টরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "মিখাইলের জয় হোক! ঈশ্বর আপনাকে তাঁর আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন।" ও উত্তর দিল, "আমার নাম ভিক্টর।" "কিন্তু", বৃদ্ধ বলে চললেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি পবিত্র রুশ ভূমির সম্রাট মিখাইল হবেন।" ঠিক সেই মুহূর্তে মা ফিরলেন এবং ভয়ে প্রায় পাথর হয়ে গেলেন। ওঁর বালতির জল চলকে পড়ল। এ ত' সেই সাতাশ বছর আগে দেখা বৃদ্ধ। এ ক' বছরে চুল দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেলেও, নিঃসন্দেহে সেই বৃদ্ধ। "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন, পেলাজিয়া। তুমি সন্তানের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেছ," বৃদ্ধ বলল। যেন ধর্ম্মযাজক সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করছেন, এই ভঙ্গীতে বৃদ্ধ ভবিষ্যৎ সম্রাটকে পাশে ডেকে নিল। হতবুদ্ধি যুবককে জানাল,

'৫৩ সালে শাসন ক্ষমতা পরিবর্ত্তন হবে এবং তার ফলে ও সমগ্র রুশদেশের সম্রাট হবে।[২৩] (এই কারণে আমাদের কুঠরীর নম্বর ৫৩ হওয়ায় ও অত চমকিয়ে উঠেছিল) বৃদ্ধ ওকে '৪৮ থেকে ঐ উদ্দেশ্যে শক্তি সংগ্রহ করতে উপদেশ দিয়েছিল। অবশ্য শক্তি সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলেনি। বৃদ্ধ চলে গেল। ভিক্টরের সে কথা জিজ্ঞেস করা হল না।

এর পর জীবনের সব শান্তি এবং সরলতা বিদায় নিল। হয়ত অন্য কোন মানুষ অত উচ্চাশাপূর্ণ কর্ম্মপন্থায় এগোত না। কিন্তু উচ্চতম ব্যক্তিদের সাথে ওর এক সময় দহরম মহরম হয়েছিল। মিখাইলভ্, শেরবাকভ্, সেদিন্-এর দলকে অত্যন্ত ভাল করে দেখার সুযোগ হয়েছিল। অন্যান্য ড্রাইভারদের থেকেও অনেক কিছু শুনেছিল। ও ধরে নিল, অভীষ্ট লাভের জন্য আদৌ অস্বাভাবিক কিছুর দরকার নেই। বরং বাস্তবে ঠিক তার বিপরীতই প্রয়োজন। শান্ত, বিবেচক, সংবেদনশীল, নব অভিষিক্ত জার, রুরিক্ বংশের শেষ কুলতিলক ফিওডর ইভানিচের মত ভ্রূযুগলের উপর মনোমাখ্-এর মুকুটের গুরু চাপ বোধ করলেন। তাঁকে ঘিরে মানুষের দারিদ্র্য এবং দুঃখ,—এ ভার এ যাবৎ তাঁর বইতে হয়নি। তখন থেকে সব বোঝা তাঁর কাঁধে চাপল। ঐ গ্লানি তখনো বর্ত্তমান থাকার জন্য তিনিই দায়ী. '৪৮ অবধি প্রতীক্ষা অদ্ভুত লাগল। অতএব সেই '৪৩-এর শরতে প্রথম ঘোষণা রচনা করে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের গ্যারেজে চার সহকর্ম্মীকে পড়ে শোনালেন।

আমরা ভোরেই ভিক্টরকে ঘিরে ধরেছিলাম। ও লাজুক ভঙ্গীতে ওর কাহিনী বলে যাচ্ছিল। আমরা সেই অদ্ভুত কাহিনীতে ডুবে গিয়েছিলাম। তখনো ওর শিশুসুলভ বিশ্বাস-প্রবণতার গভীরতা পরিমাপ করে উঠতে পারিনি। তাই ওকে সরকারের পায়রার বিষয়ে সতর্ক করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে চিন্তা করেই দেখিনি যে ওর প্রাণখোলা, সরল কাহিনীতে এমন কিছু থাকতে পারে যা জিজ্ঞাসাবাদকারী ইতিমধ্যে জানে না।

কাহিনী শেষ হওয়ার সাথে সাথে কামারেস্কো নিজেকে হয় "তামাকের জন্য কারাধ্যক্ষের কাছে" নয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করল। যা হোক, খুব শীগ্গির ওর ডাক পড়ল। যথাস্থানে পৌঁছিয়ে ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের গ্যারেজের চারটি কর্ম্মীর,—যাদের অস্তিত্বে কেউ সন্দীহান হত না,—প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করল। (পরদিন জিজ্ঞাসাবাদ থেকে ফিরে ভিক্টর বলল, ও একথা জেনে বিস্মিত হয়েছে যে জিজ্ঞাসাবাদকারী ঐ চারজনের কথা জানে। তখনই সব পরিষ্কার বুঝলাম) ঐ চারজন কর্ম্মী ঘোষণা পাঠ শুনেছে এবং ঘোষণা অনুমোদন করেছে, অথচ কেউই সম্রাটকে গ্রেফতার করায়নি! ও নিজেই উপলব্ধি করেছিল ঘোষণাটি অত্যন্ত আগে প্রচার করা হয়েছে; তাই ঘোষণাটি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

এক বছর কেটে গেল। ভিক্টর তখন মোটরগাড়ির গ্যারেজে মিস্তিরির কাজ করে। '৪৪-এ আবার একটি ঘোষণা রচনা করে দশজন লোককে,—ড্রাইভার আর লেদ মিস্তিরি,—পড়তে দিল। ওরা সবাই ঘোষণাটি অনুমোদন করল, কিন্তু কেউই ওকে ধরিয়ে দিল না। (ভাবতে অবাক লাগে, সরকারের পোষা পায়রার ঐ রকম সুদিনে দশজনের মধ্যে একজনও ওকে ধরিয়ে দেয়নি। শ্রমিক শ্রেণীর মনের পরিবর্তন সম্পর্কে ফাস্তেঙ্কোর হিসাব ভুল হয়নি) অবশ্য এই ক্ষেত্রে সম্রাট কয়েকটি নির্দোষ চালাকি করেছিলেন। তিনি আভাস দিয়েছিলেন যে সরকারের একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর সমর্থক। সমর্থকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সম্রাটের অনুকূলে মতামত গড়ে তোলার জন্য তাদের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা করে দেবেন।

আরও কয়েক মাস গেল। সম্রাট গ্যারেজে দুটি তরুণীকে তাঁর গোপন কথা বললেন। এবার বিপরীত ফল হল না। দেখা গেল, তরুণী দুটির আদর্শগত বুনিয়াদ পাকা! এমন সময় বিপদের পূর্ব্বাভাস পেয়ে ভিক্টরের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হল। মার্চ মাসে খ্রীষ্টান পরবের পর এক রবিবার ও ঘোষণাটি নিয়ে বাজারে চলেছিল। সহানুভূতিশীল এক পুরানো শ্রমিক ওকে বাজারে দেখতে পেয়ে বলল, "ভিক্টর অন্ততঃ এই সময়টার জন্য তুমি ঐ কাগজটা পুড়িয়ে ফেলো।" ভিক্টরও স্পষ্ট বুঝল, ও অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘোষণাটি লিখেছে, এবং তা পুড়িয়ে ফেলাই উচিত। "ঠিকই বলেছ। আমি পুড়িয়ে ফেলব।" পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ও বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু বাজারেই দুটি চমৎকার যুবক ওকে ডাকল, "ভিক্টর আলেক্‌সেভিচ, আমাদের সঙ্গে চলুন।" ওরা ওকে একটি ব্যক্তিগত মোটরে লুবিয়াঙ্কায় নিয়ে এল। ওকে লুবিয়াঙ্কায় নামিয়ে দিয়ে এত তাড়া পড়ল যে উত্তেজনার দরুন ওরা ওকে নিয়ম-মাফিক তল্লাসি করল না। সম্রাট ঘোষণাটি বাথরুমে প্রায় নষ্ট করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ভাবল, নষ্ট করলে ওর পক্ষে অধিকতর খারাপ হবে। ওরা ঘোষণাটি খুঁজে বার করার জন্য ওর পেছু ছাড়বে না। ওকে ইলিভেটারে চড়িয়ে সোজা এক জেনারেল এবং এক কর্নেলের সামনে হাজির করল। জেনারেল স্বহস্তে ভিক্টরের পকেট থেকে ঘোষণাটি উদ্ধার করলেন।

যা হোক একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেই বড় লুবিয়াঙ্কা শান্ত হল। দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই বিপজ্জনক নয়। মোটর ডিপোর গ্যারেজে দশজন এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের গ্যারেজে চারজনকে গ্রেফতার করা হল। যে লেফটেনান্ট কর্নেলের উপর জিজ্ঞাসাবাদের ভার পড়েছিল সে ত' ঘোষণাপত্র পড়তে পড়তে এক চোট হেসে নিল :

মহামান্য সম্রাট, আপনি অনুগ্রহ করে লিখুন : 'প্রথম বসন্তে আমি কৃষিমন্ত্রীকে যৌথ খামার ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দেব।' কিন্তু গবাদিপশু এবং যন্ত্রপাতি কি

প্রকারে ভাগ বাঁটোয়ারা করবেন? তা এখনো ভেবে দেখেননি। বেশ, এর পর লিখুন: 'আমি বসতবাড়ির নির্মাণ বৃদ্ধি করে প্রত্যেককে কর্মস্থলের পাশে বাসস্থান দেব। শ্রমিকের মজুরীও বর্দ্ধিত হবে।' কোথা থেকে এত টাকা পাবেন, সম্রাট? নোট ছাপাবেন? আপনি সরকারের ঋণও শোধ করে দিতে চান। তার উপর: 'আমি ধরাতল থেকে ক্রেমলিনের নাম মুছে দিতে চাই।' তাহলে আপনার সরকার বসবে কোথায়? বড় লুবিয়াঙ্কার বাড়িটা কেমন মনে হয়? অনুগ্রহ করে একবার বড় লুবিয়াঙ্কা পরিদর্শন ভ্রমণে বেরোবেন?"

অনেক অল্প বয়স্ক জিজ্ঞাসাবাদকারী রুশ সম্রাটের সাথে তামাশা করার জন্য এসেছিল। ওরা এর মধ্যে হাসির খোরাক বৈ কিছু পায়নি।

কুঠরীর সবাইয়ের মুখভাব অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করতে হয়েছিল। জে-ভ আমাদের দিকে চোখ টিপে ওকে বললেন, "আশা করি তুমি এই ৫৩ নম্বর কুঠরীর বন্দীদের ভুলবে না।" ওঁর কথায় সবাই হেসে ফেলল।

সাদা ভুরু জোড়া, থরথরে হাতের চেটো, নিষ্পাপ আর সরল ভিক্টর যখনই ওর দুঃখী মায়ের কাছ থেকে আলুসেদ্ধ পেত, 'আমার' আর 'তোমাদের' ভাগাভাগি না করে বলত: "কমরেডরা এসো, খাওয়া যাক।"

ও লাজুক হাসি হাসত। রুশ সম্রাট হওয়ার ব্যাপারটা যে কত তামাশার বিষয় এবং কালানুপযোগী, তা ও ভালই বুঝত। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বাচন করলে ওর কি করণীয় থাকতে পারে?

অল্প কয়েকদিন পরে ওকে আমাদের কুঠরী থেকে নিয়ে গিয়েছিল।[২৪]

□

পয়লা মে'র ঠিক আগে জানালা থেকে নিষ্প্রদীপ আচ্ছাদন খুলে নেওয়া হল। স্পষ্ট বোঝা গেল যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে।

লুবিয়াঙ্কায় এর আগের কোন সন্ধ্যা ঐ সন্ধ্যার মত শান্ত মনে হয়নি। মনে পড়ে, ইস্টারের দ্বিতীয় দিন মনে হচ্ছিল কারণ সে বছর মে দিবস এবং ইস্টার পর পর পড়েছিল। সে সন্ধ্যায় কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়নি। বারান্দার ওপার থেকে কারুর প্রতিবাদ নিস্তব্ধতা ভেদ করে আমাদের কানে পৌঁচচ্ছিল। ওরা তাকে কুঠরী থেকে নিয়ে একটি বাক্সে পুরে দিল। শ্রবণশক্তি দিয়ে সব দরজার অবস্থান স্থির করতে পারতাম। বাক্সর দরজা খোলা রেখে ওকে অনেকক্ষণ ধরে মারল। ওর বন্ধ হয়ে আসা, নরম মুখের ও [illegible] তিটি আঘাত পূর্ণ নিস্তব্ধতায় পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম।

দোসরা মে ত্রিশ তোপের সেলাম আকাশে গর্জে উঠল। এর অর্থ, একটি ইউরোপীয় রাজধানী দখল হয়েছে। দুটি তখনো দখল হয়নি,—প্রাগ আর বার্লিন। অনুমান করতে লাগলাম, কোনটি দখল হল।

৯ই মে দুপুরের খাওয়ার সাথে রাতের খাওয়া এল,—যা লুবিয়াঙ্কায় শুধু ১লা মে এবং ৭ই নভেম্বর ঘটত।

অনুমান করলাম, যুদ্ধ থেমে গিয়েছে।

সে সন্ধ্যায় আরও ত্রিশটি তোপ দাগা হল। আমরা বুঝলাম, প্রয়োজনীয় রাজধানী দখল শেষ হল। মনে পড়ে সেই সন্ধ্যায় কিছু পরে চল্লিশটি তোপ দাগা হল। অর্থাৎ, সবকিছুর পরিসমাপ্তি।

কুঠরীর জানালার আবরণের ফাঁক দিয়ে, লুবিয়াঙ্কার সব কুঠরী থেকে, এবং মস্কোর সব কারাগারের সব জানালা থেকে আমরাও, অর্থাৎ প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দী এবং যুদ্ধরেখা সমীপবর্তী যোদ্ধারা, দেখলাম আতসবাজীর নক্শা আর আড়াআড়ি সন্ধানী আলোর রশ্মিতে মস্কোর আকাশ উদ্ভাসিত হল।

ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী দলের যোদ্ধা যুবক বরিস গামেরভ্ আগেই দুরারোগ্য ফুসফুসের আঘাতে পঙ্গু অবস্থায় সৈন্যবাহিনী থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এক দল ছাত্রের সাথে গ্রেফতার হয়ে ঐ সন্ধ্যায় ও বুতুর্কির এমন এক ভিড় বোঝাই কুঠরীতে জায়গা পেয়েছিল যার অর্দ্ধেক বাসিন্দা হয় প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দী নয় রণাঙ্গনের সৈন্য। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত আট পংক্তির একটি তীব্র কবিতায় ও যুদ্ধের প্রতি শেষ সেলামের বর্ণনা করছিল: ওভারকোট মুড়ে সৈন্যরা কিভাবে তক্তার উপর শুয়ে ছিল; তোপের আওয়াজে ওরা জেগে গেল; মাথা তুলে কামানের নলের দিকে পিট পিট করে তাকিয়ে বলল, "ওঃ, যাক, সেলাম দাগা হচ্ছে",—আবার শুয়ে পড়ল, ওদের ওভারকোট মুড়ি দিয়ে।

এ সেই ওভারকোট যাতে ট্রেঞ্চের কাদা আর আগুনের ছাই লেগেছে বিস্তর, এবং যা জার্মান গোলার টুকরোর আঘাতে শতচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

সে বিজয় আমাদের নয়। সে বসন্তও আমাদের নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেই বসন্ত

'৪৫-এর জুনের প্রতি সকাল এবং সন্ধ্যায় বুতুর্কির জানালা দিয়ে অদূর লেস্নায়া ষ্ট্রীট নয় নভোস্লোবাদস্কায়া থেকে ব্যাণ্ড বাজনার ধাতুজ শব্দ ভেসে আসত। বারবার কুচকাওয়াজের বাজনা বাজত।

গাঢ় সবুজ রঙের মোটা কাঁচের আবরণ দেওয়া, চওড়া অথচ দুর্ভেদ্য জেলের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শুনতাম। সামরিক বাহিনীর কোন ইউনিট কুচকাওয়াজ করছে নাকি ? না শ্রমিকরা অবসর সময়ে কুচকাওয়াজ অভ্যাস করছে ? গুজব শুনেছি, যুদ্ধ শুরুর চতুর্থ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে বাইশে জুন লাল চৌকে বিজয় কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি চলছে।

গোঙাতে গোঙাতে বড় ইমারতের চাপ সয়ে যাওয়া ভিত্তিপ্রস্তরের ধর্ম ; ইমারতের শোভাবর্দ্ধন করার ভাগ্য তার হয় না। কিন্তু যাদের মাথা আর বুকের পাঁজর প্রথম আঘাত সয়ে বিদেশীর বিজয় ঠেকিয়ে রাখল এবং যারা সে সময় বিনা কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল, ভিত্তির অংশ-বিশেষের প্রাপ্য সম্মান থেকেও তারা বঞ্চিত হল।

বিশ্বাসঘাতকের কাছে আনন্দের অভিব্যক্তি অর্থহীন।

আমাদের কারাগারগুলিতে ৪৫-এর বসন্ত প্রধানতঃ রুশ যুদ্ধবন্দীর বসন্ত হিসাবে দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলির মধ্যে দিয়ে ওরা ধূসর সামুদ্রিক হেরিং মাছের এক অতিকায় ঝাঁকের মত বয়ে গেল। ঝাঁকের প্রথম চিহ্ন হিসাবে ইয়ুরির দেখা পেয়েছিলাম। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যপূর্ণ গতি শীগ্‌গির আমাকে ঘিরে ধরল, ওরা যেন আপন নিয়তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

শুধু যুদ্ধবন্দীরাই কুঠরীর অতিথি হত না। যারা অতীতে কখনো পশ্চিম ইউরোপে থেকেছে তাদের ঢেউও আছড়ে পড়তে লাগল : গৃহযুদ্ধের সময় রুশ-দেশত্যাগীরা ; 'অস্তোভ্‌ৎসি' অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের দ্বারা নিয়োজিত শ্রমিক দল ; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দূরদর্শী এবং বিচার বিবেচনা সম্পন্ন লালফৌজের অফিসারবর্গ,—স্ট্যালিন ভীত ছিলেন পাছে ১২০ বছর আগেকার ডিসেম্বরবাদীদের মত ইউরোপ থেকে মুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে দেশে ফেরে। ঢেউয়ের বড় অংশ ছিল যুদ্ধবন্দীদের। বিভিন্ন বয়সের যুদ্ধবন্দীর অধিকাংশ ছিল আমার বয়সী ; ঠিক আমার বয়সী না হলেও আমার মত

অক্টোবর-বিপ্লবের যমজ ভাই, যারা ভয় তুচ্ছ করে '৩৭-এ বিপ্লবের দ্বিতীয় দশক পূর্ত্তি উদ্‌যাপন করেছিল এবং যাঁদের বয়সী মানুষ যুদ্ধ সুরুর আগে স্থায়ী সেনাদলের ভিত্তি হওয়ার দরুন যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহে সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

বিজয় কুচকাওয়াজের সাথে মিলে ঐ বিরক্তিকর কারা-বসন্ত আমার সমবয়সীদের হিসাব-নিকাশের বসন্তে রূপান্তরিত হয়েছিল।

শৈশবে শুনেছি "সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে অর্পিত হোক" প্রতিধ্বনিত হত। আমরাই রোদে পোড়া কচি হাত বাড়িয়ে বিউগল্ ধরেছি এবং পাইওনিয়ারের আহ্বান "প্রস্তুত হও"র প্রত্যুত্তরে বলেছি "আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত।" আমরাই বুথেনওয়াল্ডে অস্ত্রশস্ত্র পাচার করে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি। আর আমরাই অবশেষে অবমানিত, কারণ আমরা প্রাণে বেঁচে রয়েছি।[১]

এর আগে পূর্ব্ব প্রাশিয়ায় লালফৌজের অগ্রগতির সাথে দেখেছি যুদ্ধবন্দীর দল মুখ কালো করে ফিরছে। কেবল ওদের মুখে দুঃখের ছবি। বাকি সবাই আনন্দে উল্লসিত। থমথমে মুখ দেখে খারাপ লাগলেও দুঃখের প্রকৃত কারণ তখনো বুঝিনি। আমি লাফিয়ে ওদের স্বেচ্ছাকৃত সারিতে গেলাম। (ওরা সার বেঁধে চলছিল কেন, কেন পদ মর্য্যাদা অনুসারে সার বেঁধেছিল? কেউ ত' বাধ্য করেনি। সব দেশের যুদ্ধবন্দী ব্যক্তি-বিশেষ হিসাবে দেশে ফেরে। আমাদের যুদ্ধবন্দীরা ফেরে যথাসম্ভব অনুগতভাবে) আমার ইউনিফরমে ক্যাপ্টেনের কাঁধপটি ছিল। ঐ কাঁধপটি এবং অগ্রসরমান সেনাদলে আমার অন্তর্ভুক্তি যুদ্ধবন্দীদের বিমর্ষতার কারণ অনুসন্ধানের অন্তরায় হল। অবশেষে ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আমিও একদিন যুদ্ধবন্দীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম। ইতিমধ্যে ওদের সাথে কুচকাওয়াজ করে সেনাদলের প্রতিগুপ্তচর বিভাগীয় সদর দপ্তর থেকে রণাঙ্গনের সদর দপ্তরে যেতে হয়েছিল। শেষোক্ত স্থানে পৌঁছিয়ে ওদের কাহিনী প্রথম শুনলাম এবং তখন তা বুঝতে পারিনি। পরে ইয়ুরি সব খুলে বলেছিল। বুতুর্কি দুর্গের ইট-রঙ গম্বুজের নিচে মনে হয়েছিল, যেমন পোকাকে পিন গেঁথে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপিত করা হয়, লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীর কাহিনী তেমনি চিরকালের জন্য আমার অন্তর ভেদ করেছে। নিজের কারাবাস তখন তুচ্ছ মনে হল; ছিঁড়ে নেওয়া কাঁধপটির জন্য খেদ ভুলে গেলাম; বুঝলাম, শুধু সৌভাগ্য বলে আমার সহযোদ্ধাদের মত দুর্ভাগ্য হয়নি। প্রত্যয় হল, ওদের যৌথ ভারের অংশ বহন করা কর্ত্তব্য, এবং যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সর্ব্বশেষ মানুষটি সে ভারে গুঁড়িয়ে না যাচ্ছে আমি তা বহন করব। নতুন করে মনে হল সলোভিয়েভ্ পারাপারে, খারকভ্ বেষ্টনীতে, কের্চ-এর খনিতে আমিও যুদ্ধবন্দী হয়ে দু' হাত পেছনে রেখে নিজের সোভিয়েত গর্ব্ব কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে মিশিয়ে দিয়েছি; আমিও এক হাভা কাওয়া'র (অ-বিধিসম্মত উপায়ে প্রস্তুত কফি)

অন্য জমাট বাঁধা ঠাণ্ডায় ওদের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে কেটলি পর্য্যন্ত পৌছনর আগেই অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছি এবং আমাকে মৃত মনে করে সবাই চলে গিয়েছে; ওফ্লাগ ৬৮তে (সুয়াল্কি) সামরিক মেসের একটি টিনের কৌটোর ঢাকনি দিয়ে আমিও ওল্টানো ঘণ্টাকৃতি শেয়ালের গর্ত খুঁড়েছি, যাতে একেবারে খোলা মাঠে শীত কাটাতে না হয়; এক উন্মত্ত বন্দী মৃতপ্রায় আমার বাহুর নিচে তখনো উত্তপ্ত মাংস খুবলে খাওয়ার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছে; তিক্ত, অভুক্ত চেতনায় টাইফাস বীজাণু ভর্ত্তি ব্যারাক বা ইংরেজ যুদ্ধবন্দীর জন্য কাঁটাতার ঘেরা নিকটবর্ত্তী শিবিরে শুয়ে প্রতিদিন আমার মুমূর্ষু মস্তিষ্কে যে স্বচ্ছ চিন্তা আনাগোনা করত তা হল, সোভিয়েত রাশিয়া তার মৃতপ্রায় সন্তানকে ত্যাগ করেছে। যতকাল "রাশিয়ার গর্ব্বিত সন্তানদের" আক্রমণাত্মক যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল এবং ওরা শত্রুর ট্যাঙ্কের নিচে বুক পেতে দিতে পেরেছে ততকালই সোভিয়েত মাতার ওদের প্রয়োজন হয়েছে। যুদ্ধবন্দী হওয়ার পর ওদের খাওয়ান ত' অকারণ বাড়তি আহার্য্য দান। শোচনীয় পরাজয়ের বাড়তি সাক্ষীদের জিইয়ে রাখাও বটে।

অনেক সময় মিথ্যা বলতে চাইলে, জিভ রাজি হয় না। ওদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও বিচারক, সরকার পক্ষের উকিল এবং জিজ্ঞাসাবাদকারীরা একটি লক্ষ্যণীয় ভুল উক্তি করে বসলেন। দণ্ডিত যুদ্ধবন্দীরা, সমগ্র জাতি এবং সংবাদপত্রগুলি ঐ ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি এবং তদ্দ্বারা তার পুষ্টি করে অজ্ঞাতসারে সত্য প্রকাশ করলেন। তাঁদের অভিসন্ধি ছিল ওদের 'মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতক' ঘোষণা করা। কিন্তু সর্ব্বত্র লেখা এবং ভাষণে, এমন কি বিচারালয়ের দলিলে ওদের মাতৃভূমিদ্রোহী বলা হল।

সুতরাং তাঁদের পরিভাষা অনুযায়ী ওদের মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলা চলে না। ঐ হতভাগারা ত' মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেই নি বরং হিসাবী মাতৃভূমি একবার নয় তিন তিনবার ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মাতৃভূমি প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, অপটুতার দ্বারা। মাতৃভূমির অত প্রিয় সরকার তখন যুদ্ধে হারার জন্য সবকিছু করেছে: সুদৃঢ় কেল্লাগুলি বিনষ্ট করেছে; গোটা বিমানবাহিনী ধ্বংসাত্মক কাজে নিযুক্ত করেছে; ট্যাঙ্ক এবং কামান অকেজো করে রেখেছে: উপযুক্ত জেনারেলদের সরিয়ে দিয়েছে এবং সেনাদলকে প্রতিরোধ করতে নিষেধ করেছে।[২] আর যারা যুদ্ধবন্দী হল তারা সব আঘাত সয়ে জার্মান সেনাদলের অগ্রগতি রোধ করেছে।

বন্দীদশায় মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে মাতৃভূমি ওদের সাথে দ্বিতীয়বার ক্রুর বিশ্বাসঘাতকতা করল।

"মাতৃভূমি তোমাদের ক্ষমা করেছে! মাতৃভূমি তোমাদের ডাকছে!"—ইত্যাদি

মমতাভরা উপদেশে দেশে ফিরতে বলে সীমান্ত পেরোনমাত্র ওদের এনে আবদ্ধ করে মাতৃভূমি তৃতীয়বার নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা করল।

এসব থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার এগারো শো বছর অস্তিত্বের ভিতর কত মারাত্মক অন্যায় কাজই না ঘটেছে! তবু নিজের সেনা-দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকেই বিশ্বাসঘাতক বলার মত কোটি কোটি গুণ অন্যায়ের কি আর কোন নজির আছে?

কত সহজে ওদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছি! অমুক বিশ্বাসঘাতক? ধিক্, ওকে ধিক্! ওকে খরচের খাতায় ফেলে দাও। সবার আগে খরচের খাতায় ফেলেছিলেন জাতির পিতা। ১৮৬৬ সালে তৈরী বের্ডান রাইফেলের সাহায্যে, যাতে প্রতিবারে একটিমাত্র গুলি ভরা যায়, স্ট্যালিন মস্কোর বুদ্ধিজীবী সমাজের রত্নগুলিকে ভায়াজ্‌মার মাংস কিমা করার যন্ত্রে ঠেলে দিলেন। প্রতি পাঁচজনের একজনকে পাঠান হত। কোন লিও টলস্টয় ঐ বোরোদিনোর বর্ণনা করবেন? বেঁটে, তৈলাক্ত অঙ্গুলির একটি মূর্খ হেলনে মহান সমরকৌশলী আমাদের ১২০,০০০ যুবককে—প্রায় বোরোদিনোর মোট রুশ সৈন্য সংখ্যার সমান,—শুধু নববর্ষের চাঞ্চল্যকর সংবাদ উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর '৪১-এ কের্চ উপসাগর পার করে পাঠালেন। ওদের সবাইকে বিনা যুদ্ধে জার্মানদের হাতে তুলে দিলেন। তবু কোন কারণে বিশ্বাসঘাতক তিনি নন, ওরাই।

(আমরা কত সহজে দলগত প্রচারে ভুললাম। কত সহজে ঐ একনিষ্ঠ মানুষ-গুলিকে বিশ্বাসঘাতক বলতে রাজী হলাম! সে বসন্তে বুতুর্কির এক কুঠরীতে লেবেডেভ্ নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। উনি ধাতুবিদ্যার অধ্যাপক। দেখে মনে হত গত শতাব্দী অথবা তার আগের শতাব্দীর বিখ্যাত ডেভিডভ্ লোহা ঢালাইয়ের যুগের ওস্তাদ কারিগর। চওড়া কাঁধ, চওড়া কপাল, মুখে পুগাচেভের মত দাড়ি। লম্বা এবং বলিষ্ঠ হাত দুটি দিয়ে ৭৫ কেজি ওজনের বালতি তুলতে পারতেন। উনি কুঠরীতে অন্তর্বাসের উপর ফিকে হয়ে যাওয়া ধূসর রঙের শ্রমিকের আলখাল্লা পরতেন। যতক্ষণ না কিছু পড়তে বসতেন আলুথালু, অগোছাল মানুষটিকে দেখে সহায়ক কারাকর্মী মনে হত। কিছু পড়তে বসলেই স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। প্রায়ই বন্দীরা ওঁকে ঘিরে থাকত। উনি ধাতুবিদ্যার কথা বলতেন সামান্যই; কিন্তু বাজখাঁই গলায় বোঝাতেন কি কারণে স্ট্যালিনকেও ঠিক ভয়ঙ্কর আইভানের মত এক কুকুর বলা চলে: "গুলি করো!" "গলা টিপে মারো! একটুও ঘাবড়িও না!" উনি বলতেন ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন মুখ থেকে নাল গড়ানো শিশুর মত অসংলগ্ন কথার মানুষ, আসলে জল্লাদের তল্পিবাহক। আমার লেবেডভ্‌কে অত্যন্ত ভাল লাগত। ওঁর মোটাসোটা দেহের উপর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ এবং কৃষকের মত বলিষ্ঠ হাত পা,—যেন

সমগ্র রুশ জাতির প্রতিমূর্তি। না জানি কত বিষয়ে চিন্তা করেছেন! ওঁর কাছেই ত' আমি বহির্জগৎকে বুঝতে শিখেছি। অথচ ঐ মানুষই তাঁর বিশাল হাত দিয়ে মাংস কাটার ভঙ্গীতে গর্জে উঠেছিলেন, ৫৮-১(খ)-এ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতক, তাদের ক্ষমা নেই। ৫৮-১(খ)রা চারপাশে তক্তার খুপরিতে শুয়ে ছিল। ঐ উক্তি ওদের পক্ষে কত বেদনাদায়ক। রুশ কৃষক এবং শ্রমিকের নামে বৃদ্ধ এত প্রত্যয়সহ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে ওরা লজ্জিত হয়ে ঐ নতুন দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে অসুবিধা বোধ করল। ৫৮-১০এ অভিযুক্ত দুটি যুবক এবং আমার উপর বৃদ্ধের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ওদের রক্ষা করার ভার পড়ল। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের অতিকায় মিথ্যা প্রচারের জোর করে ঘোর অজ্ঞতা এনে দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম। সত্যের যে অংশটুকুর মধ্যে তাঁর নাসিকা ভুলক্রমে ঢুকে যায় আমাদের সর্ব্বাধিক উদারমনা ব্যক্তিও সেইটুকু মাত্র গ্রহণ করতে চান)[৪]

এ যাবৎ রাশিয়া কত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে! (কম হলে ভাল হত) ঐ যুদ্ধগুলিতেও কি অনেক বিশ্বাসঘাতক দেখা গিয়েছিল? কেউ কি কখনো লক্ষ্য করেছে যে রুশ সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার শিকড় মনের গভীরে পোঁচেছে? অতঃপর পৃথিবীর সর্ব্বাধিক ন্যায়পরায়ণ সমাজ-ব্যবস্থায় সর্ব্বাধিক ন্যায়যুদ্ধ ঘটল এবং জনগণের নিম্নতম এবং সরলতম উপাদান থেকে যেন ভোজবাজীর মত লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসঘাতক উৎপন্ন হল। এ কথা বোঝা যাবে কি ভাবে, ব্যাখ্যাই বা কি ভাবে করা সম্ভব?

মার্ক্স যে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য এবং কষ্টের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন সেই পুঁজিবাদী ইংলণ্ড আমাদের পক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। তবে কেন এই যুদ্ধে ইংলণ্ডে বিশ্বাসঘাতক পাওয়া গেল মাত্র একটি, 'লর্ড হ হ',—আর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ?

সবাই এ বিষয়ে মুখ খুলতে ভয় পান। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর কি আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই অন্তর্নিহিত নয়?

আমাদের প্রাচীনতম প্রবাদের একটি যুদ্ধবন্দীকে সমর্থন করে: 'বন্দী চিৎকার করতে পারে, মৃত ব্যক্তি পারে না।' জার এ্যালেক্সি মিখাইলোভিচের আমলে বন্দী-দশায় কষ্ট সহ্য করার পুরস্কার স্বরূপ অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করা হত। পরবর্ত্তী সব যুদ্ধে বন্দী-বিনিময়, স্বদেশের বন্দীদের সাহায্য এবং আরাম দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য বিবেচিত হত। বন্দীদশা থেকে পলায়নের প্রত্যেক ঘটনা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা গণ্য হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধবন্দীর সাহায্যকল্পে রাশিয়ায় তহবিল সংগ্রহ করা হত, নার্সদের জার্ম্মানী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত এবং সংবাদপত্রগুলি রোজ পাঠকদের স্মরণ করাত যে আমাদের যুদ্ধবন্দীরা, সহযোদ্ধারা জঘন্য বন্দীদশায় দিন কাটাচ্ছে। সব পাশ্চাত্য দেশই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐ আচরণ করেছে। ওদের যুদ্ধ-

বন্দীরা নিরপেক্ষ দেশের মাধ্যমে বিনা উপদ্রবে পার্সেল, চিঠি এবং সব রকম সাহায্য পেত। ওদের মান-সম্মান খুইয়ে জার্মানদের স্যুপের কেটলি থেকে এক হাতা গ্রহণ করতে হত না। ওরা জার্মানদের দু' কথা শুনিয়ে দিত। পাশ্চাত্য সরকারগুলি তাদের ধৃত সৈনিকদের চাকরিতে প্রবীণতার ক্রমজনিত অধিকার, নিয়ম-মাফিক পদোন্নতি এমন কি বেতনও দিয়েছিল।

পৃথিবীর যে একমাত্র সৈনিকের আত্মসমর্পণের অধিকার ছিল না সে হল পৃথিবীর একমাত্র লালফৌজ। আমাদের সামরিক নিয়মে তাই লেখা আছে। (জার্মানরা ট্রেঞ্চ থেকে আমাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলত: "আইভান প্লিয়েন নিশ্‌ৎ",—আইভান বন্দী হয়ো না) কেউ এর মানচিত্র আঁকতে পারেন? যুদ্ধ আছে, মৃত্যু আছে অথচ আত্মসমর্পণ নেই! কী অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার। ওর প্রকৃত অর্থ: যুদ্ধে যাও আর মরো; আমরা বাঁচলেই হল। কেউ যুদ্ধে পা হারিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করলে তাকে বন্দী করা হত। ফিনযুদ্ধের প্লেটুন কমাণ্ডার লেনিনগ্রাদ-বাসী আইভানভ্‌কে পরে উস্তভুমলাগে বন্দী করা হয়েছিল।

মাতৃভূমি দ্বারা পরিত্যক্ত, শত্রু এবং মিত্রসেনার দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন একমাত্র আমাদের সৈন্যরা জার্মান সাম্রাজ্যের খিড়কীতে শুয়োরের খাদ্যের বরাদ্দ পাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করত। যদিও জোয়ান মন তা আদৌ বিশ্বাস করতে চাইত না, একমাত্র ওদের ঘরে ফেরার দরজা ছিল আঁট সাঁট বন্ধ। ৫৮-১(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওদের যুদ্ধকালে কেবল গুলি করে হত্যার সাজা দেওয়া চলত। জার্মান গুলি থেকে প্রাণ বাঁচানোর অভিপ্রায়ে যুদ্ধবন্দী হওয়ার অপরাধে সোভিয়েত গুলিতে প্রাণ দিতে হত। কেউ মরে শত্রুর গুলিতে, আমরা মরি নিজের গুলিতে!

প্রসঙ্গতঃ বলি, কেউ হয়ত অতি সরল প্রশ্ন করবেন, কি জন্য? নীতিবাদী সরকার কখনো হয়নি, হবে না। বিচারাশ্রয় জনগণকে কিছু করার অপরাধে কারা বা প্রাণদণ্ড দেয় না, কোন কিছু করা থেকে বিরত করতে দেয়। যুদ্ধবন্দীদেরও মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হত না। অতি বড় মূর্খও পরিষ্কার বুঝত যে একমাত্র ভ্লাসভ্‌বাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা চলত। ওরা দেশে ফিরে যাতে গ্রামবাসীদের ইউরোপের কাহিনী না শোনাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধবন্দীদের কারাদণ্ড দেওয়া হত। চোখের দেখা না হলে মনে দুঃখ হবে না।

রুশ যুদ্ধবন্দীদের তা হলে কী করণীয় ছিল? একমাত্র আইনসম্মত পথ ছিল বুটের তলায় শুয়ে পড়ে প্রাণ দেওয়া। দুর্ব্বল ঘাসও বাঁচবার জন্য মাটির ঊর্দ্ধে মাথা ঠেলে দেয়। আর আপনার আমার প্রাণ দিতে হবে বুটের নিচে। মন্থরতার দরুন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ না করে থাকেন, অন্ততঃ এখন মরুন; আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে না।

সৈন্যরা ঘুমায়।
সৈন্যরা একবার তাদের কথা বলল,
সে কথা যুগ-যুগান্তে খাঁটি হয়ে রইল।

মরীয়া হয়ে অন্য যে-কোন পথ অবলম্বনের অর্থ আইনের সাথে সংঘাত।

প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে, অর্দ্ধেক জার্মানী, পোলাণ্ড অথবা বলকান দেশ পেরিয়ে শিবির-পালানো বন্দী মাতৃভূমিতে ফিরে সোজা স্মের্শের খপ্পরে পড়ে কারাগারের বাসিন্দা হত। ওদের প্রশ্ন করা হত: অন্য সবাই পারল না, অথচ তুমি পালালে কি করে? বেশ গণ্ডগোল মনে হচ্ছে। এবার বলো ত', ছুঁচো, ওরা তোমাকে কোন কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে? (মিখাইল বুর্নাৎসেভ্, প্যাভেল বন্দারেঙ্কো এবং অন্যান্য বহু বন্দীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল)[৫]।

শিবির থেকে পালিয়ে পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট কর্ম্মী বা প্রতিরোধ-সেনাদলে যোগ দিলে সামরিক বিচারালয়ের সাথে হিসাব নিকাশ বড় জোর স্থগিত থাকত; বরং তাতে বিপদ বাড়ত। কারণ ইউরোপীয়দের সাথে সহজ চলাফেরার ফলে হয়ত আপনার মনে ক্ষতিকর ধ্যান-ধারণা বাসা বেঁধেছে। তা ছাড়া আপনি যে পালাতে ভয় পাননি এবং পলাতক অবস্থায় সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এর অর্থ আপনি এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। অতএব দেশমাতৃকার পক্ষে দ্বিগুণ বিপজ্জনক।

আপনি কি সহযোদ্ধা এবং সাথীদের ক্ষতি করে যুদ্ধবন্দী শিবিরে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন? শিবির পুলিশ অথবা পরিচালক, অর্থাৎ জার্মান বা মৃত্যু সহায়ক হয়েছিলেন? ফ্যাসিবিরোধী বাহিনীতে কাজ করে থাকলেও স্ট্যালিনী আইনে শাস্তির কঠোরভাব তারতম্য ঘটত না। দণ্ডবিধির একই ধারা অনুযায়ী উভয় অপরাধের বিচার হত, সম মেয়াদী সাজা মিলত এবং তার কারণ সহজে অনুমেয়। জার্মান সহায়ক কম ক্ষতিকর গণ্য হত। কিন্তু আপনার হৃদয়ে গ্রথিত ব্যাখ্যার অতীত আইন সমাজের আবর্জ্জনাস্বরূপ ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ঐ পথ বেছে নিতে নিষেধ করত।

উপরোক্ত চারটি অসম্ভব বা অগ্রহণযোগ্য সম্ভাবনা ছাড়া একটি পঞ্চম সম্ভাবনা ছিল: জার্মানদের চাকরিতে নিয়োগকর্ত্তার প্রতীক্ষা অর্থাৎ দেখা, ওরা কী কাজ করতে দেয়।

কপালগুণে মাঝে মাঝে তাদের কৃষকদের খামারের জন্য ভাড়াটে মজুর সংগ্রহ করতে জার্মান গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিরা আসত। এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ইঞ্জিনিয়ার এবং মিস্তিরি সংগ্রহ করতে আসত। স্ট্যালিনী নির্দেশানুযায়ী ঐ সব কাজ প্রত্যাখ্যান করা বিধেয়। আপনি ইঞ্জিনিয়ার বা কুশলী কারিগর হলে সে কথা গোপন রাখতে হত। ঔদ্যোগিক নক্সাকার বা বিদ্যুৎকর্মীর পক্ষে দেশাত্মবোধ অক্ষুণ্ণ

রাখার রাস্তা ছিল যুদ্ধবন্দী শিবিরে মাটি কাটা, আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে তুলে খাওয়া এবং পচে মরা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাতৃভূমির সাথে নির্ভেজাল বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বন্দীর উন্নত শিরে দশ বছর কারাদণ্ডের সাথে আরো পাঁচ বছর বাড়তি দণ্ড ধার্য্য হত। অথচ মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সাথে শত্রুর সেবা, বিশেষতঃ বন্দীর নিজ পেশায়, যুক্ত হলেও ঐ দশ বছর কারাদণ্ডের সাথে আরো পাঁচ বছর বাড়তি দণ্ড ধার্য্য হত।

এই ছিল অতিকায় দানবের মণিকারের মত সূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপ বা স্ট্যালিনী ছাপ।

বিভিন্ন ধরনের নিয়োগকারীর মধ্যে প্রায়ই রুশ, সাধারণতঃ হাল আমলের কমিউনিস্ট রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা থাকত। শ্বেত রক্ষীদলের সৈন্যরা ঐ কাজ পছন্দ করত না। নিয়োগকারীরা শিবিরে একটি সভা ডেকে তাতে সোভিয়েত শাসনের নিন্দা করত; বন্দীদের গুপ্তচর স্কুলে অথবা ভ্লাসভের সেনাদলে যোগ দিতে বলত।

যাদের কখনো আমাদের যুদ্ধবন্দীদের মত অনাহারে থাকতে হয়নি, ব্যারাকে উড়ে আসা বাদুড় ধরে খেতে হয়নি অথবা কিছু না পেয়ে পুরানো জুতোর সোল সেদ্ধ করে খেতে হয়নি তারা বুঝবে না ঐ অবস্থায় যে-কোন যুক্তি বা আবেদন কী অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষতঃ ঐ যুক্তির সাথে যদি দেখা যায় শিবিরের ওপারে রসুইখানা থেকে ধোঁয়া উঠছে এবং যে কেউ সই করা মাত্র তাকে পেটভর্ত্তি খেতে দিচ্ছে,—বেশ, একবারই! তবু ত' মরবার আগে একবার!

পাত্র বোঝাই ফুটন্ত গরম খাবারের দিকে চেয়ে মনে হত নিয়োগকারীর যুক্তিই মুক্তি এবং ভালভাবে বেঁচে থাকার মূর্ত্ত ছবি, তা সে যা মর্জি করতে উপদেশ দিক না কেন। ওরা ভ্লাসভ্ ব্যাটালিয়ন, ক্রাস্‌নভের কশাক রেজিমেণ্ট বা ভবিষ্যৎ অতলান্তিক প্রাচীরে সিমেণ্ট ঢালাইয়ের শ্রমিক ব্যাটালিয়নে যোগ দিতে বলত। ওরা নরওয়ের সামুদ্রিক খাড়ি এবং লিবিয়ার মরুভূমিতে যেতে বলত। এ ছাড়া ছিল 'হিয়ি' ইউনিটে যোগদান। হিয়ি 'হিলফ্‌স্ উইলিগে' বা জার্ম্মান স্বেচ্ছাসেনা বাহিনী। প্রতি জার্ম্মান সামরিক কোম্পানীতে বারোজন হিয়ি থাকত। সব শেষে ছিল গ্রাম্য পুলিশে যোগদান। এদের কাজ ছিল কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের,—যাদের মাতৃভূমিও পরে পরিত্যাগ করেছিল,—পেছু নেওয়া এবং ধরিয়ে দেওয়া। ওরা যে জায়গায়, যে-কোন জায়গায় যেতে বলত যুদ্ধবন্দীরা সেখানে যেতে চাইত, যাতে অন্ততঃ পরিত্যক্ত গরু ছাগলের মত শিবিরে মরতে না হয়।

যে মানুষকে আমরা বাদুড় খেতে বাধ্য করেছি আমরাই তাকে সব দায় দায়িত্ব,—শুধু মাতৃভূমির প্রতি নয়, সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি,—থেকে অব্যাহতি দিয়েছি।

আমাদের যে যুবকগুলি আধ কাঁচা গুপ্তচর হতে রাজি হত তারাও পরিত্যক্ত অবস্থা থেকে কোন সোজাসুজি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না। বস্তুতঃ ওদের দেশাত্মবোধ তখনো গভীর। ওরা দেখেছে, যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে বেরোনর ঐটি একমাত্র রাস্তা। প্রায় ওদের সবাই স্থির করেছিল জার্মানরা যুদ্ধরেখা পার করিয়ে দেওয়ামাত্র সাজ-সরঞ্জাম এবং নির্দেশসহ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা দেবে এবং সেভিয়েত সেনাদলে পুনর্মিলিত হয়ে জার্মানদের মূর্খামিতে হাসাহাসি করবে। আশা করেছিল, লালফৌজের ইউনিফরম গায়ে নিজ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওরা আবার সগর্বে যুদ্ধ করবে। মানবিক বিচারে আর কী কাম্য হতে পারে? এর বিপরীত চিন্তা কি সম্ভব? ওরা ছিল সিধে, একনিষ্ঠ মানুষ। আমি ওদের অনেককে দেখেছি। ওদের গোল মুখে সততা মাখানো। ওরা চিত্তাকর্ষক ভিয়াৎকা বা ভ্লাদিমির উচ্চারণে রুশ বলত। লেখাপড়ার দৌড় গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অনূর্দ্ধ চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী; ওরা মানচিত্র বা কম্পাস ব্যবহার করতে জানত না। তবু ভয় তুচ্ছ করে গুপ্তচরের কাজে নাম লিখিয়েছিল।

প্রতীয়মান হয় যে ওরা একমাত্র খোলা রাস্তা বেছে নিয়েছিল। কেউ হয়ত মনে করবেন গোটা ব্যাপারটাই উচ্চতম জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের এক ব্যয়বহুল, মূর্খ খেলা। কিন্তু, তা ঠিক নয়। হিটলার তাঁর একনায়ক ভ্রাতার সমান তাল এবং সুরে চলছিলেন। গুপ্তচর সন্দেহ স্ট্যালিনের পাগলামির একটি মৌলিক উপাদান। স্ট্যালিন মনে করতেন সারা দেশে গুপ্তচর থিক থিক করছে। সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের বাসিন্দা সব চীনাকে ৫৮-১ অনুযায়ী গুপ্তচর হিসাবে দণ্ডিত করে উত্তরাঞ্চলের শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। ওরা সেখানে ধ্বংস হল। যে সব চীনা সোভিয়েত গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর সময় মত সরে পড়তে পারেনি তারাও একই দণ্ড পেয়েছিল। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য দণ্ডিত কয়েক লক্ষ কোরীয়কে কাজাকস্তানে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। যে সব সোভিয়েত নাগরিক কোন না কোন সময় বিদেশে বসবাস করেছে, যারা কখনো ইনটুরিস্ট (পর্যটক) হোটেলের আশপাশে ঘুরঘুর করেছে, যার কখনো বিদেশীর পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় ছবি উঠেছে অথবা যে নিজে শহরের কোন ইমারতের (যেমন ভ্লাদিমিরের স্বর্ণতোরণ) ফটো তুলেছে, তারাও গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে দণ্ডিত হত। অতি দীর্ঘ কাল রেলপথ, সড়ক সেতু বা কারখানার চিমনির দিকে তাকিয়ে থাকলেও ঐ অভিযোগে পড়তে হত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণকারী অসংখ্য বিদেশী কমিউনিস্ট এবং ছোট বড় কমিণ্টার্ন পদাধিকারী ও কর্মচারী ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে একের পর এক গুপ্তচরবৃত্তির জন্য অভিযুক্ত হন।[৬] যে লাতভীয় রাইফেল বাহিনীর কিরীচে বিপ্লবের প্রথম বছরগুলিতে সর্ব্বাধিক আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল, '৩৭-এ ওদের প্রত্যেককে গ্রেফতারের পর গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মনে হয়

স্ট্যালিন পুরুষের গায়ে পড়া মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের বিখ্যাত ঘোষণাটি এক রকম ব্যর্থ করে তাকে সর্বাধিক সম্প্রসারিত করেছিলেন। স্ট্যালিনের মতে একটি আসল গুপ্তচর পালিয়ে যাওয়ার থেকে ৯৯৯টি নির্দোষ ব্যক্তি পচে মরা ভালো। যে রুশ সৈন্য সত্যিই জার্মান বিভাগের কর্তৃত্বাধীন ছিল, এই ধারণার পরেও তাকে কি করে বিশ্বাস করা সম্ভব? হাজার হাজার সৈন্য ইউরোপ থেকে ফিরে যখন গোপন করার চেষ্টা করল না যে তারা স্বেচ্ছায় গুপ্তচর হয়েছে, তাতে এমজিবির জল্লাদদের ভার কত হাল্কা হয়ে গেল। বিজ্ঞাতিবিজ্ঞ নেতার ভবিষ্যদ্বাণীর কি বিস্ময়কর রূপায়ণ! এসো, এগিয়ে আসতে থাকো মূর্খের দল, দণ্ডবিধির বিশেষ অনুচ্ছেদটি তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছে!

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। বহু যুদ্ধবন্দী জার্মান নিয়োগকারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা নিজের পেশা অনুযায়ী কাজ করে জার্মানদের সহায়তা করেনি বা শিবির-পুলিশে চাকরি নেয়নি। গোটা যুদ্ধ যুদ্ধবন্দী শিবিরে কাটিয়েছে, শিবির থেকে বেরোনর চেষ্টা করেনি। তবু, অসম্ভব মনে হলেও, ওরা মরেনি। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার নিকোলাই সেমিওনভ্ এবং ফিওদর কার্পভের মত ওরা বাতিল ধাতুর পাত থেকে সিগারেট লাইটার বানিয়ে খাবার যোগাড় করত। তবু কি মাতৃভূমি তাদের আত্মসমর্পণ-জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করেছিল?

না, করেনি। সেমিওনভ্ এবং কাপর্ভের সঙ্গে আমার বুতুর্কিতে দেখা হয়েছে। ওঁরা ততদিনে আইন মাফিক শাস্তি পেয়ে গিয়েছিলেন। কী সে শাস্তি? আশা করি সজাগ পাঠক ইতিমধ্যে তা ধরতে পেরেছেন,—দশ বছর কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত পাঁচ বছর। অত্যন্ত দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিজ পেশায় কাজ করে জার্মানদের সহায়তা করার প্রস্তাব ওঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জুনিয়ার লেফটেনান্ট সেমিওনভ্ '৪১-এ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। '৪২-এও তিনি একটি রিভলভার পাননি। পেয়েছিলেন রিভলভারের শূন্য খাপ,—অথচ জিজ্ঞাসাবাদকারী নাকি কিছুতেই বুঝতে পারেনি ঐ খাপ দিয়েই কেন সেমিওনভ্ নিজেকে গুলি করলেন না! সেমিওনভ্ তিনবার বন্দীদশা থেকে পালিয়েছিলেন। '৪৫-এ এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হওয়ার পর ট্যাঙ্কবাহিত পদাতিক বাহিনীর শাস্তিমূলক ইউনিটের একটি ট্যাঙ্কের আরোহী হয়ে তিনি বার্লিন দখল অভিযানে যোগ দেন এবং সেজন্য 'লাল তারকা' পদক পান। তবু অবশেষে তাঁকে বন্দী করে কারাদণ্ড দেওয়া হল। এ সবই আমাদের বিনাশের পূর্ব্বাভাস।

অতি অল্প সংখ্যক যুদ্ধবন্দী নাগরিক হিসাবে সোভিয়েত সীমান্ত পেরোতে পেরেছিল। যারা তৎকালীন অব্যবস্থার সুযোগে পেরেছিল তাদের পরে, এমন কি '৪৬ বা '৪৭-এও ধরা হয়েছিল। বহু যুদ্ধবন্দীকে জার্মানীতে একত্র হওয়ার জায়গায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। বাকি কিছুকে তখনই খোলাখুলিভাবে গ্রেফতার না করে

সীমান্তে একাধিক মালগাড়িতে বোঝাই করে দেশময় ছড়ানো পরিচিতি এবং পরীক্ষা-শিবিরগুলির একটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এই শিবিরগুলির সাথে সাধারণ সংশোধনী শ্রম-শিবিরের তফাৎ হল প্রথমোক্তটির বন্দীরা শাস্তিসহ শিবিরের অতিথি হত না, ওদের ওখানে শাস্তি দেওয়া হত। পরিচিতি শিবিরগুলি কারখানা, খনি বা নির্মাণ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার দরুন প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীরা জার্মান শিবিরের মত কাঁটাতারের মধ্যে দিয়ে ফিরে পাওয়া মাতৃভূমিকে দেখত এবং দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ দিয়ে প্রথম দিন সুরু করত। বিশ্রামের সময়, সন্ধ্যায় এবং রাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। এই জন্য শিবিরে বহু জিজ্ঞাসাবাদকারী এবং নিরাপত্তা পদাধিকারী থাকত। অন্য সব সময়ের মত তখনো এই স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হত, স্পষ্টতঃ আপনি দোষী। কখনো কাঁটাতারের বেড়া টপকানোর চেষ্টা না করে থাকলেও প্রমাণ করতে হত, আপনি দোষী নন। সে প্রচেষ্টায় অবলম্বনযোগ্য উপায়গুলির অন্যতম হল সাক্ষী, যারা আপনারই মত যুদ্ধবন্দী। সম্ভবতঃ সাক্ষীদের আপনার শিবিরে পাঠানো হয়নি ; হয়ত তাদের রাশিয়ার অপর প্রান্তে কোন শিবিরে রাখা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ধরা যাক কেমেরভো শিবিরের নিরাপত্তা পদাধিকারী স্লোইকামস্ক্-এর নিরাপত্তা পদাধিকারীকে চিঠি পাঠিয়ে সব বৃত্তান্ত জানতে চাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ত উত্তরের সঙ্গে নতুন প্রশ্ন সংযোজন করল। ততক্ষণে অপর কোন মামলার সাক্ষী হিসাবে আপনার নিজের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আপনার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হতে বছর দুয়েক লাগলেও মাতৃভূমির তাতে ক্ষতি নেই। কারণ আপনি ত' প্রতিদিন খনির নিচে কয়লা কেটে চলেছেন। কোন সাক্ষী আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে বা কোন জীবিত সাক্ষী না থাকলে কাগজপত্রে নির্ঘাত লেখা হত আপনি মাতৃভূমিদ্রোহী। ভ্রাম্যমান সামরিক আদালত ছাপ মেরে দিত, 'দশ বছর'। ওদের সব বিকৃতির পরও যদি দেখা যেত আপনি প্রকৃতই কাজ করে জার্মানদের সহায়তা করেননি,—এবং এটাই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ,—স্বচক্ষে ইংরেজ বা মার্কিনদের দেখার সুযোগ পাননি (আমাদের পরিবর্ত্তে ওদের দ্বারা বন্দীদশা মুক্ত হলে পরিস্থিতি জটিলতর হত), নিরাপত্তা পদাধিকারীরা তখন আপনার পৃথকীকরণের মাত্রা নির্দ্ধারণ করত। কিছু লোককে বাসস্থান পরিবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হত। পারিপার্শ্বিকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ফলে তারা দুর্ব্বল হয়ে যেত। বাকি অনেককে বাছাছুরি করে সামরিক প্রহরী শাখায় চাকরির সুযোগ দেওয়া হত। ঐ চাকরিতে আপাত স্বাধীনতা থাকলেও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে তাকে কোন সুদূর অঞ্চলে পাঠান হত। অপর গুরুতর অপরাধ বিনা শুধু আত্মসমর্পণের অপরাধে সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধবন্দীকে গুলি করে হত্যা করা আইনসম্মত হলেও, করমর্দ্দনের পর মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহারের সাথে ওদের কখনো কখনো বাড়িতে ফিরতে অনুমতি

দেওয়া হত। উপযুক্ত সময়ের আগেই ওরা আনন্দোল্লাসে মেতে উঠত। অথচ ওরা বাড়ি পৌঁছনর আগে ওদের সব বৃত্তান্ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা শাখা মাধ্যমে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছত। ওদের চিরকাল বাইরের লোক হয়ে থাকতে হত এবং প্রথম গণগ্রেফতারের (যেমন '৪৮—'৪৯-এ) সাথে সাথে আপত্তিকর প্রচারকার্য্য বা অপর কোন অজুহাতে ওদের গ্রেফতার করা হত। বন্দীদশায় আমি এই শ্রেণীর মানুষের সাথেও থেকেছি।

সে বসন্তে কুঠরীগুলির চলতি বুলি ছিল, "ওঃ, যদি আগে জানতাম!" যদি জানতাম আমাকে এইভাবে অভ্যর্থনা করবে, এত ঠকাবে, এই হবে আমার ভাগ্য, তা হলে কি মাতৃভূমিতে ফিরতাম? কিছুতেই ফিরতাম না! সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সাগর, মহাসাগর, তিনটি মহাসাগর পেরিয়ে চলে যেতাম!'

চিন্তাশীল বন্দীরা ওদের ভুল ভাঙ্গাত। ওরা আগেই ভুল করেছে। '৪১-এ যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়াই মূর্খামি হয়েছে। বোকারা এগিয়ে যায়। গোড়া থেকে যুদ্ধরেখা থেকে দূর কোন শান্ত অঞ্চলে রয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আজকের বীরপুঙ্গবরা তাই করেছিল। সেনাবাহিনী থেকে পালালে আরও ভাল হত। খুব সম্ভব তাতে দেহের চামড়া অটুট থাকত। তা ছাড়া, তাদের বেলা দশ বছর সাজা নয়, সাত কি আট বছর। শিবিরে থাকাকালীন অল্লায়াসের কাজগুলি থেকেও তাদের বাদ দেওয়া হত না। সবশেষে, সেনাবাহিনীর পলাতকরা বিশ্বাসঘাতক বা রাজনৈতিক বন্দীদের মত শত্রু গণ্য হত না। ওরা মারাত্মক নয়, ওরা বন্ধু; ওদের অরাজনৈতিক অপরাধী বলা চলে। অবশ্য এক সময় এই ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। পলাতকদের বছরের পর বছর কারাগারে পচতে হয়েছিল। ওদের ক্ষমা করা হত না। কিন্তু পরে যখন সবাইকে মার্জ্জনা করা হল ওদেরও ক্ষমা করা হয়েছিল। (পলাতক হওয়ার বড় সুবিধাগুলি তখন জানা ছিল না)।

যারা ৫৮-১০ পেয়ে এসেছিল, অর্থাৎ যাদের নিজের ফ্ল্যাট বা লাল ফৌজ থেকে ধরা হয়েছিল, তারা প্রায়ই বাদবাকি বন্দীকে ঈর্ষা করত। কী দুঃখের কথা! বাকি বন্দীরা কত জায়গা, কত মজার জিনিষ দেখার সুযোগ পেয়েছে; ওদের মত দশ বছর সাজা পেয়েও আমাদের কেন ওদের মত সৌভাগ্য হয় না! আমাদের কপালে আছে ব্যাঙের মত শিবিরে পচে মরা; শিবিরের দুর্গন্ধ সিঁড়িটার বাইরে কিছু দেখতে পাব না। (প্রসঙ্গক্রমে বলি, ৫৮-১০-এর বন্দীরা কিছুতেই বিজয়গর্ব্বে দৈববাণী ঘোষণা না করে পারত না যে, ওরাই প্রথম মার্জ্জনা লাভ করবে)।

একমাত্র ভ্লাসভ্পন্থীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলত না, "যদি আগে জানতাম!" ওরা নিজেদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। ওরা কোন রকম মার্জ্জনা আশা করত না।

□

ওদের কথা আগে শুনলেও জেলের তক্তার খুপরিতে অপ্রত্যাশিত পরিচয়ের বহু আগে ওদের কথা চিন্তা করে ঘাবড়িয়ে গিয়েছি।

ওরেল-এর কাছাকাছি যুদ্ধরেখার আশপাশে প্রথমে বারবার প্রচারপত্র আবির্ভূত হয়ে তিন বছর না কাটা ঘাসে মিলিয়ে যেতে থাকল। জেনারেল ভ্লাসভের ছবিওলা প্রচারপত্রগুলিতে তাঁর জীবনী দেওয়া থাকত। অস্পষ্ট ফটোতে ওর মুখ দেখে হাল আমলের জেনারেলদের মত ভাল খাওয়া দাওয়া করা সফল মানুষ মনে হত। (আসলে কিন্তু তা নয়। ভ্লাসভ্ ছিলেন রোগা, লম্বা। অধিকতর স্পষ্ট ফটোগুলিতে ওঁকে মনে হত কিছু শিক্ষা পাওয়া, শিং-এর ফ্রেমের চশমা পরা এক কৃষক) ওঁর জীবনীতে সফলতার তীব্র আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায় : যে বছরগুলিতে সবাইকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল ওঁকে সেই সময় চিয়াং কাইশেকের উপদেষ্টা করে পাঠান হয়। কিন্তু প্রচারপত্রে উল্লিখিত জীবনীর কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা কে জানত ?

[১৯০০ সালে নিজ্‌নি-নভোগোরদ্ প্রদেশের এক কৃষক পরিবারে আন্দ্রেই আন্দ্রেভিচ্ ভ্লাসভের জন্ম। শিক্ষক ভ্রাতার সহায়তায় স্থানীয় ধর্মীয় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বলশেভিক বিপ্লব ঘটার দরুন উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেলেন না। '১৯-এর বসন্তে লাল ফৌজে নাম লেখালেন। ঐ বছরের শেষে প্লেটুন কমাণ্ডারে উন্নীত হয়ে ডেনিকিনের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। কোম্পানী কমাণ্ডার পদে উন্নীত হয়ে গৃহযুদ্ধ শেষ করেন এবং গৃহযুদ্ধের পরেও সেনাবাহিনীতে রয়ে যান। '২৮-এ 'ভিস্ত্রেল' নামে বিশেষ সমর শিক্ষা শেষ করে সেনাবাহিনীর সদর কার্য্যালয়ে কাজ করতে থাকেন। '৩০-এ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ার পর পদোন্নতির পথ উন্মুক্ত হল। রেজিমেন্ট কমাণ্ডার পদে উন্নীত হয়ে '৩৮-এ সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে চীন যাত্রা করেন। কমিউনিস্ট পার্টি বা সেনাবাহিনীর উপরতলার মানুষদের সাথে যোগসূত্র না থাকায় দ্বিতীয় স্তরের অফিসার ভ্লাসভ্ স্ট্যালিনী শুদ্ধিকরণে বিতাড়িত ডিভিশন ও ব্রিগেড কমাণ্ডার পদগুলির একটি শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। '৩৯-এ ডিভিশন কমাণ্ডারে উন্নীত হয়ে '৪০-এ যখন 'নতুন' (ভাষান্তরে পুরানো) অফিসার পদ তৈরী হল, ভ্লাসভ্ মেজর জেনারেল হলেন। পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে নতুন জেনারেলদের দলে, যাঁদের অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং অল্প বুদ্ধি, ভ্লাসভ্ অন্যতম প্রতিভাবান ছিলেন। এতাবৎ অতি অপটু বলে পরিচিত ৯৯-তম পদাতিক ডিভিশন তাঁর পরিচালনায় 'ক্রাস্‌নায়া জ্‌ভিয়েজ্‌দা' (লাল তারকা) পত্রিকায় দক্ষতার পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হল এবং যুদ্ধ বাধার পর জার্মান আক্রমণে অতর্কিতে পর্যুদস্ত হল না। বরং বাদবাকি রুশবাহিনী ক্রমাগত পিছু হঠার সময় একমাত্র তাঁর ডিভিশন এগিয়ে গিয়ে প্রিজেম্‌সিল পুনর্দখল করে দু'দিন দখল বজায় রেখেছিল।

কোর কমাণ্ডার পদ টপকে ভ্লাসভ্ '৪১-এ কিয়েভের কাছে ৩৭তম বাহিনী পরিচালনা করেন এবং বহু সৈন্যসহ জার্মানদের অতিকায় কিয়েভ্ বেষ্টনী ভেদ করেন। কিয়েভের পরেই থিমকি'র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং রিঝেভ্ পর্য্যন্ত পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে অন্যতম মস্কো পরিত্রাতা হন। (১২ই ডিসেম্বরের সোভিয়েত তথ্য দপ্তরের পত্রিকায় জেনারেলদের এই ক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়: 'জুকভ্, লিয়েলুশেঙ্কো, কুজনেৎসভ্, ভ্লাসভ্, রকোসভ্স্কি) ঐ সময় দ্রুত পদোন্নতির ফলে ভ্লাসভ্ মের্কেৎসভের অধীনে ভলখভ্ রণাঙ্গনের ডেপুটি কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিদ্যুৎ বাহিনী ঐ বছর মার্চ মাসে লেনিনগ্রাদ অবরোধ ভেদ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি তার ভার নেন। তাঁর বাহিনী বেষ্টিত হল। গত শীতকালে রাস্তাঘাট পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও স্ট্যালিন পশ্চাদপসরণে সম্মত হননি। বরং ইতিমধ্যে অতি বিপজ্জনকভাবে শত্রু এলাকার ভিতর ঢুকে যাওয়া বাহিনীকে খাদ্য, গোলা-বারুদ, বিমানের সাহায্যে ছাড়াই জল কাদাময় অঞ্চলে এগিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। দু'মাস অনাহার এবং মৃত্যু সহ্য করার পর (পরে বুতুর্কির কুঠরীতে ঐ বাহিনীর সৈনিকদের মুখে শুনেছি, কিভাবে ওরা মৃত এবং মৃতপ্রায় ঘোড়ার খুর সেদ্ধ করে খেতে বাধ্য হয়েছিল) ১৪মে '৪২-এ বেষ্টিত রুশবাহিনীর উপর একত্রিত জার্মান আক্রমণ আরম্ভ হল। (অবশ্য আকাশে জার্মান ছাড়া অন্য বিমানের অস্তিত্ব ছিল না) হেনকালে যেন জার্মান প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করতে স্ট্যালিনের থেকে ভলখভ্ পেরিয়ে পশ্চাদপসরণের আদেশ পাওয়া গেল। তবু ওরা জুলাই পর্য্যন্ত বেষ্টনী ভেদের অনেকগুলি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

পাগলের মত শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্সনভের দ্বিতীয় রুশবাহিনীর মত ভ্লাসভের দ্বিতীয় বাহিনীও ধ্বংস হল।

এ সব যথারীতি মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা গণ্য হল। বলা বাহুল্য ঘৃণ্য, আত্মকেন্দ্রিক বিশ্বাসঘাতকতা,—আসলে স্ট্যালিনের। বিশ্বাসঘাতকতা সব সময় ধন-দৌলতের আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত হবে, এমন নয়। যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অজ্ঞতা এবং অযত্ন, গোড়ায় বিভ্রম এবং ভীরুতা, সর্ব্বোপরি কেবল নিজের মার্শালের ইউনিফরম রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর অনর্থক বলিদান ও বিশ্বাসঘাতকতা। সত্যিই সর্ব্বাধিনায়কের পক্ষে জঘন্যতর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কী হতে পারে ?

ভ্লাসভ্ সাম্সনভের মত আত্মহত্যা করলেন না। বন জঙ্গল আর জলাভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে সিভের্স্কায়া অঞ্চলে ১২ই জুলাই ব্যক্তিগত আত্মসমর্পণ করলেন। অল্প দিন পরে তাঁকে ভিন্নিৎসায় উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্য বিশেষ যুদ্ধবন্দী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হল। কাউণ্ট স্টফেনবার্গ (ইনি পরে হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন) এই শিবিরটি চালু করেছিলেন। জার্মান সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু

বিরুদ্ধবাদী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতা (এদের অনেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার পর হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হন) পরবর্তী দু'বছর ভ্লাসভের জীবনের এক অনিবার্য্য উপাদান হয়েছিল। আত্মসমর্পণের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ভিতর ৪১তম রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল 'বয়ারস্কি'র সাথে একটি বিবরণে ভ্লাসভ্ বললেন, জার্মানীর সাথে নব্য রাশিয়ার সমত্বের দাবী মানতে জার্মানী প্রস্তুত হলে অধিকাংশ সোভিয়েত সেনা এবং জনগণ সোভিয়েত সরকারের বিনাশ চাইবে। (সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভ্লাসভের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করেছিল। তাঁর শ্বশুর এবং শাশুড়ীকে 'অ-কুলাকীকৃত' করা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী প্রকাশ্যে বাপ মাকে ত্যাগ করলেও গোপনে তাঁদের সাহায্য দান বন্ধ রাখেননি। স্বামীর নতুন ক্রিয়া-কলাপের ফলে তাঁর এবং তাঁদের ছেলেদের জেল হল। একদিন তাঁরা এনকেভিডির চোয়ালের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন)]

ভ্লাসভের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে তাঁর আজীবন বিশ্বস্ত সেবা, দেশের জন্য কঠোর কষ্টবরণ,—হঠাৎ প্রচারপত্র পড়ে এ সব বিশ্বাস করা কঠিন মনে হত। 'রুশ মুক্তিফৌজ' গঠনের সংবাদ সম্বলিত পরবর্তী প্রচারপত্রগুলি শুধু অপটু রুশে রচিত নয়, ওগুলি ছিল বিদেশী, স্পষ্টতঃ জার্মান ভাবধারায় পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্ব-কল্পিত বিষয়ের সাথে সামান্য সম্পর্কিত। বরং ওদের অপর্যাপ্ত খাদ্য-ভাণ্ডার এবং সৈন্যদের ফূর্তিভরা মনের স্থূল গর্বে ওগুলি বোঝাই থাকত। যা হোক, ঐ ধরনের সেনাদলে সহজে বিশ্বাস আসে না। তা ছাড়া অস্তিত্ব থাকলেও ওদের মনে কত ফূর্তি থাকা সম্ভব? কেবল জার্মানরাই অমন মিথ্যে বলতে পারে।

[প্রায় যুদ্ধ শেষের আগে সত্যিই রুশ মুক্তিফৌজের অস্তিত্ব ছিল না। এর আগে সৈনিকের পূর্ণ বা আংশিক অধিকারভোগী কয়েক হাজার অতিরিক্ত স্বেচ্ছা-কর্মী সব জার্মান ইউনিটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আরও ছিল প্রাক্তন সোভিয়েত নাগরিক দ্বারা গঠিত, জার্মান অফিসার দ্বারা পরিচালিত, সোভিয়েত-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবী দল। লিথুয়ানীয়রা প্রথম জার্মানদের সমর্থন করেছিল। (মাত্র এক বছর লিথুয়ানিয়া দখল করে আমরা ওদের তীব্র, ক্রুদ্ধ বৈরীতা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম) এর উপর ছিল ইউক্রেনীয় স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা গঠিত জার্মান ঝটিকা বাহিনীর গ্যালিসিয়া ডিভিশন এবং এস্তোনীয় ইউনিট। শ্বেত রাশিয়ায় কমিউনিস্ট-বিরোধী জাতীয়তাবাদী সেনাদল গঠিত হয়েছিল; এতে ১০০,০০০ সৈনিক ছিল। তুর্কিস্তান ব্যাটালিয়ন এবং ক্রিমিয়ায় তাতার ব্যাটালিয়নও গঠিত হয়েছিল। (সোভিয়েতরাই এ সবের বীজ বপন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ মূর্খের মত মসজিদ ধ্বংস করা। সাম্রাজ্য বিজেতা, দূরদর্শী, মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন কিন্তু মসজিদ তৈরী এবং সম্প্রসারণের জন্য সরকারী সাহায্য দিতেন। ঐ জায়গাগুলিতে পা দিয়ে হিটলারপন্থীরাও মসজিদের

15

রক্ষক সেজেছিলেন) জার্মানরা দক্ষিণ রাশিয়া দখল করার পর স্বেচ্ছাসেবী ব্যাটালিয়ন বাড়ল : জর্জীয়, আর্মেনীয়, উত্তর ককেশীয় এবং যোলটি কালমুক ব্যাটালিয়ন যুক্ত হল। (অবশ্য দক্ষিণ রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল না বলা চলে) ডন অববাহিকা থেকে পশ্চাদপসরণের সময় ১৫,০০০ মানুষের কশাক যানবাহন ইউনিট জার্মানদের সাথে যোগ দেয়। ঐ ইউনিটের অর্দ্ধেক লোকই অস্ত্রধারণক্ষম ছিল। ব্রিয়ানস্ক্ প্রদেশের লোকট অঞ্চলে জার্মানরা পৌঁছনর আগেই '৪১ সালে ইঞ্জিনিয়ার কে. পি. ভস্কোবয়নিকভের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণ যৌথ খামার ভেঙ্গে দিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী সেনাদল গঠন করে এবং একটি স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল স্থাপন করে। স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলটি '৪৩ অবধি টিকেছিল। ওদের ২০,০০০ সৈন্যের বাহিনীর নাম ছিল 'রোনা' বা রুশ-জাতীয় মুক্তিফৌজ। ওরা বিজয়-প্রদায়ী সেণ্ট জর্জের পতাকা ব্যবহার করত। যা হোক, প্রকৃত সর্ব্ব-রুশ মুক্তিফৌজ তখনো গঠিত হয়নি, অবশ্য তার জন্য অবিশ্রান্ত পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা চলছিল। স্বদেশের মুক্তিকামী, অস্ত্রসন্ধানী কিছু রুশ এবং জার্মান সেনাবাহিনীর মধ্য স্তরের অফিসারের এক স্বল্প প্রভাবশালী গোষ্ঠী, যাঁরা নির্লজ্জ হিটলারী ঔপনিবেশিক নীতি দ্বারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পেরেছিলেন, ঐ ফৌজ গঠনে আগ্রহী ছিলেন। জার্মান সামরিক গোষ্ঠীতে ক্যাপ্টেন স্ট্রিক-স্ট্রিকফেণ্ড-এর মত রুশ সেনাদলের প্রাক্তন কর্ম্মী কিছু বাল্টিক জার্মান ছিলেন যাঁরা রুশ পরিস্থিতি বিশেষ প্রাঞ্জলভাবে বুঝতেন। এঁরা হিটলারী নেতৃবর্গকে জার্মান-রুশ মিত্রতার প্রয়োজনীয়তা বোঝানর ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। এঁরা আপন খেয়ালে কল্পিত বাহিনীর নামকরণ, তার ভবিষ্যৎ নিয়মাবলী এবং সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজের রঙের সমন্বয়ে বাহুবেষ্টনীর পরিকল্পনাও করেছিলেন। বাহুবেষ্টনীটি জার্মান ইউনিফরম-কোটের সাথে পরতে হত। ওরশার নিকটবর্ত্তী অস্টিনটফ উপনিবেশে কিছু দেশত্যাগী রুশের সহায়তায় (আইভানভ, ক্রোমিয়াদি, আইগর সাখারভ, লামসদর্ফ) সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে '৪২-এ একটি 'পরীক্ষামূলক ইউনিট' গঠিত হয়েছিল ; ওরা সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র এবং ইউনিফর্মের সাথে কাঁধপটি এবং শিরস্ত্রাণে পুরানো জাতীয় নক্সা ব্যবহার করত। ৭,০০০ লোকের এই দল '৪২-এর শেষে চারটি ব্যাটালিয়নে বিভক্ত ছিল। ওদের একটি রেজিমেন্ট গড়ার পরিকল্পনা ছিল। ওরা মনে করত ঐ ভাবে জাতীয়তাবাদী রুশ গণ-ফৌজ সৃষ্টি হবে। যা হোক ঐ ইউনিটে গ্রহণ ক্ষমতার অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবী ছিল। উপরন্তু তাদের মানসিক স্থিতির অভাব ছিল, কারণ তারা জার্মানদের বিশ্বাস করত না (বিশ্বাস না করার যথেষ্ট কারণ ছিল)। ডিসেম্বর '৪২-এ ঐ ইউনিট ভেঙ্গে জার্মান ইউনিফর্মধারী, জার্মান পরিচালনাধীন ছোট ছোট ব্যাটালিয়ন গড়ার হুকুম হল। সেই রাতে ৩০০ জন লোক পালিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিল।

’৪২-এর শরতে বলশেভিক-বিরোধী সংস্থাগুলির সংযুক্তি প্রচেষ্টার সাথে ভ্লাসভ্ নিজের নাম যুক্ত করলেন। পূর্বাঞ্চলীয় উপনিবেশ স্থাপনের জার্মান পরিকল্পনার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী রুশবাহিনী গঠনের জন্য জার্মান সেনাবাহিনীর মধ্যস্তরের অফিসারদের পরিকল্পনা হিটলারের সদর সামরিক কার্য্যালয় সেই শরতেই বাতিল করে দিল। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সবে সেই পথে চলতে শুরু করেছেন, এমন সময় ভ্লাসভ্ দেখলেন, প্রচার ব্যতীত সব কাজে তিনি নিষ্প্রয়োজন হয়ে গিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাই ছিলেন। ঘটনা প্রবাহ প্রভাবিত করে নিজেদের প্রচেষ্টা জোরদার করার অভিপ্রায়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সামরিক গোষ্ঠী ‘স্মোলেনস্ক্ সমিতির’ ঘোষণা প্রচার করতে মনস্থ করলেন। ১৩৷১৷৪৩-এ সোভিয়েত যুদ্ধরেখা বরাবর ছড়িয়ে দেওয়া ঐ ঘোষণায় যৌথ খামার এবং জবরদস্তি শ্রম বাতিলের এবং সব রকম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি ছিল। (অথচ ব্যাটালিয়নের অধিক পুষ্ট রুশ সামরিক ইউনিট গঠন ’৪৩ জানুয়ারীতে নিষিদ্ধ হল) ঘোষণাটি জার্মান অধিকৃত অঞ্চলেও ছড়ান হয়েছিল। তাতে প্রভূত আশা এবং উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। কমিউনিস্টরা দাবী করত স্মোলেনস্ক্ সমিতি এবং রুশ মুক্তি-ফৌজ আসলে অস্তিত্বহীন জার্মান প্রচার। এক থেকে আর এক প্রচেষ্টার উদ্ভব হল ; জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে ভ্লাসভ্ প্রচার পর্য্যটনে বেরোতে লাগলেন। (নিজের আগ্রহে, হিটলার বা উচ্চতম সামরিক কার্য্যালয়ের অজানিত এবং অনুমতি ছাড়া। স্বৈরাচারে অভ্যস্ত আমাদের মনে ঐ ধরনের স্বাধীনতার কল্পনা আসাও মুস্কিল। উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়া আমরা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের চিন্তা করতে পারি না। অবশ্য আমাদের বলিষ্ঠ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাথে ওদের তুলনা হতে পারে না। আমাদেরটি ইতিমধ্যে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেছে, নাজিদেরটি টিকেছে মাত্র দশ বছর) জেনারেলের লাল ল্যাপেল, হাতে পদমর্যাদা বা কোন বিশেষ সৈন্যবাহিনীর চিহ্ন নেই, এমন একটি হাতে তৈরী বাদামী রঙের গ্রেট কোট গায়ে দিয়ে স্মোলেনস্ক্-মোগিলেভ্-বব্রুইস্ক-এর পথে ভ্লাসভ্ মার্চ ’৪৩-এ রিগা-পেচোরি-‘গদভ্-লুগা’র পথে প্রথম, এপ্রিল ’৪৩-এ দ্বিতীয় পর্য্যটনে বেরোলেন। পর্য্যটনগুলি রুশ জনগণকে আশ্বস্ত করল। ওরা আসন্ন-প্রসব স্বাধীন রুশ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেল। বিশ্বাস করল, স্বাধীন রাশিয়ার পুনর্জন্ম সম্ভব। স্মোলেনস্ক্-এবং পেস্কভের ভিড় উপচে পড়া প্রেক্ষাগৃহে ভ্লাসভ্ ভাষণ দিলেন। মুক্তি-সংগ্রামের লক্ষ্য বর্ণনা করে খোলাখুলি বললেন নাজিবাদ রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণীয় না হলেও, জার্মান সহায়তা বিনা বলশেভিক সরকারের উচ্ছেদ অসম্ভব। সমান খোলাখুলি তাঁকে প্রশ্ন করা হল : এ কি সত্যি যে জার্মানরা রাশিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করে রুশ জনগণকে ভারবাহী পশুর মত ব্যবহার করতে চায় ? যুদ্ধের পরে রাশিয়ার কি হবে, কেউ এখনো স্পষ্ট বলে না কেন ? অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানরা

রুশদের স্বায়ত্তশাসন দান করছে না কেন? স্ট্যালিন-বিরোধী সেনাদলে একমাত্র জার্মান অধিনায়ক থাকে কেন? যতখানি ঐ সময় হওয়া সম্ভব ভ্লাসভ্ তার থেকে বেশী আশাবাদী, সংযত উত্তর দিলেন। জার্মান সদর সামরিক কার্য্যালয় ভ্লাসভের উক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইতিমধ্যে ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের আদেশ পেয়েছিল: "যুদ্ধবন্দী রুশ জেনারেল ভ্লাসভ্ ফ্যুরার বা আমার অজ্ঞাতে উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধাদের মাঝে পর্য্যটন কালে যে অননুমোদিত, নির্লজ্জ মতামত প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য তাঁকে এখনই যুদ্ধবন্দী শিবিরে বদলি করতে হবে।" ভ্লাসভের নাম কেবল প্রচার কার্য্যে ব্যবহৃত হবে এবং তিনি আর একবারও জনসমক্ষে পদার্পণ করলে ক্ষতিকারকতা মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

যুদ্ধের শেষ মাসগুলিতেও কোটি কোটি রুশ স্ট্যালিনের আওতার বাইরে ছিল। ওদের তখনো বলশেভিক দাসত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে স্বাধীন জীবন রচনার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু জার্মানরা মত পাল্টাল না। ৮।৬।৪৩-এ, ঠিক কুর্স্ক-ওরিয়েল যুদ্ধের আগে হিটলার জানালেন স্বাধীন রুশবাহিনী কখনই গঠিত হবে না এবং জার্মানদের রুশদের প্রয়োজন শুধু শ্রমিক হিসাবে। হিটলারের এ কথা বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে একমাত্র গণ-আন্দোলন, নিপীড়িত মানুষের উত্থানেই কমিউনিস্ট [illegible]দের ঐতিহাসিক সম্ভাবনার বীজ নিহিত। যে-কোন পরাজয়ের থেকে হিটলার ঐ ধরনের বিজয় এবং ঐ ধরনের রাশিয়াকে বেশী ভয় করতেন। স্ট্যালিনগ্রাদের পর ককেশাস হারিয়েও হিটলার নতুন কিছু ভেবে উঠতে পারলেন না। কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দিয়ে, গোঁড়া খৃষ্টীয় গীর্জ্জা কর্তৃপক্ষের সাথে মিত্রতা করে, রক্তদের রুশ-বাহিনীর অফিসারের সম্মান চিহ্ন দান করে স্ট্যালিন যখন পিতৃভূমি রক্ষকের মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তখনই যেন তাঁকে সব সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে হিটলার সেপ্টেম্বর '৪৩-এ সব রুশ স্বেচ্ছা-সেনাদলকে নিরস্ত্র করে কয়লা-খনিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। পরে মত পাল্টিয়ে তাদের মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে গঠিত অতলান্তিক দেওয়ালে পাঠানোর হুকুম দিলেন।

স্বাধীন রুশবাহিনীর সব পরিকল্পনা এইভাবে কার্য্যতঃ শেষ হল। ভ্লাসভের আসল উদ্দেশ্য তা হলে কী ছিল? তিনি অনেকাংশে জানতেন না পরিস্থিতি কত খারাপ। পর্য্যটনের পরে আবার যুদ্ধবন্দী গণ্য হয়ে যে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছিলেন, তাও জানতেন না। তা ছাড়া অতীত পুনরুদ্ধারের বাসনায় তিনি পশুর সহমত হয়ে আশার বিপজ্জনক পথে পা বাড়ালেন, অথচ দৈবজ্ঞান-সম্পন্ন পশুর গ্রাস থেকে মুক্তির উপায় হল প্রথম মুহূর্ত থেকে শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার না করা। যা হোক, রুশ জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম মুহূর্ত কি কখনো এসেছিল? '১৭'র রূপকাহের একটি অতিরিক্ত বলি হিসাবে তার ভাগ্য গোড়া থেকেই চিহ্নিত হয়েছিল।

'৪১-'৪২-এর প্রথম শীতের যুদ্ধ, যাতে বেশ কয়েক লক্ষ সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী নিশ্চিহ্ন হল, গ্রীষ্মে সুরু হওয়া বলশেভিক মতবাদ রক্ষার উদ্দেশ্যে জবরদস্তি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা মানুষের শবদেহের হাড়ের সারি দীর্ঘায়িত করায় সহায়ক হয়েছিল।

এইদিক থেকে ১৯৩তম বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মিথাইল লুকিনের সঙ্গে ভ্লাসভের তুলনা করা চলে। '৪১-এ স্ট্যালিনী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করার আগে লুকিন অ-কমিউনিস্ট রাশিয়ার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দাবী করলেন। ঐ প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য যুদ্ধবন্দী শিবিরের বাইরে এক পাও বাড়ালেন না। ভ্লাসভ প্রতিশ্রুতির চেয়ে আশায় বেশী আস্থাবান ছিলেন এবং একাধিকবার উপদেষ্টাদের আশ্বাস মেনে নিয়েছেন। কথনো কথনো থামতে, পিছু হঠতে, 'না' বলতে চেয়েছেন। প্রতিবারই তাঁর ইচ্ছার বিপরীত যুক্তি দেখানো হয়েছে: স্বেচ্ছা-সেনাদল সম্পর্কে [illegible] দেওয়া হবে, অস্তোভ্‌ৎসি অর্থাৎ জার্মানীতে কর্মরত রুশ শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হবে, ইত্যাদি। যুক্তিগুলির চাপে ভ্লাসভ্ অক্টোবর '৪৩-এ পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরণ-প্রতীক্ষ স্বেচ্ছা-সেনাদলের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠিতে বললেন, তাদের সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি একান্ত সাময়িক ধরনের এবং তাদের তা মেনে নেওয়া উচিত…

এইভাবে স্বেচ্ছা-সেনা নিজ অস্তিত্বের শেষ ক্ষীণ অর্থও হারাতে বাধ্য হল। জার্মান নিষ্ঠুরতা এবং ঔদ্ধত্যের ভুক্তভোগী স্বেচ্ছা-সেনাদের কামানের তোপ হিসাবে সেই মিত্রপক্ষ এবং ফরাসী ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান হল, যাদের প্রতি জার্মানীতে আটকে পড়া রুশরা ছিল প্রকৃত সহানুভূতিশীল। ভ্লাসভ্‌পন্থীদের মনে ইংরেজ এবং মার্কিন সম্পর্কে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল,—যেহেতু মিত্রপক্ষ কমিউনিস্টদের সমর্থন করে, অতএব তারা অ-কমিউনিস্ট গণতন্ত্রী রাশিয়াকেও হিটলারের বিরুদ্ধে সমর্থন করবে…বিশেষতঃ তৃতীয় রাইখের পতনের পর ইউরোপ তথা বিশ্বে সোভিয়েত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা প্রকট হবে…… পাশ্চাত্যের দেশগুলি কি ঐ পরিপ্রেক্ষিতেও বলশেভিক একনায়কতন্ত্র সমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখবে? রুশ এবং পাশ্চাত্য চেতনায় এইখানে যে ফাঁক ছিল তা আজও জোড়েনি। পাশ্চাত্য তখন শুধু হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত; সে উদ্দেশ্যে যে-কোন উপায় অবলম্বনযোগ্য এবং যে-কোন মিত্র বিশেষতঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণযোগ্য। পাশ্চাত্য স্বীকার করত না,—বুঝতে পারত না বলা ভুল,—যে সোভিয়েত সরকার এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অমিল থা[illegible] সম্ভব। কারণ স্বীকারের তাৎপর্য হত বিভ্রান্তিকর বিড়ম্বনা। যুগপৎ দুঃখ এবং পরিহাসময় ঘটনা হল, পশ্চিম রণাঙ্গনাগত বলশেভিক বিরোধী স্বেচ্ছা-সেনাদলের উদ্দেশে ছড়ানো মিত্রপক্ষের ঘোষণাপত্রে দলত্যাগীদের সাথে সাথে সোভিয়েত দেশে ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি ছিল।

আপন চিন্তাধারা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভ্লাসভ্‌পন্থীরা নিজেদের স্ট্যালিন এবং

হিটলারের মাঝামাঝি এক তৃতীয় শক্তি রূপে বর্ণনা করতেন। কিন্তু স্ট্যালিন আর হিটলারের সাথে পাশ্চাত্যও ঐ অবলম্বনটি দূরে ঠেলে দিলেন। ওদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা ছিল, এক অদ্ভুত নাজি সহযোগী দল, যারা আর কোন কাজে লাগবে না।]

অল্প দিন পরেই আমরা আবিষ্কার করলাম, সত্যিই রুশসৈন্য আমাদের সাথে লড়াই করছে। ওরা জার্মানদের থেকে কঠিন যুদ্ধ করছিল। '৪৩-এর জুলাইয়ে দেখা গেল জার্মান ইউনিফরম গায়ে এক প্লেটুন রুশসৈন্য ওরিয়েল-এর কাছে সোবানস্কিয়ে সুরক্ষা করছে। ওরা এত মরীয়া হয়ে লড়াই করছিল যেন ঐ জায়গাটা ওরাই তৈরী করেছে। ওদের একজন গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। ওকে লক্ষ্য করে আমরা হাত-গ্রেনেড ছুঁড়লাম। ও চুপ হয়ে গেল। আমরা মাথা নিচু করার সাথে সাথে ওর স্বয়ংক্রিয় পিস্তল গর্জে উঠল। আমরা একটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গ্রেনেড ছোঁড়ার পর দেখতে পেলাম, গর্তের ভিতর আর একটি শেয়ালের গর্তে ও আশ্রয় নিয়েছে। প্রচণ্ড আঘাত আর বধির করা আওয়াজের মধ্যে ও কত মরীয়া হয়ে লড়ছিল, বুঝুন!

ওরা তুর্স্কের দক্ষিণে নীপার নদীর স্থায়ী সেতুমুখের দখল বজায় রাখার লড়াই করছিল। কয়েক শো গজ জমির জন্য আমাদের দু' সপ্তাহ লড়াই করতে হয়েছিল। '৪৩-এর ডিসেম্বরের তীব্র শীতে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছিলাম। ওভারকোট আর টুপির উপর আত্মগোপনের আচ্ছাদন পরে উভয় পক্ষের চরম শীতে দীর্ঘকাল লড়াই করতে হয়েছিল। শুনেছি ঐ লড়াইয়ে মালিয়ে কজ্‌লোভিচির কাছাকাছি একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। পাইন বনের মধ্যে অগ্রগতি এবং পিছু হঠার মাঝে বিভ্রান্তির দরুন দুটি সৈন্যকে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে হয়েছিল। তখনো সঠিক পরিচয় না জানার জন্য ওরা অপর কারুর উদ্দেশে গুলি ছুঁড়তে লাগল। দু'জনের হাতেই সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, গুলির ভাণ্ডারও এক। ওরা পরস্পরকে প্রশংসা এবং পিস্তলের উপর ময়লা জমে যাওয়ায় গালিগালাজ করতে করতে গুলি ছুঁড়ছিল। শেষে পিস্তল থেকে আর কিছুতেই গুলি বেরোচ্ছিল না। অতএব ওরা গুলি ছোঁড়া থামিয়ে আগুন পোয়াতে মনস্থ করল। উভয়ে সাদা আচ্ছাদন খুলে ফেলতেই পরস্পরের টুপিতে লক্ষ্য পড়ল......একজনের টুপিতে ঈগল এবং তারকা অঙ্কিত। ওরা লাফিয়ে উঠল! স্বয়ংক্রিয় পিস্তল তখনো গুলি ছুঁড়তে নারাজ। পিস্তলের নল লাঠির মত বাগিয়ে ধরে দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে গেল। মারামারি সুরু করল। এ বৃত্তান্তের সঙ্গে রাজনীতি বা মাতৃভূমির সম্পর্ক নেই। এ হল গুহা-মানবের অবিশ্বাস,—আমি করুণা করলে ও আমাকে খুন করবে।

তিনজন বন্দী ভ্লাসভ্‌পন্থীকে পূর্ব প্রাশিয়ায় আমার সামনে মার্চ করিয়ে নিয়ে

যাচ্ছিল। এমন সময় বিপরীত দিক থেকে একটি ট্যাঙ্ক গর্জন করতে করতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এল। হঠাৎ একজন বন্দী পাশ ফিরেই ট্যাঙ্কের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্যাঙ্কটি পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেও তার এক পাশ বন্দীকে পিষে দিল। মুখে রক্তিম ফেনা ওঠাতে ওঠাতে পিষ্ট বন্দী যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। কেউ ওর কথা বুঝল না! অন্ধকার কারাগারে ফাঁসির চেয়ে ও সৈনিকের মৃত্যু বরণ শ্রেয়ঃ মনে করল।

ওদের অন্য রাস্তা ছিল না। সংগ্রামের উপায়ও ছিল না। কোন সাবধানী সংগ্রামের দ্বারা নিজের জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল না।

'নির্ভেজাল' আত্মসমর্পণ মাতৃভূমির প্রতি অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা গণ্য হলে যারা শত্রুপক্ষে অস্ত্র ধারণ করল তাদের কী হবে? আমাদের স্থূলতায় ভরা প্রচারযন্ত্র আচরণের এই শ্রেণী বিভাগ করল: (১) বিশ্বাসঘাতকতা (শারীরতত্ত্বের ভিত্তিতে? দেহের রক্তধারায় প্রবাহিত?) এবং (২) কাপুরুষতা,—ওদের আচরণকে কোনমতেই কাপুরুষতা বলা চলে না। কাপুরুষ নিরাপদ, সহজ, আরামের জায়গা খোঁজে। বলশেভিক শাসন আর সহ্য করতে না পারা চরম হতাশাগ্রস্ত মানুষের শেষ অবলম্বন ছিল জার্মান-বাহিনীর ভ্লাসভ্ দলে নাম লেখানো। ওতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি সার্ব্বিক ঘৃণা প্রকাশ পেত। ওরা জানত, সামান্যতম করুণাও পাবে না। বন্দী হওয়ার পর ওরা প্রথম বোধগম্য রুশ শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমরা গুলি করেছি। জার্মান বন্দীদশার মত রুশ বন্দীদশাতেও রুশদের জন্য সর্ব্বাধিক দুর্ভাগ্য সংরক্ষিত থাকত। মোটামুটিভাবে বলা চলে, এই যুদ্ধ বুঝিয়ে দিয়েছে রুশ হয়ে জন্মান পৃথিবীতে সব চেয়ে খারাপ।

বব্রুইস্ক্ বেষ্টনী খতম,—ভাষান্তরে লুট,—করার সময়ের একটি ঘটনা স্মরণ করে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম। সর্ব্বত্র বিধ্বস্ত, ওল্টানো জার্মান মোটর গাড়ি আরো বহু লুট করার মত জিনিষের পাহাড় পড়েছিল। একটি নিচু, জলা জায়গায় কিছু জার্মান মোটর আর ঘোড়ার গাড়ি কাদায় আটকে পড়েছিল। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে। ঘোড়াগুলি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আর্তনাদ কানে এল: "মিঃ ক্যাপ্টেন! মিঃ ক্যাপ্টেন!" জার্মান ব্রীচেস্ পরা এক বন্দী চলতে চলতে পরিষ্কার রুশভাষায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। ওর ঊর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন। মুখ, কাঁধ, বুক এবং পিঠ ফেটে রক্ত বেরোচ্ছিল। ঘোড়ায় চড়া একজন অসোবিস্ট অর্থাৎ রুশ নিরাপত্তা বিভাগের সার্জেন্ট বেত মারতে মারতে এবং ঘোড়া দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। সার্জেন্ট ওর নগ্ন পিঠে ক্রমাগত বেত মেরে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, পিছন ফিরে সাহায্যের আবেদন করার সুযোগ দিচ্ছিল না। এক এক ঘা খেতে বন্দীর পিঠে নতুন রক্তের রেখা ফুটে উঠছিল।

ঘটনাটি পিউনিক যুদ্ধ বা গ্রীক-পারস্য যুদ্ধের নয়। পৃথিবীর যে-কোন সেনাবাহিনীর সামান্যতম ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন অফিসারের ঐ অহেতুক নির্যাতন বন্ধ করা উচিত। পৃথিবীর যে-কোন সেনাবাহিনী, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের? মানব জাতিকে বিভক্ত করার তীব্র, আপোষবিহীন রীতি সত্ত্বেও? (আপনি আমাদের সাথে না থাকলে আমাদের আপন নন, সুতরাং ঘৃণা এবং বিনাশ ব্যতীত আপনার কোন প্রাপ্য থাকতে পারে না) আমিও ভ্লাসভ্‌পন্থীটিকে অসোবিস্টের হাত থেকে রক্ষা করার সাহস পেলাম না। কিছু বললাম না, কিছু করলাম না। পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম, যেন শুনতে পাইনি…যাতে সর্বজন স্বীকৃত মহামারীতে আক্রান্ত না হই। (ভ্লাসভ্‌পন্থী যদি অতি জঘন্য শয়তান হয়, তা হলে? হয়ত অসোবিস্ট ভাববে, আমারও গলদ আছে, তা হলে?) পক্ষান্তরে আমার মনোভাব [illegible] বাহিনীর তৎকালীন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত ব্যক্তির সহজবোধ্য [illegible] বলা চলে: ঐ অসোবিস্ট কি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের কথায় কর্ণপাত করত?

সুতরাং অসোবিস্ট আত্মরক্ষার উপায়হীন মানুষটিকে নিষ্ঠুরভাবে বেত মারতে মারতে পশুর মত এগিয়ে নিয়ে চলল।

ছবিটি চিরকাল আমার মনে গাঁথা থাকবে। গুলাগ্‌ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় প্রতীক স্বরূপ ঐ ছবিটিকে এই বইয়ের মলাটে দেওয়া চলে।

ভ্লাসভ্‌পন্থীরা এ সব অত্যাচারের পূর্বাভাস পেত, পূর্বাহ্ণে খবরও পেত। তবু ওদের জার্মান ইউনিফরমের বাঁ হাতে সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজের রঙ সম্বলিত একটি ঢাল আর 'আর. ও. এ' (জাতীয়তাবাদী রুশ মুক্তিফৌজ) অঙ্কিত থাকত।

[ব্রিয়ানস্ক্‌ অঞ্চলের কামিনস্কির ব্রিগেডে পাঁচটি পদাতিক রেজিমেণ্ট, একটি গোলন্দাজ ডিভিশন এবং একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়ন ছিল। ঐ বাহিনীর এক অংশ জুলাই '৪৩-এ দিমিত্রভস্ক-অরলোভস্ক্‌ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিল। ওদের একটি রেজিমেণ্ট মরণ পণ করে সেভস্ক্‌ রক্ষা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। সোভিয়েত বাহিনী ওদের আহত সৈনিকদের মেরে ফেলেছিল; রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারকে চলন্ত ট্যাঙ্কের সাথে বেঁধে হিঁচড়েছিল। ব্রিগেডটি সৈনিকদের পরিবারবর্গ এবং জিনিষপত্র সমেত,—মোট ৫০,০০০ লোক,—লোকট অঞ্চলে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল। (সহজেই অনুমেয় যে ওরা ছেড়ে যাবার পর এনকেভিডি ঐ সোভিয়েত-বিরোধী অঞ্চলে সব চিরুণী দিয়ে উকুন বাছতে লেগে গেল) ব্রিয়ানস্ক্‌ পেরিয়ে ওদের ভাগ্যে ছিল ঘুরে বেড়ানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা। লেপেল-এ গ্লানিকর প্রবাস কালে ওদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট কর্মীদের কাজে লাগানো হয়েছিল। সেখান থেকে উচ্চ সাইলেশিয়ায় পশ্চাদপসরণ। সাইলেশিয়ায় থাকতে হুকুম হল, ওয়ারশ

বিদ্রোহ দমন কর। সে আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কামিন্স্কির ছিল না। তিনি সোভিয়েত ইউনিফরমের সাথে হলুদ বাহুবন্ধ পরা ১৭০০ অবিবাহিত যুবককে গ্রেফতার করলেন। ত্রিবর্ণ শিরস্ত্রাণ চিহ্ন, সেণ্ট এ্যাণ্ডজের রঙ এবং সেণ্ট জর্জ্জের বিজয়দাত্রী প্রতীক সম্পর্কে জার্মানরা বুঝত ঐটুকু। রুশ এবং জার্মানদের ভাষা ছিল পরস্পরের দুর্ব্বোধ্য এবং অ-অনুবাদযোগ্য।

ভেঙ্গে দেওয়া অষ্টিনটফ ইউনিট থেকে গড়া ব্যাটালিনটিকেও কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের সাথে যুদ্ধের পর পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল। পেস্কভ্-এর কাছাকাছি গড়ে ওঠা কয়েক শো লোকের 'আর. ও. এ. গার্ডস ব্রিগেডে'র (জাতীয়তাবাদী রুশ মুক্তিফৌজের রক্ষীদল) স্থানীয় রুশ জনগণের সাথে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু জার্মান আদেশে ঐ ব্রিগেডের পুষ্টি বন্ধ হয়ে যায়।

স্বেচ্ছা-সেনাদলের নগণ্য সংবাদপত্রের উপরও জার্মান সেন্সর কলম চালাত। ফলে সংগ্রাম করতে করতে মৃত্যু এবং অবসর সময়ে আরও ভদ্‌কা পান ছাড়া ভ্লাসভ্‌পন্থীদের কিছু করবার ছিল না। যুদ্ধ এবং প্রবাসের বছরগুলিতে অনিবার্য্য অন্তিম সর্ব্বনাশের ছায়া ওদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। ওদের আর কোথাও কোন রাস্তা ছিল না।

হিটলার এবং তাঁর সমর্থকরা কোথাও পরাজয়ের পর্ব্ব মুহূর্তে পূর্ণ পশ্চাদপসরণের সময়ও পৃথক রুশ সেনাদল সম্পর্কে লেগে থাকা অবিশ্বাস ত্যাগ করতে পারতেন না; অথবা জার্মানদের বশংবদ নয় এমন স্বাধীন রাশিয়ার ছায়াও গ্রহণ করার জন্য মন স্থির করতে পারতেন না। কেবল আসন্ন বিনাশের মুখে সেপ্টেম্বর '৪৪-এ হিটলার গোটা রুশ ডিভিশন থেকে আর. ও. এ. গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এমন কি একটি ক্ষুদ্র বিমান বহর রাখারও অনুমতি মিলল। নভেম্বর '৪৪-এ একটি নাটক মঞ্চস্থ করার বিলম্বিত অনুমতিও পাওয়া গেল: রুশ গণমুক্তি সমিতির বৈঠক বসতে দেওয়া হল। '৪৪-এর শরতে, অত্যন্ত দেরীতে, জেনারেল ভ্লাসভ্ প্রথম বাস্তব কিছু করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নীতি অনেককে আকৃষ্ট করত না। '৪৪-এ জার্মান বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যুদ্ধবন্দীরা ভ্লাসভ্‌কে এড়িয়ে গেলেন। স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী দলগুলি ভ্লাসভ্‌কে রুশ সাম্রাজ্যবাদী মনে করত এবং তাদের তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আসার ইচ্ছা ছিল না। এদের মধ্যে ছিলেন কশাক নেতা ক্রাসনভ্। অবশেষে ২৮।৪।৪৫ তারিখে, জার্মানীর ধ্বংসের মাত্র দশ দিন আগে, হিমলার কশাক সেনাদলকে ভ্লাসভের কর্তৃত্বাধীনে ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে নাজি নেতৃত্বে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কিছু সেনাপতি রুশ স্বেচ্ছা-সেনাদলকে আর. ও. এ'র সাথে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, অপর পক্ষে অনেক সেনাপতি তাতে বাধা দিয়েছেন। অবশ্য ঐ ধরনের যুদ্ধরত সেনাদলকে

রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনার বাস্তব অসুবিধা অনেক। তেমনি রণাঙ্গন থেকে দূরে তাদের কাজ ছাড়িয়ে 'অস্তোভৎসি'দের আর. ও. এ'র সাথে যুক্ত করাও সহজসাধ্য ছিল না। ভ্লাসভের সেনাদলে যোগ দেওয়ার জন্য যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে জার্মানদের গরজ ছিল না,—সরকারীভাবে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে ওদের সময় যন্ত্র তৈরী হয়নি। এত বাধা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারী '৪৫-এ আর. ও. এ'র প্রথম ডিভিশন (ডিভিশনের অর্দ্ধেক লকটের সৈন্য) গঠিত হল এবং দ্বিতীয়টি ছিল প্রস্তুতির মুখে।

ঐ ডিভিশনগুলি অত দেরীতে জার্মানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করবে কল্পনাও করা যায় না। ভ্লাসভপন্থী নেতাদের মনে দীর্ঘকাল গোপন আশাটি এবার আবার প্রকাশ পেল,—মিত্রপক্ষ এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হবে। জার্মান প্রচার মন্ত্রকের ফেব্রুয়ারী '৪৫-এর বিবৃতিতেও এই আশা ব্যক্ত হল: "ভ্লাসভ্ আন্দোলন নিজেদের জার্মানীর জীবন-মরণের সাথে যুক্ত মনে করে না। বরং এই আন্দোলন ইংরেজদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতিশীল এবং এরা গতি ফেরানোর কথা চিন্তা করছে। এই আন্দোলনের প্রকৃতিও জাতীয় সমাজবাদী (নাজি) নয়, এবং এদের ইহুদি সমস্যায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"

কে. ও. এন. আর বা রুশ গণমুক্তি সমিতির ১৪।১১।৪৪-এর প্রাগ ঘোষণায় পরিস্থিতির দ্বৈতরূপ (যেন সবকিছু স্লাভ জাতির দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে) স্পষ্ট হল। ঘোষণায় এই ধরনের বিবৃতি সংযোজন অত্যাবশ্যক হয়েছিল: "যুদ্ধবাজী ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী, বিদেশের শোষণই যার শক্তির উৎস" এবং যারা "গণতন্ত্র, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার জিগিরের আড়ালে আপন অপরাধময় অভিসন্ধিগুলি লুকিয়ে রাখে"— কিন্তু নাজিবাদ, ইহুদি-বিরোধী মতবাদ এবং বৃহত্তর জার্মানীর সমর্থনে একটি বিবৃতিও ছিল না। মিত্রপক্ষের শত্রু রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি উক্তিতে বলা হয়েছিল, "স্বাধীনতাপ্রেমী জাতি।" জার্মানীর সহায়তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল "এমন শর্তে যে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা বা সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে" এবং "জার্মানীর সাথে একটি সম্মানজনক শান্তি চুক্তির" প্রতীক্ষা করা হবে। সে চুক্তি অবশ্যই ব্রেস্ট-লিটভস্ক্ চুক্তির চেয়ে ভাল হবে এবং ইউরোপে শান্তি ফিরে আসার পর প্রয়োজনবোধে তা পরিবর্তন করা চলবে। ঘোষণাটির রচয়িতাদের নিজেদের গণতন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্র (সে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাতি বিশেষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছিল) গঠনের পক্ষপাতী বলে জাহির করার বহু চেষ্টা দেখা যায়। অপরিপক্ব, আত্মপ্রত্যয়হীন, সাবধানী, সোভিয়েত ধরনে চিন্তায় অভ্যস্ত মন ঘোষণায় পরিস্ফুট। ওতে "বাতিল হওয়া জার শাসন যন্ত্র", পুরানো রাশিয়ার পিছিয়ে পড়া অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি এবং "১৯১৭'র গণ-বিপ্লব" সম্পর্কে একাধিক উক্তি ছিল······শুধু তার বলশেভিক-বিরোধিতায় কোথাও ব্যত্যয় হয়নি।

প্রাগের উৎসবটি ক্ষুদ্রাকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। "বোহেমীয় সংরক্ষিত অঞ্চলের" প্রতিনিধিরা, অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর জার্মান অফিসাররা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ ঘোষণা এবং তৎসহ রেডিও প্রচার ঐ সময় রণাঙ্গনে শুনে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছে কী অগোছাল, কালের অনুপযোগী, মন্দভাগ্য অনুষ্ঠান! পাশ্চাত্য জগতে কেউ ঘোষণাটি আদৌ লক্ষ্য করল না, ফলে তাদের সহানুভূতির ইতর-বিশেষ ঘটল না। ঘোষণাটি, অবশ্য, অস্তোভৎসিদের মধ্যে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল। অনেকে বলেন আর. ও. এ.-তে যোগদানের আবেদনের স্রোত বয়েছিল (সোয়েন ষ্টিনবার্গ লিখেছেন ৩০০,০০০ দরখাস্ত পড়েছিল)। ঐ হতাশাময় মাসগুলিতে যখন জার্মানী ইতিমধ্যে স্পষ্টতঃ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যুদ্ধ-কঠিন লাল ফৌজের জোয়ার রুখবার জন্য ঐ হতভাগ্য এবং পরিত্যক্ত রুশ নাগরিকদের বলশেভিক বিরোধিতা আঁকড়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

যে সেনাদলের গঠন তখনো সম্পূর্ণ হয়নি তার কী পরিকল্পনা থাকতে পারে? মনে হয় কোন মতে যুগোস্লাভিয়া পৌঁছে সেখানকার কশাক, প্রবাসী রুশদের এবং মিখাইলোভিচের সেনাদলের সাথে যুক্ত হয়ে সাম্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে যুগোস্লাভিয়ার সহায়তার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার আগে জানা প্রয়োজন ছিল, আপন দুঃসময়ে জার্মানী রণাঙ্গন থেকে দূরে পৃথক রুশবাহিনী গঠনের অনুমতি দেবে কিনা? জার্মানরা অধীর আগ্রহে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে চাপ বৃদ্ধি করল: প্রথমে আই. সাথারভ্-ল্যামসডর্ফের নেতৃত্বে ট্যাঙ্ক ইউনিট গেল পমারেনিয়ায় তারপর সম্পূর্ণ প্রথম ডিভিশন ওডার নদীর উপকূলে পৌঁছল। ভ্লাসভ্ ঐ সময় কি করছিলেন? তিনি বশংবদের মত সব মেনে নিলেন (কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের এই সাধারণ নিয়ম)। তখন বর্ত্তমান একটি মাত্র ডিভিশনকে জার্মানদের অধীনে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে পাঠানোর ফলে রুশ-বাহিনী তৈরীর পরিকল্পনা অর্থহীন হয়ে পড়ল। ঐ ধরনের কাজের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি পাওয়া যায়: "জার্মানরা আমাদের বিশ্বাস করে না। প্রথম ডিভিশনের সামরিক সফলতা ওদের বিশ্বাস অর্জ্জনে সহায়ক হবে। আর. ও. এ. গঠনও ত্বরান্বিত হবে।" কিন্তু বাহিনী গঠনের কাজ ভাল এগোচ্ছিল না। দ্বিতীয় ডিভিশন এবং সরবরাহ ব্রিগেড, সর্ব্ব সাকুল্যে ২০,০০০ লোক মে '৪৫ অবধি অস্ত্রশস্ত্রহীন হয়ে রইল। ওরা ভারী কামান, গোলা ত' পেলই না, পদাতিক সৈন্যের অস্ত্রাদি এমন কি উপযুক্ত ইউনিফরমও পায়নি। ১৬,০০০ সৈন্যের প্রথম ডিভিশনকে একটি আশাহীন আত্মহত্যামূলক কর্ত্তব্যের ভার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং তখন জার্মানীর মোটামুটি ধ্বংসের পূর্ব্ব লগ্ন হওয়ার দরুন কমাণ্ডার বুনিয়াচেঙ্কো ডিভিশনের নেতৃত্বভার পেয়েছিলেন। জেনারেলদের বিরোধিতা সত্বেও বুনিয়াচেঙ্কো নিজ দায়িত্বে বাহিনীকে রণাঙ্গন থেকে চেকোস্লোভাকিয়া ভেদ করার কাজে লাগালেন (পথে ওরা সোভিয়েত

যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিল, বন্দীরা ওদের সঙ্গে যোগ দিল…"যাতে আমরা রুশরা একত্র থাকতে পারি")। মে মাসের গোড়ায় ওরা প্রাগের উপকণ্ঠে পৌঁছল। চেকরা ৫ই মে জার্মানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। চেকরা ওদের সাহায্য চাইল। বুনিয়াচেঙ্কোর ডিভিশন ৬ই মে প্রাগে ঢুকে ৭ই মে'র তুমুল যুদ্ধে শহর এবং বিদ্রোহ উভয়কেই রক্ষা করল। অতি অদূরদর্শী জার্মানদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দিতে প্রথম ভ্লাসভপন্থী ডিভিশন তার প্রথম এবং শেষ স্বাধীন যুদ্ধে জয়লাভ করল,—জার্মানদের উপর নিষ্ঠুর বিভ্রান্তিকর তিন বছরে বন্দী রুশ হৃদয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হতাশা এবং বিরক্তির রাশ ওরা আলগা করে দিয়েছিল। (চেকরা রুশদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সে সময় ওরা বুঝত,—কিন্তু পরে কি মনে রেখেছিল যে এক রুশ সেনাদল ওদের শহর রক্ষা করেছে? আজকের সর্বজন গৃহীত ভাষ্য হল, সোভিয়েত সৈন্য প্রাগ মুক্ত করেছে। অবশ্য এও সত্যি যে স্ট্যালিনের ইচ্ছানুসারে চার্চিল তখন তড়িঘড়ি প্রাগের নাগরিকদের অস্ত্র পাঠাননি এবং মার্কিনরা নিজেদের অগ্রগতি স্তব্ধ রেখেছিল, যাতে সোভিয়েত সৈন্য প্রাগ দখল করতে পারে। তৎকালীন প্রাগের নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট জোসিফ্ স্মের্কভ্স্কি সুদূর ভবিষ্যৎ দেখতে অসামর্থ্যের দরুন ভ্লাসভ্‌পন্থী বিশ্বাসঘাতকদের নিন্দাবাদ করেছিলেন। তিনি একমাত্র সোভিয়েতদের হাত থেকে মুক্তি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন)।

ঐ সপ্তাহগুলিতে ভ্লাসভ্ সমর-নায়কের আচরণের পরিবর্তে হতাশার ফাঁদে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কাল হরণ করছিলেন।

প্রথম ডিভিশন তাঁর নির্দেশে প্রাগে যায়নি। দ্বিতীয় ডিভিশন এবং অন্যান্য ছোটখাট ইউনিটগুলিকেও তিনি অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখলেন। সময় অতি দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। অথচ কেউ পরিকল্পনামত কশাকদের সাথে যুক্ত হওয়ার শক্তি পেল না। পরে ভ্লাসভ্ পালানোর মতলবও ত্যাগ করেছিলেন (তাঁকে স্পেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিমান অপেক্ষা করছিল)। পঙ্গু মনোবলের দরুন শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ সপ্তাহগুলিতে তাঁর ক্রিয়াকলাপ শুধু ইঙ্গ-মার্কিনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে গোপন দূত পাঠানোয় সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর অধীনস্থ পদস্থ কর্মচারীরাও (জেনারেল ক্রুখিন্, মিয়াণ্ড্রভ্, বয়ারভ্স্কি) তাই করছিলেন।

দীর্ঘ জার্মান-বন্দীদশায় একটিমাত্র আশা ভ্লাসভ্‌পন্থীদের সঞ্জীবিত করত: শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষ ওদের কাজে লাগাতে পারে। দীর্ঘকাল লালিত আশা এবার প্রকাশ পেল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি যখন দৃশ্যমান তখনই ত' ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির স্ট্যালিনের আভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তন দাবী করার সময়। পূর্ব এবং পশ্চিমের সেনাবাহিনী ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে; হিটলারের ধ্বংসের উপর তাদের সংঘাত ঘটবে! পশ্চিম তখন

অবশ্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখা এবং কাজে লাগানোর প্রয়োজন বুঝবে। কারণ ওরা কি জানে না, বলশেভিকবাদ মানব-জাতির বৈরী ?

না, ঐ একটি জিনিষ পাশ্চাত্য আদৌ বুঝত না। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র কত স্থূল হতে পারে !—কি বললেন, আপনারা রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ ? আপনাদের দেশে কি বিরোধী পক্ষ আছে ? থাকলে, তারা প্রকাশ্যে অস্তিত্ব ঘোষণা করেনি কেন ? স্ট্যালিনের উপর অখুসি হলে আপনারা দেশে ফিরুন এবং প্রথম নির্ব্বাচনে স্ট্যালিনকে ক্ষমতাচ্যুত করুন। তাই করা উচিত। তা ছাড়া আপনাদের অস্ত্র ধারনের কী কারণ, তাও জার্ম্মানদের পক্ষে ? না, আমাদের এখন আপনাদের ওদের হাতে তুলে দিতেই হবে। অন্যথায় অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হবে, যার ফলে নির্ভীক মিত্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্য আপন স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে শুধু নিজের জন্য যুদ্ধ করেছে, আর আমাদের (পূর্ব্ব ইউরোপকে) দ্বিগুণ কঠোর দাসত্বে ঠেলে দিয়েছে।

ভ্লাসভের শেষ চেষ্টা দেখা দিয়েছিল একটি বিবৃতি রূপে : আর. ও. এ.'র নেতারা আন্তর্জ্জাতিক আদালতের বিচার মাথা পেতে নিতে রাজী আছেন কিন্তু তাঁদের সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের হাতে অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ আন্তর্জ্জাতিক আইন-বিরোধী কারণ তা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ক্ষমতাসীন দলের হাতে তুলে দেওয়ার সমতুল। কেউ তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পেল না। অধিকাংশ মার্কিন সেনাপতি অ-সোভিয়েত রুশবাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে বিস্মিত হলেন,—স্বাভাবিক নিয়মে ওদের ত' সোভিয়েতদের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত।

আর. ও. এ. আমেরিকানদের কাছে শুধু আত্মসমর্পণই করেনি, আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য অনুনয় বিনয় পর্য্যন্ত করেছে, এবং একটিমাত্র প্রতিশ্রুতি চেয়েছে যে ওদের সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। উচ্চতর রাজনীতি সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ মধ্য স্তরের মার্কিন অফিসাররা অনেক ক্ষেত্রে ঐ প্রতিশ্রুতি দিত, যা ভঙ্গ হওয়ায় বন্দীরা প্রতারিত হয়েছে। কিন্তু গোটা প্রথম ডিভিশন (২রা মে, প্রেজেন-এর কাছাকাছি) এবং প্রায় সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ডিভিশন মার্কিনদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় যেন ইস্পাতের দেওয়ালের মুখোমুখি হল : মার্কিনরা ওদের যুদ্ধবন্দী করতে অস্বীকার করল, মার্কিন এলাকাতেও যেতে দিল না। চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট স্বাক্ষরিত ইয়াল্টা চুক্তিতে সোভিয়েত নাগরিককে, বিশেষতঃ যুদ্ধবন্দীকে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আবশ্যিক প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা ছিল। স্বেচ্ছায় না নাগরিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রত্যর্পণ করা চলবে, এ বিষয়ে চুক্তিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এমন আর কোন দেশ আছে যার সন্তানরা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চাইবে না ? পাশ্চাত্যের অদূরদর্শিতা ইয়াল্টা চুক্তিতে মূর্ত্ত হয়েছিল।

ভ্লাসভ্‌পন্থীদের আত্মসমর্পণ মার্কিনরা গ্রহণ করবে না, অথচ সোভিয়েত ট্যাঙ্ক তখন ওদের সাথে শেষ কয়েক কিলোমিটার ব্যবধান দ্রুত ঘুচিয়ে আনছে। এই পরিস্থিতিতে একটিমাত্র পথ খোলা ছিল : শেষ যুদ্ধ অথবা……দ্বিতীয় ডিভিশনের নেতা বুনিয়াচেঙ্কো এবং জ্‌ভেরিয়েভ্‌ আদেশ দিলেন, যুদ্ধ করো না। (এও রুশ চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য : "কে জানে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে? হাজার হোক ওরা আমাদের আপনজন……" কারাগারে থাকাকালীন আপনজনের কাছে বিবেচনাহীন, মত্ত আত্মসমর্পণের অনেক কাহিনী শুনেছি) পূর্ণ অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত প্রথম ডিভিশন ১২ই মে এক জঙ্গলের মাঝখানে আদেশ পেল : "অস্ত্র ত্যাগ করো!" সামরিক পদসূচক ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলে ওরা কাগজপত্র পুড়িয়ে দিল। পরে অসামরিক পোষাক পরে নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করল। সেই রাতে সোভিয়েত বাহিনী ওদের ঘিরতে সুরু করে। প্রায় দশ হাজার মৃত বা বন্দী হয়েছিল। বাদবাকি ভ্লাসভ্‌পন্থী মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে পালিয়ে গেল। তাদের অধিকাংশকে পরে সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ডিভিশনের বিমান এবং অন্যান্য কয়েকটি ইউনিটকেও সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মিস্ত্রভের দলের মত কয়েকটি ছোট দলকে মার্কিন শিবিরে বেশ কয়েক মাস থাকতে দেওয়া হয়েছিল। মার্কিন অবহেলায়ই হোক অথবা 'নিজের খুসি মত পালিয়ে যাও' এই ধরনের কোন ইঙ্গিতের জন্যই হোক, জার্মান শিবিরের মত মার্কিন শিবিরেও ওদের ক্ষুধার্ত্ত রাখা হত, লাথি বা রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি মারা হত, কিন্তু পাহারা ছিল শিথিল। অনেকে পালিয়ে গেলেও, অধিকাংশ রয়ে গিয়েছিল। রয়ে গেল কি আমেরিকার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্য? না কি ভেবেছিল, আমেরিকার পক্ষে ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব? ওরা রয়ে গিয়েছিল নিদারুণ দুর্ভাগ্যের প্রতীক্ষায়,—আত্মিক অবনতির সাথে সোভিয়েত পক্ষের উস্কানি এবং আত্মধিক্কারের যৌথ ক্রিয়ায় ওদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। '৪৫ এবং '৪৬ জুড়ে জেনারেল, অফিসার এবং সৈনিকদের সোভিয়েত দেশাভিমুখে দুর্ভাগ্য যাত্রা চলল। (২।৮।৪৬-এর সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করল, সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সামরিক বিচার বিভাগ ভ্লাসভ্‌সহ বারোজনের ফাঁসির রায় দিয়েছে)।

অপর বাধ্য মিত্র ইংলণ্ড '৪৫-এর মে মাসে অষ্ট্রিয়ায় মার্কিন ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ্‌ করল। (স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের জন্য আমরা এর কোন প্রচার করিনি) ইংলণ্ড যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধ প্রত্যাগত ৪০,০০০/৪৫,০০০ সৈন্যের কশাক বাহিনী সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। এই প্রত্যার্পণের ঘটনা চিরাচরিত শঠতাপূর্ণ বৃটিশ কূটনীতির পরিচায়ক। ইংরেজদের সমস্যা, কশাকরা সঙ্কল্প করেছিল আত্ম-সমর্পণের থেকে আমরণ সংগ্রাম করে দূর বিদেশে, এমন কি সুদূর প্যারাগুয়ে বা ইন্দোচীনে পালানো শ্রেয়ঃ। ইংরেজরা ওদের শ্রেষ্ঠ সামরিক র‍্যাশন, ইংরেজ বাহিনীর

প্রথম শ্রেণীর পোশাক, ইংরেজ বাহিনীতে চাকরির প্রতিশ্রুতি এবং মাঝে মাঝে পর্য্যালোচনা দিয়ে সুরু করেছিল। উপযুক্ত মানের অস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজরা যখন ওদের নিজেদের অস্ত্র জমা দিতে বলল, তাতে কশাকদের সন্দেহ হয়নি। তালিকাভুক্ত সৈনিকদের বাদ দিয়ে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের উর্দ্ধতন পদাধিকারী ২,০০০ অফিসারকে জুডেনবার্গ শহরে ফিল্ড মার্শাল আলেকজাণ্ডারের সাথে ২৮শে মে তারিখে কশাক বাহিনীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করতে বলা হল। অফিসাররা পথে প্রতারিত হলেন। তাঁদের কড়া পাহারায় রাখা হল (রক্তে মাখামাখি হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজরা মারধর করেছিল); দু' পাশে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের সারির মধ্যে দিয়ে অফিসারবাহী বাসের সারি এগিয়ে চলল জুডেনবার্গ শহরের কালো মারিয়া গাড়ির এক অর্দ্ধবৃত্তাভিমুখে, যেখানে তালিকা হাতে প্রহরীরা অপেক্ষা করছিল। গুলি করে বা ছোরা দিয়ে আত্মহত্যার উপায় তাঁদের ছিল না। সব অস্ত্রশস্ত্র আগেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অনেকে উঁচু সাঁকো থেকে পাথর অথবা নদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়া জেনারেলদের অধিকাংশ ছিলেন দেশত্যাগী রুশ যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। ইংরেজরা এতকাল সেই সহায়তার প্রতিদান করার সুযোগ পায়নি। এবার পেল। পরবর্ত্তী দিনগুলিতে ইংরেজরা কাঁটাতার ঘেরা রেলের কামরায় সাধারণ সৈনিকদেরও ঠেসে সমান শঠতাপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েতের হাতে তুলে দিয়েছিল।

১৭।১।৪৭-এর সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি কশাক জেনারেল পিটার ক্রাসনভ্, শ্কুরো এবং অন্যান্য কয়েকজনের ফাঁসির বিবরণ দিয়েছিল।

৩৫,০০০ লোক এবং বহু মালবাহী গাড়িসহ 'কশাক রণ-শিবির' এই সময় দ্রাভা নদীর উপকূলে ইটালির লিনজ্ উপত্যকায় উপস্থিত হল। ঐ শিবিরে সৈন্যদের সঙ্গে বহু বৃদ্ধ, শিশু এবং স্ত্রীলোক ছিল যাদের জন্মভূমিতে ফেরার ইচ্ছা ছিল না। যা হোক ইংরেজ হৃদয় তাতে দ্রব হওয়ার বা তাদের গণতান্ত্রিক মন বিভ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার মেজর ডেভিস (অন্ততঃ এঁর নাম অবশ্যই রুশ ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত) প্রয়োজনমত মধুর বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। প্রতারণা দ্বারা অফিসারদের বাকি সকলের থেকে পৃথক করার পর ডেভিস খোলাখুলি ঘোষণা করলেন, ১লা জুন তাদের জোর করে সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়া হবে। হাজার হাজার কণ্ঠ চিৎকার করে উত্তর দিল, "আমরা যাব না!" শিবিরে কালো পতাকা দেখা দিল। অবিরাম গীর্জ্জার প্রার্থনা চলতে থাকল। নিজ আত্মার সদ্গতির জন্য অনেকে রিকোয়ায়েম গাইতে লাগল। ইংরেজ ট্যাঙ্ক এবং সৈন্য এসে পৌঁছল। লাউডস্পীকার মাধ্যমে শরণার্থীদের লরিতে উঠতে বলা হল। কশাকরা রিকোয়ায়েম গেয়ে চলল। পুরোহিতরা বারংবার ক্রুশ তুলে ধরতে লাগল। জোয়ানরা বৃদ্ধ, শিশু এবং স্ত্রীলোকদের

ঘিরে রইল। ইংরেজ সৈন্যরা রাইফেলের কুঁদো এবং লাঠির ঘা মারতে মারতে আহত কশাকের স্তূপ লরিতে তুলল। লরিতে উঠতে নারাজ কশাকরা পিছন দিকে চাপ দিচ্ছিল। সেই চাপে পুরোহিতদের দাঁড়ানোর মঞ্চ এবং শিবিরের বেড়া ভেঙ্গে গেল। বহু লোক দ্রাভা নদীর উপর পুলের দিকে দৌড়াল। অনেকগুলি ট্যাঙ্ক পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে মৃত্যু বরণ করার উদ্দেশ্যে নদীতে ঝাঁপ দিল। নদীর কিনার ধরে ইংরেজ সৈন্যের দল কশাকদের উপর গুলি বর্ষণ করল এবং ওদের জল থেকে ছেঁকে তুলল। গুলিতে এবং বুটের তলায় পিষ্ট শরণার্থীদের কবর আজও লিনজ্‌-এ বিদ্যমান।

ঐ সময় সমান বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিষ্ঠুরতার সমন্বয়ে ইংরেজরা হাজার হাজার যুগোস্লাভ সরকার বিরোধীকে ('৪১-এ ইংরেজদের মিত্র) বিনা বিচারে গুলি করে খতম করার জন্য যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির হাতে তুলে দেয়।

মুক্ত সংবাদপত্রের রাজ্য স্বাধীন গ্রেটবৃটেনে গত পঁচিশ বছরে কেউ এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা করেনি। রুজভেল্ট এবং চার্চিল ধুরন্ধর পররাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হিসাবে স্বদেশে সম্মানিত। একদিন হয়ত ঐ মহামানবদের স্মৃতিতে ইংলণ্ড ছেয়ে যাবে। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তির নিরবচ্ছিন্ন অদূরদর্শিতা, এমন কি মূর্খতা, আমাদের রুশ-কারাগারের-কথোপকথনে বিস্ময়করভাবে প্রকট হয়েছে। '৪১ থেকে '৪৫-এ অবতরণে তাঁরা পূর্ব্ব ইউরোপ সম্পর্কে কোন প্রকার রক্ষাকবচ আদায় করতে কি করে অসফল হলেন? স্যাক্সনি এবং থুরিঙ্গিয়ার মত প্রশস্ত অঞ্চলের পরিবর্তে হাস্যকর, বালক ভুলানো চতুঃশক্তি অঞ্চল চিহ্নিত বার্লিন,—যা ভবিষ্যতে তাঁদের এ্যাকিলিসের গোড়ালির মত দুর্ব্বলতার কেন্দ্র হবে,—নিয়ে খুশি হলেন বা কি করে? লক্ষ লক্ষ আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক, সশস্ত্র সোভিয়েত নাগরিককে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে স্ট্যালিনের হাতে তুলে দেওয়ার সামরিক এবং রাজনৈতিক যুক্তি কোথায়? বলা হয়, এইভাবে স্ট্যালিনকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজী করানোর মূল্য শোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে আণবিক বোমা হাতে পেয়েও ওরা স্ট্যালিনকে মাঞ্চুরিয়া দখল করতে অস্বীকার না করায়, চীনদেশে মাও-সে-তুঙ্‌কে জোরদার করার এবং কিম ইল সুঙ্‌কে অর্দ্ধেক কোরিয়া দখলের সুবিধা দানের দাম দিয়েছে! কী দেউলিয়া রাজনৈতিক চিন্তাধারা! এর পর যখন রুশরা মিকোলজুক্‌কে শেষ করল, বেনেস্‌ এবং ম্যাসারিক শেষ হলেন, যখন বার্লিন অবরুদ্ধ হল এবং বুদাপেস্তের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে আবার নিশ্চুপ হল, যুদ্ধের দাবানলে কোরিয়া ভস্মীভূত হল, সব শেষে বৃটেনের রক্ষণশীলরা সুয়েজ থেকে পালাতে বাধ্য হল, এও কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে অন্ততঃ ওদের তীক্ষ্ণতম স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মানুষেরও কশাকদের কাহিনী মনে পড়েনি?

আলেকজাণ্ডার ইসায়েভিচ্ সোলঝেনিৎসিন
সেনা-বাহিনীতে।

...কারাগারে।

...শিবির থেকে মুক্তির পর।

ভিক্টর পেত্রোভিচ্
পোক্রভ্স্কি—১৯১৮ সালে
মস্কোয় গুলি করে মারা হয়।

আলেকজাণ্ডার স্ট্রোবিণ্ডার
—১৯১৮ সালে পেত্রোগ্রাদে
গুলি করে মারা হয়।

ভ্যাসিলি আইভানোভিচ্
আনিচকভ্—১৯২৭ সালে
লুবিয়াঙ্কায় গুলি করে
মারা হয়।

আলেকজাণ্ডার আন্দ্রেভিচ্
সোয়েচিন—সেনা-বাহিনীর
শিক্ষক—১৯৩৫ সালে গুলি
করে মারা হয়।

মাইকেল আলেকজান্দ্রোভিচ্
বিক্রমাৎস্কি-কৃষি বিজ্ঞানী
—১৯৩৮ সালে গুলি
করে মারা হয়।

এলিজাভিয়েতা আনিচ্ কোতা
—ইয়েনিসি নদীর পারে এক
শিবিরে ১৯৪২ সালে গুলি করে
মারা হয়।

উপরোক্ত কাহিনীগুলি মুখবন্ধ মাত্র। '৪৬ এবং '৪৭ জুড়ে স্ট্যালিনের বশংবদ পাশ্চাত্য মিত্রশক্তিগুলি সোভিয়েত নাগরিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে, —নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রাক্তন সৈন্য বা বেসামরিক নাগরিক, কেউ বাদ পড়েনি। পাশ্চাত্য দেশগুলির হাত মানবিক ক্লেদমুক্ত হয়েছে। অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ইতালি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং জার্মানীর মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল থেকে ওদের পাঠানো হত। ঐ বছরগুলিতে জার্মানীর ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল, এবং কয়েকটি দিক থেকে ঐগুলি হিটলারী ক্যাম্পের সাথে তুলনীয়। যেমন অষ্ট্রিয়ার উলফস্বার্গ ক্যাম্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ত্রীলোকদের দাঁড়ানো অবস্থায় নুয়ে, হাঁটু ভাজ না করে, ছোট্ট কাচি দিয়ে একটি একটি করে ঘাসের শীষ কেটে প্রতি বারোটি শীষের একটি করে আটি বাঁধতে হত। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যময় বৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে এমন অনাচার হয়েছে দেখে সন্দেহ হয় আমাদের সভ্যতার পর্দা যথেষ্ট পুরু কিনা। ওরা নিজেরা সোভিয়েতদের হাতে তুলে দেয়নি এমন ক্ষেত্রে সোভিয়েত চরদের, চরের দলও, অবাধে বিচরণ করতে দিত। পাশ্চাত্য রাজধানীগুলির রাস্তা-ঘাট থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে চররা লোক ধরে নিয়ে যেত। স্বদেশে ফেরত পাঠানোর ভয়ে আধমরা বহু রুশ জাল কাগজপত্র সম্বল করে বছরের পর বছরের পর বছর পাশ্চাত্যে কাটিয়েছে। এক কালে এনকেভিডির ভয়ে ভীত মানুষগুলি তখন ইঙ্গ-মার্কিন প্রশাসনকে ভয় করতে শিখেছিল।

ইতিমধ্যে গঠিত আর. ও. এ. ছাড়া কয়েকটি রুশ উপদল জার্মান ইউনিফর্ম গায়ে দিয়ে কাজ করতে করতেই তাদের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। ওরা বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন প্রকারে যুদ্ধ শেষ করেছিল।]

গ্রেফতারের মাত্র কয়েক দিন আগে আমি নিজে ভ্লাসভপন্থীদের গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমরা যে পূর্ব প্রুশীয় 'থলি' ঘিরেছিলাম তাতে রুশ সৈন্য ছিল। জানুয়ারী শেষের এক রাতে ওদের ইউনিট গোলন্দাজ বাহিনীর প্রস্তুতি ছাড়াই নিঃশব্দে পশ্চিমে আমাদের অবস্থান ভেদ করে এগোতে চেষ্টা করেছিল। কোন স্থির যুদ্ধরেখা না থাকার দরুন ওরা আমাদের অবস্থান ভেদ করে অনেক দূর এগিয়েছিল। সাঁড়াশি আক্রমণে আমাদের শব্দের উৎস-সূচক ব্যাটারি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। একমাত্র অবশিষ্ট রাস্তায় ব্যাটারিটি ফিরিয়ে এনেই আমি একটি ক্ষতবিক্ষত গাড়ি ফিরিয়ে আনতে চললাম। ভোর হওয়ার আগে দেখলাম, যে তুষারে ওরা রাতে লুকিয়েছিল সেই তুষার ভেদ করে ওরা হঠাৎ উঠে পড়ল এবং শীতে আত্মগোপনের আবরণ-পরা অবস্থায় শোয়েনফিল্টেনের ১৫২ মিলিমিটার কামানের সারির উপর মহা উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারোটি ভারী কামান গোলা ছোড়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই ওরা হাত-গ্রেনেড মেরে তাদের খায়েল করে দিল। ওদের সন্ধানী গুলির

তাড়া খেয়ে আমাদের শেষ দল নতুন তুষারের উপর দিয়ে প্রায় দু'মাইল দূরে প্যাসার্জে নদীর পুল অভিমুখে দৌড়াল। ওরা তখন থামল।

এ ঘটনার অল্প পরেই আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম। আর বিজয়োৎসব কুচকাওয়াজের আগের রাতে বুতুর্কির খুপরির কাঠের তাকে বসে ভ্লাসভ্পন্থীদের থেকে সিগারেট চেয়ে খেয়েছি। ওদেরই একজনের হাতে হাত দিয়ে মলমূত্রের বালতি খুপরির বাইরে টেনে বার করে দিয়েছি।

"ভাড়াটে গুপ্তচর" নামধেয় বহু ভ্লাসভ্পন্থী ছিল জোয়ান, '১৫ থেকে '২২-এর মধ্যে জন্ম। ওরা সেই "অজানা জোয়ান দলের" অন্তর্ভুক্ত, উৎসাহী লুনাচাবৃস্কি যাদের পুশকিনের নামে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যে অন্ধ অদৃষ্ট প্রতিবেশী শিবিরের সাথীদের গুপ্তচর বৃত্তিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেই অদৃষ্টই ওদের ভ্লাসভ্পন্থী সামরিক দলে যোগ দিতে ঠেলেছিল। কোন নিয়োগকারী কোথায় আবির্ভূত হল তার উপর নির্ভর করত কে কোন দলে নাম লেখাবে।

নিয়োগকারীরা ঠাট্টা করে বলত,—অবশ্য সত্যি না হলে সে ঠাট্টা টিকত না,— "স্ট্যালিন আপনাদের ত্যাগ করেছেন। আপনাদের জন্য তাঁর একটুও মাথা ব্যথা নেই।"

ওরা নিজেরা বেআইনী কাজ করার আগেই সোভিয়েত আইন ওদের বেআইনী ঘোষণা করেছিল। অতএব ওরা সই করত,—কেউ শুধু মৃত্যু শিবিরের হাত এড়াতে, কেউ বিদেশী সক্রিয় কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের সাথে যুক্ত হওয়ার আশায়। ওদের অনেকে কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তবু স্ট্যালিনী আইনে বিচারের রায় লঘু হয়নি।

বহু বছর আস্ফালনের পর '৪১-এর শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি অনেক ভ্লাসভ্পন্থীকে পীড়া দিত। ওরা বিশ্বাস করত, যুদ্ধবন্দী শিবিরে প্রাপ্ত অমানুবিকতার জন্য সর্বাগ্রে স্ট্যালিনকে দায়ী করা চলে। ওরা নিজেদের সম্পর্কে, ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বিষয় বলবার সুযোগ খুঁজত। বলতে চাইত, ওরাও রাশিয়ার এক একটি ক্ষুদ্র অংশ। ওরা অপরের ভ্রান্তির ক্রীড়নক হয়ে থাকতে চাইত না, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে চাইত।

'ভ্লাসভ্পন্থী' কথাটি আমাদের দেশে পয়ঃপ্রণালীর আবর্জনার সমান ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেন উচ্চারণ করলেও মুখ নোংরা হয়ে যাবে। কেউ তাই ও প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করেন না।

ঐ আচরণ অবশ্যই ইতিহাস লেখার পরিপন্থী। আজ সিকি শতাব্দী পরে যখন অধিকাংশ ভ্লাসভ্পন্থী শিবিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এবং জীবিতরা দূর উত্তরাঞ্চলে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছে, এই পৃষ্ঠাগুলির মাধ্যমে আমি স্মরণ করাতে

চাই যে ভ্লাসভ্পন্থীরা মানবেতিহাসে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা। কারণ বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের কয়েক লক্ষ যুবক পিতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পিতৃভূমির ক্রূরতম শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যোগ দিয়েছিল। এই ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য্য চিন্তার বিষয় হল কে অধিকতর দোষী, লক্ষ লক্ষ যুবক না পক্ককেশ পিতৃভূমি? বিশ্বাসঘাতকতার জীববিদ্যাগত ব্যাখ্যা অচল। অতএব তার সামাজিক কারণ খুঁজতে হবে।

প্রাচীন প্রবাদ বলে, ঘরে পেটপুরে খেতে পেলে ঘোড়া বাইরে উৎপাত করে না। তা হলে এমন একটি চারণক্ষেত্র কল্পনা করা যাক যেখানে অর্দ্ধভুক্ত, অবহেলিত, অসংযত ঘোড়ার দল খাদ্যের অন্বেষণে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

সেই বসন্তে বহু দেশত্যাগী রুশও জেল কুঠরীর বাসিন্দা হয়েছিল।

মৃত, কবরে শায়িত ইতিহাসকে যেন এক স্বপ্নে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের কবরের ভারী স্মৃতি-ফলকগুলির রচনা বহুকাল আগেই শেষ হয়েছিল। কবরের ঢাকাও বেশ শক্ত করে আঁটা হয়েছিল। যে কারণগুলির জন্য জনগণ গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাও তত দিনে মিটে গিয়েছে। গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। মনে হত, শ্বেত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আর আমাদের সমসাময়িক নন, তাঁরা যেন গলে যাওয়া সুদূর এক অতীতের প্রেতমূর্ত্তি। দেশত্যাগী রুশদের প্রাচীন ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের থেকে অনেক দুঃখজনক ভাবে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তারা যদি তখনো প্রাণে বেঁচে থাকে, সোভিয়েত কল্পনানুসারে তা পূতিগন্ধময় রেস্তোরাঁর পিয়ানোবাদক, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার চর, লণ্ড্রী মালিক, ভিক্ষুক, মরফিন ও কোকেনসেবী বা বাস্তব অর্থে জীবন্মৃত অবস্থায়ই থাকা সম্ভব। '৪১-এ যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে আমাদের সংবাদপত্রের ইঙ্গিত, মহান সাহিত্য বা শিল্প-সমালোচনা থেকে বোঝা অসম্ভব ছিল (শিল্প এবং সাহিত্যের হৃষ্টপুষ্ট পুরোধাগণও খুঁজতে সহায়তা করেননি) যে প্রবাসী রুশদের মধ্যে তখনো অত বড় আধ্যাত্মিক জগৎ বিদ্যমান, যেখানে রুশ-দর্শন কেবল বেঁচে নেই, উত্তরোত্তর উন্নত হচ্ছে; বুলগাকভ্, বের্দিয়ায়েভ্, ফ্র্যাঙ্ক এবং লস্কি ইত্যাদি দার্শনিকরা সেই আধ্যাত্মিক জগৎ আলোকিত করেছেন; রুশ শিল্প-জগৎকে মোহিত করেছে: র‍্যাকম্যানিনভ্, চ্যালিয়াপিন্, বেনোয়া, দিয়াঘিলেভ্, পাভ্লোভা ইত্যাদি নৃত্যগীত-কুশলী এবং জারফ্-এর কশাক সঙ্গীত গোষ্ঠীর প্রতিভায় প্রবাসী রুশ সমাজ ছিল উদ্ভাসিত; ডস্টয়েভ্স্কি যখন স্বদেশে বর্জ্জনীয় হয়েছেন সেই সময় প্রবাসী রুশরা গভীর মনযোগে তাঁর গ্রন্থ পাঠ এবং আলোচনা করত; বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ওদের মধ্যে নবোকভ্-সিরিন্-এর মত লেখক ছিলেন; ওদের মাঝেই লেখক বুনিন বিশ বছর সাহিত্য রচনা করেছিলেন; ওরা নাটক মঞ্চস্থ করত এবং শিল্পকলা সম্বন্ধীয় পত্রিকাও প্রকাশ করত;

রুশদেশের একই অঞ্চলের বাসিন্দারা মিলিত হলে রুশ কথোপকথন শোনা যেত; এবং প্রবাসী রুশ পুরুষরা প্রবাসী রুশ মহিলাদের বিয়ে করার রীতি ত্যাগ করেননি, যার অর্থ সমাজে আমাদের বয়সী যুবক যুবতীর প্রাচুর্য্য।

প্রবাসী রুশদের স্বদেশে যে মিথ্যা চরিত্র চিত্রন হত, তার ফলে সোভিয়েত জনসাধারণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে ওরা স্পেনের গৃহযুদ্ধে সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, ফ্র্যাঙ্কোর পক্ষে নয়; এবং হিটলারের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে অস্বীকার করার জন্য ফ্রান্স প্রবাসী রুশরা মেরেজভ্স্কি এবং হিপ্পিয়াস্কে সমাজচ্যুত করেছিল। প্রবাসী রুশ সমাজে একটি চলতি ঠাট্টার কাহিনী অনুসারে,—যদিও আসলে আদৌ ঠাট্টা নয়,—ডেনিকিন সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিলেন এবং এক সময় স্ট্যালিন ডেনিকিনকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন (সামরিক কারণে নয়, জাতীয় একতার প্রতীক হিসাবে)। দীর্ঘ পঁচিশ বছর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাসী রুশদের সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে জ্ঞান পাশ্চাত্য শক্তিগুলির থেকে এত বেশী ছিল না যদ্দ্বারা ঘটনাবলীর যথোপযুক্ত বিচার সম্ভব এবং তাদের মানসিক বিভ্রান্তির মূল কারণও তাই। যেমন, ওরা প্রশ্ন করত: "ভ্লাসভ্পন্থীদের করমর্দ্দন কি করে সমর্থন করা সম্ভব?" অনেকের আপত্তির কারণ, "আমরা সর্ব্বদা রাশিয়ার পক্ষে", অন্যান্যদের আপত্তির কারণ, "আমরা সর্ব্বদা গণতন্ত্রের পক্ষে") শুধু যুদ্ধকালীন জার্ম্মান বন্দী শিবিরেই নয়, যুদ্ধোত্তর যুগে মিত্রপক্ষীয় শিবিরেও পুরানো এবং নতুন সোভিয়েত পালিত প্রবাসী রুশদের মধ্যে বহু মতভেদ এবং ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিয়েছে। এ কথা সত্যি যে ১৫,০০০ লোকের প্রবাসী রুশ স্বেচ্ছা রাইফেল বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তাদের পূর্ব্ব রণাঙ্গনে পাঠানোর জল্পনা কল্পনা হয়েছিল। কিন্তু জার্ম্মানরা ওদের শেষ পর্য্যন্ত টিটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাল। ওরা টিটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত' করলই না, আক্রমণাত্মক নিরপেক্ষতা বজায় রাখল। জার্ম্মান দখলীকৃত ফ্রান্সে গাদা গাদা প্রবাসী রুশ যুবক এবং বৃদ্ধ ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। প্যারী মুক্ত হওয়ার পর মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি লাভের জন্য ওরা রুশ দূতাবাসে ভিড় করেছিল। যে ধরনের হোক না কেন, রাশিয়া তবু রাশিয়াই রয়েছে,—এই ছিল ওদের কথা এবং এই কথা প্রমাণ করে যে মাতৃভূমিকে ভালবাসা সম্পর্কে ওরা অতীতেও মিথ্যা বলেনি। ('৪৫ এবং '৪৬-এ বন্দী হয়ে ওরা এই চিন্তা করে আনন্দ পেত যে ঐ কয়েদের গরাদ এবং কারাকর্ম্মীরা ওদের মত রুশ। পরে ওরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, সোভিয়েত যুবকরা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলছে, "এখানে মরতে এলাম কেন, সারা ইউরোপে কি আমাদের থাকার মত জায়গা ছিল না?")

স্ট্যালিনী যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রবাসী সোভিয়েত নাগরিককে শিবিরে বন্দী করা উচিত হলে প্রবাসী রুশদের পক্ষে কিভাবে সে দুর্ভাগ্য এড়ানো সম্ভব? বলকান অঞ্চল, মধ্য ইউরোপ এবং হারবিনে সোভিয়েত বাহিনী পৌঁছনমাত্র ওদের গ্রেফতার করা হল। অন্য সোভিয়েত নাগরিকদের মত ওদেরও ফ্ল্যাট বা রাস্তা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রথম প্রথম রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ বেছে বেছে কোন প্রকার রাজনৈতিক মতামত পোষণকারীদের ধরত, সবাইকে ধরত না। পরে ধৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকেও রাশিয়ায় নির্ব্বাসনে পাঠাত। বুলগেরিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া প্রবাসী কিছু রুশকে স্বস্থানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ফ্রান্স প্রবাসীরা সসম্মানে ফুলের তোড়া হাতে সোভিয়েত নাগরিকত্ব ফেরত পেল এবং আরামপ্রদ ব্যবস্থায় ওদের স্বদেশে পাঠানো হল। সোভিয়েত দেশে পৌঁছনর পর ওদের সব বৃত্তান্ত খুঁচিয়ে বার করা হয়েছিল। সাংহাই প্রবাসীদের প্রতীক্ষা দীর্ঘতর হয়েছিল। '৪৫-এ সোভিয়েতের হাত অত দূর প্রসারিত হয়নি। সোভিয়েত সরকারের এক প্রতিনিধি সাংহাই গিয়ে ঘোষণা করল, সর্বোচ্চ সোভিয়েত পরিচালকবর্গ দেশত্যাগী রুশদের মার্জ্জনা করেছেন। ওরা কি করে এ কথা অবিশ্বাস করতে পারে? সোভিয়েত সরকার নিশ্চয় মিথ্যা বলবেন না! ঐ ধরনের কোন মার্জ্জনার অস্তিত্ব থাক বা না থাক, অর্গানের হাত আটকানোর ক্ষমতা তার নেই। সাংহাই রুশরা মার্জ্জনার কথা শুনে আনন্দিত হল। বলা হয়েছিল, যার যা খুসি এবং যত খুসি সম্পত্তি নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। ওরা মোটর গাড়ি দেশে পাঠিয়ে দিল,—দেশের কাজে লাগবে। বলা হয়েছিল, ওরা রাশিয়ার যে-কোন অঞ্চলে বসবাস এবং যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারবে। সাংহাই থেকে ওদের জাহাজে করে রাশিয়ায় পাঠানো হল। জাহাজযাত্রীদের ভাগ্যের তারতম্য ঘটেছিল। কোন কোন জাহাজে আদৌ খাদ্য সরবরাহ করা হয়নি। নাখোদ্কা (ষ্টীমারযোগে গুলাগ্ পাঠানোর বড় কেন্দ্র) পৌঁছনর পর ওদের বরাতে বিভিন্ন প্রকার দুর্ভাগ্য জুটেছিল। প্রায় সকলকে বন্দীর মত মাল গাড়িতে ঠেসে তোলা হল; ওদের বেলায় কেবল অত কড়া পাহারা আর পুলিশের কুত্তা মোতায়েন করা হয়নি। কিছু কিছু প্রবাসীকে সত্যিই বসতি অঞ্চল এবং শহরে নামিয়ে দিয়ে সেখানে বছর দু'তিন থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বাকি সবাইকে ট্রেন বোঝাই করে চকচকে সাদা পিয়ানো, বিলাসবহুল ফুলের টব সমেত ভরা নদীর বাঁধের পারে এক জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল। যে সব দূর প্রাচ্য প্রবাসী শিবিরের বাইরে টিকে রইল '৪৮-'৪৯-এ তাদের শেষ লোকটিকেও গ্রেফতার করা হল।

ন' বছরের বালক হিসাবে আমি জুল ভের্নের কাহিনীর থেকে ভি. শুল্‌জিনের ঘন নীল রঙের বইগুলি পড়ে বেশী আনন্দ পেতাম। সে সময় বইগুলি দোকানে খোলাখুলি

বিক্রী হত। এমন নিশ্চিতভাবে অন্তর্হিত এক জগৎ থেকে তাঁর কণ্ঠ ভেসে আসত যে সর্বাধিক ভাববিলাসী কল্পনাশক্তিও শব্দহীন বড় লুবিয়াঙ্কার বারান্দা থেকে,—যেখানে আগামী বিশ বছরের মধ্যে তাঁর পায়ের সাথে আমার পা মিশে যাবে,—সেই অদৃশ্য বিন্দুটি পুনরুদ্ধার করতে অক্ষম হত। ঐ মানুষটির সাথে আরও বিশ বছরের আগে দেখা না হলেও '৪৫-এর বসন্তে বহু বৃদ্ধ এবং যুবক দেশত্যাগী রুশকে মন দিয়ে লক্ষ্য করার অবসর পেয়েছি।

এক ডাক্তারী পরীক্ষায় গিয়ে ক্যাপ্টেন বর্শ্ আর কর্নেল মারিউশ্‌কিনকে দেখেছিলাম। তাঁদের গাঢ় হলুদ, ভাঁজপড়া চামড়ায় ঢাকা উলঙ্গ দেহের,—দেহ না বলে মমি বলাই সঙ্গত,—কুশ্রী চেহারা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। কবরে যাওয়ার অল্প আগে গ্রেফতার এবং কয়েক হাজার মাইল অতিক্রম করে মস্কোয় আনার কারণ, '১৯-এ সোভিয়েতদ্রোহীতার জন্য তাঁদের '৪৫-এ গুরুগম্ভীর জিজ্ঞাসাবাদ অনুষ্ঠান করা হবে।

আমরা জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিচারে স্তূপীকৃত অন্যায়ে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে মাত্রার তারতম্য বোধ হারিয়ে ফেলেছি। ঐ ক্যাপ্টেন এবং কর্নেল জারের সেনাবাহিনীর পুরানো অফিসার ছিলেন। ওঁরা দু'জনই তখন চল্লিশোর্দ্ধ এবং সেনাবাহিনীতে বিশ বছরের উপর চাকরি হয়ে গিয়েছে। এমন সময় টেলিগ্রাম পেলেন পেত্রোগ্রাদে জার গদীচ্যুত হয়েছেন। শপথ অনুযায়ী বিশ বছর জার সেবার পর,—হয়ত 'চুলোয় যাক' বিড়বিড় করতে করতে,—তাঁরা অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকারের আনুগত্যের শপথ নিলেন। এরপর সেনাবাহিনীতে ভাঙ্গন ধরল। কেউ তাঁদের নতুন কোন শপথ নিতে বলল না। নব্য ব্যবস্থামতে সৈনিকরা কাঁধপটি ছিঁড়ে নিয়ে অফিসারদের হত্যা করত,—এ ব্যবস্থা তাঁরা অপছন্দ করতেন। অন্য অফিসারদের সাথে একযোগে ঐ ব্যবস্থা প্রতিরোধ করতে চাওয়াও স্বাভাবিক। লাল ফৌজের পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক তাঁদের লড়াইয়ে পরাস্ত করতে চাওয়া। কিন্তু ন্যায় বিচারের মৌলিক কাঠামো যে-দেশে বিদ্যমান সেখানে পঁচিশ বছর পরে তাঁদের বিচার করার যৌক্তিকতা কোথায়? (বিগত পঁচিশ বছরে ওঁরা ছিলেন অসামরিক নাগরিক। মারিউশ্‌কিন ত' গ্রেফতারের পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাই ছিলেন। বর্শ্‌কে বৃদ্ধ কশাকদের সাথে, সৈনিকদের সাথে নয়, মালবাহী ওয়াগনে অষ্ট্রিয়া থেকে আনা হয়েছিল)।

যা হোক, সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে '৪৫-এ তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি আনা হয়েছিল: কৃষক শ্রমিক সোভিয়েত সরকার উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকলাপ; সোভিয়েত অঞ্চলে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ,—অর্থাৎ পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েত সরকার গঠন ঘোষণার সাথে সাথে রাশিয়া ত্যাগ না করা; আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার সহায়তা (যাদের তাঁরা স্বপ্নেও দেখেন নি); প্রতিবিপ্লবী সরকারের, অর্থাৎ

যে জেনারেলদের অধীনে তারা আজীবন কাজ করেছেন, সেবা। উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত ৫৮ অনুচ্ছেদের ধারাগুলি, অর্থাৎ ১, ২, ৪ এবং ১৩ ধারা মাত্র '২৬-এ অপরাধ বিধিতে সংযোজিত হয়েছিল। সুতরাং এই বিচারটি আইন প্রণয়নের পূর্বের ঘটনায় পরবর্তী কালে প্রণীত আইন প্রয়োগের এক কুৎসিত, বিবেকহীন দৃষ্টান্ত। অধিকন্তু অপরাধ বিধির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবল রুশ সাধারণতন্ত্রের সীমানার মধ্যে গ্রেফতার করা নাগরিকের উপর আইনটি প্রযোজ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার বজ্রমুষ্টি ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলি থেকে এমন অজস্র লোককে এনেছে যাদের কোনমতেই সোভিয়েত নাগরিক বলা চলে না।[৮] আমরা কোনদিন সীমারেখা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ মানার প্রশ্ন তুলিনি। অন্ততঃ ৫৮ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের জন্য সীমারেখার শিথিল ব্যাখ্যা করা হত (অতীত খুঁচিয়ে কী লাভ?)। ঐ আইনগুলি একমাত্র স্বদেশে লালিত জল্লাদদের ক্ষেত্রে, গৃহযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী লোক যারা শেষ করেছে, প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

মারিউশ্‌কিনের সবকিছু পরিষ্কার মনে ছিল। নভোরসিস্ক্‌ থেকে নিজের অপসারণের বৃত্তান্ত শোনালেন। বর্শ্‌ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বাল্যদশায় উপনীত হয়ে অনবরত লুবিয়াঙ্কায় ইস্টার পরব উদ্‌যাপনের কথা বলতে লাগলেন। পাম রবিবারের সপ্তাহ এবং পবিত্র সপ্তাহের বরাদ্দ পাঁউরুটির অর্দ্ধেক খেয়ে উনি বাকি রেখে দিতেন; পচে যাওয়া টুকরোগুলি ফেলে দিয়ে নতুন রুটির টুকরো জমিয়ে রাখতেন। লেনটেন উপবাস ভঙ্গের সময় আসার মধ্যে সাতটি পুরো র‍্যাশন জমিয়ে ফেলতেন। এইভাবে উনি ইস্টারের তিন দিন ভোজ খেতেন।

ওঁরা দু'জন গৃহযুদ্ধে শ্বেত রক্ষীদলে কি ধরনের কাজ করেছেন বলতে পারব না। জানি না ওঁরা সেই ব্যতিক্রম স্বরূপ অল্প কয়েকজনের অন্তর্ভুক্ত কিনা যারা প্রতি দশম শ্রমিককে বিনা বিচারে ফাঁসি দিত এবং কৃষকদের বেত মারত, না সৈনিক মনোভাব সম্পন্ন অধিকাংশ সেনানীর মত ছিলেন। মস্কোয় অনুষ্ঠিত জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিচার সত্য নিরূপণে অক্ষম, অতএব ধর্তব্য নয়। কিন্তু তাঁরা যদি বিগত পঁচিশ বছর সম্মানিত অবসরভোগী হিসাবে কাটানোর পরিবর্ত্তে গৃহহীন নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করে থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁদের বিচারের নৈতিক ভিত্তি কোথায়? এ যুক্তি উত্থাপন করতেন আনাতোল ফ্রাঁস, কিন্তু মনে হয় আমরা তার তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম। আনাতোল ফ্রাঁসের মতে আজ সুরু হওয়ার সাথে সাথে গত কালের শহীদ ভ্রান্ত গণ্য হবেন,— বস্তুতঃ বিপ্লবীর লাল কুর্ত্তা গায়ে দেওয়ার লগ্ন থেকে ভ্রান্ত। যুক্তিটি উল্টো ভাবেও উপস্থাপিত করা চলে। কিন্তু আমাদের যুক্তি হল: একটি টাট্টু ঘোড়ার পিঠে মাত্র এক বছর চড়ার পর সে অশ্বত্ব প্রাপ্ত হয়ে বাকি জীবন ঘোড়ার গাড়ি টানলেও তাকে মনুষ্যারোহণের অশ্বই বলা চলে।

কর্নেল কনস্ট্যানটিন ইসায়েভিচ্ ছিলেন ঐ সহায়হীন দেশত্যাগী মমিদের থেকে অতি স্বতন্ত্র। তিনি মনে করতেন গৃহযুদ্ধের অবসান বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিরতি সূচনা করে না। কোথায় কি প্রকারে সংগ্রাম টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি যে তখনো চাকরিতে আছেন, সে চেতনা জেলের কুঠরীতে উবে যায়নি। আমাদের এলোমেলো ধ্যান ধারণা, অস্বচ্ছ ও ভগ্ন দৃষ্টির মাঝে তাঁর ছিল পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে স্বচ্ছ এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁর দেহে স্থায়ী শক্তি, কর্ম-চঞ্চলতা এবং নমনীয়তা পরিস্ফুট ছিল। বয়স কমপক্ষে ষাট। মাথা জোড়া টাক। একগাছা চুলও ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ করে উনি আমাদের মত দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর কোথাও কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তবু দেহের ত্বকের যৌবনসুলভ গোলাপী আভা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আমাদের মধ্যে কেবল তিনি রোজ সকালে ব্যায়াম এবং স্নান করতেন। আমরা সবাই যখন জেলের বরাদ্দ আহার্য্যের ক্যালোরি সঞ্চয় করে রাখতে তৎপর উনি তখন আমাদের খাটিয়ার মাঝে চলবার মত রাস্তা পাওয়া গেলেই মাপা গতি এবং ভঙ্গীতে পনেরো বিশ কদম পায়চারি করে নিতেন। বাহু দুটি বুকের উপর আড়াআড়ি রাখা থাকত। জোয়ানের মত স্বচ্ছ চোখ দিয়ে দেওয়ালের ওপারে দেখার চেষ্টা করতেন।

ওঁর সাথে আমাদের মূল তফাৎ, আমাদের জড়িয়ে যা কিছু ঘটত তাতেই আমরা বিস্মিত হতাম অথচ উনি কোন কিছুতে অপ্রস্তুত হতেন না, এবং ঠিক সেই কারণে ছিলেন কুঠরীর মধ্যে একান্ত নিঃসঙ্গ।

এক বছর পরে কুঠরীতে ওঁর আচরণের মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার আর একবার বুতুর্কিতে থাকতে হয়েছিল। বুতুর্কির সত্তরটি কুঠরীর একটিতে ইসায়েভিচের মামলার কয়েকজন প্রতিবাদীর সাথে আলাপ হয়েছিল। ইতিমধ্যে ঐ যুবকরা দশ থেকে পনেরো বছর কারাদণ্ডাদেশ পেয়ে গিয়েছিল। কোন কারণে ওরা প্রত্যেকে সিগারেটের কাগজের উপর টাইপ করা দণ্ডাদেশ নিজের জিম্মায় রাখতে পেরেছিল। তালিকার শীর্ষে ইসায়েভিচ্, সাজা গুলি করে হত্যা। সুতরাং কুঠরীর ভিতর টেবিল থেকে দরজা পর্য্যন্ত পায়চারি করতে করতে তখনো যুবকের চোখ দিয়ে দেওয়াল ভেদ করে উনি যা দেখেছিলেন,—ভবিষ্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলা চলে,—তা হল ঐ দণ্ডাদেশ। তবু সঠিক জীবন পথের অটুট চেতনা তাঁকে অসাধারণ শক্তি যোগাত।

দেশত্যাগী রুশদের মধ্যে আমার সমবয়সী আইগর ত্রকোর সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমরা দু'জনই দুর্বল এবং বিশুষ্ক। দু'জনের গায়েই হাড়ের সাথে লেগে থাকা ধূসর-হলুদ চামড়া। (দু'জনই অত মুষড়ে পড়েছিলাম কেন? মনে হয় মানসিক

বিভ্রান্তির জন্য) দু'জনেরই রোগা, লম্বাটে চেহারা। বুতুর্কির উঠানে গ্রীষ্মের ঝড়ো হাওয়ায় দু'জনই কেঁপে উঠতাম। আমরা বুড়ো মানুষের মত সতর্ক পায়ে পায়চারি করতে করতে জীবনের সমান্তরাল বৃত্তান্তগুলি আলোচনা করতাম। আমরা একই বছর জন্মেছিলাম। ও জন্মেছিল দক্ষিণ রাশিয়ায়। আমাদের অতি শৈশবে ভাগ্য-দেবী তাঁর বহু ব্যবহৃত বটুয়ার ভিতর হাত চালিয়ে আমার জন্য একটি হ্রস্ব এবং ওর জন্য একটি দীর্ঘ খড়ের কুটো টেনে বার করেছিলেন। তাই বাপ শ্বেত রক্ষীদলের মামুলি, বিত্তহীন টেলিগ্রাফকর্মী হওয়া সত্ত্বেও জীবিকার সন্ধানে ওর সমুদ্রযাত্রা করতে হয়েছিল।

আমার সমকালীন যে সব রুশ জীবিকার অন্বেষণে প্রবাসী হয়েছিলেন ওর জীবনের মাধ্যমে তাদের মানস চিত্রাঙ্কণ করে অত্যন্ত আনন্দ পেতাম। সাধারণ, এমন কি দুরবস্থার মধ্যেও, তাঁরা উপযুক্ত পারিবারিক যত্নে মানুষ হয়েছিলেন। তদানীন্তন সুযোগ সুবিধার মধ্যে তাঁরা সবাই সুশিক্ষিত এবং ভালভাবে মানুষ হয়েছিলেন। ওঁরা যুবক হওয়া পর্য্যন্ত শ্বেত রুশ সংস্থাগুলি কর্তৃত্বের চাপ বজায় রাখলেও ওঁরা ভীতি বা নিপীড়ন বিনা মানুষ হয়েছিলেন। অথবা সুউচ্চ অপরাধের হার, হাল্কা ও ধ্যান ধারণাহীন জীবন-দর্শন এবং বিক্ষিপ্ত ভাবধারা,—সে সময়ের পাশ্চাত্য যুব সমাজের এই ত্রুটিগুলি তাঁদের স্পর্শ করেনি। কারণ তাঁরা পারিবারিক দুর্ভাগ্যের দুরপনেয় ছায়ায় মানুষ হয়েছিলেন। যে দেশেই মানুষ হয়ে উঠুন না কেন সর্ব্বদা রুশদেশকেই মাতৃভূমি জ্ঞান করেছেন। তাঁদের শিক্ষার মানসিক ভিত্তি ছিল রুশ সাহিত্য। তাঁরা রুশ সাহিত্যের গভীরতর অনুরাগী হয়েছিলেন এই কারণে যে সে সাহিত্য সেই মাতৃভূমির আদি ও অন্ত সূচিত করত যে মাতৃভূমি ছিল তাঁদের কাছে মৌলিক ভৌগোলিক এবং বাস্তব সত্যের অধিক। তাঁরা সাধারণতঃ আমাদের থেকে বেশী সমসাময়িক বই পড়ার সুযোগ পেতেন, অবশ্য রুশভাষায় লেখা বই পেতেন চোখে পড়বার মত কম সংখ্যায়। রুশ বইয়ের অভাব তাঁদের অত্যন্ত পীড়া দিত। মনে করতেন, ঐ অভাবই তাঁদের সোভিয়েত রাশিয়ার সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চতম এবং সুন্দরতম দিকগুলি বুঝতে অক্ষমতার জন্য দায়ী। অপর পক্ষে যে বইগুলি পেতেন সেগুলি হয় অসম্পূর্ণ নয় বিকৃত, মিথ্যা প্রতিচ্ছবি। আমাদের বাস্তব জীবনের যে চিত্র পেতেন তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু মাতৃভূমির আকর্ষণ এত তীব্র ছিল যে আমরা '৪১-এ ডাকলে তাঁরা লাল ফৌজে যোগ দিতেন, এবং সে ক্ষেত্রে পরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু বরণ হত মধুরতর। পঁচিশ থেকে সাতাশ বছর বয়সের এই যুবকরা ইতিমধ্যে কয়েকটি দৃষ্টিকোণের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, যার সাথে পুরানো জেনারেল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংঘাত ছিল অনিবার্য্য। আইগরের গোষ্ঠীর নাম হয়েছিল 'নেপ্রেদ্রেশেনৎসি' অর্থাৎ প্রাক্-বিচার অভিমত পোষণের বিরোধী। ওদের মতে বিগত যুগগুলিতে যে মাতৃভূমির সমগ্র জটিল

ভার বহনে অংশীদার হয়নি তার রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের অধিকার ত' নেই-ই, এমন কি পূর্ব্বকল্পিত ধারণা পোষণেরও অধিকার নেই। বরং তার জনগণ নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

আমরা দু'জন প্রায়ই কাঠের বাক্সে পাশাপাশি শুতাম। আমি ওর জগৎ উপলব্ধি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। ঐ কথোপকথনগুলি এবং পরে অন্যান্য দেশত্যাগী রুশদের সাথে কথোপকথন থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, গৃহযুদ্ধের সময় আত্মিক শক্তির উল্লেখযোগ্য নিষ্ক্রমণে রুশ সংস্কৃতির একটি মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহ শুকিয়ে গিয়েছে। সেই সংস্কৃতির প্রত্যেক অনুরাগীর স্বদেশের মূল ধারার সাথে বিদেশের শাখার সংযোগ সাধনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তখনই তার কল্যাণময় বিকাশক্ষমতা প্রকট হবে। আমি সেই শুভদিন প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি।

□

মানুষ নিরতিশয় দুর্ব্বল। উপসংহারে সেই বসন্তে আমাদের দলের কঠোরতম ব্যক্তিও মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছিল। শুধু একটু বেশী সময় প্রাণ ধারণের বিনিময়ে অনেক কিছু বিকিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একটি কাহিনীর চল ছিল: "তোমার শেষ প্রার্থনা কী, বন্দী?" "সূর্য্যের আলো পায় এবং সোভিয়েত সরকারের অধীন এমন কোন জায়গায় আমাকে পাঠানো হোক।" কেউ অবশ্য সোভিয়েত সরকারের কর্ত্তৃত্ব বঞ্চিত করার ভয় দেখাত না। সমস্যা ঐ সূর্য নিয়ে। কেউ আর্কটিক বৃত্তের ওপারে গিয়ে স্কার্ভি এবং অপুষ্টি রোগের শিকার হতে চাইত না। কোন কারণে কুঠরীতে আলতাই পার্ব্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। যে দুর্লভ ব্যক্তিদের কখনো ঐ অঞ্চলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু বিশেষতঃ যাদের কোনকালে সে সৌভাগ্য হয়নি, তারা সহবন্দীদের সুবিধার্থে মোহময় আলতাইয়ের স্বপ্নজাল বিছাত। আলতাই অঞ্চলের বিস্তার বিশাল সাইবেরিয়ার সমান। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। গমের ক্ষেতের মাঝে মধুর স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। স্তেপ এবং পাহাড়ের কোলাকুলিতে ভেড়ার পাল, গাদাগাদা বনমুরগী আর মাছের ঝাঁক ঠাসা। বর্দ্ধিষ্ণু, জনবহুল গ্রামও আছে।*

ঐ শান্ত পরিবেশে যদি লুকিয়ে থাকার জায়গাটুকু পাওয়া যেত! যদি ঐ নির্ম্মল আবহাওয়ায় কাকের ডাকের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু না শোনা যেত! বা যদি কোন ঘোড়ার নিরীহ, গম্ভীর মুখে টোকা মারা যেত! চুলোয় যাক, যত গভীর সমস্যা! অন্য কেউ, আরও বোকা কেউ সমস্যার সাথে মাথা ঠোকাঠুকি করুক! বন্দীর মা বোন তুলে জিজ্ঞাসাবাদকারীর গালি-গালাজ এবং বন্দীর বিগত জীবনের

বিরক্তি ধরানো পুনর্ব্বর্ণন, কুঠরীর তালা ঝনৎকার এবং দম বন্ধ করা গুমোট থেকে একটু রেহাই পাওয়া যেত! একটিমাত্র ক্ষুদ্র, হ্রস্ব জীবন আমাদের বরাদ্দ। অপরের মেশিনগানের সামনে সেই জীবন এগিয়ে দিয়ে, তখনো অনাবিল জীবনের উপর রাজনীতির আবর্জ্জনার স্তূপ টেনে এনে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। তাই মনে হত, আল্‌তাইয়ে জঙ্গলের কোলে গ্রামের প্রান্তে নিচু, ছায়াঘন কুটীরে থাকতে পেলে বর্ত্তে যাব। খুসি মত বনে যেতে পারব। না, ছত্রাক বা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে নয়, অকারণে। এবং দুটি গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে বলব,—আমার প্রাণপ্রিয়, আমি শুধু তোমাদেরই চাই যে।

ঐ বসন্ত যেন মার্জ্জনার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল। ঐ বসন্তেই ত' অতিকায় যুদ্ধ শেষ হল। দেখলাম, আমাদের মত লক্ষ লক্ষ বন্দীর ঢেউ গড়িয়ে চলেছে। বুঝলাম, শিবিরে আরও বহু লক্ষের দেখা পাব। ভেবেছি, পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জয়ের পর অবশ্যই অতগুলি বন্দীর কারাগারে থাকতে হবে না। কেবল ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে আমাদের ধরে রাখা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে মনে রাখি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি। নিশ্চয় ব্যাপক মার্জ্জনা করা হবে; আমরা সবাই মুক্তি পাব। কেউ শপথ করে বলেছিল সে সংবাদপত্রে পড়েছে, মার্কিন সাংবাদিকের (নাম মনে নেই) প্রশ্নের উত্তরে স্ট্যালিন বলেছেন যে যুদ্ধের পর এত ব্যাপক মার্জ্জনা করা হবে যা পৃথিবী ইতিপূর্ব্বে দেখেনি। একজন জিজ্ঞাসাবাদকারী ত' অপর কাউকে বলেই ফেলল, শীগ্‌গির সার্ব্বিক মার্জ্জনা করা হবে। (এই ধরনের গুজবে জিজ্ঞাসাবাদকারীর সুবিধা হত; বন্দীর মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ত: চুলোয় যাক, সই করে দিই। যাই হোক, বেশী দিন ত' দণ্ড ভোগ করতে হবে না।)

কিন্তু……মার্জ্জনাকারীর পক্ষে জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আমাদের ইতিহাস তাই বলে; সুদীর্ঘ ভবিষ্যতেও বলবে।

কিছু বিচক্ষণ বন্দী যখন বলল গত পঁচিশ বছরে কখনো রাজনৈতিক বন্দীকে মার্জ্জনা করা হয়নি এবং হবেও না, আমরা বিশ্বাস করিনি। কারা-অভিজ্ঞ সরকারের কোন পোষা পায়রা হাজির জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ, হয়েছে। '২৭ সালে হয়েছে, বিপ্লবের দশ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে। সব কারাগার শূন্য করে দিয়ে তাদের মাথায় সাদা পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।" কারাগারের শীর্ষে শ্বেত পতাকার,—শ্বেত কেন?—এই ব্যাখ্যা খুবই মনোগ্রাহী মনে হল।[১০] যে বিজ্ঞরা বলেছিল যুদ্ধ থেমে গিয়েছে বলেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দী করে রাখা হবে, তাদের মতামতে কান দিলাম না। আমরা রণাঙ্গনে অপ্রয়োজনীয়, রণক্ষেত্র থেকে দূরে বিপজ্জনক। অথচ দূর অঞ্চলের নির্ম্মাণ প্রকল্পগুলির একটি ইটও আমাদের সহায়তা ব্যতিরেকে গাঁথা হত না। আত্মসমাহিত হওয়ার দরুন স্ট্যালিনের প্রতিহিংসা দূরে থাক তাঁর সরল অর্থনৈতিক হিসাবও আমরা বুঝতে

পারিনি। ঐ বছর সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কে নিজ গৃহ এবং পরিবার ত্যাগ করে গৃহ এবং সড়কহীন কোলিমা, ভর্কুতা বা সাইবেরিয়ায় যেতে চাইত? বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা আয়োগের কর্তব্য দাঁড়াল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংখ্যা, ভাষান্তরে কতগুলি মানুষ গ্রেফতার করতে হবে সেই, সংখ্যা এনকেভিডিকে জানানো। আমরা সতৃষ্ণ নয়নে একটি ব্যাপক, উদার মার্জ্জনা ঘোষণার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একজন বলল, রাণীর রাজ্যাভিষেকের বাৎসরিক স্মরণোৎসব উপলক্ষে, অর্থাৎ প্রতি বছর ইংলণ্ডে বন্দীদের মার্জ্জনা করা হয়। রোমানভ্ রাজবংশের ত্রিশতাব্দী পূর্ত্তি উপলক্ষে '১২ সালে বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মার্জ্জনা করা হয়েছিল। এ কি সম্ভব যে আমাদের জীবিতকালের পরেও প্রতিধ্বনিত হবে এমন জয়লাভ সত্ত্বেও স্ট্যালিন সরকার নীচতা এবং প্রতিশোধস্পৃহা আশ্রয় করে তার নগণ্যতম নাগরিকের প্রতিটি পদস্খলনের হিসাব চাইবে?

একটি সহজ সত্য আছে যা শুধু কষ্টভোগের মাধ্যমে জানা সম্ভব: জয় নয়, পরাজয়ই যুদ্ধে কল্যাণময়। সরকারের প্রয়োজন জয়, কিন্তু জনগণের প্রয়োজন পরাজয়। পরাজয়ের পর জনগণ খোঁজে মুক্তি, এবং সাধারণতঃ তা পায়ও। ব্যক্তি-বিশেষের যেমন দুর্ভাগ্য এবং দুঃখ কষ্ট প্রয়োজন তেমনি একটি জাতির প্রয়োজন পরাজয়। দুঃখ কষ্ট এবং পরাজয় জীবনের গভীরতত্ব উপলব্ধি আনে, আত্মার নবোন্মেষ ঘটায়।

পল্টাভা বিজয় রাশিয়াকে দিয়েছিল পরম দুর্ভাগ্য,—দু' শতাব্দীব্যাপী চরম চাপ, ধ্বংস, স্বাধীনতা হ্রাস এবং বারংবার যুদ্ধ। পল্টাভায় হেরে সুইডরা পেয়েছিল মুক্তি। যুদ্ধে রুচি হারিয়ে ওরা ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা মুক্ত এবং সমৃদ্ধশালী জাতি হল।[১১]

নেপোলিয়নকে পরাজিত করার গর্ব্ব আমাদের এত মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে যে আমরা ভুলে যাই, ঐ জয়ের ফলে আরও পঞ্চাশ বছরে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হল না। বলীয়ান জারতন্ত্র ডিসেম্বরবাদীদের ধ্বংস করতে সক্ষম হল। রাশিয়ায় কখনই ফরাসী অধিকারের বাস্তব প্রতিক্রিয়া হয়নি। অথচ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, জাপানের সাথে যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানীর সাথে যুদ্ধ,—এই সব কটি পরাজয় এনেছিল আমাদের স্বাধীনতা এবং বিপ্লব।

সে বসন্তে আমরা মার্জ্জনার সম্ভাবনায় আস্থাবান হয়েছিলাম। এ অবশ্যই আনকোরা নতুন কথা নয়। পুরানো বন্দীদের সাথে কথা বলার পর ক্রমে স্পষ্ট হয়, ধূসর কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে মার্জ্জনার তৃষ্ণা এবং সে আশায় আস্থার অভাব কখনো ঘটেনি। যুগযুগান্ত ধরে বন্দীর ঢেউ সতৃষ্ণ-নয়নে তাকিয়েছে এবং বিশ্বাস করেছে- মার্জ্জনা অথবা নতুন দণ্ডবিধি বা মামলাগুলির সার্ব্বিক পুনর্ব্বিবেচনা হবে। কৌশলী সতর্কতাসহ অর্গান সর্ব্বদাই এ সংক্রান্ত গুজব সমর্থন করেছে। বন্দী কল্পনা করত যে

কোন উপলক্ষ কেন্দ্র করে (যথা পরবর্ত্তী অক্টোবর বিপ্লব দিবস, লাল ফৌজ দিবস, অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির প্রত্যেক নতুন অধিবেশন, প্রত্যেক পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পূর্ত্তি, এমন কি সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশন) মুক্তির দেবদূত আবির্ভূত হবেন। গ্রেফতার যত বল্গাহীন হত, বন্দীর ঢেউ যত সাধারণ পরিমাপ ক্ষমতা অতিক্রম করে হোমারের কাব্যের মত বিশালকায় হত, মার্জ্জনার আশা ততই বৃদ্ধি পেত এবং বিশ্বাস, সুস্থির বিচার বিবেচনার স্থান গ্রহণ করত।

সব আলোকের উৎসকে আংশিকভাবে সূর্য্যের সাথে তুলনা করা চলে কিন্তু সূর্য্যকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। তেমনি পৃথিবীর যে-কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মার্জ্জনার আশার সাথে তুলনা করা চলে, অথচ মার্জ্জনার আশাকে অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা চলে না।

'৪৫-এর বসন্তে কুঠরীর প্রত্যেক নবাগতকে প্রশ্ন করা হত, মার্জ্জনার বিষয়ে সে কী শুনেছে? দু'তিনটি বন্দীকে জিনিষপত্র সমেত বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই কুঠরীর ওস্তাদরা মামলার তুলনামূলক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করত, ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লঘুতম তাই স্পষ্টতঃ মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। ব্যস্, তারপর সুরু হয়ে যেত! স্নানাগার এবং পায়খানায়?—বন্দীর ডাকঘর,—'সক্রিয়' বন্দীরা সর্ব্বত্র মার্জ্জনার ইঙ্গিত বা সূচনা খুঁজতে লেগে যেত। জুলাইয়ের গোড়ায় একদিন বুতুর্কির স্নানাগারের বিখ্যাত ল্যাভেণ্ডার রঙের বারান্দায় দেখলাম মানুষের উচ্চতার অনেক উপরে পালিশ করা ল্যাভেণ্ডার রঙের পাথরের উপর সাবান দিয়ে কেউ অতিকায় ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছে। অর্থাৎ এক বন্দী আর একজনের কাঁধে উঠে এমন জায়গায় ভবিষ্যদ্বাণীটি লিখেছে যেখান থেকে মুছে ফেলা সহজসাধ্য নয়ঃ হুররে! ১৭ই জুলাই মার্জ্জনা![১২]

তারপর সে কি আনন্দের ধুম! ("সঠিক না জানলে কি ওরা লিখত?") মানব দেহে যা কিছু দপদপ করে, ধকধক করে, সঞ্চালিত হয়,—আনন্দের জোয়ারে, দুয়ার খোলার আশায় সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু......মার্জ্জনালাভের আগে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি বারান্দার ভারপ্রাপ্ত কারাকর্ম্মী আমাদের কুঠরীর এক বৃদ্ধকে শৌচাগার পরিষ্কার করতে পাঠিয়েছিল। আশপাশে কেউ নেই,—কারণ সাক্ষীর সামনে ওর ও কথা জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না,—এমন সময় কারাকর্ম্মী পাকা-চুলওলা বন্দীকে সহানুভূতিভরে প্রশ্ন করল, "তুমি কোন অনুচ্ছেদের বন্দী, বাবা?" "আটান্ন" বৃদ্ধের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হল। বাড়িতে তিন পুরুষ ওর গ্রেফতারের বেদনায় কাতর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কারাকর্ম্মী জবাব দিল, "তালিকায় তোমার নাম নেই।" কুঠরীতে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, যত বাজে কথা; মূর্খ কারাকর্ম্মীর উদ্ভট কল্পনা!

কুঠরীতে ভ্যালেনটিন নামে কিয়েভ্-এর এক যুবক ছিল। ওর পদবী জানতাম না। ওর বড়বড় চোখ দুটি ছিল মেয়েদের মত সুন্দর। ওর জিজ্ঞাসাবাদে দারুণ ভয়। আমরা জানতাম, ওর আগে থেকে জানতে পারার ক্ষমতা আছে; হয়ত ওর সে সময়ের মানসিক উৎকণ্ঠার জন্য। ও সকালে একাধিকবার কুঠরীর বন্দীদের নির্দেশ করে বলত, আমি স্বপ্নে দেখেছি ওরা আজ তোমাকে নিতে আসবে। ওরা সত্যিই আসত এবং ওর নির্দেশিত ব্যক্তিকে নিয়ে যেত। বন্দীর মন এত দুর্জ্ঞেয় রহস্যপ্রবণ হয়ে উঠত যে, সে আগে থেকে জানতে পারার ক্ষমতা প্রায় স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করত।

২৭শে জুলাই ভ্যালেনটিন আমাকে বলল, "আলেকজাণ্ডার, আজ আমাদের পালা।" ও এমন এক স্বপ্নের কথা বলল যার মধ্যে কারাস্বপ্নের সব কটি লক্ষণ বর্ত্তমান,—জলহীন, কাদাভর্ত্তি এক নদীর উপর পুল, একটি ক্রুশ ইত্যাদি। আমি নিজের জিনিষপত্র গোছাতে লাগলাম এবং তা বৃথা হল না। প্রাতঃকালীন চায়ের পর আমাদের দু'জনকে ডেকে পাঠাল। সহবন্দীরা উচ্চগ্রামের শুভেচ্ছাসহ বিদায় জানিয়ে আশ্বস্ত করল, আমরা মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছি। ওরা লঘুতর মামলার সাথে তুলনা করে জানতে পেরেছে।

আপনি হয়ত সত্যিই বিশ্বাস করতে চান না বা বিশ্বাস করার অনুমতি নিজেকে দিতে চান না। যে-কোন ঠাট্টা তামাশার মত ঐ অভিমতটিও উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোন জিনিষের চেয়ে তপ্ত, জলন্ত সাঁড়াশি হঠাৎ আপনার হৃদয় চেপে ধরবে,—যদি সত্যি হয়? হ্যাঁ, সাঁড়াশি চেপে ধরে।

বিভিন্ন কুঠরীর আমাদের মত বিশজন বন্দীকে একত্রিত করে স্নান করতে নিয়ে যাওয়া হল। কারা-জীবনের প্রত্যেক বড় পরিবর্ত্তনের আগে বন্দীর স্নান করতে হয়। হাতে দেড় ঘণ্টা সময় ছিল। আমাদের অনুমান এবং ধারণা বিনিময়ের পক্ষে যথেষ্ট। সব ঠিকঠাক। স্নান না করে গায়ের চামড়া অত্যন্ত নরম হয়ে গিয়েছে। বুতুর্কির ভিতরের উঠান দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল। উঠানে পাখীর গানে কানে তালা লেগে যায় আর কি। হয়ত শুধুই চড়াই পাখী। অনভ্যস্ত চোখে গাছপালা অত্যন্ত সবুজ লাগছিল। সে বসন্তের মত মন দিয়ে কখনো সবুজ পাতার দিকে চেয়ে দেখিনি। পিচের রাস্তাঘেরা বুতুর্কির ঐ এক ফালি উঠান যা পেরোতে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড লাগে,—মনে হচ্ছিল স্বর্গের অত কাছাকাছি আর কিছু কখনো দেখিনি।[১৩]

ওরা আমাদের বুতুর্কি স্টেশনে নিয়ে গেল,—চমৎকার ছদ্মনামে ঢাকা বুতুর্কির বন্দী গ্রহণ এবং প্রেরণকেন্দ্র যার বড় হলঘরটি ছিল রেল স্টেশনের মত বড়। আমাদের একটি বড়, স্বল্পরিসর বাক্সে ঠেলে দেওয়া হল। একটি মাত্র অবরোধ-শূন্য জানালাটি অত্যন্ত উঁচুতে থাকায় বাক্সের ভিতর আধা অন্ধকার বিরাজ করলেও মোটামুটি তাজা এবং পরিষ্কার। জানালা দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল পার্কটি দেখা যায়।* জানালার উপরের

ফাঁক দিয়ে কানে তালা ধরানো পাখীর কিচির্-মিচির্ ভেসে আসে। জানালার আর একটি ফাঁক দিয়ে একটি ছোট্ট উজ্জ্বল-সবুজ লতা ঝুলছিল, আমাদের গৃহকোণ এবং মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। অমন সুন্দর বাক্সে আগে কখনো বন্দী হইনি; সুতরাং এ কেবল ঘটনাচক্র নয়!

আমরা সবাই জিপিইউ-এনকেভিডি'র বিশেষ বিভাগ ওএসও'র অভিযুক্ত বন্দী। দেখা গেল কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই আমাদের প্রত্যেককে বন্দী করা হয়েছে।

তিন ঘণ্টায় কেউ আমাদের ছুঁয়ে দেখল না, দরজাও খুলল না। ঘরময় পায়চারি করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে ঢালাই করা বেঞ্চির উপর বসে পড়লাম। ছোট্ট লতাটি কখনো ঘরের ভিতরে কখনো বাইরে দুলছিল। আর চড়াইরা কিচির্-মিচির্ করে চলেছিল, যেন ওদের ভূতে ধরেছে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে গেল। একজনের ডাক পড়ল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এক শান্ত হিসাবরক্ষক বেরিয়ে গেল। আবার দরজায় চাবি পড়ল। আমরা আরও উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে লাগলাম, যেন গরম কয়লার উপর হাঁটছি।

আবার সশব্দে দরজা খুলল। আর একজনকে ডেকে নিয়ে গেল, প্রথম বন্দীকে ফেরত দিল। আমরা ওর কাছে গেলাম। ও আর সেই মানুষ নেই। ওর মুখে প্রাণের ছোঁয়া নেই। বিস্ফারিত চোখে দৃষ্টি নেই। টলমলে পায়ে মসৃণ মেঝের লুটিয়ে পড়ল। কোন আঘাত লেগেছে না ইস্তিরি করার তক্তা দিয়ে ওকে প্রহার করেছে?

চুপসে যাওয়া মন নিয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি হয়েছে? কি হয়েছে, বলো?" (আমি ধরে নিয়েছিলাম, যদি বৈদ্যুতিক চেয়ার থেকে সোজা না উঠে এসে থাকে, ও যে অন্ততঃ প্রাণদণ্ড পেয়েছে তাতে ভুল নেই) পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে ভেসে আসা গলায় ও উত্তর দিল, "পাঁচ···বছর!"

আর একবার সশব্দে দরজা খুলল। এবার কত তাড়াতাড়ি বন্দীকে ফেরত পাঠাল, —যেন ওকে পেচ্ছাব করানোর জন্য শৌচাগারে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বন্দীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। বুঝলাম, ও মুক্তি পাবে।

আবার আশা উজ্জীবিত হল। ওকে ঘিরে ধরলাম, "বলো, তোমার কী হল?" ও হাত দোলাল। হাসিতে ওর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

"পনেরো বছর!"

এত উদ্ভট, অপ্রত্যাশিত যে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

সপ্তম অধ্যায়

ইঞ্জিন ঘরে

তথাকথিত বুতুর্কি স্টেশনের লাগোয়া বাক্সটি ছিল বিখ্যাত তল্লাসির বাক্স, যেখানে নবাগতদের তল্লাসি করা হত। বাক্সে পাঁচ-ছ'জন কারাকর্মীর একসাথে বিশজন বন্দীকে তল্লাসি করার মত জায়গা ছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন বাক্সটি শূন্য ছিল। অমসৃণ তল্লাসির টেবিলগুলি ঢাকা ছিল না। ঘরের একধারে বৈশিষ্ট্যহীন এক ছোট টেবিলে ছোট টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে পরিচ্ছন্ন কালো চুলওলা এনকেভিডির এক মেজর বসেছিলেন। ধৈর্য্য ধরে বসে থাকার ছাপই ওঁর মুখে বেশী স্পষ্ট। ওঁর মনের ভাব, এক এক করে বন্দীকে ঘরে ঢোকান আর বার করে দেওয়ায় সময় নষ্ট হয়। আরও তাড়াতাড়ি বন্দীদের সই সংগ্রহ করা সম্ভব।

উনি আমাকে টেবিলের অপর প্রান্তে ওঁর মুখোমুখি বসতে ইঙ্গিত করলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন। দোয়াতের দু'পাশে টাইপ করার কাগজের অর্দ্ধেক আয়তনের, প্রায় এক রকম দেখতে, দু'গোছা সাদা কাগজ রয়েছে। ফর্মা হিসাবে কাগজগুলি প্রশাসনিক দপ্তরের আবাসিক গৃহের জ্বালানী সরবরাহ চাওয়ার কাগজ বা সরকারী সংস্থায় দপ্তরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার অনুমতিপত্রের সমান। ডানদিকের কাগজ হাতড়ে মেজর আমার বিষয়ে একটি কাগজ পেলেন। সেটিকে টেনে বার করে একঘেঁয়ে সুরে পড়ে শোনাতে লাগলেন। (আমি বুঝলাম, আট বছর সাজা পেয়েছি) উনি তক্ষুণি কাগজটির পিছন দিকে ফাউন্টেন পেন দিয়ে এই মর্মে একটি বিবৃতি লিখলেন যে, কাগজে লেখা বৃত্তান্ত আমাকে ঐ দিন পড়ে শোনান হয়েছে।

আমার হৃদয় কিন্তু একবারও বেশী ধকধক করে উঠল না। ও ত' নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মবাঁধা ঘটনা। কিন্তু সত্যিই কি ঐটি আমার দণ্ডাদেশ,—জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়? মুহূর্ত্তটি পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বোধ করতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। মেজর কাগজটি আমার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। কাগজের ফাঁকা দিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম। সাত আনা দামের স্কুলের পড়ুয়ার একটি কলম, তার বিশ্রী নিবে দোয়াতের ময়লা লাগা, আমার সামনেই পড়েছিল। বললাম, "আমি নিজে একবার পড়ে দেখতে চাই।"

"আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে আমি প্রতারণা করব?" মেজর আলস্যভরে উত্তর দিলেন, "ঠিক আছে, পড়ুন।"

অনিচ্ছা সত্বেও ওর কাগজটি হাত ছাড়া করতে হল। কাগজটি উল্টিয়ে ইচ্ছাকৃত দেরী করে পড়তে লাগলাম,—যেন প্রতিটি শব্দ ত' বটেই প্রতিটি অক্ষরও পড়ছি। ঐটি একটি টাইপ করা কাগজের কারবন নকল :

সারাংশ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এনকেভিডির ৬এসও বিভাগের ৭ই জুলাই '৪৫-এর—নং আদেশ (এরপর বিন্দুর সারি দিয়ে সমান্তরাল একটি রেখা টানা হয়েছে। নিচের অংশও বিন্দুর সারি দিয়ে সমানভাবে ভাগ করা হয়েছে)।

মামলা শোনা হল :	:	আদেশ হল :
অভিযুক্ত অমুক (নাম, জন্ম তারিখ এবং স্থান)।	:	অমুককে (নাম) সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার এবং সোভিয়েত-বিরোধী সংস্থা গড়ে তোলার অপরাধে ৮ (আট) বছর সংশোধনমূলক শ্রম শিবির দণ্ড দেওয়া হল।

নকল মূলের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে,

সচিব———

সই করে নীরবে প্রস্থান করাই কি আমার কর্তব্য? মেজরের দিকে তাকালাম,—উনি কিছু বলতে কিংবা কোন ব্যাখ্যা দিতে চান কিনা দেখতে। না, ওঁর তেমন কোন ইচ্ছা নেই। তিনি ইতিমধ্যে দোরগোড়ায় দণ্ডায়মান কারারক্ষীকে পরবর্তী বন্দীকে আনতে ইশারা করে দিয়েছেন।

মুহূর্তটিকে অন্তত: কিছু গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে বেদনার্ত স্বরে মেজরকে প্রশ্ন করলাম, "এ অসম্ভব! আট বছর! কি জন্য?"

নিজের কথা নিজের কানেই কত মিথ্যা শোনাল। উনি বা আমি, কেউই আন্তরিকতা খুঁজে পেলাম না।

"হ্যা, ঐখানে," মেজর আর একবার সই করার জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন।

আমি সই করলাম। আর কিছু করার কথা ভাবতে পারলাম না।

"আমাকে অন্তত: আবেদন করার অনুমতি দিন। আর যা হোক, আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রায় দেওয়া হয়েছে।"

"আইনের মোতাবেক রায় দেওয়া হয়েছে," মেজর আমার কথার জবাব দিয়ে সই করা কাগজটি বাঁ দিকের কাগজগুলির সাথে রেখে দিলেন।

"চলো, আগে বাড়ো," কারারক্ষী হুকুম দিল। আমি বেরিয়ে এলাম।

(আমি প্রকৃত উত্তম দেখাইনি। পঁচিশ বছর কারাদণ্ডের কাগজ পেয়ে জর্জি টেঙ্গো

উত্তর দিয়েছিল, "এ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সামিল। আগেকার যুগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হলে ড্রাম বাজিয়ে লোক জড়ো করে তাদের সামনে সে দণ্ড পড়া হত। আর আপনারা যেন রেশনের বরাদ্দ সাবান দিচ্ছেন,—পঁচিশ বছর নাও আর ভাগো!"

আর্নল্ড র‍্যাপোপোর্ট তার রায়ের পিছন দিকে কলম দিয়ে লিখেছিল, "আমি এই সন্ত্রাসবাদী, বেআইনী রায়ের প্রতিবাদ করি এবং এই মুহূর্তে মুক্তি দাবী করি।" যে অফিসার রায়টি ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তিনি প্রথমে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। যখন পড়লেন র‍্যাপোপোর্ট কি লিখেছে, রেগে গিয়ে র‍্যাপোপোর্টের লেখা সমেত কাগজটি ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু তাতে রায়ের ইতর বিশেষ ঘটল না। যথা নিয়ম বলবৎ রইল, কারণ ওটা ত' রায়ের নকল মাত্র।

শ্রীমতী কর্নিয়েভা পনেরো বছর আশা করেছিলেন। টাইপের ভুলে সরকারী কাগজে পনেরোর পরিবর্তে পাঁচ ছাপা হয়েছে দেখে উনি আনন্দিত হলেন। ওটা নিয়ে নেওয়ার আগে উনি উজ্জ্বল হাসি হেসে কাগজটি সই করতে ব্যগ্র হলেন। অফিসার সসন্দেহে ওঁকে প্রশ্ন করলেন, "আমি যা পড়ে শুনিয়েছি আপনি তা বুঝেছেন?" "হ্যাঁ, বুঝেছি। সংশোধনমূলক শ্রম শিবিরে পাঁচ বছর। ধন্যবাদ।"

হাঙ্গেরীয় জ্যানোস রোজাসকে কারাগারের বারান্দায় রুশ ভাষায় লেখা দশ বছর কারাদণ্ডাদেশ অনুবাদ বিনা পড়ে শোনান হয়। না বুঝে দণ্ডাদেশ সই করে দিয়ে ও দীর্ঘকাল বিচারের প্রতীক্ষা করেছিল। তারও পরে শিবিরে থাকাকালীন ঘটনাটি ওর আবছা মনে পড়ত। ও তখন বুঝত, আসলে কি ঘটে গিয়েছে।।

আমি হাসিমুখে বাক্সে ফিরলাম। অদ্ভুত হলেও প্রতি মুহূর্তে আরও আনন্দিত এবং হাল্কা বোধ করতে লাগলাম। ভ্যালেনটিন সমেত সবাই দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে ফিরল। সে দিন লঘুতম শাস্তি পেল হিসাবরক্ষক, আর ওরই মাথা খারাপ হয়ে গেল। ও তখনো আনমনা। ওর পর লঘু দণ্ড আমার।

সূর্য্যালোকের ছটায় আর জুলাইয়ের বাতাসে লতাটি আগের মত আনন্দে জানালার বাইরে ক্রমাগত দুলছিল। আমরা ফূর্তিতে গল্পের হল্লা জুড়েছিলাম। থেকে থেকে হাসি বাক্সে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। হাসির কারণ, সবকিছু মোটামুটি ভালয় ভালয় মিটেছে। আমরা হিসাবরক্ষককে দেখে হাসছিলাম। আর হাসছিলাম সকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্মরণ করে। মনে পড়ছিল বিদায় জানাতে গিয়ে সহবন্দীরা খাবারের প্যাকেটের মাধ্যমে তাদের সংবাদ পাঠানোর সাংকেতিক চিহ্নও (চারটি আলু বা দুটি বেদানা) উল্লেখ করেছিল!

অনেকে জোর দিয়ে বলল, "যাই হোক, মার্জনা ঘোষণা হবেই! ওরা আসলে একটু ভয় দেখাতে চায়, যাতে আমরা আবার বিপথে না যাই। তাই এই সব লোক দেখানো রায়। স্ট্যালিন ত' মার্কিন সাংবাদিককে বলেছে......"

"ওর নামটা কি যেন?"

"আমার নাম মনে নেই।"

সুতরাং ওরা আমাদের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে দু'জন করে সারি বাঁধতে হুকুম করল। অতঃপর সেই গ্রীষ্মস্নাত অপূর্ব্ব পার্কের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলল। আবার স্নান করতে চলো।

সে কি হাসির ধুম। যত মূর্খ অকর্ম্মার দল! হাসির রোল তুলে আমরা পোষাক ছাড়লাম। পোষাক গরম করার যে যন্ত্রে সকালে পোষাক গরম করেছিলাম তারই হুকে পোষাক টাঙ্গিয়ে দিলাম। প্রত্যেকে এক টুকরো বিশ্রী সাবান তুলে নিয়ে বালিকা-সুলভ আনন্দ ধুয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতে প্রশস্ত, প্রতিধ্বনিময় ঝরণাশোভিত কলঘরে ঢুকলাম। ফোয়ারা থেকে সারা গায়ে গরম জল পড়ছিল। কলঘরে নাচানাচি লাগিয়ে দিলাম, যেন স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষা শেষের পর স্নান করতে এসেছে। স্নান এবং হাল্কা হাসি রুগ্নতা ত' নয়ই বরং দেহযন্ত্রের মুক্তির জীবন্ত সমর্থন সূচিত করল।

আমরা তখন গা মুছছি। আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য ভ্যালেনটিন আন্তরিকভাবে বলল, "ঠিক আছে, আমরা এখনো বুড়ো হইনি। দীর্ঘকাল বাঁচতে হবে। এখন প্রয়োজন, আর একটিও ভুল পদক্ষেপ না করা। আমাদের শিবিরে যেতে হবে। আমরা শিবিরে মুখ বন্ধ করে থাকব, কাউকে কিছু বলব না। শুধু ভাল করে কাজ করব। তা হলে আর নতুন শাস্তি ভোগ করতে হবে না।"

ঐ কর্ম্মপন্থায় ও আস্থাবান,—যেন স্ট্যালিনী যাঁতার ফাঁকে আটকিয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র শস্যকণা। সত্যিই ওর আশা ভরসা ঐ কর্ম্মপন্থায় কেন্দ্রীভূত। ওর সহমত হয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দীত্বের মেয়াদ কাটানোর পর মস্তিষ্ক থেকে বিগত জীবন মুছে ফেলার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি একটি সত্য উপলব্ধি করতে সুরু করেছিলাম। কেবল প্রাণ ধারণ করার বিনিময়ে যদি বাঁচা ছেড়ে দিতে হয়, তবে সে প্রাণ ধারণের কী অর্থ?

□

বিপ্লবের পর ওএসও বিভাগ সৃষ্টি কল্পিত হয়েছিল, এ কথা বলা সমীচীন নয়। মহীয়সী ক্যাথারিন আদালতের সহায়তা বিনা সাংবাদিক নোভিকভ্‌কে পনেরো বছর কারাদণ্ড দিয়েছিলেন, কারণ সম্রাজ্ঞী নোভিকভ্‌কে অপছন্দ করতেন। এ দণ্ডের ভিত্তি ওএসও সুলভ বলা চলে। সব জারই অন্ততঃ একবার তাঁদের বিরাগ-ভাজনদের বিনা বিচারে নির্ব্বাসনে পাঠাতেন, যেন তিনি তাদের বাপ। উনবিংশ

শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মৌলিক বিচার সংস্কার ঘটেছিল। তখন মনে হত শাসক এবং শাসিত উভয়ে সমাজকে ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সুরু করেছেন। তবু কোরোলেংকো অনুসন্ধান করে এমন মামলার নজির উপস্থিত করলেন যাতে গত শতাব্দীর সপ্তম এবং অষ্টম দশকে প্রশাসনিক নিপীড়ন বিচার বিভাগীয় ন্যায়ের স্থান গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিষয়ক উপমন্ত্রীর আদেশে কোরোলেংকো স্বয়ং এবং দুটি ছাত্র বিনা বিচারে ১৮৭২ সালে নির্ব্বাসিত হন,—মার্কামারা 'ওএসও'র মামলা। অপর এক সময় তিনি এবং তাঁর ভাই বিনা বিচারে গ্লাজভ্-এ নির্ব্বাসিত হন। কোরোলেংকো বলেন, কৃষকদের প্রতিনিধি ফিওদর বাগ্দান স্বয়ং জারের সাথে দেখা করেও নির্ব্বাসন এড়াতে পারেননি। বিচারালয় থেকে মুক্তি লাভ করেও পিয়াৎকভ্ জারের হুকুমে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। এই ধরনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। দেশ ত্যাগ করার পর শ্রীমতী ভেরা জাসুলিচ্ একটি চিঠিতে জানান, বিচারালয়ের ভয়ে নয় বিচার বিভাগ বহির্ভূত প্রশাসনিক নির্যাতনের ভয়েই তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন।

ফুটকির রেখা বা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত দণ্ডাদেশে সই করার জায়গায় ঐতিহ্য এইভাবে গড়িয়ে চলেছিল। কিন্তু তার ত্রুটি ছিল অতিমাত্রায় শৈথিল্য, যা নিদ্রাতুর এশীয় দেশে চলতে পারত। তা দ্রুত বিকাশমান দেশের অনুপযুক্ত। অধিকন্তু এর স্থির পরিচিতি ছিল না,—ওএসও কী? কখনো জার, কখনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা, কখনো বা উপমন্ত্রী। যা হোক নাম ধাম এবং মামলার বিবরণ উল্লেখ করা সম্ভব হলেও, মার্জ্জনা ভিক্ষা করে বলি, সে সময় প্রকৃত সুযোগ পাওয়া যায়নি।

বিংশ শতাব্দীতে পাকাপাকিভাবে বিচারালয় এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রুদ্ধদ্বার কক্ষের কারবারী তিনজন সদস্য-বিশিষ্ট পাকাপাকি ত্রএকা গঠনের পর প্রকৃত সুযোগ পাওয়া গেল। গোড়ার দিকে ওরা জাহির করে বলত, জিপিইউর ত্রএকা। ত্রএকার সদস্যদের নাম ত' গোপন করতই না, বরং প্রচার করত। সোলভেৎস্কির কোন বন্দী বিখ্যাত মস্কো ত্রএকার সদস্যত্রয়ের (গ্লেব-বকি, ভিউল্ এবং ভ্যাসিলিয়েভ্) নাম জানত না? হ্যাঁ, নামের বা কী বাহার, ত্রএকা! ওতে যেন স্লেজগাড়ির নিচের ডাণ্ডার উপর লাগানো ঘণ্টার ক্ষীণ আভাস; যেন শ্রোভ্‌টাইড উৎসবের ইঙ্গিত; তবু সবকিছু জড়িয়ে এক রহস্য। ত্রএকা কেন? কী তার অর্থ? বিচারালয় ত' একাধিক ব্যক্তির ঐকতান নয়। অথচ ত্রএকা বিচারালয় নয়। ত্রএকা সম্পর্কিত সর্ব্বাধিক রহস্যময় হল তার লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়াকলাপ। আমরা কেউ ত্রএকায় ছিলাম না। ত্রএকা দেখিনি। পেয়েছি এক খণ্ড কাগজ, এখানে সই করো! বিপ্লবী বিচারালয়ের চেয়ে ত্রএকা ভীতিপ্রদ ছিল। ত্রএকার অবস্থান বিপ্লবী বিচারালয়ের থেকে দূরে। ওরা আবরণে মণ্ডিত হয়ে একটি পৃথক কামরায় নিজেদের আবদ্ধ করল এবং অনতি-কাল পরে সদস্যদের নাম গোপন করল। ক্রমে আমরা ভাবতে শিখলাম ত্রএকার

সদস্যত্রয় জনসাধারণের সাথে পানাহার বা চলাফেরা করেন না। অধিবেশনের উদ্দেশ্যে একবার ঘরের দরজা বন্ধ করলে, যেন চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। তখন কেবল টাইপিস্টদের মাধ্যমে প্রদত্ত রায় থেকে তাঁদের অস্তিত্ব বুঝতে পারতাম। (রায়গুলি ফেরত দিতে হত। ঐ ধরনের কাগজপত্র জনসাধারণের হাতে দেওয়া চলে না!)

এই ত্রএকাগুলি (বহুবচন ব্যবহার করলাম, কারণ দেবতাদের মত তাঁদের আকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই) সে সময়ের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োজন মেটাত,—গ্রেফতার হওয়া বন্দীদের কখনো মুক্ত জীবনে ফিরতে না দেওয়া। (এ যেন নিম্ন মানের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শিল্পমান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর ওটিকে'র মত, জিপিইউর অধীনস্থ এক সংস্থা) যদি দেখা যেত কোন এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং তার বিচার করা চলে না, সে ক্ষেত্রে তাকে ত্রএকার মাধ্যমে 'বিয়োগ ৩২' দেওয়া হত,—অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজধানীগুলির কয়েকটিতে তার বসবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেত; অথবা তাকে দু'তিন বছর নির্বাসনে পাঠানো হত। কান কাটা কয়েদী হয়ে নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর সে সদা চিহ্নিত, বারংবার অপরাধের আসামী হয়ে যেত।

(পাঠকগণ মার্জনা করবেন। আমরা দোষী এবং নির্দোষ অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের আলোচনায় আর একবার প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। যা হোক, আমাদের বলা হয়েছে দোষী নির্দোষের বিচারের কেন্দ্রে রয়েছে সামাজিক ক্ষতিবিচারের প্রশ্ন, ব্যক্তিগত দোষ বা নির্দোষের প্রশ্ন নয়। কোন ব্যক্তি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর হলে সে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কারাদণ্ড দেওয়া চলত। তেমনি সামাজিক বিচারে শুভঙ্কর হলে দোষীকেও মুক্তি দেওয়া চলত। আমাদের আইন শিক্ষার অভাবজনিত ত্রুটি মার্জনা করবেন কারণ '২৬-এর ন্যায়বিধি,—যার ছত্রছায়ায় আমরা পঁচিশ বছরের বেশী কাটিয়েছি,—"অপ্রতুল সমাজ-সচেতন দৃষ্টিকোণ" এবং কোন প্রকারে "কৃত অপরাধের গুরুত্বের সাথে শাস্তির ওজনের বুর্জোয়াসুলভ সংযোগ স্থাপনের জন্য" নিন্দিত হয়েছিল।[৭]।

দুঃখের সাথে জানাই, আমরা অর্গানের এই শাখাটির মনোজ্ঞ ইতিহাস লিখে উঠতে পারব না: কি করে ত্রএকাগুলি ওএসও-তে রূপান্তরিত হল; কখন নতুন নামকরণ হল; প্রাদেশিক কেন্দ্রে ওএসও ছিল, না তা মহান প্রাসাদ অর্থাৎ ক্রেমলিনে কেন্দ্রীভূত ছিল; আমাদের কোন মহান, গৌরবান্বিত নেতৃবৃন্দ তার সদস্য ছিলেন; কত সময় অন্তর অধিবেশন বসত এবং কতক্ষণ তা চলত; অধিবেশনের সময় সদস্যদের চা বিতরণ করা হত কিনা, হলে চায়ের সঙ্গে আর কী দেওয়া হত; কি ভাবে কাজ এগোত, সদস্যরা কাজের ফাঁকে বাক্যালাপ করতেন কিনা,—আমরা এসব কিছুই জানি না। তাই সে ইতিহাস লিখতে পারব না। শুনেছি ওএসও'র সার ছিল তার ত্রয়ীত্ব। যদিও ত্রএকার পরিশ্রমী সদস্যত্রয়ের নাম উল্লেখ করা এখনো অসম্ভব,

ত্রএকায় নির্বাচিত তিনটি পাকাপোক্ত সংস্থার নাম জেনেছি : কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতি, এমভিডি এবং মুখ্য অভিযোগকারী সরকারী উকিলের দপ্তরের একটি করে প্রতিনিধি থাকত। যা হোক কোনদিন যদি শুনি যে ত্রএকায় কখনই কোন অধিবেশন বসত না এবং একদল অভিজ্ঞ টাইপিস্ট এক সাধারণ প্রশাসকের নির্দেশানুসারে অধিবেশনের অস্তিত্বহীন দলিল থেকে সারাংশ সংগ্রহ করত, আমি বিস্মিত হব না। কথা দিচ্ছি, বিস্মিত হব না।

'২৪ সাল পর্য্যন্ত ত্রএকায় দণ্ডদানে ক্ষমতার উচ্চতম সীমা ছিল তিন বছর। '২৪-এর পর দাঁড়াল পাঁচ বছর শিবির বাস। '৩৭-এর পর ওএসও 'দশ টাকার নোট' হাতে তুলে দিতে পারত ; '৪৮-এর পর ওরা 'সিকি' অর্থাৎ সিকি শতাব্দী ঠুকে দিতে পারত। এ ছাড়া এমন বহু লোক আছেন, যেমন চাভ্দারভ্, যাঁরা জানেন যুদ্ধের সময় ওএসও বন্দীদের গুলি করে প্রাণদণ্ড দিয়েছে। এও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অপরাধ বিধি বা সংবিধান কোথাও ওএসওর উল্লেখ নেই। তা না থাক। ওএসও যেন এক ধরনের হ্যামবার্গার তৈরীর যন্ত্র,—চালানো সহজ, তার নিজস্ব দাবী-দাওয়া নেই এবং তা চালাতে বিচার-বিভাগীয় তৈল নিষ্প্রয়োজন। অপরাধ বিধি যেমন স্বয়ম্ভর ওএসও ও তাই। ওএসও অপরাধ বিধির ২০৫টি অনুচ্ছেদের নজির বা উল্লেখ বিনা আপন জাঁতাকল ঘোরাত।

শিবিরগুলিতে রহস্য করে বলা হত : অস্তিত্বহীন মামলার বিচারালয় নেই, তার জন্য আছে ওএসও।

কাজের সুবিধার জন্য ওএসও'র এক কাজ চালানো গোছের শর্টহ্যাণ্ড প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ওএসও এক ডজন অক্ষর সাজানো শ্রেণী উদ্ভাবন করল, যার ফলে কাজকর্ম অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। ঐ অক্ষর সাজানো শ্রেণীগুলি ব্যবহৃত হলে আপনার মাথা খাটিয়ে বার করতে হবে না অপরাধ বিধির কোন ধারা মামলাটিতে প্রযুক্ত হতে পারে। এই শ্রেণীগুলি সংখ্যায় এত কম যে শিশুও সহজে মনে রাখতে পারে। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি উল্লেখ করেছি :

এ. এস. এ.— সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলন।

কে. আর. ডি.— প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ।

কে. আর. টি. ডি.—ট্রট্স্কিপন্থী প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ। 'টি' যুক্ত হওয়ার ফলে বন্দীর শিবির-জীবন আরও কঠোর হত।

পি. এস. এইচ.— গুপ্তচর সন্দেহ (সন্দেহাতীত গুপ্তচর্য্যের মামলা ট্রাইবুনালের হাতে তুলে দেওয়া হত)।

এস. ভি. পি. এইচ.— গুপ্তচর সন্দেহের সাথে সম্পর্কিত।

কে. আর. এম.—প্রতিবিপ্লবী ভাবধারা।

ভি. এ. এস.—সোভিয়েত বিরোধী ভাবধারা প্রচার।

এস. ও. ই.—সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

এস. ডি. ই.—সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

পি. ডি.—অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ। প্রাক্তন শিবির-বন্দীদের বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগের অভাবে এই অভিযোগটি প্রযুক্ত হত।

সবশেষে ছিল একটি অত্যন্ত ব্যাপক অনুচ্ছেদ :

সি. এইচ. এস.—একই পরিবারভুক্ত (উপরোক্ত শ্রেণীগুলির যে-কোন একটিতে অভিযুক্ত বন্দীর পরিবারভুক্ত হওয়ার অপরাধ)।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই শ্রেণীগুলি প্রতি বছর বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর সমানভাবে প্রযুক্ত হত না। বরং দণ্ডবিধি এবং বিশেষ রায়ের ধারার মত শ্রেণীবিভাগগুলি হঠাৎ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ত।

আর একটি কথা আছে। ওএসও বলত না, সে বিচার বিভাগীয় দণ্ড দিচ্ছে। ওএসও'র সার কথা হল, সে বিচার বিভাগীয় দণ্ড দিত না, প্রশাসনিক শাস্তি দিত। সুতরাং তার বিচার-বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া স্বাভাবিক!

প্রশাসনিক শাস্তি বিচার-বিভাগীয় দণ্ডের সম মর্যাদা দাবী না করলেও তার বলে পঁচিশ বছর কারাবাস করানো চলত এবং নিম্নোক্ত শাস্তিগুলিও তার আওতায় আসত :

* উপাধি, পদমর্য্যাদা এবং পদক হানি।
* যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।
* কারাবাস।
* পত্রাদি বিনিময়ের অধিকার হরণ।

এই প্রকারে ওএসও'র সহায়তায় মানুষ যে কোন আদিম বিচারালয়ের রায় অপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত।

ওএসও'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল তার শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করা চলত না। আবেদনের জায়গা ছিল না। ওর উপরে বা নিচে আবেদনের এক্তিয়ার ছিল না। ওএসও আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী স্টালিন এবং শয়তানের অধীন ছিল।

ওএসও'র অপর বিরাট সুবিধা তার দ্রুতগতি। একমাত্র টাইপ করার জন্য সে গতি ব্যাহত হত।

সব শেষে, যদিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, ওএসও'র বন্দীর মুখোমুখি হতে হত না। তাতে বন্দীকে নিয়ে আসা এবং নিয়ে যাওয়ার খরচ বাঁচত। এমন কি বন্দীর ফটোও প্রয়োজন হত না। এক সময় যখন কারাগারগুলিতে অতিরিক্ত বন্দীর ভিড় হয়েছিল তখন ওএসও'র এই বাড়তি সুফল পাওয়া গিয়েছিল যে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার

পর বন্দীদের আর কারাগারের মেঝে দখল করে মুফৎ রুটি খেতে দেওয়া প্রয়োজন হত না। তখনই তাদের সসম্মানে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে শিবিরে পাঠানো চলত। পরে যে-কোন সময় দণ্ডাজ্ঞা পড়ে শোনালেই হত।

অনুকূল অবস্থায় মালবাহী রেলগাড়ি করে বন্দীদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হত। পালানোর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বন্দীদের রেল লাইনের পাশেই হাঁটু গেড়ে দাঁড় করানো হত। মনে হত ওরা ওএসও'র কাছে প্রার্থনারত। তখনই শাস্তির আদেশ পড়ে শোনান হত। অবশ্য এর প্রকারভেদ হতে পারত। বন্দী বইবার গাড়ি থেকে যারা ৩৮-এ পেরেবরিতে নেমেছিল তারা শাস্তির আদেশ বা কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়েছে জানত না। কিন্তু সেখানে উপস্থিত কেরাণীটি সব জানত। সে তালিকা দেখে জানাল: এস. ভি. ই—সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা—পাঁচ বছর। সময়টি এমন যখন মস্কো-ভলগা খাল প্রকল্পে কাজ করার জন্য প্রচুর কর্মীর জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল।

বহু বন্দী শাস্তি সম্পর্কে না জেনে মাসের পর মাস শিবিরে খেটেছে। অ্যাই. ডোব্রিয়াক বলেন, তারপর একদিন—না. সুদূর অতীতে নয়, ১.৫।৩৮-এ অর্থাৎ লাল পতাকা উড্ডয়নের যুগে—তাদের গম্ভীরমুখে লাইন করে দাঁড় করিয়ে স্ট্যালিনো প্রাদেশিক ত্রএকার আদেশ শোনান হল। এর থেকে বোঝা যায় ভারী চাপের মুখে মুখেও ওএসও ভেঙে দেওয়া হয়নি। শাস্তিগুলো দশ থেকে বিশ বছর মেয়াদী। আমার প্রাক্তন শিবির-জীবনের ফোরম্যান সিনেলনিকভকে দশ বছর এক ট্রেন বোঝাই শাস্তি না পাওয়া বন্দীর সাথে চেলিয়াবিনস্ক থেকে চেরেপোভেৎস্ পাঠানো হয়েছিল। মাসের পর মাস কাজ করার পর শীতকালে একটি ছুটির দিন, দিনগুলি লক্ষ্য করুন। এ ব্যাপারেও ওএসও নিজের সুবিধা [illegible] নয়। যখন তুষার কাটতে শুরু করেছে, বন্দীদের উঠানে বার করে দাঁড় করানো হল। এক নবাগত লেফটেন্যান্ট আবির্ভূত হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি ওএসও'র শাস্তি পড়ে শোনাতে এসেছেন। দেখা গেল লেফটেন্যান্ট অত্যন্ত ভদ্র। সূর্যকিরণে বাষ্পমান তুষার এবং বন্দীদের পাতলা জুতোর দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা, বাইরে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার কী প্রয়োজন? ওএসও তোমাদের সবাইকে দশ বছর দিয়েছে। অতি সামান্য কয়েকজন আট বছর পেয়েছে। বুঝেছ? তোমরা যে-যে-যেতে পারো!"

□

বিশেষ বিভাগের স্পষ্টতঃ যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও কোন বিচারালয়ের আদৌ কী প্রয়োজন? আওয়াজ শূন্য আধুনিক মোটর গাড়ি, যা থেকে লাফিয়ে পালানো যায় না, থাকতে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করা কি প্রয়োজন? সে কি শুধু বিচারকদের পেট ভরানোর উদ্দেশ্যে?

তবু, গণতান্ত্রিক দেশে বিচারালয় না থাকা অশোভন। '১৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম সভায় ঘোষিত হয়েছিল: বিচার সংক্রান্ত কর্তব্যপালনে সব শ্রমজীবী মানুষকে জড়িত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 'সব' শ্রমজীবী মানুষকে জড়িত করা সম্ভব হয়নি। বিচার পরিচালনা একটি জটিল কাজ। যা হোক, বিচারালয় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কাজ চালানোর প্রশ্ন তখনো ওঠেনি।

কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক আদালতগুলি, আঞ্চলিক বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগ. সামরিক আদালত (শান্তির সময়েও সামরিক আদালত থাকে কেন?) এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়,—অবিসংবাদিতভাবে ওএসও'র পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। ওরাও প্রকাশ্য বিচার এবং উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কের কর্দমাক্ত পথ পরিহার করে চলেছে।

ওএসও'র প্রাথমিক এবং মূল বৈশিষ্ট্য রুদ্ধদ্বার। ওগুলি ছিল রুদ্ধদ্বার আদালত, নিজেদের সুবিধার্থে।

রুদ্ধদ্বার বিচারালয়ে কোটি কোটি মানুষের বিচার অনুষ্ঠানে আমরা এত দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হয়েছি যে হয়ত কোন দণ্ডিত ব্যক্তির ছেলে, ভাইপো বা ভাই প্রত্যয়সহ আমাকে তেড়ে আসবে: "আপনাদের চাইবার মত আর কী ছিল? মামলাগুলির মধ্যে গোপন খবরের সূত্র থাকে। প্রকাশ্য বিচার করলে তা শত্রুপক্ষের নজরে পড়ত। অতএব তা করা চলে না।"

অতএব শত্রুপক্ষ জেনে ফেলার ভয়ে আমরা হাঁটুর মধ্যে মাথা লুকাই। কয়েকটি গ্রন্থকীট ছাড়া কে আজ মনে রেখেছে যে, যে কারাকোজভ জারকে গুলি করেছিল তার পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারের তরফ থেকে উকিল দেওয়া হয়েছিল; অথবা 'তুর্কিরা সব জানতে পারবে' ভয় না করে ঝেলিয়াবভ এবং নারদনায়া গোষ্ঠীর প্রকাশ্য বিচার করা হয়েছিল; অথবা শ্রীমতী ভেরা জাসুলিচের কাহিনী, যিনি জার আমলের আমলাকে হত্যার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, (আমলাটি সোভিয়েত আমলে মুখ্য মস্কো আঞ্চলিক এমভিডি প্রশাসকের সমান) তাঁর গুলি আমলার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল,—নির্যাতন কক্ষে নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে প্রকাশ্য আদালতে জুরির বিচারে (ত্রএকা নয়) মুক্তি পেয়ে সানন্দে ঘোড়ার গাড়ি চেপে বাড়ি গিয়েছিলেন?

উপরোক্ত তুলনা সত্ত্বেও আমি এ কথা বলতে চাই না যে রাশিয়ায় এক সময় নিখুঁত বিচার ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট বিচার ব্যবস্থা সর্বাধিক পরিণত

সমাজের শেষ ফল, অন্যথায় সলোমনের প্রয়োজন। ভ্লাদিমির দাল বলেন, দাসপ্রথা বিলোপের পূর্বে রাশিয়ায় "বিচারালয়ের প্রশস্তি" সম্বলিত একটি প্রবাদ বাক্যও চালু ছিল না। অভিমতটি প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ। খুব সম্ভব কেউ সময়ের অভাবে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির অধ্যক্ষদের প্রশংসাময় প্রবাদও রচনা করেনি। এতৎসত্ত্বেও ১৮৬৬'র বিচার সংস্কার অন্ততঃ সমাজের সেই শহুরে অংশটিকে ইংরাজী ললনার পথে চালিত করেছিল হের্জেন যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

উপরে যা বলেছি তা সত্ত্বেও ডস্টয়েভস্কি তাঁর 'লেখকের রোজনামচা'য় আমাদের জুরির বিচারের বিরুদ্ধে যা বলেছেন তা বিস্মৃত হইনি : উকিলদের বাগ্মিতার বাড়াবাড়ি ("জুরিগণ! ভেবে দেখুন, মহিলা যদি তার প্রতিপক্ষকে খুন না করত তবে কিসে মহিলা পদবাচ্য হত? জুরিগণ! আপনাদের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি অনুরূপ অবস্থায় সন্তানকে জানালা দিয়ে ফেলে দেবেন না?"); এবং সাময়িক আবেগের বশীভূত হয়ে জুরিদের নাগরিক কর্তব্যে ত্রুটির সম্ভাবনা। কিন্তু ডস্টয়েভস্কির মানসিকতা সমকালীন রুশ জীবনের বাস্তবতা অতিক্রম করত এবং তিনি এমন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন যা তাঁর না হলেও চলত। তিনি বিশ্বাস করতেন, আমরা চিরকালের জন্য প্রকাশ্য বিচার ব্যবস্থা অর্জন করেছি! (তাঁর সমকালীনদের মধ্যে কে ওএসও'র অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন?) তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "ভুল করে প্রাণদণ্ড দেওয়া অপেক্ষা ভুল করে মার্জনা করা শ্রেয়ঃ।" আমরা বলব, অবশ্যই।

বাগ্মিতার বাড়াবাড়িতে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয় না, কিন্তু নৈতিক লক্ষ্য খুঁজে না পাওয়া প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের উপর তার অশুভ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইংলণ্ডে বিরোধীপক্ষের নেতা বাস্তবাধিক শোচনীয় জাতীয় পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

বাগ্মিতার আতিশয্য যদি ব্যাধি হয় রুদ্ধদ্বারের আতিশয্য সম্পর্কে আমরা কি বলব? ডস্টয়েভস্কি এমন এক আদালতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যার অভিযোগকারী কৌঁসলী নিজে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সাজিয়ে দেবেন। সে আদালতের জন্য আমাদের কত যুগ অপেক্ষা করতে হবে? এতাবৎকালের সামাজিক অভিজ্ঞতায় যে অমূল্য জ্ঞান লাভ করেছি তা হল আসামীর পক্ষ সমর্থনকারী উকিল আসামীকেই অভিযুক্ত করেন। "একজন সৎ সোভিয়েত নাগরিক এবং প্রকৃত দেশপ্রেমী হিসাবে আমি এই দুষ্টাচারের বৃত্তান্তে বিরক্তিবোধ না করে পারি ...।"

রুদ্ধদ্বার অধিবেশন বিচারকদের পক্ষে কত আরামপ্রদ! বিচারকের পোশাক প্রয়োজন নেই, ইচ্ছামত আস্তিন গোটানও চলে। কাজ করা কত সহজ! লাউডস্পীকার, সাংবাদিক এবং জনসাধারণের বালাই নেই। জনসাধারণ বা শ্রোতা বলতে যা থাকে তা হল জিজ্ঞাসাবাদকারীরা। যেমন জিজ্ঞাসাবাদকারীরা লেনিনগ্রাদ

আঞ্চলিক আদালতে দিনে লক্ষ্য করতেন তাঁদের বশম্বদরা কেমন কাজ চালাচ্ছে : যে বন্দীদের বিবেকের কাছে আবেদন[৩] করা প্রয়োজন হত রাতে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন।

রাজনৈতিক আদালতগুলির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাদের কাজে অস্পষ্টতার অভাব বা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত রায়।[৪] ভাষান্তরে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কি চান বিচারক সর্ব্বদা সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল। (অধিকন্তু, দ্বিধা থাকলে টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন) তা ছাড়া ওএসও'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পূর্ব্বাহ্ণে রায় টাইপ করিয়ে বন্দীর নাম পরে হাতে লিখে দেওয়াও চলত। লেনিনগ্রাদ সামরিক অঞ্চলের সামরিক বিচারালয়ের '৪২-এর এক অধিবেশনে স্ত্রাখোভিচ্ প্রতিবাদ করেছিলেন, "ইগ্নাতো-ভ্স্কির পক্ষে আমাকে নিয়োগ করা সম্ভব নয় কারণ তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর!" প্রধান বিচারপতি প্রত্যুত্তরে খেঁকিয়ে উঠলেন, "সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থার অপবাদ করা চলবে না!" সব বহু আগেই সাজানো ছিল : ইগ্নাতোভ্স্কির দলের প্রত্যেককে গুলি করে হত্যার দণ্ড দিতে হবে। লিপভ্ নামে একজন ঐ দলে ধরা পড়ল। না দলের কেউ তাকে চেনে, না সে দলের কাউকে চেনে। তাতে কি হয়েছে, লিপভ্ দশ বছর পেল।

আগাম দণ্ড ধার্য্য করায় বিচারকের কণ্টকাকীর্ণ জীবন কত সহজ হত। এতে ভাবনা থেকে অব্যাহতিজনিত মানসিক স্বস্তিই শুধু মিলত না, নৈতিক স্বস্তিও মিলত। ভুল রায় দিয়ে নিজের সন্তানদের অনাথ করার দুশ্চিন্তায় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। আগাম ধার্য্য দণ্ডে উলরিখের মত কঠোর বিচারকও রঙ্গ উপভোগ করতেন। (কোন বড় রায়টি তাঁর হাত দিয়ে বেরোয়নি, বলতে পারেন?) '৪৫-এর সামরিক বিচার সভা বেঁটে, মোটা, রসিক উলরিখের সভাপতিত্বে 'এস্তোনীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী'দের মামলা শুনছিল। শুধু সহকর্মীদের সঙ্গে নয় বন্দীদের সঙ্গে হাসি তামাশা করার একটি সুযোগও তিনি অপব্যয় করেননি। (হাজার হোক, এটাই মানবিকতা। অবশ্য নবোদিত,—এতদিন কোথায় লুকিয়েছিল?) সুসি পেশায় উকিল ছিল জেনে উলরিখ হেসে বললেন, "এবার তাহলে আপনার পেশা আপনার কিছু কাজে লাগতে পারে!" ঝগড়া করার দরকার নেই। তিক্ততার কী প্রয়োজন? আদালতের কাজকর্ম মসৃণ গতিতে চলল। বিচারকরা এজলাসে বসেই ধূমপান করতে লাগলেন। সুবিধামত সময়ে উত্তম দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য বিচার ক্ষান্ত দিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ তাঁদের পরামর্শ করার কথা। কিন্তু রাত অবধি কে পরামর্শ করে? বন্দীরা রাতভর টেবিলে পড়ে রইল। বিচারকরা বাড়ি গেলেন। সকালে দাড়ি কামিয়ে তাজা হয়ে এসে হাঁকলেন : "ওঠো! আদালতের কাজ সুরু হয়েছে!" প্রত্যেক বন্দী 'দশ টাকার নোট' পেল।

কেউ যদি বলেন ওএসও অন্ততঃ ভণ্ডামি করত না, অথচ উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছে বিচারকরা পরামর্শ করার ভাণ করে আসলে তা করেননি, সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অতি কঠোর আপত্তি জানাব!

তৃতীয় এবং শেষ বৈশিষ্ট্য, দ্বন্দ্ববাদ। (দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে জনসাধারণের একটি স্থূল চলতি কথা আছে: রেলগাড়ির মুখ যে দিকে রাখো সেদিকে চলবে।) বিচারকের পথ রোধ করার ক্ষমতা দণ্ডবিধির নেই। দশ, পনেরো, বিশ বছরে দণ্ডবিধির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এবং ফাউস্টের ভাষায়:

পাল্টালো পৃথিবী, এগোল সব,
আমারই যত কথা পাল্টাতে ভয়?

দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদগুলিতে ব্যাখ্যা, নির্দেশ এবং আদেশের পরত পড়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ দণ্ডবিধির ধারায় না পড়লে তাকে নিম্নলিখিত কারণে দণ্ডিত করা চলত:

* তুলনাত্মক সমতা। (কী অপূর্ব্ব সুযোগ!)
* বংশজ কারণে। (৭—৩৫: সামাজিক বিচারে ক্ষতিকর বংশোদ্ভব)[৫]
* বিপজ্জনক ব্যক্তিদের সাথে[৬] যুক্ত থাকা (চমৎকার সুযোগ! একমাত্র বিচারকই বলতে পারেন কে 'বিপজ্জনক,' বা 'যুক্ত' থাকার কী অর্থ)

আমাদের প্রকাশিত আইনের সূক্ষ্ম ভাষার বিষয়ে অভিযোগ করার উপায় নেই। ১৩।১।৫০-এর এক অধ্যাদেশ বলে প্রাণদণ্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। (মানুষের এ ধারণা হতে বাধ্য যে, প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা কখনই বেরিয়ার কামরা ত্যাগ করেনি) বলা হয়েছিল, নাশকতাবাদী এবং প্রতিসরণবাদীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া চলবে। তার প্রকৃত অর্থ কি, তা বলা হয়নি। জোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্ট্যালিন কোন কিছু খুলে বলতে চাইতেন না, শুধু ইঙ্গিত করতেন। ঐ অধ্যাদেশ কি, যে টিএনটি বিস্ফোরক দিয়ে রেল লাইন উড়িয়ে দিতে চায় তার উপর প্রযোজ্য হবে? তা বলা নেই। প্রতিসরণবাদীর অর্থ আমরা বহু আগেই জানতে পেরেছিলাম: নিম্ন মানের সম্ভার উৎপাদনকারী। কিন্তু নাশকতাবাদী? কেউ যানবাহনে কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করলে কি সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতায় লিপ্ত ধরা হবে? অথবা কোন যুবতী বিদেশীকে বিয়ে করার অর্থ কি মাতৃভূমির মহত্ত্ব নাশ করা?

কিন্তু বিচারক এসবের বিচার করেন না. তিনি শুধু মাইনে নেন। সরকারী নির্দেশ বিচার করে। '৩৭-এর নির্দেশ: দশ বছর; বিশ বছর; গুলি করে প্রাণনাশ। '৪৩-এর নির্দেশ: বিশ বছর কঠোর শ্রম; ফাঁসি। '৪৫-এর নির্দেশ: দশ বছর গড়পড়তা, তার সাথে দণ্ডমুক্তির জন্য অতিরিক্ত পাঁচ বছর'। (তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার কর্মী যোগান দিতে)। '৪৯-এর নির্দেশ পঁচিশ বছর।[৮]

যন্ত্রদণ্ডাদেশ মুদ্রিত করত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রবেশ দ্বারে কোটের সব বোতাম কেড়ে নেওয়া, সব অধিকার বঞ্চিত বন্দী ধরে নিত সে শাস্তি এড়াতে পারবে না। আইন পেশাধারীরা ত' এতে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা '৫৮-এ ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক বিরাট কেলেঙ্কারি ঘটালেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত নতুন "মৌলিক অপরাধ বিচার নীতি"তে ভুলক্রমে মুক্তিদানের কোন সম্ভাব্য কারণ আদৌ উল্লিখিত হয়নি। সরকারী সংবাদপত্র তাতে মৃদু তিরস্কার করেছিল: "এর ফলে এমন ধারণা জন্মানো সম্ভব যে আমাদের আদালতগুলি শুধু দণ্ডদান করে।"[১]

কিন্তু একবার আমাদের আইনজ্ঞদের মনোভাব অনুধাবন করার চেষ্টা করুন: যে দেশে একক প্রার্থীর ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বিচারের একাধিক ফলাফলের সম্ভাবনা ধরে নিতে হবে কেন? আর অর্থনৈতিক বিচারে ত' মুক্তিদান বস্তুতঃ অচিন্তনীয়! এবং তার অর্থ হবে গুপ্তচর, নিরাপত্তা পদাধিকারী, জিজ্ঞাসাবাদকারী, সরকার পক্ষের উকিল, আভ্যন্তরীণ কারারক্ষী এবং বন্দী প্রেরণ-কালীন পাহারাদারদের অহেতুক পরিশ্রম।

একটি সহজ, সিধে, মার্কামারা সামরিক আদালতের মামলার উদাহরণ দিচ্ছি। মঙ্গোলিয়াস্থিত সমরে অ-লিপ্ত বাহিনীর নিরাপত্তা শাখাকে '৪১-এ সক্রিয়তা এবং সজাগতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে বলা হয়েছিল। সহকারী সামরিক ডাক্তার লজভ্স্কি নারীঘটিত ব্যাপারে লেফটেনান্ট প্যাভেল চুলপানিয়েভ্-এর উপর ঈর্ষান্বিত ছিল। এবার সুযোগ খুঁজে পেল। দুজন একা থাকার সময় লজভ্স্কি চুলপানিয়েভ্‌কে তিনটি প্রশ্ন করল: (১) "তোমার মতে জার্মান আক্রমণের মুখে আমাদের পশ্চাদপসরণের কারণ কী?" চুলপানিয়েভের উত্তর: "ওদের অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র আছে, এবং তা আমাদের আগে সমর সাজে সজ্জিত করা হয়েছিল।" লজভ্স্কির পাল্টা জবাব: "না, আমরা আসলে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পশ্চাদপসরণ করেছি।" (২) "তুমি কি বিশ্বাস কর যে মিত্রপক্ষ আমাদের সহায়তা করবে?" চুলপানিয়েভ্: "আমি বিশ্বাস করি ওরা সাহায্য করলেও নিঃস্বার্থভাবে করবে না।" লজভ্স্কির পাল্টা জবাব: "ওরা এখনই আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। পরে আদৌ সাহায্য করবে না।" (৩) "ভরোশিলভ্‌কে কেন উত্তর রণাঙ্গন পরিচালনা করতে পাঠানো হল?" চুলপানিয়েভ্ এই প্রশ্নটির যে উত্তর দিয়েছিল তা তার মনে ছিল না।

চুলপানিয়েভের নিন্দা করে লজভ্স্কি একটি অভিযোগ রচনা করল। ডিভিশনের রাজনৈতিক দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে নৈরাশ্যবাদী মনোভাব, জার্মান সমর সরঞ্জামের প্রশংসা এবং সর্ব্বোচ্চ রুশ সমর পরিচালন দপ্তরের রণকৌশল হেয় জ্ঞান করার অপরাধে চুলপানিয়েভ্‌কে কমিউনিস্ট যুব দল থেকে বহিষ্কার করা হল। সবচেয়ে উচ্চগলায়

চলপানিয়েভের নিন্দা করল সেই কমিউনিস্ট যুব দল সংগঠক যে চুলপানিয়েভের সামনে থালখিন্‌গোলের যুদ্ধে কাপুরুষের আচরণ করেছিল। অতএব সে কলঙ্কের সাক্ষীকে চিরতরে অপসারণ করা সুবিধাজনক।

চুলপানিয়েভ্ গ্রেফতার হল। লজভ্স্কির সাথে তার একবার মাত্র মোকাবিলা ঘটেছিল। জিজ্ঞাসাবাদকারী দু'জনের প্রাক্তন কথোপকথনের প্রসঙ্গ তুলল না। শুধু প্রশ্ন করল, "আপনি এঁকে চেনেন?" "হ্যাঁ"। "সাক্ষী, আপনি যেতে পারেন।" (জিজ্ঞাসাবাদকারীর ভয় ছিল, পাছে অভিযোগ ফেঁসে যায়)[10]

ইতিপূর্বে বর্ণিত ধরনের গর্তে এক মাস বন্দী থাকার দরুন নিস্তেজ চুলপানিয়েভ্‌কে ৩৬তম মোটরবাহিত ডিভিশনের সামরিক আদালতে হাজির করা হল। আদালতে উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনের রাজনৈতিক প্রতিনিধি লেবেদেভ্ এবং রাজনৈতিক বিভাগের অধ্যক্ষ স্লেসারেভ্। সাক্ষী লজভ্স্কিকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়নি। অবশ্য, বিচারের পরে মিথ্যা সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার আগে লজভ্স্কি এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি সেরিয়েগিন-এর সই নেওয়া হয়েছিল। আদালতে চুলপানিয়েভ্‌কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "লজভ্স্কি এবং আপনার মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল? লজভ্স্কি কী প্রশ্ন করেছিল? আপনি কী উত্তর দিয়েছিলেন?" চুলপানিয়েভ্ সরল সত্যি কথা বলল। কারণ তখনো ও কী অপরাধ করেছে, বুঝতে পারেনি। ও সরল মনে বলে ফেলল, "বহু লোকই ত' এ ধরনের কথা বলে!" আদালতের ঔৎসুক্য হল, "তাই নাকি, তারা কারা?" চুলপানিয়েভ্ অন্য ধরনের মানুষ। প্রাচীনকালের সরল যোদ্ধার মত ওর শেষ কথা হল, "আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে এবং যে ব্যক্তি আমার অপবাদ করেছে, আমাদের উভয়কে এক সাথে এমন কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোক যাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। ঐভাবে আমি আদালতের কাছে আমার দেশপ্রেম সপ্রমাণ করতে চাই!"

আরে, না, না! জনগণের বীরত্বব্যঞ্জক ভাবের বিলোপ সাধনই আমাদের কাজ। লজভ্স্কির কাজ পিল বিতরণ করা আর সেরিয়েগিনের[11] কাজ সৈন্যদের রাজনৈতিক শিক্ষা দান। আপনি বাঁচলেন কি মরলেন সেটা যত গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমরা সতর্ক ছিলাম। সামরিক আদালতের বিচারকরা বাইরে গেল, ধূমপান করল এবং ফিরে এল: দশ বছর কারাদণ্ড তৎসহ কারামুক্তির জন্য তিন বছর।

যুদ্ধের সময় প্রতি ডিভিশনে দশটির বেশী ঐ ধরনের মামলা হতই। (নতুবা সামরিক আদালতগুলি জিইয়ে রাখার খরচের যৌক্তিকতা হারাত) তা হলে সবশুদ্ধ কটি ডিভিশন ছিল? পাঠক স্বয়ং সে হিসাব খুঁজুন।

একটি সামরিক আদালতের অধিবেশনের সাথে অপরটির নিরানন্দময় মিল থাকত। বিচারকরা হতেন তেমনি ভাবলেশহীন শীলমোহর। একই কারখানায় উৎপন্ন সামগ্রীর মত দণ্ডাদেশগুলি বেরিয়ে আসত।

সবাইয়ের মুখে আঁটা থাকত গাম্ভীর্যের মুখোস; অথচ সবচেয়ে সরল হিসাবে খ্যাত দলবদ্ধভাবে প্রেরিত বন্দীর দল বুঝত, সব ভণ্ডামি। নভোসিবিরস্ক্ বন্দী চালান কারাগারে '৪৫-এ মামলা অনুযায়ী নাম ডেকে বন্দীদের অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। "অমুক…৫৮—১ক. পঁচিশ বছর! "মুখ্য বন্দী চালান পাহারাদারের কৌতূহল হল, "আপনি কি জন্য ঐ শাস্তি পেয়েছিলেন?" "সম্পূর্ণ বিনা কারণে।" "আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ বিনা কারণে দশ বছর পাওয়া যায়।"

সামরিক আদালতগুলির যখন কাজের চাপ বাড়ত, তাদের অধিবেশনের মেয়াদ হত এক মিনিট,—যে সময়ের মধ্যে বাইরে গিয়ে আবার ফিরে আসা যায়। বিচারকদের একাদিক্রমে ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হলে সভাকক্ষের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যেত সাদা টেবিল ক্লথ দিয়ে টেবিল ঢেকে তার উপর পাত্রে পাত্রে ফল সাজানো হয়েছে। তাড়া না থাকলে বিচারকরা "মনস্তাত্ত্বিক মোচড়সহ" দণ্ডাদেশ দিতে ভালবাসতেন: "…শাস্তির চরম সীমা অবধি বন্দীকে দণ্ড দেওয়া হল!" একটু থেমে, বিচারকরা দণ্ডিত ব্যক্তির চোখে চোখ রাখতেন। দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর বন্দীর ভাবের ব্যত্যয় ঘটে কিনা লক্ষ্য করতে কৌতূহল হত। তার মনের ভাব জানতে ইচ্ছা হত। তারপর দণ্ডাদেশ পাঠ চলত: "…কিন্তু বন্দীর প্রকৃত অনুশোচনার কথা স্মরণ রেখে……"

প্রতীক্ষালয়ের দেওয়ালগুলিতে নখের আঁচড়ে খোদাই করা এবং পেনসিলে লেখা বাণী দেখা যেত: "আমি দশ বছর পেয়েছি!" কর্তৃপক্ষ ওগুলি মুছতেন না। কারণ ওরা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য পূর্ণ করত: ভয়ে নত হও; মনে করো না, তোমার ঐ আচরণে সুবিধা হবে। '৩৬-এ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে শ্রীমতী ওল্‌গা স্লিওৎসবের্গ-এর মত, মুষ্টিমেয় কয়েকটি জিজ্ঞাসাবাদকারী ব্যতিরেকে শূন্য হলঘরে যদি আপনি ডেমস্থিনিসের বাগ্মিতা সহ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন তাতেও সামান্যতম সুবিধা হত না। বরং দশ বছর কারাদণ্ড প্রাণদণ্ডে পরিবর্তিত হত। যদি চিৎকার করে বলেন, "আপনারা ফ্যাসিবাদী! এত বছর আপনাদের পার্টির সভ্য থাকার জন্য আমি লজ্জিত!" (মাইকপ্-এ আজভ-কৃষ্ণ সাগর আঞ্চলিক বিচারসভায় '৩৭-এ নিকোলাই সেমিওনোভিচ্ দাসকাল্ তাই করেছিলেন; প্রধান বিচারপতি ছিলেন খোলিফ্), একটি নতুন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আপনাকে খতম করা হবে।

চাভদারভ্ এমন একটি মামলার বিবরণ দিয়েছেন যাতে বন্দীরা জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাজানো মিথ্যা জবানবন্দী বিচারের সময় হঠাৎ অস্বীকার করেছিল। তারপর কি হল? অভিযোগকারী এবং বিচারকের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে কোন দ্বিধা প্রকাশ পেয়ে থাকলে তা মাত্র কয়েক মুহূর্ত টিকেছিল। সরকার পক্ষের উকিল কোন কারণ না দেখিয়ে বিরতি প্রার্থনা করলেন। জিজ্ঞাসাবাদ কারাগার থেকে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা

এবং তাদের ষণ্ডামার্কা সহকারীরা হাজির হল। বিভিন্ন বাক্সে ছড়ানো সব বন্দীকে নতুন করে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিরতির পর বিচার আরম্ভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। বিরতি ফুরাল। বিচারক আবার সবাইকে প্রশ্ন করলেন। এবার সবাই স্বীকার করল।

কার্পাসবস্ত্র গবেষণা সংস্থার অ্যালেকজাণ্ডার গ্রিগরিয়েভিচ্ কারেৎনিকভ অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সামরিক বিভাগের অধিবেশন্ শুরু হওয়ার ঠিক আগে কারেৎনিকভ্ প্রহরীর মাধ্যমে খবর পাঠালেন, তিনি অতিরিক্ত জবানবন্দী দিতে চান। ফলে ঔৎসুক্য সঞ্চার হল। সরকার পক্ষের উকিল তাঁর সাথে দেখা করলেন। বীজাণু আক্রান্ত কণ্ঠার হাড় (কলার বোন), যা জিজ্ঞাসাবাদকারী একটি টুলের আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছিল, দেখিয়ে কারেৎনিকভ্ ঘোষণা করলেন, "নির্যাতনের চাপে আমি সব সই করতে বাধ্য হয়েছি।" অতিরিক্ত জবানবন্দী পাওয়ার লোভে এগিয়ে আসার জন্য সরকার পক্ষের উকিল ততক্ষণে কপাল চাপড়াতে সুরু করেছে; কিন্তু অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছিল। ওদের রীতি হল যতক্ষণ কোন যন্ত্রের অনামা অংশ হয়ে থাকতে পারল ততক্ষণ ওরা নির্ভীক। কিন্তু দায়িত্ব ব্যক্তিবিশেষে কেন্দ্রীভূত এবং মূর্ত হওয়া মাত্র, নিজের উপর সন্ধানী আলো পড়ামাত্র ওরা পাণ্ডুর হয়ে উপলব্ধি করে নিজেরা কত মূল্যহীন এবং কপালদোষে যে-কোন কলার খোসায় পা পড়ামাত্র পিছলাতে পারে। কারেৎনিকভ্ সরকার পক্ষের উকিলকে চেপে ধরলেন। কিন্তু উকিল সবকিছু চাপতে চান। আবার সামরিক আদালতের অধিবেশন বসল। কারেৎনিকভ্ আদালতে তাঁর জবানবন্দীর পুনরাবৃত্তি করলেন। এই মামলাটিতে বিচারকরা বাইরে গিয়ে সত্যিই আলোচনা করলেন। একমাত্র যে রায় তাঁরা দিতে পারতেন তা হল মুক্তিদানের, অর্থাৎ কারেৎনিকভ্‌কে তক্ষণি মুক্তি দিতে হত। সুতরাং তাঁরা কোন রায়ই দিলেন না!

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে ওরা কারেৎনিকভ্‌কে কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে তিন মাস রাখল এবং তাঁর গলার হাড়ের চিকিৎসা করাল। এর পর এক অতি ভদ্র জিজ্ঞাসাবাদকারী মামলা সুরু করল এবং কারেৎনিকভের গ্রেফতারের নতুন ওয়ারেন্ট লিখল। (সামরিক আদালত মামলাটি ইচ্ছামত না ঘোরালে কারেৎনিকভ্ স্বাধীন মানুষ হিসাবে ঐ তিন মাস কাটাতে পারতেন) প্রথম জিজ্ঞাসাবাদকারী যে প্রশ্নগুলি করেছিল নতুন জিজ্ঞাসাবাদকারীও সেই প্রশ্নগুলি করল। মুক্তি আসন্ন মনে করে কারেৎনিকভ্ দৃঢ়তা অবলম্বন করলেন। কোন দোষ স্বীকার করলেন না। শেষে কী হল? কারেৎনিকভ্ ওএসও'র থেকে আট বছর পেলেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বন্দীর প্রাপ্য সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা এবং ওএসও'র আয়ত্তাধীন সম্ভাবনাগুলি পরিষ্কার বোঝা যায়। কবি দেরঝাভিন লিখেছেন:

লুটেরা থেকে মন্দ আংশিক বিচারালয়।
শক্ত বিচারক ; আইন সেথা নিদ্রামগন রয়।
বলহীন নাগরিক সে খড়্গের সম্মুখে
বাড়ায়ে লম্বা গলা প্রতীক্ষারত রয়।

কিন্তু যে ধরনের দুর্ঘটনা উপরে উল্লেখ করেছি তা সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সামরিক আদালতে কদাচ ঘটত। সেইজন্য বিচারকদের সচরাচর ঘোলাটে চোখ দু'হাতে জল পরিষ্কার করে পুতুল সৈনিকের মত একটি বন্দীর দিকে কদাচিৎ তাকাতে হত। '৩৭-এ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার এ. ডি. আর-কে দুপাশে দুই পাহারাদার সহ দৌড়ে পাঁচ তলায় উঠতে হয়েছিল। (সম্ভবতঃ ইলিভেটর তখন চালু ছিল। কিন্তু অনুমতি থাকলে, বন্দীরা এত বেশী ইলিভেটরে করে যাতায়াত করে যে কারাকর্ম্মী এবং অফিসাররা তা ব্যবহার করা সমীচীন মনে করেন না) একজন দণ্ডিত বন্দী বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ওরা সামরিক আদালতে ঢুকল। তখন এত তাড়া যে তিনজন বিচারকই দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। এ. ডি. দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে. দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন। ফলে কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি কোন রকমে নিজের পুরো নামটুকু বলতে পারলেন। বিচারকরা,—তাদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত উলরিখ্ও ছিলেন,- পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় এবং কিছু বিড়বিড় করার পর দণ্ড ঘোষণা করলেন : "বিশ বছর !" পাহারাদাররা লাফাতে লাফাতে এ. ডি.-কে টেনে বার করে দেওয়ামাত্র আর একজন বন্দী ঢুকল।

যেন এক স্বপ্ন। ফেব্রুয়ারী '৬৩তে আমারও ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছিল। পাহারায় ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক, এক ভদ্র কর্নেল। থামওয়ালা বৃত্তাকার হলঘরটিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সাধারণ অধিবেশন বসত বলে শুনেছি। হলের মাঝখানে অশ্বখুরাকৃতি এক অতিকায় টেবিল, তার ভিতর দিকে আর একটি গোল টেবিল এবং সাতটি পুরানো যুগের চেয়ার। সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের যে সামরিক আদালত কারেৎনিকভ্, এ. ডি. ইত্যাদি ইত্যাদিকে একদা দণ্ড দান করেছিল সেই আদালতের সত্তর জন বিচারক ঐ ঘরে আমার বিচারে বসেছিলেন এবং আমি তাদের উদ্দেশে বলেছিলাম : "আজকের এই দিনটি কী অদ্ভুত ! প্রথমে শিবিরবাস, পরে নির্ব্বাসন দণ্ডিত হলেও আমার কখনো কোন বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সুযোগ হয়নি। আজ বিচারকের সমাবেশ দর্শন করে ধন্য হলাম !" (ওঁরাও চোখ রগড়ে, জীবনে প্রথম এক জ্যান্ত বন্দী দেখলেন)।

কিন্তু দেখা গেল ওঁরা তাঁরা নন। হ্যাঁ, তাই। ওরা বললেন, ওঁরা তাঁরা নন। ওঁরা আশ্বাস দিলেন, তাঁরা আর নেই। তাঁদের কেউ কেউ সসম্মানে অবসর ভাতা ভোগ করছেন। অনেকে অপসারিত হয়েছেন। (পরে জেনেছিলাম সর্ব্বাধিক কুখ্যাত

জল্লাদ উলরিখ্‌কে স্ট্যালিনের আমলে ৫০' সালে, বিশ্বাস করুন চাই না করুন, শিথিলতার জন্য অপসারিত করা হয়) অনেকের খ্রুশ্চেভের আমলে বিচারও হয়েছিল। অভিযুক্ত বন্দী হিসাবে তাঁরা। [illegible] ধমকেছিলেন: "আজ তোমরা আমাদের বিচার করছ। মনে রেখো, আগামীকাল আমরা তোমাদের বিচার করব।" খ্রুশ্চেভের আমলে শুরু হওয়া সবকিছুর মত প্রথমে সক্রিয় এই উদ্যমও অনতিকাল পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়ার আগেই খ্রুশ্চেভ্‌ উদ্যম পরিত্যাগ করলেন। ফলে সব আগের মত রয়ে গেল।

আমার বিচারের সময় বেশ কয়েকজন প্রবীণ বিচারপতি সমস্বরে নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নির্ব্বুদ্ধির মত এই অধ্যায়ের উপাদান সরবরাহ করেছিলেন। (শুধু যদি ওঁরা স্মৃতিকথাগুলি প্রকাশ করতেন! বছরের পর বছর গড়িয়ে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। পাঁচ বছরে অবশ্যই স্মৃতি উজ্জ্বলতর হয়নি) ওঁরা বর্ণনা করছিলেন, কয়েকজন বিচারপতি সহ-বিচারপতিদের সভায় কি রকম গর্ব্বভরে বলেন, তাঁরা রায়দানের সময় অপরাধবিধির ৫১ অনুচ্ছেদের,—যাতে অপরাধের ভার লঘু করার ক্ষেত্রগুলি উল্লিখিত আছে,—প্রয়োগ এড়াতে, সুতরাং বন্দীদের দশের পরিবর্ত্তে পঁচিশ বছর সাজা দিতে সক্ষম হয়েছেন। আদালতগুলি ছিল অর্গানের জঘন্য রকম বশীভূত। এক বিচারক একটি মামলার বিচার করেছিলেন। একজন সোভিয়েত নাগরিক মার্কিন মুল্লুক থেকে ফিরে এক নিন্দাজনক বিবৃতিতে বলেছিলেন, সেখানে মোটরগাড়ি চলাচলের ভাল ভাল রাস্তা আছে। ব্যস, ঐটুকু। ঐ বিবৃতিটাই মামলার বিষয়বস্তু হল। "সন্দেহাতীত সোভিয়েত বিরোধী" উপাদান লাভের উদ্দেশ্যে বিচারক বন্দীকে পুনরনুসন্ধানের জন্য, অর্থাৎ মারধর এবং নির্যাতনের জন্য, ফেরত পাঠালেন। কিন্তু বিচারকের প্রশংসাই উদ্দেশ্য সমাদৃত হল না। ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর এল, "আমরা কি ধরে নেব আপনি অর্গানকে বিশ্বাস করেন না?" ফলে বিচারককে সামরিক বিচার-মণ্ডলীর সচিব নিযুক্ত করে সাখালিনে নির্ব্বাসিত করা হল! । খ্রুশ্চেভের আমলে বিচারকদের শাস্তির কঠোরতা হ্রাস পেয়েছিল। যে সব বিচারকরা "ভুল করতেন" তাঁদের,—কোথায় পাঠানো হত, আন্দাজ করুন,—উকিল হিসাবে কাজ করতে হত।[১১] সরকার তরফের উকিলের দপ্তরও অর্গানের বশীভূত হত। '৪২-এ উত্তরাঞ্চলীয় রণপোত সমন্বয়ের প্রতিগুপ্তচর বিভাগে রাইউমিনের লজ্জাজনক ক্রিয়াকলাপ নজরে আসার পরও সরকারী উকিলের দপ্তর সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সাহস পায়নি। ওরা ভক্তিভরে আবাকুমভ্‌কে জানাল, তাঁর ছেলেরা খেলা শুরু করেছে। আবাকুমভ্‌ অর্গানকে জগতের সার মনে করতেন। (এই সুযোগে আবাকুমভ্‌ রাইউমিনকে ফিরিয়ে এনে তাঁর পদোন্নতি করিয়ে দিলেন। তাই অবশেষে রাইউমিনের বিনাশের কারণ হল)।

ফেব্রুয়ারীর ঐ দিন যথেষ্ট সময় ছিল না। থাকলে ওঁরা যা বলেছেন তার চল গুঃ

বলতেন। কিন্তু যা বলেছেন তার মধ্যে প্রচুর চিন্তার খোরাক ছিল। সরকার পক্ষের উকিলের দপ্তর এবং বিচারালয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রীর বড়ে হলে একটি পৃথক অধ্যায়ে তাদের বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

বিচারকরা একে অপরকে টেক্কা দিয়ে আমাকে তাঁদের কাহিনী বলে যাচ্ছিলেন। আমি বিস্ময়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম। ওঁরাও মানুষ! জলজ্যান্ত মানুষ! ওঁরাও অন্য মানুষের মত হাসেন! ওঁরা বললেন, ওঁদের উদ্দেশ্য সৎ। বেশ, কিন্তু চক্রের আবর্তনে ওঁদের যদি কখনো আমার বিচার করতে হয়? হয়ত যে প্রধান হল-ঘরটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই হলঘরেই আমার বিচার হবে এবং ওঁরা আমাকে শাস্তি দেবেন।

ডিম আগে না মুরগী আগে? নিয়ম আগে না জনগণ আগে?

বহু শতাব্দী ধরে আমাদের একটি প্রবাদ চালু ছিল: "আইনকে ভয় করো না, ভয় করো বিচারককে।"

কিন্তু আমার মতে নিষ্ঠুরতায় আইন মানুষকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজ তাই প্রবাদটি উল্টিয়ে বলার সময় এসেছে: "বিচারককে ভয় করো না, ভয় করো আইনকে।" অবশ্য এক্ষেত্রে আমি আবাকুমভের ধরনের আইনের কথাই ভেবেছি।

বিচারকরা বিচার আসনে বসলেন এবং আমার উপন্যাস 'আইভান ডেনিসোভিচ' সম্পর্কে আলোচনা করলেন। শুনে আনন্দ হল, উপন্যাসটি ওঁদের বিবেকের দংশনের তীব্রতা হ্রাস করেছে (ওঁরা ঠিক এই কথা বললেন......)। স্বীকার করলেন, যে ছবি আমি এঁকেছি তা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল এবং ওঁরা প্রত্যেকে জঘন্যতর শিবিরের কথা জানেন (ওঁরাও জানেন, তা হলে?)। অশ্বখুরাকৃতি টেবিলে উপবিষ্ট সত্তর জন বিচারকের অনেকে সাহিত্যের খবর রাখেন, অন্ততঃ নোভিমীর (নয়া দুনিয়া) কাগজটি পড়েন। ওঁরা সংস্কারের জন্য উদ্‌গ্রীব। ওঁরা গ্রামাঞ্চলের অবহেলা এবং আমাদের সামাজিক ক্ষত সম্পর্কে বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করলেন।

আমি বিচারসভায় বসে ভাবছিলাম, সত্যের বিন্দুতম যদি বিস্ফারিত হয়ে মনস্তাত্ত্বিক বোমার আকার ধারণ করতে পারে সত্যের জলপ্রপাত ফেটে পড়লে দেশে কি হবে?

সে জলপ্রপাত ফেটে পড়বেই পড়বে, কারণ তা অবশ্যম্ভাবী।

অষ্টম অধ্যায়

আইনের শৈশব

আমরা সব ভুলে যাই। যা মনে রাখি তা ঘটেনি, তা ইতিহাস নয়। তা আমাদের স্মৃতিতে অনবরত হাতুড়ি ঠুকে ঢুকিয়ে দেওয়া কয়েকটি বিন্দুর সারিমাত্র।

এটা মানব জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কিনা বলতে পারব না, তবে এটা রুশদের এক বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই। এর মূলে অন্তর্নিহিত সততা থাকলেও এই বৈশিষ্ট্য বিরক্তিকর, কারণ এর দ্বারা আমরা মিথ্যাবাদীর সহজ শিকারে পরিণত হই।

তাই ওরা গণ-বিচারগুলির কথা ভুলতে বললে, আমরা ভুলে যাই। বিচারগুলি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিচারের কার্যক্রম সংবাদপত্রে বর্ণিত হয়েছিল। তবু তা আমাদের স্মৃতিতে অনুপ্রবেশ করার মত ফুটো করতে পারল না। আমরা ভুলে গেলাম। শুধু দিনের পর দিন আওড়ান রেডিওর বুলি আমাদের মগজ ফুটো করে। এই প্রসঙ্গে কেবল যুব সমাজের কথা বলছি না, কারণ ওরা এ সবের কিছুই জানে না; যাঁরা সে সময় জীবিত ছিলেন তাঁদের কথাও বলছি। কোন মাঝবয়সী লোককে বহুল প্রচারিত প্রকাশ্য বিচারের বিষয় বলতে বলুন, তাঁর বুখারিন এবং জিনোভিয়েভের বিচার মনে পড়বে। একটু ভ্রূ কুঞ্চনের পর প্রমপার্টি বিচারও মনে পড়তে পারে। না, আর কোন গণ-বিচার হয়নি।

আসলে কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পরই গণ-বিচার সুরু হয়। '১৮তে ত' বিভিন্ন বিচারসভায় অসংখ্য গণ-বিচার হয়েছিল। গণ-বিচারগুলি অনুষ্ঠিত হত আইন বা অপরাধ বিধি প্রণয়নের আগে, যখন একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষক-রাজের প্রয়োজন দ্বারা বিচারকরা চালিত হতেন। ঐ ধরনের বিচার তাঁদের আইন জ্ঞানের নির্ভীক দৃষ্টান্ত গণ্য হত। একদিন কেউ তার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করবেন। সে ইতিবৃত্ত বর্ত্তমান অনুসন্ধানের বিষয় বস্তু নয়।

তবু সে ইতিবৃত্তের হ্রস্বাকার পরিবেশন বর্ত্তমান অনুসন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুদূর সেই নম্র, কুহেলি আচ্ছন্ন, গোলাপী ঊষা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ পরীক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ গতিশীল বছরগুলিতে যুদ্ধে ব্যবহৃত তরোয়ালগুলিতে যেমন খাপের মধ্যে থেকে মরচে পড়ে যায়নি তেমনি জল্লাদের পিস্তলও খাপের মধ্যে থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ পায়নি। রাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কারা-প্রকোষ্ঠে হত্যা করার এবং দণ্ডিত ব্যক্তির মাথার পিছনে গুলি

করার রীতি পরে চালু হয়েছিল। '১৮ সালে রিয়াজানের চেকা-কর্মী স্টেলমাখ, দণ্ডিত ব্যক্তিদের দিনের বেলায় উঠানে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন, যাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপর বন্দীরা জানালা থেকে ঐ দৃশ্য দেখতে পায়।

সে সময়ের একটি চালু সরকারী কথা ছিল বিচারাতিরিক্ত প্রতিশোধ...... আদালতের অভাবের জন্য নয়, চেকার জন্য।[১] প্রথাটি অধিকতর সুবিধাজনক। সে যুগে আদালত ছিল। তারা বিচার করত। দণ্ড, এমন কি প্রাণদণ্ডও দিত। তবু মনে রাখা প্রয়োজন একই সময় আদালতের সমান্তরাল, অথচ পৃথক, বিচারাতিরিক্ত প্রতিশোধ চালু ছিল। তার ব্যাপকতার বর্ণনা কে করবে? চেকার ক্রিয়াকলাপের জনপ্রিয় আলোচনায় এম. ল্যাটসিস[২] মাত্র দেড় বছরের (১৯১৮ এবং ১৯-এর অর্দ্ধেক) এবং মধ্য রাশিয়ার শুধু কুড়িটি অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছেন ("পরিবেশিত পরিসংখ্যান কোনমতেই সম্পূর্ণ[৩] নয়,"—সম্ভবতঃ বিনয়ের জন্য আংশিক)। চেকা ৮৩৮৯ ব্যক্তিকে আদালত বহির্ভূত প্রক্রিয়ায় গুলি করে মেরেছিল[৪]; ৪১২টি প্রতিবিপ্লবী সংস্থার অস্তিত্ব খুঁজে বার করেছিল (গোটা ইতিহাসে আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং তৎকালীন ব্যক্তি-জীবনে সাধারণ বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক নিরুৎসাহের দরুন সংখ্যাটি অবিশ্বাস্য রকম বড় মনে হয়); ৮৭,০০০ জনকে[৫] গ্রেফতার করেছিল (মনে হয়, প্রকৃতের চেয়ে অনেক কম সংখ্যা বলা হয়েছে)।

তুলনাত্মক মূল্যায়নের জন্য কী উপাদান পাওয়া যেতে পারে? ১৯০৭ সালে বামপন্থী নেতৃগোষ্ঠী 'প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে'[৬] শীর্ষক এক প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশ করেছিলেন, যাতে ১৮২৬ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত জারের রাশিয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা লিপিবদ্ধ ছিল। সম্পাদকরা বলেছেন তালিকা বহির্ভূত কিছু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির নাম জানা সম্ভব হয়নি, তাই তালিকাটি অসম্পূর্ণ। (আর যা হোক গৃহযুদ্ধের সময় ল্যাটসিস্ দ্বারা সঙ্কলিত উপাদানের মত তালিকাটি অসম্পূর্ণ নয়) এই তালিকার মোট ১৩৯৭টি নাম থেকে ২৩৩ জনের নাম বাদ দিতে হবে কারণ তাঁদের প্রাণদণ্ড মকুব হয়েছিল; আরও ২৭০ জনের নাম বাদ দিতে হবে কারণ এঁদের অনুপস্থিতিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এঁরা কখনই ধরা পড়েননি: এঁদের অধিকাংশই ছিলেন পোলিশ বিপ্লবী এবং এঁরা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে রাশিয়ার সব অঞ্চল জুড়ে আশি বছরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নীট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯৪ এবং তা দেড় বছরে ল্যাটসিসের মোট সংখ্যার কাছাকাছি পৌঁছয় না। সত্যি বটে, সম্পাদকরা শুধু ১৯০৬ সালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের (সম্ভবতঃ সে দণ্ড কার্যকর হয়নি) আর এক আনুমানিক হিসাব ধরেছেন ১৩১০, এবং ১৮২৬ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের আনুমানিক হিসাব

ধরেছেন ৩৪১৯। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, ঐ সময় কুখ্যাত স্টোলিপিন প্রতিবিপ্লব ঘটেছিল এবং আরও একটি পরিসংখ্যান মতে ঐ সময় ছ' মাসে ৯৫০টি' প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। (স্টোলিপিন যুদ্ধকালীন সামরিক আদালত প্রকৃতপক্ষে ছ' মাস টিকেছিল) অবশ্য শোনালেও আমাদের কঠিন হয়ে যাওয়া স্নায়ুতে এর বিশেষ খাঁচড় পড়ে না: বিপ্লবোত্তর যুগে আঠারো মাসে ল্যাটসিসের সংখ্যার সাথে তুলনার জন্য ছ' মাসে ৯৫০টি প্রাণদণ্ডের সংখ্যাকে যদি তিন দিয়ে গুণ করি দেখা যাবে স্টোলিপিনের ত্রাস বিপ্লবোত্তর যুগে ত্রিগুণিত হয়েছিল। অধিকন্তু শেষোক্ত ত্রাসের পরিসংখ্যানে মাত্র কুড়িটি অঞ্চলের আদালত বহির্ভূত ত্রাসের হিসাব ধরা হয়েছে।

নভেম্বর '১৭ থেকে আদালতগুলি মর্জিমাফিক কাজ করতে লাগল। তৎকালীন অসুবিধা সত্ত্বেও '১৯ সালে আদালতে প্রয়োগের জন্য বিপ্লবী রুশ সমাজবাদী সোভিয়েত সংঘের ফৌজদারী আইনের নির্দেশাবলী প্রণীত হল। (আমি এই নির্দেশাবলী পড়িনি, কারণ সংগ্রহ করতে পারিনি। শুধু জেনেছি, নির্দেশাবলীতে "অনির্দিষ্ট কালের জন্য" অর্থাৎ বিশেষ আদেশ বলবৎ হওয়া পর্য্যন্ত কয়েদ করার ব্যবস্থা ছিল)।

তিন প্রকার আদালত ছিল: গণ, আঞ্চলিক এবং বিপ্লবী আদালত।

গণ-আদালতে সাধারণ অন্যায় এবং অরাজনৈতিক ফৌজদারী মামলার বিচার হত। তাদের প্রাণদণ্ড দানের ক্ষমতা ছিল না। হাস্যকর মনে হলেও, ওরা দু' বছরের বেশী মেয়াদী সাজা দিতে পারত না। জুলাই '১৮ পর্য্যন্ত আদালতের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবী ঐতিহ্য বজায় ছিল। কেবল কয়েকটি অনুমোদনের অযোগ্য লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপের ফলে দণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করে বিশ বছর করা হত।[৮] জুলাই '১৮ থেকে গণ-আদালতগুলিকে পাঁচ বছর মেয়াদী সাজা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল। যুদ্ধের ভয় দূর হওয়ার পর '২২-এ গণ-আদালতগুলি যেমন দশ বছর মেয়াদী সাজা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জ্জন করল তেমনি ছ' মাসের কম মেয়াদী সাজা দেওয়ার ক্ষমতা হারাল।

আঞ্চলিক এবং বিপ্লবী আদালতগুলির গোড়া থেকে প্রাণদণ্ড দানের ক্ষমতা থাকলেও প্রথমোক্তটি '২০-এ এবং শেষোক্তটি '২১-এ স্বল্পকালের জন্য সে ক্ষমতা হারিয়েছিল। ঐ বছরগুলিতে এত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্থান পতন ঘটেছিল যে একমাত্র খুঁটিনাটি তথ্যানুসন্ধী ঐতিহাসিক সেগুলির পূর্ণ বিবরণ দিতে পারবেন।

হয়ত সে ঐতিহাসিক নথিপত্র ঘেঁটে আদালতের রায় এবং পরিসংখ্যান হাজির করবেন।[৯] (অপর পক্ষে হয়ত তা করতে পারবেন না। যা কাল এবং ঘটনা বিনষ্ট করতে পারেনি স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রচেষ্টায় সে উপাদান অদৃশ্য হয়েছে) আমরা এটুকু জানি যে বিপ্লবী আদালতগুলি নিদ্রায় কালাতিপাত করেনি। ওরা যথেচ্ছা দণ্ড দিয়েছে। আমরা এও জানি, গৃহযুদ্ধের সময় বন্দুকের নলনির্গত ধুম্ররাশি দিয়েই

প্রত্যেক শহর দখলে আসার বিজয়োৎসব পালিত হত না, কার সাথে বিপ্লবী আদালতের বিনিদ্র বৈঠক চলত। গুলি খাওয়ার জন্য শ্বেত-বাহিনীর অফিসার, সিনেটের সদস্য, জমির মালিক, সাধু সন্ত, ক্যাডেট, সমাজবাদী বিপ্লবী দলের সভ্য বা নৈরাজ্যবাদী হওয়ার প্রয়োজন হত না ; এক জোড়া নরম, পরিষ্কার হাতই ঐ বছর-গুলিতে গুলি খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হত। কিন্তু কেউ কি অনুমান করতে পারেন যে ইয়েজভস্ক্ বা ভৎকিনস্ক্-এ, ইয়ারোস্লাভল্ বা মুরমে, কজলোভ্ বা তাম্বভের বিদ্রোহগুলির জন্য তাঁদেরই অতি উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে যাঁরা ছিলেন খসখসে হাত জোড়ার মালিক, শ্রমিক ? আজ যদি কেউ বিচারাতিরিক্ত এবং বিচারালয় আদিষ্ট প্রাণদণ্ডের নথিপত্র খুলে ধরেন, সবাই দণ্ডিত সাধারণ কৃষকের বিপুল সংখ্যা দেখে আশ্চর্য্য হবেন। সরকারী গৃহযুদ্ধের ইতিহাসের রঙীন পাতা অলঙ্কৃত না করলেও, কেউ ওদের ফটো না তুললেও, কুড়ুল, গাঁইতি বা লাঠি হাতে মেশিনগানে আঘাত হানতে উদ্যত এবং পরে দু'হাত পিছনে বাঁধা প্রাণদণ্ডের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়ান,—প্রতিটি বলশেভিকের বদলে দশটি !—ক্রুদ্ধ জনতার চলচ্চিত্রে কেউ ওদের ছবি না তুললেও, '১৮ থেকে '২১-এর মধ্যে অগণিত কৃষক বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ হয়েছে। স্যাপোজকের বিদ্রোহের কথা স্যাপোজকের মানুষের মনে রইল। তেমনি পিটেলিনো বিদ্রোহের কথা পিটেলিনোর মানুষের মনে রইল। ল্যাটসিস্ বলেন, ঐ দেড় বছরে ৩৪৪টি কৃষক বিদ্রোহ[৯] দমন করা হয়েছিল। ('১৮ থেকে কৃষক বিদ্রোহের নামকরণ হল 'কুলাক' বিদ্রোহ,—শ্রমিক কৃষক-রাজের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ করবে কেন ! কিন্তু তা হলে প্রতি ঘটনায় গুটি-তিনেক কৃষক-পরিবারের পরিবর্তে এক একটি গোটা গ্রাম বিদ্রোহ করার সম্ভাব্য কারণ কী ? যে গাঁইতি, কুড়ুল হাতে ওরা মেসিনগানে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল সেই গাঁইতি, কুড়ুল দিয়ে দরিদ্র কৃষকের দল বিদ্রোহী 'কুলাকদের' হত্যা করল না কেন ? ল্যাটসিস্ বলেন : "প্রতিশ্রুতি, অপবাদ এবং ভীতি প্রয়োগে কুলাকরা বাদবাকি কৃষকদের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল।"[১০] কিন্তু দরিদ্র সমিতির স্লোগানের চেয়ে বেশী প্রতিশ্রুতিময় কী হতে পারে ? আর. সি. এইচ. ও. এন. বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বাহিনীর মেশিনগানের থেকে ভীতিপ্রদই বা কী হতে পারে ?

প্রত্যেক প্রকৃত বিপ্লবী হত্যাকাণ্ডে মৃত ব্যক্তির অর্দ্ধেক, যারা এলোপাথাড়ি জাঁতায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ দিল, তাদের সংখ্যাই বা কত ?

'১৯ সালে টলস্টয়পন্থী ইয়ে-ভ্-এর বিচারের জন্য রিয়াজান বিপ্লবী আদালতের অধিবেশনের চাক্ষুষ বিবরণ শুনুন :

'যুদ্ধের অবসান হোক !' 'বেয়নেট মাটিতে ঢুকিয়ে দাও', 'ঘরে ফেরো !'—ইত্যাদি স্লোগানের ঠিক এক বছর পরে সার্ব্বজনিক বাধ্যতামূলক লালফৌজে নিয়োগ ঘোষিত

হওয়ার সাথে সাথে শুধু রিয়াজান অঞ্চল থেকে সেপ্টেম্বর '১৯ নাগাদ "৫৪৬৯৭ ফৌজ পলাতককে[১১] ধরে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল।" ইয়ে-ভ্ পলাতক ছিলেন না। তিনি নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী সামরিক চাকরি নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁকে জবরদস্তি বাধ্যতামূলক সেনাদলে ভর্ত্তি করা হলেও তিনি অস্ত্রধারণ করতে এবং অস্ত্র-শিক্ষা নিতে নারাজ হলেন। সেনাদলের ক্ষিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধি তাঁকে চেকার হাতে সমর্পণ করে বললেন: "ইনি সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করেন না।" জিজ্ঞাসাবাদ হল। তিনজন চেকা-কর্ম্মী, প্রত্যেকে টেবিলের উপর একটি করে রিভলভার সাজিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করল: "আমরা তোমার মত অনেক বীরপুরুষ দেখেছি। তুমি ত' এক মিনিটে আমাদের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করবে। এক্ষুণি যুদ্ধ করতে রাজী হও,-নইলে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব।" ইয়ে-ভ্ তবু কঠোর। তিনি স্বাধীন খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী, অতএব যুদ্ধ করতে অক্ষম। তাঁর মামলা বিপ্লবী আদালতে পাঠানো হল।

বিপ্লবী আদালতের প্রকাশ্য অধিবেশন বসল। হলে একশো জন দর্শক। অভিযুক্তর পক্ষ সমর্থনের জন্য এক বৃদ্ধ, ভদ্র উকিলও ছিলেন। বিদ্বান 'অভিযোক্তা',—'সরকার পক্ষের উকিল' কথাটির প্রয়োগ '২২ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল,—ছিলেন আর একজন বৃদ্ধ আইনজ্ঞ, নিকলস্কি। বিপ্লবী আদালতের এক বিচারক,—ইনি আইনজ্ঞ,—অভিযুক্ত ব্যক্তির মতবাদ জানার চেষ্টা করছিলেন। (আপনি নিজে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে কি করে অভিজাত কাউন্ট টলস্টয়ের মতামত পোষণ করেন?) কিন্তু প্রধান বিচারপতি প্রশ্নাদিতে বাধা দিয়ে তা চলতে দিলেন না। ফলে ঝগড়ার সূত্রপাত হল।

বিচারক: আপনি মানুষ খুন করার বিরোধী এবং অপরকে মানুষ হত্যা করার বিরুদ্ধে বোঝান। তার অর্থ, যদিও শ্বেতপক্ষ যুদ্ধ শুরু করেছে আপনি আমাদের আত্মরক্ষায় বাধা দিচ্ছেন। আমরা আপনাকে কোলচাকের কাছে পাঠাব। আপনি সেখানে অপ্রতিরোধের বাণী প্রচার করতে পারবেন?

ইয়ে-ভ্: আপনারা যেখানে পাঠাবেন সেখানেই যাব।

অভিযোক্তা: প্রতিবিপ্লবী অপরাধই এই আদালতের বিচার্য্য, অনামা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ নয়। আমি দাবী করছি, গণ-আদালতের হাতে এই মামলার ভার তুলে দেওয়া হোক।

প্রধান বিচারপতি: হায় কাণ্ড কারখানা! আপনি বড় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হন। আমরা এই আদালতে আইন দ্বারা চালিত হই না, বিপ্লবী বিবেক দ্বারা চালিত হই!

অভিযোক্তা: আমি চাই আমার দাবী নথিভুক্ত হোক।

বিবাদী পক্ষের উকিল : আমি অভিযোক্তাকে সমর্থন করি। কোন সাধারণ আদালতে এই মামলার বিচার হওয়া উচিত।

প্রধান বিচারপতি : আপনি এক আচ্ছা বৃদ্ধ মূর্খ পেয়েছেন! কোত্থেকে এঁকে জোটালেন?

বিবাদী পক্ষের উকিল : আমি চল্লিশ বছরের পুরানো পেশাদার উকিল। আজ প্রথম এ ধরনের অপমানজনক কথা শুনলাম। আমি চাই এটাও নথিভুক্ত হোক।

প্রধান বিচারপতি : (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ, এটা নথিভুক্ত হবে।

হলে হাসির ধুম পড়ল। আলোচনার জন্য বিচারকরা বাইরে গেলেন। হলে তর্ক বিতর্কের গুঞ্জন হতে থাকল। বিচারকরা ফিরে এসে রায় দিলেন : গুলি করে প্রাণনাশ করা হবে!

হলে উপস্থিত সবাই বিরক্তিতে সোচ্চার হলেন।

অভিযোক্তা : আমি এই দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদ করি। আমি বিচার-মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করব।

বিবাদী পক্ষের উকিল : আমি অভিযোক্তার সাথে একমত।

প্রধান বিচারপতি ; আপনারা হল ছেড়ে যান!

হলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রহরীরা ইয়ে-ভ্‌কে বলেছিল : "সবাই আপনার মত হলে কত ভাল হত! যুদ্ধ-বিগ্রহ, লাল, সাদা, কোন কিছুর ঝামেলা থাকত না!" ওরা কর্মস্থলে ফিরে লালফৌজের সভা আহ্বান করল। সেই সভায় ইয়ে-ভ্‌-এর দণ্ডের নিন্দা করে মস্কোতে তাদের প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে দিল।

প্রতিদিন প্রাণনাশের প্রত্যাশা করে ইয়ে-ভ্‌ ছত্রিশ দিন কাটিয়ে দিলেন। ঐ সময় জানালা থেকে প্রাণনাশ ঘটতে দেখলেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রাণদণ্ড রদ করে পনেরো বছর কঠোর শ্রমদণ্ড দিল।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি শিক্ষাপ্রদ। বিপ্লবী আইনজ্ঞান আংশিক জয়লাভ করলেও সে জয়ের জন্য প্রধান বিচারপতিকে কি বিপুল উদ্যম ব্যয় করতে হল! বুঝে দেখুন, তখনো কত সাংগঠনিক দুর্ব্বলতা এবং শৃঙ্খলাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার অভাব ছিল! অভিযোক্তা বিবাদী পক্ষকে দৃঢ় সমর্থন জানালেন প্রহরী এমন এক বিষয়ে নাক গলিয়ে প্রতিবাদ জানাল, যা তার এক্তিয়ারের বাইরে। যা হোক সর্ব্বহারার একনায়কতন্ত্র এবং নতুন ধরনের আদালতের পক্ষে সবকিছু সহজসাধ্য হয়নি। অবশ্য আদালতের সব অধিবেশনই অত আলোড়ন সৃষ্টি করত না। তেমনি ঐ ধরনের ঘটনা একটিমাত্র ঘটেনি। বিবাদী পক্ষ আদালতে অভিযোক্তার সাথে একমত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ের সাথে এবং শ্রমিক শ্রেণীর সিদ্ধান্তের সাথে একমত হবে,

—এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি প্রকাশ, নির্দেশ এবং সমর্থন করতে আরও অনেক বছর লেগেছিল।

দীর্ঘকালব্যাপী এই উদ্যমের অনুধাবনই ঐতিহাসিকের সার্থক সাধন বিবেচিত হবে। আর আমরা,—ঐ গোলাপী কুহেলির মাঝে রাস্তা ঠাউরে আমরা কি করে এগোব? কাকে জিজ্ঞেস করব? যারা গুলিতে প্রাণ দিয়েছে তারা ত' কথা বলেই না, যারা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তারাও মুখ খোলে না। বিবাদী পক্ষ, উকিল, প্রহরী এবং দর্শকবৃন্দ বেঁচে থাকলেও কেউ তাদের খুঁজে বার করার অনুমতি দেবে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যা কিছু সহায়তা পাবার তা ঐ অভিযোক্তাদের থেকেই পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে শুভার্থীরা উগ্র বিপ্লবী, শ্রমিক-কৃষক সরকারের প্রথম সমরমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, পরে বিচার মন্ত্রণালয়ের অসাধারণ বিচারালয় সংগঠক,—এই দায়িত্ব সম্পাদন কালে তাঁকে 'ট্রিবিউন' উপাধি ভূষিত করার আয়োজন হয় এবং তা লেনিনের হস্তক্ষেপে ভেস্তে যায়,[১২] —মহান বিচারানুষ্ঠানগুলির গৌরবময় অভিযোক্তা এবং সব শেষে নৃশংস গণশত্রু হিসাবে মুখোস খুলে নেওয়া এন. ভি. ক্রাইলেঙ্কোর বক্তৃতা[১৩] সঙ্কলনের অবিকল নকল জুটিয়ে দিয়েছেন। বিপ্লবোত্তর প্রথম কয়েক বছরে বিচারের ধ্যানধারণা সম্পর্কে কিছু জানতে হলে বা গণ-বিচারগুলির হ্রস্ব পর্য্যালোচনা করতে হলে ক্রাইলেঙ্কোর বক্তৃতা সঙ্কলন পড়া অপরিহার্য্য। ঐ বক্তৃতার ভিত্তিতে আমরা অনুল্লিখিত তথ্যাদি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনা অনুমান করতে পারি।

বিচারগুলির লঘুলিপিকৃত নথি দেখতে পেলে কবরের নিচ থেকে প্রথম বিবাদী, প্রথম বিবাদী-পক্ষের উকিলের কণ্ঠস্বর,—ওরা প্রথম যখন মুখ খুলেছিল তখন ওদের দূরদৃষ্টি আন্দাজ করতে পারেনি কোন অপরিবর্তনীয় ঘটনাচক্র ওদের সাথে বিপ্লবী আদালতের বিচারকদেরও গ্রাস করবে,—শুনতে পাওয়া যেত।

ক্রাইলেঙ্কো সাফাই গেয়েছেন, একাধিক প্রযুক্তিগত কারণে "লঘুলিপিকৃত নথি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।"[১৪] অভিযোক্তার ভূমিকায় তাঁর বক্তৃতা এবং আদালতের দণ্ডাদেশ প্রকাশ করা সহজতর বিবেচিত হয়েছিল কারণ ততদিনে আদালতের রায় এবং অভিযোক্তার দাবীর মধ্যে ফারাক প্রকট হয়ে পড়েছিল।

ক্রাইলেঙ্কো বলেন, '২২ নাগাদ মস্কো বিপ্লবী আদালত এবং সর্ব্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতের "নথিপত্র বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল……পর পর একাধিক মামলার লঘুলিপিকৃত নথি এত দুর্ব্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল যে গোটা পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে স্মৃতি থেকে তা পুনর্গঠন করতে হয়েছিল।" "পর পর একাধিক বড় বড় বিচার",—এ্যাডমিরাল শ্চাস্তনি এবং বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিপ্লব পরবর্তী বিচার এর অন্তর্গত,—"পুরোপুরি লঘুলিপিকৃত নথি ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"[১৫]

প্রকৃতই বিচিত্র। বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবীদের অভিযুক্ত করা মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়। ফেব্রুয়ারী এবং অক্টোবর বিপ্লবের ঐ ঘটনা আমাদের ইতিহাসের তৃতীয় মোড় এবং একদলীয় রাষ্ট্রশাসনের পথ-নির্দেশক। ঐ বিচারে বড় অল্পসংখ্যক মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়নি। তারও লঘুলিপিকৃত নথি ছিল না।

এক "বিচারাতিরিক্ত প্রতিশোধে"[16] চেকা '১৯-এর 'সামরিক ষড়যন্ত্র' বিনাশ করেছিল এবং সেই বিনাশ সাধন "চেকার অস্তিত্বের অধিকতর প্রমাণ" গণ্য হয়েছিল।[17] (এই মামলায় এক সাথে এক হাজারের বেশী লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল।[18] অতগুলি লোকের বিচার করা কি সহজ কাজ)?

এইবার ঐ বছরগুলিতে অনুষ্ঠিত বিচারগুলির একটি পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ বিবরণ তৈরীর চেষ্টা করে দেখুন না!

তবু আমরা ঐ বিচারগুলির অন্তর্নিহিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি জানতে পেরেছি। যেমন সর্ব্বোচ্চ অভিযোক্তা,—ভাষান্তরে প্রধান সরকার-পক্ষীয় উকিল,—বলেন যে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির যে-কোন বিচারানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল। "অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির **স্বীয় বিবেচনানুসারে মার্জ্জনা করার বা শাস্তি দানের অসীম ক্ষমতা আছে।**"[19] পাঠক অবশ্যই বুঝবেন, ঐ কাজ করার জন্য সমিতির সাধারণ অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন হত না। নিজের দপ্তর থেকে এক পাও না বেরিয়ে সমিতির অধ্যক্ষ স্ভের্দলভ্ কোন দণ্ডাদেশের ভ্রম সংশোধন করতে পারতেন। ক্রাইলেঙ্কো বলেন এগুলির দ্বারা "ক্ষমতা পৃথকীকরণের (অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য) মতবাদ অপেক্ষা আমাদের ব্যবস্থাদির উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়।"[20] (স্ভের্দলভ্ও বলেছিলেন, "পাশ্চাত্যের মত আইন সভা, প্রশাসন এবং বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মোটা পাঁচিল না তুলে আমরা অত্যন্ত ভাল কাজ করেছি। সেইজন্য সব সমস্যা চট করে সমাধান করা যায়।" বিশেষতঃ টেলিফোনে)।

আদালতে প্রদত্ত বক্তৃতায় ক্রাইলেঙ্কো এমন এক সময় অধিকতর খোলাখুলি এবং যথাযথভাবে সোভিয়েত বিচারালয়ের সাধারণ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেছেন যখন আদালতগুলি ছিল "**একাধারে আইন স্রষ্টা** (নিচের রেখা ক্রাইলেঙ্কোর)...... **এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার**"[21] (নিচের রেখা আমার)।

আইন স্রষ্টা, কারণ চার বছর কোন আইন কানুন ছিল না। ওরা জার আমলের আইন ছুঁড়ে ফেলেছিল, কিন্তু তখনো নিজেরা আইন রচনা করতে পারেনি। "এ কথা বলবেন না যে ফৌজদারী আদালতগুলির শুধু লিখিত আইনের ভিত্তিতে কাজ করা উচিৎ, কারণ আমরা বর্ত্তমানে এক বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বাস করি।"[22] "বিপ্লবী আদালত সে ধরনের বিচারালয় নয় যেখানে আইনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা চালাকির আশ্রয়

নেওয়া চলে……আমরা নতুন আইন, নতুন নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করছি।"[২৩] এবং "সত্য ও ন্যায় বিচারের শাশ্বত আইনের বিষয়ে এখানে যত কিছু বলা হোক না কেন আমরা জানি……তার জন্য আমাদের কত মূল্য দিতে হয়েছে।"[২৪]

(কিন্তু, ক্রাইলেঙ্কো, যদি আমাদের কারাবাসের মেয়াদের সাথে আপনার কারাবাসের মেয়াদের তুলনা করা হয়, হয়ত দেখা যাবে আপনার অত মূল্য দিতে হয়নি। শাশ্বত সুবিচারও অধিকতর আরামপ্রদ মনে হবে কি ?)

আইনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই কারণে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী না নির্দোষ তা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন হয়ে গিয়েছিল। দোষ সম্পর্কে ধারণা এক বুর্জোয়া ধারনা বৈ নয়। সম্প্রতি তার মুলোৎপাটন করা হয়েছিল।[২৫]

সুতরাং কমরেড ক্রাইলেঙ্কোর শ্রীমুখ থেকে শুনলাম বিপ্লবী আদালত সে ধরনের আদালত নয়! প্রসঙ্গান্তরে শোনা যাবে বিপ্লবী আদালত আদৌ আদালত নয় : "বিপ্লবী আদালত শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার" এবং তার ক্রিয়াকলাপ "বিপ্লবী স্বার্থের দৃষ্টিকোণানুগ হওয়া উচিৎ…শ্রমিক ও কৃষকের সর্ব্বাধিক বাঞ্ছিত ফল লাভের প্রতি তার অবিচল দৃষ্টি থাকবে।"[২৬] "জনগণ জনগণ মাত্র নয়, জনগণ নির্দ্দিষ্ট ভাবধারার বাহক।"[২৭] "অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হোন না কেন তাঁর মূল্যায়নের জন্য একটিমাত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হবে : শ্রেণীগত সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন।"[২৮]

অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থানুকূল না হলে আপনার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এবং "শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির শিরে জিঘাংসু তরবারির আঘাত করা প্রয়োজন হয়……তবে কোন যুক্তি তর্ক তা রোধ করতে পারবে না।"[২৯] (উকিলের যুক্তি তর্ক ইত্যাদি) "আইনের অনুচ্ছেদ বা অপরাধের মাত্রা লঘুকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিপ্লবী আদালত চালিত হবে না ; এই আদালতের বিচারের ভিত্তি হবে শ্রমিক শ্রেণীর সুবিধা।"[৩০]

ঐ বছরগুলিতে জীবনযাত্রা ছিল ঐ প্রকার। জীবন্ত মানুষ শ্বাস নিতে নিতে হঠাৎ দেখত তার অস্তিত্ব অসুবিধাজনক বিবেচিত হল।

মনে রাখতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কৃত অপরাধটুকু তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সার বিবেচিত হত না ; গুলি করে প্রাণনাশ না করা হলে সে আরও কি কি অপরাধ করতে পারে তাও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সারের অন্তর্ভুক্ত হত। "আমরা কেবল অতীত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত করি না, ভবিষ্যৎ থেকেও সুরক্ষিত করি।"[৩১]

কমরেড ক্রাইলেঙ্কোর মতামত স্পষ্ট এবং ব্যাপক। তাঁর বক্তৃতায় সে যুগের আইন কানুনের জীবন্ত ছবি পরিস্ফুট হয়, যেন বসন্তের কুহেলি ভেদ করে হঠাৎ ঝকঝকে শরৎ উঁকি দিল। এর বেশি বলার প্রয়োজন আছে কি ? আশা করি এর পর প্রতিটি

বিচারের নথিপত্র ঘাঁটা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ক্রাইলেঙ্কো বক্তৃতায় নির্দ্দেশিত নীতি প্রতিবার অনিবার্য্যভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল।

এক মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করে পুরুষত্ব অপহৃত হয়নি এমন একটি ছোট্ট আদালতের কল্পনা করুন। দেখা যাবে, রোগা পাতলা চেহারা, তখনো মোটা হওয়ার সুযোগ না পাওয়া, সাধারণ জ্যাকেট গায়ে উৎসাহী বিচারকরা বসে আছেন। অভিযোগকারী শক্তি,—ক্রাইলেঙ্কো নিজেকে এই আখ্যায় ভূষিত করতে ভালবাসতেন,—একটি বোতামও না আঁটা সাদা মাঠা জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে; জ্যাকেটের খোলা গলার ভিতর থেকে নাবিকদের ঢঙে ডোরা-কাটা জামা উঁকি দিচ্ছে।

সর্ব্বোচ্চ অভিযোক্তা এই প্রকার ভাষায় নিজ বক্তব্য রাখলেন: "আমি প্রকৃত ঘটনা জানতে উৎসুক!"; "প্রবণতার বাস্তব সংজ্ঞা দিন!"; "আমরা নিরপেক্ষ সত্য বিশ্লেষণের স্তরে কাজ করি!"; রায়গুলি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে শাণিত লাতিন উদ্ধৃতিও চোখে পড়ে। (একাধিক মামলায় বারংবার কোন একটি উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়; তেমনি কয়েক বছর পরে একটি নতুন উদ্ধৃতি তার স্থান গ্রহণ করে) এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ সব বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও অভিযোক্তা ক্রাইলেঙ্কো লাতিন এবং আইনের পাঠ যথাযথভাবে সাঙ্গ করেছিলেন। বিবাদী সম্পর্কে তাঁর খোলাখুলি মন্তব্য,—"পেশাদার বদমাইসের দল,—মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাঁর মতামতের কোথাও সামান্যতম ভণ্ডামি নেই। এমন কি বিবাদীর হাসিটি অপছন্দ হলে দণ্ডাজ্ঞা দানের আগেই তাকে ধমকে উঠতে তাঁর দ্বিধার বালাই নেই। যেমন, "আমরা আপনাকে হাসির মূল্য দিতে বাধ্য করব, শ্রীমতী ইভানোভা; আমরা এমন কিছু করব যে আপনি আর কখনো হাসতে চাইবেন না।"[৩২]

তবু কি মামলাগুলির পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন?

(ক) রুস্কিয়ে ভেদমস্তি'র মামলা।

প্রথম যুগের অন্যতম এই মামলায় বাক-স্বাধীনতার বিচার হয়েছিল। সুবিখ্যাত বিদ্বজ্জনের সংবাদপত্র রুস্কিয়ে ভেদমস্তিতে ২৪।৩।১৮ তারিখে স্যাভিনকভ্-এর প্রবন্ধ 'চলতি পথে' প্রকাশিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ স্বয়ং স্যাভিনকভ্‌কে গ্রেফতার করতে পারলে খুসি হতেন। কিন্তু তিনি তখন প্রকৃতই **চলতি পথে**। কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে? বিকল্প হিসাবে ওরা সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে প্রবীণ সম্পাদক পি. ভি. ইয়েগরভ্‌কে আসামী হিসাবে আদালতে হাজির করল। ওদের দাবী, ইয়েগরভ্ কোন সাহসে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন তার কৈফিয়ৎ দিন। চার মাস আগে নব যুগের প্রবর্ত্তন হয়েছে এবং এতদিনে ওঁর তাতে অভ্যস্ত হওয়া উচিৎ।

আত্মপক্ষ সমর্থনে ইয়েগরভ্ সরলভাবে বললেন, "একজন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক,

—যাঁর মতামত সম্পাদকরা না মানলেও জনসাধারণ তার জন্য আগ্রহী;—আলোচ্য প্রবন্ধের রচয়িতা।" অধিকন্তু তিনি স্তাভিনকভের উক্তিতে,—"আমাদের ভোলা অনুচিত যে লেনিন, নাতানসান ইত্যাদি বার্লিন হয়ে রাশিয়ায় ফিরেছিলেন; অর্থাৎ জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করেছিলেন,"—অপপ্রচারের চেষ্টা দেখতে পাননি; কারণ স্তাভিনকভ্ প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ মাত্র করেছেন। কাইজার উইলহেলমের যুদ্ধ-জর্জ্জর জার্ম্মানী কমরেড লেনিনকে রাশিয়ায় ফিরতে সহায়তা করেছিল।

প্রত্যুত্তরে ক্রাইলেঙ্কো বললেন তিনি মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ পরিচালনা করবেন না (না কেন?) কিন্তু **জনসাধারণকে প্রভাবিত করার চেষ্টার জন্য সংবাদপত্রটির** বিচার হবে! (ঐ উদ্দেশ্য পোষণের দুঃসাহস একটি সংবাদপত্রের কি করে হয়?)

নিয়ম মাফিক অভিযোগ থেকে স্তভিনকভের এই বাক্যাংশটি বাদ গেল: **"সারা দুনিয়ার সর্ব্বহারা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে, কেউ এ কথা** গাম্ভীর্য্যসহ বলার আগে তাঁকে উন্মাদ হতে হবে",—কারণ তবু ওরা এগিয়ে আসবে।

১৮৬৪ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রটি যা লোরিস্-মেলিকভ্, পোবেদোনস্তসেভ্, স্টোলিপিন, কাসো এবং অন্যান্য অতি উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলদের কাল পেরিয়ে এসেছিল, জনসাধারণকে প্রভাবিত করার অভিযোগে তা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম হল। সবচেয়ে লজ্জাকর কাজ হল সম্পাদক ইয়েগরভের তিন মাস নির্জ্জন কারাদণ্ড,—যেন আমরা গ্রীস বা অপর কোন দেশের বাসিন্দা। (চিন্তা করলে বোঝা যায়, ইগেগরভের শাস্তিকে মোটেই লজ্জাকর লঘু দণ্ড বলা চলে না। কারণ তখন সবে '১৮ সাল শুরু হয়েছে। বৃদ্ধ কোনক্রমে জীবিত থাকতে পারলে তাঁকে আবার, বারংবার কয়েদ করা চলত)।

সম্ভবতঃ আমাদের অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু এ কথা সত্যি যে বজ্রচমকে ভরা ঐ বছরগুলিতে তেমনি মৃদুভাবে ঘুষ দেওয়া নেওয়া চলত যেমন স্মরণাতীত কাল থেকে প্রাচীন রাশিয়ায় চলে এসেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় চলবে অনন্ত কাল ধরে। ঘুষের দৌরাত্ম্য ছিল বিশেষতঃ বিচার ব্যবস্থা এবং বলতে গিয়ে লজ্জাকর হলেও বলি, চেকায়। লাল এবং সোনালী বাঁধাই করা চেকার সরকারী ইতিহাস ঐ বিষয় নীরব। কিন্তু প্রবীণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে পড়ে স্ট্যালিনী যুগ থেকে পৃথক বিপ্লবোত্তর প্রথম কয়েক বছরে প্রায়ই ঘুষের উপর রাজনৈতিক বন্দীর ভাগ্য নির্ভর করত। অসঙ্কোচে ঘুষ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হত। পাঁচ বছর ব্যাপী কাল সম্পর্কিত ক্রাইলেঙ্কো বক্তৃতা সঙ্কলনে উল্লিখিত বারোটি মামলার মধ্যে দুটি ঘুষ সংক্রান্ত। অভাগ্য পরিভাগের কথা, আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উৎকর্ষে পৌঁছতে গিয়ে মস্কোর বিপ্লবী আদালত এবং সংক্ষিপ্ত বিপ্লবী আদালতের সর্ব্বাঙ্গ অনৌচিত্যে কদমাক্ত হল।

(খ) মস্কো বিপ্লবী আদালতে তিনজন জিজ্ঞাসাবাদকারীর মামলা—এপ্রিল '১৮।

বেরিদ্জে নামে এক সোনার বারের ফাটকাবাজ মার্চ '১৮তে গ্রেফতার হয়েছিল। তার স্ত্রী স্বামীর মুক্তিপণের উপায় খুঁজতে লাগল। ঐ অবস্থায় অন্য সবাই তাই করত। একাধিক যোগসূত্র মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি একজন জিজ্ঞাসাবাদকারীকে খুঁজে বার করল। প্রথম জন আরও দু'জন জিজ্ঞাসাবাদকারীকে নিয়ে এল। গোপন দেখা সাক্ষাতের পর ওরা ২,৫০,০০০ রুবল ঘুষ চাইল। দর কষাকষির পর ওরা ঘুষের অঙ্ক কমিয়ে ৬০,০০০ রুবল করল এবং তার অর্দ্ধেক আগাম চাইল। উকিল গ্রিন-এর মাধ্যমে লেনদেন হওয়ার কথা। ঐ ধরনের শত শত লেনদেনের মত ঐ ব্যাপারটিও নির্বিঘ্নে চুকে যেত, ক্রাইলেঙ্কো বক্তৃতামালা বা বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান পেত না, বা মন্ত্রীসভার চিন্তার কারণ হয়ে উঠত না, যদি না বেরিদ্জের স্ত্রী কৃপণতা করে ৩০,০০০ এর পরিবর্তে মাত্র ১৫,০০০ গ্রিনের হাতে তুলে দিত। আসল কথা, নারী প্রকৃতির দরুন বেরিদ্জের স্ত্রী রাতারাতি মন ঘুরিয়ে স্থির করে বসল গ্রিনকে দিয়ে কাজ হবে না। ওপরদিন সকালে ইয়াকুলভ্‌কে উকিল নিযুক্ত করল। যদিও কোথাও তা লেখা নেই, তবু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ধরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ইয়াকুলভের!

এই বিচারের লক্ষণীয় বিষয় হল, বেরিদ্জের হতভাগিনী স্ত্রী থেকে শুরু করে সব সাক্ষী অভিযুক্ত ব্যক্তির সহায়ক সাক্ষ্য দিয়ে অভিযোক্তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। (রাজনৈতিক মামলার বিচারে সে চেষ্টা অসম্ভব) ক্রাইলেঙ্কো তাদের আচরণের ব্যাখ্যা করে বলেছেন সঙ্কীর্ণচেতা মূঢ়মতি, যে কারণে বিপ্লবী আদালত সম্পর্কে তাদের ধ্যান ধারনা ছিল বহিরাগতর মত। (দুঃসাহসে ভর করে আর একটি মূঢ় প্রস্তাবনা করে বলব কি, দেড় বছরের অভিজ্ঞতায় সাক্ষীরা সর্ব্বহারার একনায়কত্বে যথেষ্ট ভীত হতে শিখেছিল? আর যা হোক বিপ্লবী আদালতের জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ধরিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহস প্রয়োজন। কারণ ধরিয়ে দেওয়ার পরে নিজের কি হবে, সে চিন্তা কখনো মন থেকে দূর হয় না।)

অভিযোক্তার যুক্তিও কৌতূহলোদ্দীপক। মাত্র এক মাস আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিল তাঁর সহকারী এবং সাথী। বিপ্লবের লক্ষ্যে তাদের ছিল অবিচল নিষ্ঠা। ওদের একজন, লেইস্ট্‌ ত'এত "কঠোর অভিযোক্তা ছিল যে কেউ বিপ্লবের মূলে আঘাত করলে ও তার উপর বজ্র হানতে পারত।" আত্মপক্ষ সমর্থনে ওর তখন কি বা বলবার ছিল? নিজের অধঃপাতের কারণ খুঁজবে? (ঘুষ নেওয়াই সব কথা নয়) অন্য কারণ সন্ধানের সম্ভাব্য জায়গাগুলি পরে পরিষ্কার জানা গেল: নিজেদের বিগত জীবন।

ক্রাইলেঙ্কো ঘোষণা করলেন: "আমরা যদি এই লেইস্টকে খুঁটিয়ে দেখি তা হলে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক খবর পেতে পারি।" রহস্যময় ঘোষণা। তবে কি লেইস্ট

মেরুদণ্ডহীন সুযোগ সন্ধানী? না, ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের সন্তান! সাধারণ অধ্যাপক নয়, এমন এক অধ্যাপক যিনি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের তোয়াক্কা না করে বিশটি প্রতিক্রিয়াশীল বছর টিকেছিলেন! (এবং প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও ক্রাইলেঙ্কো যাঁকে একদা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন) এর পরও কি সন্দেহের অবকাশ থাকে যে অমন বাপের ছেলে প্রতারক হতে পারে?

আর পোজাইস্কির বাপ ছিলেন আদালতের কর্ম্মী……নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল, ইহুদিনিধনকারী 'কৃষ্ণ শত' দলের সদস্য। নইলে জারের আমলে বিশ বছর কাজ করলেন কি করে? তাঁর ছেলেও ত' আইনকে পেশা হিসাবে নেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিল। হেন কালে বিপ্লব ঘটল। ও বিপ্লবী আদালতে পসার জমাল। গতকালও এসব ছিল শুভ। কিন্তু হঠাৎ সব উল্‌টিয়ে গিয়ে লজ্জাজনক গণ্য হল।

উপরোক্ত দু'জনের থেকে গুগেল বেশী লজ্জাজনক গণ্য হয়েছিল। ও ছিল পেশাদার প্রকাশক। শ্রমিক এবং কৃষকদের ও কি ধরনের মানসিক খাদ্য সরবরাহ করেছে? জনসাধারণকে ও মার্ক্সীয় সাহিত্যের বদলে বিশ্বখ্যাত বুর্জ্জোয়া অধ্যাপকদের দ্বারা রচিত নিম্ন মানের সাহিত্য পরিবেশন করেছে। (অল্প পরে বিবাদী হিসাবে ঐ অধ্যাপকদের দেখা মিলবে)।

ঐ ধরনের মানুষ কি করে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী আদালতে সটকে পড়েছিল, এ কথা ভেবে ক্রাইলেঙ্কো ক্রুদ্ধ এবং হতবাক। (আমরাও বুঝতে পারি না কোন ধরনের মানুষ বিপ্লবী আদালত গঠন করত। শ্রেণীশত্রু বিনাশের কাজ সর্ব্বহারারা বিশেষতঃ ঐ মানুষগুলির হাতে দিয়েছিল কেন)?

তদন্তকারী কমিশনে প্রভাবশালী উকিল গ্রিনের যে কোন অপরাধীকে বেকসুর খালাস করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। তিনি ছিলেন সেই মনুষ্যেতর জাতির মার্কামারা প্রতিনিধি মার্কস্ যাদের বলেছেন, "পুঁজিবাদী অর্থনীতির জোঁক",—উকিল, পুলিশ, পুরোহিত……নোটারী পাবলিক সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৩৩]

দেখা যায় "ব্যক্তিগত অপরাধের মাত্রার তারতম্য নির্ব্বিশেষে" কঠোর শাস্তি দাবী করার কোন ত্রুটি ক্রাইলেঙ্কো করেননি। কিন্তু এক প্রকার আলস্য, অবসাদ চির উৎসাহী আদালতকে গ্রাস করেছিল। তাই আদালত কোনমতে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ছ' মাস কারাদণ্ড এবং উকিলের জরিমানা হুকুম দিয়ে কর্ত্তব্য সারল। শেষে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির "সীমাহীন দণ্ডদান" ক্ষমতা পরিগ্রহ করে স্বয়ং ক্রাইলেঙ্কো জিজ্ঞাসাবাদকারীদের দশ বছর এবং উকিলকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দিলেন এবং উকিলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দিলেন। সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বজ্রের মত ধমকিয়ে প্রায় তাঁর প্রার্থিত ট্রিবিউন উপাধি অর্জ্জনের যোগ্যতা অর্জ্জন করলেন

আমরা বুঝতে পারি, উপরোক্ত দুর্ভাগ্যজনক বিচারগুলি তৎকালীন বিপ্লবী গণ-মানস এবং বর্ত্তমান পাঠকের মনে বিপ্লবী আদালতের পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ উৎপাদন করেছিল। আমরা তাই অধিকতর ভীরুতাসহ পরবর্তী মামলার পর্য্যালোচনা করব কারণ এক মহত্তর সংস্থা মামলাটিতে জড়িত ছিল।

(গ) কোসিরেভ্-এর মামলা—১৫ ফেব্রুয়ারী '১৯

এফ. এম. কোসিরেভ্ এবং তার বন্ধুবর্গ লিবার্ট, রটেনবার্গ এবং সলোভিয়েভ্ প্রথমে পূর্ব্ব রণাঙ্গন সরবরাহ আয়োগে চাকরি করত (কোলচাকের আগে, যখন শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী ছিল সংবিধান সভার সেনাদল)। খবর পাওয়া গেল ওরা এককালীন সত্তর হাজার থেকে দশ লক্ষ রুবল পকেটস্থ করেছে; ওরা দামী ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছে আর নার্সদের সঙ্গে ফূর্ত্তির বন্যা বয়াচ্ছে। সরবরাহ আয়োগ একটি বাড়ি এবং একটি গাড়ি জুটিয়েছিল। দলপতি 'ইয়ার' রেস্তোরাঁয় দিন কাটাত। (আমরা '১৮কে এই চোখে দেখতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু এসব তথ্য বিপ্লবী আদালতের সাক্ষ্য থেকে গৃহীত হয়েছে)।

অথচ উপরোক্ত একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধেও আদালতে অভিযোগ আনা হয়নি। পূর্ব্ব রণাঙ্গনে তাদের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত অভিযোগও আনীত হয়নি। ঐ ব্যাপারে তাদের আগেই মার্জ্জনা করা হয়েছিল। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, ঐ সরবরাহ আয়োগ বন্ধ হয়ে যেতে না যেতে ঐ চারজন এবং নাজারেঙ্কোকে (প্রাক্তন সাইবেরীয় ভবঘুরে এবং কঠিন শ্রমদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী হিসাবে কোসিরেভের বন্ধু) চেকার নিয়ন্ত্রণ এবং হিসাব পরীক্ষা বিভাগ (কলেজিয়াম) গঠন করতে বলা হল!

চেকার অন্যান্য বিভাগের কাজকর্ম্মের বৈধতা পরীক্ষার, যে-কোন পর্য্যায়ের যে-কোন মামলা পর্য্যালোচনা দাবী করার এবং চেকার উচ্চতম পরিচালকবৃন্দ (প্রেসিডিয়াম) ব্যতীত বাকি সবাইয়ের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত মন্ত্রী পর্য্যায়ের ক্ষমতা ঐ বিভাগের ছিল। চেকার উচ্চতম পরিচালকবৃন্দের নিচেই ঐ বিভাগের স্থান ছিল, অর্থাৎ ঝেরঝিনস্কি-উরিৎস্কি-পিটার্স-ল্যাটসিস্-ইয়াগোদার পরই।

চার বন্ধুর জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটল না। ওরা পদোন্নতিতে গর্ব্বিত হল না। "কমিউনিস্ট পার্টির সাথে অসম্পর্কিত" কয়েক ব্যক্তির সাথে (ম্যাক্সিমিচ্, লেন্কা, রাফাইস্কি এবং মারিউপল্স্কি) স্লাভয় হোটেল এবং অন্যান্য ভাড়াবাড়িতে ওরা "বিলাসবহুল আড্ডা গড়ে তুলল। সে আড্ডার তাস খেলায় বাজি হত হাজার রুবল। অঢেল মদ্যপান আর নারীসঙ্গ লেগে থাকত।" কোসিরেভ্ একটি নিজস্ব বিলাসবহুল আড্ডা গড়ে তুলেছিল (যার মূল্য ৭০,০০০ রুবল)। চেকার সম্পত্তি রুপোর চামচ এবং মদ খাওয়ার গ্লাস ত' বটেই, চেকার মামুলি কাচের

বাসনপত্রে সে আত্মসাৎ করতেও ইতস্ততঃ করেনি। (চেকা ঐ জিনিষগুলি কি করে পেয়েছিল?) "ওর মন বিপ্লবী মতাদর্শ পরিচালনার থেকে বেশী ঐ আড্ডায় আটকে থাকত; বিপ্লবী আন্দোলন থেকে ও গ্রহণ করেছিল মাত্র ঐটুকু।" (যে ঘুষগুলি ও নিয়েছিল তা অস্বীকার করতে গিয়ে এই অগ্রণী চেকাকর্মী বলেছিল শিকাগোর এক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ২০০,০০০ রুবল ও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এই মিথ্যা জবানবন্দী দিতে ওর চোখের পাতা কাঁপেনি। মনে হয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত টাকা গ্রহণের সাথে বিশ্ব-বিপ্লবের সংঘাত ওকে বিচলিত করেনি)।

অতি মানবিক ক্ষমতা প্রয়োগে ওকি আদৌ কাউকে গ্রেফতার করেছিল বা মুক্তি দিয়েছিল? মাছ ধরতে হলে সোনার রুই মাছ দিয়ে তা সুরু করতে হয়। জালে পড়বার মত সোণার রুই '১৮ সালে বেশ কিছু সংখ্যায় ছিল। (অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিপ্লব এল আর গেল। সবকিছু খোঁজার সময় পাওয়া যায়নি। কত মহামূল্য জড়োয়া গয়না অভিজাত মহিলারা লুকিয়ে রেখেছিলেন কে জানে!) তা ছাড়া গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের জন্য বিশ্বাসযোগ্য যোগসূত্র চাই।

ঐ ধরনের চরিত্র আলোচ্য বিচারের আগেও দেখা গিয়েছে। এমন একজন ছিলেন বাইশ বছর বয়স্কা শ্রীমতী উসপেনস্কায়া। তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ করেছিলেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছতে পারেননি। এর মধ্যে সোভিয়েতরা ক্ষমতা দখল করল। অতএব '১৮'র বসন্তে উসপেনস্কায়া চেকার দপ্তরে হাজির হয়ে বললেন তিনি গুপ্তচর হিসাবে কাজ করতে চান। সুশ্রী চেহারার জন্য তাঁকে কাজে লাগানো হল।

সেকালে গুপ্তচর বৃত্তির আর একটি পৃথক লেবেল থাকত। গুপ্তচর বৃত্তি সম্বন্ধে ক্রাইলেঙ্কো বলেন: "আমরা নিজেরা এ কাজে লজ্জাজনক কিছু দেখি না; বরং এ কাজকে কর্তব্য মনে করি··· ·কাজটি আদৌ নিন্দনীয় নয়; কেউ যদি স্বীকার করে বিপ্লবের স্বার্থে এ কাজের প্রয়োজন আছে, সে ক্ষেত্রে এ কাজ তার অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে।"৩৫ দুঃখের বিষয়, উসপেনস্কায়ার কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না। এ এক মারাত্মক পরিস্থিতি। উসপেনস্কায়া বলেন, "আমি এই শর্তে কাজ করতে রাজী হয়েছিলাম যে, যে মামলাগুলি বিচারের জন্য আদালতে উঠবে তার উপর নির্দিষ্ট শতকরা হারে মজুরি পাব।" তিনি আরও জানালেন, এর অতিরিক্ত পাওনা গণ্ডা তাঁর এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আধাআধি বখরা করতে হত যাকে বাঁচানোর জন্য আদালত তার নামোল্লেখ করতে নিষেধ করেছিল। ক্রাইলেঙ্কো নিজের ভাষায় বলেছেন, "উসপেনস্কায়া চেকার বাঁধা চাকুরে ছিল না, ও প্রতি মামলায় খুচরা বেতন পেত।"৩৬ প্রসঙ্গক্রমে যেন উসপেনস্কায়ার মানসিক প্রবৃত্তি

হৃদয়ঙ্গম করে অভিযোক্তা ব্যাখ্যা করেছেন, উচ্চতম অর্থনৈতিক পর্ষৎ থেকে পাওয়া মাসিক নগণ্য ৫০০ রুবল উসপেনস্কায়ার ধর্তব্যের মধ্যে আসত না, কারণ একটু জবরদস্তি করলেই,—যেমন এক ব্যবসায়ীর দোকানের সীলমোহর তুলে ফেলার সাহায্যের জন্য ৫,০০০ রুবল, এক বন্দীর স্ত্রী মেশচেরস্কায়া-গ্রেভ্‌স-এর সহায়তার জন্য ১৭,০০০,—মোটামুটি রোজগার করতে পারতেন। তিনি তাই কেবল সরকারের পোষা পায়রা হিসাবে কাজ করতেন। কোন এক হোমরা চোমরা চেকা-কর্মীর সহায়তায় মাস কয়েকের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এবং জিজ্ঞাসাবাদকারীও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এতক্ষণ আমরা আসল মামলা ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। তার স্বামীর মুক্তিপণ সম্পর্কে চুক্তি করার উদ্দেশ্যে উসপেনস্কায়া শ্রীমতী মেশচেরস্কায়া-গ্রেভ্‌স-এর সাথে কোসিরেভের অন্তরঙ্গ বন্ধু গোদেলুক-এর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন (ওরা প্রথমে ৬০০,০০০ রুবল দাবী করেছিল)। কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ গোপন সাক্ষাৎকারের কথা উকিল ইয়াকুলভের কানে ওঠে। ইয়াকুলভ্‌ ইতিমধ্যে তিনজন ঘুষখোর জিজ্ঞাসাবাদকারীকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হয় সর্ব্বহারার বিচার-পদ্ধতি এবং বিচারাতিরিক্ত প্রস্তুতিকরণে তাঁর শ্রেণীগত ঘৃণা জন্মেছিল। তিনি মস্কো বিপ্লবী আদালতে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।[৩৭] তিনজন জিজ্ঞাসাবাদকারীর মামলায় মন্ত্রীমণ্ডলীর উষ্মা স্মরণ করে প্রধান বিচারপতি শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দিকটি ভাবলেন না। কমরেড ঝেরঝিনস্কিকে সতর্ক করে দিয়ে, নিজেদের মধ্যে সব মিটিয়ে ফেলার পরিবর্তে তিনি পর্দ্দার আড়ালে এক লঘুলিপিকারকে লুকিয়ে রাখলেন। কোসিরেভ্‌, সলোভিয়েভ্‌ এবং অন্যান্য গণপ্রতিনিধি সম্পর্কে গোদেলুক যা বলল, এবং চেকার কে কত হাজার রুবল নেয় ইত্যাদি সব লঘুলিপিকার লিখে রাখল। লঘুলিপিকৃত তথ্যানুযায়ী গোদেলুক ১২,০০০ রুবল অগ্রিম পেয়েছিল। শ্রীমতী মেশচেরস্কায়া-গ্রেভ্‌স চেকার বিশেষ বিভাগের লিবার্ট এবং রটেনবার্গের সই করা একটি পাশ পেয়েছিলেন যার বলে তিনি চেকা দপ্তরের ভিতরে ঢুকতে পারতেন। (দর কষাকষির বাকিটুকু চেকা দপ্তরের ভিতরে হওয়ার কথা) তক্ষুণি গোদেলুককে ধরা হল। গোদেলুক ঘাবড়িয়ে গিয়ে ওদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল। (মেশচেরস্কায়া-গ্রেভ্‌স ইতিমধ্যে চেকার বিশেষ বিভাগে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলেন এবং খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে তাঁর স্বামীর মামলাও ঐ বিভাগে পাঠানো হয়েছিল)।

কিন্তু এক মিনিট সবুর করো! আর যা হোক ঐ ধরনের মুখোস খোলার ফলে চেকার আকাশী নীল রঙের ইউনিফরম কাদা-মাখা হয় না! মস্কো বিপ্লবী আদালতের প্রধান বিচারপতির মনোবিকার ঘটেনি ত? তিনি যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদন করছেন ত?

শেষে বোঝা গেল সবই এক বিশেষ মুহূর্তের খেলা,—যে মুহূর্তটি আমাদের মহান ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে। মনে হয় চেকার প্রথম বছরের ক্রিয়াকলাপে সর্ব্বহারার রাজনৈতিক দলেরও বিরক্তি জন্মেছিল। ওরা ঐ ধরনের কাজে তখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তখন সবে বিপ্লবের এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং গৌরবময় পথে চেকা প্রথম পদক্ষেপ করেছে। খুব স্পষ্ট করে না বললেও ক্রাইলেঙ্কো লিখেছেন, ইতিমধ্যে "আদালত এবং চেকার বিচারাতিরিক্ত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল······যে বিরোধ কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক শ্রেণীর আঞ্চলিক সংগঠনকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছিল।[৩৮] আগেকার অনেক কিছু অনায়াসে মিটে গেলেও কোসিরেভের মামলা রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁচেছিল।

চেকাকে বাঁচাতেই হবে! বাঁচাও! চেকাকে বাঁচাও! সলোভিয়েভ্ আদালতের কাছে অনুমতি চাইল, যাতে সে তাগান্কা কারাগারের ভিতরে গিয়ে গোদেলুকের সঙ্গে গল্প করতে পারে। (গোদেলুককে লুবিয়াঙ্কায় রাখা হয়নি) আদালত অনুমতি দিল না। অনুমতি ছাড়াই সলোভিয়েভ্ গোদেলুকের কুঠরীর ভিতরে গলে যাওয়ার ব্যবস্থা করল। আর কী আশ্চর্য্য পারম্পর্য্য! গোদেলুক সেই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। (ক্রাইলেঙ্কো কোন রকমে পাশ কাটিয়ে বলেছেন, "সলোভিয়েভের তরফে অসৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রায় ওঠানো চলে না") মৃত্যুর অগ্রসরমান পদক্ষেপ অনুভব করে গোদেলুক চেকার নিন্দাবাদজনিত অনুশোচনায় কম্পিত হল এবং জবানবন্দী করে একখণ্ড কাগজে লিখল: তার আগের জবানবন্দী পুরো মিথ্যা; সে কোসিরেভ্ এবং অন্যান্য গণপ্রতিনিধিদের নামে কুৎসা রটিয়েছে; পর্দার আড়ালে লঘুলিপিকার যা কিছু লিখেছে তা অসত্য![৩৯]

মেশচেরস্কায়া-গ্রেভ্সের জন্য কে পাশ তৈরী করে দিয়েছিল? পাশটা নিশ্চয় আপনা থেকে গজায়নি। না, প্রধান অভিযোক্তা ক্রাইলেঙ্কো "বলতে চান না, সলোভিয়েভ্ ঐ পাশ তৈরীতে সহায়তা করেছে······কারণ ঐ মতের স্বপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য নেই।" তিনি এই সম্ভাবনার উল্লেখ করলেন: "কোন নাগরিক যার বামাল সমেত ধরা পড়ার ভয় আছে, সে হয়ত সলোভিয়েভ্কে তাগান্কা জেলে পাঠিয়েছে।"

সুতরাং লিবার্ট এবং রটেনবার্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করার উপযুক্ত সুযোগ হল। শমন পাঠানো হল, কিন্তু তারা হাজির হল না! হ্যাঁ, হাজির হতে অস্বীকার করল। বেশ, তা হলে মেশচেরস্কায়া-গ্রেভ্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। আর,—এ কথা কল্পনা করতে পারেন?—ঐ ভেঙ্গে পড়া অভিজাত মহিলার এত দুঃসাহস যে তিনিও বিপ্লবী আদালতে হাজির হলেন না! ইতিমধ্যে গোদেলুক জবানবন্দী প্রত্যাহার করেছিল। তার উপর সে অসুস্থ। কোসিরেভ্ কোন কিছু স্বীকার করেনি।

সলোভিয়েভ্‌ও কোন অপরাধ স্বীকার করল না। সুতরাং মহিলাকে চাপ দেওয়ার উপায় নেই। জিজ্ঞাসাবাদ করার মত কেউ রইল না।

কোন সাক্ষী কি বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে এসেছিল? এসেছিলেন চেকার উপাধ্যক্ষ কমরেড পিটার্স আর স্বয়ং ফেলিক্স এডমণ্ডোভিচ্‌ ঝেরঝিনস্কি। ঝেরঝিনস্কি ভয়চকিত অবস্থায় আদালতে পৌঁছলেন। বেদনাপীড়িত আদর্শবাদী মুখে আদালতের মোকাবিলা করলেন। বিচারকরা নিরুৎসাহ মনে বসেছিলেন। উচ্চ নৈতিকবোধ, বিপ্লবী এবং অন্যান্য পেশাগত গুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নিরপরাধ কোসিরেভের পক্ষে ঝেরঝিনস্কি আবেগময়ী জবানবন্দী দিলেন। দুঃখের বিষয়, সে জবানবন্দী পরবর্ত্তী-কালের জন্য সুরক্ষিত হয়নি। ক্রাইলেঙ্কো বলেন: "সলোভিয়েভ্‌ এবং ঝেরঝিনস্কি কোসিরেভের অপূর্ব্ব গুণাবলীর বর্ণনা করেছিলেন।"[৪০] (হায় মূর্খ, ল্যাজকাটা শেয়াল! বিশ বছর পরে লুবিয়াঙ্কায় তোমাকে এ বিচারের সবকিছু স্মরণ করানো হবে! ঝেরঝিনস্কি যা বলেছিলেন তা সহজে অনুমান করা যায়: কোসিরেভ্‌ ইস্পাত কঠিন চেকা-কর্ম্মী; শত্রুর প্রতি নির্ম্মম কিন্তু এমনিতে বন্ধুত্বপূর্ণ; ওর মাথা ঠাণ্ডা, হৃদয় উষ্ম এবং হাত অমলিন।

স্তূপাকার কুৎসার পাহাড় ভেদ করে আমাদের চোখের সামনে বীর কোসিরেভের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। ওর জীবনকাহিনী লক্ষণীয় ইচ্ছাশক্তির দৃষ্টান্তে ভরপুর। বিপ্লবের আগে ওর বেশ কয়েকবার শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল, অধিকাংশ বারই নরহত্যার দায়ে। মিথ্যা পরিচয়ে কস্ত্রোমা শহরের স্মিরনোভা নামে এক বৃদ্ধার বাড়িতে ঢুকে তাকে নিজের হাতে শ্বাস রোধ করে হত্যা করার দায়ে ওর সাজা হয়েছিল; এর পর নিজের বাপকে হত্যার চেষ্টার জন্য শাস্তি হল; বন্ধুর পাসপোর্ট ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করার শাস্তি হয়েছিল। কোসিরেভের বাদবাকি শাস্তিগুলি হয়েছিল প্রবঞ্চনার অপরাধে। সব মিলিয়ে ওর বহু বছর কঠোর শ্রমদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। (এ সব থেকে ওর বিলাসবহুল জীবনের আকর্ষণের কারণ বোঝা যায়) জার আমলের মার্জ্জনায় ওর কারামুক্তি হয়েছিল)।

হেনকালে ন্যায়বাদী, হোমরা চোমরা চেকা-কর্ম্মীদের কঠোর কণ্ঠস্বর প্রধান অভিযোক্তাকে বাধা দিয়ে বলল, কোসিরেভ্‌কে যে আদালত শাস্তি দেয় তা বুর্জ্জোয়া এবং ভূস্বামীদের আদালত; তার রায়ে আমাদের নতুন সমাজের প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। শেষে কী হল? সেই ল্যাজকাটা শেয়াল ক্রাইলেঙ্কো প্রধান অভিযোক্তার মঞ্চে উঠে এমন আদর্শগত ত্রুটিপূর্ণ বাক্যবর্ষণ করলেন যে আদালতে বিচারাধীন মামলার সারিতে এই মামলাটি অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হয়ে রইল।

"পুরানো জার আমলের আদালতের যা কিছু ভাল তা হল জুরির বিচার…জুরির সিদ্ধান্তে বিচারগত ত্রুটি সামান্যই হত এবং সে সিদ্ধান্তে সর্ব্বদা নির্ভর করা চলত।"[৪১]

কমরেড ক্রাইলেঙ্কোর উপরোক্ত উক্তি অতি উদ্ভট। কারণ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের প্রাক্তন প্রিয়জন এবং অতীতে চারটি অপরাধজনিত দণ্ডভোগ সত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতি ও গণ-পরিষদে (ডুমা) মনোনীত, গুপ্তচর-সংগ্রাহক আর-মালিনভ্স্কির বিচারে মাত্র তিন মাস আগে অভিযোক্তা অনিন্দ্যনীয় শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন।

"প্রত্যেক অপরাধের মূলে সমাজ ব্যবস্থা। আমরা মনে করি ধনতান্ত্রিক জার আমলের আইন অনুযায়ী প্রদত্ত অপরাধের দণ্ড মানুষকে চিরকালের জন্য দুরপনেয় কালিমালিপ্ত করে না……আমরা জানি আমাদের অনেককে অতীতে ঐ ভাবে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে, তবু তাদের অপসারণ প্রয়োজন মনে করিনি। অতীত শাস্তির দাগ বিপ্লবী দলভুক্তিতে বিঘ্নকর হবে, আমাদের নীতির সাথে পরিচিত ব্যক্তি এই ভয়ে ভীত নন।"[৪২]

কমিউনিস্ট পার্টির প্রবক্তা হিসাবে কমরেড ক্রাইলেঙ্কো ঐ সুরে কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর ভ্রান্ত বুদ্ধির ফলে কোসিরেভের মামলায় বীর কোসিরেভের ঝকঝকে মূর্তি অযথা মসীলিপ্ত হচ্ছিল। তাতে আদালতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে কমরেড ঝেরঝিনস্কি বলতে বাধ্য হলেন: "এক মুহূর্ত (শুধু এক মুহূর্ত!) আমার মনে হল অতিরিক্ত কমিশনকে কেন্দ্র করে ইদানিং যে রাজনৈতিক তাপ সৃষ্টি হয়েছে নাগরিক কোসিরেভ্ হয়ত সেই তাপস্পৃষ্ট হয়েছেন।"[৪৩]

হঠাৎ ক্রাইলেঙ্কোর বোধোদয় হল: "আমি অতীতে বা বর্ত্তমানে কখনো চাইনি যে এই বিচার কোসিরেভ্ এবং উসপেনস্কায়ার বিচারের পরিবর্ত্তে চেকা'র বিচারে পরিণত হোক। আমি শুধু তা চাই না এমন নয়, আমি সর্ব্বোপায়ে তা রুখতে বদ্ধপরিকর। সর্ব্বাধিক সৎ, দায়িত্বশীল এবং আত্মসংযমী কমরেডদের উপর অতিরিক্ত কমিশন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে। ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা সত্বেও তাঁরা শত্রুকে আঘাত করার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন……সে জন্য তাঁরা বিপ্লবের ধন্যবাদার্হ……আমি এই দিকটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই, যাতে কেউ আমাকে পরে বলতে না পারেন,—'উনি রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে পরিণত হয়েছিলেন!' "[৪৪] (মানুষ কিন্তু ঠিক তাই বলবে)।

সর্ব্বোচ্চ অভিযোক্তা কী বিপজ্জনক পথে পা বাড়ালেন বুঝে দেখুন! গুপ্ত জীবন যাপন কালীন পরিচিত কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল; তাদের মাধ্যমে আগামী দিনের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারতেন। একাধিক বিচারের মত এই বিচারেও তিনি তাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। '১৯ সালের গোড়ার দিকে লোকমুখে একটা চলতি কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল: 'যথেষ্ট হয়েছে! এবার চেকাকে নিয়ন্ত্রণ করার

সময় এসেছে!" ঐ সময়টি "বুখারিনের প্রবন্ধে চমৎকার চিত্রিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন বিপ্লবী ন্যায়ের স্থান গ্রহণ করবে বৈধকৃত বিপ্লববাদ।"[৪৫]

যে দিকে তাকান দ্বন্দবাদ চোখে পড়বে! ক্রাইলেঙ্কো ঘোষণা করলেন: "বিপ্লবী আদালতকে অতিরিক্ত কমিশনের স্থান গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।" ইতিমধ্যে "বিপ্লবী আদালত অতিরিক্ত কমিশনের (চেকা) সমান তীব্র ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন এবং ধমকাধমকি চালু রাখবে।"[৪৬]

ক্রাইলেঙ্কো কি অতীতকালের কথা বললেন, অর্থাৎ অতিরিক্ত কমিশনকে ইতিমধ্যে কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছে? আরে না, না, অতিরিক্ত কমিশনকে সরিয়ে দেওয়া হবে। চেকা-কর্মীরা কোথায় যাবে? তাদের মহা দুর্দ্দিন। সেইজন্যই গোড়ালি ছোঁয়া গ্রেট কোট পরে তড়িঘড়ি বিপ্লবী আদালতে জবানবন্দী দিতে ছুটতে হল।

কিন্তু কমরেড ক্রাইলেঙ্কো, আপনার সংবাদের সূত্র মিথ্যা হলে?

হ্যাঁ, আলোচ্য সময়ে লুবিয়াঙ্কার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বইটির চেহারা হত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আমার ধারণা, লৌহমানব ফেলিক্স ঝেরঝিনস্কি লেনিনের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলেছিলেন। ফলে ভাগ্যাকাশ আবার মেঘমুক্ত হল। অবশ্য দু'দিন পরে ১৭।২।১৯-এ অখিল রুশ কেন্দ্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধ্যাদেশ অনুসারে চেকাকে বিচার করার অধিকার বঞ্চিত করা হল,—কিন্তু "বেশী দিনের জন্য নয়।"[৪৭]

আমাদের যুগে আদালত আরও জটিল হওয়ার মূলে চুক্কারজনক উসপেনস্কায়ার লজ্জাকর আচরণ। অভিযুক্ত আসামীর কাঠগড়া থেকে তিনি কমরেড পিটার্স পর্যন্ত এমন সব নামজাদা চেকা-কর্মীর গায়ে কাদা ছুঁড়েছিলেন যাদের ইতিপূর্ব্বে কোন বিচার স্পর্শ করতে পারেনি। (জানা গেল দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কাজ উদ্ধার করার ব্যাপারে উসপেনস্কায়া পিটার্সের নিষ্কলুষ নাম ব্যবহার করেছেন; অন্যান্য গুপ্তচরদের সঙ্গে পিটার্সের কথাবার্ত্তার সময় অনুমতির অপেক্ষা না করে তিনি সেখানে বসে পড়তেন) এবার তিনি রিগা শহরে পিটার্সের মসীলিপ্ত অতীতের ইঙ্গিত করলেন। আট মাস চেকা-কর্মীদের সঙ্গে থেকেও উসপেনস্কায়া কী বিষধর সাপে পরিণত হয়েছিলেন দেখুন! এ স্ত্রীলোকের কী করা চলে? এক্ষেত্রে ক্রাইলেঙ্কো চেকা-কর্মীদের সাথে একমত হলেন: "পাকাপাকি শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়া পর্যন্ত, —যা এখন সুদূর-পরাহত (সত্যি?),—বিপ্লবের স্বার্থের দিকে চেয়ে শ্রীমতী উসপেনস্কায়ার বিনাশ ব্যতীত শাস্তি হতে পারে না।" ক্রাইলেঙ্কো "বিনাশ"-এর উল্লেখ করলেন, "গুলি করে হত্যা করতে হবে" বলেননি। নাগরিক ক্রাইলেঙ্কো, হাজার হোক উসপেনস্কায়া উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী! দশ, বড় জোর পঁচিশ বছর সাজা

"সমাজ এবং বিপ্লবের মুখ চেয়ে এ প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব দেওয়া চলে, তার বেশী নয়। আলোচ্য মামলার বন্দীকে কয়েদ করে রাখলে সুফল পাওয়া যাবে না।"

উসপেনস্কায়া উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন······তিনি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী জানতেন······

কোসিরেভ্‌কেও ত্যাগ করা প্রয়োজন হল। ওকে গুলি করে মারা হল, অন্য সবার স্বাস্থ্য রক্ষার্থে।

পুরানো লুবিয়াঙ্কার দলিল সংরক্ষণাগারে কি সত্যিই কোনদিন কোসিরেভের বিষয় কিছু পড়তে পাওয়া যাবে? না, ওরা সব জ্বালিয়ে দেবে। এর মধ্যে দিয়েছে।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, কোসিরেভের মামলা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাই ও বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিনি। এবার একটি ভিন্ন ধরনের মামলার কথা বলব।

(ঘ) গীর্জ্জা পরিচালকদের মামলা—১১-১৬/১/২০

ক্রাইলেঙ্কোর মতে এই মামলাটি "রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করবে।" বিপ্লবের ইতিহাসে, তা বটে! কোসিরেভের টুঁটি ছিঁড়তে লেগেছিল মাত্র একদিন, কিন্তু এই মামলা চলেছিল পুরো পাঁচদিন ধরে।

মূল বিবাদীদের মধ্যে ছিলেন: এ. ডি. সামারিন। রুশ খৃষ্টীয় ধর্মসভার প্রাক্তন প্রধান সংগ্রাহক; ইনি গীর্জ্জাকে জারের শাসনমুক্ত করতে চেয়েছিলেন; রাসপুটিন এঁকে শত্রু মনে করতেন এবং গদিচ্যুত করেছিলেন। মোট কথা, রাশিয়ার এক বিখ্যাত ব্যক্তি)[৪৮]; মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গীর্জ্জা সম্পর্কিত আইনের অধ্যাপক কুজনেৎসভ্‌; মস্কোর পুরোহিতদ্বয় উসপেনস্কি এবং ৎসেৎকভ্‌। (স্বয়ং অভিযোক্তা ৎসেৎকভের বিষয়ে বলেছেন: "এক গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক, জনকল্যাণ কর্ম্মী; সম্ভবতঃ পাদ্রী সম্প্রদায়ের সেরা মানুষ")।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ, তাঁরা মস্কোর সংযুক্ত ধর্মাঞ্চলিক পরিষদ গঠন করেছিলেন। পরিষদ চল্লিশ থেকে আশী বছর বয়স্ক ধর্ম্মবিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে ধর্ম্ম মহাগুরুর (প্যাট্রিয়ার্ক) স্বেচ্ছা-রক্ষীবাহিনী (অস্ত্রধারী নয়) গঠন করেছিলেন। রক্ষী-বাহিনী তাঁর বাসস্থানে দিন রাতের জন্য স্থায়ী পাহারা মোতায়েন করেছিল। পাহারাদারদের দায়িত্ব ছিল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ধর্ম্ম মহাগুরুর কোন বিপদের আশঙ্কা হলে টেলিফোনযোগে এবং গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড়ো করা, যাতে তাঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হলে সেই জনতা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে,—মনে রাখবেন, এর অর্থ প্রতিবিপ্লব!—জনগণের মন্ত্রীদের কাছে তাঁর মুক্তি-ভিক্ষা করতে পারে!

কী সুন্দর প্রাচীন, পবিত্র রুশ পরিকল্পনা! বিপদ ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড়ো করো······এবং আবেদনপত্র হাতে জনতার সাথে চলো!

অভিযোক্তা বিস্মিত হলেন, ধর্ম্ম মহাগুরুর ভয়ের কী কারণ ঘটল ? তাঁর সুরক্ষার পরিকল্পনাই বা করা হল কেন ?

অবশ্য প্রকৃত ভয়ের কারণ বলতে বলা চলে, গত দু' বছর ধরে চেকা অবাঞ্ছিতদের বিরুদ্ধে বিচারাতিরিক্ত প্রতিশোধ চালাচ্ছিল ; অল্প কিছুদিন আগে লাল ফৌজের চারজন কিয়েভের ধর্ম্মগুরুকে (মেট্রোপলিটানকে) খুন করেছিল ; ধর্ম্ম মহাগুরুর বিরুদ্ধে "মামলা খাড়া করা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু গীর্জ্জার অপপ্রচারের প্রভাবাধীন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষকের কথা চিন্তা করে এই শ্রেণীশত্রুদের ঠিক এখনই কিছু বলতে চাই না।"[৪৯] গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মহাগুরুর জন্য ভীত হওয়ার কারণ এইবার বোঝা যাচ্ছে। মহাগুরু তিখন ঐ দু' বছর মুখ বুজে থাকতে অস্বীকার করেছিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসীদের কাছে, পাদরীদের কাছে এবং গণ-প্রতিনিধিদের কাছে তিনি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ছাপাখানা তাঁর বার্তা ছাপতে চায়নি, তাই টাইপ করা হয়েছিল। (সামিজ্‌দাৎ বা স্বয়ং ছাপার প্রথম দৃষ্টান্ত) মানুষের হত্যালীলা এবং গ্রামাঞ্চলে ধ্বংস তাণ্ডবের কাহিনীতে বার্তাগুলি ভরা। এর পরেও তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে ?

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল। সে সময় দেশময় গীর্জ্জার সম্পত্তি গণনা চলছিল। (ইতিপূর্ব্বে মঠ বন্ধ করে গীর্জ্জার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করা হয়েছিল। যাজকদের বিভিন্ন পাত্র, বাটি এবং বাতিদান ছাড়া উক্ত গণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত কিছু ছিল না) ধর্ম্মাঞ্চলিক পরিষদ ধর্ম্মবিশ্বাসীদের আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি করে সকলকে সতর্ক করতে হবে, যাতে ঐ গণনা প্রতিহত হয়। (আর যা হোক ঐ আবেদন অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঐ প্রক্রিয়ায় গীর্জ্জাগুলি অতীতে তাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত করেছিল)।

আঞ্চলিক কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা গীর্জ্জার অপবিত্র করা ও যে আইন মুক্ত বিবেকের প্রতিশ্রুতি দেয় তার স্থূল নিন্দাবাদ এবং লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মন্ত্রীসভার কাছে অবিরাম উদ্ধত দরখাস্ত পাঠানো উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ। ঐ দরখাস্তগুলিতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিন্দা করা হলেও (মন্ত্রীসভার প্রশাসক বনচ্-ব্রুয়েভিচ্-এর সাক্ষ্যমতে) ওগুলির উপর কর্ম্ম-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জঘন্য অপরাধগুলির জন্য অভিযোক্তা সম্ভবতঃ কী শাস্তি দাবী করতে পারতেন ? পাঠকের বিপ্লবী বিবেক অবশ্যই হাজির জবাব দেবে : গুলি করে মারতে হবে। কুজনেৎসভ্ এবং সামারিন্-এর জন্য ক্রাইলেঙ্কোও সেই শাস্তি দাবী করলেন।

কিন্তু ওঁরা যখন হতচ্ছাড়া আইনের প্রথার কচকচি আর অত্যধিক সংখ্যক বুর্জ্জোয়া উকিলের অতি দীর্ঘ বক্তৃতা (যা 'প্রযুক্তিগত কারণে' উল্লেখ করব না)

শোনায় ব্যস্ত, হেনকালে জানা গেল প্রাণদণ্ড উঠে গিয়েছে! কী মুস্কিল! এ যে অসম্ভব! কি করে উঠে গেল? জানা গেল, ঝেরঝিনস্কি ঐ মর্মে চেকাকে একটি আদেশ দিয়েছেন (চেকা আছে, অথচ মৃত্যুদণ্ড নেই?)। কিন্তু মন্ত্রীসভার ঐ আদেশ কি বিপ্লবী আদালতগুলি পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে? না, এখনো হয়নি। ক্রাইলেঙ্কো উৎফুল্ল হলেন। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তিনি গুলির দ্বারা হত্যা দাবী করতে লাগলেন:

"যদি ধরে নেওয়া যায় সাধারণতন্ত্রের স্থায়িত্বের সাথে এই ধরনের মানুষের থেকে ভীতির আশঙ্কা অপসারিত হয়েছে, তবু বর্ত্তমান সৃজনোদ্যমের যুগে বিপ্লবের স্বার্থে টুপি পাল্টানো পুরানো নেতৃবর্গের শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন মনে করি।" আবার "চেকা মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত শক্তি গর্ব্বিত" কিন্তু "এর থেকে আমরা ধরে নেব না যে চিরকালের জন্য……যাবৎ সোভিয়েত শাসনকাল অবধি মৃত্যুদণ্ড প্রশ্নটির এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।"[১০]

যেন দৈববাণী! প্রাণদণ্ড আবার, এবং খুব শীগ্‌গির, চালু হবে। সুদীর্ঘ রেখা মুছে ফেলা যে এখনো বাকি! (স্বয়ং ক্রাইলেঙ্কো এবং তাঁর শ্রেণীর বহু ভাইকেও ত' মুছে ফেলতে হবে)।

বিপ্লবী আদালত বশংবদের মত সামারিন এবং কুজ্‌নেৎসভ্‌কে গুলি করে হত্যার আদেশের সাথে মার্জ্জনার সুপারিশ জুড়ে দিল: **বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম চরম জয়লাভ পর্য্যন্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী থাকতে হবে।** (ওঁদের অদ্যাবধি সে ক্যাম্পে থাকতে হত!) "পাদরী সম্প্রদায়ের সেরা মানুষটিকে পনেরো বছর সাজা দেওয়ার পর কমিয়ে তা পাঁচ করা হয়।"

অভিযোগগুলিকে ন্যূনতম বাস্তব অবয়ব দান করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিবাদীকেও এই বিচারে টেনে আনা হয়েছিল। '১৮ সালের গ্রীষ্মে ঝেনিগরদ মামলায় জড়িত অথচ কোন কারণে দেড় বছর বিচারে না তোলা (হয়ত তোলা হয়েছিল, কিন্তু সুবিধাজনক বলে এই সুযোগে আবার বিচার করা হল) কিছু সাধু সন্ত এবং শিক্ষক এই দলে ছিলেন। '১৮র গ্রীষ্মে কয়েকজন সোভিয়েত কর্মচারী ঝেনিগরদ মঠে মঠাধ্যক্ষ আয়ন[১১]-এর সঙ্গে দেখা করে সন্ত সাভা'র পবিত্র দেহাস্থি তাদের হাতে তুলে দিতে আদেশ করে। ওরা শুধু যে মঠের অভ্যন্তরে এবং দেবমঞ্চের পিছনে ধূমপান করল এবং মাথা থেকে টুপি খুলল না তা নয়, ওদের একজন সাভা'র মাথার খুলি হাতে নিয়ে টুকরো করতে লাগল,—উদ্দেশ্য দেহাস্থির পবিত্রতা অসার প্রতিপন্ন করা। আরও অপবিত্র করণ ঘটল। মঠের বিপদ ঘণ্টা বেজে উঠল। গণ-অভ্যুত্থান হল এবং একজন কি দু'জন সোভিয়েত কর্মী প্রাণ হারাল। (বাকি সোভিয়েত কর্মীরা থুথু ফেলার ঘটনাসহ মঠ অপবিত্র করার সব অভিযোগ অস্বীকার করল এবং ক্রাইলেঙ্কো

তাদের অস্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন।[৭২] বিচার হল কাদের, ঐ কর্মীদের? না, সাধু-সন্তদের।

আমরা পাঠককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে বলি যে: '১৮ সালের পর আমাদের বিচার ব্যবস্থার স্থির লক্ষ্য ছিল যাতে চেকা-কর্মীদের কুৎসিত বিচারপর্ব্ব ছাড়া মস্কোয় অনুষ্ঠিত কোন বিচারই ঘটনাচক্রে জড়ো হওয়া একাধিক দুর্ঘটনার বিচার না প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ প্রতিটি বিচারই বিচার-নীতির দিক নির্দ্দেশ করত; বিচারগুলি আসলে ছিল শো-কেসে রাখা নমুনা যার নকলে বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য সম্ভার উৎপন্ন হতে পারত; সোজা কথায় মানক; এ যেন অঙ্কের বইয়ের একমাত্র আদর্শ সমাধান যা স্কুলের ছাত্ররা নিজে নকল করবে।

সুতরাং "গীর্জ্জা পরিচালকদের মামলা" বললে তা বহুবচনে বুঝতে হবে······অর্থাৎ "একাধিক মামলা"। সর্ব্বোচ্চ অভিযোক্তা স্বয়ং স্বেচ্ছায় ব্যাখ্যা করেছেন: "সাধারণতন্ত্রের প্রায় সব বিপ্লবী-আদালতে ঐ ধরনের বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে।" (কী সুন্দর ভাষা!) কিছুদিন যেতে না যেতেই উত্তর দৈনা, ৎভের্, রিয়াজান, সারাটভ্, কাজান, উফা, সল্ভুচেগদস্ক্ এবং জারেভকোকশাইস্ক্-এর বিপ্লবী আদালতে পাদরী, ধর্ম্মসঙ্গীত গায়ক এবং ধর্ম্মবিশ্বাসী জমায়েতের সক্রিয় সদস্যদের,—"অক্টোবর বিপ্লবে নুক্ত অকৃতজ্ঞ গোঁড়া খৃষ্টীয় গীর্জ্জা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সমুদয়,"[৭৩]—বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পাঠক এইবার একটি বিরোধ লক্ষ্য করবেন: মস্কোর আদর্শ বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কিভাবে ঐ বিচারগুলি হল? ঐ ত' আমাদের বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি। '১৮ সালেই বিচার এবং বিচারাতিরিক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্ত গীর্জ্জার বিনাশ সুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ঝেনিগরদ মামলা থেকে বোঝা যায় '১৮র গ্রীষ্মে তা তীব্রতার শীর্ষে পৌঁচেছিল। ধর্ম্ম মহাগুরু তিখন অক্টোবর '১৮র বার্ত্তায় মন্ত্রীগণের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, গীর্জ্জায় ধর্ম্মপ্রচারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু নির্ভীক যাজক ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ইতিমধ্যে শহীদ হয়েছেন······"ধর্ম্মবিশ্বাসীদের দ্বারা সংগৃহীত বহু শতাব্দীর গীর্জ্জার সম্পদে আপনারা হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তাদের মরণোত্তর ইচ্ছা লঙ্ঘন করতে আপনাদের এতটুকু দ্বিধা হয়নি।" (জনগণের মন্ত্রীরা অবশ্য সে বার্ত্তা পড়েননি। কিন্তু তাঁদের প্রশাসনিক কর্মীরা তা পড়ে হয়ত এক চোট হেসেছেন: এতদিনে ওরা আমাদের নিন্দা করার মত একটি বিষয় পেয়েছে বটে,—মরণোত্তর ইচ্ছা! তোদের পূর্ব্বপুরুষদের গায়ে থুথু ফেলি আমরা! শুধু তাদের উত্তরপুরুষকে আমাদের দরকার) "অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট এবং এলোপাথাড়ি অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপরাধ যাজক, পুরোহিত, সন্ত এবং সন্তনীদের বিনাশ করা হচ্ছে।" যাতে বিপ্লবে গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের সমর্থন পাওয়া যায় সেইজন্য ডেনিকিন এবং কোলচাকের

অভ্যুত্থানের পর এই হত্যালীলা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধ থামতে না থামতে ওরা আবার গীর্জ্জার উপর মুগুর তুলল, বিপ্লবী আদালতে মামলার পর মামলা গড়াতে সুরু করল। '২০ সালে ট্রিনিটি-সেণ্ট সেগিয়াস মঠ আক্রান্ত হল এবং আক্রমণকারীরা দেশপ্রেমী বীর সেগিয়াসের পবিত্র দেহাবশেষ মঠ থেকে উঠিয়ে মস্কোর এক যাদুঘরে নিয়ে রাখল।[৫৪]

২৫।৮।২০-এর নির্দ্দেশে বিচার-মন্ত্রণালয় বললেন, যে-কোন রকমের দেহাবশেষ বিনষ্ট করে দিতে হবে, কারণ ওগুলি নতুন, ন্যায্য সমাজ-ব্যবস্থার জন্য জাজ্জ্বল্যমান আন্দোলনের বিশেষ প্রতিবন্ধক।

স্বয়ং ক্রাইলেঙ্কোর চয়ন করা মামলাগুলি অধিকতর অনুধাবনের জন্য ভের্খত্রিব্ বা সর্ব্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতের (নিজেদের অন্তরঙ্গ মহলে শব্দগুলিকে ওরা কত হ্রস্ব করে বলত, অথচ আমাদের মত কীটাণুকীটের উপর গর্জ্জে উঠত: "উঠে দাঁড়াও! আদালতের অধিবেশন সুরু হয়েছে!") মামলাগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ঙ) "সমর কৌশল কেন্দ্রে"র মামলা—১৬-২০/৮/২০

এই মামলার শুনানিতে আঠাশ জন বিবাদী উপস্থিত ছিলেন। আরও অনেক বিবাদীর অনুপস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হয়েছিল।

তখনো পরুষ না হওয়া কণ্ঠে, শ্রেণী-বিশ্লেষণে শাণিত শব্দ চয়নে সমৃদ্ধ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সর্ব্বোচ্চ অভিযোক্তা জানালেন, "ভূস্বামী এবং ধনিক শ্রেণী ছাড়া আর একটি সামাজিক স্তর ছিল এবং এখনো আছে যার সামাজিক বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজবাদী বিপ্লবের প্রতিনিধিদের বিচারাধীন রয়েছে। (ভাষান্তরে: করব, কি করব না?) এই স্তরের নাম তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী।' বর্ত্তমান বিচারে রুশ বুদ্ধিজীবীদের ক্রিয়াকলাপের উপর ইতিহাসের বিচারের প্রতিফলন"[৫৫] এবং তার উপর বিপ্লবের রায় আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় সমাজবাদী বিপ্লবের প্রতিনিধিরা বুদ্ধিজীবীদের ভাগ্য বিচার করতেন বা তাঁদের বিষয়ে কী পরিকল্পনা করতেন, অনুসন্ধানের গভীর সঙ্কীর্ণতার রুকন তা সম্যক্ ভাবে বোঝার উপায় নেই। যা হোক আমরা এইটুকুতে আশ্বস্ত বোধ করছি যে আবশ্যকীয় তথ্যগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর সর্ব্বসাধারণের নাগালের মধ্যে এসেছে এবং প্রয়োজনবোধে তাদের বিস্তারিত সন্নিবেশ সম্ভব। সুতরাং সাধারণতন্ত্রের সার্ব্বিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে ঐ বছরগুলিতে প্রধানমন্ত্রীর মতামত স্মরণ করতে হয়, যখন বিপ্লবী আদালতের ঘন ঘন বৈঠক বসত।

গোর্কিকে লেখা ১৫।৯।১৯-এর পত্রে, (এই পত্রের উল্লেখ আগে করেছি) লেনিন বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে, যাঁদের অনেকে আলোচ্য মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন, গোর্কির ওকালতির জবাব দিয়েছেন এবং তৎকালীন রুশ বুদ্ধিজীবীদের

একটি মোটা অংশ ("ক্যাডেটদের সহমত বুদ্ধিজীবীর দল") সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "ওরা সত্যিই জাতির মস্তিষ্ক নয়, বিষ্ঠা।"[৫৬] লেনিন অন্য এক সময় গোর্কিকে বলেছিলেন : "যদি আমাদের অত্যধিক সংখ্যক পাত্র ভাঙ্গতে হয়, তা বুদ্ধিজীবীদের দোষে ভাঙ্গতে হবে।"[৫৭] বুদ্ধিজীবীরা সুবিচার চাইলে আমাদের দলে আসে না কেন? "আমি নিজে যে গুলিটি খেয়েছি তা বুদ্ধিজীবীর"[৫৮] (ভাষান্তরে কাপলানের)।

উপরোক্ত অনুভূতির ভিত্তিতে লেনিন বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিরুদ্ধতা প্রকট করতেন : পচা গলা উদার-নীতিক ; "ধার্ম্মিক" ; "দাস মনোভাব-সম্পন্ন শিক্ষিত শ্রেণী।"[৫৯] সর্ব্বদা বিশ্বাস করতেন বুদ্ধিজীবীরা অদূরদর্শী এবং শ্রমিক শ্রেণীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কি কখনো শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল ?)

বুদ্ধিজীবীদের এই বিদ্রূপ এবং ঘৃণা পরে দ্বিতীয় দশকের প্রচার-মাধ্যম সোৎসাহে গ্রহণ করেছিল এবং ক্রমে তা দৈনন্দিন জীবনে স্থান পেল। অবশেষে তাঁদের শাশ্বত চিন্তাহীনতা, চিরন্তন দ্বৈত ভাব, অনন্ত মেরুদণ্ডহীনতা এবং কালের গতির সাথে তাল রাখতে না পারাকে দায়ী করে বুদ্ধিজীবীরাও তা মেনে নিলেন।

এ সবই হল ন্যায়ানুগ! ভের্খত্রিব-এর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে অভিযোক্তার উক্তি অভিযুক্তর বেঞ্চিতে উপবিষ্ট আমাদের কানে বারংবার ফিরে আসত।

"সম্প্রতি কয়েক বছরে সামাজিক স্তরের সার্ব্বিক পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে।" হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুনর্মূল্যায়ন,—তখনকার দিনে প্রায়ই শোনা যেত। কি করে পুনর্মূল্যায়ন ঘটল? এইভাবে : "যে কৃশ বুদ্ধিজীবী সমাজ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী নিয়ে (দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিজীবীরাও চুপচাপ বসে থাকেননি) বিপ্লবের কড়াইতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তাঁরা কৃষ্ণ (শ্বেত ও নয়!) সেনাপতিদের সহায়ক এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুগত চর হয়ে সেই কড়াই থেকে বেরুলেন। বুদ্ধিজীবীরা আপন পতাকা পদদলিত করে (সেনাবাহিনীর মত ?) নিজেদের কর্দ্দমলিপ্ত করলেন।"[৬০]

অনুতাপে আমাদের হৃদয় কেন বিদীর্ণ হয় না? আঙুলের নখ দিয়ে নিজের বুক ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারি না কেন?

এ সমাজের "ব্যক্তি-বিশেষকে মৃত্যুর আঘাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ গোটা সমাজের বাঁচার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে।"[৬১]

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ঐ উক্তি! কী অদ্ভুত দূরদৃষ্টি! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্লবী! (যা হোক, বুদ্ধিজীবীদের খতম করতেই হবে। দ্বিতীয় দশক জুড়ে খতম করতেই হবে। দ্বিতীয় দশক জুড়ে বুদ্ধিজীবী খতম চলল)।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুচর, কৃষ্ণ সেনাপতিদের সাগরেদ আঠাশ জন ব্যক্তিকে আমরা বিরূপ মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা করি। বিশেষতঃ ওদের নামের

সাথে যুক্ত 'কেন্দ্র' শব্দটির দুর্গন্ধ আমাদের বিরূপ মনোভাব জাগ্রত করে,—আজকের সমর কৌশল কেন্দ্র হয়ত আগামীকাল জাতীয় কেন্দ্র বা দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রে পরিণত হবে। (গত দু' যুগের বিচারের ইতিহাসে বারবার একাধিক কেন্দ্র দেখা গিয়েছে : ইঞ্জিনিয়ারদের কেন্দ্র, মেনশেভিকদের কেন্দ্র, ট্রটস্কি-জিনোভিয়েভ্‌পন্থীদের কেন্দ্র, দক্ষিণ-বুখারিনপন্থী কেন্দ্র, ইত্যাদি সব কটি কেন্দ্র চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র সেই কারণে আপনি এবং আমি আজও প্রাণে বেঁচে আছি) প্রতিটি কেন্দ্রের পিছনে সাম্রাজ্যবাদের প্রসারিত হস্ত থাকে।

সুতরাং আমরা কথঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করি যখন শুনি আলোচ্য সমর কৌশল কেন্দ্র কোন সংস্থা নয় এবং তার (১) নিয়মাবলী, (২) কার্য্যক্রম এবং (৩) চাঁদা ছিল না। ওদের তাহলে কী ছিল ? ওদের অপরাধ : ওরা পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করত ! (কী, পড়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন ?) এবং দেখা সাক্ষাৎ হলে ওরা পরস্পর মতামত বিনিময় করত ! (শরীরে হিমপ্রবাহ হচ্ছে না ত ?)

অতি গুরুতর অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণও ছিল। ঐ আঠাশ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে মাত্র দুটি প্রমাণ ছিল,[৬২]—মাইস্কোভস্কি এবং ফিয়োদরভ্‌ (এঁরা বিদেশে ছিলেন) এর লেখা দুটি চিঠি। এই দুই ব্যক্তি অনুপস্থিত হলেও যেহেতু তাঁরা অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সাথে একই দলভুক্ত ছিলেন, তাই তাঁদের অপরাধ উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান গণ্য হল। উক্ত চিঠি দু'টিতে সামান্য কয়েক বিষয়ে তাঁদের সাথে ভেনিকিনের মত বিরোধের উল্লেখ ছিল : কৃষকদের প্রশ্ন (মতভেদ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারিনি ; মনে হয় এঁরা ভেনিকিনকে কৃষকদের জমি দিতে বলেছিলেন), ইহুদিদের প্রশ্ন (মনে হয় এঁরা ইহুদিদের ব্যাপারে পূর্ব্বতন বিধি-নিষেধ ফিরিয়ে আনার বিরুদ্ধে অভিমত দেন) ; সংযুক্ত জাতি গোষ্ঠীর প্রশ্ন (এ সম্পর্কে অনেক কিছু পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে) ; সরকারের গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন (সম্ভব হলে একনায়কতন্ত্রের জায়গায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা) ; এবং ঐ ধরনের আরও অন্যান্য বিষয়। এই সাক্ষ্য থেকে কী প্রমাণিত হয় ? সোজা কথা, পত্র বিনিময়ের অস্তিত্ব এবং ভেনিকিনের সাথে আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মতৈক্য প্রমাণিত হয় ! (গরর্‌ ! গরর !)।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ : তারা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব বহির্ভূত অঞ্চলের সাথে (যথা কিয়েভ) সংবাদাদি বিনিময় করেছেন ! অন্যভাবে বলতে গেলে, ঐ অঞ্চলটি ইতিপূর্বে রাশিয়ার অংশ ছিল, কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে জার্মানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণ তবু যথারীতি পত্র বিনিময় বজায় রেখেছিল : যেমন আইভান আইভানিচ্‌, ওখানে কেমন আছ ? আমরা কেমন আছি, বলছি। কেন্দ্রীয় ক্যাডেট সমিতির সভ্য

এন. এম. কিশকিন্ ত' নিজের কাজের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করার জন্য অভিযুক্তদের বেঞ্চি থেকে ফস করে বলে বসলেন : "মানুষ অন্ধ থাকতে চায় না। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে জানবার চেষ্টা করে।"

কোথায় কি ঘটছে জানবার চেষ্টা করে? অন্ধ থাকতে চায় না? বেশ, তা হলে বলা চলে অভিযোক্তা তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা, সোভিয়েত শক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযুক্ত করে ঠিকই করেছিলেন।

কিন্তু তাঁদের জঘন্যতম অপরাধ : গৃহযুদ্ধের মাঝে তাঁরা বই লিখেছেন, স্মারকলিপি রচনা করেছেন এবং পরিকল্পনা করেছেন। হ্যাঁ, সাংবিধানিক আইন, অর্থ বিজ্ঞান, আর্থিক সম্পর্ক, বিচার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁরা বই লিখেছিলেন। (সহজেই অনুমেয় লেনিন, ট্রট্স্কি এবং বুখারিন ইত্যাদির গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এঁদের গ্রন্থ রচিত হয়নি) অধ্যাপক কতলুয়ারেভ্স্কি রুশ যুক্তরাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে লিখেছিলেন ; ভি. আই. স্টেম্পভ্স্কি কৃষি সমস্যা সম্পর্কে (নিঃসন্দেহে যৌথ খামার বিনা) লিখেছিলেন ; ভি. এস. মুরালেভিচ্ ভবিষ্যতের রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছিলেন ; এন. এন. ভিনোগ্রাদস্কি অর্থনীতি বিষয়ে লিখেছিলেন। আর প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী এন. কে. কলৎসোভ্, যিনি মাতৃভূমির কাছে নির্যাতনের শেষে হত্যা ব্যতীত আর কিছু পাননি, এই প্রমুখ বুর্জোয়াগুলিকে তাঁদের আলাপ আলোচনার সুবিধার্থে নিজের বিদ্যায়তনে জমায়েত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই মামলায় এন. ডি. কন্দ্রাতিয়েভ্কেও জড়ানো হয়েছিল। (টিকেপি বা ভুয়া কৃষিকর্মী দলের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে '৩১ সালে তাঁকে শেষ দণ্ডদান করা হয়)।

অভিযোক্তার অন্তঃকরণ যেন দণ্ডাজ্ঞার আগেই লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। বেশ, জেনারেলের সহায়কদের জন্য কোন দণ্ড যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত? একটিমাত্র দণ্ড,—গুলি করে হত্যা করা হবে! কিন্তু অভিযোক্তা ঐটুকু দণ্ড প্রার্থনা করেননি, কারণ বিপ্লবী-আদালতই ত' ঐ দণ্ড দিয়েছে। (হায়, পরে সে দণ্ড হ্রাস করে গৃহযুদ্ধ অবসান পর্য্যন্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল)।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এক কোণে বসে সিকি পাউণ্ড পাঁউরুটি গলাধঃকরণ ত' করেইনি, বরং "সোভিয়েত রাজের পতনের পর রাষ্ট্রের কী কাঠামো হবে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করেছে।" এ যে প্রকৃত অপরাধ!

সমকালীন বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বিকল্প সম্ভাবনা আলোচনা বলা হয়।

অভিযোক্তা গর্জ্জাতে লাগলেন। তবু তাঁর গর্জ্জনে ফাটা কণ্ঠস্বর ধরা পড়ছিল। অভিযোক্তার আসন থেকে তাঁর চোখদুটি কি আরও এক টুকরো কাগজ খুঁজছিল? সম্ভবতঃ কোন উদ্ধৃতি? যাও, জলদি পা টিপে টিপে গিয়ে দিয়ে এসো, জলদি!

যা পাও, তাই দাও! অন্য কোন বিচারের উপাদান? তাতে কিছু যায় আসে না। আরে, এটা কি, নিকোলাই ভ্যাসিলেভিচ্ ক্রাইলেঙ্কো?

"আমরা মনে করি রাজনৈতিক বন্দীদের কারাগারে আটক রাখার মধ্যেই নির্যাতনের সূত্র নিহিত······"

সুতরাং, এই কথা! রাজবন্দীদের কারাগারে আটক রাখা তা হলে নির্যাতন, এবং অভিযোক্তারও তাঁই মত! কী উদার মত! নতুন বিচার বিধি প্রবর্তিত হচ্ছে! আরও আছে:

"······আর সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাজনৈতিক কর্মীদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল এবং তাঁরা কিছুতেই সংগ্রাম না করে পারতেন না।"[৬৩]

তাই নাকি? তাঁরা বিকল্প সম্ভাবনা আলোচনা না করে পারতেন? সম্ভবতঃ চিন্তা করাই বুদ্ধিজীবীদের স্বভাব?

হায়, ওরা মূর্খের মত অনুপযুক্ত উক্তি এগিয়ে দিয়েছিল। কী ভণ্ডুল, কী ভণ্ডুল! কিন্তু ক্রাইলেঙ্কো ইতিমধ্যে ঘোড়দৌড় লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

"মস্কোর এই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যদি তখন এক মুহূর্তের জন্যও অঙ্গুলি উত্থান না করে থাকেন (মনে হয় তাঁরা করেননি)···চায়ের টেবিলে ভগ্নপ্রায় বর্ণিত সোভিয়েতের বিকল্প ব্যবস্থা আলোচনা প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের সামিল···গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত শক্তি বিরোধী যে-কোন ক্রিয়াকলাপ ত' অপরাধই···সে অপরাধের বিরুদ্ধে কিছু না করাও একটি অপরাধ।"[৬৪]

এতক্ষণে সব পরিষ্কার, বোধগম্য হল। তাহলে ওদের অপরাধ রোধে নিষ্ক্রিয়তার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, বা এক কাপ চায়ের মূল্য দিতে হচ্ছে।

পেত্রোগ্রাদের বুদ্ধিজীবীরা স্থির করেছিলেন ইয়ুডেনিচ্ শহর দখল করলে তাঁরা "সর্ব্বপ্রথম একটি গণতান্ত্রিক পৌরসভা আহ্বান করবেন।" (অর্থাৎ এক সম্ভাব্য একনায়কতন্ত্র থেকে শহরকে সুরক্ষিত করবেন)।

ক্রাইলেঙ্কো বলেন: "আমার ওঁদের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, 'কি ভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করে ইয়ুডেনিচের শহরে ঢোকার পথ রোধ করতে পারেন, এই চিন্তাই সর্ব্বপ্রথম আপনাদের করা উচিত ছিল!'"

কিন্তু, ওঁরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেননি। (সত্যি বলতে, ক্রাইলেঙ্কোও ত' যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেননি)।

অধিকন্তু কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ আলোচনার সবকিছু জানা সত্ত্বেও মুখ বুজে বসেছিলেন, নিন্দাবাদে সই করেননি। (আমাদের সময়ের ভাষায়: "ও জানত, তবু বলেনি)।

এইবার নিছক নিষ্ক্রিয়তা নয়, সক্রিয় অপরাধী ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টান্ত দেব।

রাজনৈতিক রেডক্রসের সদস্য এস. এন. খশেতার মাধ্যমে (ইনিও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বেঞ্চিতে বসে ছিলেন) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কয়েকজন বুতুর্কির বন্দীদের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। (ভেবে দেখুন, ঐ অর্থে বুতুর্কির বন্দী সরবরাহ ভাণ্ডার ভরে উঠল আর কি!) ওঁরা রকমারি প্রয়োজনীয় জিনিষও সরবরাহ করতে পেরেছিলেন (হ্যাঁ, সত্যিই করেছিলেন? হয়ত গরম পোষাকও সরবরাহ করেছিলেন?)

এঁদের দুষ্কর্মের অবধি নেই, সুতরাং সর্ব্বহারা দণ্ডেরও সীমা থাকবে না!

সিনেমা শেষ হয়ে আসার সময় যেমন হয়ে থাকে, অপসৃয়মান ফিল্মের আঠাশটি প্রাক্-বিপ্লব যুগের অস্পষ্ট পুরুষ ও নারী-মুখাবয়ব অতি দ্রুত আমাদের চোখের আড়ালে মিলিয়ে যায়। তাঁদের মুখভাব বোঝার উপায় নেই। তাঁরা ভীত, না ঘৃণাকুঞ্চিত না গর্ব্বিত?

তাঁদের উত্তরও শুনতে পাব না। 'প্রয়োগগত অসুবিধার' দরুন তাঁদের শেষ বাণীও হারিয়ে গেছে। কিন্তু অভিযোক্তা মিহি সুরে সে অপূর্ত্তি পূরণ করেছেন: "এদের জবানবন্দী শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মদূষণ ও অনুশোচনায় ভরা। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্বর্তীকালীন স্থিতি......(হ্যাঁ, এই আরেকটি পাওয়া গিয়েছে: অন্তর্বর্তীকালীন স্থিতি!) বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বলশেভিক দলের মার্ক্সীয় মূল্যায়নের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করে।"[৬৫]

আমি সঠিক জানি না। হয়ত তাঁরা আত্মদূষণ করেছেন, হয়ত করেননি। হয়ত যে কোন উপায়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিল; অপর পক্ষে বুদ্ধিজীবীর পুরানো সম্ভ্রমবোধ হয়ত তখনো অটুট ছিল। সঠিক বলতে পারব না।

দ্রুত বিলীয়মান নারী মুখটি কার?

টলস্টয়ের কন্যা আলেকজান্দ্রার। ক্রাইলেঙ্কো তাকে প্রশ্ন করেছিলেন: "আলোচনার সময় আপনি কি করছিলেন?" আলেকজান্দ্রা উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি সমোভার (চায়ের কেৎলি) সামলাচ্ছিলাম।" কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তিন বছর!

আর ঐ মানুষটি কে? মুখটি যেন চেনা চেনা? উনি সাভা মরোজভ্। তবে শুনুন: উনি এক সময় বলশেভিকদের যাবতীয় অর্থ সরবরাহ করেছেন। আর এখন ঐ লোকগুলিকে কিছু টাকা দিয়েছেন? তিন বছর জেল, কিন্তু উত্তম আচরণের মুচলেকা দিলে দণ্ড মুলতুবি থাকবে। এতেই ওঁর শিক্ষা হবে![৬৬]

এইভাবে আমাদের মুক্তি-সূর্য্য উদিত হয়েছিল। উত্তম লালিত অক্টোবরের দানব শিশু—আইনও এইভাবে বেড়ে উঠতে লাগল।

আজ আমরা আর এত কথা মনে রাখি না।

নবম অধ্যায়

আইনের বয়ঃপ্রাপ্তি

আমাদের আলোচনা ইতিমধ্যে এগিয়েছে, তবু প্রকৃতপক্ষে আদৌ এগোয়নি। বিখ্যাত বড় বড় বিচারগুলি এখনো বাকি। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের মূল নীতি নির্দেশিত হয়েছে।

আইন যখন বয়েজ্ স্কাউট পর্যায়ে সেই সময়কার কথাই আলোচনা করা যাক।

রাজনীতি বহির্ভূত একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মামলার কথা বলছি।

(চ) গ্লাভটপের মামলা—মে '২১

গ্লাভটপের অর্থ মূল জ্বালানি সমিতি। আলোচ্য মামলাটি এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ইঞ্জিনিয়াররা বা তৎকালীন পরিভাষা অনুযায়ী 'বিশেষজ্ঞ' বা 'স্পেৎসি' এতে জড়িত ছিলেন।

চারটি শীতকালব্যাপী গৃহযুদ্ধের মধ্যে ১৯২১ সাল ছিল সর্ব্বাধিক দুর্ভোগময়। কোন প্রকার জ্বালানি ছিল না বললেই হয়। জ্বালানির অভাবে ট্রেনের পরবর্তী স্টেশনে যাওয়ার উপায় থাকত না। রাজধানীগুলিতে শীতকষ্ট এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কারখানায় কারখানায় ধর্ম্মঘট লেগে থাকত,—প্রসঙ্গক্রমে বলি, ইতিহাস থেকে আজ ধর্ম্মঘটের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। দোষ কার? বিরাট প্রশ্ন: কার দোষ?

আর যা হোক, সার্ব্বিক নেতৃত্ব দোষী নয়। এমন কি স্থানীয় নেতৃত্বও দায়ী নয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। "যে কমরেডদের প্রায়ই বাইরে থেকে আনা হত,"—অর্থাৎ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ,—তাঁদের যদি বিষয়বস্তুর সঠিক উপলব্ধি না হয়ে থাকে, তবে ইঞ্জিনিয়ারদের অর্থাৎ স্পেৎসির তাঁদের "সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ" নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।[১] এর অর্থ, "নেতৃবৃন্দের দোষ নয়…যাঁরা হিসাব করেছেন, হিসাব পরীক্ষা করেছেন এবং পরিকল্পনা খাড়া করেছেন,"—যে পরিকল্পনার অর্থ কয়েকটি শূন্যের সমন্বয়ে তাপ এবং শস্য উৎপাদন,—তাঁরাই দোষী। যারা হিসাব করতে বাধ্য করল তারা দোষী নয়, যারা হিসাব করল তারা দোষী! পরিকল্পনা স্ফীত প্রমাণিত হলে স্পেৎসি দায়ী। হিসাব না মিললে "শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ, এমনকি গ্লাভটপের কর্তৃত্বভার যে দায়িত্বশীল[২] ব্যক্তিবর্গের উপর, তাঁরা দায়ী নন। সে দোষ স্পেৎসির।"

কয়লা, জ্বালানি কাঠ বা পেট্রোল নেই কারণ স্পেৎসি এক "জগাখিচুড়ি, গোলমেলে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।" সরকার এবং রাইকত্-এর জরুরী কোনবার্তা অগ্রাহ্য না করে পরিকল্পনার অতিরিক্ত জ্বালানি দিয়েছেন তাঁরা,—সুতরাং দোষী।

স্পেৎসি সবকিছুর জন্য দায়ী। তবু সর্বহারার আদালত তাদের প্রতি নির্দয় ছিল না। সে আদালতের দণ্ড ছিল লঘু। সর্বহারার অন্তঃকরণে হতচ্ছাড়া স্পেৎসির উপর রাগ থাকলেও তা পুষে রাখতে হত কারণ ওদের বাদ দিয়ে চলে না, সব উজাড় হয়ে যাবে যে। সর্বহারার আদালত ওদের সাজা দেয়নি। এমন কি ক্রাইলেঙ্কো বলেছেন, '২০ সাল থেকে "অন্তর্ঘাতের কোন প্রশ্ন ছিল না।" স্পেৎসিকে যে দোষী করা হয়েছিল তা আদালতের ঈর্ষার জন্য নয়; ওরা দোষী, কারণ সোজা কথায় ওরা অপটু। ওরা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে জানে না। ধনতন্ত্রের আমলে ওরা হয় কোন কাজ-কর্ম শেখেনি নয় ওরা ছিল অহংগর্বে গর্বিত ঘুষখোর।

তাই পুনর্নির্মাণের যুগের গোড়ায় ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি অদ্ভুত উদারতা দেখা দিয়েছিল।

শান্তির প্রথম বছর '২২ সাল ছিল গণবিচারে সমৃদ্ধ, এত সমৃদ্ধ যে এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টি ঐ এক বছরের বিচার কাহিনীর জন্য ব্যয়িত হবে। (সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে ভাবত, যুদ্ধ শেষ হল তবু আদালতে কেন চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায়? '৪৫ এবং '৪৮-এও ড্রাগন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যেও কি এক সহজ নিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে না?)

ডিসেম্বর '২১-এর সোভিয়েতের নবম অধিবেশনে স্থির হল চেকার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হবে* এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেকার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে তার নতুন নামকরণ হল জিপিইউ। তেমনি অক্টোবর '২২-এ জিপিইউর ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হল এবং ডিসেম্বরে ঝের্ঝিনস্কি প্রাভদার প্রতিনিধিকে বললেন: "সোভিয়েত-বিরোধী স্রোত ও গোষ্ঠীগুলির উপর আমাদের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জিপিইউ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁটে ফেলে গুণগত দিক থেকে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।"[৪]

তাই '২২-এর গোড়ায় নিম্নলিখিত মামলাটি এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না:

(ছ) ইঞ্জিনিয়ার ওল্‌দেনবর্গারের আত্মহত্যার মামলা (তের্খত্রিব্ বা সর্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতে কজন্যার। '২২-এ বিচার হয়েছিল)।

মামলাটি গুরুত্বপূর্ণ বা মার্কামারা ধরনের নয়। তাই জনসাধারণ এর কথা ভুলে গিয়েছে। এইজন্য মার্কামারা ধরনের নয় যে, এর বিস্তার এমন এক একক জীবন জুড়ে যা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবং যদি সে জীবন শেষ না হয়ে যেত তা হলে সেই ইঞ্জিনিয়ারসহ আরও দশজন,—এঁরা সবাই একটি কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত,—

ভের্খত্রিবের বিচারপ্রার্থী হতেন। মামলাটিও সে ক্ষেত্রে অন্ত মার্কামারা মামলার মত হত। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত কমরেড সেলেলনিকভ, আর. কে. আই. বা শ্রমিক-কৃষক নিরীক্ষণ সংস্থার দু'জন সদস্য এবং দু'জন ট্রেডইউনিয়ন কর্মী।

কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসা চেকভের বীণাতন্ত্রীর তার টঙ্কারের মত এই মামলাতেও বেদনার সুর পরিব্যাপ্ত ছিল। মামলাটিকে এক প্রকার শাখ্‌তি ও প্রম্‌পার্টি বিচারের পূর্ব্বসূরী বলা চলে।

ভি. ভি. ওল্ডেনবর্গার ত্রিশ বছর যাবৎ মস্কোর জল সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ করার পর বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তার চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। তাঁর কার্য্যকালের মধ্যে শিল্পকলার রৌপ্যযুগ, চারটি রাষ্ট্রীয় গণপ্রতিনিধি পরিষদ, তিনটি যুদ্ধ এবং তিনটি বিপ্লব এসেছে এবং চলে গিয়েছে। মস্কোবাসী মাত্রেই ঐ সময়ে ওল্ডেনবর্গারের জল খেয়েছে। শিখরবাদী ও ভবিষ্যবাদী, বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল, সমর শিক্ষার্থী ও লাল রক্ষী, মন্ত্রীসভা, চেকা, এবং শ্রমিক-কৃষক নিরীক্ষণ ব্যবস্থা,—এরা সবাই ওল্ডেনবর্গারের পবিত্র শীতল জল পান করেছে। তিনি বিয়ে-থা করেননি। তাঁর সারা জীবন জুড়ে ছিল একটি জল সরবরাহ ব্যবস্থা। ১৯০৫ সালে তিনি সৈন্যদের জলের পাইপ পাহারার অনুমতি দেননি কারণ, "বেখাপ্পা কাজ করে হয়ত ওরা পাইপ বা যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দেবে।" ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের দ্বিতীয় দিনে তিনি তাঁর কর্মীদের বলেছিলেন: যথেষ্ট হয়েছে, বিপ্লব চুকে গিয়েছে; এবার কাজে যাও; জল সরবরাহ চালু রাখতেই হবে। মস্কোর অক্টোবরের মারামারির সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল, জল সরবরাহ ব্যবস্থার সুরক্ষা। বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের সমর্থনে তাঁর সহকর্মীরা ধর্মঘট করল এবং তাঁকে যোগ দিতে আহ্বান করল। তিনি উত্তর দিলেন: "আমাকে মাফ করো, কাজ চালু রাখার কথা চিন্তা করে আমি ধর্মঘটে যোগ দিতে পারি না......অপর সব দিক থেকে আমিও একজন ধর্মঘটী।" তিনি ধর্মঘটীদের জন্য ধর্মঘট সমিতির থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য রসিদও দিয়েছেন, কিন্তু নিজে যন্ত্র হাতে ভাঙ্গা পাইপ মেরামত করতে ছুটে গেছেন।

এত করা সত্বেও তিনি শত্রু পরিগণিত হলেন। তিনি নাকি কোন শ্রমিককে বলেছিলেন, "সোভিয়েত রাজ দু' সপ্তাহও টিকবে না।" (নব আর্থিক নীতি ঘোষিত হওয়ার আগে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভের্খত্রিবের সামনে ক্রাইলেঙ্কোও কিছু খোলাখুলি কথাবার্ত্তা বলেছিলেন: "ইনি একমাত্র স্পেৎসি নন যিনি সে সময় ঐ কথা ভাবতেন। আমরা নিজেরা তখন একাধিকবার ঐ চিন্তা করেছি")।

তবু ঐ ওজেনবর্গীয় একজন শত্রু! স্বয়ং কমরেড লেনিনই ত' আমাদের বলেছিলেন : বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের উপর নজর রাখার জন্য পাহারাদার প্রয়োজন,—আর. কে. আই. অথবা শ্রমিক-কৃষক নিরীক্ষণ ব্যবস্থা।

ওজেনবর্গীয়ের উপর নজর রাখার জন্য দু'জন পুর্ণ সময়ের পাহারাদার নিয়োগ দিয়ে কাজ শুরু হল। (একজন পাহারাদার, মাকারভ—জেমলিয়ান্স্কি ছিল ঠগবাজ এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রাক্তন কেরাণী। "অশোভন আচরণের" জন্য ওর চাকরি গিয়েছিল। ও তখন আর. কে. আইতে যোগ দিল কারণ ওরা "আরও ভাল মাইনে দেয়।" যে ওপরওলা ওকে একদা বরখাস্ত করেছিলেন ও এবার নতুন ক্ষমতার শিখর থেকে তাঁর উপর প্রতিশোধ নিতে লেগে গেল) এর উপর ছিল শ্রমিক স্বার্থের অদ্বিতীয় রক্ষক কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় সমিতি; তারাও ঝিমুচ্ছিল না। জল সরবরাহ ব্যবস্থার শীর্ষে কমিউনিস্টরা নিযুক্ত হল। "একমাত্র শ্রমিকরা উচ্চতম পদে নিযুক্ত হবে। নেতৃত্ব পর্য্যায়ে থাকবে একমাত্র কমিউনিস্ট শ্রমিকরা; বিচারে এই মতের বিচক্ষণতা সমর্থিত হয়েছে।"[৫]

কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নজর রেখেছিল। তার উপর ছিল চেকা। "সুস্থ শ্রেণী-শত্রুতার উপর আমরা আমাদের সেনাদল গড়ে তুলেছি। শ্রেণী-শত্রুতার কথা স্মরণ করে আমরা তার উপর একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত না করে, আমাদের দল বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না।"[৬] অতএব ওরা সাথে সাথে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দ্দেশ দিতে, হুকুম দিতে, তাঁর তদারকি করতে এবং তাঁর অজ্ঞাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীদের শিফট্ বদলে দিতে লাগল। ("ওরা ব্যবসায়ীদের বাসা পুরো ভেঙ্গে দিয়েছিল।")

ওরা তবু জল সরবরাহ ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে পারেনি। ইঞ্জিনিয়ারের দল এত চালাকি করে বদ মতলব এঁটেছিল যে ক্রমে অবস্থার অবনতি হতে লাগল! অধিকন্তু বুদ্ধিজীবীর যে অন্তর্বর্তী স্থিতির দরুন তিনি নিজেকে কখনো স্পষ্ট প্রকাশ করেননি, সেই অন্তর্বর্তী স্থিতি দুঃসাহসে জয় করে ওজেনবর্গীয় নব নিযুক্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান জেমুক-এর (এর সম্পর্কে ক্রাইলেঙ্কো বলেন : "ভিতরের গঠনের বিচারে চমৎকার মানুষ") কাজকর্মকে মূর্খ একগুঁয়েমি অভিহিত করলেন।

এই সময় পরিষ্কার জানা গেল যে "ইঞ্জিনিয়ার ওজেনবর্গীয় সজ্ঞানে শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের খোলাখুলি শত্রুতা করছেন।" কর্তৃপক্ষ জল সরবরাহ ব্যবস্থা তদন্ত দল পাঠালেন। তদন্ত দল দেখল সব ঠিক আছে, জল সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। আর. কে. আই-এর লোকজন বা 'রাবক্রিনস্পেৎসি' এতে সন্তুষ্ট হল না। ওরা রিপোর্টের পর রিপোর্ট পাঠাতে লাগল :

গুভেনবর্গার "রাজনৈতিক কারণে জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে তছনছ করে দিতে চায়," কিন্তু এখনো পেরে ওঠেনি। ওরা তাঁর সুরক্তিসন্ধিতে যথাসম্ভব বাধা দিয়েছে: অর্থ অপচয় হতে পারে, এমন বরদায় মেরামত বন্ধ করেছে এবং কাঠের পরিবর্তে কংক্রীটের চৌবাচ্চা তৈরী করিয়ে খরচ করিয়েছে। জল সরবরাহ কর্মীদের সভায় নেতারা খোলাখুলি বলতে লাগল, তাদের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার "সংগঠিত প্রযুক্তিগত অন্তর্ঘাতের কেন্দ্র স্বরূপ"; সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না, তাঁকে প্রতি পদে বাধা দিতে হবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জল সরবরাহ সংক্রান্ত কাজকর্মের উন্নতি ত' হলই না, বরং অবনতি হল।

শ্রমিক-কৃষক নিরীক্ষণ সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের "বংশ পরম্পরাগত সর্বহারা মনোবৃত্তিতে" যা বিশেষতঃ লজ্জাজনক মনে হয়েছিল তা হল পাম্পিং স্টেশনের অধিকাংশ শ্রমিক "খুদে বুর্জোয়া মনোবৃত্তিদ্বারা দূষিত"; ফলে তারা গুভেনবর্গারের অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ ত' বুঝতে পারেই না, বরং তাঁকে সমর্থন করে। এই সময় মস্কো সোভিয়েতের নির্বাচন হচ্ছিল। শ্রমিকরা জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে গুভেনবর্গারকে নির্বাচন করল। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে পার্টি সমর্থিত নির্বাচন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। যা হোক চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের শ্রমিকদের প্রতারণা করার ক্ষমতা থাকার জন্য তাতে ফল হল না। তবু কমিউনিস্ট পার্টি চক্র জিলা পার্টি সমিতিতে বিষয়টি তুলল, এবং এক খোলা সভার ঘোষণা করল যে "গুভেনবর্গার অন্তর্ঘাতের আত্মা এবং কেন্দ্র; সুতরাং মস্কো সোভিয়েত তাঁকে রাজনৈতিক শত্রু মনে করে!" শ্রমিকরা চিৎকার করে জবাব দিল "অসত্য! মিথ্যা!" তখন পার্টি সমিতির সচিব, কমরেড সেদেলনিকভ্ হাজার কয়েক সর্বহারার মুখের উপর বলে বসলেন, "আমি শ' খানেক কালোর দল' (জার আমলের এক নৈরাজ্যবাদী দল) আর প্রতিক্রিয়াশীল হত্যাকারীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।" অর্থাৎ, তোমাদের সঙ্গে অন্য কোথাও কথা বলব।

কমিউনিস্ট পার্টিও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করল: জল সরবরাহ প্রশাসন থেকে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে বিতাড়িত করে তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধানাধীন রাখা হল; তাঁকে অবিরাম একাধিক তদন্ত দল বা উপদলের সামনে ডেকে পাঠানো হত; জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ওরা তাঁকে অত্যন্ত জরুরী কোন কাজের ভার দিত। প্রতিবার তিনি হাজির হতে না পারলে তা "ভবিষ্যতে বিচারের উদ্দেশ্যে" নথিভুক্ত করা হত। শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের (অধ্যক্ষ-কমরেড লেনিন) মাধ্যমে ওরা জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য একটি অসাধারণ ত্রএকা নিযুক্ত করল। এই ত্রএকায় ছিলেন আর. কে. আই. এবং ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি কমরেড কুইবুশেভ্।

ব্যাপারটি ওত দিনে চতুর্থ বছরে পড়েছে। জল তখনো যথারীতি পাইপ দিয়ে বইছে এবং মস্কোবাসী তা পান করে কোন ত্রুটি বুঝছিলেন না।

এই সময় 'আর্থিক জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কমরেড সেদেলনিকভ্ লিখলেন: "মূল জল সরবরাহ নলের দুরবস্থা সম্পর্কিত গুজবে জনসাধারণ বিচলিত হয়েছেন......" বহু নতুন ও শঙ্কাজনক গুজবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করলেন, "মস্কো শহরের ভিত্তি (আইভান কালিতা চতুর্দশ শতাব্দীতে মস্কো শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন) তলিয়ে দেওয়ার কুমতলবে জল সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে ভূগর্ভে জল পাম্প করা হচ্ছে।" মস্কো সোভিয়েতের এক তদন্ত দলকে আহ্বান করা হল। তদন্ত দল দেখলেন "জল সরবরাহ ব্যবস্থা সন্তোষজনক এবং তার প্রযুক্তিগত পরিচালনাও সুপটু।" ওল্ডেনবর্গার সব অভিযোগ অস্বীকার করলেন। সেদেলনিকভ্ তখন সহজভাবে ঘোষণা করলেন, "যাতে স্পেৎসির প্রশ্নটি বিবেচিত হয় সেইজন্য আমি এই ব্যাপারে সোরগোল করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।"

অতঃপর শ্রমিক নেতৃবর্গের কী করণীয় থাকতে পারে? চরম, অভ্রান্ত পদ্ধতি কোনটি? চেকার কাছে নিন্দাবাদ? সেদেলনিকভ্ তাই করলেন! তিনি "ওল্ডেনবর্গার দ্বারা সজ্ঞানে জল সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংসের ছবি আঁকলেন।" তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে "লাল মস্কোর অভ্যন্তরে জল সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রতিবিপ্লবী সংগঠন রয়েছে।" কবলেভো জল সরবরাহ কেন্দ্রে কী মারাত্মক কাণ্ডই ঘটতে চলেছে!

এই সময় ওল্ডেনবর্গার কৌশলহীন রুক্ষ ব্যবহারের,—অন্তর্বর্তী স্থিতিবান, মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীর বিস্ফোরণ,—দোষে দোষী হলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদেশ থেকে নতুন বয়লার কেনার অনুমতি দিলেন না; সে সময়ের রাশিয়ায় পুরানো বয়লার মেরামতও অসম্ভব। (একক মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বেশী হয়ে গিয়েছিল; এসব সইবার প্রস্তুতিও তাঁর হয়নি)।

কর্তৃপক্ষের খাটুনি বিফল হবার নয়। ওল্ডেনবর্গার ছাড়াও প্রতিবিপ্লবী সংগঠন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবার আর. কে. আই. সব ফাঁস করার দায়িত্ব নিল। দু'মাস ধরে গোপন মারপ্যাঁচ চলতে থাকল। কিন্তু নব আর্থিক পরিকল্পনার গোড়ার দিকে ভাব-সাব এমন ছিল যে "উভয়দিকে শিক্ষাদান প্রয়োজন হত।" সুতরাং সর্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতে বিচার অনুষ্ঠান করতে হল। ক্রাইলেঙ্কো মোটামুটি কঠোর এবং নির্দয় ভঙ্গী নিলেন। ওঁর ভাব এমন, যেন সব বুঝতে পারেন: "রুশ শ্রমিক ঠিকই বুঝেছে, তার শ্রেণী বহির্ভূত যে কোন মানুষ তার বন্ধু অপেক্ষা শত্রু হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।"[১] তবু: "আমাদের সাধারণ, ব্যবহারিক নীতির অধিকতর পরিবর্তনের দরুন হয়ত আমাদের আরও ছাড় দিতে, আরও পশ্চাদপসরণ এবং মারপ্যাঁচের

আশ্রয় নেওয়ার জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। হয়ত পার্টি এমন সংঘর্ষ কৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য হবে যার বিরুদ্ধে সৎ, নিষ্ঠ সৈনিকের আদিম যুক্তি প্রতিবাদ করতে পারে।"[৮]

একথা সত্যি যে, যে শ্রমিকরা সেদেলনিকভ্ এবং আর. কে. আই-এর লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালত "অনায়াসে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিল।" আর বিবাদী সেদেলনিকভ্ অভিযোক্তার ধমকের উদ্ধত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন: "কমরেড ক্রাইলেঙ্কো! আমি ঐ সব অনুচ্ছেদগুলিই জানি। আমরা এখানে কোন শ্রেণী-শত্রুর বিচার করছি না। ঐ অনুচ্ছেদগুলি শ্রেণী-শত্রুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

যা হোক ক্রাইলেঙ্কো বেশ পুরু এবং ব্যাপকভাবে অভিযোগগুলি মেলে ধরেছিলেন: ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা রেষারেষি, এই ধরনের কোন পরিস্থিতি, যাতে অপরাধের গুরুত্ব বাড়ে……সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাছে জেনেশুনে মিথ্যা নিন্দাবাদ করা……সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ……রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ……সরকারী চাকুরে এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সভ্যের ক্ষমতা এবং মর্য্যাদার অপপ্রয়োগ……জল সরবরাহের কাজে অব্যবস্থা……অতি অল্প সংখ্যক ঐ ধরনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন যাঁদের বদলে লোক পাওয়া অসম্ভব ছিল……সেই সুযোগে মস্কো সোভিয়েত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষতি সাধন। "আমরা ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির উল্লেখ করতে চাই না……আমাদের যুগে সংগ্রামই জীবনের প্রধান উপজীব্য বস্তু। তাই অপূরণীয় ক্ষতিগুলির খতিয়ান না করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।"[১] সর্ব্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতকে তার গুরুতায় রায় উচ্চারণ করতেই হবে: "উপযুক্ত কঠোরতাসহ দণ্ডের মূল্যায়ন করতে হবে!……আমরা এখানে তামাসা করতে আসিনি।"

হা ঈশ্বর! এরা শেষ পর্য্যন্ত কী পারে? যা চাইছে তা পাবে কি? পাঠকও এতক্ষণে উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন: ওদের সবাইকে গুলি করে……।

এবং তাই সত্যি। ওদের অকৃত্রিম পরিতাপের কথা স্মরণ করে ওদের জনসমক্ষে অপমানিত করা হবে। সবাইয়ের শাস্তি হবে,—সমাজ থেকে বহিষ্কার এবং উপহাস।

ছুটি সত্য……।

শুনেছি সেদেলনিকভের এক বছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

এ কথা যদি আমি বিশ্বাস না করতে চাই আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

দ্বিতীয় দশকের চারণ-কবিরা, আপনারা উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দের ছবি আঁকেন! যাঁরা দ্বিতীয় দশকের দূরতম প্রান্ত ছুঁয়েছেন, এমন কি শৈশবে, কখনো তা ভুলবেন না। আর ঐ কদাকার অবয়ব এবং ভারী মুখবগুলের অধীশ্বররা, যাঁদের একমাত্র কাজ ছিল ইঞ্জিনিয়ারদের খতম করা, ঐ দ্বিতীয় দশকেও তাঁরা পেট পুরে খেয়েছেন।

আজ দেখা যাচ্ছে ওঁরা '১৮ সাল থেকেই কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলেন।

□

পরবর্ত্তী দুটি বিচারে আমরা প্রিয় প্রধান অভিযোক্তাকে অল্পক্ষণের জন্য ছুটি দেব। তিনি সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিরাট বিচারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।[১০] ঐ জবরদস্ত বিচার আগেই ইউরোপে প্রচণ্ড ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিল। তাতে বিচারমন্ত্রণালয় হঠাৎ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল : পুরানো বা নতুন যে-কোন প্রকার বিধি ছাড়াই আমরা বিগত চার বছর বিচার চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সম্ভবতঃ ক্রাইলেঙ্কোও এ বিষয়ে বিচলিত হয়েছিলেন। উপযুক্ত সময়ের আগে সবকিছু পরিচ্ছন্ন করে ফেলা দরকার।

আগামী দিনে গীর্জ্জা সম্বন্ধীয় বিচারগুলি আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ওতে প্রগতিবাদী ইউরোপের কৌতূহল নেই। ও বিচারগুলি বিধি ছাড়া হতে পারবে।

আমাদের ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে রাষ্ট্র এবং গীর্জ্জার পৃথকীকরণ রাষ্ট্র এমনভাবে করেছিল যার ফলে গীর্জ্জা এবং গীর্জ্জায় রক্ষিত বা অঙ্কিত সবকিছু রাষ্ট্রের সম্পত্তি গণ্য হত। শুধু সেই গীর্জ্জাই ধর্ম্মীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে রয়ে গিয়েছিল শাস্ত্রগ্রন্থ মতে যার দেউল হৃদয়ে। '১৮ সালে যখন আশাতীত দ্রুত এবং সহজে রাজনৈতিক জয়লাভ আয়ত্ত হল, রাষ্ট্র তখনই গীর্জ্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল। এই উল্লম্ফনে অতি তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। অধিকন্তু গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আর একটি আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ ঘোষণা আদৌ সুবুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং কমিউনিস্ট ও খৃষ্টানদের মধ্যে আলোচনা স্থগিত রাখা প্রয়োজন হল।

গৃহযুদ্ধ শেষে তার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ ভল্গা অঞ্চলে অভূতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সরকারী ইতিহাসে এ বিষয়ে মাত্র দু' লাইন লেখা আছে ; কারণ এ দুর্ভিক্ষ গৃহযুদ্ধের জয়মাল্য অলঙ্করণে সহায়ক হয়নি। তবু দুর্ভিক্ষ প্রকৃতই ঘটেছিল। তার প্রকোপে মানুষ নরখাদকে পরিণত হয়েছিল। বাপ মা শিশুদের খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। রাশিয়ার কখনো, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় 'ভয়ঙ্কর সঙ্কটের' যুগেও এই প্রকার দুর্ভিক্ষ হয়নি। (কারণ, ঐতিহাসিকরা বলেন, সে সময় না-ঝাড়াই করা শস্যের ভাণ্ডার তুষার ও বরফের নিচে বহু বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় রয়ে যেত) বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা যা দেখেছি বা জেনেছি ঐ বিষয়ে কোন চলচ্চিত্র থাকলে তার উপর নতুন আলোকপাত করত। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন চলচ্চিত্র, উপন্যাস বা পরিসংখ্যান নেই, —সব প্রচেষ্টা ঐ অধ্যায় ভুলিয়ে দেওয়ায় কেন্দ্রীভূত,

যেহেতু ওতে আমাদের গৌরব বাড়ে না। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে আমরা কুলাকদের দোষী করতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু ঐ ব্যাপক মৃত্যুর মধ্যে কুলাক বলতে কারা ছিল? লুনাচারস্কির প্রতি পত্রাবলীতে (লুনাচারস্কির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও চিঠিগুলি সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়নি)[১১] ভি. জি. কোরোলেঙ্কো মহামারীর মত সার্বিক দুর্ভিক্ষ এবং নিঃস্বতার রাশিয়ায় অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি তখন বন্দুক হাতে নিয়েছে, ফলে শস্য উৎপাদনের হার নেমে গিয়েছিল শূন্যে। তাছাড়া, কৃষকের মনে ন্যূনতম বিশ্বাস বা আশা ছিল না যে উৎপন্ন শস্যের সামান্যতম অংশও সে পাবে। একদিন হয়ত কেউ হিসাব দেবেন ব্রেস্ট্-লিটভস্কের শান্তিচুক্তির শর্ত পূরণ করতে শস্য বোঝাই কতগুলি মালগাড়ি কত মাস যাবৎ জার্মান সাম্রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেছে, —এমন রুশ অঞ্চলগুলি থেকে যেগুলি অনতিকাল পরে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস কবলিত হবে এবং এমন এক রুশ দেশ থেকে যার প্রতিবাদ করার শক্তি হয়েছিল অপহৃত,— যাতে জার্মানী পশ্চিমী দেশগুলির সাথে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে পারে।

এর মধ্যে এক প্রত্যক্ষ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ছিল। আমরা সংবিধান সভার মোকাবিলা করতে অধীর হয়েছিলাম তাই ভল্গা অঞ্চলের কৃষকরা নিজেদের শিশুকে খেতে বাধ্য হয়েছিল।

জনসাধারণের ধ্বংসের মধ্যে থেকে স্বার্থসিদ্ধি করার নাম রাজনৈতিক প্রতিভা। একটি চমৎকার বুদ্ধির উন্মেষ হল, যাতে এক ঢিলে তিন পাখী মারা সম্ভব হল। স্থির হল, এবার পুরোহিতরা ভল্গা অঞ্চলের মানুষকে খাওয়াক! ওরা খৃষ্টান, দয়ালু।

(১) পুরোহিতরা ঐ দায়িত্ব নিতে রাজী না হলে দুর্ভিক্ষের জন্য ওদের সর্বতো-ভাবে দায়ী করে, গীর্জা ধ্বংস করে দিতে হবে।

(২) ওরা রাজী হলে, আমরা গীর্জাগুলি পরিষ্কার করে ফেলব।

(৩) ওরা রাজী হোক, বা না হোক উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা এবং মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতে পারব।

সম্ভবতঃ গীর্জা কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপ থেকে বুদ্ধিটির উদ্ভব হয়েছিল। ধর্ম মহাগুরু তিখনের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় আগষ্ট '২১ বা দুর্ভিক্ষের গোড়ার দিকে গীর্জার তরফ থেকে ধর্মাঞ্চলীয় এবং অখিল রুশ দুর্ভিক্ষ-ত্রাণসমিতি স্থাপন করে তহবিল সংগ্রহ করা সুরু হয়েছিল। কিন্তু গীর্জা থেকে সরাসরি অভুক্ত মানুষের মুখে আহার্য্য পৌঁছলে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ার কথা। তাই সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষণা করে সংগৃহীত তহবিল বাজেয়াপ্ত এবং সরকারী কোষাগারে দিয়ে দেওয়া হল। তিখন রোমে পোপ এবং ইংলণ্ডে ক্যান্টারবেরীর আর্চ বিশপের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তাঁকে এই জন্য তিরস্কার করা হল, কারণ একমাত্র

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের বিদেশীদের সাথে আলাপ আলোচনার অধিকার আছে। সত্যিই ত'। তা হলে অত ভয় পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? খবরকাগজগুলি লিখল, স্বয়ং সরকারের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে।

ইতিমধ্যে ভল্গা অঞ্চলের মানুষ ঘাস, জুতোর সোল খেতে এবং দরজায় ছিটকিনি চিবুতে সুরু করেছে। অবশেষে ডিসেম্বর '২১-এ পম্‌গোল বা রাষ্ট্রীয় দুর্ভিক্ষ ত্রাণ পরিষদ প্রস্তাব করল, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অত্যাবশ্যক নয় এমন গীর্জা সম্পদ দান করে গীর্জা কর্তৃপক্ষ অভুক্ত মানুষের সহায়তা করুক। ধর্মমহাগুরু সম্মত হলেন। পম্‌গোল নির্দেশ দিল, প্রত্যেক দান একান্ত স্বেচ্ছায় দান হতে হবে! ১৯।২।২২-এর চিঠিতে ধর্মমহাগুরু আঞ্চলিক গীর্জা পরিষদকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাৎপর্য্যহীন সম্পদ দান করার অনুমতি দিলেন।

এইভাবে সবকিছু হয়ত এমন এক সমঝোতায় পর্য্যবসিত হত যদ্দারা সর্ব্বহারার বাসনা ধূলিসাৎ হত। রুশ সংবিধান সভায় অল্পদিন আগে একবার তাই হয়েছে এবং বাকসর্ব্বস্ব ইউরোপীয় লোকসভাগুলিতে তখনো তাই হত।

উপরোক্ত চিন্তা কর্তৃপক্ষকে বিদ্যুৎ চমকের মত দ্রুত সচকিত করল। আর চিন্তার উদ্ভব হতে না হতেই অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্ব্বাহী সমিতি ২৬।২।২২-এর অধ্যাদেশ জারী করল: দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য গীর্জার সব মূল্যবান সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে!

তিখন কালিনিনকে চিঠি লিখলেন। কালিনিন জবাব দিলেন না। অতঃপর ২৮।২।২২-এর পত্রে ধর্মমহাগুরু তিখন সব গীর্জাকে জানিয়ে দিলেন ২৬।২।২২-এর অধ্যাদেশ গীর্জার পবিত্রতা উল্লঙ্ঘন করেছে, সুতরাং তা তাঁর অনুমোদনের অযোগ্য।

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর দূরত্ব থেকে তিখনের কাজের সমালোচনা করা সম্ভব। কে ভল্গাকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং সে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার মত সম্পদ সোভিয়েত সরকার সংগ্রহ করতে পারবেন কিনা, ধর্মীয় নেতৃবর্গের এ চিন্তায় কালক্ষেপ করা অনুচিত হয়েছে। ঐ সম্পদগুলি আঁকড়ে থাকা তাঁদের পক্ষে অনুচিত ছিল কারণ নতুন ধর্ম-বিশ্বাসের দুর্গের উত্থান, যদি সে দুর্গের আদৌ অস্তিত্ব থেকে থাকে, —ঐ সম্পদগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল না। অবশ্য হতভাগ্য ধর্মমহাগুরুর অবস্থা ভেবে দেখা প্রয়োজন,—অক্টোবর বিপ্লব ঘটার অল্প পরে তিনি প্রথম নতুন পদে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন; ফলে এমন এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর সুরক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হল যা চিরকাল বাধাপ্রাপ্ত এবং নিগৃহীত হয়েছে।

ঠিক সেই সময় ধর্মমহাগুরু তিখন এবং অন্যান্য উচ্চ ধর্মীয় পদাধিকারীরা দুর্ভিক্ষের সবল হাত দিয়ে ভল্গার শ্বাসরোধ করেছেন, সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে

নিশ্চিত লক্ষ্যভেদী কুৎসা অভিযান চালানো হল। ফলে তিখন যত সবল হাতে কর্তৃত্ব আঁকড়াতে যান ততই তা দুর্ব্বল হতে লাগল। মার্চ মাসে গীর্জা সম্পদের মালিকানা বর্জন করে সরকারের সাথে সমঝোতা করার আন্দোলন পাদরীদের মধ্যে দেখা দিল। পমগোল কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য যাজক (বিশপ) এ্যান্টোনিন গ্রানোভ্স্কি কালিনিনকে জানালেন, যাজক কুলের ভীতি অপনোদিত হয়নি: "ধর্ম-বিশ্বাসীরা মনে করেন গীর্জা সম্পদ কোন এক সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে যা তাঁদের হৃদয় অনুমোদন করবে না।" (আমাদের প্রগতিশীল মতবাদের সাধারণ নীতির সাথে পরিচিত অভিজ্ঞ পাঠক স্বীকার করবেন যে ঐ ভীতি বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। হাজার হোক মুক্তি পথগামী পূর্ব্বাঞ্চলীয় দেশগুলি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রয়োজন তন্ত্রা অঞ্চল থেকে কম তীব্র ছিল না)।

পেত্রোগ্রাদের ধর্মগুরু (মেট্রোপলিটান) ভেনিয়ামিনের মনেও অনুরূপ বিশ্বাসের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল: "এ সবই ঈশ্বরের সম্পদ এবং আমরা স্বেচ্ছায় এগুলি দান করব।" কিন্তু বলপূর্ব্বক বাজেয়াপ্ত করা অন্যায়। স্বেচ্ছায় মালিকানা ত্যাগ করতে দেওয়া শ্রেয়:। ভেনিয়ামিনও যাজক এবং ধর্মবিশ্বাসী দ্বারা পর্য্যবেক্ষণের পক্ষপাতী; গীর্জা সম্পদ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের খাদ্যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন। এই মত প্রকাশ করতে গিয়েও তাঁর দ্বিধা ছিল পাছে তার জন্য ধর্ম-মহাগুরুর ভর্ৎসনা শুনতে হয়।

পেত্রোগ্রাদে সবকিছু নির্ব্বিঘ্নে ঘটেছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, পেত্রোগ্রাদ পমগোলের ৫।৩।২২-এর এক অধিবেশনে উৎফুল্লতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভেনিয়ামিন ঘোষণা করেছিলেন: "গোঁড়া খৃষ্টীয় গীর্জা কর্তৃপক্ষ নিরন্নের সেবার জন্য সবকিছু দান করতে প্রস্তুত।" তাঁর মতে জবরদস্তি বাজেয়াপ্ত করায় গীর্জার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু ভেনিয়ামিনের ঘোষণার পর বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন ওঠে না। পেত্রোগ্রাদ পমগোলের অধ্যক্ষ কানাচিকভ্ আশ্বাস দিলেন, ভেনিয়ামিনের উক্তির ফলে সোভিয়েত সরকার গীর্জার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন (আদৌ হননি)। শুভেচ্ছার অভিব্যক্তিতে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ভেনিয়ামিন বললেন: "বিভেদ এবং বৈরী সর্ব্বাধিক গুরুভার। একদিন সেই সময় আসবে যখন রুশ জনগণ একতাবদ্ধ হবেন। সেদিন ধর্মার্থীদের শীর্ষভাগে আমি নিজে কাজান-এর মেরী মাতার মূর্তির মহামূল্য ধাতুজ ও প্রস্তর আচ্ছাদন খুলে দেব এবং মেরী মাতার মূর্তিতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে ঐ মহামূল্য সম্পদ দান করব।" তিনি পমগোলের বলশেভিক সদস্যদের আশীর্ব্বাদ করলেন এবং তাঁরা অনাবরিত মস্তকে তাঁকে সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন। ৮, ৯ এবং ১০ই মার্চের[১১] পেত্রোগ্রাদস্কায়া প্রাভদা সংবাদপত্র শান্তিপূর্ণ আলোচনার সার্থক সমাপনের কথা সমর্থন করল এবং ধর্মগুরু ভেনিয়ামিনের

প্রশংসা করল। "মোলনির আলোচনায় সবাই একমত হয়েছেন যে ধর্মবিশ্বাসীদের উপস্থিতিতে গীর্জার পাত্র এবং মূর্তির আচ্ছাদন গাসিয়ে ধাতুপিণ্ডে পরিণত করা হবে।"

আবার কোন না কোন প্রকার সমঝোতা! খৃষ্টধর্মের পূতিগন্ধ বিপ্লবী ইচ্ছা দূষিত করে দিচ্ছিল। ঐ ধরনের একতা এবং গীর্জা সম্পদের ঐ প্রকার হস্তান্তরে ভয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের প্রয়োজন নেই! পেত্রোগ্রাদ পমগোলের মেরুদণ্ডহীন সদস্যদের বহিস্কার দেওয়া হল। সংবাদপত্রগুলি 'দুষ্ট যাজক সম্প্রদায়' এবং 'গীর্জার নবাবদের' বিরুদ্ধে বিষোদগার করল। গীর্জার প্রতিনিধিদের জানিয়ে দেওয়া হল: "আমরা আপনাদের চাঁদার প্রত্যাশী নই! এরপর আপনাদের সঙ্গে আর আলোচনা করা হবে না। সব সম্পত্তি সরকারের এবং সরকার যা প্রয়োজন বোধ করবে, নেবে।" অন্যান্য অঞ্চলের মত পেত্রোগ্রাদেও জবরদস্তি গীর্জাসম্পদ গ্রহণ এবং সংঘর্ষ সুরু হল।

এইভাবে পাদরীদের বিচার আরম্ভ করার আইনগত বুনিয়াদও শক্ত হল।[১৩]

(ক) মস্কো গীর্জার বিচার—২৬।৪।২২—৭।৫।২২

মস্কো পলিটেকনিক মিউজিয়মে এই বিচারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিচার করেছিল মস্কো বিপ্লবী আদালত। প্রধান বিচারপতি ছিলেন বেক্। সরকারপক্ষের উকিল ছিলেন লুনিন এবং লঙিনভ্। সতেরো জন বিবাদীর মধ্যে ধর্মমহাগুরুর ঘোষণা প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত প্রধান পুরোহিত এবং গীর্জা-কর্মীরাও ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে গীর্জা-সম্পদ সমর্পণ করা বা না করার প্রশ্নের থেকে গুরুতর অভিযোগ ছিল। প্রধান পুরোহিত এ. এন. জাজোরেস্কি নিজের গীর্জার সব সম্পদ সমর্পণ করে দিলেও জবরদস্তি গীর্জা-সম্পদ গ্রহণ করাকে গীর্জার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণকর অভিহিত করে ধর্মমহাগুরু যে ঘোষণা করেছিলেন তিনি নীতিগতভাবে তা সমর্থন করলেন এবং বিচারের মূল আসামী হলেন,—অল্প কিছুদিন পরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। (এই বৃত্তান্তগুলি থেকে প্রমাণিত হয় দুর্ভিক্ষপীড়িতকে অন্ন দান মূল লক্ষ্য ছিল না, বরং গীর্জার মেরুদণ্ড ভাঙ্গার হাতিয়ার হিসাবে দুর্ভিক্ষ ব্যবহৃত হয়েছিল)।

৫ই মার্চ-এ ধর্মমহাগুরু তিখনকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হল। আদালতে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সযত্নে বাছাই করা লোকজনকে নেওয়া হয়েছিল (এদিক থেকে '৩৭ বা '৬৮র সাথে '২২এর তফাৎ ছিল না)। তবু প্রাচীন রাশিয়ার ছাপ এত গভীর এবং সোভিয়েত রাশিয়ার ছাপ এত হাল্কা ছিল যে ধর্মমহাগুরু আদালতে ঢোকার সময় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অর্দ্ধেক তাঁর আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

তিখন তাঁর আবেদন লেখবার এবং প্রচার করার সব দোষ নিজের ঘাড়ে

নিলেন। প্রধান বিচারপতি ভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন: "আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব! আপনি কি সত্যি নিজের হাতে লিখেছিলেন? সবকটি লাইন? হয়ত আপনি শুধু সই করেছিলেন। কে তা হলে লিখেছিল? আর, আপনার পরামর্শদাতা ছিল কারা?" তা ছাড়া, "আবেদনে আপনি কেন বলেছেন, সংবাদপত্রগুলি আপনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে? (আর যা হোক সংবাদপত্র বড় জোর আপনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে; সে বিষয়ে আবেদন আমরা কেন শুনব?) আপনার আবেদনে আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন?

তিখন: "এই প্রশ্নটি তাঁদের করা উচিত যাঁরা বিষোদ্গার স্থরু করেছেন,—কী তাঁদের উদ্দেশ্য?"

প্রধান বিচারক: "কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।"

তিখন: "এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য আছে।"

প্রধান বিচারক: "আপনি নিজে তখন পম্‌গোলের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় অধ্যাদেশটি প্রকাশিত হয়। ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে কি আপনি "আমাদের অজ্ঞাতে" অভিব্যক্তি প্রয়োগ করেছেন?"

তিখন: "হ্যাঁ।"

প্রধান বিচারক: "অতএব, আপনি কি মনে করেন যে সোভিয়েত সরকার অনুচিত কাজ করেছে?"

ধ্বংস করে দেওয়ার মত যুক্তি! জিজ্ঞাসাবাদকারীদের নৈশ দপ্তরে ঐ যুক্তির বহু লক্ষ বার প্রয়োগ হয়েছে; অথচ আমরা কখনো তিখনের মত সোজা জবাব দিতে পারিনি:

তিখন: "হ্যাঁ।"

প্রধান বিচারক: "আপনি রাষ্ট্রের আইনকানুন অবশ্য পালনীয় মনে করেন কি না?"

তিখন: "ঐ আইনগুলি যতক্ষণ ধর্মীয় নিয়ম লঙ্ঘন না করে ততক্ষণ ঐগুলি মানি।"

(ওঃ! শুধু সবাই যদি ঐভাবে উত্তর দিত তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ইতিহাস অন্যরূপ হত!)

ধর্মীয় আইন সম্বন্ধে বাদানুবাদ স্থরু হল। তিখন ব্যাখ্যা করলেন, গীর্জা কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় সম্পদ সমর্পণ করলে গীর্জার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় না, গীর্জার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐগুলি নিয়ে নিলে পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁর আবেদনে গীর্জা-সম্পদ সমর্পণ আদৌ নিষিদ্ধ করা হয়নি, গীর্জার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ সম্পদ কেড়ে নেওয়ার নিন্দা করা হয়েছে।

(আরে আমরা ত' তাই চাই,—গীর্জ্জার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সব সম্পদ কেড়ে নিতে হবে!)

প্রধান বিচারক, কমরেড বেক্ হতভম্ব: "আপনি কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, গীর্জ্জার আইন না সোভিয়েত সরকারের আইন?"

(ওরা উত্তর আশা করেছিল: "সোভিয়েত সরকারের")।

"বেশ, তাহলে সোভিয়েত সরকারের অধ্যাদেশ ধর্মীয় আইন অনুযায়ী গীর্জ্জার পবিত্রতা ক্ষুণ্নকারী," অভিযোক্তা বললেন, "কিন্তু 'করুণার' দৃষ্টিকোণ থেকে একে কী বলা হবে?"

(পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই প্রথম এবং শেষবার কুৎসিত শব্দ 'করুণা' বিপ্লবী আদালতে ব্যবহৃত হল)

এরপর 'স্ভিয়াতোতাৎসৎভো' শব্দটির শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হল। 'স্ভিয়াতো'র অর্থ 'পবিত্র,' 'তাৎ' এর অর্থ 'চোর'; রুশ শব্দ দুটি সমাসবদ্ধ করে 'পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা বিচার করা হল।

অভিযোক্তা: "সুতরাং ঐ শব্দটি প্রয়োগ করে আমাদের, সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিদের কি আপনারা পবিত্র গীর্জ্জা-সম্পদ চোর অভিহিত করতে চান?"

(আদালতে অনেকক্ষণ সোরগোল হল। কাজকর্ম মুলতুবি রইল। শেষে আবার কাজ সুরু হল)।

অভিযোক্তা: "আপনারা তাহলে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি এবং সোভিয়েত সরকারকে চোর বলতে চান?"

তিখন: "আমি গীর্জ্জার নিয়মাবলীর উদ্ধৃতি করেছি মাত্র।"

অতঃপর 'ঈশ্বর নিন্দা' বিষয়ে আলোচনা সুরু হল। সরকার যখন সিজারিয়ার মহান সন্ত বেসিল-এর গীর্জ্জা থেকে মূল্যবান সম্পদ বাজেয়াপ্ত করছিলেন, দেখা গেল মূর্ত্তির আবরণটিকে একটি বাক্সের মধ্যে ঢোকান যাচ্ছে না। সরকারের লোকজন তখন আবরণটি পা দিয়ে চেপে বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এসব ঘটবার সময় তিখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না।

অভিযোক্তা: "আপনি কি করে এ বৃত্তান্ত জানলেন? যে পুরোহিত আপনাকে বলেছে, তার নাম বলুন। (আমরা তাকে এক্ষুণি গ্রেফতার করব!)।

তিখন নাম বললেন না।

সুতরাং সব মিথ্যা!

অভিযোক্তা বিজয়গর্ব্বে চাপ দিলেন: "কে এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে?"

প্রধান বিচারক : "যারা মূর্তির আবরণ পদদলিত করেছে তাদের নাম বলুন ! [ধরে নেওয়া চলে যে যারা আবরণ পদদলিত করেছে তারা তাদের ভিজিটিং কার্ডও ইচ্ছাকৃতভাবে গীর্জায় ফেলে এসেছিল !] অন্যথায় এই আদালত আপনার উক্তি বিশ্বাস করবে না ।"

তিখন তাদের নাম বলতে পারলেন না ।

প্রধান বিচারক : "এর অর্থ আপনি একটি অসমর্থিত উক্তি করেছেন !"

তখনো প্রমাণ করা বাকি যে তিখন সোভিয়েত সরকার উৎখাত করতে চেয়েছিলেন । এই প্রকারে তা প্রমাণিত হল : "প্রচার এবং ভবিষ্যৎ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সমার্থক ।"

বিপ্লবী আদালত ধর্মমহাগুরু তিখনকে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত করার নির্দেশ দিল ।

৭ই মে দণ্ডাজ্ঞা জানানো হল : সতেরোজন বন্দীর মধ্যে এগারোজনকে গুলি করে হত্যা করা হবে । (শেষ পর্য্যন্ত পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল) ।

ক্রাইলেঙ্কো আগেই বলেছিলেন : "আমরা এখানে ঠাট্টা তামাশা করতে আসিনি ।"

এক সপ্তাহ পরে ধর্মমহাগুরু তিখন পদচ্যুত এবং গ্রেফতার হলেন । (এই শেষ নয় । তাঁকে সাময়িকভাবে দনস্কোই মঠে কড়া নজরবন্দী করে রাখা হল, যাতে ধর্মবিশ্বাসীরা তাঁর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন । স্মরণ করুন, অল্প কয়েক দিন আগে ক্রাইলেঙ্কো সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন : ধর্মগুরু কিসের ভয়ে ভীত ? যখন প্রকৃত বিপদ এল, না বিপদঘন্টা না টেলিফোন তাঁর কাজে এল) ।

ধর্মগুরু ভেনিয়ামিন এর দু'সপ্তাহ পরে পেত্রোগ্রাদে গ্রেফতার হয়েছিলেন । তিনি বিপ্লবের আগে উচ্চপদ পাননি । অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মগুরুর মত তিনি পদে নিযুক্ত হননি । প্রাচীন নভ্‌গরদের কাল থেকে ধরে প্রথম '১৭ সালের বসন্তে মস্কো এবং পেত্রোগ্রাদে একজন করে ধর্মগুরু নির্বাচিত হয়েছিলেন । ভদ্র, সরল, প্রায়ই কল কারখানায় যাতায়াত, সহজে নাগাল পাওয়ার মত মানুষ, নিচু পর্য্যায়ের পাদরী এবং জনসাধারণের প্রিয় ভেনিয়ামিন ভোটে ধর্মগুরু নির্বাচিত হয়েছিলেন । কালের প্রকৃতি না বুঝে তিনি গীর্জ্জাকে রাজনীতিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন কারণ "রাজনীতির জন্য গীর্জ্জা অতীতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।" ধর্মগুরু ভেনিয়ামিনের বিচার :

(ঝ) পেত্রোগ্রাদ গীর্জ্জার বিচার—৯।৬।২২-৫।৭।২২

গীর্জ্জা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করণ প্রতিরোধের দায়ে অভিযুক্ত কয়েক ডজন ব্যক্তির মধ্যে একজন গীর্জ্জার নিয়ম এবং ঈশ্বরতত্ত্বের অধ্যাপক, বহু মঠাধ্যক্ষ, পুরোহিত এবং

ধর্মযাজক ছিলেন। যে বিপ্লবী আদালতে এই বিচারটি হয়েছিল তার প্রধান বিচারক সেমিওনভ্ ছিলেন এক পঁচিশ বছর বয়স যুবক এবং জনশ্রুতি, প্রাক্তন পাঁউরুটিওলা। বিচার মন্ত্রণালয়ের কর্মী, প্রধান অভিযোক্তা পি. এ. ক্রাসনভ্ ছিলেন লেনিনের সমবয়সী এবং ক্রাস্নোইয়ারস্ক্ অঞ্চলে নির্বাসন কালে এবং দেশত্যাগ করে বিদেশে অবস্থান কালে লেনিনের বন্ধু। ভ্লাদিমির ইল্‌ইচ লেনিন তাঁর বেহালা-বাদন শুনতে ভালবাসতেন।

নেভা নদীর সড়কের মোড়ে বিচারের প্রত্যেক দিন বিরাট জনতার ভিড় হত এবং ধর্মগুরু ভেনিয়ামিনকে ঐ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা নতজানু হয়ে গান করত, "হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্ট মানুষকে রক্ষা করো!" (বলা বাহুল্য, রাস্তা এবং আদালত থেকে অতি আগ্রহী ধর্মবিশ্বাসীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল) আদালতের অধিকাংশ দর্শকই লাল ফৌজের লোক। তবু ধর্মগুরু প্রতিবার ধর্মীয় শ্বেত বসন পরে আদালতে ঢোকার সময় তারা উঠে দাঁড়াত। অথচ অভিযোক্তা এবং আদালত তাঁকে গণশত্রু অভিহিত করত। এর থেকে বোঝা যায় গণশত্রু কথাটি ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছিল।

প্রত্যেক বিচারে অভিযুক্ত পক্ষের উকিলের অসুবিধা বাড়ত এবং তাঁদের লজ্জাজনক পরিস্থিতি ইতিমধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল। ক্রাইলেংকো এ বিষয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা সে শূন্যস্থান পূরণ করেছে। অভিযুক্ত পক্ষের প্রধান উকিল স্বয়ং ব্রবিশ্চেভ্-পুশ্‌কিনকে গ্রেফতার করার জন্য আদালত গর্জে উঠেছিল। উকিল গ্রেফতার সে সময় এত স্বাভাবিক এবং তার সম্ভাবনা এত বাস্তব ছিল যে ব্রবিশ্চেভ্-পুশ্‌কিন তাঁর সোনার ঘড়ি এবং কাগজপত্রের বাণ্ডিল অপর এক উকিল গুরোভিচের হাতে তুলে দিতে ব্যগ্র হলেন। এমন সময় ধর্মগুরু ভেনিয়ামিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালত অধ্যাপক ইয়েগরভ্-এর কয়েদ দণ্ডাদেশ দিল। দেখা গেল ইয়েগরভ্ দণ্ডের জন্য প্রস্তুত। তাঁর সাথে একটি মোটা ব্রীফকেস ছিল। খাবার দাবার, অন্তর্বাস এমন কি একটি ছোট কম্বলও তাতে ভরে নিয়েছিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, আদালত ধীরে ধীরে পরিচিত রূপ পরিগ্রহ করছিল।

গীর্জা-সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ শিথিলকরণের দুরভিসন্ধিসহ সোভিয়েত সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার দায়ে ভেনিয়ামিন অভিযুক্ত হলেন। আরও অভিযোগ, তিনি জনগণের কাছে গমগোলে তাঁর আবেদনের বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার করেছেন। (সামিজ্‌দাৎ,—স্বয়ংপ্রচার!) তা ছাড়া তিনি বিশ্বের বুর্জোয়ার মত মেনে চলেছেন।

জিপিইউ'র সহায়ক এবং 'জীবন্ত গীর্জা'র মুখ্য পরিচালকদের একজন, পুরোহিত ক্রাসনিৎস্কি জবানবন্দী দিলেন যে, পুরোহিতরা দুর্ভিক্ষের অজুহাতে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

শুধু সরকার পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী শোনা হল। অভিযুক্ত পক্ষের সাক্ষীকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। (সব কেমন চেনা চেনা! আরও, আরও দেখা যাবে)!

অভিযোক্তা শিরনভ্‌ 'বোলটি মাথা' দাবী করলেন। অভিযোক্তা ক্রাসিকভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "সম্পূর্ণ গোঁড়া খৃষ্টীয় গীর্জা অন্তর্ঘাতী প্রতিষ্ঠান। সত্যি বলতে কি এই গীর্জার সবাইকে জেল দেওয়া উচিত।"

(অত্যন্ত বাস্তবানুগ কর্মসূচী। অচিরে তার রূপায়ণ ঘটল। আলোচনার ভিত্তি হিসাবেও কর্মসূচীটি চমৎকার)।

ধর্মগুরু ভেনিয়ামিনের উকিল এস. ওয়াই. গুরোভিচের বক্তৃতার যে কয়েকটি বাক্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি ব্যবহারের দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই।

"অপরাধের প্রমাণ নেই। প্রকৃত তথ্য জানা যায়নি। অভিযোগপত্রও দাখিল করা হয়নি...ইতিহাস কী বলবে? [গুরোভিচ্‌ নিশ্চয় আদালতের ভীতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন। ইতিহাস সব ভুলবে, কিছুই বলবে না] পেত্রোগ্রাদের গীর্জা-সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ নির্বিঘ্নে, শান্তিতে ঘটল। অথচ পেত্রোগ্রাদের ধর্ম-যাজকরাই আজ অভিযুক্তর কাঠগড়ায়। কারুর হাত ক্রমাগত তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যে মূল নীতিতে আপনারা জোর দিচ্ছেন তা হল সোভিয়েত সরকারের কল্যাণ। কিন্তু ভুলবেন না, শহীদের রক্ত গীর্জাকে সঞ্জীবিত করবে। [সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্যই নয়!] আমার আর কিছু বলার নেই। তবু কথা থামাতে পারছি না। কারণ এই বিতর্ক যতক্ষণ চলবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আয়ুও ততক্ষণ থাকবে। বিতর্ক ফুরালে আয়ুও ফুরাবে।"

আদালত দশজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং তা কার্য্যকরী হতে এক মাস, অর্থাৎ সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, লেগেছিল। (যেন সমাজবাদী বিপ্লবীদের সাথে এক যোগে গুলি করে শেষ করার উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মযাজকদের বিচার করা হয়েছিল) পরে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি ছ'জনকে মার্জনা করেছিল। অবশিষ্ট চারজনকে,—ধর্মগুরু ভেনিয়ামিন, রাজ্য বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য ধর্মযাজক সের্গিয়াস্‌, আইন অধ্যাপক ওয়াই. পি. নোভিৎস্কি এবং ব্যারিস্টার কভ্‌শারভ,—১২-১৩ আগস্টের রাতে গুলি করে হত্যা করা হয়।

পাঠকগণের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আঞ্চলিক গুণের নীতিটি ভুলবেন না। মস্কো বা পেত্রোগ্রাদে দুটি গীর্জার বিচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে প্রদেশগুলিতে হয়েছিল বাইশটি।

□

সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিচারের সময়মত একটি অপরাধবিধি প্রণয়নের বিশেষ তাড়া পড়ে গিয়েছিল। শুভ দিনে আইনের গ্রানাইট প্রস্তরভিত্তি স্থাপনের সময় এসে গিয়েছিল। পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ১২ই মে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির অধিবেশন বসল; তখনো পরিকল্পিত অপরাধবিধি প্রণয়ন সম্পূর্ণ হয়নি। অপরাধ-বিধি সবেমাত্র ভ্লাদিমির ইল্যিচ লেনিনের কাছে মস্কোর উপকণ্ঠে তাঁর গোর্কিস্থ বাসভবনে বিশ্লেষণের জন্ত পাঠানো হয়েছে। অপরাধবিধির ছ'টি অনুচ্ছেদে সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হিসাবে গুলি করে হত্যা করার ব্যবস্থা ছিল। লেনিন তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। খসড়ার মার্জিনে ১৫ই মে লেনিন গুলি করে হত্যা করা চলে এমন আরও ছ'টি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করলেন। এগুলির মধ্যে ছিল ৬৯ অনুচ্ছেদ:— প্রচার ও বিক্ষোভ, বিশেষতঃ সরকারের সাথে অসহযোগেরও, সামরিক চাকুরী এবং কর চুকানোর[১৪] দায়িত্বের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের আহ্বানের আকারে। আরো যে একটি অপরাধের জন্ত গুলি করে হত্যার ব্যবস্থা ছিল তা হল বিনা অনুমতিতে বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (অথচ এই সমাজবাদীরাই অতীতে কেমন খুশিমত অবিরাম স্বদেশ-বিদেশ করে বেড়াত!)। গুলি করে হত্যার সমান আর একটি শাস্তি ছিল: বিদেশে নির্ব্বাসন। ভবিষ্যদৃষ্টিতে লেনিন অদূরে এমন এক সময় দেখেছিলেন যখন ইউরোপ থেকে রাশিয়ায় অবিরাম স্রোত বইবে এবং কাউকে স্বেচ্ছায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে পশ্চিম ইউরোপে পাঠানো যাবে না। বিচার-মন্ত্রীকে লেনিন তাঁর মূল সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন:

"কমরেড কুরস্কি, আমার মতে গুলি করে হত্যা ব্যবস্থা (বিদেশে নির্ব্বাসন ব্যবস্থাও রাখতে হবে) মেনশেভিক, সমাজবাদী বিপ্লবী ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগের জন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত। এমন কোন সূত্র উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা ঐ সব ক্রিয়াকলাপকে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত করা চলবে।"[১৫] (নিচের রেখা লেনিনের)

গুলি করে হত্যার প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা! কল্পনায় কোন স্থান নেই! (ওরা কি অনেক লোককে নির্ব্বাসনে পাঠাত?) ত্রাস মানুষকে বোঝানোর একটি প্রক্রিয়া।[১৬] সুতরাং ভুল বোঝার কোন উপায় নেই।

কুরস্কি তবু সব ঠিক বুঝলেন না। সম্ভবতঃ যুক্ত করার মত কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিশদ ব্যাখ্যার জন্ত পরদিন তিনি জনগণের মন্ত্রীসভার অধ্যক্ষ (প্রধান মন্ত্রী) লেনিনের সঙ্গে দেখা করলেন। আমরা উভয়ের আলোচনার বিশদ বিবরণ পাই নি। কিন্তু এই আলোচনার জের টেনে ১৭ই মে লেনিন গোর্কি থেকে দ্বিতীয় চিঠি পাঠিয়েছিলেন:

"কমরেড কুরস্কি, আমাদের আলোচনার ধারা অনুসরণ করে আপনাকে অপরাধ-বিধির সম্পূরক অনুচ্ছেদের খসড়া পাঠালাম। মনে হয়, প্রাথমিক খসড়ার ত্রুটি সত্ত্বেও মৌলিক ভাবনাগুলি এতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে : এমন এক অপরাধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে যা হবে নীতিগত এবং রাজনৈতিক বিচারে খাঁটি (আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্কীর্ণ নয়) এবং ত্রাসের সীমা, অত্যাবশ্যকীয়তা ও যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম।

আদালতগুলি মোটেই ত্রাস বর্জন করবে না। ত্রাস বর্জনের প্রতিশ্রুতির অর্থ দাঁড়াবে আত্মবঞ্চনা বা প্রতারণা। খোলাখুলি, আড়ম্বর বা ভণ্ডামিবিহীন, নীতিগতভাবে ত্রাস আইনসম্মত করতে এবং ত্রাসের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে অপরাধ-বিধির যথাসম্ভব ব্যাপক সূত্র উদ্ভাবন করা প্রয়োজন, কারণ বিপ্লবী ঔচিত্যবোধ এবং বিপ্লবী বিবেকই মোটামুটি ব্যাপকরূপে ত্রাস প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। কমিউনিস্ট অভিবাদনসহ, লেনিন।"[১৭]

আমরা এই মূল্যবান দলিলটির উপর কোন মন্তব্য করব না। দলিলটি বরং নীরবে উপলব্ধির দাবী রাখে।

দলিলটি বিশেষতঃ এই কারণে মূল্যবান যে এটি ধরাতলে লেনিনের অন্যতম শেষ নির্দেশ,—তিনি তখনো অসুস্থ হননি,—এবং তাঁর রাজনৈতিক দলিলের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চিঠি লেখার দশদিন পরে লেনিনের প্রথম স্ট্রোক হয়। '২২-এর শরতে তাঁর আংশিক এবং ক্ষণিক রোগমুক্তি হয়েছিল। সম্ভবতঃ তেতলার কোণে শ্বেত মর্মরের বসা/পড়ার উজ্জ্বল, হাওয়াদার ঘরে,—যেখানে ভবিষ্যৎ মৃত্যুশয্যা ইতিমধ্যে নেতার চিরশয়ান প্রতীক্ষা করছিল,—বসে লেনিন কুরস্কিকে লেখা চিঠি দুটি রচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় চিঠির সাথে চিঠিতে উল্লিখিত একটি প্রাথমিক খসড়া,—দুই ভাষ্যে বিধৃত সম্পূরক অনুচ্ছেদ, যার থেকে অল্প কয়েক বছরে জন্ম নেবে ৫৮-৪ এবং সব অনুচ্ছেদের মাতৃস্বরূপা ৫৮ অনুচ্ছেদ। পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় : **যথাসম্ভব ব্যাপক সূত্র উদ্ভাবনই বটে! প্রয়োগ সম্প্রসারিত করার প্রকৃত অর্থও** এইবার পরিষ্কার বোঝা যায়। পড়তে পড়তে প্রিয় জননীর আলিঙ্গনের ব্যাপ্তি স্মরণ করতে ইচ্ছা হয় : "প্রচার বা আন্দোলন, অথবা কোন সংগঠনে অংশ গ্রহণ বা সহায়তা (এমন কি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিনা সহায়তা বা সহায়তা দানের ক্ষমতা) ...এমন সংগঠন বা ব্যক্তি যার গতিবিধি..."

সন্ত আগস্টিনকে ধরে আমার কাছে পাঠান। এক লহমায় আমি ঐ অনুচ্ছেদে তার জন্যেও স্থান করে দিতে পারব।

সবকিছু প্রয়োজনমত যথাস্থানে বসানো হয়েছিল; বারংবার টাইপও করানো হয়েছিল; গুলি করে হত্যা দ্বারা প্রাণদণ্ডও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। ২০শে

মে'র অধিবেশনের অনতিকাল পরে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি নতুন অপরাধবিধি গ্রহণ করে ১।৬।২২ থেকে কার্য্যকর করার অধ্যাদেশ জারী করলেন। এইভাবে, অত্যন্ত আইনসঙ্গতরূপে, শুরু হল দু'মাস ব্যাপী—

(এ) সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিচার ৮।৬।২২—৭।৮।২২

সর্ব্বোচ্চ বিপ্লবী আদালত, ভের্খত্রিব্-এ এই বিচার হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি কমরেড কার্কলিনকে (অর্থাৎ 'কাকের ডাক'; বিচারকের নামটি খাসা) এই গুরুত্বপূর্ণ বিচারের আগে সরিয়ে দিয়ে,—সারা সমাজবাদী দুনিয়ার দৃষ্টি এই বিচারের উপর নিবদ্ধ ছিল,—চতুর ব্যক্তি পিয়াতাকভ্‌কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হল। (বিধাতা মাঝে মাঝে নিজের রসিকতা উপভোগ করেন; তাই আমরা সবকিছু ভেবে দেখার অঢেল সময় পাই। পিয়াতাকভ্ পেয়েছিলেন পনেরো বছর) অভিযুক্ত নেতৃস্থানীয় সমাজবাদী বিপ্লবীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত নিজে ওকালতি করেছিলেন, উকিল দেননি। পিয়াতাকভ্ অভদ্র আচরণ করেছিলেন; অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্যে বাধা দিতেন।

পাঠকরা এবং আমি নিজে যদি অপর্য্যাপ্তভাবে জানতাম যে অন্ত সবগুলির মত এই বিচারেও অভিযোগ বা অপরাধের প্রমাণ অপেক্ষা সুবিধাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, আমরা হয়ত সে ক্ষেত্রে এই বিচারটি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতাম না। সুবিধা সব সময় নিশ্চিত ফলদায়ী। সমাজবাদী বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ বা খতম হয়ে যাননি (মেনশেভিকদের সাথে এখানে তাঁদের গরমিল); ওঁরা তখনো বিপজ্জনক গণ্য হতেন। অতএব নবনির্ম্মিত সর্ব্বহারার একনায়কতন্ত্রের কেল্লার পক্ষে ওদের খতম করে দেওয়াই সুবিধা।

উক্ত নীতির সাথে অপরিচিত কেউ হয়ত ভুল করে সম্পূর্ণ বিচারটি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিশোধ মনে করবেন।

বিচারে আনীত অভিযোগগুলিকে বিভিন্ন জাতির সুদীর্ঘ, বিকাশমান ইতিহাসের পটভূমিকায় অনিচ্ছাভরে বিচার করার ইচ্ছা হয়। অতি অল্প কয়েক যুগে অতি অল্প সংখ্যক কয়েকটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কথা বাদ দিলে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বিপ্লব এবং ক্ষমতা দখলের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। যিনি অধিকতর সফল এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হন সেই মুহূর্ত থেকে তিনি ন্যায়ের উজ্জ্বল আচ্ছাদনে উদ্ভাসিত হন। তাঁর প্রতিটি বিগত এবং অনাগত পদক্ষেপ বিধিসম্মত গণ্য হয় এবং স্তুতিগাথায় অমর হয়ে যায়। অপরপক্ষে অকৃতকার্য্য প্রতিপক্ষের প্রত্যেক পদক্ষেপ অপরাধময়, বিচার এবং দণ্ডপ্রাপ্তিযোগ্য গণ্য হয়ে থাকে।

অপরাধবিধি মাত্র এক সপ্তাহ আগে প্রণীত হলেও বিগত পাঁচ বছরের বিপ্লবোত্তর অভিজ্ঞতা তাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। পাঁচ, দশ বা বিশ বছর আগে জার-

শাসন উচ্ছেদ প্রচেষ্টায় সমাজবাদী বিপ্লবীরা ছিলেন অন্যতম সহায়ক দল। বৈশিষ্ট্যময় সশস্ত্র বিপ্লবী চরিত্রের জন্য প্রধানতঃ এই দলটিকে জার আমলে কঠোরতম কারাদণ্ডের ভার বইতে হয়েছিল, যা বলশেভিকদের স্পর্শও করেনি।

সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, তাঁরা গৃহযুদ্ধ সুরু করেছেন! ওরা সুরু করেছে, হাঁ, ওরাই সুরু করেছিল! তাঁরা '১৭র অক্টোবরে বলশেভিক দল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রতিবন্ধকতা করার জন্য অভিযুক্ত হলেন। অস্থায়ী সরকার,— যা সমাজবাদী বিপ্লবীরা সমর্থন করেছিলেন এবং দলীয় সভ্য দ্বারা যা আংশিকভাবে পুষ্ট করেছিলেন,—যখন সৈনিকদের মেশিনগানের গুলিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে অপসারিত হয়, সমাজবাদী বিপ্লবীরা সেই সরকারকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মদত দিতে চেষ্টা করেছিলেন;[১৮] এমন কি তাঁরা গুলি দিয়ে গুলির জবাব দিয়েছিলেন এবং বরখাস্ত সরকারের সমরশিক্ষার্থীদের রণে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন।

যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পরে তাঁরা রাজনীতিগত অনুতাপ করেননি। যে গণ-কমিসার পরিষদ (মন্ত্রীসভা) ইত্যবসরে নিজেদের সরকার ঘোষণা করেছিলেন, সমাজবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের কাছে নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষাও করেননি। তাঁরা বরং বারংবার বলে এসেছেন উৎখাত হওয়া সরকারই একমাত্র আইনসম্মত সরকার। বিশ বছর ধরে অনুসৃত সমাজবাদী বিপ্লবী রাজনৈতিক মতাদর্শকে ব্যর্থ বলে[১৯] স্বীকার করার প্রস্তাব তাঁরা সোজা প্রত্যাখ্যান করলেন; ক্ষমা প্রার্থনা করলেন না; দল ছত্রভঙ্গ করে আর দল হিসাবে গণ্য না করার প্রস্তাবও নাকচ করলেন।[২০]

সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ: তাঁরা শ্রমিক কৃষকের সরকারের আইনসম্মত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ৫ এবং ৬ই জানুয়ারী '১৮'র বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে,—সুতরাং তা বিদ্রোহ,—গৃহযুদ্ধের ক্ষত গভীরতর করেছেন। তাঁরা সেই সৈনিক এবং লাল রক্ষীদলের বিরুদ্ধে বেআইনী সংবিধান সভাকে (মুক্ত, সার্বজনীন, সমান, গোপন এবং প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত) মদত দিয়েছিলেন যারা সংবিধান সভা এবং বিক্ষোভকারী উভয়কে আইনসম্মতভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। (সংবিধান সভার শান্তিপূর্ণ অধিবেশন থেকে কি বা সুফল পাওয়া যেত? তিন বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের দাবানলে আহুতি ছাড়া কিছুই পাওয়া যেত না। সেইজন্যই ত' গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, কারণ সব মানুষই বশংবদের মত একসাথে গণ-কমিসার পরিষদের আইনসম্মত আদেশ মাথা পেতে নেয়নি)।

তৃতীয় অভিযোগ: সমাজবাদী বিপ্লবীরা ব্রেস্ট-লিটভস্কের আইনসঙ্গত, প্রাণ বাঁচানো শান্তি চুক্তি,—যদ্দ্বারা রাশিয়ার ধড়ের কিয়দংশ কাটা গেলেও মাথা অটুট রয়ে গিয়েছিল,—মেনে নেননি। সরকারী অভিযোগ পত্রে বলা হল, "এর মধ্যে

দেশকে যুদ্ধে নামানোর উদ্দেশ্যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরাধী ক্রিয়া-কলাপের চিহ্ন বর্তমান।"

চরম বিশ্বাসঘাতকতা! এটি আর একটি দু' দিকে মাথাওলা লাঠি। সব নির্ভর করে কোন্ দিকটি আপনার হাতে আছে তার উপর।

তৃতীয় অভিযোগ থেকে গুরুতর চতুর্থ অভিযোগের জন্ম : '১৮র গ্রীষ্ম এবং বসন্তে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ মাস এবং সপ্তাহগুলিতে, কাইজারের জার্মানী যখন মিত্রপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারছিল না, এবং ব্রেস্ট-লিটভস্ক সন্ধির শর্তগুলি যথাযথ পালন করে রেলগাড়ি-বোঝাই খাদ্যশস্য এবং মাসিক দেয় সোনা ভেট পাঠিয়ে যখন সোভিয়েত সরকার কঠিন যুদ্ধে জার্মানীকে মদত দিচ্ছিল, সমাজবাদী বিপ্লবীরা সেই সময় সর্বগ্রাহী ট্রেন যাওয়ার ঠিক আগে রেলপথ উড়িয়ে দিয়ে মাতৃভূমিতে সব সম্পদ রেখে দেওয়ার প্রস্তুতি করেছিলেন (বাস্তবে তাঁরা কোন প্রস্তুতি করেননি; বরং অভ্যাসমত ঐ ব্যাপারে অনেক বেশী কথা বলেছিলেন। কিন্তু সত্যিই বাস্তব প্রস্তুতি করলে কেমন হত!)। ভাষান্তরে তাঁরা "আমাদের সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ ধ্বংসের অপরাধমূলক প্রস্তুতির জন্য দোষী।"

(কমিউনিস্টরা সে সময় এ কথা গোপন করত না বা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করত না যে প্রকৃতই রুশ সোনা হিটলারের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। আইন এবং ইতিহাস এই দুটি বিষয়ে পড়াশুনা করা সত্ত্বেও ক্রাইলেঙ্কোর এ বোধোদয় হয়নি বা কোন সহকারী তাঁকে ফিসফিস করে বলে দেয়নি যে ইস্পাতনির্মিত রেলপথ জনগণের সম্পত্তি হলে সোনার তালও জনগণের সম্পত্তি গণ্য হওয়া উচিত)।

চতুর্থ অভিযোগ থেকে অবধারিত পঞ্চম অভিযোগের জন্ম হয়েছিল : সমাজবাদী বিপ্লবীরা উক্ত বিস্ফোরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থে কারিগরি সাজসরঞ্জাম যোগাড় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। (তাঁরা আসলে 'আঁতাত' গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রের থেকে টাকা নিতে চেয়েছিলেন, যাতে সেই টাকা দিয়ে কাইজার উইলহেলমকে সোনা পাঠানো রোধ করা যায়) এ ত' চরম বিশ্বাসঘাতকতা! (ক্রাইলেঙ্কো ভুলক্রমে নুলেনস্‌কে'র সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সমাজবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্ক ইঙ্গিত করে কিছু বলেছিলেন, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তিনি চট করে অভিযোগটি তুলে নিলেন)।

পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ অভিযোগে অবতরণ করতে মাত্র এক পা হাঁটতে হয় : সমাজবাদী বিপ্লবীরা '১৮ সালে আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্র জোটের গুপ্তচর ছিলেন। গত পরশু দিন যাঁরা ছিলেন বিপ্লবী রাত পোয়াতে তারাই হয়ে গেলেন গুপ্তচর। ঐ সময় অভিযোগটি বিস্ফোরক প্রকৃতির ছিল। কিন্তু তার পর এবং অনেকগুলি বিচার ঘটে যাবার পর ঐ অভিযোগ বমির উদ্রেক করত।

আর সপ্তম এবং দশম অভিযোগ দুটি ছিল স্তাভিনকভ্ বা ক্লোরেকো বা ক্যাডেট দল বা 'পুনর্জন্ম সঙ্ঘে'র (এর কি বাস্তব অস্তিত্ব ছিল?), এমন কি অভিজাত, প্রতিক্রিয়াশীল, সৌখীন ব্যক্তিদের,—তথাকথিত 'শ্বেত আস্তর' বিশিষ্ট পোষাক পরিধানকারীরা, যথা ছাত্র, শ্বেত রক্ষীদল ইত্যাদি,—সাথে সহায়তা সংক্রান্ত।

অভিযোক্তা[২১] চমৎকার সুশৃঙ্খলভাবে অভিযোগের সারি সাজিয়েছিলেন। নিজ দপ্তরে কঠোর চিন্তা অথবা আদালতে প্রতিভার হঠাৎ বিচ্ছুরণের ফলে এই বিচারকালে তিনি সেই আন্তরিক সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনার সুর নিতে পেরেছিলেন যা ক্রমবর্দ্ধমান আত্মবিশ্বাসসহ অধিকতর মাত্রায় তিনি পরবর্ত্তী বিচারগুলিতে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন এবং তা '৩৭-এ তাঁকে উজ্জ্বল সফলতা এনে দিয়েছিল। ঐ সুর বিচারকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে, বাকি দুনিয়ার বিরুদ্ধে, এক যোগসূত্র স্থাপন করত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে তার প্রতিক্রিয়া হত। অভিযোক্তার আসন থেকে তাঁরা সমাজবাদী বিপ্লবীদের বলতেন: "হাজার হোক আমরা সবাই বিপ্লবী! [আমরা! আপনারা+আমরা=আমরা!] আপনারা কি করে ক্যাডেটদের সঙ্গে হাত মেলানোর মত হীন কাজ করতে পারলেন? [এ কথায় সমাজবাদী বিপ্লবীদের মন দুর্ব্বল হওয়ারই কথা] অফিসারদের সঙ্গেই বা হাত মেলালেন কি করে? অভিজাত শ্রেণী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সৌখীন ছাত্রদের কি করে আপনাদের সুন্দরভাবে ছকা ষড়যন্ত্রমূলক কর্ম্মপন্থা শেখালেন?

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোন উত্তরই আমরা জানতে পারিনি। তাঁদের মধ্যে কেউ কি বলতে পেরেছিলেন যে অক্টোবরে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যান্য দলগুলির নৈকট্য নিষিদ্ধ করা এবং তাদের উপর যুদ্ধ ঘোষণা? ["ওরা ত' আপনাকে কয়েদ করছে না; তবে কেন উঁকি মারছেন?"] মনে হয় কিছু সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কারণে অবনত মস্তকে বসে ছিলেন এবং অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল,—সত্যিই অত হীন কাজ কি করে করলাম? অন্ধকার কুঠরী থেকে আনা বন্দীর মনে উজ্জ্বল আলোকিত বিরাট হলঘরে অভিযোক্তার বন্ধুত্ব এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের অত্যন্ত ফলপ্রদ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

ক্রাইলেঙ্কো একটি ছোট্ট যুক্তিবহুল প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। কামেনেভ্ এবং বুখারিনের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করে ভিশিনস্কি অত্যন্ত সুফল পেয়েছিলেন: আপনি বুর্জোয়ার সাথে মিত্রতা করেছেন এবং ওদের থেকে টাকা নিয়েছেন। প্রথম প্রথম শুধু ওদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য টাকা নিতেন, তার সাথে আপনার পার্টির সম্পর্ক ছিল না। পরে পার্টির আর আপনার মধ্যে সীমারেখা রইল না। কে বা সীমারেখা টানবে? পার্টির লক্ষ্যের সাথে ওদের উদ্দেশ্য মিলে গেল। অবশেষে

আপনাদের,—সমাজবাদী বিপ্লবী দলের,—বুর্জোয়ার সমর্থন গ্রহণের মত অধঃপতন ঘটল! আপনাদের বিপ্লবী গরিমার আর কী রইল?

অভিযোগের পূর্ণ বরাদ্দের উপর নতুন কিছু চাপল। বিপ্লবী আদালতের করণীয় রইল শুধু বাইরে গিয়ে পরামর্শ করা এবং ফিরে এসে প্রতিটি বন্দীকে যথাযোগ্যভাবে প্রাণদণ্ডাদেশ শুনিয়ে দেওয়া। কিন্তু দেখা গেল সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে:

(ক) সমাজবাদী বিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটি অভিযোগ '১৮ সালের ঘটনা সম্পর্কিত।

(খ) বিশেষতঃ সমাজবাদী বিপ্লবী দলের জন্য ২৭।২।১৯-এর মার্জ্জনার শর্তে ছিল, যদি তারা ভবিষ্যতে সংগ্রাম না করে অতীতে তাদের বলশেভিক দলের বিরুদ্ধাচরণ ক্ষমা করা হবে।

(গ) ঐ তারিখের পর তারা সংগ্রাম করেনি।

(ঘ) বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল '২২ সালে।

এই প্রতিবন্ধকগুলি ক্রাইলেঙ্কো কি করে কাটাবেন?

এ বিষয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল। আন্তর্জ্জাতিক সমাজবাদী সংস্থা সোভিয়েত সরকারকে সমাজবাদী ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়ে বিচার বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিল। তখনই কিছু চিন্তা করা হল।

বস্তুতঃ '১৯-এর গোড়ায় কোলচাক এবং ডেনিকিনের আক্রমণের কালো ছায়ায় সমাজবাদী বিপ্লবীরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহার করেছিলেন। (অধিকন্তু কমিউনিস্ট ভ্রাতাদের সহায়তাকল্পে সামারার সমাজবাদী বিপ্লবীরা স্বয়ং কোলচাকের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন······কার্য্যতঃ ঐ কারণেই মার্জ্জনা ঘোষিত হয়েছিল) কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য, বিবাদী গেনদেলম্যান বিচারের মাঝখানে বলেছিলেন: "আমাদের তথাকথিত নাগরিক স্বাধীনতার সবটুকু উপভোগের সুযোগ দিন। আমরা তা হলে আর আইন ভাঙব না।" (সবটুকু উপভোগের সুযোগ দিতে হবে! যত বাগাড়ম্বর!)

শুধু এই নয় যে সমাজবাদী বিপ্লবীরা কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ করেননি, তাঁরা সোভিয়েত সরকারকে স্বীকারও করেছিলেন। এর অর্থ এতদ্বারা তাঁরা প্রাক্তন অস্থায়ী সরকার এবং সংবিধান সভাও অস্বীকার করলেন। তাঁরা কেবল সোভিয়েতগুলির নতুন নির্ব্বাচন এবং রাজনৈতিক দলগুলির নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।

আপনারা সবাই শুনলেন ত'? সবাই ওদের বক্তব্য শুনেছেন? ঐ ত' বুর্জ্জোয়া পশু আবার মাথা তুলেছে। ওদের কথা কি করে মানা যায়? আর যা হোক,

বর্তমানে আমাদের মহা সঙ্কট চলছে যে! আমাদের চার পাশে শত্রু! (বিশ, পঞ্চাশ, একশো বছর পরেও এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে) শুয়ারের বাচ্চারা এখনই রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রচারের স্বাধীনতা চায়?

ক্রাইলেঙ্কো বললেন, সুস্থ রাজনৈতিক বিচারসম্পন্ন মানুষ ওদের দাবীর জবাবে হাসবে। "রাষ্ট্রীয় দমননীতির সব উপায় প্রয়োগ করে ঐ দলগুলির সরকারবিরোধী প্রচার সাথে সাথে বন্ধ করার" সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত।[২২] বিশেষতঃ সমাজবাদী বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিত্যাগ এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রস্তাবের জবাবে **ঐ দলের কেন্দ্রীয় সমিতির সবাইকে কারাদণ্ড দেওয়া হল।** (অর্থাৎ, যে ক'জনকে ধরতে পারা গিয়েছিল)।

আমাদের দেশে এইভাবেই বিচার করা হয়!

কিন্তু কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা ত' ইতিমধ্যে তিন বছর বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছেন। এবার তাঁদের বিচার করা প্রয়োজন। তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হবে? অভিযোক্তা জানালেন, "প্রাক্‌-বিচার পরীক্ষায় ঐ সময়টি সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হয়নি।"

এর মধ্যে অভিযোগের একটি খাঁটি বিষয়বস্তু পাওয়া গেল। '১৯ ফেব্রুয়ারীতে সমাজবাদী বিপ্লবী দল প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, যদিও তা কাজে লাগায়নি এবং তা নতুন অপরাধবিধির আওতায় পড়ে না: গোপনে লাল ফৌজে বিক্ষোভ বপন করতে হবে, যাতে তারা কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধে অংশ গ্রহণ না করে।

যাতে প্রতিশোধ অভিযানে অংশ গ্রহণ না করে সেই মর্মে সৈনিকদের বোঝানর চেষ্টা,—এ যে বিপ্লবের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা।

সমাজবাদী বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় সমিতির বিদেশস্থিত প্রতিনিধিরা (যে সব নামজাদা সদস্য ইউরোপে পালাতে পেরেছিলেন) যা কিছু লিখেছেন বা করেছেন (অধিকাংশ শুধুই কথা) তার প্রত্যেকটির জন্য ঐ দল অভিযুক্ত হতে পারত।

ঐটুকুতেই শেষ নয়। আরও কিছু উদ্ভাবন করা হল: "উপস্থিত বিবাদীদের বিরুদ্ধে যদি না সশস্ত্র বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থাকত, তাঁরা এই মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন না।" বলা হল '১৯-এর মার্জনা ঘোষণার সময় "সোভিয়েত বিচার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা কল্পনাও করতে পারেননি" যে সমাজবাদী বিপ্লবীরা সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে পারে! (সত্যিই কে তখন কল্পনা করতে পারত! সমাজবাদী বিপ্লবীরা! হঠাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহ? কারুর মনে এলে তা অবশ্যই মার্জনা ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হত। সে ক্ষেত্রে কোলচাকের বিরুদ্ধে ওদের অংশ গ্রহণ মেনে নেওয়া হত না। সত্যিই অত্যন্ত কপাল ভাল যে কেউ ও কথা আগে ভাবেনি। যত কাল প্রয়োজন হয়নি, কেউ

ভাবেনি। তার পরই কেউ ভাবল) সুতরাং এই অভিযোগটি মার্জনা করা হয়নি (কারণ সংগ্রামই একমাত্র অপরাধ যা মার্জনা লাভ করেছিল)। অভিযোগ রচনা করতে ক্রাইলেঙ্কোর আর অসুবিধা রইল না।

সম্ভবতঃ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই তথ্যগুলিই আবিষ্কার করেছিলেন। হুবহু এক জিনিষ!

'১৭-র অক্টোবরে বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করার প্রথম কয়েক দিনে সমাজবাদী বিপ্লবী নেতারা কী বলেছিলেন[২৩] তা আবিষ্কৃত হল। সমাজবাদী বিপ্লবী দলের চতুর্থ অধিবেশনে চেরনভ্ বলেছিলেন জারের আমলের মত নতুন যুগেও তাঁর দল "জনগণের অধিকারের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করবে।" (সবাই স্মরণ করেছিল, দল কিভাবে ঐ কাজ এ যাবৎ করে এসেছে) গটস্ বলেছিলেন, "স্মোলনি প্রাসাদের স্বৈরাচারীরা সংবিধান সভা লঙ্ঘন করলে......সমাজবাদী বিপ্লবী দল তার পুরানো, পরীক্ষিত এবং নির্ভুল কৌশলগুলি স্মরণ করবে।"

হয়ত তাঁরা স্মরণ করেছিলেন, কিন্তু কাজে লাগানোর মত মন স্থির করতে পারেননি। অথচ আপাতদৃষ্টিতে ঐ উক্তির জন্য তাঁদের অভিযুক্ত করতে অসুবিধা নেই।

ক্রাইলেঙ্কো অনুযোগ করলেন, "এই ষড়যন্ত্রের তদন্তে বেশী সাক্ষীর জবানবন্দী পাওয়া যাবে না। এর ফলে আমাদের কাজে চরম অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহের তদন্তে কখনো কখনো অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হয়।"[২৪]

ক্রাইলেঙ্কোর অসুবিধা হয়েছিল এই জন্য যে উক্ত দলের কেন্দ্রীয় সমিতির '১৮ সালের বৈঠকে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তাব আলোচিত হলেও তা নাকচ হয়ে গিয়েছিল। অথচ তার কয়েক বছর পরে ক্রাইলেঙ্কোর পক্ষে প্রমাণ করা প্রয়োজন, সমাজবাদী বিপ্লবীরা আত্মপ্রতারণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

আলোচ্য সময়ে সমাজবাদী বিপ্লবীরা বলেছিলেন, বলশেভিকরা সমাজবাদীদের প্রাণনাশ সুরু না করলে তাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করবেন না। আবার '২০-এ তাঁরা বলেছিলেন, যদি বলশেভিকরা ধৃত সমাজবাদী বিপ্লবীদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন সে ক্ষেত্রে সমাজবাদী বিপ্লবীরা অস্ত্র ধারণ করবেন।[২৫]

সুতরাং প্রশ্ন হল, সমাজবাদী বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ বর্জন শর্তাধীন করলেন কেন? অস্ত্রধারণের কথা চিন্তা কি করে করলেন? নিঃশর্ত্ত সশস্ত্র বিপ্লব বর্জনের সমার্থক কোন বিবৃতি কেন ছিল না? (কিন্তু, কমরেড ক্রাইলেঙ্কো, সশস্ত্র বিদ্রোহ যদি তাঁদের স্বভাব থেকে অভিন্ন না হয়ে থাকে?)

এমন কি ক্রাইলেঙ্কো রচিত অভিযোগ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সমাজবাদী বিপ্লবীরা বাস্তবে কোন বিদ্রোহ করেননি। কিন্তু সরকার পক্ষের উকিলরা এই

ধরনের ঘটনাগুলি প্রসারিত করতে লাগলেন: বিবাদী পক্ষের একজন জনগণের কমিসারবাহী মস্কোগামী একটি রেলগাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এর অর্থ সমাজবাদী বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় সমিতি সশস্ত্র বিদ্রোহের অপরাধে দোষী। অধিকন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহী শ্রীমতী আইভানোভা কিছু বিস্ফোরক সঙ্গে নিয়ে রেল স্টেশনের কাছে এক রাত কাটিয়েছিলেন,—অর্থাৎ ট্রট্স্কির ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। অতএব সমাজবাদী বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় সমিতি সশস্ত্র বিদ্রোহের অপরাধে দোষী। কিন্তু, অপর পক্ষে ঐ কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য দন্‌স্কোই শ্রীমতী ফ্যানিয়া কাপলানকে এই বলে শাসিয়েছিলেন যে তিনি লেনিনকে হত্যা করার জন্য গুলি ছুঁড়লে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু ঐটুকু যথেষ্ট নয়! ফ্যানিয়াকে কেন বিশেষ করে লেনিনকে হত্যা করতে নিষেধ করা হল? (চেকার কাছে নালিশ করা হল না কেন?)

মৃত মুরগীর দেহ থেকে ক্রাইলেঙ্কো এই ধরনের পালখ তুলতে থাকলেন,—সমাজবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের বেকার হয়ে যাওয়া, হতোদ্যম বন্দুকধারীদের ব্যক্তিগত সশস্ত্র বিদ্রোহী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেননি। এ ত' বিদ্রোহের সামিল। (অবশ্য বন্দুকধারীরা আর বিশেষ কিছু করতেন না। দু'জন বন্দুকধারী, সেমিওনভ্ এবং কনোপ্‌লেভা, '২২ সালে সন্দেহজনক উৎসাহে জিপিইউ এবং বিপ্লবী আদালতকে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। কিন্তু এঁদের সাক্ষ্যের বলে সমাজবাদী বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় সমিতিকে অভিযুক্ত করা চলে না। তখন কোন অজ্ঞাত কারণে এই বিপজ্জনক বিদ্রোহীদের বেকসুর খালাস করে দেওয়া হল)।

সবকটি প্রমাণ এমন ধরনের ছিল যে অন্য কোন কিছুর সাহায্যে তাদের খাড়া রাখতে হয়। এক সাক্ষীর বিষয়ে বলতে গিয়ে ক্রাইলেঙ্কো একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "এই ব্যক্তি যদি প্রকৃতই ঐ কাজ করতে চাইতেন তাহলে এমনভাবে করতেন যাতে উনি ঘটনাচক্রে লক্ষ্যভেদ করেছেন মনে হত না।"[২৬] (যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্যের বিষয়ে ত' ঐ কথা বলা চলে)।

আবার দন্‌স্কোই সম্পর্কে ক্রাইলেঙ্কো বলেছিলেন: "কারুর পক্ষে কি এঁকে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সন্দেহ করা সম্ভব যদ্দারা ইনি সরকার পক্ষ যা চায় ঠিক সেই মত সাক্ষ্য দিতে পারলেন?" অথচ কনোপ্‌লেভা সম্পর্কে তিনি অন্য সুর গাইলেন: "এঁর সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা এই থেকে প্রমাণিত হয় যে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি সাক্ষ্যে উল্লেখ করেননি।" (কিন্তু বিবাদীদের গুলি করে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছিলেন) "যদি কেউ কনোপ্‌লেভা সব মিথ্যা রচনা করেছিলেন কিনা প্রশ্ন তোলেন তবে বলি……এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে কারুর মিথ্যা রচনা করার ইচ্ছা থাকলে সে পুরোপুরি মিথ্যা রচনা করবে এবং কেউ অপর

কারুর মুখোস খুলে দিতে চাইলে সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত খুলে দেবে।"[২৭] কিন্তু আপনারা দেখছেন, কনোপ্‌লেভা তাঁর পরিকল্পনার শেষ অবধি গেলেন না। অতঃপর আর একভাবে বলা হল: "আর যা হোক কোন কারণ ছাড়া ইয়েফিমভ্‌ কনোপ্‌লেভাকে প্রাণদণ্ডের মুখে ঠেলে দিতেন না।"[২৮] কঠোরভাবে বলা আর একটি সত্যি কথা! অধিকতর কড়া উক্তি: "এই মোকাবিলা কি ঘটতে পারত? সে সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া চলে না।" বাদ দেওয়া চলে না? তার অর্থ নিশ্চয় এ ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল। তাহলে চলো তার ফল ভুগবে!

এর উপর ছিল 'অন্তর্ঘাতী উপাদান।' এদের সম্পর্কে দীর্ঘ কাল আলোচনার পরে ঘোষণা করা হল: "ক্রিয়াকলাপের অভাবে এই উপদল ভেঙ্গে গিয়েছে।" তাহলে কিসের জন্য এত ঝঞ্ঝাট? একাধিক সোভিয়েত সংস্থা থেকে জবরদস্তি তহবিল সংগ্রহের কথা শোনা গিয়েছিল। (সমাজবাদী বিপ্লবীদের হাতে এমন অর্থ ছিল না যদ্দ্বারা কাজ চালানো, ঘর ভাড়া করা বা শহর থেকে শহরান্তরে পাড়ি জমানো চলত) বিগত যুগগুলিতে বিপ্লবীরা ঐ কাজকে চমৎকার, গরিমাময় 'অতিরিক্ত' কাজ মনে করতেন। আর সোভিয়েত আদালতে? সোভিয়েত আদালতে ঐ কাজ 'ডাকাতি' এবং 'চুরি করা জিনিষ লুকিয়ে রাখা' গণ্য হল।

সরকার দ্বারা বিচারে উপস্থাপিত প্রমাণাদির উপর অতন্দ্র আইনের নিষ্প্রভ, পাণ্ডুর আলোকসম্পাতে এমন এক অতি বাক্যবাগীশ, আসলে সব হারানো, সম্বলহীন নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক দলের মোটামুটি অস্থির, টলমলে এবং প্রতারণাময় ইতিহাস পরিস্ফুট হল যারা কখনই সঠিক নেতৃত্ব পায়নি। ওদের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তের অভাব, প্রতিটি স্রোতে ভাসা এবং তেজে ফুলে ওঠা বা পশ্চাদপসরণ সার্ব্বিক অপরাধে রূপান্তরিত হল······অপরাধ, অপরাধ, অপরাধের উপর অপরাধ বিবেচিত হল।

সেপ্টেম্বর '২১-এ, বিচারের দশ মাস আগে, সমাজবাদী বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় সমিতি (যাঁরা ইতিমধ্যে বুতুর্কির বাসিন্দা হয়েছিলেন) যদি নব নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় সমিতিকে লিখে থাকেন তাঁরা প্রচার এবং শ্রেণীকে সংগঠিত করা ছাড়া অপর কোন প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত সরকার উৎখাত সমর্থন করেন না,—যার অর্থ তাঁরা জেলে পচে মরলেও সশস্ত্র বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র দ্বারা মুক্তি লাভ করতে চাননি,—তাও তাঁদের প্রাথমিক অপরাধে রূপান্তরিত হল: বেশ, তোমরা তাহলে সোভিয়েত সরকারের উৎখাত **ঠিকই চেয়েছিলে**!

এতৎ সত্ত্বেও যদি সমাজবাদী বিপ্লবীরা সোভিয়েত সরকার' উৎখাত প্রচেষ্টা বা সশস্ত্র বিদ্রোহ অথবা জবরদস্তি তহবিল সংগ্রহের অপরাধী সাব্যস্ত না হতেন এবং যদি সব অপরাধের জন্য মার্জ্জনা লাভ করতেন তাহলে কি হত? আমাদের প্রিঃ সরকারী

উকিল তাঁর শেষ সম্বল পবিত্র অস্ত্রটি প্রয়োগ করতেন : "অবশেষে, নিন্দা করতে গাফিলতি এমন এক ধরনের অপরাধ যা বিবাদী নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হতে পারে, এবং ধরে নিতে হবে সে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।"[২৯] তাঁদের অপরাধ, তাঁরা নিজেদের নিন্দা করেননি, পুলিশকে জানাননি। এ অভিযোগ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার নয়। বিচার সংক্রান্ত চিন্তাধারা নতুন অপরাধবিধিতে এই আবিষ্কারটি করেছিল। এই পাকা সড়ক বেয়েই ত' সরকার কৃতজ্ঞ উত্তরসূরীদের অবিরাম সাইবেরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন!

ক্রাইলেঙ্কো রাগে ফেটে পড়েছিলেন : বিবাদীরা "সরকারের পাকা শত্রু!" সুতরাং বিচার ছাড়াই ওদের সম্পর্কে কি করা চলবে, তা পরিষ্কার।

অপরাধবিধি তখন এত নতুন যে ক্রাইলেঙ্কো মূল প্রতিবিপ্লবী অনুচ্ছেদগুলির ক্রমিক সংখ্যা মনে রাখতে পারছিলেন না। তবু সেই সংখ্যাগুলি প্রয়োগ করেই কত মানুষ জবাই করলেন! কী প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যসহ অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃতি করে ব্যাখ্যা করতেন! যেন যুগ যুগান্ত ধরে ঐ অনুচ্ছেদগুলি উচ্চারণের সাথে সাথে গর্দানযন্ত্রের কোপ পড়েছে। জার আমলের অপরাধবিধির মত নতুন অপরাধবিধি পদ্ধতি এবং প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের প্রভেদ দেখত না,—এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগের শ্রেণীভেদ বা ধার্য্য দণ্ডের উপর ঐ প্রভেদের কোন প্রভাব পড়ত না। অপরাধের ইচ্ছা এবং প্রকৃত অপরাধ সমার্থক গণ্য হত। এক অনুমোদিত প্রস্তাব অনুসারে ইচ্ছা পোষণের জন্যও বিচার করা চলত। "সে ইচ্ছা কাজে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা এ বিতর্কের প্রকৃত তাৎপর্য্য হারিয়ে গিয়েছে।"[৩০] কেউ হয়ত রাতে শোবার সময় স্ত্রীকে বলল, সোভিয়েত সরকারকে উৎখাত করতে পারলে ভাল হয়; অপর পক্ষে সে হয়ত নির্ব্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করল এবং একটি বোমা ছুঁড়ল। নতুন অপরাধবিধি মতে দুটোই এক এবং সমান অপরাধ। তাই শাস্তিও একই রকম হত।

পারদর্শী চিত্রকর যেমন প্রথমে কয়েকটি এলোমেলো কোণাকুনি রেখা থেকে প্রার্থিত অবয়বের সম্পূর্ণ রূপ দান করেন তেমনি '২২ সালের রেখাঙ্কনে '৩৭, '৪৫ এবং '৪৯-এর পটের আভাস পাওয়া যায়।

না, তবু একটি জিনিষ মেলে না : বিবাদীদের আচরণের ছবি। ওঁরা তখনো পোষমানা মেষশাবক হয়ে ওঠেননি। এ সম্পর্কে অতি সামান্য বৃত্তান্তের হদিস পেয়েছি। যেটুকু হদিস পেয়েছি তা থেকে অনেকটা বোঝা যায়। সমাজবাদী বিপ্লবীরা বিচারে যা বলেছিলেন ক্রাইলেঙ্কো অনেক সময় তা অসাবধানতা বশতঃ উদ্ধৃতি করেছেন। যেমন বিবাদী বের্গ্ "৫ই জানুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের জন্য বলশেভিকদের দায়ী করেছিলেন",—অর্থাৎ যাঁরা সংবিধান সভার পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন বলশেভিকরা তাঁদের গুলি করে হত্যা করেছিলেন। লিবেরভ্ আরও সিধেসিধি বলেছিলেন, "'১৮ সালে বলশেভিক সরকার উৎখাত করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম না

করার জন্য আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি।"[৩১] শ্রীমতী ইয়েভ্‌গেনিয়া র‍্যাটনারও ঐ সুরে উত্তর দিয়েছিলেন। বের্গ্‌ আরও বলেছিলেন, "তথাকথিত শ্রমিক কৃষকের সরকারের বিরুদ্ধে সব শক্তি নিয়োজিত করে সংগ্রাম না করতে পারার জন্য আমি নিজেকে রাশিয়ার শ্রমিকের কাছে অপরাধী মনে করি এবং বিশ্বাস করি আমার দিন এখনো ফুরোয়নি।"[৩২] (সত্যিই ফুরিয়েছে, বন্ধু!)

অবশ্য সবকটি বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হবে এমন বাক্যাংশ প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। বাক্যাংশগুলি যথেষ্ট দৃঢ়তাব্যঞ্জকও বটে।

সরকার পক্ষের উকিল যুক্তি দেখালেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এইজন্য দেশের পক্ষে মারাত্মক গণ্য করা উচিত কারণ তাঁরা যা কিছু করেছেন তা তাঁরা সৎ কাজ মনে করেন। "হয়ত এঁদের অনেকে এই আশায় সান্ত্বনা পাচ্ছেন যে কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এঁদের বিচারকালীন আচরণের প্রশংসা করবেন।"[৩৩]

বিচারের পরে প্রকাশিত অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির এক অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, "সমাজবাদী বিপ্লবীরা বিচারের মধ্যেই নিজেদের অতীত ক্রিয়াকলাপ চালু রাখার অধিকার সংরক্ষিত করেন।"

সাক্ষীদের সাক্ষ্যে হেরফের ঘটানো এবং বিচারের আগে "বিশেষ পদ্ধতিতে সাক্ষীকে তৈরী করা",—অর্থাৎ জিপিইউ তাঁদের যেভাবে তৈরী করেছিল,—এই দুই বিষয়ে ক্রাইলেঙ্কোর সাথে বাদানুবাদের জন্য বিবাদী গেন্দেলম্যান-গ্রাবভ্‌স্কির (ইনি নিজে উকিল ছিলেন) ছবিটি অত্যন্ত চোখে পড়ে। (সব তথ্য, সব উপাদান হাজির! আদর্শ পূর্ত্তির জন্য মাত্র কয়েক পা এগিয়ে দেখা প্রয়োজন) আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সরকার পক্ষের উকিল, স্বয়ং ক্রাইলেঙ্কোর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক তদন্ত হয়েছিল। তখনই প্রতিটি সাক্ষ্যের গরমিল মিটিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কতকগুলি এমন সাক্ষ্য ছিল যেগুলি বিচারকালেই প্রথম দেওয়া হয়েছিল।

বেশ, তাহলে কিছু গরমিল রয়ে গিয়েছিল এবং সেই সাক্ষ্যগুলি নিখুঁত ছিল না। তাতে কি হয়েছে? শেষ পর্য্যন্ত "ঠাণ্ডা মাথায় পরিষ্কার ঘোষণা করতে হবে যে আদালতের ইতিহাস বর্ত্তমান ক্রিয়াকলাপকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই।"[৩৪]

আর আমরা গরমিলগুলির প্রতি পৃথকভাবে নজর দেব এবং সেগুলি শুধরে দেব।

কিন্তু সোভিয়েত বিচারের ইতিহাসে সম্ভবতঃ প্রথম এবং শেষবার ক্রাইলেঙ্কোকে নতি স্বীকার করে প্রাক্‌-তদন্ত প্রাথমিক অনুসন্ধানের বিবরণ আদালতে হাজির করতে হয়েছিল। কি প্রকার চাতুর্য্যসহ তিনি এই বিষয়টির আলোচনা করেছিলেন দেখা যাক: "সরকারী উকিলের অনুপস্থিতিতে যে কাজ হয়েছে অর্থাৎ যাকে আপনারা

তদন্ত বলতে চান, আসলে তা অনুসন্ধানমাত্র। এবং সরকারী উকিলের উপস্থিতিতে যে কাজ হয়েছে অর্থাৎ যাকে আপনারা পুনর্তদন্ত বলতে চান,—তখনই বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি একত্রিত করে গ্রথিত করা হয়েছিল,—আসলে তাকে তদন্ত বলা উচিত। সুদক্ষ পরিচালনায় তদন্তলব্ধ উপাদানের চেয়ে অনুসন্ধানের জন্য অর্গানের দ্বারা সরবরাহকৃত বিচ্ছিন্ন, অপরীক্ষিত উপাদানের প্রামাণিক মূল্য কম।"[৩৫]

বেশ চতুর বয়ান, তাই না? নিজের থল-সুস্তিতে একবার মেড়ে দেখুন না, কী ফল দাঁড়ায়!

সত্যি বলতে কি এই মামলার জন্য ছ'মাস প্রস্তুতির পর দু' মাস ধরে বিবাদীদের উদ্দেশে চেঁচানো, অবশেষে পনেরো ঘণ্টা ধরে মামলার সারাংশ বক্তৃতা করা, এসব কিছুই ক্রাইলেঙ্কোর ভাল লাগবার কথা নয়। বিশেষতঃ যখন সবকটি বিবাদী একাধিকবার "এমন এক সময়ে অর্গানের হাত ঘুরে এসেছে যখন অর্গান ছিল অসাধারণ ক্ষমতার অধীশ্বর; তবু যে কোন কারণে বিবাদীরা বিচার অবধি প্রাণ ধারণ করতে পেরেছে।"[৩৬] তাই ত' ওদের বিচার এবং আইনসম্মত প্রাণনাশের জন্য ক্রাইলেঙ্কোকে খেটে মরতে হল।

অবশ্য বিবাদীদের জন্য "একটিমাত্র রায় হতে পারত,—শেষ ব্যক্তিটিরও প্রাণদণ্ড!"[৩৭] কিন্তু ক্রাইলেঙ্কো তাঁর উক্তির সাথে উদার শর্ত জুড়ে দিলেন। যেহেতু সারা দুনিয়া এই বিচার লক্ষ্য করছিল তাই অভিযোক্তার দাবীকে "আদালতের প্রতি নির্দেশ গণ্য করা অনুচিত, যে নির্দেশ আদালত এক্ষুণি বিবেচনা বা সিদ্ধান্তের জন্য গ্রহণ করতে বাধ্য।"[৩৮]

আদালতও কী চমৎকার যে তার ঐ ধরনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন!

বিপ্লবী আদালত তার রায়ে প্রকৃতই সৎসাহস দেখিয়েছিল। মাত্র চোদ্দজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, "শেষ ব্যক্তিটিরও প্রাণদণ্ড" হয়নি। একশোজনের উৎপাদন শ্রমদণ্ড এবং বাদবাকি অভিযুক্ত ব্যক্তির শিবিরদণ্ড হয়েছিল।

দোহাই পাঠক, স্মরণ রাখবেন: "সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য আদালত সর্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য এবং অনুসরণ করবে।"[৩৯] ভের্খত্রিবের "দণ্ডাজ্ঞা অন্য আদালতের পথনির্দেশক হবে।"[৪০] মফঃস্বল থেকে কতজনকে রেলযোগে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল, আপনি এবার নিজে অনুমান করুন।

সম্ভবতঃ আবেদনের উত্তরে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্বাহী সমিতির পরিচালক পরিষদের সিদ্ধান্ত বিচারের রায়ের সমান মর্য্যাদা পেয়েছিল: প্রাণদণ্ডগুলি বহাল, কিন্তু মুলতুবি রইল। তখনো গ্রেফতার না হওয়া সমাজবাদী বিপ্লবীদের,—আপাত-দৃষ্টিতে বিদেশস্থ সভ্যরা এর অন্তর্গত,—আচরণের উপর দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভাগ্য নির্ভর করবে। অর্থাৎ ওরা বিরুদ্ধাচরণ করলে তোমাদের শেষ করে দেব।

রাশিয়ার মাঠে মাঠে তখন দ্বিতীয় শান্তিকালীন কল্পনের আবাদ হচ্ছে। চেকার প্রাঙ্গণ ছাড়া আর সব জায়গায় গুলি করে হত্যা করা বন্ধ রয়েছে (যেমন ইয়ারোস্লাভেল্‌র পেরখুরভ., পেত্রোগ্রাদের ধর্মগুরু ভেনিয়ামিন ইত্যাদি যাদের হত্যা থেমে থাকেনি)। আমাদের প্রথম টনৈতিক এবং সাংবাদিক দল নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন। শ্রমিক কৃষক প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি অনন্তকালের জন্য বন্ধক হওয়া মানুষগুলিকে নিজেদের পকেটে পুরে ফেললেন।

শাসক দলের সভ্যরা বিচারের বিবরণ সম্বলিত প্রাভদার যাটটি সংস্করণই পড়েছিলেন। প্রতিটি সভ্য বলেছিলেন, "বেশ, চালিয়ে যাও।" একজনও বিড়বিড় করে বলতে পারেননি, "না, এ অনুচিত।"

তাঁরাই তা হলে '৩৭ সালে কিসের জন্য অবাক হয়েছিলেন? প্রথমতঃ চেকার বিচারাতিরিক্ত প্রতিশোধ, প্রথম দিকের এই বিচারগুলি এবং অর্ব্বাচীন অপরাধবিধি কি ইতিমধ্যে অন্যায়ের বুনিয়াদ পাকা করেনি? '৩৭-ও কি সুবিধাজনক (স্ট্যালিনের পক্ষে সুবিধাজনক, সম্ভবতঃ ইতিহাসের পক্ষেও) হয়নি?

ভবিষ্যদ্বক্তার মত ক্রাইলেঙ্কো বলে ফেলেছিলেন, তাঁরা অতীতের নয় ভবিষ্যতের মূল্যাঙ্কন করছেন।

কাস্তের প্রথম কোপটাই শক্ত।

☐

বরিস ভিক্টরোভিচ্‌ স্যাভিনকভ্‌ ২০।৮।২৪ বা তার কাছাকাছি কোন তারিখে সোভিয়েত সীমান্ত পার হয়েছিলেন।[৩১] পেরোবার সাথে সাথে গ্রেফতার এবং লুবিয়াঙ্কায় চালান। একটিমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের বৈঠক হল; তিনি স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিলেন এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন করা হল। ২৩শে আগস্ট নাগাদ সরকারী অভিযোগ প্রস্তুত হয়ে গেল। সরকারের কাজের গতি এত দ্রুত যে বিশ্বাস হতে চায় না; তবু তার সুফল ফলল। (অনেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে নিপুণ আন্দাজ করেছিলেন: নির্যাতন করে তাঁ[illegible] থেকে মিথ্যা, মর্ম্মান্তিক জবানবন্দী আদায় করলে সম্পূর্ণ চিত্রটির সত্যতার মুখোস খলে পড়বে)।

সব ওলট-পালট করে দেওয়ার মত স্তুতিমত পরিভাষায় ঠাসা সরকারী অভিযোগে কল্পনাযোগ্য সব অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হল: 'দরিদ্রতম কৃষকের নিরন্তর শত্রু'; 'রুশ বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাশা পূরণে সহায়ক' (ইনি জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন); 'মিত্রপক্ষীয় বাহিনী পরিচালকদের প্রতিনিধিদের

সাথে সংযোগ রক্ষা' (তিনি যখন যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তখন এ অভিযোগ চলতে পারত !); 'উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে সেনাদল সমিতির সদস্য পদ বরণ' (তিনি সেনাদল সমিতি দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন) ; অবশেষে, যদিও নগণ্যতম নয়, এমন একটি অভিযোগ যাতে মুরগীর ছানারাও হেসে উঠবে,—'রাজতন্ত্র সমর্থক।'

উপরোক্ত অভিযোগগুলি অবশ্য পুরানো ধরনের। ভবিষ্যৎ বিচারগুলির কয়েকটি নতুন, বাঁধা অভিযোগও যুক্ত হল : সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে অর্থ গ্রহণ ; পোল্যাণ্ডের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি (বিশ্বাস করুন আর না করুন, জাপানের নাম বাদ গিয়েছিল) ; পটাশিয়াম সায়নাইড প্রয়োগ করে লাল ফৌজকে বিনাশ করার ইচ্ছা (কোন কারণে তিনি লাল ফৌজের একটি সৈন্যকেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করেননি)।

২০শে আগস্ট বিচার আরম্ভ হল। প্রধান বিচারক ছিলেন উলরিখ,—সেই প্রথম তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎকার। সরকার বা বিবাদী পক্ষের কোন উকিল ছিল না।

আত্মপক্ষ সমর্থনে নিরুৎসাহ স্তাভিনকভ্ সাক্ষ্য প্রমাণগুলি সম্পর্কে আপত্তি দাখিল করলেন না। তিনি ঐ বিচারের একটি গীতিময় রূপ কল্পনা করেছিলেন। ঐ বিচারই তাঁর রাশিয়ার সাথে শেষ সাক্ষাৎকার এবং জনসমক্ষে নিজের কথা বলার শেষ সুযোগ। অনুতাপ করারও (মিথ্যা অভিযোগের জন্য নয়, ভুলের জন্য) অন্তিম সুযোগ।

(একটি সুপরিচিত গান এক্ষেত্রে চমৎকার খাপ খায় এবং বিবাদীকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করে : "হাজার হলেও আমরা সবাই একই রুশ জাতি। তোমার এবং আমার যোগফল আমরা। তুমি নিঃসন্দেহে রুশ দেশকে ভালবাসো, আর আমরা তোমার ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করেছি, কারণ আমরাও ত' রুশ দেশকে ভালবাসি। সত্যি বলতে, আমরাই কি দেশের বর্তমান শক্তি এবং গর্বের হেতু নই ? আর তুমি কিনা আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছ ! অনুতাপ করো !")

কিন্তু দেখা গেল, দণ্ডাজ্ঞাটি সবচেয়ে চমকপ্রদ হয়েছে : "বিপ্লবী আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া নিষ্প্রয়োজন এবং যেহেতু সর্বহারা জনগণের বিচার বুদ্ধির উপর প্রতিশোধস্পৃহার প্রভাব পড়া অনুচিত" অতএব প্রাণদণ্ড কমিয়ে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল।

এতে চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং অনেকে বিভ্রান্ত হলেন। ঐ রায়ের অর্থ কি শিথিলতা ? পরিবর্তন ? এমন কি প্রাভদায় প্রকাশিত এক কৈফিয়তের মাধ্যমে উলরিখ্ স্তাভিনকভ্‌কে প্রাণদণ্ড না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন।

আপনারা দেখুন, সোভিয়েত সরকার সাত বছরে কত বলীয়ান হয়েছে ! এ সরকার স্তাভিনকভ্ বা আর কাউকে ভয় করবে কেন ? (অথচ বিশতম বিপ্লব স্মরণোৎসবে ঐ সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে ; আমরা তখন হাজার হাজার লোককে কোতল করব। তাই বলে আপনারা আমাদের উপর নির্ভর হবেন না)।

স্তাভিনকভের প্রত্যাবর্তনজনিত প্রথম ধাঁধার পর তাঁর প্রাণদণ্ড না পাওয়ার ঘটনাটি দ্বিতীয় ধাঁধা হিসাবে রয়ে যেত যদি না '২৫ সালের মে মাসে সব ধাঁধা মুছে দিয়ে একটি তৃতীয় ধাঁধা দেখা দিত : মানসিক অবসাদগ্রস্ত স্তাভিনকভ্ একটি গরাদবিহীন জানালা দিয়ে লুবিয়াঙ্কার ভিতরের উঠানে লাফিয়ে পড়লেন এবং তাঁর গেপায়ুশিঙ্কিরা (ইষ্টদেবতারা) তাঁর বিরাট, ভারী দেহ ধরে রাখতে পারল না। অবশ্য পাছে লুবিয়াঙ্কার কর্মীদের কোন কুৎসিত নিন্দায় পড়তে হয় তাই ঝাঁপ দেওয়ার আগে রচিত একটি চিঠিতে স্তাভিনকভ্ আত্মহত্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আত্মহত্যার কারণের এক যুক্তিসঙ্গত এবং সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। চিঠিটি এত অবিকল স্তাভিনকভের রচনাশৈলী অনুসারে রচিত যে তাঁর ছেলে লেভ্ ববিসেভিচ্ ও চিঠির অকৃত্রিমতায় নিঃসংশয় হয়ে প্যারীতে সবাইকে বলেছিলেন, বাবা ছাড়া কারুর ঐ চিঠি লেখার ক্ষমতা নেই, এবং তিনি নিজের রাজনৈতিক দেউলিয়া অবস্থা উপলব্ধি করে জীবন শেষ করেছেন।[৫৫]

আমরা পরের অধ্যায়গুলিতে বিখ্যাত, গুরুত্বপূর্ণ বিচারগুলির আলোচনা করব।

দশম অধ্যায়

আইন-এর প্রৌঢ়ত্ব

সেই জনতা কোথায়? পশ্চিম সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়াজালে যাদের উন্মত্ত আঘাত করার কথা, সংযুক্ত সমাজবাদী সোভিয়েত রুশ সাধারণতন্ত্রে অননুমোদিত প্রবেশের জন্য দণ্ডবিধির ৭১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যাদের দেখামাত্র গুলি করে মারার কথা তারা কোথায়? বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণীর বদলে দেখা গেল, ঐ ধরনের মানুষই নেই এবং কুরস্কিকে লেনিনের বলে দেওয়া দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদটি অব্যবহৃত রয়ে গেল। স্বদেশে ফেরার মত একমাত্র উন্মাদ রুশ ছিলেন সাভিনকভ্; তাঁর বেলাও কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদটির প্রয়োগ এড়িয়ে গেল। বরং ব্যাপক হারে তার বিপরীত শাস্তি, অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বিদেশে নির্বাসন, প্রায় তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সে সময় অপরাধবিধি রচনা করতে করতে লেনিনের মাথায় একটি সুন্দর বুদ্ধি খেলল। উজ্জ্বল বুদ্ধির সেই ক্ষণিক মুহূর্তে ১৯শে মে তিনি লিখলেন:

"কমরেড জেরঝিন্স্কি, প্রতিবিপ্লব সহায়ক লেখক এবং অধ্যাপকদের নির্বাসন দেওয়ার আইনগত ব্যবস্থাটি সযত্নে প্রস্তুত করতে হবে। নতুবা আমরা বোকামি এড়াতে পারব না……এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে নিয়মিত এবং নিরন্তর 'সামরিক গুপ্তচরদের' ধরা এবং বিদেশে নির্বাসন দেওয়া হয়। আমার অনুরোধ, এই চিঠির কোন নকল না করে আপনি গোপনে চিঠিটি আমাদের পলিটব্যুরোর (কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতম রাজনৈতিক পরিষদ) সদস্যদের দেখাবেন।"[১]

আলোচ্য ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রচণ্ড প্রভাবের দরুন এই বিষয়ে চরম গোপনীয়তা অবলম্বন স্বাভাবিক। সোভিয়েত রাশিয়ার স্ফটিক-স্বচ্ছ শ্রেণী-বিভাগের চিত্রটি জেলির দাগের মত আকারহীন পুরানো বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতির দরুন বিঘ্নিত হচ্ছিল। ঐ বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতই সোভিয়েত ভাবাদর্শে সামরিক গুপ্তচরের রূপ নিয়েছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে কল্পিত সর্বোত্তম সমাধান হল, নোংরা, জমাট বাঁধা আদর্শের ফেনাটি চেঁচে তুলে বিদেশে ছুঁড়ে দাও।

কমরেড লেনিন ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মনে হয়, পলিটব্যুরোর সদস্যদের অনুমোদনের পর কমরেড জেরঝিন্স্কি কাজ শুরু করেছিলেন। '২২-এর শেষে তিন শো প্রখ্যাত রুশ মানবতাবাদীদের ধরে বোঝাই করা হল,—সম্ভবতঃ একটি গাদাবোট? না, তাঁদের একটি স্টিমারে বোঝাই করে কোন ইউরোপীয় ময়লা

চিপি অভিমুখে পাঠানো হল। (যে সব রুশ নাগরিক বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকালে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক এন. ও. লস্কি, এস. এন. বুলগাকভ্, এন. এ. বের্দিয়ায়েভ্, এফ. এ. স্তেপান, বি. পি. ভিশেস্লাভৎসেভ্, এল. পি. কারাসভিন, এস. এল. ফ্র্যাঙ্ক, আই. এ. ইলিন ; ঐতিহাসিক এস. পি. মেলগুনভ্, ভি. এ. মায়াকোভ্‌স্কিন, এ. কিজেভেত্তার, আই. লাপশিন্ এবং আরও অনেকে ; লেখক এবং সাংবাদিক ওয়াই. আইখেনভাল্ড্, এ. ইজগোভিয়েভ্, এম. এ. ওসর্গিন, এ. ভি. পেশেখনভ্। '২৩-এর গোড়ায় আরও ছোট ছোট দল পাঠানো হয়েছিল যার মধ্যে ছিলেন লিও টলস্টয়ের সচিব ভি. এফ. বুলগাকভ্। সন্দেহজনক সংযোগের জন্য ভি. এফ. সেলিভানভ ইত্যাদি কয়েকজন গণিতজ্ঞেরও নির্বাসন হয়েছিল)।

যা হোক, নিরন্তর নিয়মিতভাবে নির্বাসন দেওয়া গেল না। নির্বাসন দণ্ডকে পুরস্কার মনে করি, এই মর্মে নির্বাসিতদের ঘোষণার পর প্রতীয়মান হল ঐ দণ্ডে অনেক কিছু বাকি রয়ে যায়, ঘাতকের বলির এমন সুন্দর উপাদান হাতছাড়া করা উচিত নয়, এবং হয়ত ময়লার টিপিতে কোন বিষাক্ত ফুল জন্ম নেবে। নির্বাসন দণ্ড পরিত্যক্ত হল। পরবর্তী শুদ্ধিগুলির ভুক্তভোগীরা হয় ঘাতকের কাছে, নয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছলেন।

'২৬ সালে প্রণীত মার্জিত দণ্ডবিধি, যা বস্তুতঃ খ্রুশ্চেভের সময় পর্যন্ত চলেছিল, আগেকার রাজনৈতিক অনুচ্ছেদগুলি একত্রিত করে এক টেঁকসই বেড়াজাল রচনা করল,—৫৮ অনুচ্ছেদ,—এবং ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। যন্ত্রশিল্প এবং প্রযুক্তিশিল্পের অন্তর্গত বুদ্ধিজীবীরা দ্রুত বিস্তৃত ধরপাকড়ের জালে ধরা পড়লেন। এতে এক বিশেষ ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হল। কারণ অর্থনীতিতে এঁদের পাকাপোক্ত আসন ছিল, যে অর্থনীতি শুধু প্রগতিশীল নীতির দ্বারা সামলানো কঠিন। বোঝা গেল ওল্ডেনবর্গারের বিচার করা ভুল হয়েছে। আর যা হোক ওখানে একটি ছোট্ট, সুন্দর কেন্দ্র গঠন ত' হয়েই গিয়েছিল। উপরন্তু ক্রাইলেঙ্কোর ঘোষণা,—" " '২০ এবং '২১ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা নাশকতার কোন প্রশ্নই ওঠে না,"—অতি দ্রুত রেহাই এর ব্যবস্থা করল। অতএব এবার আর নাশকতা নয় ; সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদকারীরা শাখ্‌তির মামলায় অধিকতর মারাত্মক শব্দ বিধ্বংস আবিষ্কার করল।

মানবেতিহাসে এ রকম কোন ভাবধারার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও কোথায় বিধ্বংস চলছে তা খুঁজে বের করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত হওয়ামাত্র শিল্পের সব শাখা-প্রশাখা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওরা অনায়াসে তার উপস্থিতি আবিষ্কার করতে লাগল। আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে স্ট্যালিন এবং আমাদের বিচারযন্ত্রের জিজ্ঞাসাবাদ শাখা ঠিক তাই চাওয়া সত্ত্বেও ঐ ধরতে-পারলে-ধরলে-নয়তো-ছেড়ে-

বালাই থাকত না। কিন্তু অবশেষে আমাদের আইনের প্রৌঢ়ত্ব আসার পর জগৎকে নিখুঁত কিছু দেখানোর সময় এল। এবার অনুষ্ঠিত হল বিরাট, সুসম্বদ্ধ, সুসংগঠিত বিচার—ইঞ্জিনিয়ারদের বিচার। এইভাবে শাখ্‌তি মামলার সূত্রপাত হল।

(ট) শাখ্‌তি মামলা—১৮।৫ থেকে ১৫।৭।২৮

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কারালয়ের বিশেষ অপরাধ মূল্যায়ন পরিষদে এই বিচারটি হয়েছিল। এ. ওয়াই. ভিশিন্‌স্কি (ইনি তখনো প্রথম মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ছিলেন) ছিলেন প্রধান বিচারক; এন. ভি. ক্রাইলেঙ্কো প্রধান অভিযোক্তা (কী তাৎপর্য্যপূর্ণ মোকাবিলা!—অনেকটা বিচার নামক রিলে রেস-এর মত)[৩]। মামলায় তিপ্পান্নজন বিবাদী এবং ছাপ্পান্নজন সাক্ষী ছিল। কী বিরাট বিচার!

কিন্তু হায়, বিরাটত্বই ছিল মামলাটির দুর্বলতার কারণ। প্রত্যেক বিবাদীকে অন্ততঃ তিনটি প্রমাণের সাথে জড়াতে হলে কমপক্ষে ১৫৯টি প্রমাণ প্রয়োজন। অথচ ক্রাইলেঙ্কোর হাতে মাত্র দশটি, আর ভিশিনস্কির হাতে আরও দশটি আঙুল। অবশ্য "বিবাদীরা সমাজের প্রতি তাদের ঘৃণ্য অপরাধের মুখোস খোলার চেষ্টা করেছিল,"—কিন্তু সবাই নয়, মাত্র ষোলজন। তেরোজন এগিয়েছে এবং পেছিয়েছে। চব্বিশজন আদৌ অপরাধ স্বীকার করেনি।[৪] এতে এক অবাঞ্ছিত মতভেদ দেখা দিল এবং জনসাধারণ তা মোটেই বুঝতে চাইল না। আগের বিচারগুলিতে ইতিমধ্যে প্রদর্শিত ইতিবাচক দিকের মত এই বিচারের ইতিবাচক দিকটি,—যথা বিবাদীদের এবং বিবাদী পক্ষের উকিলদের অসহায় ভাব এবং গুরুভার দণ্ডের জগদ্দল পাথর স্থানচ্যুত করার অক্ষমতা,—সত্ত্বেও বিচারের দুর্বল দিকগুলি প্রকট হল। ক্রাইলেঙ্কোর চেয়ে কম অভিজ্ঞ অভিযোক্তার এই ত্রুটি মার্জনা করা চলত, কিন্তু তাঁর ত্রুটি মার্জনা করা চলে না।

শ্রেণীহীন সমাজের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আমরা অবশেষে বিরোধহীন বিচার লাভ করলাম,—আসলে আমাদের সমাজের আভ্যন্তরিক বিরোধের অভাবের প্রতিফলন,—যাতে শুধু বিচারক ও অভিযোক্তা নয়, বিবাদীপক্ষের উকিল এবং স্বয়ং বিবাদীরা যৌথভাবে এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা করবেন।

শুধু কয়লা শিল্প এবং ডোনেৎস্‌ উপত্যকা সংক্রান্ত এই গোটা শাখ্‌তি মামলার পটভূমি ছিল ঐ যুগের প্রয়োজনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

দেখা গেল শাখ্‌তি বিচার শেষ হওয়া মাত্র, সেইদিন থেকে, ক্রাইলেঙ্কো আর একটি বিরাটাকার নতুন গর্ত খুঁড়ছেন। (এমন কি শাখ্‌তি মামলায় তাঁর দু'জন সহযোগী, গণ-অভিযোক্তা ওসাদ্‌চি এবং শেইন, ঐ গর্তে পড়লেন) বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ

অগপু'র যন্ত্র, যা ইতিমধ্যে ইয়াগোদার সবুল হাতে এসে পড়েছিল, তাঁকে স্বেচ্ছায় নিপুণ সহায়তা দান করেছিল। সারা দেশে পরিব্যাপ্ত এক ইঞ্জিনিয়ার সংগঠন তৈরী এবং আবিষ্কার করার প্রয়োজন হল। ঐ উদ্দেশ্যে উক্ত সংগঠনের পুরোভাগে একাধিক ক্ষমতাশালী এবং প্রখ্যাত বিধ্বংসী একান্ত প্রয়োজন। আর এমন কোন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কি যিনি পাইওতর্ আখিমোভিচ্ পালচিন্স্কির মত অবিসংবাদী ক্ষমতাশালী এবং গর্ব্বে অধীর নেতার কথা জানতেন না? এই শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রখ্যাত খনি-বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার পালচিন্স্কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর-শিল্প সমিতির উপাধ্যক্ষ ছিলেন,—অর্থাৎ রুশ শিল্পের সমর প্রচেষ্টা পরিচালনা করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন রুশ শিল্প জার আমলের প্রকৃতি-জনিত ত্রুটি শুধরে নিয়েছিল। '১৭ ফেব্রুয়ারীর পর পালচিন্স্কি বাণিজ্য ও শিল্প উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন। জার আমলে তাঁকে বিপ্লবী ক্রিয়া-কলাপের জন্য নির্যাতন সইতে হয়েছিল। অক্টোবরের পর তাঁর তিনবার কারাবরণ করতে হয়েছিল,—'১৭, '১৮ এবং '২২-এ। '২০-এর পর থেকে তিনি খনি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা আয়োগের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। (এঁর বিষয়ে অধিকতর বিবরণ পেতে হলে তৃতীয় খণ্ড দশম অধ্যায় দেখুন)।

একটি জাঁকজমকপূর্ণ নতুন বিচারে পালচিন্স্কিকে প্রধান বিবাদী করা হল। যা হোক বুদ্ধিহীন ক্রাইলেঙ্কো,—অভিযোক্তা জীবনের চাঞ্চল্যকর দশ বছর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হলেও যিনি পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতার বিষয়ে ত' কিছু শেখেনই নি, আত্মার প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা ভাবতেও পারতেন না,—একটি নতুন ক্ষেত্রে অবতরণ করলেন যার নাম ইঞ্জিনিয়ারিং। দেখা গেল ক্রাইলেঙ্কোকে অভিযোক্তা নিয়োগ করে ভুল হয়েছে। পালচিন্স্কি অগপুর জানা সব রকম চাপ প্রতিরোধ করলেন, আত্মসমর্পণ করলেন না। আদৌ কোন রকম আজে বাজে কাগজে সই না করে মৃত্যু বরণ করলেন। এন. কে. ফন. মেক্ এবং এ. এফ. ভেলিচ্কোকে তাঁর সঙ্গে নির্যাতন করা হয়েছিল; তাঁরাও নতি স্বীকার করলেন না। আমরা আজও জানতে পারিনি, তাঁরা নির্যাতনের ফলে মারা গিয়েছিলেন না তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা প্রমাণ করলেন যে প্রতিরোধ করা এবং নতি স্বীকার না করা সম্ভব,—তাঁরা এইভাবে পরবর্তী বিখ্যাত বিচারগুলির বিবাদীদের জন্য এক ভৎর্সনার মশাল জ্বালিয়ে গেলেন।

নিজের পরাজয় ঢাকবার জন্য ২৪।৫।২৯-এর ক্ষুদ্র জিপিইউ সমাচারে ইয়াগোদা বিরাট বিধ্বংসী ক্রিয়ার জন্য তিনজনের প্রাণদণ্ড এবং বহু অনামা ব্যক্তির তিরস্কারের কথা ঘোষণা করলেন।[৫]

কিন্তু কত সময় অনর্থক ব্যয়িত হল! প্রায় একটি গোটা বছর! কত রাত জিজ্ঞাসাবাদ করে কাটল! আর জিজ্ঞাসাবাদকারীদের কত উদ্ভাবনী শক্তি অপব্যয়

করতে হল! সব বিফল হল। এই বিচারের গোড়াতে ক্রাইলেঙ্কোর এমন একটি নেতা খুঁজতে হয়েছিল যিনি একাধারে বুদ্ধিদীপ্ত ও কর্মচঞ্চল। অথচ অতি দুর্ব্বল ও সম্পূর্ণ নমনীয়। কিন্তু ঐ হতভাগা ইঞ্জিনিয়ারের দলকে তিনি এত কম চিনতেন যে অসফল চেষ্টাতেই একটি গোটা বছর কেটে গেল। '২৯-এর গ্রীষ্ম থেকে উনি খেম্রিকভ্-এর উপর চেষ্টা চালিয়েছিলেন; খেম্রিকভ্ও মারাত্মক ভূমিকা অভিনয় করতে অসম্মত হয়ে প্রাণ দিলেন। এবার বৃদ্ধ ফেদোতভ্‌কে মোচড় দিয়ে দেখা হল। কিন্তু ফেদোতভ্ একে অতি বৃদ্ধ তায় বস্ত্রশিল্পের ইঞ্জিনিয়ার,—ওটি অলাভজনক ক্ষেত্র। আর এক বছর বরবাদ হয়ে গেল। দেশ তখন সর্ব্ব-ব্যাপী বিধ্বংসীদের বিচারের প্রতীক্ষা করছে, কমরেড স্ট্যালিন প্রতীক্ষা করছেন;[৭] তবু সব যেন ক্রাইলেঙ্কোর পরিকল্পনামত ঘটছিল না।[৮] অবশেষে '৩০ সালের গ্রীষ্মে কেউ তাপ প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের পরিচালক, রামজিন্-এর নাম খুঁজে পেল বা প্রস্তাব করল। রামজিন্‌কে গ্রেফতার করা হল। তিন মাসের মধ্যে একটি জমকালো নাটক প্রস্তুত ও অভিনীত হল,—আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত উৎকর্ষ বা বিশ্বের তাবৎ বিচার ব্যবস্থার অপ্রাপ্তব্য উৎকর্ষের নমুনাস্বরূপ।

(ঠ) প্রমপার্টি (শিল্পোদ্যোগ দল) বিচার—২৫।১১।৩০—৭।১২।৩০

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিশেষ অপরাধ মূল্যায়ন পরিষদে এই বিচারটি হয়েছিল। সেই ভিশিনস্কি, সেই এ্যান্টনভ্-সারাটভ্‌স্কি এবং আমাদের প্রিয় সেই ক্রাইলেঙ্কো এই বিচারে ছিলেন।

এই বিচারে এমন কোন "প্রয়োগ সংক্রান্ত কারণ" ঘটেনি যার জন্য বিচারের লঘুলিপিকৃত' পূর্ণ বিবরণ পাঠককে দেওয়া চলত না বা বিচারকালে বিদেশী সাংবাদিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হত।

বিচারের ভাবধারায় বিরাটত্বের আভাস পাওয়া গিয়েছিল: শাখা প্রশাখা এবং পরিকল্পনা বিভাগসহ জাতির তাবৎ শিল্পকে বিবাদীর আসনে বসানো হয়েছিল। (যে মানুষটি এ সব আয়োজন করেছেন একমাত্র তাঁর চোখ দেখতে পেল খনি শিল্প এবং রেল পরিবহন ব্যবস্থা কোন অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে) তার সাথে উপাদান উপযোগে মিতব্যয়িতা পরিলক্ষিত হল: এই বিচারে মাত্র আটজন বিবাদী ছিলেন। (শাখ্‌তি বিচারের ভুল এইবার শুধরে নেওয়া হয়েছিল।)

হয়ত আপনি বলবেন, মাত্র আটজন লোক কি দেশের তাবৎ শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? তা, বটে। কিন্তু আমাদের ত' প্রয়োজনের থেকে বেশী মানুষ ছিল। আটজন বিবাদীর মধ্যে তিনজনই বস্ত্রশিল্প থেকে,—যে শিল্পজাতীয় প্রতিরক্ষায় সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া গাদা গাদা সাক্ষী ছিল না? না, মোট সাতজন সাক্ষী ছিল; সবাই বিবাদীদের মত একই ধরনের বিধ্বংসী এবং বন্দী। ওদের মুখোস

খুলে দেওয়ার জন্য বস্তা বস্তা কাগজপত্র ছিল না? নক্সা, পরিকল্পনা, নির্দেশ, ফলাফলের সারাংশ, প্রস্তাব বা সংবাদ? ব্যক্তিগত চিঠিপত্র? না, ও সব কিছুই না! এক খণ্ড কাগজও না? ও সব জিনিষ জিপিইউ কি করে হাত ছাড়া করতে পারল? জিপিইউ সব কটি মানুষকে গ্রেফতার করতে পারল অথচ এক টুকরো কাগজও ধরতে পারল না? "অনেক কাগজপত্র ছিল" কিন্তু "সব নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।" কারণ "ফাইল রাখার মত জায়গা ছিল না।" বিদেশবাসী রুশদের এবং আমাদের ছাপাখানায় ছাপা সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধমাত্র এই বিচারে উপস্থাপিত হয়েছিল। সরকার পক্ষ তা হলে কি করে মামলা দায়ের করল? আশ্বস্ত হোন, ও কাজের ভার ছিল নিকোলাই ভ্যাসিলিয়েভিচ্ ক্রাইলেঙ্কোর উপর। আর এটি তাঁর প্রথম কাজ নয়। "যে-কোন পরিস্থিতিতে বিবাদী পক্ষের স্বীকারোক্তিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।"[৮]

স্বীকারোক্তির কী ঘটা! এ জবরদস্তি আদায় করা স্বীকারোক্তি নয়, স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত স্বীকারোক্তি। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে অনুশোচনা কথার স্রোত টেনে আনল। কথা, কথা, আর কথা! নিজের মুখোস খোলা, নিজেকে অপরাধে জড়ানো কথার প্রবাহ! সরকার পক্ষ বললেন, পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক ফেদোতভ্ এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন, সুতরাং তিনি বসতে পারেন। কিন্তু, না, তিনি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এবং টীকার রাশি বলতে লাগলেন। পর পর পাঁচটি বৈঠকে কোন প্রশ্ন করা হল না। শুধু বিবাদীদের বলতে বলা হল এবং তাঁরা জবানবন্দী ও ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বারংবার বলার সুযোগ প্রার্থনা করলেন, পাছে কিছু বাদ পড়ে যায়। শুধু প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবাদীরা সরকার পক্ষের যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করলেন। ব্যাপক ব্যাখ্যার পর পরিষ্কার বোঝানর জন্য রামজিন্ সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিতে লাগলেন, যেন এক দল অল্প বুদ্ধি ছাত্রকে বোঝাচ্ছেন। বিবাদীদের সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল, কোনকিছু হয়ত ব্যাখ্যা বিহীন রয়ে যাবে; হয়ত কারুর মুখোস খোলা হবে না; হয়ত অপর কারুর বিধ্বংসী মনোভাব আদালতকে পরিষ্কার বোঝান যাবে না। অপরাধ স্বীকার করার সে কী ধুম! "আমি শ্রেণী শত্রু!" "আমি উৎকোচ গ্রহণ করেছি", "আমাদের বুর্জোয়া মতাদর্শ!" এর পর অভিযোক্তা কাজ সুরু করলেন: "তুমি কী ভুল করেছ?" চেরনভ্স্কি উত্তর দিলেন, "আমি অপরাধ করেছি!" ক্রাইলেঙ্কোর কিছু করণীয় ছিল না বলা চলে। এক নাগাড়ে পাঁচ পাঁচটি বৈঠক চা জলপান খেয়ে কাটিয়ে দিলেন।

কিন্তু বিবাদীরা ভাবাবেগের বিস্ফোরণ চালু রাখলেন কি করে? তাঁদের কথা ধরে রাখবার জন্য টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করা হয়নি। বিবাদী পক্ষের উকিল অৎসেপ্ বলেন: "বিবাদীদের কথার স্রোত ছিল কেজো লোকের কথার মত

উত্তাপহীন, পেশাদারের মত ঠাণ্ডা কথা।" তাই নাকি! স্বীকারোক্তি করার জন্য অত ভাবাবেগ অথচ তারই কথাবার্তা পেশাদারের মত ঠাণ্ডা? উত্তাপহীন? ঠিক তা নয়। ওঁরা এত আস্তে এবং নিরুৎসাহে অভ্যস্ত বুলির মত অনুতাপের কথা বলছিলেন যে ভিশিন্স্কি প্রায়ই তাঁদের আরো পরিষ্কার এবং জোরে বলতে বলেছেন, নতুবা ওঁদের কথা শোনা যেত না।

বিবাদী পক্ষ বিচারের ঐকতান ভঙ্গ ত' করেই নি বরং অভিযোক্তার প্রস্তাবের সাথে একমত হয়েছে। বিবাদী পক্ষের প্রধান উকিল অভিযোক্তার সারাংশ বক্তৃতাকে ঐতিহাসিক এবং নিজের বক্তৃতাকে সঙ্কীর্ণ অভিহিত করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, ঐ বক্তৃতা করতে গিয়ে তাঁর অন্তরের নির্দেশের বিরুদ্ধে চলতে হয়েছে। কারণ "সোভিয়েত বিবাদী পক্ষের উকিল প্রথমে একজন সোভিয়েত নাগরিক" এবং "বিবাদীদের অপরাধে তিনিও শ্রমিকদের মতই বিরক্ত।"[১] বিচারকালে বিবাদী পক্ষের উকিল কয়েকটি লাজুক, শর্তনির্ভর প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু ভিশিন্স্কি বাধা দান করা মাত্র সেগুলি নিয়ে এগোননি। উকিলরা আসলে দু'জন নির্দোষ বস্ত্রশিল্প-কর্মীকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ঐ দু'জন বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা তাঁদের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ অস্বীকার করার চেষ্টা করেননি। শুধু ঐ দু'জনের প্রাণদণ্ড মকুব করা চলে কিনা জানতে চেয়েছিলেন: কমরেড বিচারক, কোনটি অধিকতর প্রয়োজন, "ওদের মৃতদেহ না ওদের শ্রম?"

এই বুর্জোয়া ইঞ্জিনিয়ারদের অপরাধ কত ন্যক্কারজনক? তাঁদের অপরাধের বিবরণ দিচ্ছি: তাঁরা উন্নতির গতি কমানোর ফন্দি এঁটেছিলেন। শ্রমিকরা যেখানে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত ছিল ইঞ্জিনিয়াররা ২০ থেকে ২২ শতাংশের বেশী উঠতে চাননি। তাঁরা আঞ্চলিক খনিগুলি থেকে জ্বালানি উত্তোলনের হারও কমিয়ে দিয়েছিলেন। কুজনেৎস্ক্ উপত্যকার উন্নয়নে তাঁরা মন্থরতার পরিচয় দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধান মন্থর করার উদ্দেশ্যে তাত্ত্বিক ও আর্থিক যুক্তির অবতারণা করতেন, যথা ভোনেৎস্ উপত্যকাকে নীপার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা উচিত না মস্কো এবং ডনবাসকে একটি অতি শক্তিশালী (সুপার ট্রাঙ্ক) বিদ্যুৎ সরবরাহে যুক্ত করা শ্রেয়:। (কাজ থেমে যাচ্ছে অথচ ইঞ্জিনিয়াররা তর্ক করে চলেছেন!) নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের উপর বিবেচনা স্থগিত রেখেছিলেন (অর্থাৎ তাঁরা প্রকল্পগুলি তক্ষুণি অনুমোদন করেননি)। পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কিত বক্তৃতায় তাঁরা সোভিয়েত বিরোধী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। যত পুরানো লঝ্‌ঝড় যন্ত্রপাতি বসিয়েছিলেন। ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ নির্মাণ-প্রকল্প ইত্যাদিতে নিয়োগ করে মূলধন আটকে রেখেছিলেন। তাঁরা প্রয়োজনাতিরিক্ত মেরামতি করিয়েছেন এবং ধাতুর অপব্যবহার করেছেন (কয়েক মানের লোহা তখন

ও তার শিল্পগত রূপান্তর ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করেছিলেন। (বস্ত্রশিল্পে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। উৎপন্ন তুলো ধন্নে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দু' একটি কারখানা খোলা হয়েছিল) তাঁরা ন্যূনতম থেকে বৃহত্তম পরিকল্পনায় লাফ দিয়েছিলেন। ঐ হতভাগ্য বস্ত্রশিল্পের ত্বরান্বিত উন্নতির মাধ্যমে বিধ্বংসী ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রেও নাশকতার পরিকল্পনা করেছিলেন, যদিও কোনটিই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এইভাবে শুধু বাস্তব ক্ষতি-সাধনের ঘটনাই বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল না, বিধ্বংসী ক্রিয়ার পরিকল্পনা, যদ্দ্বারা '৩০ সালে দেশজোড়া সমস্যা, এমন কি অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, তাও বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল। তবু যে দেশজোড়া সমস্যা বা অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসেনি, তার একমাত্র কারণ জনগণের প্রতিযোগিতামূলক শিল্প এবং আর্থিক পরিকল্পনা (সংখ্যার দ্বিগুণিত পরিবেশন)······

সন্দিগ্ধ পাঠক বলবেন, "তাই নাকি ?"

তাই নাকি ? এখনো যথেষ্ট মনে হচ্ছে না ? বিচারকালে যদি প্রতিটি অভিযোগ বারংবার বলা হয়, আট দশবার সেই অভিযোগের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা হয়, তখন হয়ত অভিযোগগুলি নগণ্য মনে হবে না।

ষষ্ঠ দশকে পাঠক তবু আপন দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে থাকেন, বলেন, "তা বটে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্প এবং আর্থিক পরিকল্পনার জন্য সত্যিই কি দেশে গভীর সঙ্কট দেখা দেয়নি ? সরকারী যোজনা আয়োগের সাথে পরামর্শ না করে কোন ইউনিয়নের সভায় অঙ্কপাতগুলি খুসিমত অদল বদল করে দিলে ব্যাপক ভারসাম্যের অভাব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক নয় কি ?"

অভিযোক্তার কাজের ঝক্কি কত ! সরকার স্থির করেছিলেন বিচারের সব বিবরণ প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়াররাও তা পড়বেন। "নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছেন, এবার কবরে শুয়ে পড়ুন।" ক্রাইলেঙ্কো এবার নির্ভীকভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং খুঁটিনাটির বিষয়ে প্রশ্ন এবং প্রতিপ্রশ্ন করতে এগিয়ে গেলেন। খবর কাগজের অতিকায় ভিতরের পাতা এবং উল্লেখগুলি ছোট ছোট হরফে মুদ্রিত সূক্ষ্ম প্রয়োগগত বিবরণে ভর্ত্তি থাকত। উদ্দেশ্য ছিল, পাঠক উপাদানের বহুলতায় বিহ্বল হবেন। সারা সন্ধ্যা এবং কর্মব্যস্ত দিনের পূর্ণ অবসর কাজে লাগালেও পড়ে শেষ করতে পারবেন না। ফলে বিস্তারিত বিবরণ না পড়ে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যে নজর বোলাবেন : "আমরা বিধ্বংসী, আমরা বিধ্বংসী, আমরা বিধ্বংসী !"

কিন্তু যদি কোন পাঠক খবরকাগজের প্রত্যেক লাইন খুঁটিয়ে পড়েন ?

সে ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতা ও অপটুতায় রচিত আত্ম অপরাধ স্বীকারের সাধারণত্ব

ভেদ করে পাঠক দেখতেন যে লুবিয়াঙ্কার কাল-কেউটে এমন এক শিকার ধরতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছে যা তার আপন পটুতার ক্ষেত্র-বহির্ভূত ; স্থূল ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসত বিশ শতকের দৃঢ় মনের চিন্তা। দলিত, অবনত বন্দীরা কাঠগড়াতেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ভাবনা সেখানে আবদ্ধ নয়। তাঁদের ত্রস্ত, ক্লান্ত জিহ্বা সঠিক নাম ধাম সহ সবকিছু আমাদের বলে যায়।

দেখা যাক, কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা কাজ করতেন। কালিন্নিকভ্ বলেন : "নিঃসন্দেহে একটি প্রযুক্তিগত অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল।" ল্যারিচেভ্: "ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ৪২০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করতে হত (উপর থেকে সেই রকম হুকুম এসেছিল)······কারণ অন্য যে-কোন পরিস্থিতিতে ঐ উৎপাদন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।"[১০]

ঐ দুর্ভাগ্যজনক সময়ে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দুটি অসম্ভাব্যতার মধ্যে তাপ-প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের গর্ব ছিল জ্বালানি ব্যয় হ্রাসে অতি উন্নতি-প্রদায়ী গবেষণা। উক্ত গবেষণার ভিত্তিতে প্রাথমিক পরিকল্পনায় জ্বালানি উৎপাদনের নিম্নতর প্রয়োজনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়েছিল। অথচ বিচারে তা বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল,—জ্বালানি মজুত হ্রাস। পরিবহণ পরিকল্পনায় সব মালগাড়িতে স্বয়ংক্রিয় কাপ্‌লিং (দুটি গাড়িতে জোড়া লাগার ব্যবস্থা) লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এও বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল,—মূলধন আটকে রাখা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় কাপলিং লাগাতে অনেক সময় লেগে যাবে। অথচ তা লাগানোর খরচা বহুদিন পরে উঠে আসবে। এখনই আমাদের সবকিছু চাই! একটিমাত্র রেলগাড়িবাহী রেলপথের অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইঞ্জিন ও মালগাড়ির আয়তন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত কি আধুনিকীকরণ গণ্য হল? না, এও বিধ্বংসী ক্রিয়া কারণ ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হলে রেলপথের বুক এবং কাঠামো সুদৃঢ় করতে অর্থ বিনিয়োগ করতে হত। মার্কিন দেশে মূলধন সহজলভ্য এবং শ্রমিক ব্যয়বহুল, অথচ আমাদের দেশে ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি। এই গুরুগম্ভীর আর্থিক বিচারের পটভূমিকায় ফেদোতভ্ সিদ্ধান্ত করলেন, বানরের মত অনুকরণস্পৃহা চালিত হয়ে আমাদের কোন কিছু ধার করা অনুচিত ; অর্থাৎ উৎপন্ন যন্ত্রাংশ একত্রিত করার পর্য্যায়ের দামী মার্কিন যন্ত্র কেনা অর্থহীন। আগামী দশ বছর অপেক্ষাকৃত কম আধুনিক বিলাতী যন্ত্রপাতি কিনে বেশী শ্রমিককে কাজে লাগানো অধিকতর লাভদায়ক হবে কারণ, এ অবধারিত যে, আমরা যাই কিনি না কেন আগামী দশ বছরে তা পরিবর্ত্তন করতে হবে। তখনই আমরা আরো আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারব। সুতরাং, এও বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল। অভিযোগে বলা হল, আর্থিক কারণের অজুহাতে ফেদোতভ্ সোভিয়েত শিল্পকে আধুনিকতম যন্ত্রাদি দেওয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। মজবুতকৃত

(রি-ইনফোর্সড্) কংক্রীটের দাম সাধারণ কংক্রীটের চেয়ে বেশী হলেও নতুন কারখানাগুলি মজবুতকৃত কংক্রীটেই বানানো সুরু হয়েছিল এই যুক্তিতে যে আগামী একশো বছরে অধিকতর ব্যয়ের অনেকগুণ সাশ্রয় সম্ভবপর হবে। সুতরাং, এও বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল: মূলধন আটকিয়ে রাখা এবং লোহা ঘাটতির সময় মজবুত করার কাজে দুষ্প্রাপ্য রত্নের অপপ্রয়োগ। (ঐ রত্নগুলি দিয়ে কী করা উচিত ছিল—নকল দাঁত বানানো ?)

বিবাদীদের মধ্যে থেকে ফেদোতভ্ স্বেচ্ছায় স্বীকার করলেন: মজবুতকৃত কংক্রীট ব্যবহারের দরুন অধিকতর ব্যয়ের প্রতিটি পাই পয়সা বর্ত্তমানে হিসাব করলে তাকে বিধ্বংসী ক্রিয়া বলা চলে। অথচ ইংরেজরা বলে: আমি এত ধনী নই যে খেলো জিনিষ কিনব।

ফেদোতভ্ নরম সুরে শক্ত লোক অভিযোক্তাকে বোঝানর চেষ্টা করেন: "পুঁথিগত দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত সূত্রগুলি শেষ বিচারে বিধ্বংসী গণ্য হতে পারে"[১১] (তাই গণ্য হল)।

আমাকে বলুন, একজন ভীত বিবাদী আর কত সহজ করে বলতে পারে ? যেহেতু আপনারা আগামীকালের সব চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে বর্ত্তমানকে আঁকড়ে ধরেছেন তাই আমাদের তাত্ত্বিক বিচার আপনাদের বিচারে বিধ্বংসী ক্রিয়া গণ্য হল !

বৃদ্ধ ফেদোতভ্ বোঝাবার চেষ্টা করলেন কি ভাবে পাঁচসালা পরিকল্পনার ছিড়িকে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হচ্ছে: যাতে প্রত্যেক কাপড়কল তার মান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তুলো পায় সেই উদ্দেশ্যে তুলো উৎপাদনের কেন্দ্রেই তা বাছাই করে পাঠানো উচিত; অথচ তার পরিবর্ত্তে পুরানো রীতি অনুসারে সব মানের তুলো এক সাথে মিশিয়ে পাঠানো হচ্ছিল। কিন্তু অভিযোক্তার এসব যুক্তি শুনতে বয়ে গেছে। কাঠের ব্লক দিয়ে ইমারত তৈরী খেলা থেকে আহরিত প্রশ্নটিতে তিনি বারংবার, অন্তঃ দশবার পাথরের চাঙড়ের মত অনমনীয়তা নিয়ে ফিরে এসেছেন: উঁচু চাল, প্রশস্ত বারান্দা, অপ্রয়োজনীয় মানের ভালো আলো বাতাস খেলার ব্যবস্থাওলা তথাকথিত "কারখানা প্রাসাদগুলি" কেন তাঁরা তৈরী করিয়েছিলেন ? এও কি অতি স্পষ্ট বিধ্বংসী ক্রিয়া নয় ? আর যা হোক ওর অর্থ চিরকালের জন্য মূলধন আটকে রাখা ত' বটেই ! বুর্জোয়া বিধ্বংসীরা কৈফিয়ৎ দিলেন, জনগণের শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের জন্য সর্ব্বহারার রাজ্যে প্রশস্ত এবং ভালো আলো বাতাস খেলা কারখানা বানাতে চেয়েছিলেন। [তা হলে জনগণের শ্রম মন্ত্রণালয়েও বিধ্বংসী আছে ? এটা লিখে নিতে হচ্ছে !] চিকিৎসকরা প্রত্যেক তলার ব্যবধান ত্রিরিশ ফুট করার উপর জোর দিয়েছিলেন; ফেদোতভ্ কমিয়ে কুড়ি ফুট করেছিলেন। তা হলে ষোল করনি কেন ? সুতরাং বিধ্বংসী ক্রিয়া ! (অথচ

তিনি নিজে কমিয়ে পনেরো করলে তা হত ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ক্রিয়া : অর্থাৎ তিনি মুক্ত সোভিয়েত শ্রমিকদের জন্ত পুঁজিবাদী কারখানার ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন) বিবাদীরা ক্রাইলেঙ্কোকে বোঝালেন, বাড়তি খরচের পরিমাণ কারখানা এবং যন্ত্রপাতির সামগ্রিক ব্যয়ের মাত্র তিন শতাংশ। তবু ক্রাইলেঙ্কো বারংবার চালের উচ্চতার বিষয় উল্লেখ করতে লাগলেন! বেশ, বিবাদীরা অত শক্তিশালী তপ্ত বাতাস নিষ্কাসক বসানোর সাহস কি করে করলেন? তাঁরা চরম গ্রীষ্মের কথা স্মরণ করে নিষ্কাসক বসিয়েছিলেন। চরম গ্রীষ্মের কথা স্মরণ করে? কেন, শ্রমিকরা একটু ঘামলে কি হয়?

আরো শুনুন : "অসম অনুপাত ছিল স্বতঃসিদ্ধ……যখন 'ইঞ্জিনিয়ারদের কেন্দ্র' বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না তখনই ভ্রান্ত সংগঠন ঐ কাজ করেছে।"[১২] (চার্নভ্স্কি) "কোন প্রকার বিধ্বংসী ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল না……আপনি উপযুক্ত কাজ করলে বাকি সব আপনা থেকে ঘটে যেত।"[১৩] (পুনরায় চার্নভ্স্কি) এর থেকে স্পষ্ট করে বলা চার্নভ্স্কির পক্ষে সম্ভব ছিল না। লুবিয়াঙ্কায় একাধিক মাস কাটানোর পর আদালতে আসামীর কাঠগড়া থেকে তিনি এই কথাগুলি বলেছেন। উপযুক্ত কাজ, অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া কাজগুলি করলেই যথেষ্ট হত : ওদের হুকুম তামিল করুন আর অচিন্তনীয় পরিকল্পনা স্বয়ং সে কাজ পণ্ড করে দেবে। ওঁদের বিধ্বংসী ক্রিয়ার একটি নমুনা : "আমাদের ১,০০০ টন উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল, আর আমরা (কোন অর্থহীন পরিকল্পনা অনুযায়ী) ৩,০০০ টন উৎপাদন করার নির্দেশ পেলাম ; তাই আমরা ৩,০০০ টন উৎপাদন করার কোন চেষ্টা করিনি"[১৪]……

আপনার স্বীকার করতেই হবে যে বারংবার পরীক্ষা করা, ছাঁটাই করা, সে কালের সরকারী লঘুলিপিকৃত দলিল হিসাবে এ বিবরণ নগণ্য নয়।

বহু সময় ক্রাইলেঙ্কো তাঁর অভিনেতার মুখে শ্রান্তির সুর এনে দিয়েছেন ; যে অর্থহীন উক্তিগুলি ওদের বারংবার করতে হয়েছে তাতে ক্লান্তি আসাই স্বাভাবিক,—যেন কোন খেলো নাটকে অভিনেতা নাট্যকারের জন্ম বিব্রত, তবু দেহ ও প্রাণ একত্র রাখতে তাঁর অভিনয় চালিয়ে যেতে হয়।

ক্রাইলেঙ্কো : "আপনি একমত?"

ফেদোতভ্ : "আমি একমত, যদিও সাধারণ বিচারে আমার মনে হয় না……"[১৫]

ক্রাইলেঙ্কো : "আপনি এ কথা সমর্থন করেন?"

ফেদোতভ্ : "যথার্থ বলতে গেলে……কয়েকটি অংশে……তবে, সাধারণ অর্থে……হ্যাঁ।[১৬]

ইঞ্জিনিয়ারদের (যাঁরা তখনো মুক্ত ছিলেন এবং বিচারে গোটা ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণীর বদনামের পরও যাঁদের হাসিমুখে কাজ করার কথা) উপায়ান্তর ছিল না। তাঁরা

কিছু করলে নিন্দিত, না করলেও নিন্দিত। এগোলে অন্যায়, পিছোলেও অন্যায়। তাড়াহুড়া করলে, তাঁদের উদ্দেশ্য বিধ্বংসী ক্রিয়া। যদি সুশৃঙ্খল কাজ করেন, তার অর্থ কাজের গতি কমিয়ে দেওয়া,—বিধ্বংসী ক্রিয়া। শিল্পের কোন শাখার শ্রমসাধ্য উন্নতি বিধান করার অর্থ হত ইচ্ছাকৃত বিলম্ব বা নাশকতা, আর মনের খুসিতে জোর কদমে এগিয়ে যেতে চাইলে তার অর্থ হত বিধ্বংসী উদ্দেশ্যে ভারসাম্য বিঘ্নিত করা। মেরামতি কাজ, উন্নতিসাধন বা পুঁজিগত প্রস্তুতির জন্য অর্থ বিনিয়োগের অর্থ হত পুঁজি আটকে রাখা। অথচ ভেঙ্গে যাওয়া পর্য্যন্ত যন্ত্র ব্যবহার করলে তা হল বিভ্রান্তিজনক ক্রিয়াকলাপ! (অধিকন্তু, নিদ্রাবঞ্চনা ও শাস্তিকুঠরীর মাধ্যমে এঁদের একজনের থেকে সব তথ্য জেনে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা দাবী করতে থাকবে, কি উপায়ে বিধ্বংসী ক্রিয়া চালিয়েছ তার বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ দাও)।

অধীর ক্রাইলেঙ্কো ওঁদের খোঁচাতেন, "স্পষ্ট উদাহরণ দাও! তোমাদের বিধ্বংসী ক্রিয়ার স্পষ্ট উদাহরণ দাও!"

(ওঁরা উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেবেন! একটু সবুর করুন। অল্প কিছুদিন পরেই কেউ ঐ বছরগুলির কারিগরির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন! তিনি উদাহরণ দেবেন,— নেতিবাচক উদাহরণ। মৃগী রোগীর মত ছটফট করতে করতে আপনার 'চার বছরে পাঁচসালা পরিকল্পনা' পূর্ণ করার তিনি মূল্যায়ন করবেন। শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাগুলি কি ভাবে পণ্ড করা হয়েছে, নিকৃষ্ট পরিকল্পনাগুলি কি ভাবে নিকৃষ্টতম উপায়ে রূপায়িত হয়েছে তখন জানা যাবে। হ্যাঁ, মাও-সে-তুঙ্ মার্কা লাল রক্ষীদল যদি মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকি করে তার কি কোন সুফল হতে পারে? যত শৌখীন অত্যুৎসাহীর দল,—ওরাই ত' মূর্খতর নেতাদের আরও ক্ষেপিয়ে তুলত)।

হ্যাঁ, পূর্ণ বিবরণে উল্টো ফল হয়। যত বেশী খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া যায় তত পাপ কাজগুলির সাথে জড়িত হওয়ায় দুর্গন্ধ উবে যায়।

এক মুহূর্ত সবুর করুন! আমরা সবকিছু এখনো জানতে পারিনি! সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অপরাধগুলি এখনো আসেনি। এইবার, এইবার তারা এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকটি অশিক্ষিত মানুষও তাঁদের চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে! প্রমপার্টি (১) হস্তক্ষেপের রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিল; (২) সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে অর্থ গ্রহণ করেছিল; (৩) গুপ্তচরের কাজ করেছিল; এবং (৪) ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভায় কাল্পনিক পদ ভাগাভাগি করেছিল।

তাতেই কাজ হল। সব মুখ বন্ধ হয়ে গেল! যারা বিমত ছিল তারাও চুপ হয়ে গেল। শুধু জানালার বাইরে থেকে গর্জন ভেসে আসত: "মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু!"

অধিকতর বিবরণ চান? কেন চান? আচ্ছা, বেশ, আপনি চাইতে পারেন,

কিন্তু তা আরও ভীতিপ্রদ হবে। ওরা সবাই উচ্চতম ফরাসী সেনা বিভাগের আজ্ঞাবহ ছিল। আর যা হোক, ফ্রান্সের না আছে একগাদা দুশ্চিন্তা বা অসুবিধা, না নিজস্ব দলগত বিরোধ। ওরা হুইসেল বাজানোমাত্র বেশ কয়েক ডিভিশন সৈন্যের কুচকাওয়াজ করাতে পারে......হস্তক্ষেপ! তার প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিল '২৮ সালে। কিন্তু তখন মতৈক্য স্থাপিত হয়নি, সব দিক সামলে উঠতে পারেনি। অতএব তা '৩০ সাল অবধি স্থগিত রইল। '৩০ সালেও নিজেদের মধ্যে মতৈক্য হল না। বেশ, তা হলে '৩১ সাল। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাটি এই প্রকার: ফ্রান্স নিজে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু সমর ব্যবস্থাপনার দালালি বাবদ নিজের হিস্সা হিসাবে দক্ষিণ ইউক্রেন দখল করবে। ইংলণ্ডও যুদ্ধ করবে না। ওরা শুধু সোরগোল করবে এবং বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরে নিজ রণতরী পাঠাবে। তার পরিবর্তে ককেশাসের পেট্রোল পাবে। প্রকৃত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে: ১,০০,০০০ বিদেশবাসী রুশ (এরা অবশ্য বহু আগে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একবার হুইসেল বাজলেই একত্রিত হবে); পোলাণ্ড,—আসল যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মূল্য হিসাবে অর্দ্ধেক ইউক্রেন পাবে; এবং রুমানিয়া,—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার উজ্জ্বল সফলতার বৃত্তান্ত সুবিদিত। রুমানিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। অধিকন্তু লাতভিয়া ও এস্তোনিয়া,—এই দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শিশু সরকার ত' অন্য সব চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে যুদ্ধ করতে উদ্গ্রীব ছিল। মূল আঘাত আসার দিকটি ছিল সর্ব্বাধিক ভয়ের হেতু। তা কেন? পূর্ব্বাহ্নে জানা গিয়েছিল নাকি? হ্যাঁ! বেসারাবিয়াতে আক্রমণ সুরু হয়ে নীপার নদীর দক্ষিণ তীর ধরে সোজা মস্কো[১৭] অবধি এগিয়ে আসার কথা। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কি আমাদের যাবতীয় রেলপথ উঠিয়ে দেওয়া হবে? না, মোটেই না। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে! সুযোগ বুঝে প্রম্‌পার্টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ফিউজ্ খুলে দেবে, যার ফলে গোটা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে; কাপড়কল সমেত সব কারখানার চাকা বন্ধ হয়ে যাবে! (বিবাদীরা সাবধান! তোমরা নিজেদের নাশকতার পদ্ধতি, তোমাদের নাশক ক্রিয়ার লক্ষ্যস্বরূপ কারখানাগুলির নাম ধাম, তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সংশ্লিষ্ট স্থানগুলির ভৌগোলিক স্থিতি বা দেশী অথবা বিদেশী ব্যক্তিবর্গের নাম গোপন বিচার ছাড়া অন্য কোথাও উল্লেখ করবে না!) এই সময় বস্ত্র-শিল্পের উপর যে চরম আঘাত পড়ার সম্ভাবনা ছিল এগুলির সাথে তার মিলিত প্রয়োগের কথা কল্পনা করুন! আরও ভেবে দেখুন হস্তক্ষেপকারীদের অ[illegible]লে সরবরাহ[১৮] করার উদ্দেশ্যে নাশক কর্মীরা এর মধ্যে বাইলোরাশিয়ায় তিনটি কাপড় কল গড়ে তুলত। কাপড় কলগুলি হাতে পেয়ে হস্তক্ষেপকারীরা দুর্ব্বার গতিতে মস্কো অভিমুখে এগোত। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির চতুরতম অংশ হল: বাস্তবে করে উঠতে না পারলেও. ওদের ফন্দি ছিল কুবান ও পোলেসিয়ে এবং ইল্‌মেন হ্রদে[illegible]

নিকটবর্তী জলাভূমির (ভিশিনস্কি ওদের জায়গার সঠিক নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেছিলেন। তবু একটি সাক্ষী সব বলে ফেলেছিল) জল নিকাসন করিয়ে মস্কো পৌঁছনর হ্রস্বতম পথ ধরবে। তাতে ঘোড়ার খুর বা নিজেদের পায়ে জল কাদা লাগবে না। (তাতাররা বা নেপোলিয়ন ঐ ফন্দি করে কেন মস্কোয় হানা দেননি, বোঝা কঠিন। বোধ হয় ঐ ইন্‌মেন আর পোলেসিয়ে জলাভূমির জন্য। কিন্তু একবার ওদের জল বার করে দিলে মস্কো রক্ষাবেষ্টনী বিহীন হয়ে পড়ত) অধিকন্তু কাঠ চেরাই কলের ছদ্মবেশে হ্যাঙ্গার তৈরী করা হয়েছিল (জায়গার নাম করবেন না!)। হস্তক্ষেপকারীদের এরোপ্লেন বৃষ্টিতে ঐ হ্যাঙ্গারে আশ্রয় নিতে পারত। হস্তক্ষেপকারীদের জন্য ঘর বাড়িও তৈরী হয়েছিল (জায়গার নাম বলবেন না!)। (তাহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দখলদার বিদেশী সৈন্যদের জন্য ঘর বাড়ি বানানো হয়নি কেন?) বিবাদীরা এসব ব্যাপারে 'কে' এবং 'আর' নামে দুই রহস্যজনক বিদেশীর থেকে নির্দেশ পেয়েছিল (পুরো নাম বা দেশের নাম বলা নিষেধ!)।[১৯] অতি সম্প্রতি তারা এমন কি "লাল ফৌজের একটি ইউনিটে বিশ্বাসঘাতী ক্রিয়াকলাপের প্রস্তুতি চালিয়েছিল।" (সংশ্লিষ্ট ইউনিট, সামরিক সেবার শাখা বা ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ নিষেধ!) ওরা অবশ্য কোন ফন্দিই কাজে লাগাতে পারেনি। কোন এক কেন্দ্রীয় সামরিক সংস্থায় ওরা শ্বেত ফৌজের প্রাক্তন অফিসার এবং তহবিল সরবরাহকারীদের একটি কেন্দ্র গড়তে চেয়েছিল। সে ইচ্ছাও বাস্তবায়িত হয়নি। (কি বললে, শ্বেত ফৌজ? লিখে নিন! গ্রেফতার সুরু করুন!) এর উপর ছিল সোভিয়েত-বিরোধী ছাত্র কেন্দ্র। (ছাত্র? লিখে নিন! গ্রেফতার আরম্ভ করুন!)

(একটা কথা! এ আলোচনা বেশীদূর টেনে নিয়ে যাবেন না। আমরা চাই না শ্রমিকরা হতোদ্যম হোক, মনে করুক সব ভেঙ্গে পড়ছে, বা সোভিয়েত সরকার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছেন। তাই অপর দিকটিতে পর্য্যাপ্ত আলোকপাত করা হল: ওরা অনেক ক্ষতি করতে চেয়ে সামান্যই কাজ করতে পেরেছে। তাতে একটি শিল্পেরও বড় রকমের ক্ষতি হয়নি!)

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ ঘটল না কেন? বহু জটিল কারণে। হয় পোঁয়াকারে ফ্রান্সের নির্বাচনে জিততে পারেননি বলে, নয় যেহেতু বিদেশবাসী রুশ শিল্পপতিরা স্থির করেছিলেন যে তাঁদের প্রাক্তন শিল্পোদ্যোগগুলি বলশেভিকরা তখনো যথেষ্ট সঞ্জীবিত করেনি, আরও করুক। তা ছাড়া পোলাণ্ড এবং রুমানিয়ার সাথে ওদের মতৈক্য স্থাপিত হয়নি।

বেশ, হস্তক্ষেপ না ঘটলেও প্রম্‌পার্টি ত' ছিলই! কুচকাওয়াজে পায়ের ওঠা পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? মেহনতী জনতার গুঞ্জন কানে আসছে?—"মৃত্যু! মৃত্যু!

মৃত্যু!" যারা কুচকাওয়াজ করছে তাদেরই ত' "যুদ্ধ বাধলে দুঃখ কষ্ট সয়ে, মৃত্যু বরণ করে এই মানুষগুলির ক্রিয়াকলাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।"[২০]

(উনি যেন একটি স্ফটিকের গোলকের ভিতর দেখছিলেন: দুঃখ কষ্ট এবং মৃত্যু বরণ করে ঐ সরল বিশ্বাসী বিপ্লবীদের '৪১ সালে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে……এই মানুষগুলির ক্রিয়াকলাপের জন্ম! কিন্তু, অভিযোক্তা, আপনি কোন দিকে, কার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন? কাকে?)

বেশ, সব বোঝা গেল। কিন্তু শিল্পভোগ দল নামকরণ হল কেন? কারিগরি-প্রযুক্তি কেন্দ্র কেন হল না? আমরা ত' কেন্দ্র শুনতেই অভ্যস্ত!

হ্যাঁ, আগে এটি কেন্দ্রই ছিল। পরে ওরা নিজেদের দল হিসাবে সংগঠিত করেছিল, কারণ তাতে মর্য্যাদা বাড়ে এবং ভবিষ্যৎ সরকারের মন্ত্রীসভার পদগুলি দাবী করা সহজতর হয়। "কারিগরি শ্রমিকদের ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কাজে লাগানো হবে।" কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম? অবশ্যই অপর রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে। প্রথমে টিকেপি বা কৃষিকর্মী দলের বিরুদ্ধে, কারণ ওদের দলে ২০০,০০০ সভ্য! দ্বিতীয়তঃ মেনশেভিক দলের বিরুদ্ধে। আর কেন্দ্রের প্রসঙ্গে বলা হল, ঐ তিনটি দল একজোটে একটি সংযুক্ত কেন্দ্র গড়বে। কিন্তু জিপিইউ সব ধ্বংস করে দিয়েছিল। "আমাদের ধ্বংস করে জিপিইউ ভাল কাজ করেছে,"—প্রত্যেক বিবাদীর সহর্ষ উক্তি! (আরও তিনটি দল ধ্বংসের সংবাদে স্ট্যালিন আনন্দিত হলেন। তাঁর তালিকায় আরও তিনটি কেন্দ্র যোগ হলে গর্ব্বিত হওয়ারই কথা)।

কোন কেন্দ্রের বদলে একটি দল গঠিত হওয়ার অর্থ তার একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। প্রম্‌পার্টিরও কেন্দ্রীয় সমিতি ছিল। অবশ্য তার নির্ব্বাচনও হয়নি বা দলীয় সভাও আহূত হয়নি। যে কেউ চাইত কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য হতে পারত,—মোট পাঁচজন। ওরা একে অপরের স্থান করে দিত, এমন কি অধ্যক্ষেরও। কেন্দ্রীয় সমিতি বা বিভিন্ন শিল্প শাখা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর কোন অধিবেশন বসত না (বসলেও, তা রামজিন ছাড়া কারো মনে পড়েনি। সভার যোগদানকারীদের নামও রামজিনের মনে ছিল)। এমন কি সভ্যের অভাবও দেখা দিত। চার্নভ্‌স্কি বলেছিলেন, "প্রম্‌পার্টির কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন ছিল না।" ঐ দলে কতজন সভ্য ছিল? ল্যারিচেভ্‌ বলেছিলেন: "সভ্য সংখ্যা গণনা ছিল দুঃসাধ্য; দলের সঠিক গঠন অজ্ঞাত ছিল।" কিভাবে তাঁরা বিধ্বংসী ক্রিয়া চালাতেন? নির্দেশাবলী কিভাবে প্রচারিত হত? কারুর সাথে অপর কারুর কোথাও দেখা হলে তাকে মুখে মুখে নির্দেশাবলী জানানো হত। তারপর অন্যান্য সবাই নিজ বিবেক অনুযায়ী বিধ্বংসী ক্রিয়া চালাত। (রামজিন দৃঢ়ভাবে বললেন, দু'হাজার সভ্য ছিল। তিনি দু'জনের নাম বললে, ওরা পাঁচজনকে গ্রেফতার করত! বিচারে দাখিল করা কাগজপত্রের হিসাবমত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে

তখন ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তার অর্থ, প্রতি সপ্তম ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করে বাকি ছ'জনকে ভয় দেখাতে হবে) কিভাবে কৃষিকর্মী দলের সাথে সংযোগ রক্ষিত হত? রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ বা উচ্চতম অর্থনৈতিক পরিষদে ওদের সাথে দেখা হত এবং তদনুসারে ওরা "গ্রামের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করতে পারত।"

এ দৃশ্য আর কোথাও দেখেছেন? হ্যাঁ, আইডাতে: রাদামেস যুদ্ধে যাবেন; বাদকরা বাদ্য বাজাচ্ছে; শিরস্ত্রাণ মাথায়, হাতে বর্শা নিয়ে আটজন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে; আর পটভূমিতে অঙ্কিত আছে দু'হাজার সৈন্য।

প্রম্‌পার্টিও ত' তাই।

তা হোক। ওতে কাজ হয়। খেলা চলতে থাক! (ঐ সময় এসব কত ভয়াবহ লেগেছিল তা আজ বিশ্বাস করা একান্ত অসম্ভব) প্রত্যেক বৃত্তান্ত পুনরাবৃত্তি দ্বারা জোর করে মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তাই সার্বিক ভয়াবহতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। যাতে সবকিছু অত্যন্ত খেলো না দেখায় সেজন্য বিবাদীরা গুরুত্বহীন কোন কিছু হঠাৎ 'ভুলে' যেত অথবা 'জবানবন্দী অস্বীকার করার চেষ্টা করত।' ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষ 'পাল্টা প্রশ্নাদি দ্বারা ওদের গেঁথে ফেলতেন।' অবশেষে মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাটকের মত সব জমকালো হয়ে উঠত।

ক্রাইলেঙ্কো প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি প্রম্‌পার্টির স্বরূপ, সামাজিক বুনিয়াদ ফাঁস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ এক শ্রেণীগত প্রশ্ন, যাতে তাঁর বিশ্লেষণ নির্ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু তিনি স্ট্যানিস্লাভস্কির পদ্ধতি বর্জন করলেন, বিবাদীদের অভিনয়ের ভূমিকা বণ্টন করলেন না। এই ক্ষেত্রে নতুনত্বের আশ্রয় নিলেন: নিজের জীবন, বিপ্লবের সাথে তার সম্পর্ক এবং কেন সে বিধ্বংসী ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক বিবাদীকে বলতে দিলেন।

মানবতার চিত্র ঐ বিবেকহীন সমাবেশ এক ঝটকায় নাটকের পাঁচাচ অঙ্ক পণ্ড করে দিল।

প্রথম যাতে আমাদের বিস্ময় জাগে তা হল, ঐ হোমরা-চোমরা বুদ্ধিজীবীদের আটজন দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন: কৃষকের সন্তান; কেরাণীর বহু সন্তানের একজন; কারিগরের সন্তান; গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সন্তান এবং ফেরিওলার সন্তান। বিদ্যালয়ে দারিদ্র্য তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। বারো তেরো বছর বয়স থেকে লেখাপড়া শেখার জন্য রোজগার করতে হয়েছে। কেউ ছাত্র পড়িয়ে, কেউ রেলের কাজ করে খরচা চালাত। সবচেয়ে পীড়াদায়ক, কেউ ওদের শিক্ষালাভের পথে বাধা দেয়নি! ওরা সবাই উচ্চতর বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয়ে গেল এবং কালক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ও নামজাদা অধ্যাপক হল। (কি করে তা

সম্ভব হল ? সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদা বলে আসছেন, জারের আমলে শুধু জমিদার এবং পুঁজিবাদীর সন্তান.........ক্যালেণ্ডারগুলি কি তা হলে মিথ্যা কথা বলে ?)

সোভিয়েত আমলে ইঞ্জিনিয়ারদের অতি দুরবস্থা। তাঁদের সন্তান-সন্ততির উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা এক রকম অসম্ভব। (আর যা হোক, মনে রাখবেন বুদ্ধিজীবীর সন্তান অগ্রাধিকারের প্রসঙ্গে নিম্নতম মান পায় !) আদালত এ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করল না, ক্রাইলেঙ্কোও করলেন না। (আর বিবাদীরা ত' অধীর হয়ে নিজের উক্তির সাথে শর্ত জুড়ে বললেন, সার্ব্বিক সাধারণ জয়লাভের পটভূমিকায় ঐ প্রসঙ্গ নিতান্ত গুরুত্বহীন।)

যে বিবাদীদের একজনের কথার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত অপর একজনের কথার মিল ছিল, এবার তাঁদের প্রত্যেকের পৃথকীকরণ করা যাক। বয়সের তফাতের দরুন তাঁদের গভীরতায় পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ষাট এবং তদূর্দ্ধ বয়স্করা যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তাতে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক হয়। কিন্তু তেতাল্লিশ বছর বয়স্ক রামজিন ও ল্যারিচেভ্ এবং ঊনচল্লিশ বছর বয়স্ক অচ্কিন (ইনিই '২১ সালে গ্রাভটপ্ বা মূল জ্বালানি সমিতির নিন্দাবাদ করেছিলেন) নির্লজ্জ, খেলো উক্তি করেছিলেন। এঁরাই প্রম্পার্টি এবং হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত বড় জবানবন্দীগুলি দিয়েছিলেন। (দ্রুত এবং অসাধারণ সফলতার দরুন) রামজিন ছিলেন এমন এক মানুষ যাঁকে সমগ্র ইঞ্জিনিয়ারকুল বর্জ্জন করত এবং তিনি তা সহ্য করতেন। বিচারের সময় জনান্তিকে ক্রাইলেঙ্কোর ইঙ্গিত শুনে তিনি মূল্যবান জবানবন্দী দিয়েছিলেন। রামজিনের স্মৃতি চিত্রণের ভিত্তিতেই সব অভিযোগ রচিত হয়েছিল। তাঁর এত আত্মসংযম এবং শক্তি ছিল যে (জিপিইউ তাঁকে ঐ কাজ দিলে) তিনি প্যারীতে আমাদের রাজদূত হিসাবে হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে আলোচনা চালাতে পারতেন। অচ্কিনও দ্রুত উন্নতি করেছিলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সে "শ্রম ও প্রতিরক্ষা' পরিষদ এবং জনগণের প্রতিনিধি পরিষদের অসীম আস্থা" অর্জ্জন করেছিলেন।

বাষট্টি বছর বয়সের অধ্যাপক চার্নভ্স্কি সম্পর্কে ওকথা বলা চলে না। বেনামী ছাত্ররা দেওয়ালপত্র মাধ্যমে তাঁকে নিপীড়ন করত। ঊনত্রিশ বছর অধ্যাপকতা করার পর একটি সাধারণ ছাত্র সভায় তাঁকে "কাজের হিসাব দিতে বলা হয়েছিল।" তিনি যাননি।

আর অধ্যাপক কালিন্নিকভ্ ত' '২১ সালে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের,—অর্থাৎ অধ্যাপক ধর্ম্মঘটের,—নেতৃত্ব করেছিলেন। ঐ ধর্ম্মঘটের কারণ: স্টোলিপিনের দমননীতির যুগে মস্কো উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বায়ত্ত শাসন অর্জ্জন করেছিল। এই ক্ষমতা প্রয়োগে তারা বিদ্যালয়ের উচ্চপদাধিকারী, যথা আচার্য্য নির্ব্বাচন করতে পারত। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা '২১ সালে কালিন্নিকভ্কে আচার্য্য নির্ব্বাচিত করেছিলেন, কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি

পরিষদ (মন্ত্রীসভা) তাঁর জায়গায় নিজেদের মনোনীত প্রার্থী নিযুক্ত করতে চাইলেন। অধ্যাপকরা ধর্ম্মঘট করলেন। ছাত্ররা,—সে সময় প্রকৃত সর্ব্বহারা ছাত্র ছিল না,—ধর্ম্মঘট সমর্থন করল। সোভিয়েত সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কালিন্নিকভ্ এক বছর আচার্য্য রয়ে গেলেন। '২২ সালের আগে সরকার এই বিদ্যালয়ের স্বাধীনতার টুটি ছিঁড়তে পারেননি, তাও সম্ভবতঃ বিনা গ্রেফতারে নয়।

ছেষট্টি বছর বয়স্ক ফেদোতভ্ রুশ সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী শ্রমিক দলের,—এই দল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম,—জীবৎকালের চেয়ে এগারো বছর বেশী এক কারখানার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর রুশ দেশের সবকটি সুতো কল এবং কাপড় কলে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। (এই লোকগুলি কী জঘন্য, যত শীগ্ গির সম্ভব এদের বিদায় করা বাঞ্ছনীয়!) কসাকদের হাতে মৃত শ্রমিকদের 'লাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়' যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ১৯০৫ সালে মরোজভ্ বস্ত্রশিল্পের পরিচালক পদ ও তৎসহ মোটা মাইনেয় ইস্তফা দেন। বিচারকালে তিনি ছিলেন অসুস্থ, দুর্ব্বল দৃষ্টিশক্তি এবং এত শারীরিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত যে তাঁর থিয়েটার দেখতে যাওয়ার শক্তিও ছিল না।

এই ধরনের মানুষগুলি তা হলে হস্তক্ষেপ সংগঠন করেছিলেন? দেশের অর্থ নৈতিক ধ্বংসও?

শিক্ষকতা এবং বিজ্ঞানের নব বিকাশে,—যথা উৎপাদন সংগঠন, বিজ্ঞান ও উৎপাদন পদ্ধতির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নীতি উদ্ভাবন,—চার্নভ্স্কি এত ব্যস্ত থাকতেন যে বহু বছর যাবৎ তাঁর সান্ধ্য অবসর বলে কিছু ছিল না। আমার বাল্যের স্মৃতি থেকে বলতে পারি সেকালের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপকরা ঠিক ঐ রকম হতেন। বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের নিয়ে তাঁদের সন্ধ্যাবেলা কেটে যেত, রাত এগারোটার আগে বাড়ি ফিরতে পারতেন না। কারণ পাঁচ-সালা পরিকল্পনার গোড়ার দিকে সারা দেশে মাত্র ত্রিশ হাজার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং অতিরিক্ত চাপে তাঁদের ভাঙবার অবস্থা হয়েছিল। অথচ এঁরাই সঙ্কট ঘটানো এবং অর্থের বিনিময়ে গুপ্তচরের কাজ করার দায়ে অভিযুক্ত হলেন!

গোটা বিচারে রামজিন মাত্র একটি সত্যি কথা বলেছিলেন: "ইঞ্জিনিয়ারের মানসিক গঠনে বিধ্বংসী ক্রিয়ার স্থান নেই।"

বিচারকালে ক্রাইলেংকো বিবাদীদের সানুনয়ে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন যে তাঁরা রাজনীতি সম্বন্ধে 'অজ্ঞ' ছিলেন অথবা রাজনীতির সাথে তাঁদের "পরিচয় ছিল না বললেই হয়।" আর যা হোক ধাতুবিদ্যা বা টারবাইনের নক্সার থেকে রাজনীতি অনেক কঠিন এবং উচ্চতর। রাজনীতিতে বিদ্যা কাজে আসে না। বলো! উত্তর দাও! অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ছিল? সন্দিগ্ধ। ভাষান্তরে, বিরূপ মনোভাব। কেন? কেন?

ক্রাইলেঙ্কো ওদের তাত্ত্বিক প্রশ্নাদি দিয়ে খোঁচাতে লাগলেন এবং অজানা ভূমিকার সাথে অপরিচয়ের দরুন অনভ্যস্ত জিভে নিকশিত সত্য প্রকট হল,—সত্যিই কী ঘটেছিল, তার কী ফল হয়েছিল ইত্যাদি।

অক্টোবর ক্ষমতা দখলে ইঞ্জিনিয়াররা যা প্রথমে দেখেছিলেন তা হল ধ্বংস। (পরবর্তী তিন বছর শুধু ধ্বংস ছাড়া আর কিছু সত্যিই চোখে পড়েনি) তদুপরি তাঁরা মৌলিক স্বাধীনতা হরণের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। (ঐ স্বাধীনতাগুলি আর প্রত্যর্পিত হয়নি) তা হলে ইঞ্জিনিয়াররা গণতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না চেয়ে পারলেন কি করে? শ্রমিকের একনায়কতন্ত্র, শিল্পে অধস্তনের একনায়কত্ব,—যারা অত অল্প কুশলী ও শিক্ষিত এবং উৎপাদনের পদার্থগত ও আর্থিক নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ পদে আসীন হয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ তদারক করত,—ইঞ্জিনিয়াররা মেনে নিতেন কি করে? যাদের বুদ্ধি দিয়ে সমাজকে গতি নির্দেশ করার ক্ষমতা ছিল সমাজে তাদেরই নেতৃত্ব ইঞ্জিনিয়াররা স্বাভাবিক বলে মেনে নেননি কেন? (নৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া সমাজের যাবতীয় গতিই কি ঐ দিকে চালিত নয়? এও কি সত্যি নয় যে পেশাদার রাজনীতিকরা সমাজের কাঁধের উপর বিষফোড়া, যার ফলে সমাজ মাথা ঘোরাতে বা হাত সরাতে পারে না?) ইঞ্জিনিয়ারদের রাজনৈতিক মতামত থাকবে না কেন? রাজনীতি কোন বিজ্ঞানের শাখা নয়; এ এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র যেখানে গাণিতিক হিসাব অচল। অধিকন্তু এ ক্ষেত্র মানুষের অহং এবং ভাবাবেগের জন্য উন্মুক্ত। (এমন কি বিচারেও চার্নভস্কি বলেছিলেন: "কিছু দূর পর্যন্ত রাজনীতি কারিগরি জ্ঞান দ্বারা চালিত হওয়া উচিত।")

সাম্যবাদের যুদ্ধকালীন মস্ত চাপ ইঞ্জিনিয়ারদের পীড়া দিত। কোন ইঞ্জিনিয়ার অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে অতি দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার '২০ সাল অবধি কিছু করেননি। নব আর্থিক নীতি ঘোষণার পর তাঁরা স্বেচ্ছায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন। এই চিন্তা করে ঐ নীতি মেনে নিয়েছিলেন যে সরকারের বোধোদয় হয়েছে। তবু, হায়, পুরানো দিনের পরিস্থিতি ফিরে এল না। ইঞ্জিনিয়ারদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এত সন্দেহজনক মনে করা হত যে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার অধিকারও রইল না। উৎপাদনে অবদানের অনুপাতে তাঁদের অত্যন্ত কম মাইনে দেওয়া হত। তাঁরা শৃঙ্খলা প্রবর্তন করার অধিকার বঞ্চিত হয়েছিলেন, অথচ ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ চাইতেন উৎপাদনে সফলতা এবং শৃঙ্খলা আসুক। যে কোন শ্রমিকের শুধু ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতাই ছিল না, ইঞ্জিনিয়ারকে অপমান বা আঘাত করলেও সাজা হত না; শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে শ্রমিক সর্বদাই ন্যায় করেছে ধরে নেওয়া হত।

ক্রাইলেংকা আপত্তি জানান : "ওড্ডেনবর্গারের বিচারের কথা আপনার মনে আছে ?" (অর্থাৎ আমরা কিভাবে তাঁকে সমর্থন করেছিলাম ?)

ফেদোতভ্ : "হ্যাঁ। ইঞ্জিনিয়ারের দুর্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তাঁর প্রাণ দিতে হয়েছিল।"

ক্রাইলেংকো (হতাশভাবে): "তা বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ঐভাবে বলা হয়নি।"

ফেদোতভ্ : "তিনি মারা যান এবং একা তিনি মারা যাননি। তিনি মৃত্যুবরণ করেন স্বেচ্ছায়, কিন্তু বহু লোককে মেরে ফেলা হয়েছিল।"[২১]

ক্রাইলেংকো নীরব হলেন। তার অর্থ, ফেদোতভের উক্তি সত্য। (ওড্ডেনবর্গারের বিচারের পাতা উল্টিয়ে যান এবং নিপীড়নের পরিমাণ আন্দাজ করুন। তার সাথে শেষ বাক্যটি জুড়ে দিন : "বহু লোককে মেরে ফেলা হয়েছিল।")

সুতরাং কোন দোষ না করলেও ইঞ্জিনিয়ারদের কাঁধে সব দোষের বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে। কোন প্রকৃত ভুল যদি সহকর্মীরা কোন প্রকারে চাপা না দিতে পারত তজ্জন্য ইঞ্জিনিয়ারকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ার ব্যবস্থা করা হত। কর্তৃপক্ষ সততার মূল্য দিতেন না। এই হেতু ইঞ্জিনিয়াররা কখনো কখনো কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের কাছে মিথ্যা বলতে বাধ্য হতেন।

স্বীয় কর্তৃত্ব এবং সম্মান ফেরৎ পাওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের প্রকৃতই একতাবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা প্রয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেকেই বিপদগ্রস্ত। তবু একজোট হওয়ার জন্য কোন সভা আহ্বান করা বা সদস্যপত্রের প্রয়োজন ছিল না। বুদ্ধিমান ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাসম্পন্ন মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মত এই একতা সামান্য কয়েকটি ঠাণ্ডা, হয়ত ঘটনাক্রমে বলা কথায় সাধিত হয়েছিল ; ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়নি। কেবল সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তিবর্গের দলের নামাঙ্কিত লাঠি আর প্রস্তাব প্রয়োজন হয়। (এ সত্য স্ট্যালিন, তাঁর জিজ্ঞাসাবাদকারীর দল এবং সমগ্র জনতার বুদ্ধির অগম্য। মানবিক সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা তাঁদের কখনো হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে তাঁরা এরকম জিনিষ কখনো দেখেননি।) ক্ষুদে দস্যুর বিরাট মূর্খ দেশে রুশ ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বহুকাল যাবৎ ঐ ধরনের একতার অস্তিত্ব ছিল এবং বেশ কয়েক যুগ ধরে তা পরীক্ষিতও হয়েছিল। কিন্তু নতুন সরকার তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে শঙ্কিত হল।

'২৭ সাল এল। নব আর্থিক পরিকল্পনার যুগে বিচার-বিবেচনা ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল। দেখা গেল সম্পূর্ণ নব আর্থিক পরিকল্পনাটাই একটা ক্রূর প্রবঞ্চনা। অতি শিরোন্নত পদক্ষেপের বেহিসাবী, অবাস্তব কল্পরূপ অঙ্কিত হয়েছিল ; অসম্ভব পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছিল। ঐ পরিস্থিতিতে সামগ্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি বিবেচনায়

পক্ষে,—রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ এবং অর্থনৈতিক পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারিং নেতৃত্বের,—কী করণীয় থাকতে পারে? উন্মাদের কাছে আত্মসমর্পণ? পাশ কাটিয়ে থাকা? ঐ দুটির কোন একটিতে তাঁদের সামান্যতম ক্ষতি হত না। এক টুকরো কাগজে যে অঙ্ক খুসি লেখা সম্ভব। কিন্তু "আমাদের সাথীরা, প্রকৃত উৎপাদনে লিপ্ত আমাদের সহযোগীরা, ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করতে পারবে না।" অতএব ঐ পরিকল্পনাগুলিকে কিছু কমিয়ে তাদের যুক্তিনির্ভর করা এবং একান্ত অসম্ভব লক্ষ্যমাত্রাগুলি বাতিল করা প্রয়োজন। অর্থাৎ নেতৃবর্গের নির্ব্বুদ্ধিতা শুধরানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সবচেয়ে মজার কথা, শেষোক্ত প্রয়োজনটির সাথে নেতৃবর্গ, শিল্পোদ্যোগ এবং জনগণের স্বার্থ জড়িত ছিল, কারণ তদ্দ্বারা সর্ব্বনাশা সিদ্ধান্ত এড়ানো সম্ভব হত এবং কোটি কোটি টাকার অপব্যয় রোধ করা যেত। ইঞ্জিনিয়ারদের সমস্যা ছিল পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক দাবী, পরিকল্পনা এবং অতি পরিকল্পনার মাঝে 'কারিগরি বিদ্যার প্রাণকেন্দ্র' স্বরূপ উন্নত মানের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করা এবং ছাত্রদের ঐ মতে দীক্ষিত করা।

এই হল চিকন, মোলায়েম, বহুরূপী সত্তা, যার আসল রূপই এই প্রকার।

অথচ '৩০ সালে উচ্চৈঃস্বরে এ চিন্তাধারা উচ্চারণ করলে গুলিতে প্রাণ দিতে হত। তবু জনগণের মনে বিক্ষোভ আনার পক্ষে তা কত সামান্য, প্রায় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার মত নগণ্য।

তাই ইঞ্জিনিয়ারদের নীরব, লাভজনক সহযোগকে স্থূল বিধ্বংসী ক্রিয়া এবং হস্তক্ষেপ অভিহিত করা প্রয়োজন হল।

তাই ওরা ছবি পাল্টিয়ে দিলেও আমরা সত্যের অবয়বহীন,—এবং ফলহীন,—প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। ফেদোতভ ইতিমধ্যে আট মাস বন্দীদশায় বিনিদ্র রজনী সম্পর্কে কিছু বলে ফেলেছিলেন; বলেছিলেন, কোন এক গুরুত্বপূর্ণ জিপিইউ পদাধিকারী সম্প্রতি তাঁর করমর্দ্দন করেছেন (?)। (সুতরাং নিশ্চয় বোঝাপড়া হয়েছে: আপনি আপনার ভূমিকা অভিনয় করুন, জিপিইউ তার প্রতিশ্রুতি রাখবে?) এমন কি যে সাক্ষীদের গুরুত্বহীন ভূমিকা ছিল তাঁরাও ঘাবড়িয়ে যেতে লাগলেন।

ক্রাইলেঙ্কো: "আপনি এই দলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?"

সাক্ষী কির্পোটেঙ্কো: "দুই কি তিনবার, যখন হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা হত, তখন করেছি।"

এই কথাটাই ত' চাই!

ক্রাইলেঙ্কো (সোৎসাহে): "বলে যান।"

কির্পোটেঙ্কো (একটু থেমে): "এ ছাড়া আর কিছু জানি না।"

ক্রাইলেঙ্কো সাক্ষীকে উৎসাহিত করলেন, সূত্র ধরানোর চেষ্টা করলেন।

কির্পোটেকো (বোকার মত): "হস্তক্ষেপের কথা ছাড়া আমি আর কিছু শুনিনি।"[২২]

এরপর যখন কুপ্রিয়ানভের সাথে ক্রাইলেঙ্কোর সত্যিকার মোকাবিলা হল, ঘটনাবলী ঠিক মত সাজানো গেল না। রুষ্ট ক্রাইলেঙ্কো অপটু বন্দীদের উপর চেঁচিয়ে উঠলেন: "তাহলে তোমরা যাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন উত্তর না দাও, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

আদালতের বিরতির ফাঁকে বন্দীদের সব কিছু মনে করিয়ে দেওয়া হল। বিবাদীরা আর একবার দুরু দুরু বক্ষে নিজের ভূমিকা অভিনয়ের অপেক্ষা করলেন। ক্রাইলেঙ্কো আটজনকেই বোঝালেন: প্রবাসী রুশ শিল্পপতিরা এক প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেছেন, তাঁরা রামজিন বা ল্যারিচেভ্-এর সঙ্গে কখনো কোন আলাপ আলোচনা করেননি; তাঁরা প্রম্‌পার্টি সম্পর্কে কিছু জানেন না এবং সম্ভবতঃ নির্যাতন করে সাক্ষীদের জবানবন্দী আদায় করা হয়েছে—এর জবাবে তোমরা কী বলতে চাও?

হা ভগবান! বিবাদীরা যা উত্তেজিত হলেন! নিজের দানের অপেক্ষা না করে তাঁরা বলার সুযোগের জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন। কোথায় গেল সেই ক্লান্ত নীরবতা যদ্দ্বারা তাঁরা নিজেদের এবং সহযোগীদের সাতদিন অবমানিত করেছিলেন? প্রবাসী রুশদের উদ্দেশে তাঁদের তপ্ত ঘৃণা ফেটে পড়ল। তাঁরা জিপিইউ'র পদ্ধতির সমর্থনে সংবাদপত্রে লিখিত বিবৃতি পাঠানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। (জিপিইউ কি এক মহামূল্য অলঙ্কার নয়? রত্ন নয়?) রামজিন বললেন: "এখানে আমাদের উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে আমাদের নির্যাতন বা নিপীড়ন সহ্য করতে হয়নি।" (পাঠক অনুগ্রহ করে বলুন, যে নির্যাতনে বিবাদীর পক্ষে আদালতে হাজির হওয়া অসম্ভব হয়, তার সার্থকতা কোথায়?) ফেদোতভ্ যোগ করলেন: "বন্দীত্ব উপকার করেছে······শুধু আমার একার নয়······স্বাধীন জীবনের চেয়ে বন্দীদশায় আমি ভাল বোধ করি।" অচ্‌কিন বললেন: "আমিও। আমিও বাইরের চেয়ে কারাগারে ভাল আছি।"

পরম উদারতার সাথে ক্রাইলেঙ্কো এবং ভিশিন্‌স্কি তাঁদের যৌথ বিবৃতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। নতুবা তাঁরা নির্ঘাৎ ঐ বিবৃতি রচনা করতেন। স্বাক্ষরও করতেন!

তবু কি কারো মনে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল? বেশ, তাঁদের জন্য কমরেড ক্রাইলেঙ্কোর শাণিত যুক্তির একটি ঝলক তোলা আছে: "কেউ যদি এক মুহূর্তের জন্যও মনে করেন এই লোকগুলি অসত্য বলেছে, তাহলে জিজ্ঞেস করব এদের কি অকারণ গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং এরা সবাই একযোগে অত কথাই বা কি করে বলল?"[২৩]

এইবার আপনার যুক্তি প্রয়োগের পালা। হাজার হাজার বছর ধরে সরকার পক্ষের উকিল এবং অভিযোক্তারা ভেবে এসেছে, গ্রেফতারই অপরাধের একটি প্রমাণ। বিবাদীরা নির্দোষ হলে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে কেন? গ্রেফতার হওয়ার অর্থ বন্দীর দোষ প্রমাণিত হয়ে গেল।

অধিকন্তু, বন্দীরা অত কথাই বা কি করে বলল?

"আমরা নির্যাতনের কথা বাদ দিচ্ছি…এবার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করব: ওরা অপরাধ স্বীকার করল কেন? বলুন, অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া ওদের আর কী করণীয় থাকতে পারে?"[২৪]

সত্যি, খাঁটি সত্যি! মনস্তাত্ত্বিক বিচারে কী নির্ভুল! ঐ সংস্থায় কোনদিন চাকরি করতে হলে শুধু মনে রাখবেন: আর কী করণীয় থাকতে পারে?

[আইভানভ্—রাজুমনিক লিখেছেন[২৫] তিনি এবং ক্রাইলেঙ্কো বুতুর্কির একই কুঠরীতে বন্দী ছিলেন। কুঠরীতে ক্রাইলেঙ্কোর জায়গা হয়েছিল কাঠের তক্তার (বাঙ্ক) নিচে। আমার নিজের ঐ রকম তক্তার নিচে গুঁড়ি মেরে ঢোকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাই দৃশ্যপটটি মানসচক্ষে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। তক্তাগুলি এত নিচু করে সাজানো থাকত যে নোংরা পিচের মেঝেয় পেটে ভর দিয়ে এগোতে হত। নবাগত বন্দী চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে ঢুকতে পারত না। হয়ত কোনক্রমে মাথা ঢোকাল, নিতম্ব বাইরে উঁচু হয়ে রইল। আমার ধারণা, সরকার পক্ষের সর্ব্বোচ্চ উকিল মহাশয় এই বাবদে উপযুক্ত কায়দা আয়ত্ত করতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছেন। তাঁর নিতম্ব তখনো হাল্কা হয়নি। সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থার মহিমা প্রচার করতে তা প্রায়শঃই বেরিয়ে থাকত। আমি পাপী-তাপী মানুষ; তক্তার বাইরে বেরিয়ে থাকা তাঁর নিতম্ব মানসচক্ষে দেখে এই দীর্ঘ বিচারপর্ব্বের আলোচনায় কথঞ্চিত শান্তি লাভ করি।]

হ্যাঁ, ঐ সুর ধরে সরকার পক্ষের উকিল বলে চললেন, যদি নির্যাতন সম্পর্কিত কাহিনীগুলি সত্যি বলে ধরে নিতে হয় তাহলে বিবাদীরা কোন প্রকার যুক্তি তর্ক বা পাশ কাটানোর চেষ্টা বিনা একযোগে এবং সমস্বরে কেন অপরাধ স্বীকার করতে প্রবৃত্ত হল, বোঝা অসম্ভব। কিন্তু পাঠক, সরকারী উকিলের সাথে অত বড় যোগ-সাজস আর কোথায় ঘটানো সম্ভব ছিল? আর যা হোক, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ত' বিবাদীদের পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের সুযোগও ছিল না।

(একজন সাক্ষী, যিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, কয়েক পাতা পরে বলবেন কোথায় ঐ বিরাট যোগসাজস ঘটা সম্ভব ছিল)।

পাঠককে আমার বোঝানর প্রয়োজন নেই, বরং পাঠকই বলুন তৃতীয় দশকের কুখ্যাত "মস্কো বিচার ধাঁধাগুলির" বিষয়বস্তু কী? জনগণ প্রথমে প্রম্‌পার্টি বিচারে

বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। পরে ঐ ধাঁধা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিচারে রূপান্তরিত হল।

আর যা হোক, সংশ্লিষ্ট দু'হাজার ব্যক্তিকে প্রকাশ্য বিচারের জন্য আদালতে পাঠানো হয়নি; এমন কি দু' তিনশো ব্যক্তিকেও পাঠানো হয়নি; পাঠানো হয়েছিল মাত্র আটজনকে। আটজনের ঐকতান পরিচালনা করা অত কঠিন ব্যাপার নয়। বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গে বলতে হয়, ক্রাইলেঙ্কো একবছর ধরে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। পালচিন্স্কি ভাঙ্গেননি। গুলি করে হত্যা করার পর বিভিন্ন জবানবন্দীতে তাঁকে 'প্রম্‌পার্টির নেতা' অভিহিত করা হল, অথচ তাঁর কোন উক্তি সংরক্ষিত হল না। সরকারের আশা ছিল খেন্নিকভ্‌কে পিটিয়ে ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নেবেন। খেন্নিকভ্‌ও নতি স্বীকার করলেন না। তাই কাগজপত্রে তাঁর নাম একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছে, তাও পাদটীকায় ছোট্ট হরফে: "খেন্নিকভ্‌ জিজ্ঞাসাবাদকালে মারা যান।" ঐ ছোট্ট হরফ মূর্খের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা, যারা সব জানি, দ্বিগুণ অক্ষরে ছাপাব: **জিজ্ঞাসাবাদকালে নির্যাতনের ফলে মৃত।** খেন্নিকভ্‌কেও মৃত্যুর পরে প্রম্‌পার্টির নেতা বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর থেকে ওরা একটি সামান্য ঘটনার কথাও জানতে পারেনি বা ঐ সাধারণ স্বীকারোক্তির ঐকতানে তাঁর একটি জবানবন্দীও জুড়তে পারেনি, একটিও না। কারণ তিনি একটিও দেননি। হেনকালে রামজিন অবতীর্ণ হলেন! ওরা একটি লোক পেয়েছিল বটে। কী উদ্যম আর কী বুঝবার ক্ষমতা! শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য সবকিছু করতে রাজী! আর কী প্রতিভা! গ্রীষ্মের শেষে, প্রকৃতপক্ষে বিচারের ঠিক আগে গ্রেফতার হলেও তিনি শুধু নিজের ভূমিকায় পূর্ণ অভিনয়ই সুরু করলেন না, মনে হচ্ছিল তিনিই গোটা নাটকটি রচনা করেছেন। পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত পাহাড় প্রমাণ সংশ্লিষ্ট উপাদান পরিপাক করেও তিনি সবকিছু পরিচ্ছন্নভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম, এমন কি যে-কোন নাম বা ঘটনাও। কখনো কখনো তিনি হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিকের মত মন্থর আলঙ্কারিক ভাষাও প্রয়োগ করতেন: "প্রম্‌পার্টির ক্রিয়াকলাপ এত ব্যাপক ছিল যে এগারোদিন ব্যাপী বিচারেও তার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করার উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া যাবে না।" (অর্থাৎ, আরো খোঁজো, আরো গভীরে তাকাও!) "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ারিং গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে এখনো একটি ক্ষুদ্র সোভিয়েত-বিরোধী স্তর আছে।" (যাও, ধরো, আরো ক'টাকে পাকড়াও!) যোগ্য লোক বটে; তিনি জানতেন সব ব্যাপারটা একটা ধাঁধা, এবং ধাঁধা বলেই তার শিল্পীসুলভ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আর একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত ভাবলেশহীন রামজিন তক্ষুণি নিজের ভিতর পেলেন "রুশ অপরাধীর বৈশিষ্ট্য, জনসমক্ষে প্রকাশ্য অপরাধ স্বীকারই তার শুদ্ধির উপায়।"[২৬]

এর পর বাকি রইল জিপিইউ এবং ক্রাইলেঙ্কো দ্বারা যোগ্য মানুষ নির্ব্বাচন। তার ঝুঁকি অতি সামান্য। জিজ্ঞাসাবাদে বিনষ্ট উপাদান সবসময় কবরে পাঠানো চলত। শুধু কড়াই আর গনগনে উনুন থেকে যে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসত তাকে ডাক্তারি চিকিৎসায় মোটাসোটা করে প্রকাশ্য বিচারে পাঠানো চলত!

তাহলে ধাঁধা কোথায়? সমাধান হল কি করে? অতি সহজ: আপনি বাঁচতে চান? (যারা নিজের জীবনের পরোয়া করে না তারা প্রিয়জনের জীবনের কথা ভাবে) আপনি কি বোঝেন যে জিপিইউ'র উঠোন পেরোনর অনেক আগে অনায়াসে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলা সম্ভব? (ওদের কথায় সন্দেহ করার কারণ নেই। যার সে শিক্ষা হয়নি লুবিয়াঙ্কায় একবার রগড়ে দিলেই হবে) ভেবে দেখুন, আপনি যদি বিশেষ একটি নাটক অভিনয় করতে সম্মত হন তা আমাদের উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর হবে। বিশেষজ্ঞ হিসাবে সে নাটক স্বয়ং আপনি রচনা করবেন। অভিযোক্তা হিসাবে আমরা মুখস্থ করব……এবং তার প্রযুক্তিগত পরিভাষা মনে রাখার চেষ্টা করব। (বিচারকালে ক্রাইলেঙ্কো কখনো কখনো ভুল করতেন। রেল ইঞ্জিনের এ্যাক্সেল না বলে বলেছিলেন মালগাড়ির) এ অভিনয় করতে ভাল লাগার কথা নয়। হয়ত আপনার লজ্জাও বোধ হবে। তবু শেষ পর্য্যন্ত করে যেতে হবে। কারণ মরে যাওয়ার চেয়ে প্রাণে বেঁচে থাকা শ্রেয়ঃ। তা ছাড়া, আপনিই যে আমাদের গুলি করে মারবেন না তার কোন নিশ্চয়তা আছে? আপনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজ ক্ষেত্রে সুপটু কর্ম্মী এবং কোন অপরাধ করেননি। আমরা আপনার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে চাই। শুধু একবার তাকিয়ে দেখুন বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের জন্য কতগুলি বিচার হয়েছে; দেখতে পাবেন, যারা সুবোধ তাদের গুলি করা হয়নি। (বিচারে সরকারের সহযোগী বিবাদীদের মার্জ্জনা করা পরবর্ত্তী বিচারের সফলতার পক্ষে অত্যাবশ্যক গণ্য হত। এই প্রণালী দ্বারা স্বয়ং জিনোভিয়েভ্ এবং কামেনেভ্ পর্য্যন্ত আশার বাণী পৌঁছান হয়েছিল) কিন্তু রক্ষা পেতে হলে আমাদের শর্ত শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত পালন করতে সম্মত হতে হবে। সমাজবাদী সমাজের কল্যাণের জন্য বিচার অনুষ্ঠিত হবেই।

বিবাদীরা সব শর্তই পূরণ করতেন।

এইভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিগত প্রতিরোধ এত জঘন্য, বিধ্বংসী ক্রিয়া হিসাবে পরিবেশিত হয়েছিল যে তা দেশের নিরক্ষর মানুষেরও বোধগম্য হয়েছিল। (অবশ্য শ্রমিকের খাদ্যে কাঁচের টুকরো মিশিয়ে দেওয়ার মত অধঃপতন তখনো কর্ত্তৃপক্ষের হয়নি। অভিযোক্তারা ঐ বুদ্ধি ভেবে উঠতে পারেননি)।

আর একটি বিচার্য্য বিষয় হত, আদর্শগত প্রেরণা। ওঁদের বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের মূলে কি আদর্শগত প্রেরণা ছিল? তবু ওঁরা একসাথে স্বীকারোক্তি করলেন কি

করে? তাও আদর্শগত প্রেরণার ফল। কারণ বন্দীদশায় পাঁচসালা পরিকল্পনার (তখন পরিকল্পনার তৃতীয় বছর) জলন্ত ব্লাস্ট ফারনেস মুখাবয়ব দেখে ওঁদের আদর্শগত রূপান্তর ঘটেছে! যদিও বন্দীদের শেষ কথা ছিল প্রাণ ভিক্ষা. তবু কর্তৃপক্ষের কাছে তা গুরুত্বহীন। (ফেদোতভ: "আমাদের ক্ষমা নেই। অভিযোক্তার কথাই নির্ভুল গণ্য হবে!") ঠিক সেই মুহূর্তে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ঐ অদ্ভুত বিবাদীদের আসল কাজ হয়েছিল রুশ জনগণ এবং তাবৎ পৃথিবীকে সোভিয়েত সরকারের দূরদর্শিতা এবং সদা নির্ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা। বিশেষত: রামজিন সর্বহারা জনগণ ও তাদের নেতৃবর্গের,—যাঁরা বিজ্ঞানীদের থেকে নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভুলভাবে আর্থিক উন্নতির পথ ও গতি নির্দ্ধারণ করেছিলেন,—জয়গানে মুখর হয়েছিলেন। যেমন: "আমি বুঝেছিলাম, ঝাঁপিয়ে পড়ে, লাফ দিয়ে ঝড়ের সাথে সামিল হতে হবে,"[২৭] ইত্যাদি। ল্যারিচেভ্ ঘোষণা করলেন: "ক্ষীয়মান পুঁজিবাদী দুনিয়ার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে পরাস্ত করার ক্ষমতা নেই।" কালিন্নিকভ্ বললেন: "সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।" আরও: "জনগণ এবং সোভিয়েত সরকারের স্বার্থ এক মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছে।" হ্যাঁ, অধিকন্তু গ্রামাঞ্চলে "কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতি হল কুলাকের বিনাশ এবং তা নির্ভুল।" বধ প্রতীক্ষার অবসরে তাঁরা প্রায় সবকিছুর উপর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের সময় পেয়েছিলেন। অনুশোচনায় মুহ্যমান বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করার শক্তি ছিল: "সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির অনুপাতে ব্যক্তিজীবন আরও সীমিত হবে……গোষ্ঠীজীবনই জীবনের উচ্চতম প্রকাশ"।[২৮]

এইভাবে আট-ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ি চড়ে সরকার বিচারের সব লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন:

(১) দুর্ভিক্ষসহ সব ঘাটতি, শীতকষ্ট, বস্ত্র ঘাটতি, অব্যবস্থা এবং অতি স্পষ্ট মূর্খামির জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের দায়ী করা হল।

(২) আসন্ন বিদেশী হস্তক্ষেপের ভয়ে জনগণ নতুন ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল।

(৩) পাশ্চাত্যের বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে তাদের সরকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেওয়া হল।

(৪) ইঞ্জিনিয়ারদের সংহতি চুরমার হল। বুদ্ধিজীবীরা ভীত এবং ভিতরে ভিতরে বিভক্ত হলেন। যাতে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকে তাই রামজিন পুনরায় ঘোষণা করলেন:

"আমি দেখতে চাই প্রম্পার্টির বর্ত্তমান বিচারের ফলে সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাজের লজ্জাকর, মসীলিপ্ত অতীত চিরতরে কবরে শায়িত হল।"[২৯]

ল্যারিচেভ্ যোগ করলেন: "এই শ্রেণীকে শেষ করতেই হবে!……ইঞ্জিনিয়ারদের

আনুগত্য নেই, হতেও পারে না।"[৩০] অচ্‌কিনও বললেন : "বুদ্ধিজীবীরা এক ধরনের ভুঁইফোঁড়। সরকারী অভিযোক্তা যথার্থ বলেছেন ওদের শিরদাঁড়া নেই, যার ফলে ওরা অধিকতর মেরুদণ্ডহীন হয়......সর্ব্বহারার বিবেক অতুলনীয়।"[৩১]

তাহলে অত পরিশ্রমী সহযোগীদের হত্যা করার কি দরকার?

যুগ যুগ ধরে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস এইভাবে লিখিত হয়েছে,—১৯২০-এর অভিশাপ থেকে (পাঠক স্মরণ করবেন : "জাতির মস্তিষ্ক নয়, বিষ্ঠা", "কালো সেনাপতিদের সহায়ক", এবং "সাম্রাজ্যবাদীর ভাড়াটে দালাল") ১৯৩০-এর অভিশাপ পর্য্যন্ত।

সুতরাং এর পরও কি কেউ এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি একটি গালিতে পর্য্যবসিত হয়েছে?

উপরোক্ত পদ্ধতিতেই প্রকাশ্য বিচারগুলি উৎপাদিত হত। ষ্ট্যালিনের সন্ধানী মন মাত্র একবারে বিচারের লক্ষ্য স্থির করেছিল। (অকর্ম্মার ঢেঁকি হিটলার এবং গোয়েবলস্ রাইখ্‌স্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের অকৃতকার্য্যতার লজ্জায় এই বাবদে স্ট্যালিনের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হতেন।)

একবার মন স্থির করার পর তা পাকাপাকিভাবে বজায় রাখা এবং মূল অধিকারীর মর্জ্জিমত প্রত্যেক মরশুমে অভিনয় করা চলত। বস্তুতঃ মূল অধিকারী চাইলেন তিন মাসের মধ্যে আবার অভিনয় হোক। নাটকের মহড়া দেওয়ার সময় অত্যন্ত কম। তা হোক, পরোয়া নেই। এসো পালা দেখে যাও! শুধু আমাদের রঙ্গমঞ্চে এই পালা হচ্ছে! এই প্রথম পালা!

(ঙ) অখিল সঙ্ঘীয় মেনশেভিক কার্য্যালয়ের মামলা—১-৯।৩।৩১

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিশেষ অপরাধ মূল্যায়ন পরিষদে এই বিচার হয়েছিল। কোন কারণে প্রধান বিচারক ছিলেন এন. এম. শের্‌নিক। ইনি ব্যতীত অন্য পরিচিত ব্যক্তিরা যথা স্থানে ছিলেন,—এ্যাণ্টনভ্‌-সারাটভ্‌স্কি, ক্রাইলেঙ্কো এবং তাঁর সহকারী রোগিন্‌স্কি। মামলাটি কারিগরি সংক্রান্ত নয়, মামুলি রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত। অধিকারী তাই পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন। চোদ্দজন বিবাদীকে মঞ্চে হাজির করা হয়েছিল।

পালাটি শুধু নির্ব্বিঘ্নে নয়, চমৎকার উৎরিয়েছিল।

সে সময় আমার বয়স বারো বছর। তিন বছর ধরে ইজভেস্তিয়ার অতিকায় পৃষ্ঠার রাজনীতি বিষয়ক সবকিছু মন দিয়ে পড়তাম। এই দুটি বিচারের লঘুলিপিকৃত দলিলের প্রত্যেকটি লাইন পড়েছি। বালক হৃদয়ে প্রম্‌পার্টি বিচারই মিথ্যা, জাল এবং বাজে কথার সমাবেশ বোধ হয়েছিল। কিন্তু তবু তাতে অন্ততঃ চোখ ধাঁধানো দৃশ্যপট ছিল,—সার্ব্বিক হস্তক্ষেপ, সব শিল্পোদ্যোগের অচলাবস্থা এবং মন্ত্রী পদ বণ্টন!

মেনশেভিকদের বিচারের দৃশ্যপট একই, তবু তা নিষ্প্রভ মনে হল। অভিনেতারা যেন নিরুৎসাহে শেখানো বুলি বলে গেলেন। গোটা নাটকটাই অপটু হাতে রচিত; ক্লান্ত পুনরাবৃত্তিপূর্ণ এবং হাই ওঠার মত একঘেঁয়ে। (তাঁর গণ্ডারের চামড়া ভেদ করে স্ট্যালিনেরও কি তাই মনে হয়েছিল? তা না হলে একবার প্রস্তুত করার পর কৃষি কর্মী দলের মামলা বন্ধ করে দিলেন কেন, বা বহু বছরের মধ্যে আর কোন বিচার কেন অনুষ্ঠিত হল না?)

লঘুলিপিকৃত দলিলের উপর ভিত্তি করে টিপ্পনী রচনা করলে তা একঘেঁয়ে বোধ হবে। যা হোক এই মামলার অন্যতম প্রধান বিবাদী মিখাইল পেত্রোভিচ্ ইয়াকুবোভিচ্-এর তাজা সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। পুনর্ব্বাসনের জন্য তাঁর আবেদন,—যাতে তৎকালীন বিচার সংক্রান্ত নোংরামির মুখোস খোলা হয়েছে,—আজ আমাদের পরিত্রাতা স্বয়ং মুদ্রণ যন্ত্রে এসে পড়েছে এবং ঠিক যেমনটি ঘটেছিল[৩২] জনগণ তাই পড়ছে। তাঁর কাহিনীতে তৃতীয় দশকে অনুষ্ঠিত মস্কো বিচারপর্ব্বের সারির বাস্তব প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কি করে অস্তিত্বহীন 'সঙ্ঘীয় কার্য্যালয়ে'র সৃষ্টি হল? জিপিইউকে ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা প্রমাণ করবে যে মেনশেভিকরা প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যে চতুরভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরীতে ঢুকে পড়েছে। বাস্তবের সাথে এই পরিকল্পনার কোন মিল ছিল না। কোন মেনশেভিক গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন না। তেমনি যাঁদের বিচারে হাজির করা হয়েছিল তাঁরা কেউ খাঁটি মেনশেভিক ছিলেন না। (সত্যি বটে ভি. কে. আইকভ্ বেআইনী মেনশেভিক দলের ক্রিয়াকলাপহীন মস্কো কার্যালয়ের সদস্য ছিলেন। কিন্তু বিচারের সময় এ কথা সরকারের অজ্ঞাত ছিল। দ্বিতীয় সারির অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচার করে তাঁকে মাত্র আট বছর সাজা দেওয়া হয়েছিল) জিপিইউ'র নিজস্ব কর্ম্মপন্থা অনুসারে উচ্চতম অর্থনৈতিক পরিষদ থেকে দু'জন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে দু'জন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে দু'জন, ক্রেতা সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ থেকে একজন, এবং রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ থেকে একজনকে ধরা হল। (কী একঘেঁয়ে চিরাচরিত পরিকল্পনা! '২০ সালে 'কৌশল কেন্দ্র'র বিচারে 'পুনর্জন্ম সঙ্ঘ' থেকে একজন, 'গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিষদ' থেকে একজন, আরও এখান ওখান থেকে দু'জন একজন করে ধরা হয়েছিল) অতএব পছন্দসই লোকগুলিকে তাদের পদের গুরুত্ব হিসাবে ধরা হয়েছিল। গুজবে বিশ্বাসের মাত্রার উপর নির্ভর করত ধৃত ব্যক্তিদের মেনশেভিক বলা চলে কিনা। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকৃত রাজনৈতিক মতামত জানার কৌতুহল জিপিইউ'র ছিল না। এমন কি সবকটি বিবাদী পরস্পরকে চিনতেন না। এর উপর যেখানে পাওয়া গেল সেখান থেকে মেনশেভিক সাক্ষীদেরও ধরে আনা হল।[৩৩] (সবকটি সাক্ষীকে পরে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কেউ অব্যাহতি পায়নি) এই বিচারেও রামজিন অনুগৃহীত

চিত্তে গলগল করে জবানবন্দী দিয়েছিলেন। কিন্তু জিপিইউ'র বড় ভরসা ছিল মূল বিবাদী ভ্লাদিমির গুস্তাভোভিচ্ গ্রোমান (মামলায় সহযোগিতা করার জন্য এঁকে পরে মার্জনা করার মতলব ছিল) এবং চর পেটুনিনের উপর (ইয়াকুবোভিচের বিবরণে নির্ভর করে এই মন্তব্য করেছি)।

এইবার এম. পি. ইয়াকুবোভিচের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার আগেই তাঁর বিপ্লবে দীক্ষা হয়। '১৭ সালের মার্চেই তিনি স্মোলেনস্ক্ সোভিয়েতের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আপন বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে জোরালো এবং সফল বক্তা হয়েছিলেন। যুদ্ধ চালু রাখার পক্ষপাতী সাংবাদিকদের তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনের জনসভায় সক্রোধে গণশত্রু অভিহিত করেন। তখন '১৭ সালের এপ্রিল মাস। মঞ্চ থেকে তাঁকে প্রায় টেনে নামানো হল। তিনি মাফ চাইলেন। কিন্তু এর পরের বক্তৃতায় তিনি এত চতুরভাবে বক্তব্য রাখলেন যে শ্রোতারা বিস্মিত হল। বক্তৃতার শেষে আবার তাদের গণশত্রু বললেন,—এবার উন্মত্ত করতালি পেলেন। তিনি পেত্রোগাদ সোভিয়েতে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন এবং পেত্রোগ্রাদে পৌঁছনমাত্র,—সেকালে এত কেতাদুরস্ত বিধি নিয়মের বালাই ছিল না,—পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সামরিক সংস্থার সদস্য মনোনীত হলেন। তিনি তখন সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যাপারে প্রভূত প্রভাব খাটাতেন[৩৪]। অবশেষে দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গনে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে (কর্নিলভ্ বিদ্রোহের পর) ভিনিৎসায় নিজে ডেনিকিন্‌কে গ্রেফতার করেছিলেন; ডেনিকিন্‌কে গ্রেফতার স্থলেই গুলি করে না মারার জন্য (বিচারের মধ্যেও) অত্যন্ত অনুতাপ করতেন।

সর্ব্বদা আপন ধ্যানধারণায় নিমগ্ন (ভুল বা নির্ভুল যাই হোক), স্বচ্ছদৃষ্টি, সদা নিষ্ঠ ইয়াকুবোভিচ্ মেনশেভিক দলের বয়ঃকনিষ্ঠ সভ্যদের অন্যতম গণ্য হতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাই ছিলেন। তাতে দলীয় নেতৃবর্গের কাছে নির্ভীকতা এবং আবেগসহ তাঁর এই প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করা আটকে থাকেনি: '১৭ সালের বসন্তে সমাজবাদী গণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বা '১৯ সালে এই মর্ম্মে সুপারিশ যে মেনশেভিকরা কমিন্টার্নে যোগ দিক। (ড্যান এবং অন্য সভ্যরা সংশোধনীসহ তাঁর সব প্রস্তাবই অনিবার্য্যভাবে নাকচ করে দিলেও তাঁর মর্য্যাদা দিতেন) '১৭ সালের জুলাইতে অন্যান্য সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী সরকারের সৈন্য তলবের সিদ্ধান্ত পেত্রোগ্রাদের সমাজবাদী সোভিয়েত সমর্থন করায় তিনি অত্যন্ত আঘাত পান এবং অন্যান্য সমাজ-বাদীরা অস্ত্র ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি সরকারের সিদ্ধান্ত মারাত্মক ভুল মনে করতেন। অক্টোবর বিপ্লব ঘটার সাথে সাথে ইয়াকুবোভিচ্ প্রস্তাব করলেন তাঁর দল সর্ব্বান্তঃকরণে বলশেভিকদের সমর্থন করুক এবং তাঁরা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি করছিলেন

তাতে সামিল হোক। ফলে, অবশেষে তিনি মার্তভ্ দ্বারা দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। '২০ সাল নাগাদ দলত্যাগ করার আগে তাঁর প্রতীতি জন্মেছিল যে মেনশেভিক দলকে বলশেভিকদের পথে চালিত করা যাবে না।

এত খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের অবতারণা এইজন্য করলাম যাতে পরিষ্কার বোঝানো যায় যে গোটা বিপ্লবটাই ইয়াকুবোভিচ্ মেনশেভিক ছিলেন না, ছিলেন একনিষ্ঠ ও নিস্বার্থ বলশেভিক। '২০ সালেও তিনি স্মোলেনস্ক্ খাদ্য সরবরাহ প্রতিনিধিদের একজন ছিলেন,—অ-বলশেভিক ঐ একজনই। তিনি এমন কি শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রণালয় দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। (তিনি দাবী করেছেন, কৃষকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করেও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হননি। ঐ দাবীর সত্যতা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু বিচারকালে তিনি স্মরণ করেছিলেন যে তিনি 'ফাটকা বিরোধী' দল সংগঠন করেছিলেন) দ্বিতীয় দশকে তিনি তর্গোভায়া গাজিয়েতা (ব্যবসায় সমাচার) সম্পাদনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছিলেন। সরকারের "গুরুত্বপূর্ণ পদে ঢুকে পড়া" তাঁর মত মেনশেভিকদের যখন জিপিইউ'র পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রেফতার করা হচ্ছিল উনিও তখন '৩০ সালে গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারের সাথে সাথে ক্রাইলেঙ্কো তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠালেন। এসোমেলো প্রাথমিক অনুসন্ধানকে ইতিপূর্ব্বে ক্রাইলেঙ্কো কিভাবে জবরদস্ত জিজ্ঞাসাবাদে রূপান্তরিত করছিলেন, পাঠক তার পরিচয় পেয়েছেন। দেখা গেল ওঁরা দুজন পরস্পরকে ভালই চেনেন। কারণ প্রথম বিচারপর্ব্বের অবসানে খাদ্য সংগ্রহের উন্নতিকল্পে ক্রাইলেঙ্কো ঐ স্মোলেনস্ক্ প্রদেশেই গিয়েছিলেন। ক্রাইলেঙ্কো এবার বললেন:

"মিখাইল পেত্রোভিচ্, আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলব। আমি আপনাকে একজন কমিউনিস্ট মনে করি। (ইয়াকুবোভিচ্ উৎসাহিত হলেন। তাঁর মনোবল বৃদ্ধি পেল) আপনার নির্দ্দোষিতা [illegible]। তবু এই বিচার অনুষ্ঠিত করা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আপনার এবং আমার কর্তব্য। (ক্রাইলেঙ্কো ষ্ট্যালিনের আদেশ অনুসারে কাজ করছিলেন। আর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ইয়াকুবোভিচ্ পুরস্কারলোভী অত্যুৎসাহী ঘোড়ার মত ভাবাবেগে কম্পিত হলেন) আমার অনুরোধ আপনি সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করবেন, জিজ্ঞাসাবাদেও করবেন। বিচারকালে কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অসুবিধা ঘটলে তা নিরসনের জন্য আমি প্রধান বিচারককে অনুরোধ জানাব, তিনি যেন আপনাকে বলবার অনুমতি দেন।"

! ! ! !

কর্তব্য সচেতন ইয়াকুবোভিচ্ সম্মত হলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাস্তবিক,

সোভিয়েত সরকার তাঁকে এর আগে কখনো এত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেননি।

এই প্রক্রিয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইয়াকুবোভিচ্‌কে ছোঁয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জিপিইউ'র পক্ষে এ অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতি। অন্য সবাইয়ের মত ইয়াকুবোভিচ্‌কে কসাই জিজ্ঞাসাবাদকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হল। তারা তাদের পুরো দাওয়াই প্রয়োগ করল,—জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা শাস্তি কুঠরী, তপ্ত বাক্স, জননেন্দ্রিয়ে আঘাত ইত্যাদি। এত উগ্র নির্যাতন করেছিল যে ইয়াকুবোভিচ্ এবং তাঁর সহ-বিবাদী এ্যাব্রাম গিনবার্গ মরীয়া হয়ে নিজের শিরা কেটে ফেলেছিলেন। চিকিৎসার পর নির্যাতন বা মারধরের পরিবর্তে তাঁদের দু' সপ্তাহ নিদ্রা বঞ্চিত করে রাখা হল। (ইয়াকুবোভিচ্ বলেন : "শুধু যদি ঘুমানোর অনুমতি পেতাম! সম্মান, বিবেক, কোনকিছু চাইনি। শুধু ঘুমাতে চেয়েছি।") এরপর অন্য সবাই যারা আগেই স্বীকারোক্তি করেছে এবং যারা একেবারে উদ্ভট কিছু স্বীকারোক্তি করতে চাপ দিচ্ছিল তাদের সাথে মোকাবিলা করানো হল। জিজ্ঞাসাবাদকারী এ্যালেক্সি নাসেদ্‌কিন নিজে বলেছিল : "আমি জানি, এসব কিছুই বাস্তবে ঘটেনি। ওরা তবু জোর দিয়ে বলবে, ঘটেছিল!"

একবার জিজ্ঞাসাবাদের তাকে হাজির হয়ে ইয়াকুবোভিচের সঙ্গে এক নির্যাতিত বন্দীর দেখা হল। জিজ্ঞাসাবাদকারী ব্যঙের হাসি হেসে তাঁকে বলল : "মোইসেই ইসায়েভিচ্ তেইতেলবম্ তাঁকে আপনাদের সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন। আমি কিছুক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনারা খোলাখুলি কথা বলতে পারবেন।" ও চলে গেল। তেইতেলবম্ সত্যিই অনুরোধ করলেন : কমরেড ইয়াকুবোভিচ্, দয়া করে আমাকে আপনাদের সঙ্ঘীয় মেনশেভিক কার্যালয়ে নিন। বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে ঘুষ নেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে ওরা আমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে। সাধারণ অপরাধী হিসাবে "মরার চেয়ে আমি বরং প্রতিবিপ্লবী হিসাবে মরব!" (খুব সম্ভব জিজ্ঞাসাবাদকারীরা তেইতেলবম্‌কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিবিপ্লবী প্রমাণ করতে পারলে তাঁর প্রাণ বাঁচবে। উনিও, যা হোক, ভুল করেননি। তাঁকে শিশু অপরাধীদের সাজা 'পাঁচ বছর' দেওয়া হয়েছিল। তেইতেলবম্‌কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তৈরী করা হচ্ছিল,—'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' এবং প্রবাসী রুশদের যোগসূত্র!) জিপিইউ'র তালিকায় মেনশেভিকদের এত অভাব ঘটেছিল যে ওরা স্বেচ্ছাসেবী বিবাদী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল! জিজ্ঞাসাবাদকারীর সম্মতিতেই ইয়াকুবোভিচ্ তেইতেলবম্‌কে সঙ্ঘীয় মেনশেভিক কার্যালয়ের সভ্য করে নিলেন।

বিচার আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে মেনশেভিক সঙ্ঘীয় কার্যালয়ের প্রথম সাংগঠনিক অধিবেশন বসল বাছু জিজ্ঞাসাবাদকারী দিমিত্রি মাৎভিয়েভিচ্

দিমিত্রিয়েভের দপ্তরে,—যাতে সব সুসবদ্ধ করা যায় এবং প্রত্যেকে নিজের ভূমিকা আরও ভালো বোঝেন। (প্রম্‌পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনও ঐভাবে বসেছিল! ক্রাইলেঙ্কোর পূর্ব্বেকার প্রারম্ভিক প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি,—এই হল সেই জায়গা যেখানে বিবাদীরা "সম্ভবতঃ মিলিত হয়েছিলেন।") কিন্তু এত অতিকায় মিথ্যার পাহাড় সাজানো হয়েছিল যে তা এক অধিবেশনে আয়ত্ত করা অসম্ভব এবং অংশ গ্রহণকারীরা সব ওলটপালট করে ফেললেন। দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকা হল না।

বিচারে যেতে যেতে ইয়াকুবোভিচের কী মনোভাব হয়েছিল? যে নির্যাতন তাঁকে সইতে হয়েছে, যে মিথ্যার বোঝা তাঁর উপর চাপানো হয়েছে, তার প্রতিশোধ নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর পাপাচারের মুখোস খুলে দিয়ে জগতকে সচকিত করবেন? কিন্তু তবু:

(১) তা করার অর্থ হবে সোভিয়েত সরকারের পিছনে ছুরিকাঘাত। ফলে যার জন্য তিনি প্রাণ ধারণ করেছেন, ভ্রান্ত মেনশেভিকদের পথ ত্যাগ করে সঠিক-বুদ্ধি বলশেভিকদের সাথে যোগ দিয়েছেন, সেই আদর্শ পণ্ড হবে।

(২) ঐ ধরনের লোক জানাজানির পর ওরা তাঁকে মরতে দেবে না। গুলি করে হত্যা ত' করবেই না, বরং প্রতিশোধ নিতে আবার নির্যাতন করবে। তাঁর দৈহিক শক্তি ইতিমধ্যে নির্যাতনে নিঃশেষ হয়েছিল। নতুন নির্যাতন সইবার মনোবল কি করে পাবেন? সে বীর্য্যের উৎস কোথায়?

(গরম গরম কথার লাভা-স্রোত বইছিল আর আমি তাঁর যুক্তিগুলি লিখে নিচ্ছিলাম,—যেন ঐ ধরনের বিচারে অংশ গ্রহণকারীর 'মরণোত্তর' ব্যাখ্যা সংগ্রহের অসাধারণ সুযোগ পেয়েছি। যেন বুখারিন বা রাইকভ্‌ তাঁদের বিচারে বিস্ময়কর নতি স্বীকারের কারণ সম্পর্কে বলছিলেন। তাঁদেরও একই প্রকার নিষ্ঠা ও সততা, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি মমতা, মানবিক দুর্ব্বলতা এবং পাল্টা লড়াই করার মত নৈতিক শক্তির অভাব ছিল কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত গুরুত্ব ছিল না)।

ইয়াকুবোভিচ্‌ বিচারে স্ট্যালিন তথা তাঁর শিক্ষানবিস ও নির্যাতিত বিবাদীদের কল্পনাশক্তির উর্দ্ধসীমাস্বরূপ ধূসর মিথ্যার স্তূপ শুধু অনুগতভাবে আওড়ালেন না, ক্রাইলেঙ্কোকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত নিজের অনুপ্রাণিত ভূমিকাও অভিনয় করলেন।

মেনশেভিক দলের তথাকথিত বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডল,—বাস্তবপক্ষে ঐ দলের কেন্দ্রীয় সমিতির উপরের সারির নেতৃবর্গ,—ফরওয়ার্ড সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিবাদীদের থেকে নিজেদের বিযুক্ত করলেন। ঘোষণা করলেন, বিচারটি আসলে সরকারের দালাল এবং হতভাগ্য বিবাদীদের থেকে নির্যাতন দ্বারা আদায় করা জবানবন্দীর উপর রচিত এক লজ্জাকর উপহাস; অধিকাংশ বিবাদী দশ বছরেরও আগে মেনশেভিক দল ছেড়ে ছিলেন এবং আর দলে ফেরেননি; বিচারে যে উদ্ভট

মোটা অঙ্কের টাকা খরচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মেনশেভিক দল কোনদিন তা ব্যয় করেনি।

বিবৃতিটি পড়ে ক্রাইলেঙ্কো শেরনিককে বললেন বিবাদীদের জবাব দিতে অনুমতি দেওয়া হোক,—সেই এক সাথে সবকটি পুতুলের দড়ি ধরে নাচানো যা তিনি একবার প্রম্‌পার্টি বিচারে করেছেন। জবাবে সব বিবাদী মেনশেভিক কেন্দ্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে জিপিইউ'র ব্যবস্থাদি সমর্থন করল।

নিজের 'জবাব' এবং শেষ বক্তৃতা সম্পর্কে আজ ইয়াকুবোভিচের কী মনে পড়ে? তাঁর মনে আছে, তিনি ক্রাইলেঙ্কোকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত জবাব ত' দিয়েছিলেনই, শুধু উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেওয়া নয়, ঢেউয়ের মাথায় কাঠের টুকরোর মত ক্রোধ এবং বাগ্মিতা তাঁকে ঠেলে দাঁড় করিয়েছিল। কার উপর ক্রোধ? নির্যাতন কাকে বলে জানতে পেরে, একাধিকবার আত্মহত্যা ও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে, এতক্ষণে তিনি খাঁটি ক্রোধে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু সে ক্রোধ অভিযোক্তা বা জিপিইউ'র উপর নয়, মেনশেভিক দলের বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলের উপর! এইখানে মনস্তাত্ত্বিক অদল-বদলের পালা। নিরাপত্তা এবং আরামে দিন কাটানো যত অবিবেচক, মূর্খের দল,—প্রবাস-জীবনের দারিদ্র্যও লুবিয়াঙ্কার তুলনায় আরাম,—ওরা কি করে বিবাদীদের দুঃখ আর নির্যাতনে ব্যথিত না হয়ে পারল? কি করে বিবাদীদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নিয়ে হতভাগ্যদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিতে পারল? (ইয়াকুবোভিচের জবাব হয়েছিলো তেজোময়ী; বিচারের রচয়িতারাও আনন্দিত হয়েছিলেন)।

'১৭ সালে ওদের ভর্ৎসনা করার মত, বৈদেশিক প্রতিনিধি-মণ্ডলের বিশ্বাসঘাতকতা, বিবাদীদের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার এবং সমাজবাদী বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলতে গিয়ে ইয়াকুবোভিচ্‌ '৩১ সালে রাগে কেঁপে উঠছিলেন।

আমি তখন বিচারের লঘুলিপিকৃত নথিপত্র পাইনি। পরে তা পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। ইয়াকুবোভিচের স্মরণশক্তি প্রত্যেকটি ছোটখাট বৃত্তান্ত, নাম, তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে এত নির্ভুল হয়েও এই ব্যাপারে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিচারে তিনি বলেছিলেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশানুসারে বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলী বিবাদী মেনশেভিকদের বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ চালাতে নির্দেশ দিয়েছিল। অথচ আমাকে সব বৃত্তান্ত বলার সময় তাঁর এ কথা মনে ছিল না। প্রবাসী মেনশেভিকদের জবানবন্দী অবিবেচক বা আরাম-কেদারা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া গোছের ছিল না। তাঁরা প্রকৃতই হতভাগ্য বিবাদীদের জন্য ব্যথিত হয়েছিলেন; কিন্তু সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিবাদীরা বহুকাল যাবৎ মেনশেভিক দল ত্যাগ করেছেন,—এবং তা নির্ভেজাল সত্য। তা হলে ইয়াকুবোভিচের অত অপরিবর্তনীয় এবং খাঁটি ক্রোধের

কী হেতু ? কোন উপায়ে বা বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলী বিবাদীদের অদৃষ্টের হাতে সঁপে না দিয়ে পারতেন ?

যারা দুর্ব্বল, যারা প্রত্যুত্তর করতে পারে না, তাদের উপর রাগ দেখানো আমাদের স্বভাব। এই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর আমরা যে নির্ভুল, এ যুক্তিও পাতাল ফুঁড়ে হাজির হয়।

অভিযোক্তার সারাংশ বক্তৃতায় ক্রাইলেঙ্কো বলেছিলেন ইয়াকুবোভিচ্ প্রতিবিপ্লবী মতাদর্শের উগ্র মুখপাত্র। তিনি দাবী করলেন ইয়াকুবোভিচ্‌কে গুলি করে হত্যা করা হোক।

আর সেদিন ইয়াকুবোভিচ্ বোধ করলেন তাঁর গাল বেয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বহু বন্দী শিবির এবং আটক কয়েদখানা পেরিয়ে এসে আজও তাঁর মনে ঐ ভাব হয়। আজও তিনি ক্রাইলেঙ্কোর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ ক্রাইলেঙ্কো তাঁকে অবমাননা করেননি, অপমান করেননি, বিবাদী হওয়ার জন্য বিদ্রূপ করেননি, বরং নির্ভুলভাবে তাঁকে উগ্র মুখপাত্র বলেছিলেন (অবশ্য এমন এক মতাদর্শের, যা আসলে ইয়াকুবোভিচের নয়) এবং তাঁর সহজ প্রাণদণ্ড দাবী করেছিলেন যদ্দারা সব যন্ত্রণার অবসান ঘটত! তাঁর শেষ জবানবন্দীতে ইয়াকুবোভিচ্ ক্রাইলেঙ্কোর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন : "যে অপরাধগুলি আমি স্বীকার করেছি ['আমি স্বীকার করেছি,'— এই ব্যাক্যাংশ প্রয়োগ ইয়াকুবোভিচ্ অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে করতেন। কিন্তু যিনি নিগূঢ়ার্থ বুঝতে সক্ষম তিনি তার অর্থ করবেন,—'অথচ বাস্তবে করিনি'] তার জন্য চরম শাস্তি পাওয়া উচিত। আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করব না! বলব না, আমাকে প্রাণ-ভিক্ষা দেওয়া হোক!" (তাঁর পাশে বিবাদীর মঞ্চে বসা গরম্যান উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন : "আপনি উন্মত্ত পাগল! সাথীদের কথা বিবেচনা করে কথা বলা উচিত। আপনার ঐ কথা বলার হক নেই!")

বলুন, অভিযোক্তার পক্ষে ইয়াকুবোভিচ্ একটি চমৎকার শিকার নয় কি ?

এর পরও কি কেউ বলবেন, '৩৬ থেকে '৩৮-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিচারগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি ?

এই বিচারটির মাধ্যমেই কি স্ট্যালিনের বোধ এবং প্রতীতি জন্মায়নি যে তিনি বাকসর্ব্বস্ব প্রতিপক্ষকে অনায়াসে ধরে তাদের দিয়ে এইপ্রকার নাটক করাতে পারবেন ?

মোটা অঙ্কের টাকা খরচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মেনশেভিক দল কোনদিন তা ব্যয় করেনি।

বিবৃতিটি পড়ে ক্রাইলেঙ্কো শেয়নিকৃকে বললেন বিবাদীদের জবাব দিতে অনুমতি দেওয়া হোক,—সেই এক সাথে সবকটি পুতুলের দড়ি ধরে নাচানো যা তিনি একবার প্রমৃপার্টি বিচারে করেছেন। জবাবে সব বিবাদী মেনশেভিক কেন্দ্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে জিপিইউ'র ব্যবস্থাদি সমর্থন করল।

নিজের 'জবাব' এবং শেষ বক্তৃতা সম্পর্কে আজ ইয়াকুবোভিচের কী মনে পড়ে? তাঁর মনে আছে, তিনি ক্রাইলেঙ্কোকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত জবাব ত' দিয়েছিলেনই, শুধু উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেওয়া নয়, ঢেউয়ের মাথায় কাঠের টুকরোর মত ক্রোধ এবং বাগ্মিতা তাঁকে ঠেলে দাঁড় করিয়েছিল। কার উপর ক্রোধ? নির্যাতন কাকে বলে জানতে পেরে, একাধিকবার আত্মহত্যা ও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে, এতক্ষণে তিনি খাঁটি ক্রোধে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু সে ক্রোধ অভিযোক্তা বা জিপিইউ'র উপর নয়, মেনশেভিক দলের বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলের উপর! এইখানে মনস্তাত্ত্বিক অদল-বদলের পালা। নিরাপত্তা এবং আরামে দিন কাটানো যত অবিবেচক, মূর্খের দল,—প্রবাস-জীবনের দারিদ্র্যও সুবিয়াছার তুলনায় আরাম,—ওরা কি করে বিবাদীদের দুঃখ আর নির্যাতনে ব্যথিত না হয়ে পারল? কি করে বিবাদীদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নিয়ে হতভাগ্যদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিতে পারল? (ইয়াকুবোভিচের জবাব হয়েছিলো তেজোময়ী; বিচারের রচয়িতারাও আনন্দিত হয়েছিলেন)।

'১৭ সালে ওদের ভৎর্সনা করার মত, বৈদেশিক প্রতিনিধি-মণ্ডলের বিশ্বাসঘাতকতা, বিবাদীদের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার এবং সমাজবাদী বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলতে গিয়ে ইয়াকুবোভিচ্ '৭১ সালে রাগে কেঁপে উঠছিলেন।

আমি তখন বিচারের লঘুলিপিকৃত নথিপত্র পাইনি। পরে তা পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। ইয়াকুবোভিচের স্মরণশক্তি প্রত্যেকটি ছোটখাট বৃত্তান্ত, নাম, তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে এত নির্ভুল হয়েও এই ব্যাপারে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিচারে তিনি বলেছিলেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশানুসারে বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলী বিবাদী মেনশেভিকদের বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ চালাতে নির্দেশ দিয়েছিল। অথচ আমাকে সব বৃত্তান্ত বলার সময় তাঁর এ কথা মনে ছিল না। প্রবাসী মেনশেভিকদের জবানবন্দী অবিবেচক বা আরাম-কেদারা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া গোছের ছিল না। তাঁরা প্রকৃতই হতভাগ্য বিবাদীদের জন্য ব্যথিত হয়েছিলেন; কিন্তু সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিবাদীরা বহুকাল যাবৎ মেনশেভিক দল ত্যাগ করেছেন,—এবং তা নির্ভেজাল সত্য। তা হলে ইয়াকুবোভিচের অত অপরিবর্তনীয় এবং খাঁটি ক্রোধের

কী হেতু ? কোন উপায়ে বা বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলী বিবাদীদের অদৃষ্টের হাতে সঁপে না দিয়ে পারতেন ?

যারা দুর্ব্বল, যারা প্রত্যুত্তর করতে পারে না, তাদের উপর রাগ দেখানো আমাদের স্বভাব। এই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর আমরা যে নির্ভুল, এ যুক্তিও পাতাল ফুঁড়ে হাজির হয়।

অভিযোক্তার সারাংশ বক্তৃতায় ক্রাইলেঙ্কো বলেছিলেন ইয়াকুবোভিচ্ প্রতিবিপ্লবী মতাদর্শের উগ্র মুখপাত্র। তিনি দাবী করলেন ইয়াকুবোভিচ্‌কে গুলি করে হত্যা করা হোক।

আর সেদিন ইয়াকুবোভিচ্ বোধ করলেন তাঁর গাল বেয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বহু বন্দী শিবির এবং আটক কয়েদখানা পেরিয়ে এসে আজও তাঁর মনে ঐ ভাব হয়। আজও তিনি ক্রাইলেঙ্কোর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ ক্রাইলেঙ্কো তাঁকে অবমাননা করেননি, অপমান করেননি, বিবাদী হওয়ার জন্য বিদ্রূপ করেননি, বরং নির্ভুলভাবে তাঁকে উগ্র মুখপাত্র বলেছিলেন (অবশ্য এমন এক মতাদর্শের, যা আসলে ইয়াকুবোভিচের নয়) এবং তাঁর সহজ প্রাণদণ্ড দাবী করেছিলেন যদ্দারা সব যন্ত্রণার অবসান ঘটত! তাঁর শেষ জবানবন্দীতে ইয়াকুবোভিচ্ ক্রাইলেঙ্কোর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন : "যে অপরাধগুলি আমি স্বীকার করেছি ['আমি স্বীকার করেছি,'—এই ব্যাক্যাংশ প্রয়োগ ইয়াকুবোভিচ্ অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে করতেন। কিন্তু যিনি নিগূঢ়ার্থ বুঝতে সক্ষম তিনি তার অর্থ করবেন,—'অথচ বাস্তবে করিনি'] তার জন্য চরম শাস্তি পাওয়া উচিত। আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করব না! বলব না, আমাকে প্রাণ-ভিক্ষা দেওয়া হোক!" (তাঁর পাশে বিবাদীর মঞ্চে বসা গরম্যান উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন : "আপনি উন্মত্ত পাগল! সাথীদের কথা বিবেচনা করে কথা বলা উচিত। আপনার ঐ কথা বলার হক নেই!")

বলুন, অভিযোক্তার পক্ষে ইয়াকুবোভিচ্ একটি চমৎকার শিকার নয় কি ?

এর পরও কি কেউ বলবেন, '৩৬ থেকে '৩৮-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিচারগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি ?

এই বিচারটির মাধ্যমেই কি স্ট্যালিনের বোধ এবং প্রতীতি জন্মায়নি যে তিনি বাকসর্ব্বস্ব প্রতিপক্ষকে অনায়াসে ধরে তাদের দিয়ে এইপ্রকার নাটক করাতে পারবেন ?

□

সহৃদয় পাঠক, এইবার আমাকে করুণা করুন ! এ পর্যন্ত আমার অকম্পিত লেখনী এগিয়ে চলেছে, হৃৎস্পন্দন একবারও থমকে যায়নি। নিরুদ্বেগে এতদূর অতিক্রম করেছি, কারণ ঐ পনেরো বছর হয় আইনগত বিপ্লববাদিতা নয় বিপ্লবী আইন সঙ্গতি আমাদের সুরক্ষা করেছে। এখন থেকে সব বেদনাময় হবে। পাঠকের স্মরণ আছে, খ্রুশ্চেভ্ থেকে সুরু করে, অন্ততঃ এক ডজন বার আমাদের শুনতে হয়েছে, "১৯৩৪-এর কাছাকাছি লেনিনীয় ন্যায়বাদিতার মান লঙ্ঘন আরম্ভ হয়।" অন্যায়ের এই অন্ধকার আবর্তে আমরা এখন কি করে প্রবেশ করব ? আর একটি তিক্ত সড়ক ধরে এগোব ?

যা হোক বিবাদীদের খ্যাতির দরুন নিম্নোক্ত বিচারগুলি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জনসাধারণের নজরও এড়ায়নি। বিচারগুলি সম্পর্কে লেখা হয়েছে। ব্যাখ্যাও হয়েছে। আরও একাধিক বার হবে। আমি শুধু বিচারগুলির গোলকধাঁধা মেলে ধরব।

এই প্রসঙ্গে একটি ত্রুটির উল্লেখ করব, অবশ্য বড় ধরনের নয়। প্রকাশিত লঘুলিপিকৃত নথি এবং বিচারে যা বলা হয়েছিল এই দুইয়ের মধ্যে পুরোপুরি মিল নেই। একজন লঘুলিপিকার যিনি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন,—শুধু বাছাই করা ব্যক্তিদেরই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল,—বিচারের চলতি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে, পরে তফাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। উপস্থিত সাংবাদিকরাও ক্রেস্টিনস্কির ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন। যাতে তাঁর লঘুলিপিকৃত নথি এবং আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্যের মধ্যে প্রভেদ না থাকে সেই উদ্দেশ্যে বিচারে বিরতি দিতে হয়েছিল। (বিচার ব্যবস্থার চিত্রটি এই প্রকার : বিচার আরম্ভের আগে একটি আপৎকালীন নক্সা প্রস্তুত করা হত। প্রথম স্তম্ভে থাকত বিবাদীর নাম। দ্বিতীয়টিতে, বিবাদী নির্দ্দিষ্ট ভূমিকাভ্রষ্ট হলে বিরতি কালে গ্রহণীয় ব্যবস্থাদি ; তৃতীয়টিতে, নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত চেকা-কর্ম্মীর নাম। সুতরাং ক্রেস্টিনস্কি ভূমিকাভ্রষ্ট হয়ে থাকলে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কী করবেন তা ছিল পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত)।

কিন্তু লঘুলিপিকৃত নথির ত্রুটি চিত্রটি বদলিয়ে দিতে বা উজ্জ্বল করতে অক্ষম। বিস্ময়ে হতবাক বিশ্ব একসাথে তিনটি ব্যাপক ও ব্যয়সাধ্য নাটক অভিনয় দেখল যাতে কমিউনিস্ট পার্টির সেই অকুতোভয় ও ক্ষমতাবান নেতৃবর্গ যাঁরা একদা সারা দুনিয়াকে ওলটপালট করে ত্রস্ত করেছিলেন, তাঁরাই বিষণ্ণ বদনে বাধ্য মেষের মত এগিয়ে চললেন। হুকুম মত ম্যাঁ ম্যাঁ করে সবকিছু আওড়ালেন, দুর্গন্ধ বমিতে নিজেদের গা ভাসালেন, নিজেকে এবং নিজের প্রত্যয়কে হীন ধিক্কার করলেন এবং এমন সব অপরাধ স্বীকার করলেন যা তাঁদের পক্ষে কোন মতেই করা সম্ভব নয়।

মানবেতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব্ব। লাইপজিগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিমিত্রভের

বিচারের সাথে বিস্ময়কর পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। দিমিত্রভ্ নাজি বিচারকদের সিংহ-গর্জনের মত প্রত্যুত্তর করেছিলেন। আর ঠিক তার পরে তাঁর সাথীরা,—সেই গোষ্ঠীভুক্ত যাঁরা এক সময় পৃথিবী কাঁপিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীর সর্বোত্তম এবং তজ্জন্য "লেনিনীয় রক্ষীদল" অভিহিত,—নিজের প্রস্রাবে স্নান করে বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করা হলেও,—আর্থার কোয়েসলার বিশেষ সফলতার সাথে এ কাজ করেছিলেন,—ধাঁধাটি আজও তেমনি জটিল হয়ে আছে।

অনেকে জল্পনা কল্পনা করেছেন সম্মোহন বিদ্যা বা এমন কোন তিব্বতী বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল যদ্দ্বারা মানুষ ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের ব্যাখ্যা কোনমতেই নস্যাৎ করা চলে না। কারণ এনকেভিডি ওগুলি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করলে স্পষ্টতঃ তাদের নিবৃত্ত করার মত নৈতিক নিয়মাবলী ছিল না। সুতরাং মনোবল দুর্বল বা ঘোলাটে করে দেবে না কেন? তা ছাড়া এ কথা সর্বজনবিদিত সত্য যে বেশ কিছু নামজাদা সম্মোহনবিদ পেশা ত্যাগ করে দ্বিতীয় দশকে জিপিইউ'র চাকরি নিয়েছিলেন। এও বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে তৃতীয় দশকে এনকেভিডির একটি সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষালয় ছিল। কামেনেভের বিচারের আগে স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখেন কামেনেভ্ আর আগের মানুষ নেই, তাঁর প্রতিক্রিয়াদি ক্ষীয়মান হয়েছে। (নিজে গ্রেফতার হওয়ার আগে মহিলা অন্যান্য ব্যক্তিদের এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন)।

তা হলে তিব্বতী বিষ বা সম্মোহন প্রয়োগে পাল্‌চিনস্কি বা থেস্লিভ্‌কে কেন চূর্ণ করা হয়নি?

এরজন্য উচ্চস্তরের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

পাকাপোক্ত, পরীক্ষিত, খাঁটি এবং মজবুত সংগ্রামীদের,—প্রাক্তন বিপ্লবী হিসাবে জারের কারাগারে যাঁরা কম্পিত হননি,—ভাবমূর্তি থেকে বিশেষ ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়। অবশ্য খুব সহজ, সিধে ভুল: এই বিবাদীরা ত' আগেকার সেই পুরানো বিপ্লবী নন। তাঁরা সন্ত্রাসবাদী, সমাজবাদী বিপ্লবী এবং জনবাদী দলগুলির সাহচর্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে গরিমা-মণ্ডিত হয়েছেন মাত্র। ষড়যন্ত্র, বোমা ছোড়া ইত্যাদির সাথে যুক্ত থাকার দরুন কঠিন শ্রম বা আসল কারাদণ্ড ভোগ করলেও প্রকৃত নির্দয় জিজ্ঞাসাবাদ ভোগ করার অভিজ্ঞতা তাঁদের কখনো হয়নি, যেহেতু জার শাসনে রুশ দেশে ঐ পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। ষড়যন্ত্র মামলার এই বলশেভিক বিবাদীদের না ছিল জিজ্ঞাসাবাদ না আসল কারাদণ্ড ভোগের অভিজ্ঞতা। বলশেভিকদের কখনো কারাগারের বিশেষ খুপরি, সাখালিন বা ইয়াকুটস্কের বিশেষ কঠোর শ্রমের অভিজ্ঞতা হয়নি। এ কথা সুবিদিত যে বলশেভিকদের মধ্যে
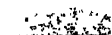
ঝেরঝিনস্কির কঠোরতম দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল; তাঁকে সারা জীবন কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। তবু আমাদের মাপকাঠির বিচারে তিনি পেয়েছিলেন মাত্র আমুলি 'দশ' বা "দশ রুবলের নোট," যা আমাদের যুগে যৌথ খামারের সাধারণ কৃষকও পেত। অবশ্য ঐ দশ বছরের মধ্যে তিন বছর ছিল কেন্দ্রীয় কারাগারে কঠোর শ্রমদণ্ড। কিন্তু তারও কোন বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল না।

যে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ '৩৬ থেকে '৩৮-এ অনুষ্ঠিত বিচারগুলির বিবাদী ছিলেন তাঁদের বিগত বিপ্লবী জীবনে হ্রস্ব, সহজ কারাদণ্ড, স্বল্পকালের নির্ব্বাসন জুটলেও কঠোর শ্রমদণ্ডের বাতাসও তাঁদের স্পর্শ করেনি। বুখারিন একাধিকবার ছোট-খাট গ্রেফতার হয়েছিলেন, কিন্তু তার যোগফল সামান্যই। স্পষ্টতঃই তাঁকে কখনো কোথাও এক সাথে এক বছর বন্দী করা হয়নি; অল্প কিছুকালের জন্য ওনেগাতে[৩৫] নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। বহু বছর প্রচার কার্য্য চালানো এবং সেইজন্য রাশিয়ার সব শহরে ভ্রমণ সত্ত্বেও কামেনেভ্ কারাগারে ছিলেন মাত্র দু'বছর, দেড় বছর নির্ব্বাসনে। আমাদের সময় যোল বছরের ছেলেরাও সোজা পাঁচ বছর পেত। আর বিশ্বাস করুন [illegible] না করুন, জিনোভিয়েভ্ কখনো তিন মাসও কারাগারে কাটাননি। কখনো কোন দণ্ডাজ্ঞা পাননি! গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ [illegible]দের তুলনায় এঁরা সবাই ছিলেন ক্যাবলা ছোকরার দল, যারা জেল কী বস্তু জানত না। একাধিকবার গ্রেফতারের পর রাইকভ্ এবং আই. এন. স্মির্নভের পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। ওঁরা হয় নির্ব্বাসন থেকে অনায়াসে পালিয়েছিলেন নয় মার্জ্জনার ফলে মুক্তি পেয়েছিলেন। গ্রেফতার এবং লুবিয়াঙ্কায় বন্দী হওয়ার আগে তাঁদের প্রকৃত কারাগার এবং অন্যায় জিজ্ঞাসাবাদের চোয়ালের স্বরূপ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা ছিল না। (এ কথা মনে করার কারণ নেই যে ঐ চোয়ালের মধ্যে পড়লে ট্রট্স্কি বিবাদীদের থেকে বেশী আত্ম অবমাননা করতেন না বা বেশী প্রতিরোধ করতেন। তাঁর অবশ্য প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ হয়নি। কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ নয়, সহজ কারাদণ্ড এবং উস্ট্-কুট্-এ মাত্র দু'বছর নির্ব্বাসন ভোগ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী সামরিক পরিষদের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি যে ত্রাস সঞ্চার করেছিলেন তা অর্জ্জন করতে তাঁর উচিত মূল্য দিতে হয়নি এবং তা তাঁর চারিত্রিক বল বা সাহসের সঠিক পরিচায়ক নয়। যাঁরা বহু লোককে গুলি করে হত্যা করার হুকুম দেন তাঁরাই প্রায়শঃ নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনায় কাতর হন। এক কঠোরতার সাথে অপরটির সম্পর্ক নেই) রাদেক্‌কে ত' সোজা কথায় চর বলা চলে। অবশ্য এই তিনটি বিচারে তিনিই একমাত্র চর ছিলেন না! আর ইয়াগোদা ছিলেন এক মেরুদণ্ডহীন, স্বভাব-অপরাধী।

(কোটি কোটি মানুষের জল্লাদ কল্পনাও করতে পারেননি যে তাঁর উর্দ্ধতন নরহন্তা অবশেষে তাঁকে সমর্থন বা রক্ষা করবেন না। যেন স্ট্যালিন বিচারসভার হলঘরে

উপস্থিত আছেন, ইয়াগোদা বিশ্বাসভরে বারংবার সরাসরি তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন : "আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি! আপনারই জন্য আমি দুটি বড় খাদ খুঁড়িয়েছি!" একজন সাক্ষী বলেন ঠিক সেই মুহূর্তে হলের উপরে তেতলায় যেন মসলিনের পর্দার পিছনে অন্ধকারে একটি দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল, এবং তার আভায় একটি (তামাক সেবনের) পাইপের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যিনি কখনো বাখ্‌চিসরাইয়ে গেছেন তিনিই এই প্রাচ্য কৌশলটি মনে রেখেছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিচারসভার উপরে তেতলার জানালাগুলিতে ছোট ছোট ছেঁদাওলা লোহার পাত লাগানো আছে। জানালার পিছনে অন্ধকার গ্যালারি। নিচের হল থেকে উপরে কেউ আছে কিনা বোঝা অসম্ভব। বাদশা থাকতেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। অথচ সব সময় এমনভাবে বিচারসভার অধিবেশন বসত যেন তিনি সভায় উপস্থিত আছেন। স্ট্যালিনের চরিত্রে পুরোপুরি প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আমি বিশ্বাস করতে রাজী যে তিনি অক্টোবর-হলে অনুষ্ঠিত নাটকীয় পরিহাসগুলি দেখতেন। বস্তুতঃ আমি কল্পনাও করতে পারি না যে তিনি নিজেকে ঐ দৃশ্য, ঐ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতেন)।

আর যা হোক এই মানুষগুলির অস্বাভাবিকত্বে আমাদের বিশ্বাস থেকে বুঝতে না পারার উৎপত্তি হয়। যখন কোন সাধারণ নাগরিক সই করা সাধারণ স্বীকারোক্তিতে নিজেকে এবং অপরকে নিন্দাবাদ ও অপরাধে জড়ায় তাতে আমরা অত হতাশ হই না। সে ঘটনা আমাদের বোধগম্য বলে তা গ্রহণ করি : মনে করি একটি মানুষ দুর্বল হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু বুখারিন, জিনোভিয়েভ্‌, কামেনেভ্‌, পিয়াতাকভ্‌ এবং স্মির্নভ্‌ ইত্যাদিকে আমরা গোড়াতেই অতিমানব ভেবে নিই। এই হল আমাদের না বুঝতে পারার মূল কারণ।

সত্যি বটে আগেকার ইঞ্জিনিয়ারদের বিচার নাট্যানুষ্ঠান থেকে এই নাট্যানুষ্ঠানের অভিনেতা বাছাই করতে পরিচালকবৃন্দকে কঠোরতর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ঐ বিচারের জন্য বলা যেত, চল্লিশটি স্থান থেকে বাছাই করা যাবে। আর এই নাটকে অভিনয়েচ্ছুর সংখ্যা সামান্য। সবাই জানত মূল অভিনেতা কারা এবং দর্শকরা শুধু তাদেরই নিজ ভূমিকায় দেখতে আগ্রহী ছিল।

তবু বাছাইয়ের অবকাশ হয়েছিল! অবধারিত-মৃত্যু হতভাগ্যদের মধ্যে সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রেফতার হওয়ার আগে আত্মহত্যা করলেন (স্ক্রুপনিক, টোম্‌স্কি, গামার্নিক)। যাঁরা বাঁচতে চেয়েছিলেন তাঁরা গ্রেফতার হলেন। সম্ভবতঃ যাঁরা বাঁচতে চেয়েছিলেন তাঁদের নামের একটি মালা গাঁথা যায়! তবু তাঁদের অনেকে জিজ্ঞাসাবাদে কী ঘটছে বুঝতে পেরে অনমনীয় হয়ে যান এবং বাকি সবাইয়ের মত আচরণ করেননি। তাঁরা নীরবে মৃত্যুবরণ করলেও, লজ্জাকর

পরিস্থিতিতে করেননি। কোন কারণে কর্তৃপক্ষ রুদ্‌জুতাক, পস্তিশেভ্‌, ইয়েনুকিদ্‌জে, ছুবার, কোসিয়র বা স্বয়ং ক্রাইলেঙ্কোর প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করেননি, যদিও এঁদের নাম বিচারানুষ্ঠান উজ্জ্বল করত।

সর্ব্বাধিক নমনীয় ব্যক্তিদের বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে বাছাই করাও হয়েছিল।

নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের থেকে বাছাই করা হয়েছিল। মোচওলা নাট্য-প্রযোজক তাঁদের সবাইকে ভাল করে চিনতেন। জানতেন, অভিনেতারা মোটামুটি দুর্ব্বল চরিত্রের মানুষ। তিনি প্রতিটি অভিনেতার এই বিশেষ দুর্ব্বলতার কথা জানতেন। তাঁর বিশেষ কুচক্রী প্রতিভা, মূল মনস্তাত্ত্বিক গঠন এবং সফলতার চাবিকাঠি ছিল নিম্নতম স্তরের মানুষের দুর্ব্বলতার খোঁজ রাখা।

অবমানিত ও মৃত্যুদণ্ডে বলিদত্ত নেতৃবর্গের মধ্যে কালের পটভূমিকায় যিনি উচ্চতম ও উজ্জ্বলতম বুদ্ধিমত্তায় দেদীপ্যমান (এবং মনে হয়, যাঁর উদ্দেশে আর্থার কোয়েসলার তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জিজ্ঞাসা উৎসর্গ করেছেন) তিনি এন. আই. বুখারিন। যে সর্ব্বনিম্ন স্তরে মানুষ আর মাটি এক হয়ে যায় স্ট্যালিন বুখারিনের সেই অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখেছিলেন; এবং দীর্ঘকাল তাঁকে মৃত্যুর যাঁতিকলে আটকে রেখে বিড়াল যেমন ইঁদুরছানার সঙ্গে খেলে,—ধরল, ছেড়ে দিল, অবশেষে ধরে মেরে ফেলল,—তেমনি খেলেছিলেন। বুখারিন আমাদের শ্রবণ-সুখকর বর্ত্তমান (অথবা অবর্ত্তমান) সংবিধানের সবটুকু রচনা করেছিলেন। সেই খুসির আমেজে তিনি মেঘলোকে মনের ডানা মেলেছিলেন, ভাবটা যেন কোবাকে (স্ট্যালিনকে) খেলায় হারিয়ে দিয়েছেন: তাঁর উপর এমন এক সংবিধান চাপিয়ে দিয়েছেন যদ্দ্বারা তিনি একনায়কতন্ত্রের মুঠি শিথিল করতে বাধ্য হবেন। ঠিক এমন সময় বুখারিন স্বয়ং যাঁতিকলে ধরা পড়লেন।

বুখারিন কামেনেভ্‌ এবং জিনোভিয়েভ্‌কে পছন্দ করতেন না। ইতিপূর্ব্বে যখন কিরভ্‌ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য ঐ দুই নেতার বিচার হয়েছিল বুখারিন তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে বলেছিলেন: "তা, কী করা যাবে! ওরা ঐ ধরনের মানুষ; হয়ত এ মামলায় এমন কিছু আছে......" (তৎকালীন সমালোচকদের ঐ ছিল এক ধরাবাঁধা বুলি: 'হয়ত এ মামলায় এমন কিছু আছে......আমাদের দেশে ত' বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার করা হয় না।' '৩৫ সালেও কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত তত্ত্ববিদ এ কথা বলতেন!) '৩৬-এর গ্রীষ্মে কামেনেভ্‌ এবং জিনোভিয়েভের দ্বিতীয় বিচারপর্ব্ব বুখারিন তিয়েনশান অঞ্চলে শিকার করে এবং কোন কিছুর খবর না রেখে কাটিয়ে দিলেন। তিয়েনশান পর্ব্বতমালা থেকে ফিরে শহরে পৌঁছে সংবাদপত্র থেকে জানলেন কামেনেভ্‌ এবং জিনোভিয়েভের প্রাণদণ্ড হয়েছে; তাঁরা দু'জন তাঁর বিরুদ্ধে কী মারাত্মক জবানবন্দী দিয়েছেন তাও জানতে পারলেন। তিনি কি নিজের নিগ্রহ বন্ধ

করার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন ? কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কি তাঁর বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করলেন ? না, তিনি তারবার্তায় কোবাকে কামেনেভ্ এবং জিনোভিয়েভের প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখতে বললেন, যাতে তিনি, বুখারিন ঐ দুই ব্যক্তির মোকাবিলা করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন ?

ততক্ষণে অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছে ! কোবা প্রচুর শপথ করা জবানবন্দী পেয়ে গেছেন ; বুখারিন মোকাবিলা করতে চান কেন ?

যা হোক, তবু বেশ কিছুকাল বুখারিনকে গ্রেফতার করা হল না। ইজভেস্তিয়ার প্রধান সম্পাদকের পদ এবং পার্টির সব দায়িত্ব এবং পদ হারিয়ে ক্রেমলিন প্রাসাদের এক অংশে,—সম্রাট মহামতি পিটারের পোতেশ্‌নি প্রাসাদে,—ছ'মাস প্রায় বন্দী-দশায় কাটালেন। (অবশ্য এর মধ্যেও তিনি শরৎকালে নিজস্ব বাগানবাড়িতে যেতেন। ক্রেমলিনের প্রহরীরা তাঁকে সেলাম করত, যেন কিছুই পাল্টায়নি) কেউ আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত না বা টেলিফোন করত না। এই মাসগুলিতে তিনি অজস্র চিঠি লিখেছেন : "প্রিয় কোবা ! প্রিয় কোবা ! প্রিয় কোবা !" কোনটির উত্তর পাননি।

উনি তখনো স্ট্যালিনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী !

আর প্রিয় কোবা ইতিমধ্যে, চোখ কুঁচকে, নাটকের মহড়া শুরু করেছেন। বহু বছর ধরে কোবা বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন অভিনেতাকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বুখারচিক নিজের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করবেন। বুখারিন ইতিমধ্যে তাঁর গ্রেফতার হওয়া এবং নির্ব্বাসিত ছাত্র ও সমর্থকদের বর্জ্জন করেছিলেন,—তা ছাড়া ওরা ছিল অতি অল্পসংখ্যক,—এবং তাদের ধ্বংস হতে দিয়েছিলেন।[৩৬] তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন সম্পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই তাঁর নিজস্ব ভাবধারা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল। আরও সম্প্রতি পলিটব্যুরোর সদস্য এবং ইজভেস্তিয়ার প্রধান সম্পাদক থাকাকালীন কামেনেভ্ এবং জিনোভিয়েভের মৃত্যুদণ্ড আইনসঙ্গত বলে মেনে নিয়েছিলেন। বুকের সব জোর দিয়ে চেঁচিয়ে বলা চুলোয় যাক, ফিসফিস করেও এই ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করেননি। অথচ ঐ প্রাণদণ্ডগুলিই ছিল তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ ভূমিকার জন্য পরীক্ষা।

সুদূর অতীতে স্ট্যালিন যখন অন্যান্য সভ্যদের সাথে তাঁকেও দল থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিয়েছিলেন, অন্যান্য সভ্যদের মত বুখারিনও কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকবার জন্য নিজ মতামত পরিত্যাগ করেছিলেন। তখনো ভবিষ্যৎ ভূমিকার জন্য তাঁর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীন অবস্থায়, ক্ষমতা এবং সম্মানের শীর্ষে বিরাজ করেও তাঁরা যদি নিজ মতামত পরিত্যাগ করেন তবে অবশ্যই আশা করা যায় যখন তাঁদের দেহ, আহার্য্য এবং নিদ্রা লুবিয়াঙ্কার অধিকারীদের হাতে থাকবে তখন নিজ ভূমিকায় নির্ভুল অভিনয় করবেন।

গ্রেফতারের আগের মাসগুলিতে বুখারিনের সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল কিসের? বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর সর্ব্বাধিক ভয় ছিল কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কারের! অর্থাৎ দলচ্যুতির বা দলবহির্ভূত জীবনযাপনের! আর যে মুহূর্ত থেকে স্বয়ং তিনিই কমিউনিস্ট পার্টি হলেন প্রিয় কোবা ঠিক তখনই এই বৈশিষ্ট্যটি চমৎকার কাজে লাগালেন (অন্যান্যদের বেলাও ঠিক যেমনটি করেছিলেন)। বাদবাকি সব নেতার মত বুখারিনেরও কোন ব্যক্তিগত মতামত ছিল না। তাঁদের খাঁটি বিরোধী মতাদর্শ ছিল না, যার বলে বাইরে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হত। প্রতিপক্ষ হওয়ার আগেই স্ট্যালিন তাঁদের একই দলভুক্ত ঘোষণা করে ক্ষমতাহীন করে দিলেন। তখন তাঁদের যাবতীয় শক্তি পার্টিতে থাকতে পাওয়ার জন্য নিয়োজিত হল এবং তদ্দ্বারা পার্টির ক্ষতিসাধন যাতে না হয়, সে দুশ্চিন্তাও তার সাথে যুক্ত হল!

এইভাবে স্বাধীন থাকার চেষ্টার ফলশ্রুতি দাঁড়াল একাধিক বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব।

মূলতঃ বুখারিনকে একটি চাঞ্চল্যকর ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কিত প্রযোজকের কাজে, মহড়ার জন্য প্রদত্ত সময়ের বা তাঁকে নিজ ভূমিকায় খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি বা ছাঁটকাটের প্রশ্নই ছিল না। এমন কি ঠিক আগের শীতে মার্কসের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁকে ইউরোপে প্রেরণও ছিল অত্যাবশ্যকীয়,—কোন ভাসা ভাসা পরিকল্পনা বা বিদেশের সাথে তাঁর যোগাযোগের অভিযোগ প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়, যাতে বিদেশ ভ্রমণের অবাধ স্বাধীনতা তাঁকে বারংবার মূল রঙ্গমঞ্চে ঠেলে পাঠায় সেই উদ্দেশ্যে। অবশেষে অভিযোগের পুঞ্জীভূত কালো মেঘের নিচে দেখা দিল যতিহীন অ-গ্রেফতার পর্ব্ব, গৃহবন্দীকে নিঃশেষ করে দেওয়া আলস্য যা বন্দীর মনোবল চূর্ণ করতে লুবিয়াঙ্কার প্রত্যক্ষ চাপের চেয়ে বেশী কার্যকরী। (লুবিয়াঙ্কা অবশ্যই বাদ যাবে না, সেখানেও এক বছর কাটাতে হবে)।

কাগানোভিচ্ একবার বুখারিনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন; হেতু, উচ্চপদস্থ চেকা-কর্ম্মীদের উপস্থিতিতে কাগানোভিচ্ আয়োজিত বুখারিন ও সকোলনিকভের মোকাবিলা। সকোলনিকভ্ "সমান্তরাল দক্ষিণপন্থী কেন্দ্র" (সমান্তরাল অর্থাৎ ট্রট্স্কিবাদী) এবং বুখারিনের গোপন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বললেন। কাগানোভিচ্ আগ্রাসী-ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। জবানবন্দী শেষ হতেই সকোলনিকভ্‌কে নিয়ে যেতে বললেন। সকোলনিকভ্ চলে যেতে বুখারিনকে বন্ধুত্বের সুরে বললেন, 'বেশ্যাটা নির্জ্জলা মিথ্যে বলে গেল!"

তবু সংবাদপত্রে জনগণের বিরক্তির বিবরণ ছাপা হতে থাকল। বুখারিন পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিকে টেলিফোনে জানালেন এবং দুটি চিঠির মাধ্যমে 'প্রিয় কোবা'কে অনুরোধ জানালেন কোবা যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রকাশ্যে খারিজ করে

দেন। আর তখনই সরকার পক্ষের উকিলের দপ্তর এই বজ্র ঘোষণা করল: "বুখারিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বস্তুনির্ভর প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।"

রাদেক্ বসন্তকালে টেলিফোন করলেন, দেখা করতে চান। বুখারিন তাঁর সঙ্গ বর্জন করলেন: আমরা উভয়ে অভিযুক্ত; আর একটি অভিযোগ বাড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু তাঁদের ইজভেস্তিয়া বাগানবাড়ি দুটি পাশাপাশি ছিল। এক সন্ধ্যায় রাদেক্ দেখা করতে এলেন: "আমি পরে যাই বলি না কেন, আপনি জানবেন আমি এসব কিছুর জন্য দায়ী নই। আপনি অবশ্যই সব অভিযোগমুক্ত হবেন, কারণ ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে আপনার ত' কোন সম্পর্ক ছিল না।"

বুখারিন বিশ্বাস করলেন তিনি সব অভিযোগমুক্ত হবেন এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হবেন না। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়া যে মারাত্মক ব্যাপার! সত্যিই তিনি সর্ব্বদা ট্রটস্কিপন্থীদের উপর বিরূপ ছিলেন,—ওরা পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আজ তার ফল ভোগ করুক! সব পার্টি-কর্ম্মীর একত্রিত থাকা উচিত, ভুলভ্রান্তি সত্বেও ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়।

নভেম্বরের প্রদর্শনীতে (লাল চককে তাঁর শেষ অভিবাদন) সস্ত্রীক বুখারিন সংবাদপত্র সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিক প্রবেশপত্রে অতিথিদের নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন। হঠাৎ এক সশস্ত্র সৈনিক এগিয়ে এল। তাঁর হৃৎস্পন্দন থমকে গেল! এখানেই শেষ করে দেবে নাকি, এমন সময়? না। সৈনিক সেলাম করে বলল: "আপনারা এখানে বসায় কমরেড স্ট্যালিন বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর অনুরোধ, আপনারা লেনিনের সমাধির উপর উপযুক্তস্থানে আসন গ্রহণ করুন।"

এইভাবে তাঁকে নিয়ে ছ'মাস ধরে নরম-গরমের টানাপোড়েন চলল। মহা সমারোহে সানুষ্ঠানে ৫ই ডিসেম্বর বুখারিন সংবিধান গৃহীত হল এবং সর্ব্বকালের জন্য তার স্ট্যালিন সংবিধান নামকরণ হল। ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনে একাধিক দন্ত উৎপাটিত পিয়াতাকভ্‌কে হাজির করা হল, যিনি আর আগের মানুষ ছিলেন না। তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান নীরব চেকাকর্ম্মীরা। (লোক-লস্করসহ স্বয়ং ইয়াগোদা। ইয়াগোদাকেও তখন একটি ভূমিকার জন্য প্রস্তুত ও পরীক্ষা করা হচ্ছিল!) নেতৃবর্গের মাঝে উপবিষ্ট বুখারিন এবং রাইকভের বিরুদ্ধে পিয়াতাকভ্ অতি ভয়ঙ্কারজনক সাক্ষ্য দিলেন। অর্দোনিকিদ্‌জে (কানে কম শুনতেন) এক হাত কানে দিয়ে প্রশ্ন করলেন: "আপনি কি স্বেচ্ছায় এ সাক্ষ্য দিচ্ছেন?" (মনে রাখবেন, অর্দোনিকিদ্‌জেও নিজের বরাদ্দ গুলি পাবেন!) "সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়",—পিয়াতাকভ্ টলতে লাগলেন। বিরতির সময় রাইকভ্ বুখারিনকে বলেছিলেন: "টোম্স্কির মনোবল ছিল। আগস্টেই সব বুঝতে পেরে নিজের জীবনাবসান ঘটালেন। আমি আর আপনি মূর্খের মত বেঁচে রইলাম।"

এমন সময় কাগানোভিচ্ একটি ক্রুদ্ধ, নিন্দাসূচক বক্তৃতা করলেন (তিনিই এক সময় বুখারিচিকের নিরপরাধিতায় অত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, অথচ তখন আর তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না)। তাঁর পরে মলোটভ্। মলোটভের পরে স্বয়ং স্ট্যালিন! কী উদার প্রাণ! মানুষের ভাল দিকগুলি মনে রাখার কী ক্ষমতা! "এসব সত্ত্বেও আমি মনে করি বুখারিনের অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। সম্ভবতঃ রাইকভ্ দোষী, বুখারিন নন।" (কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুখারিন সম্পর্কিত অভিযোগ রচনা করেছে!)

ঠাণ্ডা থেকে গরম। এই ভাবেই ত' মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। বিধ্বস্ত নায়কের ভূমিকার জন্য তৈরী করার এই ত' রাস্তা।

দিনের পর দিন বুখারিনের বাসভবনে জিজ্ঞাসাবাদের নথিপত্র যেতে লাগল: লাল অধ্যাপক প্রশিক্ষণালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও রাদেক্ এবং অন্যান্য সকলের সাক্ষ্য। এগুলিতে তাঁর বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ প্রমাণ পাওয়া গেল। নথিপত্র তাঁর বাসভবনে পাঠানো হত কারণ তিনি একজন বিবাদী? আরে না, না! যেহেতু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য, তাই তাঁকে সব কিছুর বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হত।

সাধারণতঃ ঐ উপাদানগুলি পেয়ে বুখারিন তাঁর বাইশ বছর বয়স্কা স্ত্রীকে (যিনি সেই বসন্তে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছিলেন) বলতেন, "তুমি পড়ো। আমার পড়ার সাধ্য নেই।" তিনি বালিশে মুখ লুকাতেন। তাঁর বাসভবনে দু'টি রিভলভার ছিল (স্ট্যালিন তাঁকে সময়ও দিয়েছিলেন)। তবু আত্মহত্যা করলেন না।

এসব থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে বুখারিন নির্দ্ধারিত ভূমিকায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন?

আর একটি প্রকাশ্য বিচার ঘটল। আর একদল বিবাদীকে গুলি করে মারা হল। তবু ওরা বুখারিনের উপর নির্দ্দয় হল না। বুখারিনকে নিতে এল না।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিকে তাঁর ভাষ্য শুনিয়ে নিজেকে অভিযোগমুক্ত করার অভিপ্রায়ে বুখারিন ফেব্রুয়ারী '৩৭-এর গোড়ায় বাসভবনে অনশন ধর্ম্মঘট করার সিদ্ধান্ত করলেন। একটি চিঠিতে 'প্রিয় কোবা'কে ঐ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে সরল মনে অনশন আরম্ভ করলেন। অতঃপর এই বিচার্য্য বিষয়সূচী নিয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশন বসল: (১) দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রের অপরাধ; (২) অনশন ধর্ম্মঘটে প্রকট কমরেড বুখারিনের পার্টি-বিরোধী আচরণ। বুখারিনের দ্বিধা হল: আমি কি প্রকৃতই কোন প্রকারে পার্টির অবমাননা করেছি? দাড়িগোঁফ না কামানো, শীর্ণ, পাণ্ডুর, ইতিমধ্যে আকৃতিতে বন্দী বুখারিন নিজেকে কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনে টেনে নিয়ে চললেন। প্রিয় কোবা তাঁকে সাদর-সম্ভাষণ করলেন: "আপনি কী

আকাশ পাতাল ভাবছিলেন?" "ঐরকম অভিযোগে পড়ে আমার আর কি বা করণীয় থাকতে পারে? ওরা আমাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে চায়।" ঐ অবাস্তবতায় মুখ কুঞ্চিত করে স্ট্যালিন উত্তর দিলেন: "আরে না, না। কেউ আপনাকে বহিষ্কার করবে না।"

বুখারিন মনোবল ফিরে পেলেন। তক্ষুণি কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনে নিজের অনুশোচনার কথা জানিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন। (বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বলেছিলেন: "এসো, আমাকে কিছু সসেজ্ খেতে দাও! কোবা বলেছে, ওরা আমাকে বহিষ্কার করবে না!) কিন্তু অধিবেশনে কাগানোভিচ্ এবং মলোটভ্[৩৭] (দু'টি অবাধ্য লোক বটে; স্ট্যালিনের কথায় কানই দিল না!) তাঁকে ফ্যাসিবাদের দালাল বললেন এবং দাবী করলেন তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হোক।

আর একবার বুখারিনের মনোবল ভাঙ্গল। জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি "ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্দেশে পত্র" রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। মুখস্থ করে রাখার ফলে চিঠিটি অবিকৃত রয়ে যায় এবং অধুনা বিশ্ব তার সম্পর্কে জানতে পেরেছে। যা হোক তখন চিঠিটি পৃথিবীর ভিত কাঁপাতে পারেনি।[৩৮] আগামী দিনের মানুষকে এই বুদ্ধিদীপ্ত তত্ত্ববিদ কোন শেষ কথা বলে যেতে চেয়েছিলেন? শুধু আর একটি আর্ত্ত ক্রন্দন এবং পার্টিতে গৃহীত হবার কাতর আবেদন। (গভীর লজ্জা দিয়ে তিনি এই নিষ্ঠার দাম চুকিয়েছিলেন) আর একটি আশ্বাসন যে '৩৭ অবধি যা কিছু ঘটেছে সে-সব তিনি "সম্পূর্ণ সমর্থন" করেন। কেবল বিদ্রূপময় বিচার-প্রহসনগুলিই নয়, আমাদের বিরাট কারা-পয়ঃপ্রণালীর পূতিগন্ধময় ঢেউগুলিও তার অন্তর্গত।

এইভাবে বুখারিন স্বয়ং প্রমাণপত্রে বললেন যে তিনিও ঐ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার যোগ্য ছিলেন!

শিকারী তথা মল্লবীর এই সবল পেশীযুক্ত মানুষটি অবশেষে নাটকের সহকারী প্রযোজক ও নেপথ্য কথকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্ম তৈরী বিবেচিত হলেন! (কেন্দ্রীয় সমিতির উপস্থিতিতে কতবার ইনি খেলার কুস্তিতে স্ট্যালিনকে ধরাশায়ী করেছিলেন! সে ত্রুটিও স্ট্যালিন মার্জ্জনা করতে পারেন না)।

যে মানুষ অত পুরোপুরি তৈরী, এত ভগ্ন যে নির্যাতন নিষ্প্রয়োজন, তাঁর কি করে '৩১ সালে ইয়াকুবোভিচের চেয়ে বেশী মনোবল থাকতে পারে? তিনিও কি ঐ দু'টি যুক্তির টানাপোড়েনে ভুগছিলেন না? বস্তুতঃ বুখারিন ছিলেন আরও দুর্ব্বল কারণ ইয়াকুবোভিচ মরণ চেয়েছিলেন আর বুখারিন ছিলেন মৃত্যুভয়ে ভীত।

শুধু বাকি ছিল ভিশিন্স্কির সঙ্গে ধরাবাঁধা খাতে আলোচনা: "প্রতিটি পার্টি-বিরোধিতাই কি পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়?" "সাধারণতঃ তাই...বাস্তবে তাই।"

"পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে পার্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধের উৎপত্তি না হয়ে পারে কি?" "হ্যাঁ, যুক্তি মানতে হলে তা স্বীকার করতেই হবে।" "আর বিরুদ্ধবাদী বিশ্বাস থেকে পার্টির বিরুদ্ধে যে-কোন নোংরা কাজ [যথা গুপ্তচরবৃত্তি, হত্যা, মাতৃভূমি বিকিয়ে দেওয়া] সম্ভব নয় কি?" "এক মুহূর্ত সবুর করুন, এগুলির কোনটাই বাস্তবে করা হয়নি।" "কিন্তু করা হতে পারত, তাই না?" "তাত্ত্বিক বিচারে বলতে হয়, হ্যাঁ।" "আমরা সব স্বার্থের উপরে পার্টির স্বার্থকে স্থান দিই, আপনি কি বলেন?" "নিশ্চয়, অবশ্যই!" "অতএব, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দু'জনের প্রভেদটি অতি সূক্ষ্ম। আমাদের কর্তব্য ভবিতব্যকে একটা সুসম্বদ্ধ রূপ দেওয়া। যাতে ভবিষ্যতে বর্তমান বিরোধিতার প্রশ্ন না ওঠে সেই উদ্দেশ্যে যা তাত্ত্বিক বিচারে ঘটতে পারত তাই ঘটেছে বলে মেনে নেওয়া প্রয়োজন। আর যা হোক, যা বলেছি তা ঘটতে পারত, নয় কি?" "হ্যাঁ, ঘটতে পারত।" "আমি বলতে চাই, যা ঘটা সম্ভব তাই বাস্তবে ঘটেছে বলে মেনে নেওয়া প্রয়োজন। এটা আমাদের একটা তাত্ত্বিক আলোচনা মাত্র। সুতরাং আপনি মেনে নিতে রাজী?......বেশ, আর একটা কথা, অবশ্য আপনাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, আপনি যদি আপনার মতৈক্য প্রত্যাহার করেন বা বিচারে অন্য কিছু বলেন, বুঝতেই পারছেন তা বিশ্বের বুর্জোয়া শক্তির কাজে লাগবে, যার ফলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেক্ষেত্রে, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, আপনার সহজ মৃত্যু হবে না। আর যদি ঠিক মত চলেন তবে অবশ্যই আপনাকে প্রাণে মারব না, গোপনে মন্টেক্রিস্টো দ্বীপে পাঠিয়ে দেব। সেখানে সমাজবাদী অর্থনীতির উপর কাজ করতে পারবেন।" "কিন্তু, আমি যতদূর জানি আগেকার বিচারগুলিতে আপনারা সবাইকে গুলি করে মেরেছেন?" "ওদের সঙ্গে নিজের তুলনা করছেন? বেশ, যদি তাই বলেন, আমরা এমন বহু লোককে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছি যাদের শুধু সংবাদপত্রে গুলি করে মারা হয়েছে।"

সম্ভবতঃ এরপর ধাঁধাটি সমাধানের অতীত থাকছে না?

বহু বিচারে সামান্য হেরফের করা একই সুর থাকত: "আর যা হোক আমিও কমিউনিস্ট, তুমিও কমিউনিস্ট। তুমি কি করে বিপথে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে? অনুশোচনা করো! আমি আর তুমি মিলেই ত' আমরা!"

যে-কোন সমাজে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ হয়। কিন্তু যখন হয়, তখন সব কত সহজ হয়ে যায়। '২২, '২৪ বা, '৩৭ সালেও বিবাদীরা নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থির থেকে মাথা উঁচু করে সম্মোহনী-গীতির জবাবে চিৎকার করে বলতে পারেননি: "আমরা তোমাদের মত বিপ্লবী নই! আমরা তোমাদের মত রুশ নই! আমরা তোমাদের মত কমিউনিস্ট নই!"

যদি ঐ রকম চিৎকার কেউ করত, সব মঞ্চসজ্জা ধ্বসে পড়ত, সব প্লাস্টারের

মুখোস খসে যেত, প্রযোজক পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উধাও হতেন, নেপথ্য কথকের দল ইঁদুরের গর্তে মুখ লুকাত। আর নাট্যশালার বাইরে দেখা দিত, ধরুন, ১৯৬৭ সাল।

☐

এমন কি অতি চমৎকার, সফল নাটকগুলিও ছিল ব্যয়বহুল এবং সমস্যাসঙ্কুল। স্ট্যালিন তাই স্থির করেছিলেন আর প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠিত হবে না।

অথবা সম্ভবতঃ '৩৭ সালে তিনি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রকাশ্য বিচারানুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন, যদ্দ্বারা বিপক্ষীয়দের কালো অন্তঃকরণ জনতার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তখন উপযুক্ত প্রযোজক পাননি। অত যত্ন সহকারে সবকিছু তৈরী করা অবাস্তব এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মনের গতিও অত জটিল ছিল না। তবু স্ট্যালিন সমস্যায় পড়লেন, যদিও অতি অল্প লোকই তা জানতে পারল। সামান্য কয়েকটি বিচারের পর পরিকল্পনা ভেস্তে গেল এবং পরিত্যক্ত হল।

এই প্রসঙ্গে ঐ ধরনের একটি বিচার বর্ণনা করা সমীচীন হবে,—কেডি মামলা, আইভানোভো আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম প্রথম যার বিস্তারিত বিবরণ বেরুত।

'৩৪-এর শেষ দিকে কস্ত্রোমা এবং নিজ্‌নি নভ্‌গোরদ প্রদেশের সঙ্গমস্থলের কাছে আইভানোভো প্রদেশের দূর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে একটি নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রাচীন, মন্থরগতি কেডি গ্রামে সেই অঞ্চলের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন নেতৃবর্গকে কেডিতে পাঠানো হল। নেতারা সেখানেই প্রথম পরস্পরের সাথে পরিচিত হলেন। তাঁরা দেখলেন কেডি একটি বিমর্ষ, দারিদ্র্যপীড়িত, দূর অঞ্চল যার অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং বুদ্ধিদীপ্ত আর্থিক সুব্যবস্থার আশু প্রয়োজন; অথচ সে অঞ্চল শস্য সংগ্রহের দরুন উৎপীড়িত। আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিব ফিওদর আইভানভ্‌ স্মিরনভ্‌ প্রখর ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আর আঞ্চলিক কৃষিবিভাগের অধিকর্তা স্তাভরভ্‌ ছিলেন পুরোপুরি কৃষক,—ইস্তেজিভিক্ষি অর্থাৎ পরিশ্রমী, উদ্যমী ও সাক্ষর কৃষকদল, দ্বিতীয় দশকে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী কৃষি করার জন্য যারা সোভিয়েত সরকার দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিল কারণ সরকার তখনো স্থির করেননি ইস্তেজিভিক্ষিদের শেষ করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার জন্য স্তাভরভ্‌ কুলাক উচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত হননি। (কে জানে, তিনিও হয়ত কুলাক উচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?) এঁরা নতুন অঞ্চলের কৃষকদের জন্য কিছু করতে চাইতেন অথচ উপরতলা থেকে রোজই যে নির্দেশ বর্ষণ হত তা তাঁদের উদ্যমের পরিপন্থী। কর্তৃপক্ষ যেন কৃষকদের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটানোর ফন্দি

খাটছিলেন। এক সময় কেন্দ্র'র নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে লিখলেন খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন কারণ বিপজ্জনক দারিদ্র্যসীমার বেশ নিচে না নেমে স্থানীয় কৃষকদের পক্ষে ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব নয়। এই উক্তি সরকার এবং পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কী বিদ্রোহ সূচিত করত তা বুঝতে হলে তৃতীয় দশকের পরিস্থিতি (হয়ত তৃতীয় দশকের পরেরও) স্মরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু তদানীন্তন রীতি অনুসারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিলেন। স্মিরনভ্ তখন ছুটি উপভোগ করছেন। তাঁর অধস্তন, দ্বিতীয় সচিব ভ্যাসিলি ঝিওদরোভিচ্ রোমানভ্ আঞ্চলিক পার্টি সমিতিতে এই প্রস্তাবটি পাশ করানোর ব্যবস্থা করলেন: "ট্রট্স্কিপন্থী স্তাভরভ্ প্রতিবন্ধকতা না করলে এই অঞ্চলের সফলতা উজ্জ্বলতর (?) হত।" এই প্রস্তাব থেকে স্তাভরভের ব্যক্তিগত মামলার সূত্রপাত হল। (চমৎকার বুদ্ধি: বিভেদ নীতি দ্বারা শাসন! ঐ সময় স্মিরনভ্কে শুধু ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা আকেজো করে রাখা হবে যাতে তিনি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন; পরে তাঁকে ধ্বংস করার প্রশস্ত সময় আসবে। কেন্দ্রীয় সমিতি এই ছোট মাপের নিখুঁত স্ট্যালিনী কৌশল গ্রহণ করল।) একাধিক উত্তেজিত পার্টির সভায় পরিষ্কার জানা গেল স্তাভরভ্ ট্রট্স্কিপন্থী যত যেসুইটপন্থীও ছিল। আঞ্চলিক ক্রেতা সমবায় সমিতির অধ্যক্ষ ভ্যাসিলি গ্রিগরিয়েভিচ্ ভ্লা...,—ইনি এক ধরনের অর্ধশিক্ষিত রুশ গ্রাম্য প্রতিভা যাদের দেখে বিদেশীরা বিস্মিত হন, খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে স্বাভাবিকভাবে আসীন, বাগ্মী, যুক্তিপটু এবং ন্যায়যুক্তির স্বপক্ষে উত্তেজনায় লাল হয়ে যেতেন,—কুৎসা রটানোর অপরাধে রোমানভ্কে দল থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। পার্টির সভায় রোমানভ্কে সরকারীভাবে ভর্ৎসনাও করা হয়েছিল! এই বিরোধে রোমানভ্ তাঁর ধরনের মানুষের মার্কামারা উক্তি দিয়ে যে শেষ বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে সাধারণ পরিস্থিতির পটভূমিকায় তাঁর আশ্বাসন ব্যক্ত হয়েছিল: "এঁরা স্তাভরভ্কে অ-ট্রট্স্কিপন্থী প্রমাণিত করলেও আমি নিশ্চিত যে তিনি ট্রট্স্কিপন্থী। এ বিষয়টি এবং আমাকে ভর্ৎসনা করার কারণ সম্বন্ধে পার্টি তদন্ত করবে।" পার্টি তদন্ত করেছিল: আঞ্চলিক এনকেভিডি প্রায় তক্ষুণি স্তাভরভ্কে গ্রেফতার করেছিল; এক মাস পরে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ, এস্তোনীয়, ইউনিভের্-কে গ্রেফতার করা হল। রোমানভ্ ইউনিভের্-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। আঞ্চলিক এনকেভিডির দপ্তরে স্তাভরভ্ স্বীকার করলেন তিনি ট্রট্স্কিপন্থী, আজীবন সমাজবাদী বিপ্লবীদের সহযোগে কাজ করে এসেছেন এবং তিনি ঐ অঞ্চলের এক গুপ্ত দক্ষিণপন্থী দলের সভ্য (এই স্বীকারোক্তি কর্তৃপক্ষের কাছে সে সময় এক উপহার স্বরূপ; কেবল আভ্যন্ত স্যাবোটাজের সাথে সম্পর্কের কথা বাদ পড়েছে)। হয়ত তিনি এসব সত্যিই স্বীকার

করেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি আইভানোভো এনকেভিডি'র আভ্যন্তরীণ কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদকালে নির্যাতনে মারা যান তাই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে না। তাঁর সব জবানবন্দীই এনকেভিডির কাছে রয়েছে। অনতিকাল পরে আঞ্চলিক পার্টি সমিতির সচিব স্মিরনভ্‌কে তথাকথিত দক্ষিণপন্থী সংগঠনের অধ্যক্ষ হিসাবে গ্রেফতার করা হল; তাঁর সঙ্গে গ্রেফতার হলেন আঞ্চলিক অর্থবিভাগীয় অধিকর্তা সাবুরভ্‌ এবং আরও অনেকে।

যেভাবে ভ্লাসভের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল তা উল্লেখযোগ্য। অতি সম্প্রতি তিনি পার্টি থেকে সেই রোমানভের বহিষ্কার দাবী করেছিলেন যিনি পরে আঞ্চলিক পার্টি কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ হন। তিনি কিভাবে আঞ্চলিক সরকার পক্ষের উকিল রুসভ্‌কে চটিয়েছিলেন তা ইতিপূর্ব্বে এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। অধিকন্তু নিজের দুজন উদ্যোগী ও কর্ম্মনিপুণ সহকারীকে, এদের দুজনের নামেই সামাজিক মূলগত কালো চিহ্ন ছিল; ভ্লাসভ্‌ সর্ব্বদা সবরকমের 'প্রাক্তন' লোকগুলিকে কাজে লাগাতেন কারণ তারা সুষ্ঠুভাবে কাজ ত' চালাতই, কঠোর পরিশ্রমও করত; সর্ব্বহারা থেকে উচ্চপদে উন্নীত ব্যক্তিরা কিছু ত' জানতই না, জানতে চাইতও না, —তথাকথিত বিধ্বংসী ক্রিয়ার অপরাধে গ্রেফতার থেকে রক্ষা করে তিনি আঞ্চলিক এনকেভিডির অধ্যক্ষ এন. আই. ক্রাইলভ্‌কে চটিয়েছিলেন। এনকেভিডি তবু সমবায় সমিতির সঙ্গে সন্ধি করতে চেয়েছিল! আঞ্চলিক এনকেভিডির উপাধ্যক্ষ সরোকিন স্বয়ং শান্তি প্রস্তাব নিয়ে ভ্লাসভের সঙ্গে দেখা করেছিলেন: "এনকেভিডিকে বিনামূল্যে সাতশো রুবল মূল্যের জিনিস দিন, পরে কোন একসময় এগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন বাতিল হয়ে গেছে দেখিয়ে দেবেন। (যত আবর্জ্জনা কুড়ানো ভিখারীর দল! ভ্লাসভ্‌ সারা জীবনে অন্যায়ভাবে নিজের জন্য কোন কিছু নেননি। সাতশো রুবল ত' তাঁর দু'মাসের মাইনে।) আর যদি আমাদের তা না দেন, পরে পস্তাবেন।" ভ্লাসভ্‌ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন: "আপনি কোন সাহসে আমার মত একজন কমিউনিস্টকে এই প্রস্তাব দিতে এসেছেন?" ঠিক তার পরের দিন আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে ক্রাইলভ্‌ ক্রেতা সমবায় সমিতিতে পদার্পণ করলেন (অন্যান্য কৌশলের মত এই কৌশলটিরও '৭১-এর সাথে মিল আছে)। ক্রাইলভ্‌ এবার পার্টির সভা আহ্বান করলেন। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু: "ক্রেতা সমবায় সমিতিতে স্মিরনভ্‌ এবং ইউনিভের-এর বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ।" কমরেড ভ্লাসভ্‌ বিবরণ পেশ করবেন। চমৎকার ফন্দি। ঠিক তখনই কেউ ভ্লাসভ্‌কে অভিযুক্ত করেনি। কিন্তু আঞ্চলিক পার্টি সমিতির প্রাক্তন সচিব ভ্লাসভ্‌ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ চলতে দিয়েছেন, এই মর্ম্মে এক আধটি কথা বললেই এনকেভিডি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করবে, "আপনি তখন কোথায় ছিলেন? সে সময় আমাদের কাছে

কেন আসেননি ?" এই পরিস্থিতিতে বহু লোক বুদ্ধি হারিয়ে ফাঁদে পা দেয়। কিন্তু ভ্লাসভ্ সে মানুষ নন। তিনি তক্ষুণি জবাব দিলেন, "আমি বিবরণ পেশ করব না! ক্রাইলভ্ করুন না,—তিনিই ত' স্মিরনভ্ এবং ইউনিভেরকে গ্রেফতার করেছেন এবং ঐ মামলার তত্ত্বাবধান করছেন।" ক্রাইলভ্ নারাজ হলেন: "আমি এই মামলার সাক্ষ্য এবং প্রমাণের বিষয়ে কিছু জানি না!" ভ্লাসভ্ জবাব দিলেন: "যদি আপনি তা না জানেন, তার অর্থ ওদের অহেতুক গ্রেফতার করা হয়েছে।" সুতরাং সভার অধিবেশনই বসল না। ক'জন মানুষ এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন? (আমরা যদি ভুলে যাই যে তখনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত মনোবল সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তা হলে '৩৭-এর আবহাওয়া পুরো বুঝতে পারব না। আঞ্চলিক ক্রেতা সমবায় সমিতির উচ্চতর হিসাবরক্ষক টি. এবং তাঁর সহকারী এন. সেদিন গভীর রাতে ১০০০০ রুবল নিয়ে ভ্লাসভের দপ্তরে এসে বলেছিলেন: "ভ্যাসিলি গ্রিগরিয়েভিচ্, আজ রাতে শহর ছেড়ে চলে যান! নইলে ওরা আপনাকে শেষ করবে!" কিন্তু ভ্লাসভ্ পালিয়ে যাওয়া কমিউনিস্টের যোগ্য কাজ মনে করেননি।) পরদিন সকালে আঞ্চলিক সংবাদপত্রে ক্রেতা সমবায় সমিতির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি নোংরা প্রবন্ধ বেরুল। ('৩৭-এও সংবাদপত্র এবং এনকেভিডি হাত ধরাধরি করে চলত) সন্ধ্যা নাগাদ ভ্লাসভ্‌কে বলা হল, আঞ্চলিক পার্টি সমিতির কাছে নিজের হিসাব দাখিল করুন। (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পদে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ দেখা যেত।)

তখন '৩৭ সাল, মস্কো এবং অন্যান্য বড় শহরে তথাকথিত 'মিকোয়ান সমৃদ্ধির' দ্বিতীয় বছর। আজও সাংবাদিক এবং লেখকদের স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয় সে সময় সবকিছুর প্রাচুর্য্য এসে গিয়েছিল। এই ধারণা ইতিহাসেও অনুপ্রবেশ করেছে, এবং সেটাই ভয়ের কথা। যাহোক নভেম্বর '৩৬ সালে, অর্থাৎ পাঁউরুটির র‍্যাশনব্যবস্থা বাতিল হওয়ার দুবছর পরে, আইভানোভো (এবং অন্যান্য অঞ্চলে) ময়দা বিক্রী বেআইনী ঘোষণা করে এক গোপন নির্দ্দেশ জারী করা হয়েছিল। সে সময়ে ছোটখাট শহরে, বিশেষতঃ গ্রামে বহু গৃহিণী বাড়িতে নিজেদের প্রয়োজনমত পাঁউরুটি বানাতেন। ময়দা বিক্রী বন্ধ হওয়ার অর্থ: পাঁউরুটি খেও না! কেডি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অদৃষ্টপূর্ব্ব দীর্ঘ পাঁউরুটির লাইন দেখা গেল। (আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে কালো পাঁউরুটি তৈরী বন্ধ এবং একমাত্র ব্যয়বহুল সাদা পাঁউরুটি বানানোর অনুমতি দিয়ে কর্তৃপক্ষ সে সমস্যা সমাধান করলেন) কেডি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একটিমাত্র পাঁউরুটি বানানোর প্রতিষ্ঠান ছিল। ফলে কালো রুটির জন্য সেখানে বিভিন্ন গ্রামের লোক ভিড় করতে লাগল। আঞ্চলিক ক্রেতা সমবায় সমিতির গুদামে ময়দা মজুদ থাকা সত্ত্বেও দুটি সমান্তরাল নিষেধাজ্ঞার দরুন তা জনসাধারণকে দেওয়া গেল না। ভ্লাসভ্ যা হোক ঐ অচলাবস্থা নিরসনের একটি উপায় সন্ধান করে সরকারের চতুর নিয়মাবলী এড়িয়ে এক বছর ঐ

অঞ্চলকে খাইয়ে গেলেন: তিনি আটটি যৌথ খামারকে কুলাকদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে গণ-পাঁউরুটি কারখানা বসাতে সম্মত করালেন (অর্থাৎ খামারগুলি জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করাবে এবং সাধারণ কৃশ কৃষকদের চুলায় স্ত্রীলোকদের দিয়ে রুটি তৈরী করাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, ততদিনে চুলায় ও সমাজবাদকরণ হয়েছিল। চুলা আর ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকতে পারত না, গণ-মালিকানায় থাকত)। সমবায় সমিতি তাদের ময়দা সরবরাহ করবেন। সমাধানটির শাশ্বত সরলতা চোখে পড়ার মত। নিজে পাঁউরুটির কারখানা না বানিয়ে (এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ছিল) ভ্লাসভ্ একদিনে একাধিক কারখানা তৈরী করালেন। তিনি ময়দার ব্যবসা করলেন না, গুদাম থেকে রুটি কারখানাগুলিকে অনবরত ময়দা সরবরাহ করলেন এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে সরবরাহ নিয়ে সমবায় সমিতির ঘাটতি পূরণ করলেন। এই প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্রে কালো রুটি বিক্রী না করেও তিনি ঐ অঞ্চলকে কালো রুটি খাইয়ে গেলেন। হ্যাঁ, এর দ্বারা তিনি নির্দেশগুলি আক্ষরিকভাবে পালন করলেও অন্তর্নিহিত অর্থের বিপরীত কাজ করলেন, কারণ জনগণকে অভুক্ত রেখে ময়দা খরচ কমানই নির্দেশগুলির উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আঞ্চলিক পার্টি সমিতিতে তাঁর সমালোচনার যথেষ্ট কারণ পাওয়া গেল।

সমালোচনার দিন এবং রাত স্বাধীন থাকার পর ভ্লাসভ্ সকাল বেলা গ্রেফতার হলেন। তিনি ছিলেন এক কঠোর সঙ্কল্পবান ব্যক্তি। ঈষৎ খর্ব্বকায় মানুষটি সর্ব্বদা একটু পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে চলতেন, তাতে সামান্য আগ্রাসী ভাব প্রকাশ পেত। যেহেতু আগের রাতে আঞ্চলিক পার্টি সমিতির সভায় তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, ভ্লাসভ্ তাই পার্টির সদস্যপত্র ফেরত দেওয়া এড়ানোর চেষ্টা করলেন। তিনি গণ-নির্ব্বাচিত আঞ্চলিক সোভিয়েতের ডেপুটি (প্রতিনিধি) ছিলেন। ডেপুটি হিসাবে তিনি যে সুযোগ সুবিধার অধিকারী সেগুলি বঞ্চিত করার সিদ্ধান্তও পার্টির সভায় গৃহীত হয়নি। তিনি তাই ডেপুটি পরিচয়পত্র ফেরত দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু পুলিশ এসব কায়দা-কানুনের মর্য্যাদা না দিয়ে জোর করে তাঁর থেকে সব কেড়ে নিল। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে সমবায় সমিতি থেকে কেভি'র বড় রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলল ; আর কমিউনিস্ট যুবদলের সদস্য এবং সমবায় সমিতির পণ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত যুবক ম্যানেজার আঞ্চলিক পার্টি সমিতির সদর কার্য্যালয়ের জানলা দিয়ে তা দেখতে পেলেন। তৎকালীন সরলতার দরুন, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, অনেকে মনের ভাব চেপে রাখতে শেখেননি। ম্যানেজারটি চিৎকার করে উঠলেন: "দেখ, দেখ, শুয়ারের বাচ্চারা আমার উর্দ্ধতন কর্তাকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছে!" সেই ঘর থেকে বেরোনের আগেই আঞ্চলিক পার্টি সমিতি এবং কমিউনিস্ট যুবদল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হল এবং তিনি সুপরিচিত পথ বেয়ে অতল গহ্বরে হারিয়ে গেলেন।

একই মামলায় অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তুলনায় ভ্লাসভকে অত্যন্ত দেরী করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে বাদ দিয়েই মামলাটি সাজানো প্রায় শেষ হয়েএসেছিল, এবং তখন প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তাঁকে আইভানোভো আঞ্চলিক এনকেভিডির আভ্যন্তরীণ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু শেষ অভিযুক্ত ব্যক্তি হওয়ার দরুন বেশী চাপ দেওয়া হল না। দু'বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। সরকার পক্ষের সমর্থনে সাক্ষীদের জবানবন্দী ছিল না। আঞ্চলিক ক্রেতা সমবায় সমিতির সারাংশ বিবরণ এবং আঞ্চলিক সংবাদপত্রের বিবরণের ছাটাই অংশে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের ফাইল বোঝাই ছিল। ভ্লাসভের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল: (১) পাঁউরুটির লাইন প্রবর্ত্তন করা; (২) তিনি ন্যূনতম বিভিন্ন ধরনের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য রাখেননি (যেন অপ্রতুল পণ্যগুলি অন্য কোথাও আছে এবং তারা তা কেডি অঞ্চলকে দিতে ইচ্ছুক); (৩) অতিরিক্ত লবণ সংগ্রহ (কিন্তু এটি আবশ্যিক যুদ্ধকালীন সংরক্ষণের অন্তর্গত; প্রাচীনকাল থেকে রুশরা যুদ্ধকালে লবণহীন জীবন যাপনে ভীত)।

সেপ্টেম্বরের শেষে প্রকাশ্য বিচারের জন্য বিবাদীদের কেডিতে নিয়ে যাওয়া হল। এই যাত্রাটি কোন মতেই হ্রস্ব ভ্রমণ বলা চলে না। (মনে রাখবেন ওএসও এবং বন্ধ বিচারালয়গুলিতে কর্তৃপক্ষের কত অল্প ব্যয় হত!) বিবাদীদের স্টোলিপিন রেলগাড়ি করে আইভানোভো থেকে কিনেশ্‌মা, কিনেশ্‌মা থেকে গাড়ি করে সত্তর মাইল দূর কেডিতে নিয়ে গেল। পুরানো, নির্জ্জন পথে দশটিরও বেশী গাড়ির অস্বাভাবিক সারি গ্রামাঞ্চলে বিস্ময় ও ভয় জাগাল,—যেন যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা। নিখুঁত বিচার সংগঠন এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের মনে ত্রাস সঞ্চারের ভার পড়েছিল প্রতিবিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কিত আঞ্চলিক এনকেভিডি'র বিশেষ গোপনীয় শাখার ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী ক্লিউগিন্‌-এর উপর। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাহারা দেওয়ার জন্য অশ্বারোহী পুলিশের সংরক্ষিত দল থেকে চল্লিশজন পাহারাদার নিযুক্ত হয়েছিল। ২৪ থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রতিদিন পাহারাদাররা খোলা তরোয়াল এবং রিভলভার হাতে যে গ্রাম্য পথ দিয়ে বন্দীদের আঞ্চলিক এনকেভিডি দপ্তর থেকে তখনো অসম্পূর্ণ ক্লাবঘরে নিয়ে যেত আর ফেরত নিয়ে আসত সেই গ্রামাঞ্চলে অতি সম্প্রতি বন্দীরাই ছিলেন সরকার। কেডিতে বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধ্যার পর কেরোসিনের আলোয় আদালত বসত। এক এক যৌথ খামার থেকে পালা করে দর্শক ডেকে আনা হত; তা ছাড়া যারা কেডি'র লোক ত' ছিলই। এক সাথে সাতশো দর্শক জানালা, বেঞ্চি, সর্বত্র ত' বসতই, হলের ভিতর যাতায়াতের পথ জুড়ে দাঁড়িয়েও থাকত। (রুশরা সব সময় জাঁকজমক ভালবাসে) আদালতকে নির্ভরযোগ্য সমর্থন দেওয়ার জন্য সামনের বেঞ্চিগুলি নিয়মিত কমিউনিস্টদের জন্য সংরক্ষিত থাকত।

আঞ্চলিক আদালতের এক বিশেষ অপরাধ মূল্যায়ন সভা গঠিত হয়েছিল।

আঞ্চলিক আদালতের উপাধ্যক্ষ ভবিন প্রধান বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন ; সভায় অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে ছিলেন বিচে এবং জাওজেরভ্। দোরপাং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, আঞ্চলিক সরকার-পক্ষীয় উকিল কারাসিক্-এর উপর অভিযোগ রচনার ভার পড়েছিল। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল চাননি তবু তাঁদের উপর একটি সরকারী উকিল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষেও উকিল থাকে। ভয়াবহ, গম্ভীর ও দীর্ঘ বিধিসম্মত অভিযোগের সার হল কেভিতে দীর্ঘকাল একটি দক্ষিণপন্থী বুখারিনবাদী গোপন সংগঠন ছিল। আইভানোভো প্রান্তে সংগঠনটি শুরু হয়েছিল (অর্থাৎ আইভানোভো প্রান্তিক অঞ্চলেও এর পর গ্রেফতার আশা করা চলত), এবং তার উদ্দেশ্য ছিল বিধ্বংসী ক্রিয়া দ্বারা কেভি গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েত সরকার উচ্ছেদ করা (দক্ষিণপন্থী ক্রিয়াকলাপ সুরু করার জন্য রাশিয়াতে ওর থেকে দূর অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যেত না!)

অভিযোক্তা আদালতের কাছে আবেদন করলেন মৃত্যুর আগে কারাগারে দেওয়া স্তাভরভের সাক্ষ্য আদালতে পাঠ করা এবং প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হোক। বস্তুতঃ ঐ দলের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অভিযোগই স্তাভরভের সাক্ষের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। আদালত মৃতের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে সম্মত হল,—যেন তিনি জীবিত আছেন। (এর আর একটি সুবিধা, কোন বিবাদীই সে সাক্ষ্য খণ্ডন করতে পারবেন না।)

কিন্তু অন্ধকার কেভি এসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমাদর করল না। ওরা পরবর্তী বিষয়ের অপেক্ষায় রইল। জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত স্তাভরভের সাক্ষ্য আদালতে পড়া হল এবং আর একবার নথিভুক্ত হল। বিবাদীদের প্রশ্ন করতে না করতেই গোলমাল সুরু হল। প্রত্যেকটি বিবাদী জিজ্ঞাসাবাদকালে দেওয়া সাক্ষ্য অস্বীকার করলেন।

আমার পরিষ্কার ধারণা নেই কিভাবে মস্কোয় সঙ্ঘীয় ভবনের অক্টোবর হলে অনুরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হত। যা হোক কেভিতে বিচার চালিয়ে যাওয়ার লজ্জাকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিচারক বিবাদীদের ভৎসনা করলেন: "জিজ্ঞাসাবাদকালে আপনারা কি করে পৃথক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন?" অত্যন্ত দুর্বল ইউনিভের প্রায় শোনা না যাওয়ার মত স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন: "একজন কমিউনিস্ট হিসাবে আমি প্রকাশ্য বিচারে এনকেভিডির জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারব না।" (বুখারিনের বিচারে অনুকরণযোগ্য প্রতিরূপ পাওয়া গেল। ঐ উৎকণ্ঠাই ত' ওদের বিভেদমুক্ত করে। ওদের সবচেয়ে বড় উৎকণ্ঠা, জনসাধারণের মনে কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে মন্দ ধারণা হবে। বিচারকরা তাই দীর্ঘকাল আগে এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন)।

বিরতির সময় ক্রিউগিন বিবাদীদের কুঠরীতে দেখা করলেন। তিনি ভ্লাসভকে

বললেন : "নিশ্চয় শুনেছ, বেজন্মা স্মিরনভ্ আর ইউনিভের কি রকম বেশ্যার চঙ ধরেছে ? তোমার অপরাধ স্বীকার করতেই হবে, সব সত্যি কথা বলতে হবে।" ভ্লাসভ্ তখনো দুর্বল হননি। তিনি স্বেচ্ছায় রাজী হলেন, "সত্যি বলব এবং সত্যি বই কিছু বলব না, আর তা হল তোমরা সবাই ফ্যাসিবাদী জার্মানদের মত বদ।" ক্লিউগিন্ দপ করে জ্বলে উঠলেন : "শোন বেশ্যা, তোরও রক্ত দিয়ে এ কথার দাম শুধতে হবে!"[৩৯] ঐ মুহূর্ত থেকে দলের তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে বিচারকালে ভ্লাসভ্‌কে বিবাদীদের আসনের পিছনের সারি থেকে সামনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হল।

আদালত যখনই নির্ভীকভাবে পাঁউরুটির লাইনের প্রশ্ন আলোচনা করত,—অর্থাৎ যে প্রশ্নটি উপস্থিত প্রত্যেকের অন্তস্তল স্পর্শ করত,—হলঘরের ভিতর যাতায়াতের পথে ভিড় করে দাঁড়ানো জনতা তখনই কৌতূহলী হত। অভিযুক্ত স্মিরনভ্‌কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "আপনি কি জানেন এই অঞ্চলে পাঁউরুটির লাইন হত ?" "অবশ্যই জানি। সমবায় সমিতির দোকান থেকে আঞ্চলিক পার্টি সমিতি ভবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাইন হত।" "সে সম্পর্কে আপনি কি করেছেন ?" নির্যাতন সহ্য করেও স্মিরনভ্ স্বচ্ছ ন্যায়বাদিতা এবং প্রতিধ্বনিকারী কণ্ঠ অক্ষত রেখেছিলেন। হাল্কা বাদামীচুল, সরল মুখমণ্ডল এবং বৃষস্কন্ধ এই মানুষটি ধীরে ধীরে যে জবাব দিয়েছিলেন সমস্ত হল তার প্রতিটি শব্দ শুনেছিল : "যেহেতু প্রান্তীয় সদর কার্যালয়ে সব আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল তাই আমি এই মর্মে কমরেড ভ্লাসভ্‌কে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে তিনি যেন কমরেড স্ট্যালিনকে একটি বিবরণ পাঠান।" "আপনি কেন সে বিবরণ লেখেন নি ?" (ওরা এখনো ঐটির খোঁজ পায়নি ! নিশ্চয় নজরে পড়েনি !)- "আমরা অবশ্যই লিখেছিলাম, এবং প্রান্তিক নেতৃবর্গকে টপকিয়ে আমরা তা পত্রবাহক মাধ্যমে সোজা কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। একটি নকল আঞ্চলিক পার্টি সমিতির ফাইলে রাখা আছে।"

সারা আদালত রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সরকারপক্ষের সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। আদালতের আর প্রশ্নাদি করা সমীচীন ছিল না। তবু কেউ প্রশ্ন করল : "তার পর কী হল ?"

সবাই ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল : "কী হল ?"

তাঁর আদর্শের মৃত্যুতে স্মিরনভ্ না কাঁদলেন না খেদোক্তি করলেন (মস্কোর বিচারগুলিতে ঠিক এরই অভাব ঘটেছিল)। তিনি শান্তভাবে, উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলেন : "কিছু না। কোন উত্তর পাওয়া গেল না।"

তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠ বলতে চেয়েছিল : আর ঠিক তাই আমি আশা করেছিলাম।

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। জাতির পিতা ও শিক্ষক উত্তর দিলেন না। এতক্ষণে প্রকাশ্য বিচার তুঙ্গে আরোহণ করেছে ! নরখাদকের কালো অন্তঃকরণ

জনসাধারণের সামনে মেলে ধরেছে! তখনই বিচার বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু ওদের অত চক্ষুলজ্জা বা বুদ্ধি ছিল না। আরো তিনদিন ধরে ঐ নোংরা জায়গাটাই রগড়ানো হল।

অভিযোক্তা সোরগোল তুললেন: কপট আচরণ! এরা একদিকে বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থেকেছে আর অপর দিকে ধাষ্টামো করে কমরেড স্ট্যালিনকে লিখেছে। এত দুঃসাহস যে ওরা আবার জবাবের আশা রাখে! বিবাদী ভ্লাসভ্ বলুক ও কোন সাহসে ভীতিজনক বিধ্বংসী প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্রে ময়দা বিক্রী এবং রাইএর রুটি বানানো বন্ধ করে দিল?

কঠোর মানুষ ভ্লাসভ্‌কে উঠে জবাব দিতে বলার প্রয়োজন হল না। তিনি লাফিয়ে উঠে এমন চিৎকার করে জবাব দিলেন যে সারা হলঘরে তার প্রতিধ্বনি হল:

"আমি পুরো জবাব দেব, কিন্তু তার আগে সরকার-পক্ষের উকিল কারাসিক্‌কে অভিযোক্তার আসন ত্যাগ করে এইখানে আমার পাশে বসতে হবে!" এ এক দুর্বোধ্য শর্ত। হৈ চৈ, গোলমাল বেধে গেল। সবাই শান্ত হও! আমরা কী আলোচনা করছিলাম?

উপরোক্ত কায়দায় বলবার সুযোগ পেয়ে ভ্লাসভ্ স্বেচ্ছায় বলে চললেন: "আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টির কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির এক অধ্যাদেশের ফলে ময়দা বিক্রী এবং রাই-এর রুটি বানানো নিষিদ্ধ করে দিতে হয়েছিল। প্রান্তীয় সরকার-পক্ষের উকিল কারাসিক্ ঐ সমিতির উচ্চতর পরিষদের একজন স্থায়ী সভ্য। ঐ কাজ যদি বিধ্বংসী ক্রিয়া হয় তা হলে সরকার পক্ষের উকিল হিসাবে তিনি তা নাকচ করেননি কেন? সুতরাং আমি বিধ্বংসী কর্মী হওয়ার আগে উনি বিধ্বংসী কাজ করেছেন!"

সরকারী উকিলের প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এ এক অতি দ্রুত, যথাস্থানে আঘাত। আদালতও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিচারক কথা খুঁজে পেলেন না।

"প্রয়োজন বোধে (?) অভিযোক্তারও বিচার করা হবে। কিন্তু আজ আমরা আপনার বিচার করব।" (দুটিই সত্যি, অথচ পদমর্য্যাদার উপর নির্ভরশীল)।

অদম্য, ক্লান্তিহীন ভ্লাসভ্ দাবী করলেন, "আমি চাই, ওঁকে অভিযোক্তার আসন থেকে নামিয়ে দেওয়া হোক।"

বিরতি ঘোষিত হল।

জনগণকে পার্টি অনুমোদিত মতে দীক্ষিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিচারের কী সার্থকতা থাকতে পারে? তবু ওরা লেগে রইল। বিবাদীদের পর সাক্ষীদের প্রশ্ন করা শুরু হল। হিসাবরক্ষক এন. এলেন।

"ভ্লাসভের বিধ্বংসী ক্রিয়া-কলাপের বিষয়ে আপনি কী জানেন?"

"কিছু জানি না।"

"তা কি করে সম্ভব?"

"আমি সাক্ষীদের কামরায় ছিলাম। এ ঘরে কি বলা হয়েছে শুনিনি।"

"এসব শোনার প্রয়োজন হয় না! আপনার হাত দিয়ে বহু কাগজপত্র গেছে। সুতরাং আপনার না জানার উপায় ছিল না।"

"সব কাগজপত্রই সঠিক এবং বিধিসম্মত ছিল।"

"কিন্তু এখানে যে একগাদা খবরকাগজ রয়েছে এরাও ভ্লাসভের বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে লিখেছে। অথচ আপনি বলতে চান, কিছু জানেন না?"

"যাঁরা সংবাদপত্রে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তাঁদেরই বরং প্রশ্ন করুন।"

এরপর এলেন পাঁউরুটির ভাণ্ডারের ম্যানেজার।

"আপনি বলুন, সোভিয়েত সরকারের ভাণ্ডারে কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাঁউরুটি আছে?" (চমৎকার প্রশ্ন! কি করে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব? কে বলতে পারবে, আমি গুণে দেখিনি?)

ম্যানেজার উত্তর দিলেন, "প্রচুর।"

"আপনাদের দোকানে তা হলে অত লম্বা লাইন কেন হত?"

"আমি জানি না।"

"দোকানের ভার কার উপর?"

"আমি জানি না।"

"আপনি জানেন না, এ কথার কী অর্থ? আপনাদের দোকানের ভার কার উপর ছিল?"

"ভ্যাসিলি গ্রিগরিয়েভিচ্-এর উপর।"

"কী যন্ত্রণা! আপনি কি ঐ নামে এঁকে বোঝাচ্ছেন, বিবাদী ভ্লাসভ্‌কে? তার অর্থ ভ্লাসভের উপর ভার ছিল।"

সাক্ষী নীরব হলেন।

বিচারক লঘুলিপিকারকে লিখতে বললেন: "উত্তর: 'সোভিয়েত সরকারের ভাণ্ডারে প্রচুর পাঁউরুটি থাকা সত্ত্বেও ভ্লাসভের বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের ফলে পাঁউরুটির জন্য লাইন দিতে হত'।"

সরকার পক্ষের উকিল নিজের ভয় চেপে রেখে একটি দীর্ঘ এবং ক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। বিবাদী পক্ষের উকিলের বক্তৃতার অধিকাংশটাই আত্মরক্ষার্থে প্রযুক্ত হল; তিনি জোর দিয়ে বললেন, মাতৃভূমির স্বার্থরক্ষা তাঁর কাছে অন্য যে কোন আত্মসম্মান বোধযুক্ত নাগরিকের চেয়ে কম প্রিয় নয়।

আদালতের প্রতি তাঁর শেষ কথাতে ভ্লাসভ্ না কিছু চাইলেন, না কিছুর জন্য

'অনুতাপ করলেন। অতীত কাহিনীকে জোড়া দিয়ে আজ যা বুঝতে পারি তা হল, স্মিরনভ্ ছিলেন এমন এক কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্পষ্টবাদী মানুষ যাঁর পক্ষে '৩৭ সাল অবধি টিকে থাকা মুস্কিল হত।

সাবুরভ্ যখন নিজের প্রাণ ভিক্ষা করলেন,—"আমার নিজের জন্য নয়, আমার শিশুগুলির জন্য,"—বিরক্ত ভ্লাসভ্ তাঁকে নিরস্ত করতে তাঁর জ্যাকেট ধরে টেনেছিলেন: "তুমি এক মূর্খ!"

উদ্ধত প্রত্যুত্তর করার শেষ সুযোগ ভ্লাসভ্ নষ্ট করেননি: "আমি একে আদালত মনে করি না। এখানে অভিনেতারা আদালত নামক প্রহসনের ভাণ করছেন। আপনাদের নিজ নিজ ভূমিকা বহু আগে লেখা হয়ে রয়েছে। এনকেভিডির তরফ থেকে আপনারা এক ঘৃণ্যকারজনক উস্কানিদারের ভূমিকা অভিনয় করছেন। আমি যাই বলি না কেন তার জন্য আমাকে আপনারা গুলি করে হত্যার দণ্ড দেবেন। আমি শুধু একটা কথা বিশ্বাস করি: এমন এক সময় আসবে যখন আমি আজ যেখানে, সেখানে আপনাদের দাঁড়াতে হবে।"[৪০]

রায় রচনা করতে আদালতের সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত একটা অবধি লেগে গেল। আদালতের হলঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলছিল। খোলা তলোয়ার পাহারায় বিবাদীরা বসে রইলেন। দর্শকরা তখনো আদালত ছেড়ে যাননি। তাঁদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।

রায় রচনা করতে যত দীর্ঘ সময় লেগেছিল ঠিক তত দীর্ঘ সময় লাগল তা পড়তে,—একেকজনের উপর একাধিক অসম্ভব বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ, যোগসূত্র এবং পরিকল্পনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল। স্মিরনভ্, ইউনিভের, সাবুরভ, এবং ভ্লাসভ্‌কে গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত হল। দু'জনের দশ বছর করে এবং একজনের আট বছর কারাদণ্ড হল। অধিকন্তু ঐ রায়ের ফলে কেডি অঞ্চলের কমিউনিস্ট যুব দলে আর একটি বিধ্বংসী সংগঠনের মুখোস খোলা হল। (এদের সভ্যদের অবশ্যই সাথে সাথে গ্রেফতার করা হল। পণ্য-বিভাগীয় ম্যানেজারকে মনে পড়ে?) আইভানোভোতে একটি গুপ্ত সাংগঠনিক কেন্দ্র আবিষ্কৃত হল, আবার তার সাথে মস্কোস্থ মূল সংগঠনের যোগাযোগও আবিষ্কৃত হল (বুখারিনের শবাধারে আর একটি পেরেক, আর কি)।

"গুলি করে হত্যা করা হবে!"—এই গম্ভীর বাক্যাংশটি পাঠ করে হাততালি পাওয়ার জন্য বিচারক একটু থামলেন। কিন্তু দর্শকদের দীর্ঘশ্বাস এবং বিবাদীদের আত্মীয়স্বজনের বুকফাটা কান্নায় আদালতের আবহাওয়া এত বিষাদময় হয়ে উঠেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যভর্তি প্রথম দুই বেঞ্চি থেকেও হাততালি শোনা গেল না। এ অতি অসমীচীন কাজ। হলঘর থেকে কেউ বিচারকদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল, "হা ভগবান, আপনারা এ কী করেছেন!" ইউনিভেরের স্ত্রী কান্নায় সম্বিৎহারা

হলেন। আধা অন্ধকারে দর্শকরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। ভ্লাসভ্ প্রথম দুই বেঞ্চির উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন :

"বেজন্মার বাচ্চারা হাততালি দিচ্ছিস না কেন? তোরা ত' কমিউনিস্ট!"

প্রহরীদলের রাজনৈতিক প্রতিনিধি (কমিসার) দৌড়ে এসে ভ্লাসভের মুখের উপর রিভলভার তাক করলেন। ভ্লাসভ্ হাত বাড়িয়ে রিভলভার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। একটি পুলিশ এসে কমিসারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। কমিসার ভুল করেছিলেন। প্রহরী দলের নেতা হুকুম দিলেন: "অস্ত্র প্রস্তুত রাখো!" স্থানীয় এনকেভিডির ত্রিশটি বন্দুক এবং রিভলভার এক সাথে বিবাদী এবং জনতার দিকে মুখ ফেরাল (মনে হচ্ছিল, জনতা হয়ত এগিয়ে এসে বিবাদীদের মুক্ত করে নেবে)।

হলঘরে মাত্র ক'টি কেরোসিনের আলো ছিল। এমনিতেই আধা অন্ধকার গোলমাল আর ভয় বাড়িয়ে তুলেছিল। দর্শকরা বিচারপর্ব্ব যতটা বুঝল তার থেকে বেশী বুঝল যে বন্দুকগুলি অবশেষে তাদের দিকেই তাক করা হয়েছে। ওরা ভয়ে জানালা দরজার দিকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। কড় কড় করে কাঠের কপাট ভাঙ্গল; কাঁচও ভাঙ্গল। ইউনিভেরের মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে মাড়িয়ে গেল অনেকে। তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় পরদিন সকাল পর্য্যন্ত চেয়ারের নিচে পড়ে রইলেন।

কিন্তু কেউ একবারও হাততালি দিল না।[৪১]

দণ্ডিত বন্দীদের আদালতে গুলি করে মারা ত' হলই না, বরং অধিকতর কড়া পাহারায়,—কারণ তাঁদের প্রাণের বেশী আর কিছু হারানোর ছিল না,—প্রাণদণ্ডের জন্য ঐ রাজ্যের সদর কার্য্যালয়ে পাঠানো প্রয়োজন হল।

প্রতি বন্দী পিছু পাঁচজন পাহারাদার মোতায়েন করে ওরা প্রথম সমস্যা,—সদর রাস্তা দিয়ে রাত থাকতে বন্দীদের এনকেভিডি দপ্তরে স্থানান্তরিত করা,—মিটিয়ে ফেলল। একজন পাহারাদার হাতে নিল লণ্ঠন। একজন খোলা পিস্তল হাতে সবার সামনে চলল। দু'জন এক হাত দিয়ে দণ্ডিত বন্দীকে ধরে অপর হাতে নিল পিস্তল। পঞ্চমজন খোলা পিস্তলে বন্দীর পিঠ তাক করতে করতে পিছন পিছন চলল।

বাদবাকি পুলিশের দল পাশে পাশে চলল, যাতে জনতা না আক্রমণ করতে পারে।

যে-কোন যুক্তিবাদী মানুষই বলবেন প্রকাশ্য বিচার নিয়ে মাতামাতি করতে হলে এনকেভিডির পক্ষে তার উপর ন্যস্ত মহান কর্ত্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হত না।

এইজন্যই আমাদের দেশে প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিচার শিকড় গাড়তে পারেনি।

একাদশ অধ্যায়

চরম ব্যবস্থা

রাশিয়ায় প্রাণদণ্ডের ইতিহাসে উত্থান পতন ঘটেছে। জার এ্যালেক্সি মিখাইলোভিচ্ রোমানভ্-এর দণ্ডবিধিতে লিপিবদ্ধ পঞ্চাশ রকম অপরাধের জন্ত প্রাণদণ্ড দেওয়া চলত। মহামতি পিটারের আমলে সামরিক নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় নাগাদ প্রাণদণ্ড দেওয়ার যোগ্য অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হু'শো হয়েছিল। সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ প্রাণদণ্ডের অনুমতি-প্রদায়ী আইনগুলি প্রত্যাহার না করলেও কখনো ঐ আইনগুলি প্রয়োগ করেননি। বলা হয় তিনি রাজ তখ্‌তে আরোহণ করে. কখনো কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করার শপথ নেন এবং বিশ বছর রাজত্বকালে সে শপথ রক্ষা করেছিলেন। 'সাত বছরের যুদ্ধ' লড়েও প্রাণদণ্ড ছাড়াই রাজত্বকাল কাটিয়ে দিলেন। মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যাকোবিনদের গর্দ্দানযন্ত্র আমদানির পঞ্চাশ বছর আগে, এ এক বিস্ময়কর ইতিহাস। আমরা নিজেকে আমাদের অতীতকে বিদ্রূপ করতে শিখিয়েছি। আমরা অতীতের কোন সৎকাজ বা উদ্দেশ্যর মর্য্যাদা দেই না। সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের খ্যাতিতেও অনায়াসে কালিমা লেপন করা হয় : তিনি প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করে বেত মারা প্রবর্ত্তন করেছিলেন ; তাঁর আমলে বন্দীদের নাসিকা ছেদন করা হত ; বন্দীদের দেহে 'চোর' খোদাই করে দেওয়া হত এবং চিরতরে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দেওয়া হত। এইবার সাম্রাজ্ঞীর সম্পর্কে কিছু ভাল কথা বলি : তিনি যা করেছিলেন তার থেকে আমূল সংস্কার তৎকালীন সমাজের ধ্যান ধারণার পরিপন্থী হত এবং তা প্রবর্ত্তন করা তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভবপর হত ? আজকের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী হয়ত স্বেচ্ছায় সব জটিল দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নেবে যদি তার সূর্য্যের আলোক পাওয়ার স্বাধীনতা হরণ করে না নেওয়া হয় ; কিন্তু আমরা মানবতার বশবর্ত্তী হয়ে তাকে সে সুযোগ দিই না। এই বইয়ের পাঠক কি এই সিদ্ধান্ত করবেন না যে আমাদের শিবিরে বিশ এমন কি দশ বছর কাটানো সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের শাস্তিগুলির চেয়ে কঠোরতর ?

আজকের হিসাবে বলা চলে, সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের এ ব্যাপারে ব্যাপক মানবতা বোধ ছিল অথচ সাম্রাজ্ঞী মহীয়সী ক্যাথারিনের ছিল শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী (এবং তা ছিল আরো সঠিক)। কাউকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করার সিদ্ধান্ত ক্যাথারিন ভয়াবহ এবং অসমর্থনযোগ্য মনে করতেন। তাঁর নিজের, রাজসিংহাসনের

এবং তাঁর সৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার,—অর্থাৎ সেইসব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন মিরোভিচ্, পুগাচেভ্ বিদ্রোহ এবং মস্কোয় প্লেগ মহামারী,—সুরক্ষার জন্য ক্যাথারিন প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। তবে অরাজনৈতিক স্বভাব অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড রদ হয়ে গিয়েছিল ধরে নেওয়া চলে।

জার পলের আমলে সরকারীভাবে প্রাণদণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছিল। বহু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটা সত্ত্বেও সামরিক ইউনিটগুলির সঙ্গে একটি করে সামরিক আদালত থাকত না। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে একমাত্র যুদ্ধাপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড পুনঃ প্রবর্তিত এবং ১৮১২'র এক যুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়েছিল। (এই প্রসঙ্গে হয়ত কেউ প্রশ্ন করবেন, প্রাণদণ্ড ব্যতিরেকে যাদের প্রাণ দিতে হল তাদের বিষয় কি বলবেন? হ্যাঁ গোপনে প্রাণনাশ করা অবশ্যই বন্ধ ছিল না,—কিন্তু সে কথা তুললে ট্রেড ইউনিয়নের সভায় ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করার কথাও ত' বাদ দেওয়া চলে না!) কিন্তু বিচারাসনে উপবিষ্ট কয়েক ব্যক্তির সিদ্ধান্তের জন্য কোন এক ব্যক্তির ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রাণনাশ করা হবে,—পুগাচেভ্ থেকে ডিসেম্বর বিদ্রোহ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর আমাদের দেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্যও এমন বিধান ছিল না।

পাঁচজন ডিসেম্বর-বিদ্রোহীর রক্ত আমাদের রাষ্ট্রের রক্ততৃষা জাগিয়ে তুলেছিল। তারপর থেকে ১৯১৭-তে ফেব্রুয়ারী-বিপ্লব পর্যন্ত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ বা বিস্মৃত হয়নি। বরং ১৮৪৫ এবং ১৯০৪-এর আইন প্রাণদণ্ড বলবৎ করেছিল এবং সেনা ও নৌবাহিনীর অপরাধ-বিধিগুলি তা আরো জোরদার করেছিল।

ঐ সময়ের মধ্যে রাশিয়ায় কতজনের প্রাণদণ্ড হয়েছিল? আমরা ইতিপূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে ১৯০৫-১৯০৭-এর উদারনৈতিক নেতৃবর্গ প্রদত্ত সংখ্যা উল্লেখ করেছি। সেই সংখ্যার সাথে রুশ ফৌজদারী আইন বিশেষজ্ঞ এন. এস. তাগান্‌ৎসেভ্-এর পরীক্ষিত সংখ্যা যোগ করব।[১] ১৯০৫ সাল পর্যন্ত রুশদেশে প্রাণদণ্ড এক অসাধারণ ব্যবস্থা গণ্য হত। ১৮৭৬ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত ত্রিশ বছর নারদনায়া ভোলিয়া বা জনগণের ইচ্ছা নামক বিপ্লবীদল এবং সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। এ সন্ত্রাসবাদ ভাড়াটে বাড়ির রান্নাঘরে গুঞ্জরিত ইচ্ছামাত্র নয়; সে এক ব্যাপক ধর্মঘট এবং কৃষক-বিদ্রোহময় যুগ, যে সময় ভবিষ্যতের বিপ্লববাদী দলগুলি হয় সৃষ্ট হয়েছিল নয় পুষ্ট হয়েছিল। অথচ ঐ ত্রিশ বছরে মাত্র ৪৮৬ জনের প্রাণদণ্ড হয়েছিল, অর্থাৎ সারা দেশে প্রতি বছর সতেরোজন হিসাবে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৪৮৬ জনের মধ্যে অরাজনৈতিক, সাধারণ অপরাধীরাও ছিল।[২] ১৯০৫-এ প্রথম বিদ্রোহ এবং তা দমনের সময় প্রাণদণ্ডের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে রুশ কল্পনাশক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। টলস্টয়ের অশ্রু এবং কোরোলেঙ্কোর ও বহুজনের ধিক্কার উৎপাদন

করেছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর শেষ পর্যন্ত ২,২০০ জনের প্রাণদণ্ড হয়েছিল, অর্থাৎ প্রতি মাসে ৪৫ জন। তাগান্‌ৎসেভ্ একে মহামারীর আকারে প্রাণদণ্ড অভিহিত করেছেন। এও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

অস্থায়ী সরকার ক্ষমতায় এসে প্রাণদণ্ড পুরোপুরি তুলে দেন। যুদ্ধরেখা সমীপবর্তী এলাকায় সামরিক অপরাধ, হত্যা, হত্যার চেষ্টা, বলাৎকার এবং লুঠপাটের (সে সময় ঐ সব অঞ্চলে ব্যাপক লুঠপাট হত) জন্য '১৭ সালের জুলাই মাসে সক্রিয় সেনা-বাহিনীতে প্রাণদণ্ড পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়েছিল। যে অতি অপ্রিয় প্রথাগুলির জন্য অস্থায়ী সরকার ধ্বংস হল প্রাণদণ্ড পুনঃপ্রবর্তন তাদের অন্যতম। ক্ষমতা দখলের আগে বলশেভিকদের স্লোগান হয়েছিল: কেরেন্‌স্কি সরকারের চাল করা প্রাণদণ্ড নিপাত যাক!

কাল-পরম্পরায় এই কাহিনীটি আমাদের কানে এসেছে যে চিরকালের জন্য প্রাণ-দণ্ড বিলোপ সরকারের প্রথম অধ্যাদেশগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা ২৫-২৬।১০।১৭'র রাতে স্মোলনিতে আলোচিত হয়েছিল; লেনিন তখন তাঁর কমরেডদের আদর্শবাদকে যথাযথ বিদ্রূপ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন প্রাণদণ্ড না থাকলে আর যা হোক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় কোন উন্নতি হবে না। যা হোক বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবীদের সাথে সংযুক্ত সরকার গঠন করতে গিয়ে লেনিন ওদের ভ্রান্ত মতবাদ মেনে নিয়েছিলেন, যার ফলে ২৮।১০।১৭ তারিখে প্রাণদণ্ড তুলে দেওয়া হল। এই ভালমানষির অবশ্যই কোন সুফল পাওয়া গেল না। (কর্তৃপক্ষ কিভাবে তদ্দরুন সৃষ্ট অসুবিধা এড়ালেন? বাল্টিক রণতরী বেষ্টনী ভেদ করতে অস্বীকার করার অপরাধে '১৮ সালের গোড়ায় ট্রট্স্কি নবনিযুক্ত এ্যাডমিরাল এ্যালেক্সি শ্চাস্‌নি-র বিচারের হুকুম করলেন। ভের্খাত্রিবের অধ্যক্ষ কার্কলিন তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ ভাষায় দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করলেন: "চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর গুলি করে হত্যা করা হবে!" আদালতে সাড়া পড়ে গেল; প্রাণদণ্ড যে উঠে গেছে! সরকার পক্ষের উকিল ক্রাইলেঙ্কো ব্যাখ্যা করলেন: "আপনি কিসের জন্য এত ঘাবড়াচ্ছেন? প্রাণদণ্ড উঠে গেছে ঠিকই, কিন্তু শ্চাস্‌নিকে ত' প্রাণদণ্ড দেওয়া হল না; তাঁকে গুলি করে মারা হবে।" (গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।)

সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায় '১৮ সালের জুন মাস থেকে সব কঠোরতা সহ প্রাণদণ্ড চালু হয়েছিল। না, "পুনঃপ্রবর্ত্তিত" হয়নি, প্রাণদণ্ডের এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা লাটসিস[৩] ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে বলেননি বরং তিনি সঠিক সংখ্যা জানতেন না, এবং বিচারাতিরিক্ত পদ্ধতিতে চেকা যতগুলি মামলা নিষ্পত্তি করত বিপ্লবী আদালতগুলি প্রায় ততগুলি মামলাই বিচার করত, তা হলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে '১৮'র

জুন থেকে '১৯-এর অক্টোবর পর্য্যন্ত ষোল মাসে রাশিয়ার বিশটি কেন্দ্রীয় প্রদেশে ষোল হাজারের বেশী মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল,—অর্থাৎ প্রতি মাসে এক হাজারের বেশী।[৪] সর্ব্বপ্রথম রুশ সোভিয়েত বা ১৯০৫-এর সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সোভিয়েতের অধ্যক্ষ খ্রুস্তালেভ্ নোসার এবং সারা গৃহযুদ্ধ লাল ফৌজ যে বিখ্যাত উর্দি পরে লড়াই করেছিল সেই উর্দির নক্সা প্রস্তুতকারক শিল্পীকে এই সময়ই গুলি করে মারা হয়েছিল।

যা হোক সরকারীভাবে প্রদত্ত প্রাণদণ্ডসহ বা ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ডের যোগফল বেশ কয়েক হাজার হলেও এবং তদ্দ্বারা হত্যাকাণ্ডের নব যুগের সূচনা হলেও শুধু ঐ কারণেই রাশিয়া স্তম্ভিত এবং ভয়ে পাথর হয়ে যায়নি। এসব কিছুর থেকে ভয়াবহ রীতি ছিল,—প্রথমে উভয় যুযুধান পক্ষ, পরে কেবল বিজেতাদ্বারা অবলম্বিত,—অগণিত,অ-নথিভুক্ত এবং সনাক্তকরণযোগ্য ক্রমিক সংখ্যাবিহীন শত সহস্র বন্দীবোঝাই গাদাবোট ডুবিয়ে দেওয়া। ফিনল্যাণ্ডের উপসাগর, শ্বেতসাগর, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনীর অফিসারদের এবং '২৪ সালে বৈকাল হ্রদে বন্দীদের গাদাবোটসুদ্ধ ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। আমাদের সংকীর্ণ আদালত এবং বিচারের ইতিহাস বহির্ভূত এই বৃত্তান্তটি নৈতিক ইতিহাসের অন্তর্গত, যার থেকে আর সব কিছুর সৃষ্টি। অক্টোবর গৃহযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে যত নিষ্ঠুরতা এবং হত্যাকাণ্ড হয়েছে প্রথম রাইউরিক থেকে সুরু করে বিগত শতাব্দীগুলিতে আমাদের দেশে কি তার নজীর মেলে?

রুশ প্রাণদণ্ডের ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্যময় উত্থান পতনের বৃত্তান্ত বাদ পড়ে যাবে যদি না বলি '২০-এর জানুয়ারীতে প্রাণদণ্ড বর্জ্জন করা হয়েছিল। হ্যাঁ, প্রকৃতই তুলে দেওয়া হয়েছিল! ডেনিকিন যখন কুবান্-এ সক্রিয়, র‍্যাঙ্গেল ক্রিমিয়ায় এবং পোলিশ অশ্বারোহী সেনানীর দল যখন যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে, সেই মুহূর্তে প্রতিশোধপ্রদায়ী তরবারিবর্জ্জিত একনায়কতন্ত্রের অসহায় সরলতার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হয়ত হতাশ হবেন। কিন্তু ঐ অধ্যাদেশ ছিল অত্যন্ত সুবিবেচিত। রণাঙ্গন থেকে দূর অঞ্চলগুলির আদালতের সিদ্ধান্ত এবং চেকার বিচারাতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপের উপর ঐ অধ্যাদেশ কার্য্যকরী হত; সামরিক আদালতের সিদ্ধান্ত এর এক্তিয়ার বহির্ভূত ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ অধ্যাদেশের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে এমন সব বন্দীর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা প্রথম কারাগার সাফাই করার পর এর রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল। তৃতীয়তঃ এর আয়ুষ্কাল ছিল হ্রস্ব পরিসর চারটি মাস এবং কারাগারগুলিতে আবার বন্দী বোঝাই হওয়া পর্য্যন্ত এই অধ্যাদেশ টিকেছিল। ২৮।৫।২০-এর অধ্যাদেশ বলে চেকাকে প্রাণদণ্ড ফেরত দেওয়া হল।

যাতে সবকিছু নতুন মনে হয় সেই উদ্দেশ্যে বিপ্লবের পর নতুন নামকরণের ধুম

পড়ে গিয়েছিল। প্রাণদণ্ডের নতুন নামকরণ হল 'চরম ব্যবস্থা,'—সে আর 'দণ্ড' রইল না। সমাজ সুরক্ষার একটি উপায়ে পরিণত হল। '২৪ সালের ফৌজদারী আইনের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি সামগ্রিকরূপে বর্জ্জন করা পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে চরম ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

'২৭ সালে সত্যিই চরম ব্যবস্থা বর্জ্জন সুরু হয়েছিল। কেবল দেশদ্রোহিতা এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য,—৫৮ অনুচ্ছেদ এবং সামরিক অপরাধ,—এবং দলবদ্ধ গুণ্ডামির জন্য এই ব্যবস্থা সংরক্ষিত হল। (বর্ত্তমানের মত তখনো দলবদ্ধ গুণ্ডামির ব্যাপক ব্যাখ্যা ছিল সুবিদিত। মধ্য এশিয়ার একজন 'বাসমাচি' থেকে লিথুয়ানিয়ার জঙ্গলের কোন গেরিলা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ভিন্নমত প্রতিটি সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী দলবদ্ধ গুণ্ডা গণ্য হত। তাহলে ঐ ধারাটি তার উপর কি করে না প্রযুক্ত হয়? এইভাবে শিবির বিদ্রোহ বা নাগরিক বিদ্রোহে যে-কোন অংশগ্রহণকারী দলবদ্ধ গুণ্ডা বিবেচিত হত) কিন্তু দশম বিপ্লব স্মরণোৎসব উপলক্ষে অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষাকল্পে আইনের যে অনুচ্ছেদগুলি ছিল সেগুলি থেকে প্রাণদণ্ড বিলুপ্ত হল।

আর পঞ্চদশ স্মরণোৎসব উপলক্ষে প্রাণদণ্ডপ্রদায়ী ধারাগুলির সাথে সাতের—আট যুক্ত হল,—সরকারের ভোজপাত্র থেকে এক-একটি শস্যদানা চুরি করার অপরাধে সোভিয়েত নাগরিকদের একটি গুলি দানের আশ্বাসবহ আইনের এই ধারাটি ছিল সমাজবাদী প্রগতি ত্বরান্বিত করার কাজে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সবকিছুর আরম্ভে যেমন হয়ে থাকে, বিশেষ বর্ব্বরতাসহ বহু লোককে গুলি করে হত্যা করার জন্য '৩২-'৩৩ সালে এই ধারাটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। '৩২-এর ডিসেম্বরে যখন শান্তি বিরাজমান এবং কিরভ্ তখনো জীবিত, শুধু লেনিনগ্রাদের ক্রেষ্টি কারাগারেই ২৬৫ জন দণ্ডিত বন্দী একসাথে প্রাণদণ্ডের অপেক্ষায় ছিল।[৫] মনে হয় গোটা '৩২ সালে শুধু ক্রেষ্টিতেই এক হাজারের বেশী লোককে গুলি করে মারা হয়েছিল।

দণ্ডিত ব্যক্তিরা কি ধরনের অপরাধী ছিলেন? অতগুলি ষড়যন্ত্রকারী বদলোক জুটল বা কোথা থেকে? ওদের মধ্যে ছিল নিম্নলিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত নিকটবর্ত্তী ভারাস্কোয়ে সেলো অঞ্চলের ছ'জন যৌথ খামারের কৃষক: যৌথ খামারের ক্ষেত থেকে একবার নিজের হাতে শস্য কাটবার পর নিজেদের গবাদি পশুর জন্য কিছু বিচালি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওরা খুরপি ইত্যাদি নিয়ে আবার ক্ষেতে গিয়েছিল। অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি ঐ ছ' জনকে মার্জ্জনা করলেন না। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যকর করা হল।

কোন নিষ্ঠুর ও দুষ্ট সালতুচিখা, কোন অতি ধিক্কারজনক ও কুখ্যাত দাস-মালিক কি সামান্য কটি খড়ের আঁটি চুরির অপরাধে দু'জন কৃষককে হত্যা করত ? যদি ওদের একজনও ঐ কৃষকদের একবার মাত্র বেত মারত তাহলে আমরা তা জানতে পারতাম। স্কুলে স্কুলে সেই বৃত্তান্ত পড়ানো হত এবং আমরা তার উদ্দেশে শাপ-শাপান্ত করতাম।[৬] কিন্তু সোভিয়েত আমলে শবগুলি নদীতে ছুঁড়ে দিতেই জমি আবার মসৃণ হয়ে গেল, কেউ কিছু জানতে পারল না। আশা করি আগামী দিনে কোন নথিপত্রে আমার সাক্ষীর (যিনি আজও বেঁচে আছেন) বিবরণ সমর্থিত হবে। স্টালিন যদি আর কাউকে না হত্যা করে থাকেন অন্ততঃ তেরেস্কোয়ে সেলো'র কৃষকগুলির মৃত্যুর জন্য তাঁর বিচার করা উচিত। অথচ পিকিং, তিরানা, তিফলিস্ এবং মস্কোর উপকণ্ঠ থেকে ওরাই, বহু বড় বড় ভুঁড়িওলারা, চিল চিৎকার করে আমাদের বলে, "কোন সাহসে তাঁর মুখোস খুলতে চাও ?", "তাঁর মহান ছায়া বিঘ্নিত করার দুঃসাহস করো ?", "স্ট্যালিন নিখিল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মানুষ।" কিন্তু আমার মতে তিনি অপরাধ বিধির মানুষ। "বিশ্বের জনগণ তাঁকে বন্ধু হিসাবে স্মরণ করবে।" কিন্তু যাদের পিঠে তিনি সওয়ার হয়েছিলেন, ডাণ্ডার ঘায়ে যাদের ক্ষতবিক্ষত করেছেন, তারা করবে না।

আর একবার আবেগশূন্য নিরপেক্ষতায় ফিরে আসা যাক। অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি মত চরম ব্যবস্থা "সম্পূর্ণ বাতিল" করে দিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'পিতা ও শিক্ষক' '৩৬ সালে ঐ সমিতি সম্পূর্ণ বাতিল করে দিলেন। ঐ সমিতির স্থলাভিষিক্ত সর্বোচ্চ সোভিয়েতে অষ্টাদশ শতাব্দীর আবহাওয়া ছিল। 'চরম ব্যবস্থা' আর একবার শাস্তিতে পর্য্যবসিত হল, দুর্ব্বোধ্য 'সামাজিক সুরক্ষার' উপায় হয়ে রইল না। এমন কি স্ট্যালিনের কানেও '৩৭-'৩৮-এর প্রাণদণ্ডগুলি আর কিছুতেই 'সুরক্ষার' কাঠামোয় খাপ খেত না।

কোন আইন বিশেষজ্ঞ, কোন অপরাধতত্ত্ববিদ্ কি '৩৭-'৩৮-এর হত্যাকাণ্ডগুলির পরীক্ষিত পরিসংখ্যান সরবরাহ করবেন ? যে বিশেষ পুরালেখ সংগ্রহালয়ে খোঁজ করলে এই পরিসংখ্যান মিলতে পারে কোথায় তার অবস্থান ? কোথাও নেই। কোথাও নেই, আর থাকবেও না। অতএব আমরা কেবল সাহস করে সবে গ্রেফতার হওয়া ইয়েজভের অধস্তন, উচ্চ এবং মধ্যম স্তরের এনকেভিডি কর্মীদের,—যারা অনতিকাল পূর্ব্বে কুঠরী মাধ্যম চালান হয়েছিল,—'৩৯-'৪০-এও তাজা, বুতুর্কির বারান্দায় ভেসে বেড়ানো গুজবে কথিত পরিসংখ্যানগুলিই উল্লেখ করব। ওরা সঠিক জানত ! ইয়েজভের লোকরা বলত '৩৭ এবং '৩৮ এই দু' বছরে সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দী এবং ৪,৮০,০০০ ব্লাৎনিয়ে বা স্বভাব-চোরকে গুলি করে মারা হয়েছিল। (স্বভাব-[illegible] ৫৯-৩ অনুচ্ছেদ বলে গুলি করে মারা.

হয়েছিল, কারণ তারা ছিল "ইয়াগোদার শক্তির উৎস" ; এইভাবে "চোরদের প্রাচীন ও মহান সৌহার্দ্য" কর্তিত হয়েছিল।)

উপরোক্ত সংখ্যা কতখানি অসম্ভব? ব্যাপক প্রাণদণ্ড পুরো দু'বছর চলেনি, চলেছিল মাত্র দেড় বছর। তাহলে ধরে নিতে হয় (৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক কারণে) ঐ সময়ে সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে প্রতি মাসে ২৮,০০০ প্রাণদণ্ড কার্য্যকর করা হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে তাহলে কতগুলি প্রাণদণ্ড কার্য্যকর করা হত? অত্যন্ত ভদ্র সংখ্যা হিসাবে বলব, ১৫০। (অবশ্যই এর থেকে অনেক বেশী প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। শুধু পেস্কভেই এনকেভিডি বহু গীর্জ্জা এবং প্রাক্তন সাধুদের কুঠরীতে নির্যাতন এবং প্রাণদণ্ড কক্ষ তৈরী করেছিল। এমন কি '৫৩ সালেও পর্য্যটকরা এই গীর্জ্জাগুলি দেখতে চাইলে বলা হত ওখানে 'পুরালেখ' সংগ্রহ আছে। দশ বছরের মধ্যে ওদের ঝুলঝাড়া হয়নি,—পুরালেখ বলতে ঝুলই ছিল। গীর্জ্জাগুলি মেরামত করার আগে লরি বোঝাই হাড় সরাতে হয়েছিল) এই অঙ্কের ভিত্তিতে বলা চলে প্রত্যেক প্রাণদণ্ড কার্য্যকর করার স্থানে গড়ে দৈনিক ছ'টি লোককে গুলি করে হত্যা করা হত। এই হিসাবে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? বরং এও নিম্নতর সংখ্যা বলা চলে! (অপর সূত্রের মতে ১।১।৩৯ তারিখে ১,৭০০,০০০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে প্রায়ই আরও বহুবিধ অপরাধে প্রাণদণ্ডের সম্প্রসারিত প্রয়োগ ঘটত (যেমন রেলপথ সামরিকীকরণ) এবং কখনো কখনো তার পদ্ধতিও বিস্তৃত হত (যেমন এপ্রিল '৪৩ থেকে ফাঁসি দেওয়া সম্পর্কে অধ্যাদেশ)।

এই ঘটনাবলী প্রতিশ্রুত পূর্ণ ও শাশ্বত প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার কিছুটা প্রতিহত করেছিল। যা হোক জনগণের ধৈর্য্য ও আনুগত্য অবশেষে পুরস্কৃত হল। '৪৭-এর মে মাসে মাড় দেওয়া নতুন পোষাকে সজ্জিত আপন অবয়বের প্রতিফলন আয়নায় দেখে ইয়োসিফ্ ভিসারিওনোভিচের ভাল লাগল। তিনি সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েতের পরিষদের উদ্দেশে শান্তিকালে প্রাণদণ্ড বাতিল (প্রাণদণ্ডের স্থলে নতুন সর্ব্বোচ্চ পঁচিশ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড সংযোজিত হল,—তথাকথিত এক চতুর্থ প্রবর্ত্তনের চমৎকার অছিলা) সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রচনা করলেন।

কিন্তু দেশের লোকগুলি অকৃতজ্ঞ, অপরাধপ্রবণ এবং উদারতার মর্য্যাদাদানে অপারগ। তাই প্রাণদণ্ডের সাহায্য ছাড়া আড়াই বছর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবার পর ১২।১।৫০ তারিখে শাসকরা যে নতুন অধ্যাদেশ জারী করলেন তা প্রাক্তন স্থিতির প্রত্যাবর্ত্তন সূচিত করল: "জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলি থেকে (ইউক্রেন ?), ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে (এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি কি চমৎকার ; ওরা সর্ব্বদা জানতে পারে কী প্রয়োজন), কৃষক-সংগঠনগুলি থেকে (কোন পথচারী নিদ্রিতাবস্থায়

খসড়াটি রচনা করেছিল : বহুকাল আগে 'মহান পরিবর্তনের মুখে'র বছরে মহামহিম নৃপতি সবকটি কৃষক-সংগঠনকে পায়ে পিষে মেরেছিলেন), এবং সাংস্কৃতিক নেতৃবর্গ (হ্যাঁ, এইটি সম্ভব মনে হয়) থেকে প্রাপ্ত আবেদনের উপর বিবেচনা করে মাতৃভূমিদ্রোহী, গুপ্তচর এবং নাশকতা-কর্মী ও মনযোগ-বিনষ্টকারীদের" উপর প্রয়োগের জন্য পুনরায় প্রাণদণ্ড চালু করা হল। উনি অবশ্য এক-চতুর্থাংশ বা পঁচিশ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড প্রত্যাহার করতে ভুলে গেলেন। ওটা চালু রইল।

একবার পরিচিত বন্ধু, আমাদের মুণ্ডচ্ছেদকারী খড়্গের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর সবকিছু অনায়াসে এগোতে থাকল : '৫৪তে পূর্ব্ব পরিকল্পিত হত্যার জন্য প্রাণদণ্ড; মে '৬১তে সরকারী সম্পত্তি চুরি, জাল করা এবং বন্দীশালায় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের জন্য (এই বিধানটির লক্ষ্য ছিল সেই বন্দীরা যারা চরদের হত্যা করত এবং শিবির প্রশাসনকে ভয় দেখাত) প্রাণদণ্ড; জুলাই '৬১তে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিধি লঙ্ঘনের জন্য এবং ফেব্রুয়ারী '৬২তে পুলিশ বা 'ক্রুঝিম্নিকি' নামক কমিউনিস্ট সজাগ দৃষ্টি রক্ষকদের প্রাণভয় দেখানোর জন্য (ঘুষি দেখালেই হত) ও বলাৎকারের জন্য প্রাণদণ্ড; এবং এর অনতিকাল পরেই উৎকোচের জন্য প্রাণদণ্ড।

কিন্তু এ সবই সোজা কথায় অস্থায়ী ব্যবস্থা,—প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত এদের মেয়াদ। আজও এ কথাই বলা হয়।[৭]

সুতরাং দেখা গেল সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ পেত্রোভ্‌নার রাজত্বকালে রাশিয়া দীর্ঘতম কাল প্রাণদণ্ড বিনা কাটিয়েছে।

□

আমাদের সুখী, অন্ধ অস্তিত্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের যে ছবি মানসপটে ফুটে ওঠে তা হল কয়েকটি দুর্ভাগ্যপীড়িত নির্ব্বান্ধব ব্যক্তিবিশেষ। সহজাত বুদ্ধি থেকে প্রতীতি জন্মায়, আমাদের কখনো মৃত্যুর গলিতে খতম করা হবে না এবং খতম হওয়ার জন্য অবশ্য অপরাধ, নিদেনপক্ষে অসাধারণ কর্ম্মীজীবন প্রয়োজন। প্রকৃত চিত্রটি পেতে হলে আমাদের মস্তিকের ভিতরের অনেক কিছু ঝেঁকে ফেলে দিতে হবে: এক বিরাট সংখ্যক অতি সাধারণ, গড়পড়তা ধরনের ধূসর মানুষ একান্ত সাধারণ, দৈনন্দিন দুর্ব্যবহারের জন্য মৃত্যুকুঠরীতে শেষ হয়েছে; এবং যদিও এক-আধজনের কপালগুণে প্রাণদণ্ড রদ হয় তা একান্ত ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ প্রায়শই ওরা চরম্দণ্ড পেয়ে থাকে (চরম ব্যবস্থার ডাকনাম। বন্দীরা লম্বা চওড়া নাম পছন্দ করে না। সবকিছুর এমন একটা ডাকনাম আবিষ্কার করে তা যেমন স্থূল তেমনি হ্রস্ব)।

যৌথ খামারের শস্যের ভুল বিশ্লেষণ করার অপরাধে কোন প্রান্তীয় কৃষি-বিভাগের

এক কৃষি-বিশেষজ্ঞের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। (সম্ভবতঃ সে বিশ্লেষণ ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয়নি) এটা '৩৭-এর ঘটনা।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আগুনের ফুলকি থেকে প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগে গিয়েছিল বলে সুতো জড়ানোর রীল প্রস্তুতকারক এক হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মেলানিকভের প্রাণদণ্ড হয়েছিল! এও '৩৭-এর ঘটনা। (পরে অবশ্য প্রাণদণ্ড রদ করে 'দশ' বছর দেওয়া হয়েছিল)।

লেনিনগ্রাদের ক্রেষ্টি কারাগারেই '৩২ সালে দু'জন মৃত্যুকুঠরীতে আটক ছিলেন: বৈদেশিক মুদ্রা রাখার অপরাধে ফেল্ড্ম্যান; এবং ফাউন্টেন পেনের নিব তৈরীর জন্য ইস্পাতের রিবন চুরি করার অপরাধে ছাত্র ফাইতেলেভিচ্। আদিম বাণিজ্য, এবং ইহুদিদের মত ভাল খেয়ে পরে আরামে বেঁচে থাকার ইচ্ছাও প্রাণদণ্ডের যোগ্য বিবেচিত হত।

তাহলে কি আইভানোভো প্রান্তিক অঞ্চলের গ্রাম্য বালক গেরাস্কার মৃত্যুদণ্ডে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত? বসন্তে সন্ত নিকোলাসের পরব উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে ও গ্রামান্তরে গিয়েছিল এবং সেখানে পানোন্মত্ত হয়ে লাঠি দিয়ে পিছন দিকে,—না, না, পুলিশের নয়, পুলিশের ঘোড়ার,—আঘাত করেছিল। (অবশ্য এ ছাড়া পুলিশের উপর রাগ করে ও গ্রাম-সোভিয়েত ভবনের একটি কাঠের তক্তা ফুটো করে দিয়েছিল এবং সেখানকার টেলিফোনটি তার ধরে আছড়িয়ে ফেলার সময় চিৎকার করে বলেছিল: "শয়তানদের শেষ করো!")

আমরা যা করেছি বা করিনি তা দিয়ে আমাদের কপালে মৃত্যুকুঠরী আছে না নেই নির্দ্ধারিত হয় না। বিরাট চক্রের আবর্ত্তন এবং আমাদের কার্য্য বহির্ভূত ঘটনার জোরালো সংযোগই তা নির্দ্ধারণ করে। যেমন লেনিনগ্রাদ তখন অবরুদ্ধ এবং বেষ্টিত ছিল। লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার হাতের মামলাগুলির একটিও ঐরকম দুঃসময়ে প্রাণদণ্ড না পেলে সর্ব্বোচ্চ স্তরের নেতা কমরেড জ্‌দানভ্ কী মনে করবেন? তিনি কি মনে করবেন না, অর্গান কাজ হাতে নিয়ে ঘুমাচ্ছে? বাইরে থেকে জার্ম্মান পরিচালিত বড় বড় ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে না? '১৯-এ স্ট্যালিন ঐ ধরনের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করলেন আর '৪২-এ জ্‌দানভ্ করতে পারবেন না? হুকুম দেওয়ামাত্র কাজ হয়ে গেল। একাধিক জটিল ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। আপনি হয়ত লেনিনগ্রাদের এক অনুত্তপ্ত কামরায় ঘুমাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত কালো হাত আপনার উপর ঘুরতে লাগল। অথচ এর জন্য আপনি দায়ী নন। লেঃ জেনারেল ইগনাটোভ্স্কির উপর নজর রাখা হত কারণ তাঁর বাড়ির জানালা দিয়ে নেভা নদী দেখতে পাওয়া যেত। তিনি নাক ঝাড়ার জন্য একটি সাদা রুমাল বার করলেন। ঠিক সংকেত জানাচ্ছে! অধিকন্তু ইগনাটোভ্স্কি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন

বলে নাবিকদের সঙ্গে যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কথা বলতে ভালবাসতেন। তাতেই কাল হল! তাঁকে গ্রেফতার করা হল। বোঝাপড়ার সময় এসে গেল। তোমার সংগঠনের চল্লিশজন সভ্যের নাম বলো। তিনি বললেন। এইবার যদি আপনি এ্যালেকজানড্রিনস্কি থিয়েটারের দর্শকদের আসন নির্দ্দেশক হন, ঐ চল্লিশজনের মধ্যে আপনার নাম থাকার সম্ভাবনা হবে অত্যন্ত সামান্য। অপর পক্ষে যদি কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন, ধরে নেওয়া যায় আপনার নাম থাকবেই (অভিশপ্ত বুদ্ধিজীবীর দল)। তালিকায় নাম থাকা কি আপনার উপর নির্ভর করে? অথচ তার অর্থ প্রাণদণ্ড।

ওরা তালিকার প্রত্যেকটি মানুষকে গুলি করে মারত। প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ও জলশক্তি বিশেষজ্ঞ কনস্ট্যানটিন আইভ্যানোভিচ্ স্ত্রাখোভিচ্ কোন উপায়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বলছি: যেহেতু তালিকা অত্যন্ত ছোট এবং তজ্জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে গুলি করে মারা হচ্ছিল না সেইজন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার উর্দ্ধতন কর্তারা অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব নতুন এক সংগঠন আবিষ্কারের কেন্দ্র হিসাবে স্ত্রাখোভিচ্‌কে নির্ব্বাচন করা হল। ক্যাপ্টেন আল্টগুল্লার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন: "এ সব কী শুনছি? যাতে নিজে প্রাণদণ্ড পেয়ে গোপন সরকারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আপনি নাকি সব স্বীকার করেছেন? গোপন সরকারে আপনার কোন ভূমিকা ছিল?" মরণগলিতে থাকতে থাকতে স্ত্রাখোভিচ্ নতুন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলেন। তিনি বললেন, ধরে নেওয়া হোক যে তিনি গোপন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। (যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এ কথা বলেছিলেন) আল্টগুল্লারের ওকথা যথেষ্ট মনে হল না। জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকল। এই সময় ইগনাটোভস্কির দলের প্রাণদণ্ড চলছিল। জিজ্ঞাসাবাদকালে একবার স্ত্রাখোভিচ্ চটে গিয়েছিলেন। এ নয় যে তিনি প্রাণে বাঁচবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। বরং তিনি মৃত্যুর প্রত্যাশায় অধীর হয়েছিলেন এবং মিথ্যা তাঁকে আর সবকিছু থেকে বেশী অসুস্থ করে তুলেছিল। নিরাপত্তা পুলিশের হোমরা-চোমরাদের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি টেবিল চাপড়িয়ে বলে উঠলেন: "গুলি করে মারতে হলে আপনাদেরই মারা উচিত। আমি আর মিথ্যা বলব না। আমি যা কিছু সাক্ষ্য দিয়েছি তা প্রত্যাহার করলাম।" তাঁর বিস্ফোরণে কাজ হল! শুধু জিজ্ঞাসাবাদই থামল না, উনি যে মৃত্যু কুঠরীতে বাস করছেন তাও ওরা দীর্ঘকাল ভুলে রইল।

দেখা যায় সর্ব্বময় আত্মসমর্পণের মাঝে বিস্ফোরণ সর্ব্বদা ফলদায়ক হয়।

এই প্রকারে বহু লোককে গুলি করে মারা হল,—প্রথমে কয়েক হাজার, পরে লক্ষ লক্ষ। আমরা গুণ করি, ভাগ করি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং অভিশাপ দিই। তবু এগুলি মামুলি সংখ্যামাত্র। হ্যাঁ, সংখ্যামাত্র। তবু ওরা আমাদের মন ভারাক্রান্ত

করে অথচ সহজেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। যদি কোনদিন গুলি করে হত্যা করা হতভাগ্য ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির ছবিগুলি কোন প্রকাশককে পাঠিয়ে দেন এবং প্রকাশক যদি কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত এ্যালবামের আকারে ছবিগুলি প্রকাশ করেন, তা হলে এ্যালবামের নিমীলিত চোখগুলি থেকে আমরা যে শিক্ষা পাব তা হবে চিরকালের অমূল্য সম্পদ। প্রায় ভাষাহীন সে শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে যে গভীর দাগ ফেলবে তা কোনদিন মুছবে না।

আমার পরিচিত একটি বাড়িতে, যেখানে কয়েকজন প্রাক্তন বন্দী থাকেন, এই অনুষ্ঠানটি হয়: গুলি করে মারা এবং শিবিরে মৃত বন্দীদের যে কয়েক ডজন ছবি ওঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সেগুলি ৫ই মার্চ, মুখ্য হত্যারকের মৃত্যুদিবসে টেবিলে সাজানো হয়। সারাদিন বাড়িটিতে কিছুটা গীর্জা, কিছুটা সংগ্রহশালার মত গভীর ভাব বিরাজ করে; অন্ত্যেষ্টিকালীন গীতবাদ্য হয়। বন্ধুরা আসে: ছবিগুলি দেখতে, নীরবে কিছুক্ষণ কাটাতে, কিছু শুনতে, মৃদুস্বরে অল্প কিছু কথাবার্ত্তা বলতে। ওরা চলে যাওয়ার সময় বিদায় সম্ভাষণ করে না।

সর্ব্বত্র এই রকম হওয়া উচিত। অন্ততঃ এই মৃত্যুগুলি আমাদের মনে আঁচড় কাটা উচিত, যাতে বোঝা যায় ওদের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি!

কয়েকটি ঐ ধরনের ফটো ভাগ্যবশে আমার হাতে পড়েছে। অন্ততঃ এই ফটোগুলি দেখুন:

ভিক্টর পেত্রোভিচ্ পোক্রভ্স্কি—'১৮ সালে মস্কোয় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডার স্ট্রোবিণ্ডার, ছাত্র—'১৮ সালে পেত্রোগ্রাদে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

ভ্যাসিলি আইভানোভিচ্ আনিচ্কভ—'২৭ সালে লুবিয়াঙ্কায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডার আন্দ্রেভিচ্ সোয়েচিন, সদর সেনা কার্য্যালয়ের অধ্যাপক—'৩৫ সালে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ্ রেফরমাৎস্কি, কৃষি বিশেষজ্ঞ—'৩৮ সালে ওরেল-এ গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

এলিজাভিয়েতা ইয়েভ্গেনিয়া আনিচ্কোভা—'৪২ সালে ইয়েনিসি শিবিরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

কি ভাবে এই হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটল? মৃত্যুর প্রত্যাশায় দিন কাটাতে ওদের কেমন লেগেছিল? ওরা কোন চিন্তা করত? কোন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিল? ওদের বধ্যমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার পর কী পরিস্থিতি হয়েছিল? জীবনের শেষ মুহূর্তে ওরা কী ভাবত? আর ঠিক কি ভাবে ওরা……হ্যাঁ……কি ভাবে……?

ঐ আবরণ ভেদ করার সুঅভিসন্ধি স্বাভাবিক। (যদিও আমাদের সে ইচ্ছা কখনো পূরণ হবে না) এও স্বাভাবিক যে যারা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে তারাও অন্তিম মুহূর্ত সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে না, কারণ তারা ত' শেষ পর্য্যন্ত মার্জনা লাভ করেছিল।

ঠিক তার পরে যা ঘটে তা জানে জল্লাদরা। ওরাও মুখ খুলবে না। (দৃষ্টান্ত হিসাবে লেনিনগ্রাদের ক্রেষ্টি কারাগারের কুখ্যাত লয়শা চাচার কথা ধরা যাক, যে বন্দীদের হাত পিছনে মুড়ে হাতকড়া পরাত আর বন্দীরা যদি বারান্দার নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করে চিৎকার করে বলত, "ভাইসব, বিদায়!" ও তখন তাদের মুখে পাকানো কম্বল ঠেসে ধরত,—বলুন, চাচা আপনাকে সব কথা বলবে কেন? চাচা হয়ত বেশ ভাল সেজেগুজে লেনিনগ্রাদেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেভা নদীর দ্বীপের পানশালা বা খেলাধূলার মাঠে দেখা হলে, আপনি চাচাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না ?)

অবশ্য জল্লাদও অন্তিম মুহূর্ত পর্যান্ত সব জানে না। ও গুলি করার আগে থাকতে একটি মোটর গাড়ির ইঞ্জিন গর্জ্জন করতে থাকে। সেই গর্জ্জনের মধ্যে ও বন্দীর মাথার পিছন লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কেউ গুলি ছোড়ার শব্দ শুনতে পায় না। ও নিজেই কি করল বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে যায়। চরম মুহূর্ত সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। জানে সে যাকে হত্যা করা হল,—অর্থাৎ কেউ না।

এটা অবশ্য সত্যি যে কিছুটা তির্যক এবং অপরিষ্কারভাবে হলেও শিল্পী প্রকৃত গুলি লাগা বা ফাঁসি লাগা পর্য্যন্ত মানসিক পরিস্থিতির কিয়দংশ জানতে পারে।

সুতরাং আমরা শিল্পী এবং মার্জ্জনালাভ করা বন্দীর ভাষ্য থেকে মৃত্যুকুঠরীর প্রায় সঠিক চিত্র রচনার চেষ্টা করব। যেমন আমরা জানি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা রাতে ঘুমায় না, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শুয়ে থাকে এবং ভোরের আগে তাদের মানসিক প্রশান্তি ফেরে না।

আমার মতে "কল্পিত" মূল্যবোধ"-এর ঔপন্যাসিক নারোকভ (মার্চেস্কো) তাঁর উপন্যাসে,—পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী নিংড়ে তাকে ডস্টয়েভস্কির চেয়ে বেশী বেদনার্ত করার স্বনির্ব্বাচিত ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও, যেন তিনি আর এক ডস্টয়েভস্কি,—মৃত্যুকুঠরী এবং হত্যার চিত্রটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। অবশ্য এ চিত্র যাচাই করার উপায় নেই। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

আজ কোন না কোন কারণে মনে হয় পূর্ব্বেকার শিল্পীদের ব্যাখ্যা, যেমন লিওনিদ আন্দ্রেইয়েভ-এর, সার্দ্ধশতাব্দী আগে ক্রাইলভের সময় খাটত। কোন অতি আগ্রহী মানুষের পক্ষেও কি '৩৭-এর মৃত্যুকুঠরী সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব? বাধ্য হয়ে তাকে মনের সুতোর জাল বুনতে হয়: মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে কেমন লাগত, দণ্ডিত বন্দী কি

করে সব শুনতে পেত ইত্যাদি। কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের এই অপ্রত্যাশিত চেতনাগুলি কে বা পূর্ব্বাহ্ণে ভাবতে বা বর্ণনা করতে পারে :

(১) মৃত্যুপ্রতীক্ষ বন্দীদের শীত কষ্ট ভুগতে হত। ২৮ ডিগ্রী-ফারেনহাইট তাপে ওদের জানালার নিচে সিমেণ্টের মেঝের উপর শুতে হত (স্নাখোভিচ্)। গুলিতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরতে হত।

(২) ওদের গুমোটবাঁধা, অতিরিক্ত ভিড় কুঠরীতে থাকতে হত। নির্জন কারাবাসের কুঠরীতে সাত (কখনো তার কম নয়), কখনো দশ, পনেরো এমন কি আঠাশজন মৃত্যু প্রতীক্ষ বন্দীকে ঠেলে দেওয়া হত ('৪২-এ লেনিনগ্রাদে স্নাখোভিচ্)। ঐ রকম ঠাসাঠাসির মধ্যে ওরা কয়েক সপ্তাহ, এমন কি এক মাস থাকত! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ঐ বন্দীরা কি প্রাণভয়ে ভীত হত? ঐ অবস্থায় মানুষ প্রাণদণ্ড বা গুলি খেয়ে মরার চিন্তা করে অধীর হয় না : বরং কি করে একটু পা নাড়তে পারবে, একটু কাত হতে পারবে বা বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে এটাই আসল চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়।

তিন থেকে চার হাজার বন্দী থাকার জন্য তৈরী আইভানোভো আঞ্চলিক কারাগার-গুলিতে,—এনকেভিডি আভ্যন্তরীণ কারাগার এক নং ও দুই নং এবং প্রাথমিক আটক কুঠরী,—'৩৭ সালের কোন এক সময় চল্লিশ হাজার বন্দীকে ঠেসে রাখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদাধীন, শিবিরদণ্ডে দণ্ডিত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং প্রাণদণ্ড মকুব হওয়া বন্দীদের সঙ্গে সাধারণ চোরও এনকেভিডির দু' নম্বর কারাগারে থাকত। ওরা সবাই একটি বড় কুঠরীতে এত ঠেসাঠেসি করে থাকত যে কেউ হাত ওঠাতে বা নামাতে পারত না। যারা বাঙ্কের সাথে ঠেসাঠেসি করে থাকত তক্তার পাশে লেগে খুব সহজেই তাদের পা ভাঙ্গতে পারত। তখন শীতকাল হলেও দম বন্ধ হওয়ার ভয়ে বন্দীরা একটি জানালার কাঁচ ভেঙ্গে দিয়েছিল। (এই কুঠরীতেই তুষারশুভ্র কেশ প্রবীণ বলশেভিক আলালুকিন,—ইনি ১৮৯৮ সালে পার্টিতে যোগ দিয়ে ১৯১৭ সালের এপ্রিল সিদ্ধান্তের পর ত্যাগ করেন,—মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকর হওয়ার প্রতীক্ষা করেছিলেন।)

(৩) দণ্ডিত বন্দীরা ক্ষিদেয় কষ্ট পেত। মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হওয়ার পর এত দীর্ঘকাল মৃত্যুর অপেক্ষা করতে হত যে গুলিতে প্রাণ উড়ে যাওয়ার ভয়ের পরিবর্তে ক্ষুধাই প্রধান অনুভূতি হত: কোথায় কিছু খেতে পাওয়া যাবে, এই চিন্তা দেখা দিত। আলেকজান্ডার ব্যাবিচ্ ক্রাস্নোইয়ারস্ক্ কারাগারের মৃত্যুকুঠরীতে '৪১ সালে পঁচাত্তর দিন কাটিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি অসফল জীবনের সম্ভাব্য পরিণাম হিসাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তার প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধাশনের জন্য তাঁর দেহ ফুলতে লাগল। এমন সময় প্রাণদণ্ড মকুব করে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল। তাঁর শিবির-জীবন আরম্ভ হল। মৃত্যুকুঠরীতে সবচেয়ে বেশী দিন

থাকার রেকর্ড কার ? কে জানে ? দেভোলদ পেত্রোভিচ্ গোলিৎসিন্, যাঁকে মৃত্যু-কুঠরীর প্রবীণ বাসিন্দা বলা চলে, '৩৮ সালে ১৪০দিন কুঠরীতে কাটিয়েছেন। এই কি রেকর্ড ? রুশ-বিজ্ঞানের গৌরব, প্রখ্যাত প্রজনন-বিশারদ এন. আই. ভ্যাভিলভ্ বেশ কয়েক মাস,—হয়ত একটা গোটা বছর,—মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকর হওয়ার প্রতীক্ষা করেছিলেন। মৃত্যুপ্রতীক্ষ বন্দী হিসাবে তাঁকে সারাটভ্ কারাগারে স্থানান্তরিত করে এমন এক ভূগর্ভস্থ কুঠরীতে রাখা হয়েছিল যার কোন জানালা ছিল না। '৪২-এর গ্রীষ্মে প্রাণদণ্ড মকুব হওয়ার পর যখন সাধারণ কুঠরীতে স্থানান্তরিত করা হল তিনি তখন চলচ্ছক্তি রহিত। অন্য বন্দীদের উপর ভর দিয়ে তাঁর দৈনিক পায়চারি করতে হত।

(৪) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের চিকিৎসার সুবিধাদি দেওয়া হত না। '৩৮ সালে দীর্ঘকাল মৃত্যুকুঠরীতে আটক থাকার ফলে ওখ্রিমেঙ্কো অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওরা ত' ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে অস্বীকার করলই, ডাক্তারও সময়মত এলেন না। অবশেষে যখন এলেন তখনো কুঠরীর ভিতরে গেলেন না। ওকে কোন প্রশ্ন না করে, পরীক্ষা না করে গরাদ দিয়ে কিছু পাউডার বাড়িয়ে দিলেন। স্ত্রাখোভিচের পায়ে জল জমেছিল—উদরী রোগ। তিনি কারাধ্যক্ষকে জানালেন। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, ওরা পাঠাল এক দন্তচিকিৎসক।

যদি কোন ডাক্তার আসেনও, তাঁর পক্ষে কি দণ্ডিত বন্দীকে সারিয়ে তোলা,—অর্থাৎতার মৃত্যুর প্রতীক্ষা দীর্ঘতর করা,—সমীচীন ? না, অপরপক্ষে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রুততর প্রাণনাশের উপর জোর দেওয়া উচিত ? স্ত্রাখোভিচের স্মৃতি থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি: ভারপ্রাপ্ত কারারক্ষীর সাথে কথা বলতে বলতে ডাক্তার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের দেখিয়ে বললেন: "এই একজন মৃত !", "এই আর একজন !" "এই আরো একজন মৃত !" (অপুষ্টিপীড়িত বন্দীদের দেখিয়ে ডাক্তার কারাধ্যক্ষকে বোঝাচ্ছিলেন, ওদের ঐভাবে কষ্ট দেওয়া অনুচিত, বরং গুলি করে মেরে ফেলা ভাল)।

দণ্ডিত বন্দীদের অতকাল আটকে রাখার আসল কারণ কী ? যথেষ্ট সংখ্যক জল্লাদের অভাব ? এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, কারা-কর্তৃপক্ষ প্রায়ই বন্দীদের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য আবেদন করার বুদ্ধি দিত এমন কি বলতও। বন্দীরা তার জোর প্রতিবাদ বা তা প্রত্যাখ্যান করলে, উর্দ্ধতন কর্তাদের সঙ্গে কোন 'লেনদেন' না করতে চাইলে, কারা-কর্তৃপক্ষ বন্দীর নাম সই করে আবেদন পাঠাত। কারাযন্ত্রের বিভিন্ন মোড় ঘুরে উপযুক্ত স্থানে পৌঁছতে আবেদনটির কয়েক মাস লেগে যেত।

সম্ভবতঃ দুটি পৃথক সংস্থার সংঘর্ষ এর সাথে জড়িত থাকত। জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিচার সংস্থা,—সামরিক বিচার পরিষদের সভ্যদের থেকে জানা যায় যে দুটি সংস্থাই

আসলে অভিন্ন,—ভয়াবহ মামলা উদ্ঘাটন করতে সমান উদ্‌গ্রীব এবং ওরা অপরাধীদের সমুচিত শাস্তি ছাড়া কোনকিছু দিতে পারত না,—অর্থাৎ মৃত্যু। অথচ দণ্ড শোনানো এবং জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারের সরকারী কাগজপত্রে তা লিপিবদ্ধ হওয়ার পর কাক-তাড়ুয়ারা বলত দণ্ডিত ব্যক্তিদের বিষয়ে ওদের আর কোন ঔৎসুক্য নেই। মামলাগুলিতে প্রকৃত রাজদ্রোহমূলক কোনকিছু থাকত না। সুতরাং দণ্ডিত বন্দীরা বেঁচে থাকলে রাষ্ট্রের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। তাই বন্দীদের সম্পূর্ণ কারা-প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হত। আর গুলাগের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত কারা-প্রশাসন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্দীদের দেখত। অনুষ্ঠিত প্রাণদণ্ডের সংখ্যা পুষ্টি অপেক্ষা গুলাগে খাটিয়ে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ওদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

লেনিনগ্রাদের বড় বাড়ি নামক আভ্যন্তরীণ কারাগারের কারাধ্যক্ষ সকোলভ্‌ও ঠিক এই দৃষ্টিতে স্ত্রাখোভিচ্‌কে দেখতেন। কুঠরীতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে বিরক্তি বোধ করে স্ত্রাখোভিচ্‌ বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য কাগজ পেন্সিল চেয়েছিলেন। একটি নোট বইয়ে তিনি প্রথম রচনা করেন, "তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থ প্রবেশ করায় একের উপর অপরের প্রতিক্রিয়া," পরে "ক্ষেপণযন্ত্র, স্প্রিং এবং শক্‌ এ্যাবজরবারের হিসাব," এবং সবশেষে "স্থিতিশীলতা তত্ত্বের ভিত্তি।" কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একটি "বৈজ্ঞানিক" কুঠরী দিয়েছিল এবং একটু ভাল খেতে দিত। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গন থেকে তাঁর কাছে জবাব চেয়ে প্রশ্ন আসত। তিনি তাদের জন্য "ঘনস্বনর অস্ত্রের বিমানের উপর গোলাবর্ষণ" বিষয়ক জটিল প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছিলেন। এ সবের পুরস্কার স্বরূপ জ্‌দানভ্‌ তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে পনেরো বছর কারাদণ্ড দিলেন। (তৎকালীন ডাক চলাচলের গতি ছিল মন্থর। অথচ তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব সংক্রান্ত সরকারী আদেশ দ্রুত মস্কো থেকে এসে গেল। সে আদেশ জ্‌দানভের আদেশের চেয়ে উদার: দশ বছর কারাদণ্ড।[১])

সহকারী অধ্যাপক, গণিতজ্ঞ এন. পি.-কে জিজ্ঞাসাবাদকারী ক্রুজ্‌খভ্‌ (হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই চোরটা) ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য শোষণ করেছিল। ক্রুজ্‌খভ্‌ পত্রবাহিত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে পাঠ নিচ্ছিল। তাই এন. পি.-কে মৃত্যুকুঠরী থেকে ডাকিয়ে ক্রুজ্‌খভ্‌ নিজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তনযোগ্য জটিল পদার্থের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত এক সমস্যা সমাধান করতে দিয়েছিল। (হয়ত ঐ সমস্যাটিও তার পাঠের অন্তর্ভুক্ত নয়।)

তাই বলছিলাম, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর মৃত্যুপূর্ব্ব দুঃখভোগের কথা সাহিত্য জগৎ কতটুকু বোঝে?

সব শেষে আমরা চে-ভ্‌-এর কাহিনী থেকে জানতে পারি যে মৃত্যুকুঠরীকে একটি জিজ্ঞাসাবাদের হাতিয়ার, বন্দীকে জবরদস্তি করার পদ্ধতি হিসাবে কাজে লাগানো হয়। ক্রাস্নোইয়ারস্ক্‌-এর দুই বন্দী অপরাধ স্বীকার করতে চায়নি। তড়িঘড়ি

'বিচার' ডেকে ওদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল এবং ওদের মৃত্যুকুঠরীতে নিয়ে যাওয়া হল। (চে-ভ্ বলেন: "ওদের সাজানো বিচারে পাঠানো হয়েছিল।" কিন্তু যেখানে বিচারমাত্রই সাজানো সেখানে বাকিগুলির থেকে এই ধরনের ছদ্ম বিচারকে পৃথক করার জন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা চলে? রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরস্থ রঙ্গমঞ্চ না নাটক মধ্যস্থ নাটিকা?) ওদের বেশ কিছুটা মৃত্যুসম জীবন ভোগ করতে দেওয়া হল। তারপর কুঠরীতে কয়েকটি গু-খেকো পায়রা ঢুকিয়ে দেওয়া হল,—জানা গেল তাদেরও প্রাণদণ্ড হয়েছে। পায়রারা হঠাৎ জিজ্ঞাসাবাদকালে অনমনীয় হওয়ার জন্য অনুতাপ আরম্ভ করল এবং কারাধ্যক্ষকে মিনতি করল, তিনি যেন জিজ্ঞাসাবাদকারীকে জানান যে ওরা সবকিছু সই করতে প্রস্তুত। স্বীকারোক্তি সই করার পর দিনের বেলায় ওদের কুঠরীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হল,—গুলি করে মারার জন্য নয়।

কুঠরীর যে খাঁটি বন্দীরা জিজ্ঞাসাবাদকারীর খেলার উপাদানে পরিণত হয়েছিল তাদের কি হল? বাকি বন্দীরা 'অনুতাপ' করে মার্জ্জনা লাভ করায় অবশ্যই তাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিন্তু ওসব কিছুকে প্রয়োজনার ব্যয় বলা যাক।

বলা হয়ে থাকে, ভবিষ্যতে যিনি মার্শাল পদে উন্নীত হবেন সেই কন্সট্যানটিন রকোসভ্স্কিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দু'দু'বার রাতে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বন্দুকধারীর দল তাঁর দিকে রাইফেল তাক করার পর রাইফেল অবনত করল এবং তাঁকে কারাগারে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হল। "চরম ব্যবস্থাকে" কাজে লাগানোর এও জিজ্ঞাসাবাদকারীর কৌশলের এক দৃষ্টান্ত। তারপর আর কিছু হল না। রকোসভ্স্কি আজও পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে জীবিত এবং ঐ ঘটনার জন্য তাঁর মনে উষ্মা নেই।

প্রায় সব সময় বন্দী নিজেকে ঘাতকের বলি হতে দেয়। প্রাণদণ্ডের অত সম্মোহনী প্রভাব হয় কি করে? মার্জ্জনাপ্রাপ্ত বন্দীরা বলেন তাঁদের কুঠরীতে এমন কেউ ছিল না যে প্রতিরোধ করেছে। তবু প্রতিরোধের ঘটনা শোনা গিয়েছে। লেনিনগ্রাদের ক্রেস্টি কারাগারে '৩২ সালে বন্দীরা জল্লাদের রিভলভার কেড়ে নিয়ে সেই রিভলভার দিয়ে গুলি করেছিল। এরপর থেকে এক নতুন পন্থা অবলম্বিত হত: যে বন্দীটিকে নিতে হবে চোর-চাউনির গর্ত দিয়ে তার অবস্থা দেখে নিয়ে পাঁচজন সশস্ত্র কারারক্ষী একসাথে কুঠরীতে ঢুকে পড়ে বন্দীকে বাগিয়ে ধরত। এক কুঠরীতে আটটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী ছিল। আটজনই দণ্ড মকুবের জন্য কালিনিনের কাছে আবেদন করেছিল। ওরা সবাই দণ্ড মকুব হওয়ার আশা পোষণ করত এবং সেইজন্য কুঠরীতে "আজ তোমার পালা, কাল আমার,"—এই পরিস্থিতি দেখা দিল। একজন বন্দীকে যখন বাঁধা হত, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে তার মুখে শিশুদের রবার বল ঠেসে দেওয়া হত। বাকি সবাই তফাতে দাঁড়িয়ে নির্বিকার দৃষ্টিতে দেখত।

(শিশুর খেলার বল দেখে কি তার সম্ভাব্য প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা করা যায় ? দ্বন্দ্ববাদী প্রক্রিয়ায় অধ্যাপকের পক্ষে চমৎকার দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই !)

আশা কি মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করে না তাকে দুর্ব্বল করে ? জল্লাদরা যখন বন্দীর খোঁজে আসে তখন প্রত্যেক কুঠরীর বন্দীরা মিলে যদি ওদের গলা টিপে মারত তাতে কি অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কাছে আবেদনের চেয়ে দ্রুততর প্রাণদণ্ড শেষ হত না ? মৃত্যুর প্রান্তে পৌঁছেও প্রতিরোধ না করার কী হেতু ?

গ্রেফতারের মুহূর্তেই কি বেদনাময় পরিসমাপ্তি নির্দ্ধারিত হয়ে যায় না ? তবু গ্রেফতার হওয়া বন্দীরা হাঁটু ঘষে ঘষে আশার পথ বেয়ে এগোতে থাকে, যেন অস্ত্রোপচারে পা দুটি বাদ হয়ে গিয়েছে।

□

যে রাতে দণ্ডাজ্ঞা শোনানোর পর চারপাশে চারটি খোলা পিস্তলের পাহারায় তাঁকে অন্ধকার কেড্রির রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভ্যাসিলি গ্রিগরিয়েভিচ্‌ ভ্লাসভের সেই রাতটির কথা মনে পড়ে। তখন তাঁর প্রধান চিন্তা হয়েছিল, "ওরা যদি উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখনই আমাকে গুলি করে মেরে বলে আমি পালানোর চেষ্টা করছিলাম ?" স্পষ্টতঃই তিনি দণ্ডাজ্ঞা বিশ্বাস করেননি, বাঁচার আশা করেছিলেন।

ভ্লাসভ্‌কে পুলিশ ফাঁড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁকে টেবিলের উপর শুয়ে ঘুমানোর অনুমতি দেওয়া হল। দু' তিনজন পুলিশ কেরোসিনের আলোয় অবিরাম পাহারা দিল। পুলিশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল: "আমি চারদিন ধরে সব শুনেছি, কিন্তু ওদের কেন প্রাণদণ্ড দেওয়া হল একটুও বুঝতে পারিনি।" "ওসব আমাদের বুঝবার দরকার নেই।"

ভ্লাসভ্‌কে পাঁচদিন ঐ ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। যাতে তাঁকে কেড্রিতেই খতম করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ওরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দণ্ডাজ্ঞা অনুমোদনের অপেক্ষা করছিল, কারণ দণ্ডিত বন্দীকে প্রহরাধীন অবস্থায় অন্য কোথায়ও পাঠানো সহজসাধ্য নয়। ভ্লাসভের নামে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে কেউ একটি তারবার্ত্তা পাঠিয়েছিল: "আমি অপরাধ স্বীকার করি না, এবং প্রার্থনা করি যেন আমার প্রাণনাশ না করা হয়।" কোন উত্তর এল না। ঐ দিনগুলিতে তাঁর হাত এত কাঁপত যে চামচ তুলে মুখে দিতে পারতেন না, বাটি থেকে সোজা চুমুক দিতেন। বিদ্রূপ করার জন্য ক্লিউগিন প্রায়ই দেখা দিতেন। (কেড্রি মামলার অল্প পরেই ক্লিউগিন আইভানোভো থেকে মস্কোয় বদলি হন। গুলাগ্‌ আকাশের রক্তিম তারকাগুলির ঐ বছর দ্রুত

উত্থান পতন ঘটে। যখন তাঁরাও একই গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবেন সেই সময় এগিয়ে আসছিল, ওঁরা জানতে পারেননি।)

ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা দণ্ড মকুবের হুকুম এল না। সুতরাং বন্দীদের কিনেশ্‌মাতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হল। চারজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর প্রত্যেককে সাতজন পুলিশের পাহারায় একটি করে দেড় টন লরিতে করে পাঠানো হল।

বন্দীদের কিনেশ্‌মার এক মঠের গোপন উপাসনা গৃহে আটকে রাখা হল। (সাধু-সন্তদের ধ্যান ধারণার প্রভাবমুক্ত মঠের স্থাপত্য আমাদের অত্যন্ত কাজে লেগেছিল) আরও কিছু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীকে এদের সাথে যোগ করে সব বন্দীকে ওরা এইবার রেলপথে আইভানোভো নিয়ে চলল।

আইভানোভো রেলস্টেশনে মালগাড়ি দাঁড়ানোর জায়গায় গাড়ি পৌঁছন মাত্র সাবুরভ্‌, ভ্লাসভ্‌ ও অপর দলের একজনকে বাকি বন্দীদের থেকে আলাদা করে নেওয়া হল,—কারাগারে ভিড় না বাড়িয়ে ওদের তখনই গুলি করার জন্য। এই ভাবে স্মিরনভের সাথে ভ্লাসভের শেষ দেখা হল।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে অক্টোবরে তিনজনকে এক নম্বর কারাগারের উঠানে চার ঘণ্টা আটকিয়ে রাখা হল। পাহারাদাররা ইত্যবসরে চালানি বন্দীদের কখনো কারাগারের ভিতরে ঢোকাতে লাগল কখনো বাইরে আনতে থাকল; তল্লাসিও চলল। তবু এমন লক্ষণ দেখা গেল না যে তিনজনকে সেইদিনই হত্যা করা হবে না। ঐ চার ঘণ্টা ওঁরা মাটিতে বসে ভাবতে থাকলেন। এক সময় সাবুরভের মনে হল তাঁদের হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ হত্যার পরিবর্তে ওরা তাঁদের এক কুঠরীতে নিয়ে গেল। সাবুরভ্‌ চিৎকার করেননি বটে, তবে তিনি এত জোর পাশের বন্দীর হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন যে তিনি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন। পাহারাদাররা বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে সাবুরভ্‌কে অন্যত্র সরিয়ে দিল।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের কুঠরী এবং হাসপাতাল কুঠরী যে বারান্দায় ছিল ঐ কারাগারের চারটি মৃত্যুকুঠরীও সেই বারান্দায় অবস্থিত ছিল। মৃত্যুকুঠরীতে দু'টি করে দরজা থাকত: চোর-চাউনির গর্তসহ বিধিসম্মত কাঠের দরজা এবং লোহার গরাদ লাগানো দরজা। প্রতি দরজায় দু'টি করে তালা থাকত। প্রহরী এবং ঐ অংশের ভারপ্রাপ্ত কারা-নিরীক্ষক, এই দু'জনের কাছে প্রতি দরজার একটি মাত্র তালার চাবি থাকত, যাতে দু'জন একত্র না হয়ে কোন দরজা খোলা না যায়। ৪৩ নম্বর কুঠরী ছিল জিজ্ঞাসাবাদকারীর দপ্তরের গায়ে লাগা। যাতে নির্যাতিত বন্দীদের চিৎকার মৃত্যুর প্রতীক্ষারত দণ্ডিত বন্দীদের কানে পৌঁছত।

ভ্লাসভ্‌কে ৬১ নম্বর কুঠরীতে রাখা হয়েছিল। ষোল ফুট লম্বা এবং তিন ফুটের সামান্য বেশী চওড়া কুঠরীটি নির্জন কারাবাসের জন্য তৈরী হয়েছিল। দুটি লোহার

খাটিয়া মোটা বল্টু দিয়ে মেঝেতে আটকানো থাকত। দু'জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী দুইদিকে মাথা রেখে খাটিয়া দু'টিতে শুত। চোদ্দজন অন্য বন্দী মেঝেতে আড়াআড়ি ভাবে শুত।

যদিও একথা সুবিদিত যে মৃতদেহরও পৃথিবীর তিন ফুট জমি দখল করার অধিকার আছে (এই পরিমাণ জমিও চেকভ্ অত্যন্ত কম মনে করতেন), মৃত্যুপ্রতীক্ষ বন্দীদের বরাদ্দ ছিল ঐ মাপেরও এক তৃতীয়াংশ !

ভ্লাসভ্ জানতে চেয়েছিলেন দণ্ডিত বন্দীদের তখনই হত্যা করা হবে কিনা। "নিজেই দেখতে পাবেন। আমরা ত' বহু বছর এখানে আছি, আজও বেঁচেই আছি।"

প্রতীক্ষা সুরু হল, সুপরিচিত প্রতীক্ষা: রাতে বন্দীদের ঘুম হত না; ব্যাপক হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষা করতেন; বারান্দায় খস খস শব্দ হলেই তাঁরা উৎকর্ণ হতেন। অবিশ্রান্ত প্রতীক্ষায় প্রতিরোধের ইচ্ছা ক্ষীণ হয়ে যেত। যে রাতে কোন বন্দী দণ্ড মকুবের আদেশ পেত তার পরের দিনটি হত সবচেয়ে দুঃসহ। মকুব পাওয়া বন্দী আনন্দের অভিব্যক্তি করতে করতে চলে যেত, আর কুঠরীতে ভীতি ঘনীভূত হত। কারণ আবেদন প্রত্যাখ্যান আর মকুবের আদেশ দুই-ই হয়ত সেদিন একসাথে সুউচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ থেকে গড়িয়ে পড়েছে। ওরা নিশ্চয় রাতে কারুর জন্য আসবে।

কোন কোন রাতে হয়ত প্রহরী কড়া নাড়ত, আর বন্দীর বুক ধক্‌ধক্ করে উঠত: আমাকে নিতে এসেছে? আমাকে না! কাঠের দরজা খুলে গিয়ে কোন গুরুত্বহীন ঘোষণা হত: "জানালার উপর থেকে তোমাদের জিনিষপত্র সরিয়ে রাখো।" ঐ একবার দরজা খোলার ফলে উনিশজন বন্দীর এক বছর করে আয়ু কমে যেত; মনে হত শুধু পঞ্চাশ বার দরজা খুললে গুলি অপব্যয় নিষ্প্রয়োজন। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি না হওয়ার জন্য প্রত্যেক বন্দী পাহারাদারের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে বলত: "আমরা এক্ষুণি সব সরিয়ে ফেলছি, নাগরিক প্রধান প্রহরী মহাশয়!"

প্রাতঃকালীন শৌচাদির পর ত্রাসমুক্ত হয়ে ওরা ঘুমাতে শুরু করত। ঠিক তখন কারাকর্মী খিচুড়ির পাত্র নিয়ে হাজির হয়ে বলত: "সুপ্রভাত!" কারা-নিয়মানুসারে একমাত্র ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উপস্থিতিতে ভিতরকার লোহার দরজা খোলা যেত। কিন্তু সবাই জানেন, নিয়মকানুনের চেয়ে মানুষ অলস এবং ভাল হয়। তাই ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছাড়াই কারাকর্মী সকালে এসে মানুষের মত অভিবাদন করত,—না, সে অভিবাদনের মূল্য আরও বেশী,—"সুপ্রভাত!"

পৃথিবীর আর কার কাছে সে প্রভাত বন্দীর মত শুভ হতে পারে? অভিবাদনের উত্তাপ এবং বাসন ধোয়া জলের মত খিচুড়ির উষ্ণতায় (ওরা কেবল ভোরে খেতে পেত) সঞ্চয় নিয়ে বন্দীরা দুপুর পর্য্যন্ত ঘুমাত। দুপুরে ঘুম ভাঙার পর অনেকে খেতে

পারত না। কেউ হয়ত খাবার-দাবারের পার্সেল পেয়েছে, কারণ আত্মীয়রা হয়ত জানে না তার প্রাণদণ্ড হয়েছে। কুঠরীতে পৌঁছনর পর পার্সেলগুলি বন্দীদের এজমালি সম্পত্তি হয়ে গিয়েও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পচতে থাকত।

দুপুরে কুঠরীতে তবু কিছু প্রাণ-চঞ্চলতা দেখা যেত। হয়ত কারাগারের ঐ অংশের নিরীক্ষক,—হয় গোমরা-মুখো তারাকানভ্ নয় বন্ধুভাবাপন্ন মাকারভ্,—এসে দরখাস্ত লেখার জন্য কাগজ দিত, কোন বন্দী পয়সা দিয়ে সিগারেট কিনতে চায় কিনা জানতে চাইত। ওদের প্রশ্নগুলি হয় অতি অভব্য নয় অতিরিক্ত মানবতাপূর্ণ হত,—ওরা ভাণ করত যেন বন্দীদের আদৌ প্রাণদণ্ড হয়নি, তাই না?

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা দেশলাই বাক্সের নিচের অংশ ভেঙে তাই দিয়ে ডমিনো খেলে সময় কাটাত। কাউকে ক্রেতা সমবায় সমিতির কথা শুনিয়ে ভ্লাসভ্ নিজের মন হাল্কা করতেন। তাঁর কাহিনীতে সব সময় হাসির খোরাক থাকত।[১০] '১৭ সালের বসন্ত থেকে বলশেভিক দলের সভ্য, সুদোগ্দা আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি কার্য্য নির্ব্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ ইয়াকভ্ পেত্রোভিচ্ কোল্পাকভ্-এর (ইনি রণাঙ্গনে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন) হাঁটুর উপর কনুই রেখে, দুই হাতে মাথা চেপে ধরে, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, বসার ভঙ্গী কখনই পরিবর্ত্তন না করে বেশ কয়েক সপ্তাহ বসে থাকতে হয়েছিল। (তখন নিশ্চয় '১৭ সালের বসন্তের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেয়েছেন।) তিনি ভ্লাসভের বকর-বকরে বিরক্ত বোধ করতেন: "কি করে এত বকবক করো?" প্রত্যুত্তরে ভ্লাসভ্ বলতেন; "আর তুমি কি করছ? স্বর্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছ?" খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিতে গিয়ে ভ্লাসভ 'ও'র উপর জোর দিতেন। "আমি নিজের জন্য একটি মাত্র কথা বলব বলে স্থির করেছি। আমি জল্লাদকে বলব: 'অভিযোক্তা নয়, তুমি একা আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। চিরকাল তোমার এ অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে! তোমাদের মত ইচ্ছুক জল্লাদ না থাকলে প্রাণদণ্ডও থাকবে না!' ছুঁচোটা তারপরে আমাকে খুন করুক!"

কোল্পাকভ্‌কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ভ্লাদিমির প্রদেশের আলেকজান্দ্রভ্ অঞ্চলের প্রাক্তন কৃষিবিভাগীয় অধিকর্তা কনস্ট্যানটিন সের্গেভিচ্ আর্কাডিয়েভ্‌কেও গুলি করে হত্যা করা হল। এঁর বিদায় গ্রহণ হয়েছিল বিশেষ বেদনাদায়ক। রাতে দু'জন ব্যস্তসমস্ত প্রহরী তাড়াহুড়া করে তাঁকে নিয়ে যেতে এল। অথচ তিনি সভ্য ভদ্রলোকের মত এধার ওধার নড়াচড়া করে, টুপিটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে পৃথিবীতে শেষ আপনার জনদের থেকে বিদায়ের মুহূর্তটি বিলম্বিত করার চেষ্টা করলেন। অবশেষে যখন বললেন, "বিদায়," তাঁর কণ্ঠ প্রায় শোনা গেল না।

প্রথম হন্তব্য বন্দী নির্দ্দেশিত হওয়ার পর বাকি বন্দীরা স্বস্তি পায় (যাক, আমার পালা নয়!), অথচ তাকে নিয়ে যাওয়ার পর বাকি বন্দীদের ঐ বন্দীর চেয়ে সহজ

মানসিক অবস্থা হয় না। পরদিন ওরা সারাদিন কথাবার্তা বলতে বা খেতে চায় না।

কিন্তু গেরাস্কা নামে যে যুবকটি গ্রাম সোভিয়েত ভবন ভেঙেছিল সে ঠিকমত খেত এবং প্রচুর ঘুমাত; মার্কামারা চাষার মত কারাগারেও সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কোন কারণে বিশ্বাস করতে পারত না যে ওকেও গুলি করে মারা হবে। ওরা মারেওনি। প্রাণদণ্ড মকুব করে দশ বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল।

বেশ কয়েকজনের চুল দাড়ি তিন চারদিনের মধ্যে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

প্রাণনাশের প্রতীক্ষা করতে করতে বন্দীদের চুল দাড়ি বাড়তে থাকে। কুঠরীর সব বন্দীর চুল ছাঁটা এবং স্নানের হুকুম হয়। বন্দীর দণ্ড-নির্বিশেষে কারাজীবন অব্যাহত চলতে থাকে।

কেউ কেউ বোধগম্য কথা বলার বা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারাও অদৃষ্টের প্রতীক্ষা করে। কেউ মৃত্যুকুঠরীতে উন্মাদ হয়ে গেলে তাকে উন্মাদ অবস্থাতেই হত্যা করা হত।

বহু প্রাণদণ্ড মকুবও হয়েছিল। তখনই '৩৭-এর বসন্তে, বিপ্লবের পরে প্রথম পনেরো এবং বিশ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড প্রবর্তিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘাতকের গুলির স্থান গ্রহণ করে। প্রাণদণ্ড মকুব করে দশ বছর কারাদণ্ডও দেওয়া হত। এমন কি পাঁচ বছরও। বিস্ময়ের দেশে এই ধরনের বিস্ময়ও ঘটত: গতকাল যে ঘাতকের বলি হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল তাকে হয়ত আজ সকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দীর সাজা দেওয়া হল; অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দী হিসাবে সে পাহারাদার ছাড়াই শিবিরে ঘোরাফেরা করতে পেত।

কুবান অঞ্চলের কশাক সেনাদলের ক্যাপ্টেন, ষাট বছর বয়স্ক ভি. এন. খোমেঙ্কো ঐ কুঠরীতে বন্দী ছিলেন। যদি বলতে হয় মৃত্যুকুঠরীর প্রাণ আছে, তবে খোমেঙ্কো ছিলেন কুঠরীর প্রাণ। তিনি হাসাতেন, নিজে হাসতেন এবং এমন ভাব করতেন যেন কুঠরীর জীবন একটুও মন্দ নয়। বহু পূর্বে জাপানী যুদ্ধের পরে সামরিক চাকরির পক্ষে অযোগ্য বিবেচিত হয়ে তিনি অশ্ব প্রজনন শেখেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগে চাকরি করেন। তিনি তৃতীয় দশকে "লাল ফৌজের অশ্ব দলের পরিদর্শক" হিসাবে আইভানোভো প্রদেশের কৃষি বিভাগে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর কাজ ছিল যাতে সেনা দল সর্বোত্তম ঘোড়াগুলি পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। বিধ্বংসী ক্রিয়ার জন্য তাঁকে গ্রেফতার এবং গুলি করে হত্যার আদেশ হল: তিন বছর বয়স হওয়ার আগে ঘোড়াগুলিকে পুরুষত্বহীন করার সুপারিশ করে তিনি "লাল ফৌজের যুদ্ধ ক্ষমতা ধ্বংস করার" চেষ্টা করেছেন। পঞ্চান্ন দিন পরে কারাগারের ঐ অংশের নিরীক্ষক এসে তাঁকে বলল, তিনি এমন এক ঊর্দ্ধতন কর্তাকে আবেদন পাঠিয়েছিলেন যাঁর ঐ

২৮ ২৯

ব্যাপারে এক্তিয়ার নেই। তখনই কাগজটিকে দেওয়ালে ঠেসে ধরে নিরীক্ষকের পেনসিল দিয়ে সেই কর্তার নাম কেটে খোমেঙ্কো অন্ত আর এক কর্তার নাম বসিয়ে দিলেন, যেন আবেদনটি এক প্যাকেট সিগারেটের জন্ত অনুরোধ বৈ কিছু নয়। ঐ রকম এলোমেলো ভাবে ঘুরানো আবেদনটি আরও বাটদিন ঘুরতে থাকল। খোমেঙ্কো চার মাস মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইলেন। (মৃত্যুর প্রতীক্ষায় এক আধ বছর বসে থাকার কথা আর কি বলব, আমরা ত' মৃত্যুদূতের প্রতীক্ষা করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিই। আমাদের জগৎটাই কি একটা মৃত্যুকুঠরী নয়?) অবশেষে একদিন খোমেঙ্কোর পূর্ণ পুনর্ব্বাসনের আদেশ এল। (খোমেঙ্কোর প্রাণদণ্ড ধার্য্য করার পরে ভরোশিলভ্ আদেশ দিয়েছিলেন, তিন বছর বয়স হওয়ার আগেই ঘোড়াগুলিকে পুরুষত্বহীন করতে হবে) যে মুহূর্তে মৃত্যু তার পর মুহূর্তেই নৃত্য!

বহু প্রাণদণ্ড মকুব করা হচ্ছিল। তাতে বহু বন্দীর মকুব পাওয়ার আশা বেড়েছিল। কিন্তু অন্ত বন্দীর সঙ্গে নিজের মামলার তুলনা এবং বিচারকালে নিজের আচরণই দণ্ড ধার্য্য করার প্রধান কারণ স্মরণ করে ভ্লাসভ্ মনে করলেন তাঁর কপাল মন্দ হবে। ওরা অন্ততঃ কাউকে গুলি করে মারবেই! হয়ত অর্দ্ধেক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীকে মারবে। তিনি বিশ্বাস করলেন, তাঁকেও মারা হবে। তাঁর শুধু একটি কামনা ছিল, —সেই মুহূর্ত এলে যেন মাথা না নোয়াতে হয়। যে বেপরোয়া ভাব তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি শুধু তা ফিরেই পেলেন না, তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং তিনি শেষ পর্য্যন্ত বেপরোয়া এবং নির্ভীক থাকার সিদ্ধান্ত করলেন।

একটি সুযোগও হাতে পেয়ে গেলেন। কোন কারণে,—খুব সম্ভব চাঞ্চল্য উপভোগ করার উদ্দেশ্তে,—আইভানোভো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দপ্তরের অনুসন্ধান বিভাগের অধ্যক্ষ চিংগুলি কারা পরিদর্শন করতে করতে কুঠরীর দরজা খুলে দিতে হুকুম করলেন এবং নিজে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন: "এখানে কেডি মামলায় জড়িত কে আছে?"

চিংগুলির পরনে খাটো হাতা রেশমী শার্ট। ঐ শার্টগুলি তখন সবে রাশিয়ায় বেরিয়েছে। ঐ জামা পরে ওঁকে মেয়েলি লাগছিল। তাঁর দেহ অথবা শার্টের মিষ্টি গন্ধে কুঠরী ভরে গেল।

তড়াক করে খাটিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে ভ্লাসভ্ তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন: "এ কোন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী অফিসার? দূর হয়ে যাও, খুনে কোথাকার!" এবং ঐ সুউচ্চ অবস্থান থেকে চিংগুলির মুখ লক্ষ্য করে এক দলা থুথু ছুঁড়ে দিলেন।

ঠিক লক্ষ্যে লাগল। চিংগুলি মুখ মুছে পশ্চাদপসরণ করলেন। ছ'জন পাহারাদার ছাড়া, হয়ত পাহারাদার নিয়েও, তাঁর কুঠরীতে ঢোকার অধিকার ছিল না।

কোন বিবেকসম্পন্ন খরগোসের ঐ আচরণ করা অনুচিত। ঠিক তখনই যদি

চিংগুলির উপর ঐ মামলার ভার থাকে, দণ্ড মঞ্জুর করা বা না করা যদি তাঁর উপর নির্ভরশীল হয় ? তিনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন তা করার অবশ্যই কোন কারণ ছিল। হয়ত সেজন্যই এসেছিলেন।

কিন্তু বিবেকসম্পন্ন খরগোস হয়ে থাকার একটা সীমা থাকে, যে সীমা লঙ্ঘিত হলে খরগোস আর বিবেকসম্পন্ন থাকতে চায় না, বিরক্ত বোধ করে। তার পর সে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে সব খরগোসের মত তার অদৃষ্টেও মাংস এবং চামড়ায় রূপান্তরিত হওয়া রয়েছে, এবং সে বড় জোর মৃত্যুর মুহূর্ত কিছুক্ষণ বিলম্বিত করতে সক্ষম, জীবন ফিরে পেতে নয়। তখনই সে চিৎকার করে বলতে চায়: "উচ্ছন্নে যা তুই, আর গুলি কর!"

একচল্লিশ দিন ঘাতকের প্রতীক্ষা করার সময় ভ্লাসভের মনে এই বিশেষ ক্রোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আইভানোভো কারাগারে তাঁকে দু' দু'বার মার্জনা ভিক্ষার আবেদন করতে বলা হয়েছিল। তিনি সে যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বিয়াল্লিশতম দিনে একটি বাক্সে ডেকে নিয়ে জানানো হল, সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পরিষদ তাঁর বিষয়ে চরম ব্যবস্থা মঞ্জুর করে বিশ বছর শিবিরে সংশোধনমূলক শ্রমদণ্ড তৎসহ দণ্ডমুক্তির জন্য অতিরিক্ত পাঁচ বছর সাজা ধার্য্য করেছেন।

পাণ্ডুর ভ্লাসভ্ বিশুষ্ক হাসলেন, কিন্তু তখনো কথা শোনাতে ছাড়লেন না:

"আমি বিস্মিত হলাম। এদেশে সমাজবাদের জয়ে অবিশ্বাসের দরুন আমার প্রাণদণ্ড হয়েছিল। আমি জানতে চাই, স্বয়ং কালিনিন কি বিশ্বাস করেন যে আজ থেকে বিশ বছর পরেও এদেশে দণ্ডশিবির প্রয়োজন হবে?"

বিশ বছর পরেও দণ্ডশিবির তখন ছিল অচিন্তনীয়।

আজ ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে বিশ নয় ত্রিশ বছর পরেও দণ্ডশিবির অপ্রয়োজনীয় হয়নি।

দ্বাদশ অধ্যায়

তুর্জাক

রুশ ভাষায় 'অস্ত্রোগ্' অর্থাৎ কারাগার শব্দটি চমৎকার। কী জোরালো এবং সুসন্নিবিষ্ট শব্দটি। এতে চওড়া, দুর্ভেদ্য দেওয়ালের আভাস পাওয়া যায়, যাদের বেড়াজাল থেকে কারুর পালানোর উপায় নেই। মাত্র ক'টি অক্ষরে ঐ অভিব্যক্তি। আর যে শব্দগুলি প্রায় এই শব্দটির মত শুনতে তাদের অর্থও কী চমৎকার: যেমন 'স্ত্রগোস্ত্'—কঠোরতা; 'অস্ত্রোগা'—বর্শা; 'অস্ত্রোতা'—তীক্ষ্ণতা (শজারুর কাঁটার মত, আপনার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মুখের উপর তুষার ঝড়ের মত, শিবিরের প্রান্তে বসানো ছুঁচাল লোহার শিকের মত, এবং কাঁটাতারের মত); 'অস্তোরজ্‌নস্ত্'—সতর্কতা (বন্দীর সতর্কতা)—এই শব্দটি ত' অস্ত্রোগ্-এর খুব কাছাকাছি; সব শেষে 'রগ্'—শিং। হ্যাঁ, শিং সদর্পে বাইরে বেরিয়ে থাকে, তার লক্ষ্য সোজা আমাদের দিকে।

গত নব্বুই বছরের রুশ কারাপ্রথা ও আচরণ, সম্পূর্ণ কারাব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করে একটি নয়, দু' দুটি শিং দেখতে পাওয়া যায়। "নারদনায়া ভোলিয়া" দলের (জনগণের ইচ্ছা) বিপ্লবীরা সুরু করেছিলেন একটি শিং-এর শেষ প্রান্ত থেকে, ঠিক যেখান দিয়ে শত্রুটি গুঁতোয় এবং যার আঘাতে বুকের পাঁজরে অসহ্য বেদনা হয়। যতদিন না শিংটি এক গোলাকার কাঠের খুঁটির ভগ্নাবশেষে পরিণত হল, কোনমতেই আর শিং রইল না, ততদিন তাঁরা শিংটিকে ক্রমাগত রগড়াতে ছাড়লেন না। শেষে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শিংটি এক হাঁ করা রোমময় স্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু '১৭ সালের পর প্রথম একটি হাতলের মত বস্তুর উদ্গম বোঝা গেল; "আপনার এই অধিকার নেই"—ধ্বনিসহ তার বিভিন্নমুখী বিস্তার সুরু হল; তার শীর্ষমুখী অভ্যুত্থান চলল,—ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ ও কঠোর এবং রোমাচ্ছাদিত শীর্ষ,—যতদিন না '৩৮ সাল নাগাদ সে কাঁধের হাড় এবং গলার মাঝামাঝি জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত করে মানুষকে ধরাশায়ী করতে পারল: তুর্জাক![১] আর প্রতি বছর রাতে একবার দূর থেকে প্রহরীর ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসত: "ট ন ন্ ন্ ন্!"[২]

উপরোক্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির উপর যদি সেন্ট পিটার্সবুর্গের নিকটস্থ শ্লসেলবুর্গ কেল্লার এক বন্দীর অভিজ্ঞতার আলোকপাত করা যায় তা হলে দেখা যাবে গোড়াতেই অবস্থা ছিল বেশ খারাপ।[৩] বন্দীদের একটি করে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে ডাকা

হত, নাম বা পদবী ধরে নয়। পাহারাদাররা এমন ভাব করত যেন তারা মূবিরাকায় শিক্ষিত হয়েছে। যদি কোন বন্দী তোতলাতে তোতলাতে বলে ফেলত: "আ-ম-রা ...," জবাব মিলত: "শুধু তোমার নিজের জন্ম বলো!" কারাগারে কবরখানার নীরবতা বিরাজ করত। ঘষা কাঁচের জানালা আর পিচ ঢালা মেঝেওলা কুঠরীগুলি হত চির অন্ধকার। কব্জা দিয়ে জানালার আটকান বাতাস চলাচলের শার্সিটি দিনে মাত্র চল্লিশ মিনিটের জন্ম খোলা হত। খাবারের মধ্যে মিলত গোটা গোটা যই আর মাংসবিহীন বাঁধা কপির ঝোল। গ্রন্থাগার থেকে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ পড়তে দেওয়া হত না। একটানা দু'বছর অন্য কোন মানুষ দেখতে পাওয়া যেত না। তিন বছর কাটাবার পর সংখ্যাযুক্ত কাগজ সরবরাহ করা হত।[৪] ক্রমে ধার কমতে কমতে শিং গোল হতে স্থুরু করার সাথে সাথে শিথিলতা দেখা দেয়; সাদা পাঁউরুটি দেখা দিল; বন্দীদের চা আর চিনি দেওয়া হত; বন্দীরা নিজের কাছে টাকাকড়ি রাখতে পারত এবং তা দিয়ে বরাদ্দ র‍্যাশন ছাড়া অন্যান্য জিনিষপত্র কেনা যেত; ধূমপান নিষিদ্ধ রইল না; জানালায় স্বচ্ছ কাঁচ লাগানো হল; বাতাস চলাচলের শার্সি সব সময় খুলে রাখা চলত; দেওয়ালে হাল্কা রঙের চূণকাম করা হল; এর আগে কখনো সেন্ট পিটার্সবুর্গ গ্রন্থাগারের সভ্য হয়ে বই আনানো যেত না; বাগানের সীমানায় যে লোহার গরাদ থাকত তার মধ্যে দিয়ে বন্দীরা কথা বলতে পারত; এমন কি বন্দীরা অপর বন্দীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে পারত। ততদিনে বন্দীরা কারা প্রশাসনকে বলতে স্থুরু করেছিল: "আমাদের কাজ করার জন্ম আরো, আরো জমি দেওয়া হোক!" কারা কর্তৃপক্ষ তাই ছুটি অতিকায় উঠানে ন্যূনপক্ষে ৪৫০ রকম ফুল এবং শাক-সব্জির চাষ করালেন। এর সঙ্গে এল বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ, একটি কামারশাল এবং একটি ছুতারের কারখানা। বন্দীরা তাতে রোজগার করতে এবং বই কিনতে, এমন কি রুশ রাজনৈতিক বই[৫] এবং বিদেশী সাময়িক পত্রিকা কিনতে পারত। ওরা পরিবারের কাছে চিঠি লিখতে এবং পরিবার থেকে চিঠি পেতে পারত। ইচ্ছা করলে সারাদিন পায়ে হেঁটে বেড়াতেও পারত।

শ্রীমতী ফিগ্‌নার-এর মনে পড়ে, ক্রমে এমন অবস্থা হল যে "জেল সুপারিনটেনডেন্ট বন্দীদের ধমকানোর বদলে আমরাই তাঁকে ধমকাতাম।" তাঁর এক প্রতিবাদ ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করার জন্ম ১৯০২ সালে ফিগ্‌নার সুপারিনটেনডেন্টের ইউনিফরমের কাঁধপটি ছিঁড়ে দেন এবং তার ফলস্বরূপ এক সামরিক তদন্তকারী এসে মূর্খ সুপারিনটেনডেন্টের কাজের জন্ম ফিগ্‌নারের কাছে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন!

শিংটা কি করে ভোঁতা এবং খাটো হয়ে গেল? ফিগ্‌নারের মতে, কয়েকজন সুপারিনটেনডেন্টের মানবিক আচরণ এবং "প্রহরীরা বন্দীদের বন্ধু হয়ে যাওয়ার জন্ম"

তা সম্ভব হয়েছিল। এর অবশ্যই একটি মূল্যবান কারণ হল বন্দীদের দৃঢ়চিত্ততা, মর্য্যাদাবোধ এবং চতুরতা। তবু, আমার মতে সর্ব্বোপরি ছিল তৎকালীন মনোভাব: বাতাসের তাজা এবং আর্দ্রভাব কালো মেঘ অপসারণ করেছিল; যে মুক্তির হাওয়া সমাজকে পরিচ্ছন্ন করতে সুরু করেছিল তাই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করত। এই কারণগুলি না থাকলে প্রতি সোমবার সংক্ষিপ্ত পাঠ থেকে প্রহরীদের নির্দ্দেশ দিয়ে কঠোরতা বৃদ্ধি করা এবং চালিয়ে যাওয়া যেত আর অফিসারের কাঁধপটি ছিঁড়বার অপরাধে "প্রভাবিত শ্রমের" পরিবর্ত্তে ভেরা নিকোলায়েভ্না ফিগ্নার কোন গোপন কক্ষে মাথার খুলির পিছনে নয় গ্রামের বরাদ্দ পেতেন।

জার আমলের কারা ব্যবস্থা অবশ্যই আপনা আপনি দুর্ব্বল এবং পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়নি, বরং বিপ্লবীদের সাথে সারা সমাজ সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে তাকে নাড়া দিত এবং বিদ্রূপ করত! ফেব্রুয়ারী মাসে রাস্তাঘাটে হাতাহাতিতে নয়, তার বহু আগে অবস্থাপন্ন ঘরের যুবকরা যখন কারাদণ্ড ভোগ করা সম্মানার্হ মনে করতে থাকে এবং যখন সেনাবাহিনীর অফিসাররা (এমন কি রক্ষী সেনাদলের অফিসাররাও) পুলিশের করমর্দ্দন করা অসম্মানজনক মনে করতে থাকে তখনই জারতন্ত্র টিকবার আশা নির্ব্বাপিত হয়। কারা ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা যত বাড়ত রাজনৈতিক বন্দীদের নৈতিক জয় ততই প্রকট হত; বিপ্লবী দলগুলি ততই স্পষ্টভাবে নিজ শক্তি বুঝতে পারত এবং নিজ নিজ বিধানকে রাষ্ট্রের আইনের চেয়ে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করত।

'১৮ সালকে কাঁধে নিয়ে '১৭ সালের রাশিয়া এইভাবে আবির্ভূত হল। আমাদের সরাসরি '১৮ সালের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণ, বর্ত্তমান অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুতে '১৭ সালের প্রসঙ্গ আলোচনার অবকাশ নেই। '১৭'র ফেব্রুয়ারীতে সব রাজনৈতিক কারাগার,—জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবং দণ্ড কার্য্যকর করার জন্য ব্যবহৃত, উভয় প্রকার কারগার,—এবং কঠিন-শ্রম কারাগারগুলি শূন্য করে দেওয়া হয়েছিল। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, কারাকর্ম্মীরা ঐ বছরের বাকি সময় কি করে চালাল? সংসার চালানোর জন্য হয়ত নিজেদের তরকারির বাগানে স্রেফ আলু ফলিয়েছিল। (কিন্তু '১৮ সালের পর তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। শ্পালেরনায়া কারাগারে '২৮ সালেও জার আমলের কারাকর্ম্মীরা নতুন শাসকদের সেবা করত। কেন করবে না!)

'১৭ সালের ডিসেম্বরের আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে কারাগার পুরোপুরি বাদ দিয়ে চলা অসম্ভব এবং কিছু লোককে কারাগারের ভিতর ছাড়া আর কোথাও রাখা অসম্ভব (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন), কারণ নতুন সমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না। অতএব নতুন শাসকরা নবোদ্গত দ্বিতীয় শিং-এর সন্ধানে দুটি শিং-এর মাঝে ফাঁকা জায়গা হাতড়াতে লাগলেন।

এঁরা অবশ্য গদিতে বসার সাথে সাথে ঘোষণা করেছিলেন, জার আমলের

কারাগারের ত্রাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে না; কারাগারে বাধ্যতামূলক নীরবতা, নির্জন কয়েদ, কুঠরীর বাইরে ভ্রমণের সময় বন্দীদের পৃথকীকরণ, এক ব্যক্তিবিশিষ্ট সারিতে কুচকাওয়াজের ভঙ্গীতে চলা, এমন কি তালাবদ্ধ কুঠরী* তুলে দেওয়া হবে। মাননীয় অতিথিগণ এগিয়ে যান, জোট বাঁধুন, যত খুসি কথাবার্তা বলুন আর বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নালিশ করুন। কারা প্রাচীরের বাইরে কারারক্ষীদের সংগ্রামী প্রস্তুতি এবং জার আমলের উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া কারাগারগুলির অধিকার গ্রহণকালীন অবস্থার প্রতি নতুন কারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। (রাষ্ট্রযন্ত্রের এই বিশেষ অংশটি ধ্বংস করে গোড়া থেকে পুনর্নির্মাণ করতে হয়নি) দেখা গেল ভাগ্যক্রমে সব প্রধান কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য কারাগার গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হয়নি। অবশ্য পুরানো বিবর্ণ পরিভাষাগুলি বর্জন করা সত্যিই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ওরা কারাগারের নাম পাল্টিয়ে করল **রাজনৈতিক পৃথকীকরণ কেন্দ্র**। পরিভাষা বদলের দ্বারা দেখানো হল প্রাক্তন বিপ্লবী দলগুলির সভ্যদের বলশেভিকরা রাজনৈতিক শত্রু মনে করে। কারাগারের শাস্তিমূলক ভূমিকায় জোর দেওয়া হল না। কেবল নতুন সমাজের অগ্রগতি থেকে এই পুরানো ধাঁচের বিপ্লবীদের পৃথক করে দেওয়া হল (তাও সাময়িকভাবে)। এইভাবে পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগারের খিলানগুলি (গৃহযুদ্ধের সুরু থেকে, সুজদালের কারাগারও) সমাজবাদী বিপ্লবী, সমাজবাদী গণতন্ত্রী এবং সন্ত্রাসবাদীদের গ্রহণ করতে আরম্ভ করল।

বন্দীর অধিকার সম্পর্কে চেতনা এবং সে অধিকার রক্ষার বহুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য সাথে নিয়ে উপরোক্ত বন্দীরা কারাগারে ফিরেছিলেন। তাঁরা আইনগত প্রাপ্য হিসাবে বিশেষ **রাজনৈতিক বরাদ্দ** (জার প্রবর্তিত এবং বিপ্লব দ্বারা সমর্থিত) গ্রহণ করেছিলেন, যার অন্তর্গত ছিল: দৈনিক আধ প্যাকেট সিগারেট; বাইরে থেকে ঘরে তৈরী দুধ, পনীর ইত্যাদি কেনার অধিকার; দিনের অধিকাংশ সময় কুঠরীর বাইরে নিয়ন্ত্রণবিহীন ভ্রমণ; কারাকর্মীদের দ্বারা 'আপনি' সম্বোধন এবং কারাকর্মীরা সম্বোধন করলে উঠে না দাঁড়ানোর স্বাধীনতা; স্বামী ও স্ত্রীকে একই কুঠরীতে আটক রাখা; সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, বই, লেখার উপকরণ এবং ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি এমন কি ক্ষুর এবং কাঁচি রাখার অধিকার; মাসে তিনবার চিঠি পাঠানোর এবং পাওয়ার অধিকার; মাসে একবার আত্মীয় স্বজনদের দেখা করতে আসার অধিকার; গরাদবিহীন জানালা (সে সময় 'আবরিত' জানালার ধারণা জন্মায়নি); এক থেকে অপর কুঠরীতে নিয়ন্ত্রণহীন যাতায়াত; কুঠরীর বাইরে ভ্রমণের জন্য সবুজ অথবা লাইলাক ছাওয়া উঠান; ভ্রমণের সাথী নির্বাচনের এবং এক থেকে অপর উঠানে ছোট ছোট ডাক পুলিন্দা ছোঁড়বার স্বাধীনতা; এবং সন্তান জন্মের দু'মাস আগে গর্ভবতী বন্দিনীকে মুক্তিদান।[9]

এই ছিল পোলিটরেজিম বা রাজনৈতিক বন্দীদের জন্ত কারা ব্যবস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় দশকের রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের কথা মনে ছিল: রাজনৈতিক বন্দীদের স্বায়ত্তশাসন যার জন্ত প্রত্যেক বন্দী নিজেকে সমগ্রের একটি অংশ, এক সমাজভুক্ত মানুষ মনে করতেন। স্বায়ত্তশাসন (কারা প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সব বন্দীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্ত মুক্ত নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্দ্ধারণ) বন্দীর উপর ব্যক্তিগত চাপ হ্রাস করত, সব বন্দী সমানভাবে সেই চাপ সহ্য করতেন; সব বন্দীর কণ্ঠ একত্রিত হওয়ার দরুন এতে প্রত্যেক প্রতিবাদ জোরদার হত।

বন্দীরা এই অধিকারগুলি রক্ষা করতে মনস্থ করলেন। আর কারা কর্তৃপক্ষ মনস্থ করল ঐগুলি হরণ করতে। যে নীরব সংগ্রাম আরম্ভ হল তাতে কামানের গোলা বর্ষিত হল না, কদাচ রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল, শার্সি ভাঙ্গার আওয়াজ ত' সামান্ত দূরে শোনাই গেল না। স্বাধীনতার চিহ্ন রক্ষার জন্ত, ব্যক্তিগত মতামত পোষণের অধিকার রক্ষার জন্ত প্রায় বিশ বছর ধরে যে মূক সংগ্রাম চলল, সে সংগ্রাম বর্ণনা করে কোন বৃহৎ, চিত্রসমৃদ্ধ গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হয়নি। তার উত্থান ও পতন, জয় ও পরাজয়ের তালিকা প্রায় হারিয়ে গিয়েছে; কারণ, আর যা হোক গুলাগের লিখিত ভাষা নেই এবং মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার মৌখিক ভাষার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে সংগ্রামের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কণামাত্র অস্পষ্ট ও পরোক্ষ চন্দ্রালোক দীপ্ত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁচেছে।

আমরা তখনকার থেকে অনেক উন্নাসিক হয়ে গেছি। আমরা ট্যাঙ্ক যুদ্ধের সাথে পরিচিত; আমরা আণবিক বিস্ফোরণের কথা জানি। কুঠরী তালাবদ্ধ থাকবে কি থাকবে না, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে বন্দীরা দেওয়ালে টোকা দিয়ে বাণী আদান-প্রদান করতে পারবে কি না, এক থেকে অপর জানালার উদ্দেশে চেঁচিয়ে কিছু বলতে বা উপরতলা থেকে নীচের তলায় সুতো বেঁধে বার্তা পাঠাতে পারবে কিনা, অন্ততঃ বিভিন্ন দলীয় ভগ্নাংশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বিনা বাধায় সব কুঠরীতে চলাফেরা করার অনুমতি পাবে কিনা,—এই প্রশ্নগুলি নিয়ে এ কোন ধরনের সংগ্রাম? এ কোন প্রকার সংগ্রাম যাতে নৈরাজ্যবাদী আন্না জি—ভা ('২৬ সালে) অথবা সমাজবাদী বিপ্লবী কাতিয়া ওলিৎস্কায়া ('৩১ সালে) লুবিয়াঙ্কার কারাধ্যক্ষ কুঠরীতে পদার্পণ করলে উঠে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন? তাই ত' ঐ বস্তু জন্ত ভেবেচিন্তে শ্রীমতী কাতিয়াকে শাস্তি দিয়েছিল: শৌচাগারে যাওয়ার অধিকার বঞ্চিত হবে! এ কোন প্রকার সংগ্রাম যাতে দুই যুবতী শুরা এবং ভেরা ('২৫ সালে) লুবিয়াঙ্কার নিয়মের প্রতিবাদে,—ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হয়েছিল একমাত্র ফিস ফিস করে কথা বলা যাবে,—নিজের কুঠরীতে উচ্চগ্রামে

গান গেয়েছিলেন (বসন্ত ঋতু এবং লাইলাক ফুলের গান) এবং সেইজন্য কারাধ্যক্ষ, এক লাতভীয় অভিজাত, তাঁদের চুল ধরে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে বারান্দা দিয়ে শৌচাগারে নিয়ে গিয়েছিলেন ? অথবা এ কোন সংগ্রাম যাতে স্টোলিপিন গাড়িতে করে লেনিনগ্রাদ থেকে আসার সময় ছাত্ররা ('২৪ সাল) বিপ্লবী গান গায় এবং প্রহরীরা সেই অপরাধের জন্য তাদের জলবঞ্চিত রেখে দেয় ? ছাত্ররা হুঙ্কার করে উঠেছিল : "জার আমলের প্রহরীরাও এ কাজ করত না !" প্রত্যুত্তরে প্রহরীরা প্রহার করেছিল। বা এ কিরকম সংগ্রাম যাতে কেম্ বন্দী চালান কারাগারে সমাজবাদী বিপ্লবী কজলোভ্ চিৎকার করে পাহারাদারদের বলেছিলেন "জল্লাদ", এবং সেইজন্য তাঁকে টেনে হিঁচড়ে প্রহার করা হয়েছিল ?

আর যা হোক আমরা একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বা মহাকাশে উড্ডয়নের শৌর্য্যকে,—যা ঝকঝকে পদক দ্বারা পুরস্কৃত হয়,—শৌর্য্য বলে মানতে শিখেছি। আমরা আর এক ধরণের **শৌর্য্যের** কথা বিস্মৃত হয়েছি, তা নাগরিক **শৌর্য্য**। আমাদের গোটা সমাজের শুধু ঐ জিনিষটি প্রয়োজন, শুধু ঐ জিনিষটি চাই, শুধু ঐটুকু! কারণ আমাদের ঠিক ঐ জিনিষটাই নেই !

ভিয়াৎকা কারাগারে '২৩ সালে সমাজবাদী বিপ্লবী ক্রুঝিন্স্কি এবং তাঁর সাথীরা (সব সুদ্ধ ক'জন ? তাঁরা কারা ? তাঁরা কিসের প্রতিবাদ করছিলেন ?) একটি কুঠরীর ভিতরে অবরোধ রচনা করে, তোষকে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এ ঘটনায় প্রাক-বিপ্লব শ্লুসেলবার্গের ঐতিহ্যের অনুকরণ ঘটেছিল। প্রাক-বিপ্লব যুগে অনুরূপ ঘটনায় কী সোরগোল হত, সারা রুশ সমাজ উদ্বুদ্ধ হত ! আর '২৩ সালের ঘটনা না জানল ভিয়াৎকা কারাগারের সবাই, না মস্কো, না ইতিহাস। অথচ মানুষের চামড়া ত' আগুনে সেই রকমই পুড়ল।

সোলভেৎস্কি দ্বীপপুঞ্জে (ডাক নাম—সলোভ্কি) বন্দী করার প্রাথমিক উদ্দেশ্যও তাই : চমৎকার জায়গা, বছরের মধ্যে একটানা ছ'মাস বহির্জ্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যত জোরেই চিৎকার করুন কেউ শুনতে পাবে না। যত খুসি পুড়ে মরুন কেউ জানতে পারবে না। ওনেগা উপদ্বীপের পেত্রোমিনস্কে বন্দী সমাজবাদীদের '২৩ সালে সোলভেৎস্কিতে পাঠিয়ে তিনটি পৃথক মঠে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল।

তীর্থযাত্রীদের প্রাক্তন অতিথিশালা, দুটি বাড়িতে বিভক্ত সোয়াতিয়েত্স্কি মঠের কথা ধরা যাক। হ্রদের কিছু অংশ কারাগারের চৌহদ্দির অন্তর্গত ছিল। প্রথম কয়েক মাস সব ঠিক ছিল ; বন্দীরা বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতেন ; কিছু বন্দীর আত্মীয় স্বজন ওখানে গিয়ে দেখা করতেও পেরেছিল ; তিনটি দলের তিনজন প্রতিনিধি কারা প্রশাসনের সাথে কথাবার্তা বলার পুরো দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মঠের উঠান ছিল মুক্ত এলাকা। বন্দীরা সেখানে অবাধে বাক্যালাপ, চিন্তা বা কাজ করতে পারতেন।

কিন্তু গুলাগ্ তৈরীর মুখে বারবার অশুভ শৌচাগারের গুজব (তখনো এ নামকরণ হয়নি) শোনা যেতে লাগল যে, বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার উঠিয়ে দেওয়া হবে।

আর বাস্তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শ্বেত সাগর যখন নৌচলাচলের অযোগ্য হল এবং তার ফলে দুনিয়ার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল, সোলভেৎস্কি শিবিরের অধ্যক্ষ আইথ্মান্[৮] ঘোষণা করলেন বিশেষ রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে প্রকৃতই নতুন নির্দেশাবলী পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য নির্দেশে সব অধিকার নিয়ে নেওয়ার কথা বলা নেই, না সত্যিই তা নেই! প্রথমতঃ চিঠিপত্রাদির সংখ্যা কমানো হবে, এবং তা ছাড়া আরো অন্য কিছু কমবে। যে নির্দেশে বন্দীরা সর্বাধিক পীড়া বোধ করেছিলেন তা হল, সেই দিন, ২০।১২।২৩ থেকে কারা ভবনগুলি থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যথেচ্ছ বেরোন বা সেগুলিতে ফেরা নিয়ন্ত্রিত করে দিনের আলো থাকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত করা হল।

দলীয় ভগ্নাংশগুলি প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সমাজবাদী বিপ্লবী এবং নৈরাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করলেন। নিষেধের প্রথম সন্ধ্যায় ঠিক ছ'টার সময় ওঁরা বেরোবেন। কিন্তু দেখা গেল স্বোয়াতিয়েভ্স্কি মঠ কারাগারের অধ্যক্ষ নোগ্তিয়েভ্-এর আঙুল গুলি করার জন্য এত সুড়সুড় করছিল যে নির্দ্ধারিত নিষিদ্ধ সময় সন্ধ্যা ছ'টার আগেই (হয়ত ওদের ঘড়িতে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। তখনকার দিনে রেডিও দ্বারা সময় ঠিক করার রেওয়াজ হয়নি) পাহারাদাররা রাইফেল হাতে প্রাঙ্গণে ঢুকে আইনসঙ্গতভাবে বাইরে বেরোন বন্দীদের উপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল। গুলিতে ছ'জন বন্দী নিহত এবং তিনজন গুরুতর আহত হলেন।

পরদিন আইথ্মান্ দেখা দিলেন: একটা দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে। নোগ্তিয়েভ্কে সরিয়ে দেওয়া হল (পদোন্নতি এবং বদলি হল)। মৃত বন্দীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল। নির্জন সোলভেৎস্কি বন্দীদের ঐকতান সঙ্গীতে পরিব্যাপ্ত হল:

"যে মহা সংগ্রামে বলি হলে তুমি বন্ধু......"

(সম্ভবতঃ ঐ শেষবার নতুন বলি হওয়া বন্দীদের স্মরণে এই দীর্ঘ সঙ্গীতটি গাইবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল) বারোয়ারি কবরের উপর একটি বিরাট পাথরের চাঙড় ঠেলে দিয়ে বন্দীরা নিহত বন্দীদের নাম সেই পাথরে এঁকে দিলেন।[৯]

সংবাদপত্র ঐ খবর গোপন করেছিল বলা চলবে না। প্রাভদা ছোট ছোট হরফে ছেপেছিল: বন্দীরা প্রহরীদের আক্রমণ করার ফলে ছ'জন মারা গিয়েছে। সৎ সংবাদপত্র রোভে কানে সলোভ্কিতে বিদ্রোহের বিবরণ দিয়েছিল।[১০]

বন্দীরা তবু বিশেষ অধিকার রক্ষায় সফল হয়েছিলেন। ঐ ঘটনার পরে একটা গোটা বছর কেউ অধিকার অদল বদলের কথা উচ্চারণ করেনি।

হ্যাঁ, গোটা '২৪ সাল ও-প্রসঙ্গ তোলেনি। কিন্তু '২৪-এর শেষ নাগাদ আবার জোর গুজব চাউর হল যে কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বরে নতুন ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবছে। অর্থাৎ ড্রাগন আবার ক্ষুধার্ত হয়েছে, তার নতুন বলি চাই। স্বোয়াতিয়েভ্স্কি, ভ্রোইৎস্কি এবং মুকসালম্স্কি,—এই তিন পৃথক দ্বীপে সমাজবাদীরা আটক থাকলেও কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র দ্বারা এই মতৈক্য ঘটাল যে ঐ তিনটি মঠে আটক সবকটি দলীয় ভগ্নাংশ একই দিনে এক সাথে মস্কোর কর্তৃপক্ষকে,—সলোভ্কি প্রশাসনকে নয়,—এই মর্মে চরমপত্র দেবে: হয় নৌ চলাচল বন্ধ হওয়ার আগে বন্দীদের সোলভেৎস্কি থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক নয় রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ অধিকার অপরিবর্তিত থাকুক। চরমপত্রের মেয়াদ দুই সপ্তাহ, যার পরে তিনটি কারাগারই অনশন ধর্মঘট করবে।

এই একতায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। এ এমন ঘটনা নয় যার কথা এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দেওয়া চলে। মেয়াদ ফুরানোর একদিন আগে আইখ্মান্ প্রত্যেক মঠে ঘুরে জানালেন, মস্কো চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্দ্ধারিত দিনে তিনটি মঠ কারাগারে (এরা তখন আর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারত না) অনশন ধর্মঘট (নির্জ্জলা নয়) সুরু হল। স্বোয়াতিয়েভ্স্কিতে প্রায় দু'শোজন ধর্মঘট করেছিলেন। যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা ধর্মঘট থেকে রেহাই পেলেন। বন্দীদের মধ্যে থেকে একজন ডাক্তার রোজ ধর্মঘটীদের পরীক্ষা করতেন। যেহেতু বলিষ্ঠতমর চেয়ে দুর্ব্বলতম ধর্মঘটী ধর্মঘটের ফলাফল নির্দ্ধারণ করে তাই একক অপেক্ষা যৌথ অনশন ধর্মঘট সফল করা কঠিনতর হয়। সবচেয়ে বড় কথা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এমনভাবে এ ধর্মঘট করতে হয় যাতে বাকি সবাই জানে যে প্রত্যেকে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে। একাধিক দলীয় ভগ্নাংশের কয়েক শত বন্দী জড়িত থাকার দরুন মতানৈক্য এবং অপরের দরুন নৈতিক বেদনাবোধ ছিল অবধারিত। পনেরো দিন পরে স্বোয়াতিয়েভ্স্কিতে গোপন ব্যালটের দ্বারা,—ব্যালট কাগজ ভর্ত্তি পাত্র কামরায় কামরায় নিয়ে যেতে হয়েছিল,—ধর্মঘট চালানো হবে কিনা স্থির করা প্রয়োজন হল।

মস্কো এবং আইখ্মান্ সেই প্রতীক্ষায় ছিল। ওরা ত' ভাল খাওয়া-দাওয়াই করছিল; রাজধানীর সংবাদপত্রে ধর্মঘটের সংবাদ উঁকিও মারেনি বা কাজান্-এর গীর্জ্জায় ছাত্র প্রতিবাদ সভাও হয়নি। ইতিমধ্যে নীরবতা নিশ্চিতভাবে আমাদের অদৃষ্টকে রূপ দিতে লেগেছিল।

মঠগুলি ধর্মঘট তুলে নিল। ওঁরা জেতেননি বটে, হারেনওনি। শীত পর্য্যন্ত বন্দীদের বিশেষ অধিকার অবিকৃত রইল। শুধু তার সাথে জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ কাটা যুক্ত হল,—কিন্তু এটা অযৌক্তিক নয়। '২৫ সালের বসন্তে ত' মনে হত ধর্মঘটীরাই জিতেছেন: সলোভ্কি'র সব কটি মঠ থেকে বন্দী স্থানান্তরিত করে একেবারে মূল

রুশভূমিতে ফিরিয়ে আনা হল! আর আর্কটিক অঞ্চলের রাত বা একটানা ছ'মাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থা ভোগ করতে হবে না!

কিন্তু সে যাত্রায় বন্দীদের র‍্যাশন ও প্রহরী, দুই-ই মিলেছিল অতি কঠোর। যাত্রা সুরুর অল্প পরে তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত চালাকি এবং বেইমানি করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কারা-কর্ম্মচারী এবং রসদবাহী গাড়িতে গেলে বন্দীদের নেতৃবৃন্দ আরামে যেতে পারবেন। নেতারা এইভাবে বন্দীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ভিয়াৎকায় কর্ম্মচারীবাহী গাড়িকে আলাদা করে নেতাদের তবোলস্ক্-এর পৃথকীকরণ কেন্দ্রে রাখা হল। তখনই পরিষ্কার হল যে গত বসন্তের অনশন ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হয়েছে। বাদবাকি বন্দীদের দম দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী প্রবক্তাদের সরিয়ে নেওয়া হল। ইয়াগোদা এবং কাতানিয়ান নিজে সোলভেৎস্কি দ্বীপের বন্দীদের বহুদিনের পুরানো, অথচ তখনো অব্যবহৃত, ভের্খ্‌নে-উরালস্ক্ পৃথকীকরণ কেন্দ্রের বাড়িগুলিতে বন্দী করার ব্যবস্থা তদারক করেছিলেন। এইভাবে '২৫ সালের বসন্তে (অধ্যক্ষ ডাপার-এর কর্তৃত্বাধীনে) বাড়িগুলির উদ্বোধন করা হয়েছিল। কেন্দ্রটি বেশ কয়েক যুগ ধরে বন্দীদের বিশেষ ভীতির কারণ হয়েছিল।

স্থানান্তরিত সলোভ্‌কির বন্দীরা তক্ষুণি ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা হারালেন। কুঠরীগুলির তালা বন্ধ হল। ওঁরা তবু প্রবক্তা নির্ব্বাচন করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কুঠরীতে কুঠরীতে যাওয়ার অধিকার ছিল না। আগে যে কুঠরীতে কুঠরীতে টাকাকড়ি, ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং বইয়ের অবাধ সঞ্চালন ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। বন্দীরা এক জানালা থেকে আরেক জানালার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বাক্যালাপ করলে প্রহরী প্রহরা-মিনার থেকে জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ত। প্রত্যুত্তরে বন্দীরা প্রতিবাদ সংগঠন করলেন,—জানালার কাঁচ ভাঙলেন এবং কারা-প্রশাসনের জিনিষপত্র নষ্ট করলেন। (জানালার কাঁচ ভাঙার আগে দু'বার চিন্তা করতে হত। ওরা হয়ত সারা শীতকাল নতুন কাঁচ লাগাবে না। তাতে খুব আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ কেবল জারের আমলেই কাঁচ লাগানোর লোক দৌড়ে আসত) ঘোর অসুবিধা সত্ত্বেও বন্দীরা মরীয়া; সংগ্রাম চলল।

পাইওতর্ পেত্রোভিচ্ রুবিন বলেন '২৮ সালে কোন এক ঘটনায় সমগ্র ভের্খ্‌নে-উরালস্ক্ পৃথকীকরণ কেন্দ্রে মিলিত অনশন ধর্ম্মঘট সুরু হল। এই দ্বিতীয় অনশন ধর্ম্মঘটে প্রথম বারের কঠোর ও গম্ভীর আবহাওয়া বা বন্ধু-বান্ধব এবং নিজেদের ডাক্তারের সমর্থন ছিল না। ধর্ম্মঘটের একদিন ধর্ম্মঘটীদের থেকে বেশী সংখ্যক প্রহরীর দল হঠাৎ কুঠরীগুলিতে ঢুকে পড়ে লাঠি এবং বুটের লাথি মারতে মারতে দুর্ব্বল বন্দীদের মৃতপ্রায় করে দিল। ধর্ম্মঘট থেমে গেল।

☐

অতীত অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্য থেকে অনশন ধর্মঘটের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের এক বালসুলভ বিশ্বাস জন্মেছে। আসলে এটি নৈতিক অস্ত্র। এ অস্ত্র প্রয়োগের আগে ধরে নিতে হয় কারা-কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিবেকশূন্য হয়নি অথবা তারা জনমতকে সমীহ করে। একমাত্র সেই ক্ষেত্রে অস্ত্রটি কার্য্যকর হতে পারে।

জার আমলের কারাধ্যক্ষরা ছিলেন আরও অনভিজ্ঞ। কোন বন্দী অনশন ধর্মঘট করলে তাঁরা ঘাবড়িয়ে যেতেন; তাঁরা সোরগোল তুলতেন; তার প্রতি নজর রাখতেন এবং তাকে হাসপাতালে দিতেন। এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, কিন্তু এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তা নয়। এ কথা চিন্তা করে হাসি পায় যে বারোদিন অনশন ধর্মঘট করাই ভ্যালেনটিনভের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি; তার ফলে তিনি কারাগারের বিধি-নিষেধে কিছু রেহাই ত' পেলেনই, জিজ্ঞাসাবাদ থেকেও সম্পূর্ণ রেহাই পেয়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে লেনিনের কাছে চলে গেলেন। এমন কি ওরেল-এর কেন্দ্রীয় কঠোর-শ্রম কারাগারেও ধর্মঘটীরা সব সময় জিততেন। '১২ সালে কারা-বিধি-নিষেধ শিথিল করানোর পর বন্দীরা '১৩ সালে তা এত বেশী শিথিল করিয়েছিলেন যে, কঠোর শ্রম-দণ্ডভোগী রাজনৈতিক বন্দীরা ভ্রমণের অধিকার পেয়েছিলেন। মনে হয় এঁদের উপর নিয়ন্ত্রণ এত শিথিল হয়ে গিয়েছিল যে, এঁরা "রুশ জনতার প্রতি আবেদন" রচনা করে তা স্বাধীন নাগরিকদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করতে পারতেন। (ভেবে দেখুন, তাঁরা ঐ কাজ করতেন কঠোর-শ্রম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে!) অধিকন্তু, সে আবেদন প্রকাশিতও হয়েছিল। (এই দেখে ত' বিস্ময়ে মানুষের চোখ ঠেলে বেরোনোর কথা! নিশ্চয় কোন উন্মাদের ক্রিয়াকলাপ!) ভেস্ত্‌নিক কাতোর্গি ই স্সিল্কি অর্থাৎ কঠোর শ্রম ও নির্বাসন পত্রিকার[১১] '১৪ সালের প্রথম সংখ্যায় আবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল। (ঐ পত্রিকা সম্পর্কে কিছু বলব? আমাদেরও ঐ রকম একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?) '১৪ সালে মাত্র পাঁচদিন অনশন (হ্যাঁ, নির্জলা) ধর্মঘটের পর ঝেরঝিনস্কি এবং তাঁর চার সাথী সবকটি দাবী (তাঁদের কারাবাস সংক্রান্ত) আদায় করেছিলেন।[১২]

সে যুগে ক্ষুধার কষ্ট ছাড়া ধর্মঘটীদের আর কোন বিপদ বা অসুবিধা ভোগ করতে হত না। অনশন ধর্মঘট করার জন্য ওরা বন্দীকে মারধর করতে বা দ্বিতীয় কয়েদের মেয়াদ দিতে বা মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারত না; ধর্মঘটী বন্দীকে গুলি করা বা তাকে বন্দী-চালানে পাঠানোও চলত না। সে সবই আরও পরে চালু হয়েছিল।

১৯০৫-এর বিপ্লব এবং তার পরবর্ত্তী বছরগুলিতে বন্দীরা নিজেদের কারাগারের মালিক মনে করতেন এবং সেইজন্য অনশন ধর্মঘট ঘোষণার ঝঞ্ঝাট পোয়াতেন না। তাঁরা স্রেফ কারা-সম্পত্তি নষ্ট করতেন (তথাকথিত "বাধা দান") অথবা বড় জোর

ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতেন, যদিও তাঁদের ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘট অর্থহীন মনে হত। এই প্রকারে ১৯০৬ সালে নিকোলায়েভ্‌ শহরের কারাগারের ১৯৭ জন বন্দী নাগরিকদের সাথে এক যোগে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেছিলেন। বন্দী ধর্ম্মঘটের সমর্থনে কারাগারের বাইরে ইস্তাহার প্রকাশিত হত এবং কারাগারের সামনে দৈনিক সভা হত। এই সভাগুলি (বলা বাহুল্য, "অনাবরিত" জানালা থেকে বন্দীরা সেই সভা দেখতেন) কারা-কর্ত্তৃপক্ষকে বন্দীদের দাবী মানতে বাধ্য করেছিল। এর পরে রাস্তায় কিছু নাগরিক এবং বন্দীরা একসাথে বিপ্লবী গান গাইতেন। আটদিন গান গাওয়া চলেছিল। (কেউ তাঁদের থামিয়ে দেয়নি! অথচ তখন বিপ্লবোত্তর দলন চলছিল) নবম দিনে বন্দীদের সব দাবী মিটল! অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ওডেসা, খেরসন এবং এলিজাভিয়েৎগ্রাদে। তখনকার দিনে কত সহজে জয়লাভ করা যেত।

অস্থায়ী সরকারের আমলে অনশন ধর্ম্মঘটের কার্য্যকারিতার তুলনামূলক আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ জুলাই মাস থেকে কর্নিলভ্‌ মামলা পর্য্যন্ত ধৃত বলশেভিক নেতৃবৃন্দের (কামেনেভ্‌, ট্রট্‌স্কি এবং অল্প দীর্ঘতর মেয়াদে রাস্কোলনিকভ্‌) অনশন ধর্ম্মঘটের কোন কারণ ছিল মনে হয় না।

অনশন ধর্ম্মঘটের উজ্জ্বল চিত্র দ্বিতীয় দশকে ঘোলাটে হতে সুরু করে (অবশ্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন এই মত তার উপর নির্ভরশীল)। সুপরিচিত অস্ত্র যার প্রয়োগের যৌক্তিকতা সগৌরবে প্রমাণিত হয়েছিল তা কেবল স্বীকৃত রাজনৈতিক দলই নয় প্রতিবিপ্লবী (৫৮ অনুচ্ছেদ-প্রতিবিপ্লবী) এবং অন্যান্য আজেবাজে মানুষও প্রয়োগ করত। যা হোক, যে তীর ছিল অত তীক্ষ্ণধার তা হয় ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল নয় মাঝ পথে কোন লৌহ হস্ত তার গতিরোধ করেছিল। সত্যি বটে, আগামী অনশন ধর্ম্মঘটের লিখিত ঘোষণা তখনো গৃহীত হত এবং সে ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ তখনো নাশকতামূলক গণ্য করত না। তবু অপ্রিয় নতুন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন সুরু হয়ে গিয়েছিল ; তখন অনশন ধর্ম্মঘটীকে এক বিশেষ নির্জ্জন কুঠরীতে পৃথক করে রাখতে হত (বুতুর্কিতে পুগাচেভ্‌ মিনারে)। ধর্ম্মঘটের খবর নাগরিকদের কাছে ত' গোপন রাখতে হতই কারণ তাঁরা হয়ত প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবেন ; নিকটবর্ত্তী কুঠরীর বন্দী এমন কি যে কুঠরীতে ধর্ম্মঘটী ধর্ম্মঘটের আগে বন্দী ছিলেন সেই কুঠরীর বন্দীদের থেকেও গোপন রাখা অত্যাবশ্যক গণ্য হল। যেহেতু তাঁরাও জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত, তাই অনশন ধর্ম্মঘটীকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার নামমাত্র ঔচিত্য হিসাবে কারা-প্রশাসন যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা হল, সৎভাবে ধর্ম্মঘট চলছে কিনা সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হতে চান,—অর্থাৎ যাতে কুঠরীর অন্য কোন বন্দী চালাকি করে ধর্ম্মঘটীকে খাদ্য না পাচার করতে পারে। (অতীতে কি করে তা পরীক্ষা করা হত? মর্য্যাদাপূর্ণ "আমার অন্তরের যীশুর দিব্যি"তে বিশ্বাস করা হত?)

তবু ঐ বছরগুলিতেও ঐ উপায়ে ব্যক্তিগত দাবী আদায় করা সম্ভব ছিল।

— তৃতীয় দশক থেকে অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে রাষ্ট্রের চিন্তাধারা নতুন মোড় নিয়েছিল। পৃথকীকৃত, তরলীকৃত এবং অর্দ্ধেক চাপা দেওয়া অনশন ধর্মঘট থেকে রাষ্ট্রের চাহিদা কী হতে পারে? এই কি আদর্শ চিত্র নয় যে বন্দীদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা থাকবে না, নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষমতাও থাকবে না, এবং কারা-প্রশাসন তার হয়ে সব চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত করে দেবে? যদি আপনি মেনে নেন ত' বলি, নতুন সমাজে কেবল এই প্রকার বন্দীর অস্তিত্ব থাকবে। বে-আইনী গণ্য হওয়ার দরুন তৃতীয় দশকের গোড়া থেকে অনশন ধর্মঘটের ঘোষণা গ্রহণ করা বন্ধ হল। '৩২ সালে ইয়েকাতেরিনা ওলিৎস্কায়াকে বলা হল "প্রতিরোধের উপায় হিসাবে ধর্মঘটের আর অস্তিত্ব নেই।" পরে আরো অনেক বন্দীকে ঐ কথা বলা হয়েছিল। সরকার তোমাদের অনশন ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়েছে, এই শেষ কথা। কিন্তু শ্রীমতী ওলিৎস্কায়া তা মানতে চাইলেন না. অনশন আরম্ভ করলেন। পনেরো দিন নির্জনে অনশন করতে দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রলোভিত করার জন্য তাঁর সামনে দুধ এবং শুকনো রুটি রাখল। তবু তিনি অনড় রইলেন এবং উনবিংশতিতম দিন জয়লাভ করলেন: কুঠরীর বাইরে থাকার সময় বর্দ্ধিত হল এবং রাজনৈতিক রেড-ক্রস থেকে সংবাদপত্র আর পার্সেল পাওয়ার অনুমতি লাভ করলেন। (আইন সঙ্গত, কষ্টলাঘবকারী পার্সেলগুলি পেতেও কত গোঙাতে আর কাতরাতে হত!) অবশ্য সামগ্রিক বিচারে ঐ জয়লাভ ছিল অকিঞ্চিৎকর এবং তার জন্য অতি চড়া দাম দিতে হয়েছিল। ওলিৎস্কায়ার মনে আছে, অন্যান্য বন্দীরাও ঐ ধরনের মূর্খ ধর্মঘট করেছিলেন। একজন বন্দী ত' পার্সেল পাওয়ার এবং কুঠরীর বাইরে ভ্রমণের সময়ের সঙ্গী পরিবর্ত্তনের দাবী আদায়ের জন্য কুড়ি দিন অনশন করেছিলেন। ঐ অনশন কি সার্থক হয়েছিল? আর যা হোক **নতুন ধরনের** কারাগারে একবার কারুর বল নষ্ট হলে তা পুনরুদ্ধার করা যেত না। ধর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত কলোস্কভ্ পঁচিশ দিন অনশন করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। কেউ কি **নতুন ধরনের কারাগারে** অনশন করার কথা চিন্তা করতে পারত? গোপনে এবং নিঃশব্দে কাজ করতে পটু **নতুন** কারাগারের অধ্যক্ষরা অনশন ধর্মঘটের মোকাবিলা করার অনেকগুলি শক্তিশালী হাতিয়ার সংগ্রহ করেছিলেন:

(১) কারা কর্তৃপক্ষের তরফে ধৈর্য্য। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তগুলিতে এর অর্থ যথেষ্ট প্রকট হয়।

(২) প্রতারণা। সার্ব্বিক গোপনীয়তা হেতু এই হাতিয়ারটিও প্রয়োগ করা চলত। প্রতিটি পদক্ষেপ সংবাদপত্রে লিখিত হলে প্রতারণা দ্বারা বিশেষ কিছু করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে কেন তা করা যাবে না? পরিবারকে তাঁর খোঁজ

জানানোর দাবী করে '৩৩ সালে এস. এ. চেবোতারিয়েভ্ খাবারভস্ক্ কারাগারে সতেরো দিন অনশন করেছিলেন। (মাঞ্চুরিয়ার চীনা পূর্ব রেলপথ থেকে আসার পর চেবোতারিয়েভ্ হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে স্ত্রী হয়ত চিন্তা করছেন) সপ্তদশতম দিনে প্রাদেশিক জিপিইউর উপাধ্যক্ষ জাপাদ্‌নি এবং খাবারভস্ক্ প্রদেশের সরকারী উকিল (এঁদের দীর্ঘ পদবী থেকে বোঝা যায় যে ঐ অঞ্চলে অনশন ধর্মঘট ঘনঘন ঘটত না) এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটি তারবার্তার রসিদ দেখালেন (তাঁরা বললেন, তাঁর স্ত্রীকে তার পাঠানোর রসিদ) এবং তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু মাংসের ঝোল খাইয়েছিলেন। রসিদটি ছিল ভুয়া। (ঐ উচ্চ পদাধিকারীরা অত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে গেলেন কেন? না, না, অবশ্যই চেবোতারিয়েভের জীবন বাঁচানোর জন্য নয়। মনে হয় তৃতীয় দশকের প্রথম অর্ধেও দীর্ঘদিনব্যাপী অনশন ধর্মঘটের ক্ষেত্রে উপরতলার কর্তাদের উপর কিছু দায়িত্ব বর্তাত)।

(৩) জবরদস্তি কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান। নিঃসন্দেহে বন্দী হওয়া বন্য জন্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। তা ছাড়া সার্বিক গোপনীয়তায় পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা চলত। মনে হয় '৩৭ সাল নাগাদ জবরদস্তি খাওয়ানর ব্যাপক প্রয়োগ হত। যেমন ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ কেন্দ্রীয় কারাগারে একদল অনশন ধর্মঘটকারী সমাজবাদীর প্রত্যেককে পঞ্চদশতম দিনে জবরদস্তি খাওয়ান হয়েছিল।

ধর্ষণের সঙ্গে জবরদস্তি খাওয়ানর অতি নিকট সাদৃশ্য। জবরদস্তি খাওয়ান আসলে: চারটি তাগড়া লোক একটি দুর্বল মানুষের উপর চেপে বসে তাকে আত্ম-নিষেধের অধিকার বঞ্চিত করে। শুধু একবার তা করা প্রয়োজন। তার কী হল তা বিচার্য নয়। ধর্ষণের সহজাত উপাদান হল ধর্ষিতার ইচ্ছা লঙ্ঘন, অর্থাৎ: "তুমি যা চাও তা হবে না, আমার ইচ্ছাই খাটবে; অতএব শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করো।" একটি চ্যাপ্টা চাকতি দিয়ে ধর্মঘটীর মুখ ফাঁক করে ফাঁকের মধ্যে একটি নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়: "এটা গিলে ফেলো।" বন্দী গেলে না। ওরা তখন নলটি গলার মধ্যে আরো নিচে নামিয়ে দিয়ে সোজা ইসোফেগাসে খাদ্য ঢেলে দেয়। ওরা তারপর পাকস্থলী ম্যাসাজ করতে থাকে যাতে ধর্মঘটীর বমি করার চেষ্টা সফল না হয়। বন্দী অনুভব করে নৈতিক অপবিত্রতা, মুখ গহ্বরে মিষ্ট স্বাদ এবং জঠরে প্রায় আনন্দের ছোঁয়াচ লাগা সন্তুটি।

বিজ্ঞান নিশ্চেষ্ট বসে থাকেনি। কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানর আরো যে উপায়গুলি উদ্ভাবিত হয়েছে তা হল: গুহ্যদ্বার পথে তরল খাদ্য প্রবেশ করানো এবং নাসিকার মধ্যে দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে খাওয়ান।

(৪) অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে যে নতুন ধারণা হয়েছে তা হল অনশন ধর্মঘট আসলে

কারাগারে প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের অনুসৃতি এবং তার জন্য নতুন কারাদণ্ড দিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে নতুন ধরনের কারাগারে বহু নতুন ক্রিয়াকলাপ দেখা দেওয়ার কথা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবকিছু ভীতি প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সীমাবদ্ধ রাখা কোন প্রকার রসিকতা-প্রসূত নয়, বরং মনে হয় স্রেফ অলসতা-প্রসূত। ধৈর্য্য ধরলে যদি কাজ হয় তবে ঝঞ্ঝাট করার কী প্রয়োজন? ধৈর্য্য আর ধৈর্য্য,— অনশনকারীর বিরুদ্ধে ভাল খাওয়া দাওয়া করা মানুষের ধৈর্য্য।

প্রায় '৭৭ সালের মাঝামাঝি এক নতুন নির্দ্দেশে বলা হল, তখন থেকে কারা-প্রশাসন **ধর্ম্মঘটী বন্দীর মৃত্যুর জন্য কোন প্রকারে দায়ী হবেন না!** কারাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত দায়িত্বের শেষ চিহ্নটুকুও উবে গেল! (নতুন পরিস্থিতিতে প্রদেশের সরকারী উকিলকে চেবোতারিয়েভের কাছে যেতে হত না) অধিকন্তু, যাতে জিজ্ঞাসাবাদকারী অসুবিধায় না পড়ে সেইজন্য বলা হল জিজ্ঞাসাবাদকালীন অনশনের দিনগুলি সরকারী জিজ্ঞাসাবাদের সময় থেকে বাদ দেওয়া চলবে। অর্থাৎ শুধু অনশন ধর্ম্মঘট ঘটেনি ধরে নেওয়া হবে না, বন্দী ঐ সময় কারাগারে উপস্থিত ছিল না ধরে নেওয়া হবে। ফলে জিজ্ঞাসাবাদে দেরীর জন্য জিজ্ঞাসাবাদকারী দায়ী হবে না। অনশন ধর্ম্মঘটের একমাত্র যে ফলটি প্রকট হবে তা বন্দীর বর্দ্ধমান ক্ষীণতা!

এর অর্থ: পটল তুলতে ইচ্ছা হয়েছে ত' তোল না!

নতুন নির্দ্দেশটি আসার মুখেই আর্কাঙ্গেল্স এনকেভিডির আভ্যন্তরীণ কারাগারে আর্নল্ড র‍্যাপোপোর্ট-এর অনশন ধর্ম্মঘট ঘোষণার দুর্মতি হয়েছিল। যে বিশেষ কঠোর ধর্ম্মঘট তিনি করেছিলেন তাতে অধিকতর প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল। তিনি তেরোদিন সম্পূর্ণ নির্জ্জলা অনশন করেছিলেন। (এর সাথে ঝেরঝিনস্কির মাত্র পাঁচদিনের নির্জ্জলা অনশনের তুলনা করুন। সম্ভবতঃ ঝেরঝিনস্কিকে পৃথক কুঠরীতে রাখা হয়নি এবং অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছিলেন) পৃথক কুঠরীতে অনশনকালীন,—র‍্যাপোপোর্টকে পৃথক কুঠরীতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—মাঝে মাঝে শুধু ডাক্তারের এক সহকারী তাঁকে দেখত। কোন ডাক্তার আসেনি। কারা প্রশাসনের কেউ তাঁর **অনশন ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত দাবী সম্পর্কে সামান্যতম কৌতূহল প্রকাশ করেনি।** তাঁকে কোন প্রশ্নও করা হয়নি। কারা-প্রশাসন যে নজর দিয়েছিল তাতে তাঁর কুঠরীটি তন্ন তন্ন তল্লাসি করে কিছু লুকানো তামাক এবং অনেকগুলি দেশলাই উদ্ধার করা হয়েছিল। র‍্যাপোপোর্টের দাবী ছিল জিজ্ঞাসাবাদকারী তাঁকে অবমাননা করা বন্ধ করুক। তিনি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই অনশনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। অনশনের আগে একটি খাবার-দাবারের পার্সেল পেয়েছিলেন। সেই খাবারের থেকে শুধু মাখন, গোলাকার রোল এবং বাবাঙ্কি খেয়েছিলেন। এক সপ্তাহ আগেই কালো রুটি খাওয়া ছেড়ে

দিয়েছিলেন। নিজের হাতের চেটোর মধ্যে দিয়ে আলো দেখতে পাওয়ার দিন পর্য্যন্ত অনশন করেছিলেন। তাঁর মনে পড়ে, অনশনকালে চিন্তাধারায় হাল্কা, পরিচ্ছন্ন ভাব এসেছিল। এক সময় মারিস্থয়া নামে দয়াবতী, সহানুভূতি-সম্পন্না কারাকর্মী তাঁর কুঠরীতে ফিসফিস করে বলেছিল: "অনশন বন্ধ করুন; ওতে আপনার সুবিধা হবে না। শুধু আপনার মৃত্যু হবে। এক সপ্তাহ আগে এ অনশন করলে আপনার ভাল হত।" মারিস্থয়ার কথা শুনে, কোন ফল না পেয়েও, তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন। তবু ওরা তাঁকে গরম লাল মদ আর রোল খেতে দিল এবং পরে চ্যাংদোলা করে সাধারণ কুঠরীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। কয়েক দিন বাদে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। অনশন অবশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি, র্যাপোপোর্টের যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি আছে এবং মৃত্যুভয় নেই জানতে পেরে জিজ্ঞাসাবাদকারী জিজ্ঞাসাবাদ শিথিল করেছিল; বলেছিল: "তাহলে বোঝা গেল আপনি একটি আসল নেকড়ে বাঘ।" র্যাপোপোর্ট জবাব দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, আসল নেকড়ে বাঘ, যে কোনদিনই আপনার কুকুর হবে না।"

পরে কোটলাস্ বন্দী চালান কারাগারে র্যাপোপোর্ট আর একবার অনশন ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তার হাস্যকর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। তিনি দাবী করেছিলেন নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং তিনি বন্দী চালানের গাড়িতে উঠবেন না। তৃতীয় দিনে ওরা তাঁকে বলল: "বন্দী চালানের গাড়িতে ওঠার জন্য তৈরী হও।" "তোমাদের এ কথা বলবার অধিকার নেই, কারণ আমি অনশন ধর্ম্মঘট করেছি!" তখন চারজন ষণ্ডামার্কা পাহারাদার তাঁকে তুলে চৌবাচ্চায় ফেলে দিল। স্নানের পরে ওরা তাঁকে পাহারাদারদের কামরায় নিয়ে চলল। র্যাপোপোর্টের তখন আর কিছু করার নেই। তা ছাড়া পিছনে ছিল খোলা সঙ্গীন আর কুত্তা। যে বন্দীরা চালানের গাড়িতে উঠবে তিনি তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এইভাবে নতুন ধরনের কারাগার বুর্জোয়া অনশন ধর্ম্মঘটকে পর্যুদস্ত করত।

বলশালী মানুষেরও আত্মহত্যা ছাড়া কারাযন্ত্রের সাথে সংগ্রামের রাস্তা ছিল না। কিন্তু আত্মহত্যাকে কি সত্যিই প্রতিরোধ বলা চলে? আসলে কি আত্মহত্যা আর আত্মসমর্পণ এক নয়?

সমাজবাদী বিপ্লবী ইয়েকাতেরিনা ওলিৎস্কায়ার মতে ট্রট্স্কিপন্থী এবং তাঁর পরে বন্দী হওয়া কমিউনিস্টরা পাল্টা লড়াইয়ের হাতিয়ার অনশনকে অনেকাংশে দুর্বল করে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা অতি সহজে অনশন ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতেন এবং অতি সহজে তা তুলে নিতেন। শ্রীমতী ওলিৎস্কায়া বলেন, এমন কি ট্রট্স্কিপন্থী নেতা আই. এন. স্মিরনভ্ মস্কো বিচারের চারদিন আগে অনশন করে তড়িঘড়ি তা তুলে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সমাজবাদী বিপ্লবীরা বলেন ট্রট্স্কিপন্থীরা '৩৬ পর্য্যন্ত

সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে অনশন ধর্ম্মঘট নীতিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং ধর্ম্মঘটী সমাজবাদী বিপ্লবী এবং সমাজবাদী গণতন্ত্রীদের সমর্থন করতেন না।[১৩]

ইতিহাস এই নিন্দার সত্যতা যাচাই করবে। অবশ্য অনশনের জন্য কাউকে ট্রট্স্কিপন্থীদের চেয়ে বেশী এবং মর্ম্মান্তিক মূল্য দিতে হয়নি। (ট্রট্স্কিপন্থীদের অনশন এবং শিবিরে ধর্ম্মঘটের বিষয়ে তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি)।

ধর্ম্মঘট ঘোষণা এবং তুলে নেওয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া সম্ভবতঃ উগ্র স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং তার ফলে তাদের মনোভাব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়। উগ্র স্বভাবের মানুষ পুরানো রুশ বিপ্লবীদের মধ্যে ত' ছিলেনই, ইতালি এবং ফ্রান্সেও উগ্র মেজাজ বিপ্লবী ছিলেন। কিন্তু না প্রাক্-বিপ্লব রুশ দেশে, না ইতালি না ফ্রান্সে, কোথাও কর্তৃপক্ষ অনশন ধর্ম্মঘট বন্ধ করতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সফল হননি। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের চেয়ে দ্বিতীয় চতুর্থাংশে হয়ত কম দৈহিক ত্যাগ স্বীকার এবং আত্মিক দৃঢ়তা দেখা গিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত দেশে জনমত বলে কিছু ছিল না। সেই সুযোগে নতুন ধরনের কারাব্যবস্থা ফেঁপে উঠেছে এবং বলীয়ান হয়েছে আর অনায়াস জয়লাভের পরিবর্তে বন্দীরা কষ্টার্জ্জিত পরাজয় ভোগ করেছেন।

যুগের পর যুগ পার হয়ে গেছে, কাল তার ফলাফল নির্ণয় করেছে। বন্দীর প্রথম ও স্বাভাবিকতম হাতিয়ার অনশন ধর্ম্মঘট অবশেষে বন্দীর কাছেই অপরিচিত এবং দুর্বোধ্য হয়ে গেল। অনশন করতে ইচ্ছুক বন্দীর সংখ্যা ক্রমে কমে এল। আর কারা-প্রশাসনের কাছে অনশন ধর্ম্মঘটের অর্থ দাঁড়াল সোজা মূর্খতা অথবা কারা-নিয়মাবলীর বিদ্বেষপূর্ণ লঙ্ঘন।

'৬০ সালে যখন অরাজনৈতিক অপরাধী গেন্নাডি স্মেলভ্ লেনিনগ্রাদ কারাগারে দীর্ঘ অনশন ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেছিল। কোন কারণে সরকারী উকিল (হয়ত তিনি নিয়ম মাফিক কারাগার দেখতে বেরিয়েছিলেন) তাঁর কুঠরীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "এভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?" স্মেলভ্ উত্তর দিয়েছিল: "আমার কাছে জীবনের চেয়ে সুবিচারের দাম বেশী।"

ঐ জবাবের অবান্তরতায় সরকারী উকিল এত বিস্মিত হয়েছিলেন যে, পরদিন স্মেলভ্কে লেনিনগ্রাদ বিশেষ বন্দী হাসপাতালে অর্থাৎ উন্মাদাশ্রমে পাঠানো হল। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন:

"আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার শিজোফ্রেনিয়া (মানসিক ব্যাধি, যাতে চিন্তা এবং কাজের মধ্যে সম্বন্ধ থাকে না) হয়েছে।"

□

'৩৭ সালের গোড়ায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কারাগারগুলি "বিশেষ পৃথকীকরণ কেন্দ্র" নাম ধারণ করে গাঁট বরাবর শিং-এর ছুঁচল প্রান্ত পর্য্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াল। আলো বাতাসের শেষ চিহ্ন, শেষ সামান্যতম দুর্ব্বলতাও এবার কারা-ব্যবস্থা থেকে নিঙড়িয়ে বার করে দেওয়া হল। আর ইয়ারোস্লাভ্‌ল দণ্ডিত বন্দী পৃথকীকরণ কেন্দ্রে '৩৭ সালের গোড়ায় ক্লান্ত, সংখ্যায় ইতিমধ্যে ক্ষীয়মাণ, সমাজবাদীদের অনশন ধর্ম্মঘট ছিল তাঁদের শেষ, মরীয়া প্রচেষ্টা।

ওঁরা তখনো দাবী করতেন, সব কিছু পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে; দাবী করতেন, বন্দীদের প্রবক্তা নির্ব্বাচন এবং কুঠরীগুলির মধ্যে অবাধ যোগাযোগ চালু করতে হবে,—কিন্তু সে দাবীতে তাঁদের নিজেদের আর কোন আস্থা থাকা অস্বাভাবিক। এক পনেরো দিন ব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে, যদিও নলের সাহায্যে জবরদস্তি খাওয়ানর জন্য সে অনশন ভঙ্গ হয়েছিল, তাঁরা রাজনৈতিক বন্দীর বিশেষ অধিকারের কিয়দংশ রক্ষা করতে পেরেছিলেন: কুঠরীর বাইরে দৈনিক এক ঘণ্টা কাটানো, প্রাদেশিক সংবাদপত্র পড়তে পাওয়া এবং লেখার জন্য নোট বই রাখার অধিকার। তাঁরা এই অধিকারগুলি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তেমনি সাথে সাথে তাঁদের নিজস্ব জামাকাপড় খুলে নিয়ে বিশেষ পৃথকাগারের বন্দীদের সাধারণ জামাকাপড় পরতে বাধ্য করল। কিছুকাল পরে তাঁদের কুঠরীর বাইরে থাকার সময়ের অর্দ্ধেক কেটে নেওয়া হল। আরো কিছুদিন পরে আরো পনেরো মিনিট কেটে নেওয়া হল।

এঁরাই সেই মানুষের দল বিরাট তাস খেলার নিয়মানুসারে যাঁদের একাধিক কারাগার এবং নির্ব্বাসনের মধ্যে হিঁচড়ানো হত। এঁদের অনেকে হয়ত গত দশ বছরে সাধারণ ভদ্র জীবন যাপনের সুযোগ পাননি। অনেকে পনেরো বছরে পাননি। সম্বলের মধ্যে ছিল হীন কারা-জীবন এবং অনশন ধর্ম্মঘট। প্রাক্-বিপ্লব যুগে কারা-কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভে অভ্যস্ত কিছু কিছু বন্দী তখনো বেঁচেছিলেন। অবশ্য প্রাক্-বিপ্লব যুগে তাঁরা এক ক্ষীয়মাণ শত্রুর বিরুদ্ধে কালের তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতেন। কিন্তু সম্প্রতি কাল তাঁদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু এক শত্রুর সাথে মিতালি পাতিয়েছিল। প্রচণ্ড প্রহারে রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব লোপ পেলেও বন্দীদের মধ্যে বহু যুবক ছিলেন (আজ ভাবতে অবাক লাগে!) যাঁরা নিজেদের সমাজবাদী বিপ্লবী, সমাজবাদী গণতন্ত্রী বা সন্ত্রাসবাদী মনে করতেন। এই নবাগতদের ভবিষ্যৎ বলতে ছিল শুধু বন্দী-জীবন।

সমাজবাদীদের সমগ্র কারা-সংগ্রামের পারিপার্শ্বিক নিঃসঙ্গতা প্রতি বছর নৈরাশ্যজনক এবং সঙ্কটময় হতে হতে অবশেষে শূন্যতায় পর্য্যবসিত হল। জারের

আসলে তা হয়নি। তখন কারাগারের দরজা খোলামাত্র জনসাধারণ তাঁদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। সম্প্রতি জনসাধারণ দেখতেন সংবাদপত্রে সমাজবাদীদের কটূক্তি করা এমন কি ময়লা জলে চোবান হচ্ছে (যেহেতু স্ট্যালিন সমাজবাদীদের সমাজবাদের মারাত্মক শত্রু মনে করতেন)। জনগণ নীরব থাকতেন। আর কর্তৃপক্ষ কোন সাহসে বা ধরে নেবেন জনগণ যাঁদের অনতিকাল পূর্ব্বে সংবিধান সভায় নির্ব্বাচিত করেছেন, আজ সেই সমাজবাদীদের উপর সেই জনগণের মমতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে? অবশেষে সংবাদপত্র তাঁদের উপর অপবাদ বর্ষণ বন্ধ করল। কারণ ততক্ষণে রুশ সমাজবাদীরা এত গুরুত্বহীন এবং নির্বীর্য্য হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁদের অস্তিত্বহীন বলা চলত। কারাগারের বাইরে সমাজবাদীদের সম্পর্কে তৎকালীন ধারণা, তাঁরা দূর, অতি দূর অতীতের বাসিন্দা। যুব সম্প্রদায়ের ত' সামান্যতম ধারণা ছিল না যে সমাজবাদী বিপ্লবী এবং মেনশেভিকরা অন্ততঃ কোথাও তখনো বেঁচে আছেন। আর ক্লিমকেন্ট্ ও চের্‌ভিন নির্ব্বাসন এবং ভের্খনে-উরালস্ক্ ও ভ্লাদিমির পৃথকাগারের সাথে ততদিনে চালু হওয়া 'আবরিত' জানালা কুঠরীর সংযুক্ত প্রয়োগের ফলে অন্ধকার নির্জ্জন কুঠরীতে ত্রাসে কম্পিত হতে হতে ঐ দলগুলির সদস্যরা কি করে বা না ভাবেন যে তাঁদের নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মসূচী ভ্রান্ত, সম্ভবতঃ তাঁদের ক্রিয়াকলাপ এবং কৌশলও ভ্রান্ত? হয়ত তখন তাঁদের যাবতীয় কাজই অকাজ মনে হত, এবং দুঃখের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন মনে হত মারাত্মক ভুল।

তাঁরা নিজেরা সে কথা চিন্তা করতে বা বুঝতে না পারলেও তাঁদের নির্জ্জন কারা-সংগ্রাম মূলতঃ শুরু হয়েছিল আমাদের মত সব ভবিষ্যৎ বন্দীদের জন্য, কারণ তা না করলে বন্দীদশায় আমাদের অস্তিত্ব কি করে থাকত? তাঁরা জয়লাভ করলে হয়ত আমাদের যে দুর্ভোগ হয়েছে তার কিছুই হত না, সাত খণ্ডে বিভক্ত এই বইয়ের বিষয়বস্তুও মিলত না।

তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন। নিজেদের বা আমাদের, কাউকেই রক্ষা করতে পারেননি।

আংশিকভাবে একাকীত্বের চন্দ্রাতপ তাঁদের ছেয়ে রেখেছিল, কারণ প্রথম বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে জিপিইউর থেকে স্বঅর্জ্জিত 'রাজনৈতিক' চিহ্ন গ্রহণ করে তাঁরা স্বভাবতই জিপিইউর সঙ্গে একমত হলেন যে, ক্যাডেট থেকে আরম্ভ করে যাঁরাই জিপিইউর "দক্ষিণপন্থী"[১৪] তাঁরা আদতে রাজনৈতিক নন, তাঁরা প্রতিবিপ্লবী বা ইতিহাসের সারমাত্র। যে ধর্ম্মবিশ্বাসীরা ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্য দুঃখ বরণ করতেন তাঁদেরও প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দেওয়া হত। আর যাঁরা "বামপন্থী" বা "দক্ষিণপন্থীর" অর্থ জানতেন না,—যেমন আমরা সবাই পরে হয়েছিলাম,—তাঁরাও প্রতিবিপ্লবী গণ্য হতেন। এইভাবে কিছু স্বেচ্ছায় এবং কিছু অনিচ্ছায় সমাজবাদীরা অন্যের থেকে

তফাতে থেকে এবং অপরকে বর্জ্জন করে সেই অনাগত "আটার" অনুচ্ছেদকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, যার দংষ্ট্রার মাঝে তাঁরা স্বয়ং অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পর্য্যবেক্ষকের অবস্থান ভেদে কার্য্য এবং লক্ষ্য অতি সুস্পষ্টরূপে দিক পরিবর্ত্তন করে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে সমাজবাদীদের দৃষ্টিতে তাঁদের কারাগার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের বর্ণনা করেছি। দেখা গিয়েছে, দৃশ্যপটে শুধু বিয়োগান্ত আলোকসম্পাত ঘটেছে। যে প্রতিবিপ্লবীদের রাজনৈতিক বন্দীরা সলোভ্‌কিতে অত হীন চোখে দেখতেন তাঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের সেই দেখতেন, যে-চোখে রাজনৈতিক বন্দীরা প্রতিবিপ্লবীদের প্রথম দেখেছেন। "রাজনৈতিকরা? কী এক নোংরা মানুষের দল! বাকি সবার সম্পর্কেই তাঁদের নাক উঁচু। ওঁরা কখনো নিজের দলের বাইরে যেতেন না; সব সময় নিজেদের বিশেষ র‍্যাশন এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবী করতেন আর অনবরত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতেন।" এই উক্তিগুলিতে সত্য নিহিত নেই মনে করার উপায় আছে কি? সব অবিরাম অনর্থক তর্ক আজ নিতান্ত কৌতুকে পর্য্যবসিত হয়েছে। আর নিরন্ন এবং দরিদ্র জনগণের তুলনায় নিজেদের জন্য বাড়তি র‍্যাশন সম্পর্কে বা কি বলব? সম্মানার্হ রাজনৈতিক বিশেষণ সোভিয়েত আমলে এক বিষাক্ত উপহারে পরিণত হয়েছিল। উপরন্তু আর এক প্রস্থ নিন্দা বর্ষিত হল: যে সমাজবাদীরা অত সহজে জারের শিকল কেটে পালাতেন তাঁরা কি করে সোভিয়েত কারাগারে অত নরম বনে গেলেন? আর পালাতে পারলেন না কেন? সোভিয়েত আমলে পালানোর ঘটনা অত্যন্ত কম ঘটলেও পলাতকদের মধ্যে কোন সমাজবাদীর নাম মনে পড়ে কি?

তেমনি যে বন্দীরা সমাজবাদীদের "বামপন্থী" গণ্য হতেন, অর্থাৎ ট্রট্স্কিপন্থী এবং কমিউনিস্টরা, তাঁরা সমাজবাদীদের প্রতিবিপ্লবীর মতই বর্জ্জন করতেন এবং তাঁদের পৃথকীকরণের বৃত্ত দিয়ে ঘিরে রাখতেন।

ট্রট্স্কিপন্থী এবং কমিউনিস্টরা মনে করতেন অন্য সব দলের থেকে তাঁদের নীতি নির্ভেজাল ও মহৎ, এবং একই কারাভবনে বন্দী হওয়া এবং একই উঠানে ভ্রমণ করা সত্ত্বেও সমাজবাদীদের বর্জ্জন করতেন, ঘৃণাও করতেন। শ্রীমতী ইয়েকাতেরিনা ওলিৎস্কায়া বলেন '৩৭ সালে ভ্যানিনো উপসাগর বন্দী চালান শিবিরে সমাজবাদীরা যখন পুরুষ এবং নারী বন্দী এলাকার বেড়ার উভয় পারের পরিচিত সমাজবাদী বন্দীদের মধ্যে সংবাদ বিনিময় করতেন, পাছে ঐ দায়িত্বহীন আচরণে তাঁদেরও শাস্তি হয় তাই কমিউনিস্ট শ্রীমতী লিজা কোটিক্ এবং শ্রীমতী মারিয়া কুজিকোভা বিরক্তি বোধ করতেন। লিজা এবং মারিয়া বলতেন: "এই সমাজবাদী ছুঁচোগুলোর জন্যই আমাদের যত দুর্ভোগ হয়েছে! [গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাখ্যা, সাতিশয় দ্বন্দ্বমূলকও বটে!] এদের গলা টিপে মারা উচিত!" পূর্ব্বোল্লিখিত যে দুটি মেয়ে সাধারণ

রাজনৈতিক সঙ্গীতের অভাবে '২৫ সালে সুবিরাকায় বসন্ত আর লাইলাকের গান গেয়েছিল উপরোক্ত বিচারে তাদের,—একজন সমাজবাদী বিপ্লবী, অপরজন তার বিপক্ষদলীয় ভ্রষ্ট কমিউনিস্ট,—একজনের প্রতিবাদ সঙ্গীতে অপরজনের যোগদান করা আদৌ উচিত হয়নি।

জারের কারাগারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায়ই মিলিত সংগ্রামে একজোট হলেও (সিবাস্তোপোল কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পলায়নের ঘটনা স্মর্তব্য) সোভিয়েত কারাগারে প্রত্যেক দল অপরের থেকে তফাতে থেকে নিজেদের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করতেন। ট্রট্স্কিপন্থীরা সমাজবাদী এবং কমিউনিস্টদের থেকে পৃথকভাবে সংগ্রাম করতেন। কমিউনিস্টরা সংগ্রামই করতেন না। নিজেদের সরকার এবং কারা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন কি করে ?

এর ফলে পৃথকাগার এবং দীর্ঘমেয়াদী কারাগারে কমিউনিস্টদের অন্য সব দলের থেকে আগে এবং নিষ্ঠুরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। ইয়ারোস্লাভ্ল্ কেন্দ্রীয় কারাগারে '২৮ সালে কমিউনিস্ট শ্রীমতী নাদিয়েজ্দা স্মুরোভ্ৎসেভার এমন এক একক-ব্যক্তি-সারিতে কুঠরীর বাইরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল যাদের কথা বলার অনুমতি ছিল না, অথচ সমাজবাদীরা নিজেদের দলে গল্প করে চলেছিলেন। তাঁকে উঠানের বাগানে ফুল তুলতে দেওয়া হয়নি,—যে বন্দীরা ঐ ফুল লাগিয়েছিলেন তাঁরা ত' তাঁদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন। কর্তৃপক্ষ নাদিয়েজ্দাকে সংবাদপত্রও পড়তে দিত না। (কিন্তু জিপিইউর গোপন রাজনৈতিক শাখা তাঁকে মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন এবং হেগেলের সম্পূর্ণ রচনাবলী কুঠরীতে রাখার অনুমতি দিয়েছিল) বাস্তবিকপক্ষে অন্ধকারে তাঁর মা'র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। বিষণ্ণ মহিলা তার অল্প পরেই মারা যান। (কারাগারে মেয়ের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কী মনে হয়েছিল ?)

সমাজবাদী এবং কমিউনিস্ট বন্দীদের প্রতি আচরণের প্রভেদ বহু বছর চলেছিল এবং তা পুরস্কারেও প্রসারিত হয়েছিল : '৩৭-৩৮এ অন্য সবাইয়ের মত সমাজবাদীরাও বন্দী হয়েছিলেন এবং দশবছর কারাদণ্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ আত্মনিন্দা করতে বাধ্য করেনি কারণ তাঁরা কখনো নিজেদের বিশেষ, ব্যক্তিগত মতামত গোপন করেননি,—দণ্ড দেওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু কমিউনিস্টদের ত' কোন বিশেষ, ব্যক্তিগত মত থাকে না ; তাহলে জোর করে আত্মনিন্দা না করালে তাঁদের কি করে দণ্ড দেওয়া যায় ?

□

বিশাল গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যবসরে মূল ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করলেও দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের কারাগার জীর্ণ হয়নি। মহা উৎসাহে পুরানো কারা-ঐতিহ্যের জের টানা হচ্ছিল। গুলাগ্ যে নতুন, অমূল্য উপাদান সরবরাহ করেছিল জনশিক্ষার জন্য তা যথেষ্ট নয়। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগার এবং সাধারণভাবে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের কারাগার সেই ঘাটতি পূরণ করত।

বিশাল যন্ত্র যাদের গিলে খায়নি তাদের সবাইকে যে গুলাগের বাসিন্দাদের সাথে মিশতে দেওয়া হত, এমন নয়। বিখ্যাত বিদেশী নাগরিক, খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ অথবা যাদের গোপনে বন্দী করে রাখা হত, অপদস্থ গেবিস্ট ইত্যাদিকে প্রকাশ্য শিবিরে রাখা চলত না। এঁদের দিয়ে ঠেলাগাড়ি ঠেলিয়ে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং তজ্জন্য নৈতিক-রাজনৈতিক[১৫] ক্ষতির মূল্য শোধ হত না। তেমনি অবিরত বন্দীর অধিকার রক্ষায় সংগ্রামে লিপ্ত সমাজবাদীদেরও সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া চলত না; বরং বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার ভোগ হেতু তাঁদের পৃথকভাবে শ্বাসরোধ করাই শ্রেয়ঃ। এই বইয়ে বলেছি, অনেক পরে পঞ্চম দশকে শিবিরদ্রোহীদের পৃথকীকরণের জন্যও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগার প্রয়োজন হয়েছিল। এবং জীবনের শেষ বছরগুলিতে চোরদের সংশোধন করার সম্ভাবনায় হতাশ হয়ে স্ট্যালিন চোরের সর্দারদেরও শিবির-দণ্ড না দিয়ে তুর্ম্জাক দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে কারাগারের বন্দীদের ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় সরকারের বহন করতে হত। কারণ শিবিরে পাঠালে ওরা দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের দরুন তাড়াতাড়ি মারা গিয়ে কয়েদের পূর্ণ মেয়াদ খাটবার দায়িত্ব এড়াতে পারত। এছাড়া আরো অনেকে ছিলেন যাঁদের শিবিরের কাজে লাগানো অসম্ভব;—যেমন সত্তর বছর বয়স্ক অন্ধ কোপেইকিন যিনি ভল্গা নদীর পারে ইউরিয়েভেৎস্-এর বাজারে সারাদিন বসে থাকতেন। গান এবং তির্যক মন্তব্যের জন্য তাঁকে প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ হিসাবে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এঁর ক্ষেত্রেও শিবিরের পরিবর্তে কারাগারে বন্দী করার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

রোমানভ্ রাজবংশ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পুরানো কারাগুলির হিসাব নেওয়া এবং সুদৃঢ়ীকরণ, নবীকরণ ও পর্য্যবেক্ষণাদির দ্বারা তাদের নিখুঁত করা প্রয়োজন হয়েছিল। কয়েকটি কেন্দ্রীয় কারাগার, যেমন ইয়ারোস্লাভ্ল-এর, এমন উপযুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে (লোহার গরাদ লাগানো দরজা; পাকাপোক্তভাবে মেঝেয় আটকানো টেবিল, টুল আর খাটিয়া) তাদের আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন ছিল জানালায় "আবরণ" লাগানো এবং বন্দীদের ভ্রমণের উঠানকে বেড়া লাগিয়ে আয়তন হ্রাস করার দরুন একটি কুঠরীতে পরিণত করা ('৩৭ সাল নাগাদ কারাগারের জমিগুলি

থেকে সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল, তরকারির বাগান চষে সমান করে দেওয়া হয়েছিল এবং সব সবুজ এলাকা পিচ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল)। সুজ্‌দালের মত কয়েকটি কারাগারের নতুন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন ছিল; প্রাক্তন মঠের ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন ছিল। মঠে দেহের আত্মবন্দীকরণ এবং রাষ্ট্র দ্বারা দেহের কারাবন্দীকরণ দৈহিক বিচারে একই উদ্দেশ্য সাধন করে। সেইজন্য বাড়িগুলিকে সব সময় সহজে কার্য্যোপযোগী করে তোলা চলত। সুখানোভ্‌কা মঠের একটি বাড়িকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের জন্য রূপান্তরিত করা হয়েছিল। অবশ্য জার আমলের কয়েকটি কারাগার তালিকা থেকে বাদ দিতে হওয়ায় তজ্জনিত ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছিল: লেনিনগ্রাদের পিটার ও পল দুর্গ, লেনিনগ্রাদের নিকটবর্ত্তী শ্লুসেলবার্গ কেল্লা পর্য্যটকদের জন্য সংগ্রহালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ভ্লাদিমির কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং ইয়েজভের আমলে তার সাথে একটি নতুন বাড়ি যুক্ত হয়েছিল। বেশ কয়েক যুগ ধরে কারাগারটি বহু ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এতে বহু বন্দী আটক থাকত। আগেই বলেছি টবোলস্ক্‌ কেন্দ্রীয় কারাগার এবং '২৫ সালে ভের্খনে-উরালস্ক্‌ অবিরাম এবং যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য চালু করা হয়েছিল। (বদ নসীব, এই সব কটি পৃথকাগার আজও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই লাইনটি লেখার সময়ও চালু রয়েছে) ৎভার্দভ্‌স্কির কবিতা "দূর হতে দূরান্তর" থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে স্ট্যালিনের আমলেও আলেকজান্দ্রভস্ক্‌ কেন্দ্রীয় কারাগার শূন্য হয়নি। ওরেল-এর কারাগার সম্পর্কে আরও কম খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি। মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কারাগারটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু ওরেলের অদূরেই ছিল দীর্ঘ মেয়াদীদের জন্য সুসজ্জিত দিমিত্রভস্ক্‌-অর্লভ্‌স্কি কারাগার।

দ্বিতীয় দশকে রাজনৈতিক বন্দীদের পৃথকাগারে (বন্দীরা তখনো এই পৃথকাগারগুলিকে বলত "পলিতিয়াজাক্রুতি"—রাজনৈতিক বন্দীদের তালা বন্ধ করে রাখার জায়গা) ভাল খাবার-দাবার মিলত। দ্বিপ্রাহরিক আহারে প্রত্যেক দিন মাংস থাকত; তাজা তরিতরকারি দিত; ওদের দোকান থেকে দুধ কেনা যেত। '৩১-'৩৩এ খাবার-দাবারের মানের ঘোর অবনতি ঘটে। অবশ্য কারাগারের বাইরেও অবস্থা ভাল ছিল না। ঐ বছরগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে পুষ্টির অভাবে স্কার্ভি এবং মাথা ঘোরার ঘটনা বিরল ছিল না। পরে খাদ্যের উন্নতি হলেও কখনো আগের অবস্থা ফিরে আসেনি। '৪৭-এ ভ্লাদিমির বিশেষ উদ্দেশ্য কারাগারে আই. কর্নেইয়েভ্‌ অনবরত ক্ষুধার্ত বোধ করতেন: বরাদ্দ এক পাউণ্ড রুটি, দুটি চিনির ঢেলা আর দু' ডিশ গরম স্যুপে তাঁর পেট ভরত না। একমাত্র যে জিনিষটির অঢেল সরবরাহ পাওয়া যেত তা হল ফুটন্ত জল। (আমি অবশ্য আর একবার বলব ঐ বছরটি যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য থাকা সত্ত্বেও অপ্রচুর সরবরাহ দ্বারা অত্যাচারের মার্কামারা

বছর নয়। সে বছর কারাগারের বাইরেও ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হত। তখনই কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে বন্দীদের খাদ্য সরবরাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। যত খুশি পার্সেল পাঠানো চলত) তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কুঠরীগুলিতে র‍্যাশন করা আলো মিলত : জানালার "আবরণ" এবং পুরু ঘষা কাঁচ কুঠরীতে চিরস্থায়ী গোধূলি সৃষ্টি করত (হতাশা উৎপাদনের জন্য অন্ধকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান)। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই জানালার "আবরণের" উপর জাল লাগিয়ে দিতেন এবং শীতকালে তুষার আটকে আলো আসার শেষ পথটুকু রোধ করত। পড়ার চেষ্টার অর্থ হত চোখের সাথে আরো কিছু নষ্ট করা। ভ্লাদিমির বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগারে ঐ আলোর ঘাটতি রাতে পূরণ করে দেওয়া হত : সারারাত অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালার ফলে ঘুমানো যেত না। এন. এ. কোজিরেভ্ বলেন দিমিত্রভস্ক্ কারাগারে '৩৮ সালে সন্ধ্যা এবং রাতে বাতি জ্বলত। কুঠরীর চাল ছোঁয়া একটি তাকের উপর একটি কেরোসিনের বাতি জ্বলে জ্বলে শেষ বাতাসটুকুও ধোঁয়ায় ভরে দিত। '৩৯ সালে বৈদ্যুতিক বাতি লাগানোর পর তা অর্দ্ধেক ভোল্টেজে লাল হয়ে জ্বলত। হাওয়াও ছিল র‍্যাশন করা। দিমিত্রভস্ক্ এবং ইয়ারোস্লাভ্ল-এর প্রাক্তন বন্দীরা বলেন, হিঞ্জ লাগানো বাতাস চলাচলের শার্সিটি কেবল বন্দীদের শৌচাগারে যাওয়ার সময় খোলা হত। বাকি সময় বন্ধ থাকত। ওয়াই. গিনস্‌বার্গ বলেন, সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে রুটিতে ছাতা ফুটত, বিছানার চাদর থাকত স্যাঁতসেঁতে আর কুঠরীর দেওয়াল সবুজ। ভ্লাদিমির-এ '৪৮ সালে বাতাসের অভাব ঘটত না। বাতাস চলাচলের শার্সি স্থায়ীভাবে খোলা থাকত। কারাগার ভেদে বাইরে বেড়ানোর জন্য দিনের বিভিন্ন সময়ে পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দেওয়া হত। শ্লুসেলবার্গ বা সলোভ্কির মত মাটির সাথে যোগাযোগ বলে আর কিছু ছিল না। যা কিছু মাটিতে জন্মায় তা নির্মূল করে, পদদলিত করে কংক্রিট এবং পিচ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বাইরে বেড়ানোর সময় চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকানোও নিষিদ্ধ হয়েছিল। কোজিরেভ্ এবং শ্রীমতী আদামোভার মনে পড়ে, কাজান্ কারাগারে বলা হত : "নিজের পায়ের দিকে তাকাও!" আত্মীয়দের দেখা করতে আসা '৩৭ সালে নিষিদ্ধ হওয়ার পর নিষেধাজ্ঞা আর তুলে নেওয়া হয়নি। মাসে দু'বার নিকট আত্মীয়দের চিঠি দেওয়া আর তাদের থেকে সব সময়ই চিঠি পাওয়া চলত। কিন্তু কাজান্ কারাগারে চিঠি পেয়ে পড়বার পরদিন তা কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিতে হত। বাইরে থেকে অনধিক নির্দ্ধারিত অঙ্কের পাঠানো টাকা দিয়ে কারাগারের ভাণ্ডার থেকে জিনিষপত্র কেনার অনুমতি সাধারণতঃ মিলত। আসবাবপত্র কারা-ব্যবস্থার কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না। অন্য কারাগারে ভাঁজ হয়ে দেওয়ালে মিশে যাওয়া খাটিয়া এবং মেঝের সাথে আটকানো চেয়ার, অথচ

সুজ্দাল-এর কুঠরীতে খড়ের গদিওলা মামুলি কাঠের খাটিয়া এবং টেবিল দেখে শ্রীমতী আদামোভা লেখাতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। ভ্লাদিমির বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগারে আই. কর্নেইয়েভ-এর দুই প্রকার কারা-ব্যবস্থা ভোগের দুর্ভাগ্য হয়েছিল: প্রথম ব্যবস্থায় '৪৭-'৪৮-এ কুঠরী থেকে ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি সরিয়ে নেওয়া হয়নি। সারা দিন শুয়ে কাটানো চলত। পাহারাদার কদাচিৎ চোরা চাউনির গর্তে উঁকি দিত। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় '৪৯-'৫৩-তে কুঠরীতে একসাথে দুটি তালা লাগানো থাকত,—ভার-প্রাপ্ত পদাধিকারী এবং পাহারাদার উভয়ের দায়িত্ব। শুয়ে থাকা বা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলা নিষেধ ছিল (কাজান্-এ কেবল ফিস ফিস করে কথা বলা চলত)। সব ব্যক্তিগত সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তোষক তৈরীর ডোরা-কাটা টিকিন কাপড়ের ইয়ুনিফরম পরতে হত। বছরে দু'বার চিঠি লেখা চলত,—আগে থেকে না বলে-কয়ে কারাধ্যক্ষ চিঠি লেখার দিন দুটি স্থির করতেন এবং সেই দুটি দিনে লিখতে না পারলে আর লেখা চলত না। ডাক বিভাগীয় পত্রের অর্দ্ধেক আয়তনের কাগজে চিঠি লিখতে হত। জবরদস্তি তল্লাসি এবং অনির্দ্ধারিত পরিদর্শন প্রায়ই হত। তখন সব জিনিষপত্র উল্টিয়ে এবং নিজে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দেখাতে হত। বিভিন্ন কুঠরীর বাসিন্দাদের মধ্যে যোগাযোগ এত নিষিদ্ধ ছিল যে, প্রত্যেক বার বন্দী শৌচাগার গিয়ে ফিরে আসার পর কারাকর্মীরা লণ্ঠন হাতে শৌচাগারের প্রতিটি গর্ত তল্লাসি করত। কোন বন্দী শৌচাগারের দেওয়ালে কিছু লিখলে কুঠরীর সব বন্দীর বরাতে শাস্তি-কুঠরী জুটত। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগারের শাস্তি-কুঠরীগুলি ভয়াবহ হত। কাশলেও শাস্তি-কুঠরী মিলতে পারত। ("কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে কাশো!") কুঠরীর মধ্যে হেঁটে বেড়ালেও মিলত,—কোজিরেভ্ বলেন, "হেঁটে বেড়ানো বিদ্রোহাত্মক গণ্য হত।" বন্দীর জুতোয় আওয়াজ হলেও শাস্তি-কুঠরী মিলত,—কাজান্ কারাগারের নারী বন্দীদের বড় মাপের পুরুষের জুতো পরতে দেওয়া হত, যেমন সাড়ে দশ মাপের। প্রসঙ্গতঃ গিনজ্বার্গ যথার্থ বলেছেন কোন বিশেষ মন্দ আচরণের জন্য শাস্তি-কুঠরী দেওয়া হত না, নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী দেওয়া হত। শাস্তি-কুঠরী কি রকম তা জানবার জন্যই প্রত্যেক বন্দীর ওখানে কিছু সময় কাটাতে হত। আর একটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য নিয়মও নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল: "শাস্তি-কুঠরীতে কোন প্রকার অবাধ্য আচরণ করলে (?) কারাধ্যক্ষ শাস্তি-কুঠরীতে বন্দীর মেয়াদ বিশ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারতেন।" অবাধ্য আচরণ কথাটির অর্থ কী? এবার কোজিরেভ্-এর যা ঘটেছিল বলব। (শাস্তি-কুঠরী এবং অন্যান্য কারা-ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এক বন্দীর বিবরণের সাথে অন্য বন্দীদের বিবরণের সাদৃশ্য এত বেশী যে সব কিছুর মধ্যে একটি মাত্র কারা-প্রশাসন নিয়মাবলীর ছাপ পরিলক্ষিত হয়) সামনে এবং পিছনে পদচারণা করার অপরাধে কোজিরেভ্‌কে আরো পাঁচদিন শাস্তি-

কুঠরীতে রাখা হয়েছিল ! যে বাড়িতে শাস্তি-কুঠরী অবস্থিত সে বাড়িটি উত্তপ্ত করার ব্যবস্থা ছিল না, ফলে শরতে প্রচণ্ড শীত লাগত। বন্দীদের খালি পায়ে অন্তর্বাসমাত্র পরে থাকতে বাধ্য করা হত। শাস্তি-কুঠরীর মেঝে হত মাটির, তায় ধুলো ভর্তি। ভিজে ধুলোও থাকত। কাজান্ কারাগারে ত' জল ভর্তিও থাকত। কোজিরেভ্-এর শাস্তি-কুঠরীতে একটি টুল ছিল, শ্রীমতী গিনজ্‌বার্গের তাও ছিল না। কোজিরেভ্ তক্ষুণি বুঝলেন, তিনি ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবেন। কিন্তু ক্রমশঃ এক ধরনের রহস্যময় আত্মিক তাপ অনুভব করে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। কোজিরেভ্ টুলে বসে ঘুমাতে শিখলেন। ওরা দিনে তিনবার গরম জল খেতে দিত ; গরম জলের আমেজে যেন তাঁর মাতলামি আসত। নিয়ম ভঙ্গ করে এক ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী কোজিরেভের বরাদ্দ সাড়ে দশ আউন্স রুটির মধ্যে একটি চিনির ঢেলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। প্রাপ্ত র‍্যাশন এবং এক সুদূর, ক্ষুদ্র, জালতি কাটা জানালার ছাঁকনি ভেদ করা আলোকের সাহায্যে তিনি দিনের হিসাব করতেন। পাঁচদিন কাটবার পরও মুক্তি পেলেন না। শ্রবণ-শক্তির চরম প্রখরতা এসেছিল, তাই বারান্দায় ফিসফিস শুনে বুঝলেন, "ছ' দিন" অথবা "ষষ্ঠ দিন" কাটাতে হবে। এর অর্থ উস্কানি দেওয়া : ওরা অপেক্ষা করছিল কখন তিনি বলেন, পাঁচদিন কেটে গেছে, এবার মুক্তি দাও। ঐ উক্তি অবাধ্য আচরণ গণ্য হয়ে তাঁর শাস্তি-কুঠরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করত। আর একদিন চুপচাপ এবং বাধ্য থাকার পর ওরা তাঁকে মুক্তি দিল, যেন যেমনটি হওয়া দরকার তাই হয়েছে। (সম্ভবতঃ পালাক্রমে সব বন্দীর বাধ্যতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কারাধ্যক্ষ এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কেউ যথেষ্ট বাধ্য না হলে তার শাস্তি-কুঠরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা চলত) শাস্তি কুঠরীর পরে সাধারণ কুঠরী রাজপ্রাসাদ মনে হত। কোজিরেভ্ ত' ছ' মাস কালা হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠনালিতে বিষফোড়া দেখা দিয়েছিল। ঘন ঘন শাস্তি-কুঠরীতে যেতে হওয়ার ফলে তাঁর কুঠরীর সহবন্দী উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। একটিমাত্র সহবন্দী, সেও বদ্ধ উন্মাদ, নিয়ে কোজিরেভের এক কুঠরীতে এক বছরের উপর কাটাতে হয়েছিল। (শ্রীমতী নাদিয়েজ্‌দা সুরোভৎসেভা বলেন রাজনৈতিক পৃথকাগারগুলিতে বহু বন্দী উন্মাদ হয়ে যেত। শ্লুসেলবার্গের সম্পূর্ণ ইতিহাসে বন্দী উন্মাদ হয়ে যাওয়ার যে মোট সংখ্যা নভোরস্কি দেখিয়েছেন, শ্রীমতী নাদিয়েজ্‌দারও ঐ সংখ্যক বন্দী উন্মাদ হওয়ার কথা স্মরণ আছে)।

এখনো কি পাঠকের মনে হয় না যে, আমরা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সেই সুতীক্ষ্ণ শিখর বা দ্বিতীয় শিং-এর মাথায় উঠেছি এবং সম্ভবতঃ এটি প্রথমটির চেয়ে উচ্চতর,— তীক্ষ্ণতরও বটে ?

কিন্তু মতভেদ আছে। শিবিরের প্রাক্তন বন্দীরা পঞ্চম দশকের ভ্লাদিমির বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগারকে স্বাস্থ্যনিবাস মনে করেন। আবেজ্ কেন্দ্র থেকে প্রেরিত

ভ্লাদিমির বোরিসোভিচ্ জেল্দোভিচ্ এবং কেমেরভো শিবির থেকে '৫৬ সালে প্রেরিতা শ্রীমতী আন্না পেত্রোভনা স্ক্রিপ্নিকোভার ভ্লাদিমির সম্পর্কে ঐ অভিমত। প্রতি দশ দিন অন্তর নিয়মিত দরখাস্ত এবং ঘোষণা পাঠানোর বহর এবং বিদেশী ভাষায় লিখিত বইও তাতে ছিল, এমন চমৎকার গ্রন্থাগার দেখে শ্রীমতী স্ক্রিপ্নিকোভা বিশেষ আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা নিয়ে ওরা কুঠরীতে কুঠরীতে যেত। বন্দী আগামী সারা বছর যে বই পড়তে চায় তার তালিকা প্রস্তুত করতে পারত। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, শ্রীমতী স্ক্রিপ্নিকোভা ত' রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন!

আমাদের আইন কত নমনীয়, মনে রাখা প্রয়োজন: হাজার হাজার স্ত্রীলোককে ('স্ত্রী' হওয়ার দরুন) তুর্জ্জাক দেওয়া হয়েছিল বা কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। কোন একদিন কেউ একটি শিস্ দিল, অমনি স্ত্রীলোকদের পাঠানো আরম্ভ হল,—কোলিমার স্বর্ণ উত্তোলন পরিকল্পনা রূপায়ণে ঘাটতি। সুতরাং কোন প্রকার আদালত বা বিচার ছাড়াই ওরা দ্বীপান্তরিত হল।

বাস্তবে কি তুর্জ্জাকের আদৌ কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে, না ওটি শিবির যাত্রার সুড়ঙ্গ পথ?

এই অধ্যায়টি ঠিক এইখানে, একমাত্র এইখানে আরম্ভ করা উচিত ছিল। তা হলে হয়ত মহাপুরুষের দিব্য জ্যোতির মত নিঃসঙ্গ বন্দীর আত্মা থেকে উপযুক্ত সময়ে যে অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা বিকিরণ হয় তা পরীক্ষা করা সম্ভব হত। দৈনন্দিন জীবনের হৈচৈ থেকে এত চরম মাত্রায় সে বিচ্ছিন্ন যে বিদায়ী মুহূর্তগুলির গণনাতেও তার সাথে মহাবিশ্বের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়,—এ হেন নিঃসঙ্গ বন্দীর বিগত জীবন যা কিছু আবিল ও দুঃখময় করেছে, যা কিছু তার কর্দ্দমাক্ত সরসীতে স্ফটিক স্বচ্ছতা আনার প্রতিবন্ধক হয়েছে, তার এমন সব অশুদ্ধি মুক্ত হতে হয়। কত কৃতজ্ঞচিত্তে তার আঙুল তরকারি বাগানের মৃত্তিকা স্পর্শ করতে চায়, ঢেলা চূর্ণ করতে চায়!—কিন্তু সে যে সব পিচ ঢাকা হয়ে গিয়েছে। কত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার মাথা অনাদি আকাশের দিকে ঘুরে যায়!—কিন্তু, সে যে নিষিদ্ধ। জানালার উপর বসতে আসা ছোট্ট পাখীরা তার অন্তরে কী গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে!—কিন্তু, হায়, জানালায় "আবরণ" ত' আছেই, তার উপর আছে জাল; বাতাস চলাচলের শার্সিটাও ত' তালাবদ্ধ। কত পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা, মাঝে মাঝে কত বিস্ময়কর সিদ্ধান্তও, সে সরবরাহ করা কাগজের টুকরোতে লিপিবদ্ধ করে!—কিন্তু, হায়, ঐ কাগজটুকুও

কিনতে হবে কারাভাণ্ডার থেকে এবং কাজ হয়ে যাওয়ার পর কারা-কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিতে হবে,—অনন্তকাল স্মরণের জন্য……

কিন্তু ধৈর্য্যহীন গুণ বিচারের মাপকাঠি আমাদের চিন্তাধারা ব্যাহত করে। ফলে বর্তমান অধ্যায়ের পরিকল্পনায় চিড় ধরে, চিড় থেকে ফাটল হয় এবং আমরা আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না: নতুন ধরনের কারাগার বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগারে কি বন্দীর আত্মা পরিশুদ্ধ হত না তা চিরতরে ধ্বংস হত?

রোজ সকালে চোখ মেলে যদি এমন সহবন্দীর চোখে চোখ পড়ে যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে, সে বন্দী পরদিন কোন উপায়ে নিজেকে রক্ষা করবে? নিকোলাই আলেকসান্দ্রোভিচ্ কোজিরেভ্ যাঁর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় নিয়োজিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গ্রেফতারের ফলে নষ্ট হয়েছিল, অনন্ত ও অসীমের চিন্তা করে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন: মহা বিশ্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত মহত্তম চিন্ময় সত্তা; নক্ষত্রমণ্ডল এবং তার শাশ্বত স্থিতি; কাল কী এবং কাল উত্তীর্ণ হওয়ার প্রকৃত অর্থ বা কী?

এই পদ্ধতিতে কোজিরেভ্ পদার্থ বিজ্ঞানে এক নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের সূত্রপাত করলেন আর এইভাবেই তিনি দিমিত্রভস্ক্ কারাগারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক অনুসন্ধান ভুলে যাওয়া পরিসংখ্যানের দরুন ব্যাহত হল। যা করেছিলেন তার থেকে বেশী দূর এগোতে গেলে প্রচুর পরিসংখ্যান প্রয়োজন। নির্জন বন্দী-কুঠরীতে, যেখানে একটি ছোট্ট পাখীরও প্রবেশ নিষিদ্ধ, সারা রাতের সঙ্গী এক কেরোসিনের বাতির সহায়তায় কোথায় তিনি সে পরিসংখ্যান খুঁজবেন? বিজ্ঞানী তাই প্রার্থনা করতেন: "দয়াময় ঈশ্বর! আমার যা সাধ্য ছিল করেছি। আমার পাশে দাঁড়াও! শুধু আমার গবেষণা চালিয়ে যেতে দাও!"

কোজিরেভ্ তখন কুঠরীতে একা থাকতেন। তাঁর দশদিন অন্তর একটি করে বই পাওয়ার কথা। কারা-গ্রন্থাগারের কৃপণ সংগ্রহ থেকে দেমিয়ান বেদ্‌নির লাল ঐকতান-এর বিভিন্ন সংস্করণ বারংবার বিভিন্ন কুঠরীতে যেত। তাঁর প্রার্থনা সাঙ্গ হওয়ার পর আধ ঘণ্টা কাটল; ওরা তাঁর বই পাল্টিয়ে দিতে এল; যথারীতি কোন প্রশ্ন না করে ওরা তাঁকে একটি বই এগিয়ে দিল। বইটির নাম: **নক্ষত্রলোক সম্পর্কিত পদার্থ বিজ্ঞান**! ঐ বই গ্রন্থাগারে কি করে এল? কারা-গ্রন্থাগারে যে ঐ বই থাকতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ঘটনা পরম্পরার ক্ষুদ্রতার কথা চিন্তা করে কোজিরেভ্ তক্ষুনি বইটি গ্রাস করতে লাগলেন; যা কিছু তক্ষুনি প্রয়োজন এবং যা পরে প্রয়োজন হতে পারে, এ সবই মুখস্থ করে ফেললেন। দু'দিন কাটল। বইটি আরো আটদিন রাখতে পারবেন। এমন সময় কারাধ্যক্ষ এক অনির্দ্ধারিত পর্য্যবেক্ষণ করতে এলেন। তাঁর শকুন চোখে বইটি তক্ষুনি ধরা পড়ল। "আপনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী?" "হ্যাঁ।" "ঐ বইটা ওঁর থেকে নিয়ে নাও!"

কিন্তু বইটার রহস্যময় আবির্ভাব তাঁর আরও কাজের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। তিনি নোরিলস্ক-এর শিবিরেও ঐ কাজ চালালেন।

এইবার আমরা আত্মা এবং কারাগারের বিরোধ সম্পর্কিত অধ্যায় আরম্ভ করব।

কিন্তু এ কি? পাহারাদারের চাবিতালায় অসভ্য ঝনঝন আওয়াজ হয়। গোমড়ামুখো বিভাগীয় জেল সুপারিনটেনডেন্ট দীর্ঘ তালিকা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। "নাম, পদবী, বাপের নাম? জন্ম তারিখ? দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ? মেয়াদ শেষ কবে? নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। চটপট!"

ভাই সব, এবার বন্দী চালান! বন্দী চালান হবে! কে জানে, আমাদের কোথায় পাঠাবে! শুধু ঈশ্বর সহায়! আমাদের হাড়গুলোও গুছিয়ে নেব নাকি?

বেশ, তবে শোনো: যদি এর পরে বেঁচে থাকি, হয়ত কখনো এ কাহিনী শেষ করব। হয়ত চতুর্থ খণ্ডে। হ্যাঁ, যদি তখনো বেঁচে থাকি..............

প্রথম খণ্ড শেষ

দ্বিতীয় খণ্ড

অন্তহীন গতি

আর তারে দেখি, সে আবর্তিত
সেই চক্রে!
বিরামবিহীন, গতিময়
সেই চক্রে!……
কী ভারী, কত গুরুভার পাথর,
ও যে যাঁতা।
কী তার নাচন, মত্ত প্রলয়,
ও যে যাঁতা, ও যে যাঁতা!……

ডব্লু. ম্যুলার।

প্রথম অধ্যায়

দ্বীপপুঞ্জের জাহাজ

বেরিং প্রণালী থেকে প্রায় বস্‌ফরাস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার মন্ত্রমুগ্ধ দ্বীপ ছড়িয়ে আছে। ওরা অদৃশ্য হয়েও অস্তিত্ববিহীন নয়। তাই পদার্থগত রূপ, ওজন এবং ঘনত্ববিশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জের অদৃশ্য ক্রীতদাসদের অনুরূপ অ-ভাবে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে অনবরত পাঠাতে হয়।

কোন উপায়ে ওদের পাঠানো হয়? কোন যানবাহনে?

তার জন্য অবশ্যই বড় বড় বন্দর আছে,—বন্দী চালান কারাগার; অপেক্ষাকৃত ছোট বন্দরও আছে,—শিবির চালান বিন্দু। চারপাশে ঘেরা ইস্পাতের জাহাজও আছে; আর আছে বিশেষ নামধেয় রেলগাড়ি,—"জাক্ গাড়ি" বা "বন্দী গাড়ি।" ঐ জাহাজগুলি নোঙর করা অবস্থায় কোন ডিঙ্গি নৌকা বা লঞ্চ ওদের গায়ে ভিড়ে না; ভিড়ে অনুরূপ ভাবে ঘেরা সর্ব্বকর্মোপযোগী কালো মারিয়ার দল। জাক্ গাড়িগুলি নিয়মিত নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী চলে। প্রয়োজনমত একটি গোটা জাক্ গাড়ির সারি,—অর্থাৎ গবাদি পশু পরিবহণের লাল রঙের কামরার একাধিক সমাবেশ,—দ্বীপপুঞ্জের পথ ধরে এক বন্দর থেকে সোজা অন্য বন্দরে পাঠানো হয়।

এ এক অত্যুন্নত ব্যবস্থা! এ ব্যবস্থা তড়িঘড়ি সৃষ্ট হয়নি। ভাল খাওয়া দাওয়া করা মতৈক্যসম্পন্ন মানুষ ধীরে সুস্থে কয়েক যুগ ধরে এ ব্যবস্থা গড়েছে। কোন বিজোড় তারিখে বেলা পাঁচটায় কিনেশ্‌মা-গামী জাক্ গাড়ি বুতুর্কি, ক্রাস্‌নায় প্রেস্‌নিয়া এবং তাগাঙ্কা কারাগারগুলি থেকে বোঝাই কালো মারিয়ার চড়নদারদের নিতে উত্তর মস্কো স্টেশনে দাঁড়ায়। আইভানোভোর জাক্ গাড়ি আসে জোড় তারিখে ভোর ছ'টায়; নেরেখ্‌তা, বেজ্‌হেটস্ক্ এবং বলোগোয়ে-গামী যাত্রীদের নিয়ে রওনা হয়।

এ সব আপনার পাশেই ঘটে, আপনি প্রায় স্পর্শ করতে পারবেন। কিন্তু ওরা অদৃশ্য, ইচ্ছা হলে আপনি চোখ বুজেও থাকতে পারেন। বড় বড় স্টেশনের যাত্রীদের ব্যবহার্য্য প্ল্যাটফরম থেকে দূরে, বহু দূরে ঐ নোংরামুখো লোকগুলিকে জাক্ গাড়িতে ওঠানো বা জাক্ গাড়ি থেকে নামানো হয়, এবং রেল লাইনের কর্ম্মী ও পরিদর্শকরা ছাড়া কেউ তা দেখতে পায় না। ছোট ছোট স্টেশনে দুটি গুদামের মাঝখানের গলিপথ কর্তৃপক্ষের বিশেষ পছন্দ। কালো মারিয়া গাড়িগুলি সেই গলিপথ বেয়ে এমনভাবে

পিছু হঠতে থাকে যে তাদের পা-দানি জাক্ গাড়ির পা-দানির সঙ্গে মিলে যায়। স্টেশনটি বা জাক্ গাড়ির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত অথবা নিজেকে দেখার সময়টুকুও বন্দী পায় না। তার শুধু পা-দানি লক্ষ্য করতে হবে। কখনো কখনো জাক্ গাড়ির সর্বনিম্ন পা-দানিটি হয় ওর কোমর সমান উঁচু। বন্দীর ওটুকু বেয়ে ওঠার শক্তিও থাকে না। কালো মারিয়া থেকে জাক্ গাড়ি পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ পথটিতে নজর রাখতে রাখতে পাহারাদাররা হিংস্র গর্জন করে ওঠে: "জলদি! জলদি করো!" হয়ত সঙীনও দেখায়।

আর আপনি ছেলেপুলে, স্যুটকেস্ এবং ঝোলাঝুলি সামলে প্ল্যাটফরম পেরোতে এত ব্যস্ত যে খুঁটিয়ে দেখার সময় পান না: ট্রেনটার শেষে একটা অতিরিক্ত মালপত্রের গাড়ি লাগানো কেন? অথচ মালপত্রের গাড়ির মত দেখতে হলেও ওর গায়ে সেই রকম মার্কা নেই কেন? জানালাগুলিতে গরাদের উপর কোণাকুণি করে লোহার শিক আঁটা কেন? অত অন্ধকার বা কি জন্য? "পিতৃভূমির রক্ষক" সৈন্যরা কেন ঐ গাড়ি চড়েছে? আর ট্রেন থামা মাত্র গাড়ির দু'পাশে দুটি সৈন্য শিস্ দিয়ে মার্চ করতে করতে কেন গাড়ির নিচে উঁকি দিচ্ছে?

ট্রেন চলতে সুরু করে আর একই সর্পিল রেলপথ বেয়ে, আপনার মতই ধোঁয়া, মাঠ, থাম এবং গোলাবাড়ি পেরিয়ে, হয়ত আপনার থেকে কয়েক মুহূর্ত আগে কয়েক শো ভিড়ে ঠাসাঠাসি বন্দী অদৃষ্ট এবং ব্যথিত হৃদয় বয়ে নিয়ে যায়। জলে হাত দিয়ে তুলে নিলে জলে যে ছাপ থাকে, যে বেদনার সারি পার হয়ে গেল আপনার জানালার বাইরের বাতাসে ত' অতটুকু ছাপও রইল না। ট্রেন যাত্রার অভ্যস্ত জীবনে,—যা সদা বৈচিত্র্যহীন, সেই সহজে খোলা চলে এমন বিছানা এবং ধাতুনির্মিত হাতলযুক্ত কাঁচের গ্লাসে চা খাওয়া,—আপনার মাত্র তিন সেকেণ্ড আগে কত অন্ধকার এবং কত অবদমিত ত্রাস একই ইউক্লিডীয় ক্ষেত্রাংশ মাধ্যমে পরিবাহিত হল তা কি বুঝতে পেরেছিলেন? আপনি অসন্তুষ্ট, কামরায় বড্ড ভিড়—এক কামরায় চারজন। আপনি কি বিশ্বাস করতে পাররেন, এই লাইনগুলি পড়তে পড়তেও কি বিশ্বাস করা সম্ভব হবে যে আপনার কিছু আগে ধেয়ে যাওয়া ঐ জাক্ গাড়ির আপনারই আয়তনের কামরায় আছে চোদ্দজন? আর যদি পঁচিশজন থাকে? কিংবা ত্রিশজন?

জাক্ গাড়ি—কি বিশ্রী ডাক নাম! জল্লাদ সম্পর্কিত সবকিছুই ত' তাই। ওরা বোঝাতে চাইত, বন্দী পরিবহণের রেলগাড়ি,—'জাক্ চেম্বিয়ে'দের জন্য। কিন্তু কারা-প্রশাসনের কাগজপত্র ছাড়া আর কোথাও এ নাম স্থান পায়নি। বন্দীরা এ ধরনের রেলগাড়িকে স্টোলিপিন গাড়ি বা আরো সহজ স্টোলি'পিন বলতে অভ্যস্ত ছিল। আমাদের দেশে রেল পর্যটনের ব্যাপক বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্দী পরিবহণের রূপ পাল্টে ছিল। গত শতাব্দীর নবম দশক অবধি শুধু পদযোগে বা ঘোড়াটানা গাড়িতে

সাইবেরিয়ায় বন্দী চালান করা হত। এমন কি ১৮৯৬ সালেও বন্দী লেনিনকে সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীবাহী রেলগাড়িযোগে (অন্য স্বাধীন নাগরিকও সে গাড়ির আরোহী ছিলেন) সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। গাড়িতে অসহ্য ভিড় হওয়ার জন্য লেনিন চালকদের ধমকিয়েছিলেন। ইয়ারোশেঙ্কোর সুবিদিত চিত্র জীবন সর্ব্বত্র বিরাজমান-এ দেখানো হয়েছে, একটি চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীবাহী রেলগাড়িকে কোন রকমে বন্দীবাহী গাড়ি হিসাবে সাজানো হয়েছে: সবকিছু আগের মত রেখে শুধু জানালাগুলিতে দু'প্রস্থ লোহার শিক লাগানো হয়েছে; বন্দীরা সাধারণ নাগরিকের মতই ঐ গাড়ির আরোহী। রুশ রেলপথে দীর্ঘকাল ঐ ধরনের গাড়ি ব্যবহৃত হত। কিছু লোকের মনে আছে, বন্দী হিসাবে '২৭ সালেও তাঁদের ঠিক ঐ ধরনের গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কেবল নারী ও পুরুষ বন্দীদের পৃথক রাখা হত। অপর পক্ষে সমাজবাদী বিপ্লবী ক্রশিন্ বলেন, বন্দী হিসাবে জার-আমলেও তাঁকে স্টোলিপিন গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কেবল তফাত,—এও সেই কিংবদন্তীর যুগের কথা, —প্রতি কামরায় ছ'জন আরোহী থাকত।

সম্ভবত: স্টোলিপিনের আমলে, অর্থাৎ ১৯১১ সালের আগে, প্রথম এই ধরনের রেলগাড়ি চালু হয়েছিল এবং তৎকালীন ক্যাডেট বিপ্লবীরা বিরক্ত হয়ে গাড়িটির সাথে স্টোলিপিনের নাম যুক্ত করেন। যা হোক, বন্দী পরিবহণের উপায় হিসাবে দ্বিতীয় দশকেই ঐ গাড়ি কর্তৃপক্ষের প্রিয় হয় এবং তৃতীয় দশকের গোড়ায় গণজীবনের সব কিছুর স্বকীয়তা লোপ শুরুর পর একমাত্র ঐ গাড়ি বন্দী-পরিবহণের ব্যাপক মাধ্যম হয়। সুতরাং স্টোলিপিন গাড়ির পরিবর্তে স্ট্যালিন গাড়ি নামটি আরো নির্ভুল। কিন্তু আমরা এখানে রুশ ভাষা প্রসঙ্গে তর্ক তুলব না।

স্টোলিপিন গাড়ি এক সাধারণ রেলগাড়ি যার ন'টি কামরার মধ্যে পাঁচটিতে থাকে বন্দী (এখানেও গুলাগের সবকিছুর মত কারা-সহায়ক ব্যক্তিবর্গ, পাহারাদাররা অর্দ্ধেক দখল করে), এবং প্রত্যেক কামরার বসবার প্রকোষ্ঠ চলাচলের পথ থেকে পৃথক করে রাখার জন্য থাকে লোহার কোণাকৃতি জালি,—রেল স্টেশনের পার্কগুলির মত,—যে জন্য বন্দী পরিদর্শন সহজ হয়। চাল অবধি উঁচু জালি থাকার জন্য কামরায় মালপত্র রাখার তাক থাকে না। চলাচলের পথের ধারে একই ধরনের লোহার জাল লাগানো জানালা থাকে। বন্দী বসবার প্রকোষ্ঠগুলির ধারে জানালার পরিবর্তে থাকে দ্বিতীয় শোবার তাকের উচ্চতায় কয়েকটি লোহার শিক লাগানো ছোট্ট গবাক্ষ। বাইরের দিকে কোন জানালা থাকে না বলে একে মালগাড়ির মত দেখায়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে থাকে শিক লাগানো লোহার হড়কানো দরজা।

চলাচলের পথ থেকে প্রকোষ্ঠগুলি দেখে খাঁচার কথা মনে পড়ে: চার পাশে লোহার জালঘেরা মেঝে আর তাকে খাঁচার মত গুড়িসুড়ি মেরে থাকা কতকগুলি

মনুষ্যসদৃশ জন্তু কাতর চোখ মেলে তাকায়, কিছু খেতে বা পান করতে চায়। বন্দী ছাড়া আর কোন জন্তুকেই ওরা অত ঠেসাঠেসি করে খাঁচায় রাখে না।

অ-বন্দী ইঞ্জিনিয়ারদের হিসাব মতে স্টোলিপিন গাড়ির প্রকোষ্ঠের বসবার বেঞ্চিতে ছ'জন বসতে পারে, মাঝের তাকে (লম্বা সারিবদ্ধ এই তাকে ওঠার জন্ত দরজার পাশে একটু জায়গা কাটা থাকত) তিনজন আর সর্ব্বোচ্চ তাকে আরো দু'জন শুতে পারত। এই এগারোজনের উপর যদি আরো এগারোজন বন্দীকে প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় (শেষোক্তদের যদি পাহারাদারদের সবুট পদাঘাতে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়) তাহলে ধরে নেওয়া চলে স্টোলিপিন গাড়ির প্রকোষ্ঠের সাধারণ পরিবহণ ক্ষমতা লঙ্ঘিত হয়নি। প্রতিটি উপরের তাকে দু'জন করে বন্দী আধ-বসা অবস্থায় জড়িয়ে থাকে। লম্বা, জোড়া মাঝের তাকে আরো পাঁচজন শুয়ে থাকে; ওরাই ভাগ্যবান। ঐ তাকে জায়গা পেতে গেলে লড়াই করতে হয়। ব্লাৎনিয়ে বা গুণ্ডা দলের কেউ প্রকোষ্ঠে থাকলে তারাই দখল পায়। বাকি তেরোজনের দশজন নিচের দুটি বেঞ্চিতে বসে। আর তিনজন বসে দশজনের চলাচলের রাস্তায়। বন্দীদের উপরে, নিচে, কোথাও বন্দীদের সাথে একাকার হয়ে তাদের জিনিষপত্র ছড়িয়ে পড়ে থাকে। এইভাবে আসনে বসবার মত অবস্থায় বসে ওদের দিনের পর দিন কাটাতে হয়।

না, বিশেষতঃ বন্দীকে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি। দণ্ডিত বন্দী সমাজবাদের কর্ম্মী-সেনা, তাকে নির্যাতন করা হবে কেন? ওদের নির্ম্মাণ প্রকল্পে খাটবার জন্ত ত' তাকে প্রয়োজন। কিন্তু, আপনিও মানবেন, আর যা হোক ও ত' শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে না; ওকে এত খাতির করার প্রয়োজন নেই যাতে স্বাধীন নাগরিকও ঈর্ষাপরায়ণ হয়। আমাদের যানবাহন সমস্তা আছে; ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছবেও বটে, আর পথে মারাও যাবে না।

পঞ্চম দশকে রেল চলাচল সময়সূচী সরলীকরণের পর থেকে বন্দীদের আর ঐ ভাবে একসাথে বেশী দিন গাড়িতে কাটাতে হত না, দেড় বা দু'দিন থাকলেই হত। যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তরকালে অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। তখন প্রতি প্রকোষ্ঠে পঁচিশজন বন্দী বোঝাই একটি স্টোলিপিন গাড়ির কাজাকস্তানের পেত্রোপাভ্‌লভস্ক্‌ থেকে কারাগাণ্ডা পৌঁছতে সাতদিনও লাগতে পারত। প্রতি প্রকোষ্ঠে ছাব্বিশজন বন্দী বোঝাই গাড়ির কারাগাণ্ডা থেকে স্ভের্দলভস্ক্‌ পৌঁছতে আটদিন লাগতে পারত। '৪৫-এর আগস্টে স্টোলিপিন গাড়ি করে কুইবিশেভ্‌ থেকে চেলিয়াবিনস্ক্‌ পৌঁছতে সুদির বেশ কয়েক দিন লেগেছিল: প্রকোষ্ঠে পঁয়ত্রিশজন বন্দী একে অপরের উপর শুয়ে থাকত, লড়াই করত, মেঝেয় পড়ে যেত।' '৪৬-এর শরতে এন. ভি. তিমোফিয়েভ্‌ রেসভ্‌স্কি যে গাড়িতে পেত্রোপাভ্‌লভস্ক্‌ থেকে মস্কো পৌঁচেছিলেন

তার প্রতি প্রকোষ্ঠে ছিল ছত্রিশজন বন্দী! বেশ কয়েক দিন তাঁকে এমনভাবে উপর থেকে ঝুলতে হয়েছিল যে তাঁর পা মেঝের পরিবর্তে মনুষ্য দেহ স্পর্শ করত। মানুষগুলি মরতে আরম্ভ করল। পাহারাদাররা তাঁর পায়ের তলা থেকে মৃতদেহ টেনে ফেলে দিল (না, মৃত্যুর সাথে সাথে নয়, দু'দিন পরে)। তারপর কামরায় ভিড় কমল। এই ভাবে মস্কো যাত্রায় সেবার তিন সপ্তাহ লেগেছিল।[৮]

প্রতি প্রকোষ্ঠে ছত্রিশজন বন্দীই কি স্টোলিপিন গাড়ির উচ্চতম আরোহী সংখ্যা? ঐ সংখ্যা যে সাঁইত্রিশ বা তদূর্দ্ধ হত না, এর স্বপক্ষে আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ভর করে এবং "সীমক"দের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ রেখে আমি জবাব দিতে বাধ্য: না, না না। ঐটি উর্দ্ধসীমা নয়! হয়ত অন্য কোন দেশে ঐটি উর্দ্ধসীমা হবে, এদেশে নয়! প্রকোষ্ঠে যতক্ষণ এক ঘন সেন্টিমিটারও নিঃশ্বাস না নেওয়া বাতাস থাকবে উপরের তাকগুলির নিচে, বন্দীদের কাঁধ, পা-মাথার মাঝখানে, যেখানেই হোক না কেন প্রকোষ্ঠে আরো বন্দী ঢোকানো চলবে। ধীরে সুস্থে শবদেহ অপসারণের সম্ভাবনা স্মরণ করে কামরার ঘন আয়তনে যে অনপসারিত শবগুলি রাখা সম্ভব সেই সংখ্যাও কেউ হয়ত শর্তসাপেক্ষে উর্দ্ধসীমার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন।

যে রেল কামরার প্রকোষ্ঠে শ্রীমতী ভি. এ. কর্নিয়েভার মস্কো থেকে যাত্রা করতে হয়েছিল তাতে ছিলেন ত্রিশজন বন্দিনী, অধিকাংশই ধর্ম্মবিশ্বাসের দরুন নির্ব্বাসিতা বৃদ্ধা। (এঁদের দু'জন ছাড়া বাকি সবাইকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনমাত্র হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়েছিল) কেউই রেলের কামরায় মারা যাননি। কারণ বন্দিনীদের মধ্যে কয়েকজন সুন্দরী, সুদেহী যুবতী ছিলেন যাঁদের "বিদেশীদের সাথে মেলামেশা" করার অপরাধে ধরা হয়েছিল। এই সুন্দরীরা পাহারাদারদের অপদস্থ করেছিলেন: "এভাবে এঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এরা ত' তোমাদের মায়ের সমান!" সুন্দরীদের নৈতিক যুক্তির চেয়ে তাঁদের আদরণীয় রূপ পাহারাদারদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং তারা কয়েকজন বৃদ্ধাকে সত্যিই সরিয়ে দিল—শাস্তি-কুঠরীতে। কিন্তু স্টোলিপিন গাড়ির শাস্তি-কুঠরীতে ত' শাস্তি নেই, সে বরং আশীর্ব্বাদ। পাঁচটি বন্দী-প্রকোষ্ঠের চারটি সাধারণ বন্দী-কুঠরী হিসাবে ব্যবহৃত হত, আর পঞ্চমটি পৃথকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হত,—উপর এবং নিচে তাক লাগানো দুটি সঙ্কীর্ণ অর্দ্ধ-প্রকোষ্ঠ, যেমন রেলের কণ্ডাক্টরদের থাকে। শাস্তি-প্রকোষ্ঠে বন্দীদের পৃথক করে রাখা হত। একসাথে তিন-চারজন বন্দী এতে থাকতে পারে। তারা সামান্য একটু আরাম আর একটু বেশী জায়গা পায়।

না, স্টোলিপিন গাড়িতে যাত্রাকালে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে ভিড়ে ঠেসাঠেসি এবং শ্রান্ত বন্দীদের শুধু স্যুপের বদলে নোনা হেরিং মাছ আর ভাপে সেদ্ধ

কাস্পিয়ানের কুই মাছ খাওয়ান হয় না। (তৃতীয় এবং পঞ্চম দশকের প্রতি বছর শীত এবং গ্রীষ্মে সাইবেরিয়া আর ইউক্রেনে এই সুখাদ্য পরিবেশন করা হত। এর উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন) হ্যাঁ, তৃষ্ণা দ্বারা বন্দীদের নির্যাতন করা উদ্দেশ্য ছিল না বটে, —কিন্তু আমাকে বলুন, ট্রেনে ঐ হতচ্ছাড়াদের কি বা খাওয়ান চলত? বন্দীবাহী রেলগাড়িতে ওদের গরম খাদ্য পাওয়ার কথা নয়। স্টোলিপিন গাড়ির একটি কামরায় রান্নাঘর থাকত বটে, কিন্তু তা শুধু পাহারাদারদের জন্য। বন্দীদের ত' কাঁচা খাদ্য-শস্য খেতে দেওয়া চলে না। কাঁচা কড মাছও দেওয়া যায় না। টিনের মাংস দিলে ত' খুব ঠেসে খাবে। হেরিংই ঠিক, তার সঙ্গে এক টুকরো রুটি,—আর কি চাই?

এগিয়ে চলুন; ওরা হেরিং দিচ্ছে। নিয়ে সন্তুষ্ট হোন। কিন্তু বুদ্ধিমান হলে তক্ষুণি হেরিংটা খাবেন না, পকেটে পুরে রাখবেন। পরের স্টেশনে জল পাওয়া যাবে। তখন খাবেন। যখন মোটা নুন মাখানো আজভ্ সাগরের এ্যাঙ্কোভি দেয় তখন হয় আরও মুস্কিল! এ্যাঙ্কোভি পকেটে পোরা যায় না। পরনের জ্যাকেটের ভাঁজে, রুমালে অথবা হাতের চেটোয় রেখে দিয়ে, পরে খেতে হয়। বন্দীরা অপর কোন বন্দীর জ্যাকেট পেতে তার উপর এ্যাঙ্কোভি ভাগাভাগি করত। পাহারাদাররা মেঝেয় শুকনো কুই ঢেলে দিত। বেঞ্চিতে বসা বন্দীরা নিজেদের হাঁটুর উপর সেই কুই ভাগাভাগি করত।[৩]

ওরা একবার মাছ দেওয়ার পর রুটি দিতে দেরী করত না; তখন হয়ত একটু চিনিও দিত। এমন সময় পাহারাদার আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করত: "আমরা আজ কিছু খেতে দিতে পারব না। **তোমাদের জন্য ভাঁড়ার থেকে কিছুই দেয়নি।**" দেখা যেত সত্যিই কিছু দেয়নি। হয়ত কারা-প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হিসাবের ভুলে। এমনও হতে পারত যে বন্দীদের জন্যই রসদ সরবরাহ করা হয়েছিল, কিন্তু পাহারাদারদের রসদ কম পড়ায়,—ওরাও ঠিক ভুরিভোজন পেত না,—ওরা বন্দীর রুটি আত্মসাৎ করেছে। সে ক্ষেত্রে আধ টুকরো হেরিং দিতে আসাও সন্দেহজনক।

আবার বন্দীদের ইচ্ছাকৃত নির্যাতন করার উদ্দেশ্যেই যে তাদের হেরিং খাওয়ানোর পরে গরম জল খেতে দেওয়া হত না এমন নয় (অবশ্য বন্দীরা কখনই গাড়িতে গরম জল পেত না) এমন কি এমনি জলও যে দেওয়া হত না তার কারণ বুঝতে হলে পরিস্থিতিটি বুঝতে হয়: গাড়িতে অল্প কয়েকজন পাহারাদার থাকত; কিছু পাহারাদার কামরায় চলাচলের পথে নজর রাখত, কয়েকজন প্ল্যাটফরমে পাহারা দিত; আবার প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ি থামলে ওরা গাড়ির উপরে চড়ে এবং নিচে উকি দিয়ে কোথাও কোন ফুটো করা হয়েছে কিনা দেখত। বাদবাকি পাহারাদার বন্দুক পরিষ্কার করত। অধিকন্তু রাজনৈতিক মতবাদ শিক্ষা এবং যুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধাদির উপর প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য সময় দিতে হত। আর তৃতীয় পাহারাদারের দল তখন নিদ্রামগ্ন। ওরা কেউ

আট ঘণ্টার বেশী ডিউটি করবে না,—যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। এসব কিছুর উপর বালতি হাতে জল আনতে যাওয়া (বেশ দূর থেকে বয়ে আনতে হত) অপমানজনক। সোভিয়েত সৈন্য কেন জনগণের শত্রুর জন্য জল টানবে? তা ছাড়া অনেক সময় কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে, স্টেশন থেকে তফাতে কোন জায়গায় টানাটানি করে স্টোলিপিন গাড়ির প্রয়োজনমত সমাবেশ করতে পাহারাদারদের অর্দ্ধেক দিন কেটে যেত। তখন লাল ফৌজের লোকগুলিও খাওয়ার জল পেত না। তবু একটা উপায় ছিল। রেল ইঞ্জিনের ভিতর থেকে জল তুলে আনা যেত। সে জলের ঘোলাটে হলুদ চেহারা, ইঞ্জিনের গ্রীজ্ ভাসে। তা হোক, জেক্‌রা ত' স্বেচ্ছায় ঐ জল পান করবে। তা ছাড়া প্রকোষ্ঠের আধা অন্ধকারে ওরা দেখবেই বা কি করে? ওদের দিকে না আছে জানালা না বাতি। চলাচলের পথ থেকে যা একটু আলো ওদের দিকে যায়। আর এক সমস্যা, ঐ জল বিতরণ করা। কোন জেক্-এর মগ নেই। যার ছিল তাও অনেক কাল আগে তার থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই সরকারী ভাঁড়ার থেকে দুটি মগ সংগ্রহ করতে হবে এবং ওরা যতক্ষণ জল খাবে ততক্ষণ অনবরত বালতিতে মগ চোবাতে হবে আর ওদের মগে ঢালতে হবে। তার উপর আছে জেক্‌দের ঝগড়া,—কে প্রথম জল খাবে। ওরা চায় সুস্থ সবল বন্দীরা প্রথমে থাক তার পরে ক্ষয়রোগগ্রস্ত, সবার শেষে সিফিলিসগ্রস্তরা! পরের প্রকোষ্ঠেও ত' আবার ঐ জিনিষ আরম্ভ হবে: সুস্থরা প্রথম···

তবু পাহারাদাররা সব সময় জল বয়ে আনত, বিতরণও করত যদি না শুয়ারের বাচ্চারা জল খেয়েই শৌচাগারে যেতে চাইত। একবার জল খেতে দিলে ওরা একবার শৌচাগারে যাবে। দয়া দেখিয়ে দ্বিতীয়বার দিলে, দ্বিতীয়বার যাবে। সুতরাং সোজা হিসেব,—সারাদিনে জল খেতে না দিলে শৌচাগারে যেতে চাইবে না।

কৃপণতা থেকে বন্দীদের শৌচাগারে যেতে দেওয়ার অনিচ্ছা জন্মায়নি। আসলে ওদের শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া একটি দায়িত্বপূর্ণ,—এমন কি যুদ্ধকালীন দায়িত্বের সমান,—কাজ। এতে একটি প্রথম শ্রেণীর সেপাই এবং দু'টি সাধারণ সেপাইয়ের অনেক সময় ব্যাপৃত হয়। দু'জন সেপাই, একজন শৌচাগারের গা ঘেঁষে অপর জন উল্টোদিকের চলাচলের পথে দাঁড়াবে যাতে বন্দী ঐদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা না করে। প্রথম শ্রেণীর সেপাই প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে শৌচাগার প্রত্যাগত বন্দীকে ঢুকিয়ে অপর একজন বন্দীকে বেরোতে দেবে, তারপর দরজা বন্ধ করবে। যে-কোন সময় মাত্র একজন বন্দীকে বেরোতে দেওয়ার নিয়ম, যাতে ওরা বিদ্রোহ বা পালানোর চেষ্টা না করতে পারে। অতএব যে বন্দী শৌচাগারে যায় তার জন্য শুধু তার প্রকোষ্ঠের ত্রিশজনের অপেক্ষা করে থাকতে হয় না, সারা কামরার একশো কুড়িজন বন্দীরও অপেক্ষা করতে হয়,—পাহারাদারদের কথা নয় ছেড়েই দিলাম। তাই

পাহারাদাররা হাঁকে : "এসো, জল্‌দি ! চটপট সারো !" প্রথম শ্রেণীর সেপাই এবং অন্য সেপাইরা বন্দীকে শৌচাগারে যাওয়ার এবং সেখান থেকে ফেরার পথে এত তাড়া দেয় এবং বন্দী নিজে এত তাড়াহুড়া করে যে হোঁচট খায়,—যেন ও মলমূত্র ত্যাগের ঐ গর্তটি রাষ্ট্রের থেকে চুরি করে পালাচ্ছে। ('৪৯ সালে স্টোলিপিন গাড়িতে মস্কো থেকে কুইবিশেভ্‌ যাওয়ার সময় এক-পা-ওলা জার্মান গুলজ্‌, যে ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি করার রুশ অর্থ শিখে নিয়েছিল, এক পায়ে লাফিয়ে শৌচাগারে গিয়ে সেখান থেকে ফিরছিল ; তাতে পাহারাদাররা হাসতে হাসতে আরো তাড়া দিল। ও তাতে চলাচলের পথের শেষে, শৌচাগারের সামনে পড়ে গেল। একজন পাহারাদার রেগে গিয়ে ওকে মারতে লাগল। ক্রমাগত ঘুষি বর্ষণে উঠতে না পেরে গুলজ্‌ হামাগুড়ি দিয়ে নোংরা শৌচাগারে ঢুকে পড়তে বাধ্য হল। তাতে বাকি পাহারাদাররা হাসিতে ফেটে পড়ল)।[৪]

বন্দী যাতে পালাতে না পারে এবং বেশী সময় সেখানে না কাটায় সেই উদ্দেশ্যে শৌচাগারের দরজা খোলা রাখতে হত। শৌচাগারের বাইরে পাটাতনে দাঁড়ানো পাহারাদার বন্দীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করত : "এসো, বেরিয়ে এসো ! যথেষ্ট হয়েছে ! তোমার পক্ষে ঐ খুব !" কখনো বন্দী শুরু করার আগেই ও হাঁকত : "হ্যাঁ, শুধু এক নম্বর !" তার অর্থ ও বন্দীকে বিশেষ কয়েকটি কাজ করতে দেবে না। এর উপর, কখনই হাত ধোয়া চলত না। গাড়ির ট্যাঙ্কে যথেষ্ট জল বা যথেষ্ট সময় থাকত না। হাত মুখ ধোয়ার বেসিনের কল ছুঁলেই পাহারাদার হাঁকত : "ছুঁয়ো না, বেরিয়ে এসো।" (কারুর ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির মধ্যে এক টুকরো সাবান বা একটি তোয়ালে থাকলে তা লজ্জায় বার করার সাহস হত না : তার অর্থ হত শোষণকারীর মত আচরণ) শৌচাগার অত্যন্ত নোংরা থাকত। জল্‌দি ! জল্‌দি ! জুতোয় ঐ ময়লা সুদ্ধ বন্দীকে প্রকোষ্ঠে ঠেলে পাঠানো হত। অন্য বন্দীর হাত বা কাঁধে পা দিয়ে উপরের তাকে উঠবার সময় অথবা বন্দী উপরের তাকে বসলে তার ঝুলান পায়ের জুতো থেকে টপ টপ করে ময়লা পড়ত।

কোন বন্দিনীকে শৌচাগারে নিয়ে গেলেও পাহারাদারদের নিয়ম কানুন এবং কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী দরজা খোলা রাখতে হত। কিন্তু সব পাহারাদার এ ব্যাপারে চাপ দিত না : ঠিক আছে, যাও, দরজা বন্ধ করোগে। (তার পর আর এক বন্দিনীকে শৌচাগার সাফ করতে পাঠানো হত। পাহারাদার তখন ঠিক তার পাশে দাঁড়াত,—পাছে পালানোর চেষ্টা করে)।

এত দ্রুতগতি সত্ত্বেও একশো কুড়িজন বন্দীর শৌচাগার যাতায়াতে দু' ঘণ্টার বেশী লেগে যেত,—তিনজন পাহারাদারের আট ঘণ্টা ডিউটি শিফটের এক চতুর্থাংশের বেশী ! অথচ তাতেও ওদের খুসি করা যেত না। এত করা সত্ত্বেও কোন

কোন বৃদ্ধ বন্দী আধ ঘণ্টা পরেই শৌচাগারে যাওয়ার বায়না জুড়ত। অবশ্য তাকে যেতে দেওয়া হত না। সে তখন প্রকোষ্ঠেই নিজের জামাকাপড় নোংরা করে ফেলত। ফলে প্রথম শ্রেণীর সেপাই-এর উৎপাত মনে হত : বৃদ্ধ বন্দীকে স্বহস্তে সেই ময়লা সাফ করতে জবরদস্তি করতে হত।

তাহলে সার কথা দাঁড়াল : শৌচাগার যাতায়াত হ্রাস করতে হবে! কম জল আর কম খাদ্য খেতে দাও,—পেট খারাপের বায়না তুলে বাতাস দুর্গন্ধে ভরাবে না। কত দুর্গন্ধ হতে পারে? এত দুর্গন্ধ যে, নিঃশ্বাস নেওয়া যেত না।

কম জল! কিন্তু হেরিং বিলি করতেই হবে; ওটা যে আইন। জল পাবে না,—যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। হেরিং পাবে না,—সরকারী চাকরিতে দণ্ডনীয় অপরাধ।

না, কেউ না, কেউ কখনো আমাদের ইচ্ছাকৃত নির্যাতন করেনি! পাহারাদাররা যা করত তাও যুক্তিসঙ্গত! আদি খৃষ্টানদের মত আমরা খাঁচায় বসে থাকতাম আর ওরা আমাদের রক্তাক্ত, ঘা দগদগে জিভের উপর নুন ঢেলে দিত।

হ্যাঁ, বন্দী চালানের পাহারাদাররা প্রায়ই না জেনেশুনে (কখনো কখনো জেনেশুনে দিত) ৫৮ অনুচ্ছেদের রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে একই প্রকোষ্ঠে ব্রাতারি বা চোর এবং অরাজনৈতিক অপরাধীদের মিশিয়ে দিত। সে সময় এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল : বন্দী সংখ্যা ছিল অগুণতি, অথচ রেলের কামরা বা প্রকোষ্ঠ এবং সময়ের অত্যন্ত অভাব। অত বাছাবাছির সময় কোথায়? চারটি প্রকোষ্ঠের একটি বন্দিনীদের জন্য পৃথক রেখে বাকি তিনটিতে সব বন্দীকে ঠাসতে হলে তার সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠি গন্তব্যস্থল, যাতে সহজে তাদের গাড়ি থেকে নামানো যায়।

যীশুখৃষ্টকে অবমানিত করার উদ্দেশ্যেই কি পন্টিয়াস্ পাইলেট তাঁকে দুটি চোরের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন? সে দিনটি ছিল ক্রুশবিদ্ধ করার দিন। তায় ছিল একটিমাত্র গলগোথা এবং সময়াভাব। **যীশুকে তাই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আইন উল্লঙ্ঘনকারীদের সাথে।**

□

আমি এক সাধারণ বন্দী হলে কী দুর্ভোগ সইতে হত চিন্তা করতেও ভয় পাই··· পাহারাদাররা এবং বন্দ-চালানি অফিসাররা আমার সঙ্গে এবং আমার সাথীদের সঙ্গে সতর্ক এবং ভদ্র ব্যবহার করেছিল······রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আমি কঠোর-শ্রম খাটতে গিয়েছিলাম অপেক্ষাকৃত আরামে,—যানবাহনে আমার আসন ছিল ফৌজদারী অপরাধীদের থেকে পৃথক এবং আমার ছত্রিশ পাউণ্ড ওজনের মালপত্র টেনে নিয়ে গিয়েছিল আর একটি গাড়ি।

……যাতে পাঠক আর একটু সহজে বুঝতে পারেন তাই উপরের অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিইনি। সাধারণতঃ পরিহাস বোঝাতে বা কোন কথা পৃথক করতে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। আর উদ্ধৃতি চিহ্ন না থাকলে অনুচ্ছেদটি উদ্দাম মনে হয়, তাই না?

গত শতাব্দীর প্রায় নবম দশকে পি. এফ. ইয়াকুবোভিচ্ এ কথা লিখেছিলেন। ঐ অন্ধকার, নিরানন্দ যুগের বাণী হিসাবে তাঁর বইটি সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। বইটি থেকে জানা যায়, এমন কি গাদাবোটেও রাজনৈতিক বন্দীদের পৃথক স্থান থাকত এবং তাঁদের ডেকে বেড়ানোর জন্য একটি অংশ পৃথক রাখা হত। [টলস্টয়ের "পুনর্জ্জন্ম" গ্রন্থেও এই বৃত্তান্ত ত' আছেই, অধিকন্তু আছে যুবরাজ নেখ্লিউদভ্ (ইনি বহিরাগত) বন্দীদের সাথে দেখা করার এবং কথা বলার অনুমতি পেয়েছিলেন] তালিকায় ইয়াকুবোভিচের নামের পাশে 'যাদুশব্দ' 'রাজনৈতিক' কথাটি ভুলক্রমে লাগানো হয়নি বলে উস্ত্-কারায় "কঠোর-শ্রম-পরিদর্শক তাঁর প্রতি এক সাধারণ অপরাধীর মত রূঢ়, উদ্ধত আচরণ করেছিল।" (ইয়াকুবোভিচের নিজের উক্তি) অবশ্য 'ঐ' ভুল বোঝাবুঝি অল্প পরেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

কী এক অবিশ্বাস্য কাল! সেকালে রাজনৈতিক বন্দীর সাথে সাধারণ অপরাধীদের মিশিয়ে দেওয়া যেন অপরাধ গণ্য হত। জনসাধারণের কাছে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে সাধারণ অপরাধীদের দলবদ্ধভাবে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হত। আর রাজনৈতিক বন্দীদের স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হত গাড়ি করে। (১৮৯৯ সালে ওল্মিন্স্কি) রাজনৈতিক বন্দীদের এজমালি পাত্র থেকে খাবার খাওয়ান হত না। তাঁরা খাদ্য ভাতা পেতেন এবং সেই ভাতা খরচ করে জনসাধারণের ভোজনালয় থেকে খাবার আনাতেন। বলশেভিক দলের সভ্য ওল্মিন্স্কি হাসপাতালের খাদ্যও খেতে চাননি,—সে নাকি অত্যন্ত মোটা।[৫] কারাকর্ম্মী তাঁকে 'আপনি' সম্বোধন না করার জন্য বুতুর্কির সুপারিনটেনডেণ্ট ওল্মিন্স্কির কাছে মাফ চেয়েছিলেন : দেখুন, আমাদের এখানে বড় একটা রাজনৈতিক বন্দী পাঠায় না; কারাকর্ম্মীরা তাই ভদ্র সম্বোধন শেখেনি।

বুতুর্কিতে বড় একটা রাজনৈতিক বন্দী পাঠায় না? এ কোন ধরনের স্বপ্ন? তাহলে তাদের কোথায় পাঠানো হত? তখন লুবিয়াঙ্কা কারাগারের জন্ম হয়নি। লেফর্ৎভো'র ত' হয়ইনি!

লেখক রাদিশ্চেভ্কে শিকল পরিয়ে বন্দী চালানের গাড়ি করে পাঠানো হয়েছিল। রাস্তায় শীতবোধ হতে ওরা তাঁকে এক পাহারাদারের থেকে নিয়ে নেওয়া "বিশ্রী, কাঁচা ভেড়ার চামড়ার কোট" দিয়েছিল। যা হোক সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন তক্ষুণি হুকুম দিলেন রাদিশ্চেভের শিকল খুলে দেওয়া হোক এবং তাঁর যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব

কিছু সরবরাহ করা হোক। কিন্তু '২৭ সালের নভেম্বরে শ্রীমতী আন্না স্ক্রিপ্‌নিকোভাকে বুতুর্কি থেকে বন্দী চালান মাধ্যমে সোলভেৎস্কিতে পাঠানো হয়েছিল একটি খড়ের টুপি আর গ্রীষ্মের পোষাক পরিয়ে (অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে গ্রেফতারের সময় তাঁর পরনে যে পোষাক ছিল। গ্রেফতারের পর তাঁর ঘর সীলমোহর করে দেওয়া হয়েছিল এবং শীতবস্ত্র বার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি)।

সাধারণ অপরাধীর থেকে রাজনৈতিক বন্দীকে পৃথক করার অর্থ দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সমান প্রতিপক্ষ হিসাবে মর্য্যাদা দেখানো এবং এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পৃথক মতামত থাকতে পারে। সুতরাং গ্রেফতার হয়েও রাজনৈতিক বন্দী তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন।

কিন্তু আমরা সবাই প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত এবং সমাজবাদীরা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায়ে অসমর্থ হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদের মিলিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ বন্দীদের উপহাস এবং কারাকর্ম্মীদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা উৎপাদন করত। "এখানে সবাই অপরাধী",—কারাকর্ম্মীরা উত্তর দিত, এবং ওরা তা বিশ্বাসও করত।

এই মিশ্রণ, এই প্রথম বিধ্বংসী সাক্ষাৎকার ঘটে হয় একটি কালো মারিয়ায় নয় একটি স্টোলিপিন গাড়িতে। ঐ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ওরা আপনাকে (জিজ্ঞাসাবাদের সময়) যত অত্যাচার, নির্যাতন এবং নিপীড়ন করেছে তার উৎস নীল টুপিধারীরা, যাদের আপনি কখনই ভুল করেও মানুষ ভাবেননি বরং রাষ্ট্রসেবার এক উদ্ধত শাখামাত্র মনে করেছেন। অথচ মানসিক ক্রমবিকাশ এবং অভিজ্ঞতার বিচারে সহবন্দীরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও, এবং আপনি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলেও, এমন কি ওরা আপনার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করলেও ওরা সেই একই সাধারণ, পাপপ্রবণ গতানুগতিক মানব-সমাজের অন্তর্গত যাদের মাঝে আপনি সারা জীবন কাটিয়েছেন।

স্টোলিপিন গাড়ির প্রকোষ্ঠে ঠেলে ঢোকানোর সময়ও আপনি দুর্ভাগ্য যাত্রায় নিজের সাথীদের দেখতে পাওয়ার আশা করেন। মনে করেন, সব শত্রু এবং নির্যাতনকারী কারা-ব্যবস্থার ওপারে রয়ে গেল। এপারেও তাদের দেখতে পাওয়ার কথা ভাবেননি। হঠাৎ চোখ তুলে মধ্যের তাকের চৌকো জায়গাটায়, অর্থাৎ মাথার উপর একমাত্র স্বর্গের দিকে তাকাতেই দেখলেন তিন চারটি—না, না, মুখ নয়! বন-মানুষের মুখও নয়; সে ত' আরও, আরও অনেক সভ্য এবং চিন্তাশীল হয়! না, ওরা জঘন্য মুখাবয়ব মাত্র নয়, ও মুখেও কিছু মানুষের আদল আছে। আপনি দেখলেন ক'টি ক্রূর জঘন্য পশুর মত মুখ লোভ আর বিদ্রূপভরা অভিব্যক্তি নিয়ে চেয়ে আছে। ওরা প্রত্যেকে শিকারী মাকড়শার পোকা ধরার দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাল। যে লোহার গরাদ আপনাকে বন্দী করে রেখেছে তাই ঐ মাকড়শার জাল,—ওরা

এবার আপনাকে ধরেছে! ওরা অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করল, যেন আপনাকে এক ধার থেকে কামড়ানো শুরু করতে চায়। কথা বলতে বলতে ওরা সাপের মত হিস্ হিস্ করে, যেন বাক্যের স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলি থেকে ঐ হিস্ হিস্ ওদের বেশী প্রিয়। ওদের কথার যে অংশটুকুতে রুশ ভাষার সাথে সাদৃশ্য তা হল ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ্য পদের প্রান্ত। একে ভাষা না বলে বুলি বলাই সমীচীন।

ঐ অদ্ভুত গোরিলাকৃতিগুলি সাধারণতঃ হাতবিহীন গেঞ্জিতে সজ্জিত হত। স্টোলিপিন গাড়ির ভিতর বেশ গুমোটভাব। ওদের শিরাবহুল রক্তিম কণ্ঠ, ফুলে ওঠা কাঁধের পেশী, উল্কি করা বলিষ্ঠ বক্ষ কখনো কারাগারে শীর্ণ হয়নি। ওরা কারা? কোথা থেকে এসেছে? হঠাৎ নজর পড়বে, ওদের গলা থেকে একটি করে ক্রুশ ঝুলছে। হ্যাঁ, সুতোয় বাঁধা এ্যালুমিনিয়মের ক্রুশ। আপনি বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করেন। ওদের মধ্যে তাহলে ধর্মবিশ্বাসীও আছে। কী স্বস্তি! দারুণ খারাপ কিছু ঘটবে না। কিন্তু প্রায় তক্ষুণি ঐ "ধর্মবিশ্বাসী"রা ক্রুশ এবং ধর্মবিশ্বাস নস্যাৎ করে শাপ-শাপান্ত করতে করতে (আংশিক রুশ ভাষায়) দুটি বেরিয়ে থাকা আঙুলকে গুলতির বাঁটের আকারে সোজা আপনার চোখে ঠেসে দেয়,—না, ভয় দেখিয়ে থেমে যেতে নয়, চোখদুটি উপড়িয়ে নিতে চায়। ওদের এই ভঙ্গী, যা বলতে চায় "তোর চোখ উপড়ে নেব, কাকের ছানা!"—ওদের বিশ্বাস এবং দর্শনের সার। ওরা যদি চোখদুটিকেই পোকার মত উপড়িয়ে ফেলতে পারে আপনার আর যা কিছু আছে তা কি ছেড়ে দেবে? ঐ ছোট্ট ক্রুশটা দুলতে থাকে আর তখনো-না-উপড়ানো চোখে ঐ আদিমতম দৃশ্য দেখে আপনার সব বিচার বিবেচনা ওলট পালট হয়ে যায়,—আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে ইতিমধ্যে উন্মাদ আর কে উন্মাদপ্রায়?

এতাবৎকাল মনুষ্য সমাজের যত আচরণ ও অভ্যাস সারা জীবন পালন করেছেন তা এক লহমায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সারা অতীত জীবন, বিশেষতঃ গ্রেফতারের আগে, কিন্তু বেশ কিছু মাত্রায় তার পরে, এমন কি অল্প মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদকালেও, আপনি অপর ব্যক্তিদের শব্দ সমাবেশ দ্বারা সম্বোধন করেছেন এবং তাঁরা আপনাকে অনুরূপ প্রকারে উত্তর দিয়েছেন। ঐ শব্দ ক্রিয়া উৎপাদন করেছে,—বোঝানো, অসম্মতি, সম্মতি ইত্যাদি। মনুষ্য সমাজের বহু আদান প্রদানের কথা আপনার মনে পড়ে,—হুকুম, অনুরোধ, কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ইত্যাদি। কিন্তু স্টোলিপিন গাড়িতে যা আপনাকে অভিভূত করে তা ঐ সব মানবিক সম্পর্ক বহির্ভূত। কদাকার মুখাবয়ব দলের এক প্রতিনিধি অবতরণ করে; একটি বদমাইস ছোকরা যার ঔদ্ধত্য এবং রূঢ়তার তিনবার নিন্দা করলেও কম করা হয়। আপনার মালপত্র খুলে খুদে শয়তান আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল,—না, অনুমতির তোয়াক্কা না করে, যেন পকেটটি ওর নিজের সম্পত্তি। সেই মুহূর্ত থেকে যা কিছু আপনার, আর আপনার

থাকল না। তারপর থেকে আপনি একটি রবারের পুতুলে পরিণত, যার গায়ে প্রচুর অনাবশ্যক সামগ্রী জড়ানো এবং তা অনায়াসে নিয়ে নেওয়া চলে। আপনি ভাষার মাধ্যমে কিছু বোঝাতে, অসম্মত হতে বা নিষেধ করতে অপারগ। ঐ ক্ষুদে শয়তান বা উপরে বসা জান্তব মুখগুলির কাছে অনুনয় করতেও অপারগ। ওরা মানুষ নয়। আপনি এক মুহূর্তে তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন। একমাত্র যে জিনিষটি ওদের উপর প্রয়োগ করা চলে তা হল প্রহার, জিভ নেড়ে সময় অপব্যয়ের বদলে প্রহার। ঐ ছোকরা কিংবা উপরে বসা বড় মাকড়শাগুলিকে প্রহার করা প্রয়োজন।

কিন্তু উপরের তিনটিকে নিচু থেকে মারবেন কি করে? আর ঐ ছোকরা, ও একটা শয়তান বেড়াল হলেও ওকে মেরে কাজ নেই। ওকে হয়ত আস্তে ঠেলে দেওয়া চলে। না, তাও করবেন না। ও কামড়ে আপনার নাক ছিঁড়ে নেবে। উপরের বাঁদরগুলি আপনার মাথা ভাঙবে। ওদের কাছে ছুরি আছে, আর তা চালাতে ওদের একটুও বাধবে না।

আপনি প্রতিবেশী, সাথীদের দিকে তাকালেন: আসুন আমরা প্রতিরোধ করি, অন্ততঃ প্রতিবাদ করি! কিন্তু সাথীরা, আপনার মত ৫৮ অনুচ্ছেদের বন্দীরা, যাদের প্রত্যেকে আপনি ঐ গাড়িতে পৌঁছন'র আগেই লুণ্ঠিত হয়েছে, সুবোধ ছেলের মত গুড়িসুড়ি মেরে বসে আপনাকে পেরিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। ওরা সচরাচর যেভাবে তাকায় তখন সেই দৃষ্টিতে তাকানোর অর্থ আপনার কাছে আরো বেদনাদায়ক,—যেন কোন বলপ্রয়োগ, লুণ্ঠনই ঘটেনি; যা ঘটেছে তা বৃষ্টিপাত বা ঘাস গজানোর মত প্রাকৃতিক নিয়ম।

ভদ্রমহোদয়, সাথীরা, আমার ভাইসব, আপনাদের প্রতি ঐ আচরণ হয়, কারণ আপনারা উপযুক্ত সময় হেলায় নষ্ট করেছেন! যখন ভিন্নাৎকার কুঠরীতে স্ত্র্ঝিনস্কি অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, এমন কি তারও আগে যখন আপনাদের "প্রতিবিপ্লবী" ঘোষণা করা হয়েছিল তখনই সচেতন হওয়া উচিত ছিল, স্মরণ করা উচিত ছিল আপনারা কারা।

অতএব আপনি চোরদের ওভারকোট খুলে নিতে দিলেন। ওরা আপনার জ্যাকেটের সেলাইয়ের ভাঁজে লুকানো বিশ রুবল হাতড়ে নিয়ে নিল। ব্যাগ ত' আগেই ছেঁড়া হয়ে গেছে। আপনি দণ্ডিত হওয়ার পর আবেগ-প্রবণ স্ত্রী আপনার দীর্ঘ যাত্রার জন্য ঐ ব্যাগে যা ভরে দিয়েছিলেন সে সব নিয়ে ওরা ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল আপনার দিকে······আপনার টুথব্রাশ সুদ্ধ।

সবাই ঐ রকম অত্যাচার সহ্য না করলেও তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে শতকরা নিরানব্বই জন করত।[৬] রণাঙ্গনের সৈনিক, সাধারণ সৈনিক এবং অফিসাররা কেন বিনা প্রতিবাদে সব সইত?

সাহসীর মত আঘাত করতে হলে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়, সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয় এবং লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে হয়। এ সবকিছুই সেখানে অনুপস্থিত। ব্লাৎনোই বা চোরের দল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বন্দী এ লড়াইয়ের প্রকৃতি আন্দাজ করতে পারত না এবং যা আরো গুরুত্বপূর্ণ, তার বিরাট প্রয়োজনীয়তা একটুও বুঝতে পারত না। তার পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত সে (ভুল ভাবে) মনে করত নীল টুপিধারীরাই তার একমাত্র শত্রু। ঐ উল্কি দেওয়া বুকের মালিকরা যে নীল টুপিধারীদেরই লেজুড় এ কথা বুঝতে তার আরো কিছু শিক্ষা প্রয়োজন হত। নীল টুপিরা কখনো মুখে বলত না: "আজ তুমি কাল আমি।" নতুন বন্দী নিজের সম্বন্ধে ভাবতে চাইত সে রাজনৈতিক বন্দী অর্থাৎ জনগণের পক্ষে, আর রাষ্ট্র জনগণের বিপক্ষে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন ক্ষিপ্রনখর দানব উভয় দিক থেকে, পিছন দিক থেকে তাকে অতর্কিত আক্রমণ করে সব মর্য্যাদাবোধ চুরমার করে তার স্বচ্ছতা অবিল করত। তারপর সব হিসাব ঠিকঠাক করতে এবং ঐ শয়তানরা যে কারা-কর্তৃপক্ষের ভায়রাভাই,—একথা বুঝতে বন্দীর দীর্ঘ সময় লেগে যেত।

সাহসীর মত আঘাত করতে হলে মানুষের বুঝতে হয় তার পশ্চাৎ সুরক্ষিত, তার দুই পাশে উত্তম সমর্থন আছে আর আছে তার পায়ের নিচে শক্ত মাটি। '৫৮ অনুচ্ছেদের বন্দীদের ক্ষেত্রে এসব কিছুই থাকত না। রাজনৈতিক জিজ্ঞাসাবাদের মাংস কাটার কল থেকে বেরিয়ে আসতে মানুষের দেহ বাস্তবিক গুঁড়ো হয়ে যেত। অর্দ্ধাশন, নিদ্রাবঞ্চনা এবং শাস্তি-কুঠরীর জমাটবাঁধা ঠাণ্ডার পর সে এক মারখাওয়া মনুষ্যদেহ মাত্র। কেবল তার দেহ নয়, আত্মাও চূর্ণ হয়ে যেত। বারংবার তাকে বলা হত এবং দেখানো হত যে তার মতবাদ, তার আচরণ, মানুষের সাথে তার সম্পর্ক—এ সবই ভ্রান্ত এবং তারাই তার সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। আইনের ইঞ্জিন ঘর থেকে নিষ্কাসিত হয়ে যখন তার চর্ব্বিত দেহ বন্দী-চালানের গাড়িতে বসত সে তখন বোধ-শক্তিহীন এক রূপান্তরিত প্রাণধারণের লোভ মাত্র। তাকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করা, সবকিছু থেকে তাকে পূর্ণ অপসারিত করাই ৫৮ অনুচ্ছেদাধীন জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্য। দণ্ডিত বন্দীকে বুঝতে হত প্রশাসক, ট্রেড ইয়ুনিয়ন সংগঠক বা কমিউনিস্ট সংগঠক মাধ্যম ব্যতিরেকে অপর কোন উপায়ে কারুর সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টাই ছিল তার স্বাধীন জীবনের সবচেয়ে গর্হিত কাজ। কারাগারে এই ভীতি এতদূর প্রসারিত হত যে তা থেকে সব রকমের যৌথ ক্রিয়াকলাপের ভীতি উৎপন্ন হত: দুটি মানুষের একই অভিযোগ বা একই কাগজে দুই বন্দীর একই অভিযোগ স্বাক্ষর। ইতিমধ্যে বন্দুক-ভীত এবং অনাগত দীর্ঘ কালে কোন প্রকার যোগ-সাজস বা মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা বিরহিত এই আধা-রাজনৈতিক বন্দীরা চোরদের বিরুদ্ধেও একত্র হতে নারাজ হত। স্টোলিপিন বা বন্দী-চালান কারাগারের জন্য ওরা কোন অস্ত্র, ছুরি বা লাঠি সঙ্গে

নেওয়ার কথাও ভাবতে পারত না। প্রথমতঃ আনবে কেন? কার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য? দ্বিতীয়তঃ ভয়াবহ ৫৮ ধারায় শাস্তির পটভূমিকায় পরিস্থিতি উগ্রকারক ক্রিয়াকলাপ বিবেচিত হয়ে ঐ অস্ত্র ব্যবহার তক্ষুণি আপনাকে গুলি করে হত্যার আদেশ উৎপন্ন করবে। তৃতীয়তঃ তারও আগে তল্লাসির সময় আপনার কাছে ছুরি পাওয়া গেলে যে শাস্তি হতে পারে তা চোরের প্রাপ্য শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। চোর একটি ছুরি কাছে রাখলে তা নিছক বদ আচরণ, যা তার ঐতিহ্য; সে তার বেশী জানে না। আপনি ছুরি রাখলে তা "সন্ত্রাসবাদ।"

"সব শেষে, ৫৮ অনুচ্ছেদের অধিকাংশ বন্দী ছিলেন শান্তিকামী মানুষ, প্রায়ই বৃদ্ধ, অসুস্থও বটে। তাঁরা বরং ঘুষোঘুষির চেয়ে কথা কাটাকাটি করে গত জীবন কাটিয়েছেন। তাঁরা কারাজীবনে ঘুষোঘুষির জন্য অধিকতর প্রস্তুত ছিলেন না।

অপর পক্ষে চোরদের কখনো রাজনৈতিক বন্দীদের মত জিজ্ঞাসাবাদ সইতে হত না। ওদের গোটা জিজ্ঞাসাবাদ দুটি বৈঠকে শেষ হয়ে যেত: একটি সহজ বিচার এবং একটি সহজ দণ্ড, যে দণ্ডও ওদের খাটতে হত না। ওদের মেয়াদের আগে মুক্তি দেওয়া হত: ওরা হয় মার্জ্জনা লাভ করত, নয় স্রেফ পালাত।[৭] জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও চোরদের আইনসঙ্গত পার্সেল পাওয়ার অধিকার বঞ্চিত করা হত না। কারাগারের বাইরে থেকে তাদের সাথীরা প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী পার্সেল করে পাঠাত। চোর কখনো রোগা হত না, একদিনও দুর্ব্বল হত না। বন্দী-চালানের সময় সে নিরপরাধ অ-চোরদের,—চোর জগতের ভাষায় সে এদের বলত "ফ্রেরা"[৮], বা নিরপরাধ, অথবা "শোষণকারী,"—ভাগে ভাগ বসাত। চোর ও গুণ্ডা সংক্রান্ত দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ ত' চোরকে দমন করতই না, বরং চোররা দণ্ডবিধির ঐ ধারা-গুলিতে দণ্ডিত হওয়ার জন্য গর্ব্ব বোধ করত। নীল কাঁধপটি লাগানো কর্তারা তাদের এই গর্ব্ব উস্কিয়ে দিত। "আরে, ও কিছু নয়। তুমি চোর বা খুনে হতে পারো, মাতৃভূমিদ্রোহী ত' নও। তুমি আমাদের আপনার লোকদের ভিতরে। তুমি সংশোধিত হবে।" চোর সংক্রান্ত দণ্ডবিধিতে সংগঠন বিষয়ক এগারো ধারা ছিল না। ওদের বেলায় সংগঠন নিষিদ্ধ ছিল না। থাকবেই বা কেন? আমাদের সমাজে যে যৌথ ভাবের এত অভাব সংগঠনের ফলে ত' ওদের সে ভাব বিকশিত হবে। আর ওদের বিষদাঁত ভাঙ্গা ত' ছেলেখেলা। ওরা অস্ত্র রাখলে শাস্তি পেত না। চোরদের নিজস্ব নিয়ম কানুন লঙ্ঘিত হত না—"ওরা যা, তার বেশী ত' কিছুতেই হতে পারবে না।" কুঠরীতে নরহত্যার ঘটনা ঘটলে তা হত্যাকারীর শাস্তি বৃদ্ধি ত' করতই না বরং তাতে তার প্রশংসা-প্রাপ্তি ঘটত।

এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বিগত শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে অপরাধপ্রবণ সর্ব্বহারার শৃঙ্খলাবোধের অভাব এবং চপলমতির সমালোচনা করা হয়েছিল। স্ট্যালিন

ত' সর্ব্বদা চোরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন,—আর যা হোক, ওর জন্ম ব্যাঙ্ক ডাকাতি কে করত? ১৯০১ সালে পার্টিতে এবং কারাগারে তাঁর সাথীরা স্ট্যালিনের রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধারণ অপরাধীদের প্রয়োগের অভিযোগ করেছিলেন। দ্বিতীয় দশক থেকে সুবিধাজনক পরিভাষা "সমাজ বন্ধু"র ব্যাপক প্রয়োগ হতে থাকে। মাকারেঙ্কোরও অভিমত ছিল, ওদের সংশোধন করা সম্ভব। মাকারেঙ্কোর মতে [৯] "গুপ্ত প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের" মধ্যে অপরাধের বীজ লুকিয়ে থাকে। (ওদের—ইঞ্জিনিয়ার, পুরোহিত, সমাজবাদী বিপ্লবী দল, মেনশেভিকরা—সংশোধন করা সম্ভব নয়)।

নিষেধ করার কেউ না থাকলে ওরা চুরি করবে না কেন? তিন চারটি মার্কামারা চোর কর্ত্তৃপক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে কয়েক ডজন ভীত, ত্রস্ত আধা-রাজনৈতিক বন্দীকে দমিয়ে রাখতে পারত।

হ্যাঁ, কর্ত্তৃপক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে এবং প্রগতিবাদী নীতির ভিত্তিতে।

কিন্তু চোরদের উপর যদি বজ্রমুষ্টি প্রয়োগ নাও করে বন্দীরা অন্ততঃ তাদের বিরুদ্ধে নালিশ কেন করত না? যে পাহারাদারটি চলাচলের পথে অনবরত ধীর পদক্ষেপে মার্চ করে সে নিশ্চয় সামান্যতম শব্দ করলেও শুনতে পেত!

এ একটি প্রশ্ন বটে। সামনে পেছনে মার্চ করতে থাকা পাহারাদার ত' প্রত্যেক শব্দ, প্রতিটি প্রতিবাদের আর্ত্তনাদ শুনতে পেত—সে নিজে কেন হস্তক্ষেপ করত না? মাত্র গজখানেক দূরে প্রকোষ্ঠের আধা অন্ধকার গুহায় মানুষ লুণ্ঠিত হয়,—সরকারী পুলিশের সেপাই কেন হস্তক্ষেপ করে না?

সেই এক কারণে: সেও ত' রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষিত। আরও বড় কথা, অতকাল চোর তোষণের পরে পাহারাদাররাও ঐ দিকে ঝুঁকে পড়ে,—**পাহারাদার নিজে চোর বনে যায়।** তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চোরদের দ্বারা রাজনৈতিক বন্দীদের চরম অবমাননা এবং জঘন্য নিপীড়নের ঐ দশ বছর কেউ এমন কোন ঘটনা স্মরণ করতে পারবেন না যে ক্ষেত্রে রেলগাড়ি, কালো মারিয়া বা কুঠরীতে রাজনৈতিক বন্দীর লুণ্ঠনে পাহারাদার হস্তক্ষেপ করেছে। বরং শোনা গিয়েছে বহু ঘটনায় পাহারাদাররা চোরদের থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ করে তার পরিবর্ত্তে তাদের ভদ্‌কা, কেক (ওদের র‍্যাশনের চেয়ে মিষ্টি) এবং সিগারেট কিনে দিত। ঐ ঘটনাগুলি এত বেশী ঘটত যে ওগুলি মার্কামারা ঘটনা মনে হওয়ার যোগ্য।

পাহারাদারদের সার্জেন্ট ওসব পেত না। তার জিম্মায় থাকত বন্দুক, গ্রেট কোট, টিন ভর্ত্তি খাবার-দাবার আর তার অধীনস্থ সেপাইদের র‍্যাশন। দামী ওভারকোট গায়ে, ক্রোম চামড়ার বুট পায়ে দিয়ে বা একগাদা দামী শহুরে বিলাসিতার জিনিষসুদ্ধ সে

জনগণের শত্রুদের পাহারা দেবে,—এবং তজ্জনিত হীন অবস্থা মেনে নেবে,—এ আশা করাই নিষ্ঠুরতা। যে জিনিষগুলি উল্লেখ করলাম, আর যা হোক সেগুলি ব্যবহার করা কি আর এক ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম নয়? ও ছাড়া আর কোন উপায়ই বা ছিল?

'৪৫-'৪৬ সালে যখন আর কোন জায়গা নয় খোদ ইউরোপ থেকে বন্দীর ঢেউ এল তাদের পরনে এবং ব্যাগে যে সব অশ্রুতপূর্ব্ব ইউরোপীয় জিনিষপত্র ছিল তা দেখে পাহারাদারদের অফিসাররাও নিজেদের সংযত করতে পারত না। ওদের চাকরি ওদের রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি; আবার যুদ্ধের শেষে ওরা লুটের ফসল থেকে বঞ্চিত হবে,—একি সঙ্গত?

সুতরাং ঐ পরিস্থিতিতে পাহারাদাররা স্থানাভাবের জন্য নয়, তড়িঘড়ি কাজ করার জন্যও নয়, কেবল লোভ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্টোলিপিন গাড়ির প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে রাজনৈতিক বন্দীর সাথে চোর মিশিয়ে দিত। চোররাও ওদের মুখ রাখত: ওরা বীভারদের[১০] সর্ব্বস্ব লুট করে পাহারাদারদের স্যুটকেসে পাচার করত।

যদি দেখা যায় বীভারদের তোলার পর স্টোলিপিন গাড়ি চলতে সুরু করল, অথচ একটিও চোর নেই,—ওরা চোরদের গাড়িতে ঢোকায়নি?—তা হলে কি হবে? যদি চোরদের সে দিনের চালানি গাড়িতে ঢোকানো না হয়, পথের কোন স্টেশন থেকেও যদি ওদের তোলা না হয়, কি হবে তা হলে? এমন হতে পারত, অনেক ক্ষেত্রে হয়েছেও।

উপচেপড়া সম্ভারের মালিক,—তাদের স্যুটকেস প্রথম খোলামাত্র তাই মনে হয়েছিল,—এক দল বিদেশীকে '৪৭ সালে মস্কো থেকে ভ্লাদিমির কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হচ্ছিল। সেই সময় রেলগাড়ির উপরেই পাহারাদাররা রীতিমত বিদেশীদের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করতে লাগল। যাতে কোন কিছু বাদ না পড়ে সেইজন্য জবর-দস্তি সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে শৌচাগারের কাছে মেঝেয় বসিয়ে রেখে, ওদের জিনিষপত্র পরীক্ষা এবং তা অপসারণ চলতে থাকল। কিন্তু পাহারাদাররা ভুলে গিয়েছিল যে ঐ বিদেশী বন্দীরা যাবে এক কারাগারে, কোন শিবিরে নয়। বন্দীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছন'র পরে আই. এ. কর্নেইয়েভ্ এক লিখিত অভিযোগে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করলেন। ঐ বিশেষ পাহারাদারের দলকে খুঁজে তল্লাসি করা হল। মালিকরা কিছু পুনরুদ্ধার করা জিনিষ এবং খোয়া যাওয়া জিনিষের পরিবর্ত্তে টাকা পেল। ওরা বলে পাহারাদারদের দশ থেকে পনেরো বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। এটা অবশ্য যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। ধরে নেওয়া যায়, ওরা বড় জোর কোন মামুলি অরাজনৈতিক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তি পেয়েছিল, তাও পুরো মেয়াদ খাটতে হয়নি।

যা হোক উপরোক্ত ঘটনাটি অসাধারণ ধরনের। পাহারাদারদের সর্দার যদি সময়মত লোভ সংবরণ করতে পারত, তাহলে বুঝত ঐ ধরনের কাজে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়ঃ। আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি; ঘটনাটি অপেক্ষাকৃত কম জটিল, সুতরাং মনে হয় প্রায়ই তার পুনরাবৃত্তি ঘটত। '৪৫-এর আগস্টে মস্কো থেকে নভোসিবিরস্ক্-গামী স্টোলিপিন গাড়িতে (এ. সুসিকেও এই গাড়িতে পাঠানো হয়েছিল) দেখা গেল কোন চোর নেই। লম্বা সফর। সে সময় স্টোলিপিন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলত। একটুও তাড়াহুড়া না করে পাহারাদারদের সর্দার যথাসময়ে ঘোষণা করল তল্লাসি করা হবে—একজন করে বন্দী মালপত্র নিয়ে চলাচলের পথে এসে দাঁড়াও। কারা-নিয়মানুযায়ী বন্দীকে উলঙ্গ হতে হল। কিন্তু শুধু ঐ উদ্দেশ্যে ত' তল্লাসি করা হচ্ছিল না। কারণ তল্লাসির পর বন্দীকে আবার নিজের ভিড়ে ঠাসা প্রকোষ্ঠে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল। সুতরাং ছুরি বা কোন নিষিদ্ধ জিনিষ থাকলে তা তল্লাসির আগেই হাতে হাতে পাচার করে দিয়ে আবার ফেরত পাওয়া সম্ভব। তল্লাসির উদ্দেশ্য ছিল বন্দীদের পরনের পোষাক এবং তাদের ব্যাগের যাবতীয় জিনিষপত্র পরীক্ষা করা। আর ঠিক ঐখানে, ব্যাগগুলির পাশেই, দীর্ঘ তল্লাসিতে একটুও বিরক্তিবোধ না করে বসেছিলেন পাহারাদারদের গোমড়ামুখো অধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকারী এক সার্জেন্ট। পাপী লোভ প্রায়ই মাথা তোলার চেষ্টা করছিল কিন্তু অধ্যক্ষ তা ছদ্ম উদাসীনতা দিয়ে চাপা দিচ্ছিলেন। এক বুড়ো দাঁড়কাক আড়চোখে যুবতীদের দেখতে গিয়ে বহিরাগতর, এবং যুবতীদেরও, উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করছে এবং ভেবে পাচ্ছে না কিভাবে এগোবে,—এই ধরনের পরিস্থিতি। ঐ সময় কয়েকটি চোর কত কাজ দেয়! অথচ কামরায় একটাও চোর নেই।

কামরায় চোর না থাকলেও বন্দীদের মধ্যে এমন কয়েক ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা কারা ব্যবস্থার চোর বোঝাই আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চোরদের উদাহরণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং তা নকল করতে ইচ্ছা হয়,—এ থেকে বোঝা যায়, কারা অভ্যন্তরেও অনায়াস জীবন বর্ত্তমান। দু'জন অধুনা প্রাক্তন অফিসার কামরায় ছিলেন—স্যানিন (নৌবাহিনী) এবং মেরেজ্‌কভ্। উভয়েই ৫৮ পেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টিয়ে গিয়েছিল। মেরেজ্‌কভের সহায়তায় স্যানিন নিজেকে প্রকোষ্ঠের নেতা ঘোষণা করলেন এবং একজন পাহারাদারের মাধ্যমে পাহারাদারদের অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন। (স্যানিন ইতিমধ্যে ঐ মানুষটির ঔদ্ধত্যের পরিমাপ করে ফেলেছিলেন এবং ভাবলেন একটু খাতির জমানো যাক) অশ্রুতপূর্ব্ব হলেও স্যানিনের ডাক পড়ল এবং দু'জনে কোথাও কথাবার্ত্তা বললেন। স্যানিনের উদাহরণ অনুকরণ করে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কেউ সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করল। তারও ডাক পড়ল।

পরদিন সকালে বন্দী চালান গাড়ির র‍্যাশন কুড়ি আউন্স রুটির বদলে পাওয়া গেল মাত্র ন' আউন্স।

পাহারাদাররা র‍্যাশন দিয়ে যাওয়ার পরই মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হল। কিন্তু 'যৌথ ক্রিয়াকলাপ' গণ্য হওয়ার ভয়ে রাজনৈতিক বন্দীরা মুখ খুলতে পারলেন না। শেষে একজন বন্দী যে পাহারাদার রুটি বিলি করছিল তাকে জিজ্ঞেস করল: "নাগরিক প্রধান পাহারাদার, এই র‍্যাশনের ওজন কত?"

"সঠিক ওজনই আছে," পাহারাদার জবাব দিল।

"আমি চাই আবার ওজন করা হোক; না হলে আমি এ র‍্যাশন নেব না," অসন্তুষ্ট বন্দী জোরে বলল।

গোটা কামরা নীরব হয়ে গেল। অনেক বন্দী না খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, মনে আশা তাদের র‍্যাশনও আবার ওজন করা হবে। আর ঠিক সেই সময় মলিনতা-স্পর্শহীন পাহারাদারদের অধ্যক্ষ অবতীর্ণ হলেন। সবাই নীরব হল। তাতে তাঁর কথা আরও ওজনদার এবং অপ্রতিরোধ্য হল। "কে এখানে সোভিয়েত সরকারবিরোধী কথা বলেছে?"

সবাইএর হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। (সবাই জানে এ এক ধরা বাঁধা বুলি। কারাগারের বাইরেও যে কোন সামান্য উচ্চ পদাধিকারী নিজেকে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করে। কেউ তার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করুক ত'? যারা ভীত, সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের জন্য যাদের সম্প্রতি সাজা হয়েছে,তাদের ক্ষেত্রে এ ভীতি অধিকতর ভয়াবহ)।

"র‍্যাশনের রুটিকে কেন্দ্র করে কে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে," অধ্যক্ষ জানতে চাইলেন।

"নাগরিক লেফটেনাণ্ট, আমি কেবল……" ইতিমধ্যে অপরাধী বিদ্রোহী নিজের সাফাই গাইতে স্বরু করেছিল।

"আচ্ছা, তুমিই সেই বেজন্মার বাচ্চা? তোমারই সোভিয়েত সরকারকে অপছন্দ?"

(কেন বাপু বিদ্রোহ করা? কেন তর্কাতর্কি? কম ওজনের রুটি খেয়ে মুখ বুজে সহ্য করাই কি সহজ ছিল না? এখন ত' বেচারা ঝঞ্ঝাটে পড়ল!)

"দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা! প্রতিবিপ্লবী! তুমি চাইছ র‍্যাশনের রুটি ওজন করা হোক, তোমার হওয়া উচিৎ ফাঁসি! ছুঁচো কোথাকার! সোভিয়েত সরকার খাওয়াচ্ছে, আর তোমার এত বুকের পাটা যে বিক্ষোভ করছ? জানো, এ জন্য তোমার কী হতে পারে?"

পাহারাদারদের উপর হুকুম হল: "একে বার করে আনো!" তালা ঝনঝন করে উঠল: "এসো,বেরিয়ে এসো! হাত পেছনে!" ওরা হতভাগ্যকে বার করে নিয়ে গেল।

"আর কে অসন্তুষ্ট? আর কে রুটি ওজন করাতে চায়?"

(এমন নয় যে আপনি কোন কিছু প্রমাণ করতে পারবেন। যদি কারো কাছে অভিযোগ করেন যে রুটির ওজন কুড়ি আউন্সের বদলে ছিল মাত্র ন' আউন্স, সে ক্ষেত্রে লেফটেনান্টের কথাই থাকবে।

অতি প্রহৃত কুকুরকে বেত দেখানই যথেষ্ট। বাকি বন্দীরা সন্তুষ্ট সেজে রইল; ফলে দীর্ঘ যাত্রার বাকি সব দিন শাস্তিমূলক র‍্যাশন পাকাপাকি ভাবে বরাদ্দ হয়ে রইল। চিনি দেওয়াও বন্ধ করে দিল। পাহারাদাররা বন্দীর বরাদ্দ চিনি খেয়ে ফেলেছিল।

(ঐ ঘটনা ঘটেছিল আমরা যে গ্রীষ্মে দুটি বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম,— জার্মানী এবং জাপানের সঙ্গে,—সেই গ্রীষ্মে। সে জয় আমাদের পিতৃভূমির ইতিহাস অলঙ্কৃত করেছে। আমাদের পৌত্র, প্রপৌত্ররাও ত' তাই স্কুলে শিখবে)

বন্দীরা একদিন খিদে চেপে রইল, দ্বিতীয় দিনও। ইতিমধ্যে অনেকে চালাক হতে শিখেছিল। স্তানিন তাঁর প্রকোষ্ঠ বললেন: "দেখো ভাই, এভাবে চলতে হলে আমরা মরে যাব। আমি বলি, যার যার কোন ভাল জিনিষ আছে, আমাকে দাও। ওগুলির বদলে কিছু খাবার জোটানোর চেষ্টা করে দেখি।" বিরাট আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্তানিন কিছু জিনিষ নিলেন, কিছু ফেরৎ দিলেন। (সব বন্দীই নিজের জিনিষ ছাড়তে আগ্রহী নয়। কেউ ওদের বাধ্য ও করেনি) তার পর স্তানিন আর মেরেজকভ্ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরোন'র অনুমতি চাইলেন, আর, আশ্চর্য্যের কথা, পাহারাদার বেরোতে দিল। জিনিষগুলি নিয়ে তাঁরা পাহারাদারদের প্রকোষ্ঠে চললেন, এবং সেখান থেকে ফিরলেন মাখোরকা তামাক আর স্লাইস্ করা পাউরুটি,— দৈনিক বরাদ্দ থেকে কম পড়া এগারো আউন্স,—সঙ্গে নিয়ে। এগুলি অবশ্য সমান ভাগে বিলি করা হল না। যারা জিনিষ দিয়েছিল তারাই পেল।

ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। বন্দীরা ত' স্বীকার করেইছিল যে তারা হ্রাস পাওয়া র‍্যাশনে সন্তুষ্ট। ন্যায়সঙ্গত এই কারণে যে জিনিষগুলির কিছু মূল্য ছিলই। সেই মূল্যের পরিবর্তে কিছু পাওয়া উচিৎ। ভবিষ্যৎ বিচারে ব্যবস্থাটি আরও ন্যায়সঙ্গত এই কারণে যে জিনিষগুলি ছিল শিবিরের পক্ষে এত ভাল যে সেখানে পৌঁছনমাত্র ওগুলি হয় চুরি নয় ছিনিয়ে নেওয়া ছিল অবধারিত।

মাখোরকা তামাক পাহারাদার সেপাইদের সম্পত্তি। সেপাইরা বন্দীদের মূল্যবান মাখোরকার ভাগ দিল। এও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। ওরাও ত' বন্দীদের রুটি খেয়েছে, চিনি খেয়ে নিয়েছে,—ওসব অবশ্য দেশের শত্রুদের পক্ষে অত্যন্ত ভাল জিনিষ। সবশেষে এও সঙ্গত ব্যবস্থা যে কোন জিনিষ না দিয়েও স্তানিন আর মেরেজকভ্ বৃহত্তম ভাগ পাবেন, কারণ ওঁরা ছাড়া কে ঐ বন্দোবস্ত করত?

প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেসাঠেসি করে বসা বন্দীরা একে অপরের রুটির টুকরো চিবুতে লাগল। যে পেল না, তাকিয়ে রইল। পাহারাদাররা কেবল যৌথ ধূমপানের

অনুমতি দিত,—প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর। গোটা কামরা ধোঁয়ায় ভরে গেল, যেন আগুন ধরেছে। যারা জিনিষ আঁকড়ে ছিল তারা এবার আক্ষেপ করে তা স্থানিনকে দিতে চাইল। স্থানিন বললেন, পরে নেবেন।

উপরোক্ত চালাকি অত চমৎকার এবং পুরোপুরি কাজে লাগত না যদি না ট্রেন এবং স্টোলিপিন গাড়িগুলি অত ধীরগামী হত। ঐ সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে স্টোলিপিন গাড়িগুলিকে এক ট্রেন থেকে খুলে আরেক ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হত। পথে স্টেশনে আটকে রাখাও হত। তেমনি সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর বছর না হলে বন্দীদের ঐ লোভ উৎপাদক জিনিষপত্রও জুটত না। ট্রেনটি কুইবিশেভ্ পৌঁছতে এক সপ্তাহ লেগেছিল। গোটা সপ্তাহ বন্দীরা দৈনিক মাত্র ন' আউন্স রুটি পেত। (অবশ্য ঐ র‍্যাশন অবরোধ-জর্জর লেনিনগ্রাদের র‍্যাশনের দ্বিগুণ) এর উপর পেত কাস্পিয়ান সাগরের রুই আর পানীয় জল। বাকি র‍্যাশন উদ্ধার করতে ওদের ব্যক্তিগত সামগ্রী খোয়াতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত সামগ্রীর সরবরাহ দ্রুত চাহিদা ছাড়িয়ে গেল। পাহারাদাররা পছন্দ মাফিক জিনিষ নেওয়া আরম্ভ করল।

কুইবিশেভ্ বন্দী চালান কারাগার ওদের গ্রহণ করে স্নানাদি করাল, তারপর দলসুদ্ধ আবার সেই স্টোলিপিনে তুলে দিল। এবার পাহারাদার বদল হয়েছে। কিন্তু, যেন পুরানো পাহারাদাররা নতুনদের চাপ দেওয়ার কৌশল বলে গিয়েছে। নভোসিবিরস্ক্ অবধি গোটা রাস্তা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের প্রাপ্য র‍্যাশন ছাড়িয়ে নেওয়ার অত্যাচার চলল। (কিভাবে এই সংক্রামক পরীক্ষা সব পাহারাদার দলে ছড়িয়ে পড়েছিল তা এই কাহিনী থেকে সহজে অনুমান করা যায়)।

নভোসিবিরস্কে যখন দুটি রেল লাইনের ফাঁকে বন্দীদের নামিয়ে দিল, এক নতুন অফিসার এসে জিজ্ঞেস করল: "পাহারাদারদের বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ আছে?" ওরা এত ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল যে কেউ উত্তর দিতে পারল না।

প্রথম পাহারাদার দলের অধ্যক্ষই নির্ভুল হিসাব করেছিলেন—এ দেশের নাম সোভিয়েত রাশিয়া!

□

স্টোলিপিন যাত্রীদের সঙ্গে ট্রেনের বাকি যাত্রীর তফাৎ, প্রথমোক্তরা না জানে ট্রেনের গন্তব্যস্থল না জানে কোন স্টেশনে তাদের নামানো হবে। ওদের টিকিট নেই। গাড়িতে অঙ্কিত যাত্রাপথও ওদের দেখতে দেওয়া হয় না। কখনো কখনো মস্কোতে স্টেশন থেকে এত দূরে ওদের গাড়িতে তোলা হয় যে মস্কোবাসী বন্দীও বুঝতে পারে না মস্কোর আটটি স্টেশনের কোনটিতে তারা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা

দুর্গন্ধের মধ্যে ঠাসাঠাসি বসে ওদের টেনে নিয়ে যাওয়ার ইঞ্জিনের প্রতীক্ষা করতে হয়। অবশেষে ইঞ্জিন আসে এবং জাক্ গাড়িকে ইতিমধ্যে প্রস্তুত ট্রেনের কাছে টেনে নিয়ে যায়। তখন গ্রীষ্মকাল হলে লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা যাবে: "মস্কো থেকে উফাগামী গাড়ি তিন নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়বে।" "মস্কো থেকে তাশকেন্টগামী গাড়ি এক নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়ছে।" অতএব এটি কাজান্ স্টেশন। গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের ভৌগলিক অবস্থানের সাথে পরিচিত বন্দী সাথীদের বোঝায়, ভর্কুতা আর পেচোরা বাদ দাও। ওখানকার গাড়ি ইয়ারোস্লাভ্ল স্টেশন থেকে ছাড়ে। কিরভ্ এবং গোর্কি শিবির[১১] দুটিও বাদ। কারণ বন্দীদের মস্কো থেকে বাইলোরাশিয়া, ইউক্রেন বা ককেশাস-এ পাঠানো হয় না। তা ছাড়া ওদের নিজেদের বন্দীরই জায়গা নেই। আর একটু শোনা যাক: উফাগামী ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে, আমাদের গাড়ি নড়েওনি। তাশকেন্ট-এর গাড়ি রওনা হয়েছে, আমরা রয়ে গিয়েছি। "মস্কো থেকে নভোসিবিরস্ক্গামী গাড়ি ছাড়ছে। যাঁরা যাত্রীদের বিদায় দিতে এসেছেন, গাড়ি থেকে নামুন...যাত্রীরা দয়া করে টিকিট দেখাবেন..." আমরা চলতে সুরু করলাম। আমাদের ট্রেন! এতে কী প্রমাণিত হয়? আপাততঃ কিছুই প্রমাণিত হয় না। মধ্য ভল্গা এবং দক্ষিণ উরাল তখনো খোলা আছে। খোলা আছে জেজ্কাজ্গান তামার খনিসহ কাজাকস্তান। আরো খোলা আছে তাইশেৎ আর সেখানকার রেললাইনে ক্রিওজোট লাগানোর কারখানা (লোকে বলে, ক্রিওজোট চামড়া এবং হাড়ে ঢোকে, ক্রিওজোটের গন্ধে ফুসফুস ভরে যায়,—তার মানে মৃত্যু)। গোটা সাইবেরিয়া আমাদের জন্য উন্মুক্ত,—সোভিয়েত গবন্ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এসব ছাড়া কোলিমা আছে। আর আছে নোরিলস্ক্।

শীতকাল হলে গাড়ির শার্সি বন্ধ থাকে, লাউডস্পীকার শোনা যায় না। পাহারাদাররা নিয়মমত কাজ করলে ট্রেনের যাত্রাপথ সম্পর্কে ফিসফিসও শুনতে পাবেন না। এইভাবে, অপর মানুষের দেহের সাথে জড়াজড়ি করে, আমাদের যাত্রা সুরু হয়। চাকার ঘট-ঘটাং-এ ঘুমিয়ে পড়ি। জানতেও পারি না, পরদিন সকালে জানালা দিয়ে বনভূমি দেখতে পাব না স্তেপের তৃণভূমি দেখতে পাব। জানালা বলতে, ঐ যাতায়াতের পথের জানালা। মাঝের তাক থেকে প্রকোষ্ঠের গরাদ, যাতায়াতের পথ, দুটি শার্সি, শেষে আরও একটি গরাদ পেরিয়ে চোখে পড়ে আঁকাবাঁকা লাইন ক্রমাগত মিশে যাচ্ছে আর টুকরো টুকরো উন্মুক্ত প্রান্তর লাইনের পাশ দিয়ে বেগে ধাবিত হচ্ছে। জানালায় ঘষা কাঁচের শার্সি না লাগানো থাকলে কখনো কখনো পথের স্টেশনগুলির নামও পড়া যায়,—আভ্সিউনিনো, উগ্লোল। স্টেশনগুলি কোন অঞ্চলে অবস্থিত? প্রকোষ্ঠের কেউ তা জানে না। কখনো কখনো সূর্য্য দেখে বোঝা যায় গাড়ি উত্তরমুখো চলছে না পূবমুখো। হয়ত তুফানোভা নামে কোন স্টেশনে

কোন বিধ্বস্ত অরাজনৈতিক অপরাধীকে প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সে বলতে আরম্ভ করবে তাকে বিচারের জন্য ড্যানিলভ্ নিয়ে যাচ্ছে। ওর ভয়, কয়েক বছর কারাদণ্ড পাবে। এইভাবে জানতে পারবেন আপনারা গত রাতে ইয়ারোস্লাভ্ল্ পেরিয়ে এসেছেন। পথে প্রথম যে বন্দী চালান কারাগার পড়বে তার নাম ভোলোগ্দা। প্রকোষ্ঠের কোন সবজান্তা হয়ত ভোলোগ্দা কারাগারের পাহারাদারদের অনুকরণে প্রত্যেকটি 'ও'তে জোর দিয়ে মুখ ভারী করে বলবে: "ভোলোগ্দার পাহারাদাররা তামাশা করে না!"

মোটামুটি যাত্রাপথের দিক নির্ণয় করা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু আসলে কিছুই ধরতে পারেন নি। পথে থোকা থোকা বন্দী চালান কারাগার আছে যার যে কোন একটিতে আপনাকে ওঠানো সম্ভব। আপনি উখ্তা, ইন্তা এবং ভর্কুতাকে আগেই বাদ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, নির্মাণ প্রকল্প ৫০১—উত্তর সাইবেরিয়া ভেদ করে তুন্দ্রা অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেলপথ—কি আরামদায়ক হবে? ঐ প্রকল্প বরং অন্যগুলির থেকে কঠোর।

যুদ্ধ শেষের পাঁচ বছর পরে যখন নদীর ঢেউগুলি বিভিন্ন নদীর পারে মিলিয়ে গেল (অথবা এমভিডি-কে পুষ্ট করল?), লক্ষ লক্ষ বন্দীর ইতিবৃত্ত ঘেঁটে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় প্রতি দণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে একটি করে সীলমোহর করা খাম পাঠাতে লাগল। খামে থাকত বন্দীর ইতিবৃত্তের ফাইল। খামের একটি সামান্য কাটা জায়গা দিয়ে পাহারাদাররা বন্দীর গন্তব্যস্থল এবং যাত্রাপথ জানতে পারত। পাহারাদারদের তার বেশী জানবার কথা নয়,—ফাইলে বিধৃত বৃত্তান্ত জানতে পারলে দুষ্ট প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সুতরাং আপনি যদি মাঝের তাকে শুয়ে থাকেন, সার্জেন্ট আপনার পাশেই এসে দাঁড়াবে। আপনি নিচু থেকে উপর দিকে দেখার চেষ্টা করুন,—হয়ত দ্রুত পড়ে ফেলবেন কাউকে নিয়ে যাওয়া হবে নিয়াঝ্-পোগস্ত্, আপনি চলেছেন কার্গোপল।

আপনার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়। কার্গোপল শিবির কোথায়? কেউ কখনো কার্গোপলের নাম শুনেছেন? কি ধরণের সাধারণ দায়িত্বের কাজ আছে ওখানে? (কতকগুলি সাধারণ দায়িত্বের কাজ মারাত্মক হত, কয়েকটি হত না) ওটা কি মৃত্যু-শিবির? না?

হয়ত রওনা হওয়ার তাড়াহুড়ায় আপনি পরিবারকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, আর তাঁরা হয়ত ভাবছেন আপনি এখনো তুলার কাছাকাছি স্ট্যালিনোগরস্ক্ শিবিরে আছেন। বাড়ির চিন্তায় অধীর হয়ে যদি উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগান তবে হয়ত ঐ সমস্যাও সমাধান করতে পারবেন: এমন কাউকে খুঁজে বার করুন যার কাছে একটি আধ ইঞ্চি লম্বা পেন্সিল আর একটুকরো দলামোচড়া করা কাগজ পাওয়া

যাবে। এইবার নিশ্চিত জেনে নিন যাতায়াতের পথ থেকে পাহারাদার দেখছে না (পথের দিকে পা রেখে শোয়া নিষেধ ; ঐ দিকে মাথা রাখার নিয়ম)। পথের দিকে পিছন ফিরে কাগজের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে লেখা আরম্ভ করুন,—ক্রমাগত গাড়ির দোলা লাগতে থাকে,—আপনি যেখানে ছিলেন আপনাকে হঠাৎ সেখান থেকে অন্য কোথাও পাঠানো হচ্ছে, নতুন জায়গা থেকে বড় জোর বছরে একটি চিঠি পাঠাতে পারবেন, সুতরাং তাঁরা যেন এই ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন। লেখা শেষ করে চিঠিটি ত্রিভুজের আকা্শ ভাঁজ করতে হবে, আশায় চিঠিটি শৌচাগারে নিয়ে যেতে হবে। হয়ত কোন স্টেশন আসার বা ছেড়ে যাওয়ার মুখে পাহারাদার আপনাকে শৌচাগারে নিয়ে যাবে। শৌচাগারে নজর রাখার ভারপ্রাপ্ত পাহারাদার অসাবধান হতেও পারে। আপনি জোরে সিস্টার্নের হাতলে চাপ দেবেন আর ঢালের মত নিজের শরীর দিয়ে পাহারাদারের দৃষ্টিকে আড়াল করে চট করে প্যানের গর্তে চিঠিটা ফেলে দেবেন। চিঠিটি খুব সম্ভব নোংরা হয়ে যাবে, ভিজে যাবে। অপর পক্ষে গর্তের মধ্যে দিয়ে সোজা দুই লাইনের মাঝের জমিতে পড়তে পারে। এমন কি একটুও না ভিজে, হয়ত গাড়ির নিচে পড়ে ঘুরপাক খেতে খেতে চাকায় পিষে যাবে, কিংবা চাকায় না আটকিয়ে লাইনের ঢালু পড়ে গিয়ে উঠবে। হয়ত ঐভাবে ঢালু পাড়ে পড়ে থাকবে যতদিন না তুষার পাত বা বর্ষা নেমে কাগজ পচিয়ে দেয়। অথবা তার আগেই কোন মানুষের হাত হয়ত চিঠিটি কুড়িয়ে নেবে। আর মানুষটি যদি কট্টর পার্টি শৃঙ্খলা বোধযুক্ত না হন, তা হলে ঠিকানার পাঠোদ্ধার করে হয়ত চিঠিটি পাঠযোগ্য করবেন এবং খামে ভরবেন। অতঃপর চিঠিটি ঠিক জায়গায় পৌছবে। কখনো কখনো ঐরকম চিঠি সত্যিই পৌছয়,—ডাকমাশুল দেয়, অর্দ্ধেক অস্পষ্ট, ধুয়ে যাওয়া, দলা মোচড়া করা, কিন্তু বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট পরিস্ফুট।

□

আরো ভালো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপহাসজনক অনভিজ্ঞভাবযুক্ত, অত্যাচারের শিকারস্বরূপ "শোষণকারী" উপাধিমুক্ত হওয়া। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সম্ভাবনা, আপনার চিঠি যথাস্থানে পৌছবে না। পৌছলেও পরিবারের সুখ বৃদ্ধি পাবে না। এই কালাতীত দেশে পদার্পণের পরে আপনি ঘণ্টা বা দিনের সাহায্যে জীবন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব করা ছেড়ে দেবেন। এদেশে আগমন আর নির্গমনের মাঝে এক যুগ বা সিকি শতাব্দী ফারাক। আপনি কখনই আপনার অতীত জগতে ফিরবেন না। তাই যত শীগগির প্রিয়জনবর্জ্জিত জীবনে অভ্যস্ত হতে পারবেন ততই মঙ্গল। সহজতর ও বটে।

যাতে জিনিষের মায়া না করতে হয়, ন্যূনতম সম্ভব জিনিষ কাছে রাখবেন। কামরার দরজায় ধাক্কা দিয়ে পাহারাদারের চুরমার করবার জন্য সঙ্গে কোন স্যুটকেস নেবেন না (প্রতি প্রকোষ্ঠে পঁচিশটি করে বন্দী থাকলে ও কি বা করতে পারে ?)। নতুন জুতো, কেতাদুরস্ত অক্সফোর্ড স্যু বা গরম স্যুট পরবেন না। পরলে, স্টোলিপিন, কালো মারিয়াগাড়ি বা বন্দী চালান কারাগারে ঐগুলি চুরি হতে পারে, নিয়ে নিতে পারে, অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে পারে, বদলও হয়ে যেতে পারে। বিনা যুদ্ধে ওগুলি দিয়ে দেবেন,—নইলে অবমাননায় আপনার হৃদয় দূষিত হবে। ওরা লড়াই করে সব ছিনিয়ে নেবে। জিনিষপত্র আঁকড়ে থাকলে আপনার মুখই রক্তাক্ত হবে। বনমানুষের মত মুখ আর বিদ্রূপ করা স্বভাব ঐ দু'পেয়ে পশুদের আপনি ঘৃণা করেন। কিন্তু জিনিষের ভয়ে পা কাঁপলে ওদের লক্ষ্য করার এবং বুঝবার দুর্লভ সুযোগ নষ্ট হবে না কি ? আপনার কি মনে হয় না যে, কিপলিং এবং গুমিলিয়েভ্ যে ডাকাত এবং জলদস্যুদের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন তারা ঐ ব্লাৎনিয়ে বা চোরের দল ব্যতীত কিছু নয় ? ওরা ঠিক ঐ ব্লাৎনিয়ে। যাদের রোমাঞ্চময় সাহিত্যিক প্রতিকৃতি অত চিত্তাকর্ষক বাস্তবে তারা অত জঘন্য কেন ?

ওদেরও বুঝতে হবে ! **কারাগারই ওদের গৃহকোণ**। সরকার ওদের যত আদর করুক না কেন, যত লঘু শাস্তি দিক, যত ঘন ঘন খুসি মার্জ্জনা করুক, নিয়তি ওদের বারবার কারাগারে টেনে আনে। দ্বীপপুঞ্জের আইনের প্রথম কথাটাই কি ওদের সম্পর্কে নয় ? আমাদের গণ-জীবন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার পূর্ণ নির্ব্বাসিত হয়েছিল (যাঁরা নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন তাঁরা পরে **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করা** সুরু করলেন)। সুতরাং নির্ব্বাসিত অধিকার কারাগারে কেন চলবে ? আপনি ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্রুত এগোননি ; মাংসল শুয়ারের মাংস না খেয়ে জমিয়ে রেখেছিলেন ; আপনার চিনি আর তামাক বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাননি। সুতরাং নৈতিক ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার জন্য চোররা ত' আপনার বাণ্ডিল শূন্য করে দেবেই। আপনার কেতাদুরস্ত বুটজোড়ার বদলে আপনাকে ওদের কুদর্শন, ক্ষয়ে যাওয়া বুট দিয়ে, আপনার সোয়েটারের বদলে ওদের নোংরা গরম আলখাল্লা দিয়ে, ওরা বেশীদিন ওসব নিজের কাছে রাখবে না। আপনার বুট দিয়ে খুব জোর পাঁচ বাজি তাসের জুয়া খেলবে, আর সোয়েটারটা বেচে পরদিন এক বোতল ভদ্‌কা আর সালামি সসেজ্ কিনবে। একদিন পরে ওসব জিনিষের আর কোন কিছু পড়ে থাকবে না। ঠিক আপনার মত। এ আর কিছু নয়, তাপগতিবিজ্ঞার দ্বিতীয় সূত্র মাত্র : সব পার্থক্য এক হয়ে যাবে, অদৃশ্য হবে……

মালিক হোয়ো না ! কিছুর অধিকারী হোয়ো না ! বুদ্ধ, খৃষ্ট এবং সুখ-নিস্পৃহ গ্রীক দার্শনিকরাও ত' ঐ শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা লোভী হলেও এই সরল শিক্ষার

তাৎপর্য্য বুঝতে কেন অপারগ হব? কথনই কি বুঝব না যে সম্পত্তিই আমাদের আত্মা ধ্বংস করে?

অতএব আপনার পকেটের মধ্যে হেরিং গরম হয়ে থাক। বন্দী চালান শিবির পৌঁছনর আগে জল খেতে চাইবেন না। ওরা কি একসাথে দুদিনের বরাদ্দ রুটি আর চিনি দিয়ে দিয়েছে? তা হলে সব একসাথে খেয়ে নিন। কেউ চুরি করতে পারবে না। আপনার ও দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আপনি আকাশের পাখীর মত নিরুদ্বেগ হবেন!

যা সর্ব্বদা বয়ে বেড়ানো চলে কেবল তেমন জিনিষই সঙ্গে রাখবেন: বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান, বিভিন্ন দেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান। স্মৃতিশক্তিকে পর্য্যটনের ঝোলা করুন। স্মৃতিশক্তি প্রয়োগ করুন, তাকে কাজে লাগান! ঐ দুঃখের বীজগুলিই হয়ত একদিন অঙ্কুরিত হয়ে ফল দেবে।

আপনার চার পাশে চেয়ে দেখুন,—চার পাশে কত মানুষ। হয়ত ওদের একজনকে সারাজীবন মনে থাকবে; পরে দুঃখ হবে কেন সুযোগ পেয়েও তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি। যত কম কথা বলবেন তত বেশী শোনার সম্ভাবনা হবে। মনুষ্য জীবনের সূক্ষ্ম তন্তু গুলাগের দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে প্রসারিত। ঐরকম কোন ঘট-ঘট-ঘটাং আওয়াজ এবং প্রায়ান্ধকার রেল গাড়িতে ঐ তন্তুগুলি হয়ত মাত্র এক রাতের জন্য পরস্পর পাক খেল, তার পরেই চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হল। কান পেতে গাড়ির নিচের অবিরাম ঘট-ঘটাং শুনুন। ও জীবন চক্রের আবর্ত্তন বৈ ত' নয়।

কত বিভিন্ন কাহিনী যে শুনবেন! অনেকগুলিতে হেসে খুনও হবেন।

গরাদের ধারে ঐ দ্রুতগামী ছোট্ট ফরাসীটি,—ও কেন ফিরে তাকাচ্ছে, ও কিসে এত অবাক হল? ওকে সব বুঝিয়ে বলুন। জিজ্ঞেস করতে ভুলবেন না, ও কি করে এখানে এল। দেখুন, আপনি এমন একজনকে পেয়ে গেলেন যে ফরাসী ভাষায় কথা বলে। জানলেন ওর নাম ম্যাক্স সাঁতের। ফরাসী সৈনিক। সভ্য ফরাসী দেশে মুক্তজীবনে ও এই রকম সতর্ক এবং কৌতূহলী ছিল। ওকে রুশদেশ প্রত্যাগমনকারী যুদ্ধ বন্দীদের চালান কেন্দ্রের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে ভদ্রভাবে নিষেধ করা হয়েছিল। ও নিষেধ মানেনি। এরপর রুশরা ওকে মদ্যপানের নিমন্ত্রণ করল। তার কয়েক মুহূর্ত পর থেকে ওর কিছু মনে নেই। এরোপ্লেনের মেঝেয় সংজ্ঞা ফেরৎ পেয়ে দেখল ওর পরনে লাল ফৌজের সেপাইয়ের পোষাকের শার্ট এবং ব্রীচেস্। একটি সেপাইয়ের বুট ওর উপর ঘোরাঘুরি করছিল। ওরা বলল, দশ বছর শিবির দণ্ড হয়েছে। কিন্তু ও স্পষ্ট বুঝল শাস্তিটি আসলে বাজে রসিকতা,—পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? নিশ্চয়, নিশ্চয়, সব ঠিক হয়ে যাবে বন্ধু; শুধু সবুর করো।[১২]
'৪৫-'৪৬ সালে ঐ ধরনের কাহিনীতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

উপরের কাহিনীটি ফরাসী-রুশ, এবার রুশ-ফরাসী কাহিনী বলছি। না, এটি বরং খাঁটি রুশ কাহিনী বলা উচিত কারণ রুশ ছাড়া কেউ এ ধরনের কৌশল করবে না। স্থরিকভ্-এর চিত্রে বেরেজভোতে মেনশিকভ্-এর মত যাদের ধরে রাখা যায় না এমন মানুষে আমাদের ইতিহাস বোঝাই। এখন আইভান কোভেরচেঙ্কোর কথা ধরা যাক। মধ্যম উচ্চতা, পাকানো চেহারা, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের সাথে স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি মুখাবয়ব। ওঁকেও ধরে রাখা যেত না। প্রচুর ভদ্‌কা খেতেন, সানন্দে নিজের কথা বলতেন, নিজের ব্যাপারে হাসতেনও খুব। ওঁর গল্পগুলি সম্পদ বিশেষ। সত্যিই শোনবার মত। কেন বা ওঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আর কেন বা উনি রাজনৈতিক গণ্য হয়েছিলেন বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। অবশ্য "রাজনৈতিক" গণ্য করার কারণ চিন্তা করে মাথা খারাপ করার কোন প্রকৃত কারণ নেই। যে কোন বদমাইসকে টেনে এনে আপনার সঙ্গে মিশিয়ে দিক না, তাতে কি আসে যায়?

সবাই জানেন জার্মানরা রাসায়নিক যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, কিন্তু আমরা চালাইনি। কিন্তু দুঃখের কথা, কোয়ার্টার মাস্টারের দপ্তরের কোন হস্তীমূর্খের ভুলে কুবান্ ছেড়ে যাওয়ার সময় কোন এক বিমানবন্দরে আমরা তাক-বোঝাই মাস্টার্ড গ্যাস বোমা ফেলে চলে এসেছিলাম,—এবং জার্মনরা এই ঘটনাটিকে আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারীর রূপ দিতে পারত। তখন দুষ্ট ঐ বোমাগুলি মাটিতে পুঁতে ফেলার দায়িত্ব দিয়ে ক্রাস্নোডরের অধিবাসী উর্দ্ধতন লেফটেনাণ্ট কোভের্‌চেঙ্কোর নেতৃত্বে বিশটি ছত্রীসেনাকে জার্মান সেনাসন্নিবেশের পিছনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (এই কাহিনী কিভাবে শেষ হল ইতিমধ্যে আন্দাজ করে পাঠকরা হয়ত হাই তুলছেন; হয়ত পাঠক ভাবছেন, ও ধরা পড়ে বন্দী হল এবং পরে মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেল। না, না, ঐ রকম কিছু নয়!) চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করে, নেতৃত্বাধীন সবকটি সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে কোভের্‌চেঙ্কো রণাঙ্গন অতিক্রম করে ফিরে এলেন এবং "সোভিয়েত রাষ্ট্রের বীর" পদকের জন্য মনোনীত হলেন।

মনোনয়নের উচ্চতর সরকারী সমর্থন পেতে মাস কয়েক লেগে যায়। আর যদি তাঁকে "সোভিয়েত রাষ্ট্রের বীর" দিয়ে আটকে রাখা সম্ভব না হয়, তা হলে? সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রস্তুতির আদর্শস্বরূপ সুবোধ ছেলেদের "বীর" পদকে ভূষিত করা হত। কিন্তু আপনার প্রাণে যদি আগুন লাগে এবং সে আগুন যদি আপনি পানীয় দিয়ে নেভাতে চান আর তখনই যদি কোন প্রকার পানীয় না থাকে, তা হলে? আর আপনি যদি সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের "বীর" হন তখনো ছুঁচোরা আপনাকে বাড়তি এক বোতল ভদ্‌কা দিতে কৃপণতা করে কেন? আইভান কোভের্‌চেঙ্কো তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এবং প্রকৃতই কখনো ক্যালিগুলার নাম না শোনা সত্বেও

শহরের সামরিক প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে ঘোড়া চড়ে তে'তলায় হাজির হলেন : আমার আরো ভদ্‌কা চাই। (উনি বুঝেছিলেন এভাবে তাঁর আবেদন আরো ইজ্জতদার হবে, বীরের মানানসই ভঙ্গী হবে, অতএব তাঁর অনুরোধ কিছুতেই ফেলতে পারবে না) তাঁকে কি ঐজন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল? অবশ্যই নয়! তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম মর্য্যাদাসম্পন্ন "লাল পতাকা" দেওয়া হল।

কোভেবৃচেঙ্কোর বেশ বড় আকারের তৃষ্ণা ছিল, অথচ ভদ্‌কা সব সময় পাওয়া যেত না। সুতরাং বুদ্ধি খাটাতে হল। উনি পোল্যাণ্ডের একটি সেতু উড়িয়ে দেওয়ায় জার্মান প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছিলেন এবং সেইজন্য মনে করতেন সেতুটি তাঁর সম্পত্তি। তখনো আমাদের কমাণ্ডান্টের সদর দপ্তর ওখানে পৌঁছয়নি, কোভেবৃচেঙ্কো পোলদের থেকে ঐ সেতু ব্যবহারের জন্য টাকা আদায় করতেন। কীট কোথাকার, আমি না এলে এই সেতু থাকত! সারাদিন টোল-ট্যাক্স (ভদ্‌কার জন্য) আদায় করে উনি একঘেঁয়েমি বোধ করতেন। তা ছাড়া, ঐ জায়গাও তাঁর টিকে থাকবার মত নয়। অতএব কোভেবৃচেঙ্কো আশপাশের পোলদের এক ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব দিলেন : ওরা ওঁর থেকে সেতুটি কিনে নিক। (ওঁকে কি এইজন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল? না, না!) উনি বেশী দাম চাননি। তবু পোলরা অসম্মত হল, প্রতিবাদ করল। তখন বিরক্ত ক্যাপ্টেন কোভেবৃচেঙ্কো সেতু ত্যাগ করলেন : চুলোয় যাও! তোমাদের সেতু নিয়ে নাও। বিনা পয়সায় পার হওগে!

'৪৯ সালে উনি পলোটস্ক্-এর ছত্রীবাহিনীর উচ্চতম পদাধিকারী ছিলেন। মেজর কোভেবৃচেঙ্কো ঐ ডিভিশনের রাজনৈতিক শাখার অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়েছিলেন কারণ তিনি রাজনৈতিক দীক্ষার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন। একবার তিনি সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ওদের সুপারিশ করতে বলেছিলেন; কিন্তু ওরা যখন সুপারিশ করল উনি সে সুপারিশ টেবিলের উপর ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন : "এই সুপারিশ নিয়ে আমার সামরিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার চেয়ে বান্দেরভ্‌ৎসির [বিদ্রোহী ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী দল] সাথে যোগ দেওয়া উচিত।" (ওঁকে কি ঐজন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল? ঐ অপরাধের জন্য উনি দশ বছরও পেতে পারতেন, কিন্তু ওঁর কোন সাজাই হল না) হেনকালে দেখা গেল তিনি একজনের অসঙ্গত ছুটির আবেদন মঞ্জুর করেছেন। অধিকন্তু তিনি ইতিমধ্যে নিজে মাতাল অবস্থায় পড়ি-কি-মরি গতিতে একটি ট্রাক চালিয়ে ট্রাকটি ধ্বংস করেছিলেন। অতএব তাঁকে দশ দিন—পাহারাদারদের ঘরে দশ দিন—দেওয়া হল। যা হোক পাহারাদাররা সব তাঁর নিজের লোক, তাঁকে সত্যিই ভালবাসত। ওরা তাঁকে পাহারাদারদের ঘর থেকে বেরিয়ে গাঁয়ে ফূর্ত্তি করতে দিত। সুতরাং ধৈর্য্য ধরে ঐ শাস্তি সহ্য করা কঠিন হল না। কিন্তু রাজনৈতিক শাখা বিচারের ভয় দেখাতে লাগল। কোভেবৃচেঙ্কো তাতে

আহত এবং অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর কাছে বিচারের অর্থ: বোমা চাপা দেওয়ার জন্য আইভান, তোমাকে চাই; অথচ সামান্য এক দেড় টন ট্রাক নষ্ট হয়েছে, আইভান কারাগারে চলো? তিনি রাতে জানালা গলে দ্বিনা নদীর তীরে গেলেন এবং নদীতে লুকানো এক বন্ধুর মোটর বোট করে চম্পট দিলেন।

এইবার দেখা গেল তিনি মোটেই আর এক হ্রস্ব স্মৃতিসম্পন্ন মাতাল নন। রাজনৈতিক শাখা যা কিছু করেছে তিনি তখন তার প্রতিশোধ নিতে চান। মোটর বোট নিয়ে লিথুয়ানিয়া পৌঁছিয়ে তিনি ওদের বললেন; "ভাইসব, আমাকে তোমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে নিয়ে চলো! আমাকে তোমাদের দলে নাও, লাভ বৈ লোকসান হবে না, আমরা ওদের লেজ মুচড়ে দেব।" কিন্তু লিথুয়ানীয়রা কোভেবৃচেস্কোকে রুশদের চর মনে করল।

কোভেবৃচেস্কোর জামাকাপড়ের সেলাইয়ের ভাঁজে একটি হুণ্ডি লুকানো ছিল: উনি কুবান্ যাওয়ার একটি টিকিট কিনলেন। যা হোক মস্কোর পথে উনি এক রেস্তোরাঁয় মদ খেয়ে অত্যন্ত মাতাল হয়ে পড়লেন। মস্কোয় স্টেশন থেকে বেরোনোর সময় একবার চোখ রগড়িয়ে ট্যাক্সিচালককে বললেন "একটা দূতাবাসে নিয়ে চলো।" "কোন দূতাবাসে?" "যেটায় খুসি নিয়ে চলো।" ট্যাক্সিচালক যে কোন একটায় নিয়ে গেল। "এটা কাদের?" "এটা ফরাসী দূতাবাস।" "ঠিক আছে।"

হয়ত তাঁর চিন্তাধারায় জট পাকিয়ে গিয়েছিল এবং কোন এক দূতাবাসে যাওয়ার প্রথম ইচ্ছা তখন অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তবু তাঁর চতুরতা এবং মনোবল একটুও কমেনি। দূতাবাসের দোরগোড়ায় দণ্ডায়মান পুলিশকে একটুও সচকিত না করে শান্তভাবে পাশের একটি গলি ধরে এগিয়ে চললেন এবং মানুষের উচ্চতার দ্বিগুণ উঁচু একটি মসৃণ দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দূতাবাসের চত্বরে সহজতর হল। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, আটকালও না। ভিতরে ঢুকে একের পর আর এক ঘরে এসে দেখলেন একটি টেবিল পাতা রয়েছে। টেবিলে অনেক জিনিষ সাজানো। কিন্তু যে জিনিষটি দেখে তাঁর সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগল তা হল নাসপাতি। নাসপাতির জন্য মন বড় ব্যাকুল হল। জ্যাকেট আর প্যাণ্টের পকেটগুলিতে নাসপাতি ভরতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় রাজদূতের পরিবারের সবাই খেতে এল। ওরা কিছু বলবার আগেই কোভেবৃচেস্কো ওদের ধমকা-ধমকি স্বরু করলেন: "তোমরা ফরাসীরা……" তাঁর হিসাব মত বিগত এক শতাব্দী ফ্রান্স তেমন কোন ভাল কাজ করেনি। "আপনারা আর একটা বিপ্লব আরম্ভ করছেন না কেন? দ্যগলকে কেন ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করছেন? আপনারা চান কুবান্-এর যত গম সব আমরা আপনাদের দেব? তা আর হবে না।" "আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন?" ফরাসীরা হতভম্ব। তক্ষুনি তাঁর মাথায় নিজের সম্পর্কে একটা লাগসই বুদ্ধি খেলল:

"আমি এমজিবি'র মেজর।" ফরাসীরা ঘাবড়িয়ে গেল। "তা হলেও, আপনার এভাবে এখানে ঢুকে পড়ার কথা নয়। আপনি কি চান?" "তোমাদের মুখে—" কোভের্‌চেঙ্কোর মনের বিস্ফোরণ ঘটল। আর কিছুক্ষণ লাভা উদ্‌গীরণের পর লক্ষ্য করলেন পাশের ঘর থেকে কেউ ওঁর সম্পর্কে টেলিফোন করছে। তখনো তাঁর পশ্চাদপসরণ করার মত টনটনে জ্ঞান ছিল, কিন্তু বেয়াদপ নাসপাতিগুলি পকেট থেকে পড়তে আরম্ভ করল। শুনতে পেলেন, পিছনে ওরা বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

তখনো ওঁর শুধু নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে দূতাবাস ত্যাগ করার শক্তিই ছিল না, আরো এগিয়ে যাওয়ার মত শক্তিও ছিল। পরদিন সকালে কিয়েভ্‌ স্টেশনে ঘুম ভাঙল (পশ্চিম ইউক্রেনে পালানোর মতলবে ছিলেন নাকি?)। উনি কিয়েভেই ধরা পড়লেন।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বয়ং আবাকুমভ্‌ তাঁকে প্রহার করেছিলেন। পিঠের এক হাত জুড়ে প্রহারের ক্ষত ফুলে উঠেছিল। নাসপাতি বা ফরাসীদের সঙ্গত ভর্ৎসনার জন্য মন্ত্রী মহাশয় ওঁকে প্রহার করেননি। তিনি বার করতে চেয়েছিলেন, কে এবং প্রথম কখন কোভের্‌চেঙ্কোকে সরকারবিরোধী কাজে নিযুক্ত করেছিল। বলা বাহুল্য, পঁচিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল।

বহু এই ধরনের কাহিনী আছে। কিন্তু অন্য সব রেলগাড়ির মত স্টোলিপিন ও রাতে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। রাতে মাছ, জল, শৌচাগার—কিছুই নেই।

তখন একটানা চাকার ঘট-ঘটাং শব্দে গাড়ি ভরে যায়। তাতেও নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না। যাতায়াতের পথের পাহারাদার সরে গিয়ে থাকলে পুরুষদের তৃতীয় প্রকোষ্ঠ থেকে চতুর্থ প্রকোষ্ঠ অথবা বন্দিনীদের প্রকোষ্ঠের সঙ্গে খুব আস্তে আলাপ করাও চলে।

কারাগারে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, সে কথা নিছক দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ এবং কারাবাসের মেয়াদ সম্পর্কিত হলেও।

ঐ রকম এক রাতভর চলা কথাবার্তা এবং তার পরিস্থিতি বর্ণনা করছি। সময়: '৫০ সালের জুলাই। গাড়িতে বন্দিনীদের প্রকোষ্ঠে ছিল একটিমাত্র যুবতী, মস্কোর এক ডাক্তারের কন্যা, ৫৮-১০ ধারায় দণ্ডিতা। বন্দীদের প্রকোষ্ঠে বিরাট সাড়া পড়ে গেল। পাহারাদাররা তিন প্রকোষ্ঠের জেক্‌কে একটিতে ভরল,—কতগুলিকে এক্‌সাথে ঠাসল, প্রশ্ন করবেন না। এর পর ওরা এক অপরাধীকে নিয়ে এল যাকে আদৌ বন্দীর মত দেখতে নয়। প্রথমতঃ তার মাথা কামানো ত' নয়ই বরং ওর সুগঠিত মাথা ছাওয়া একরাশ কোঁকড়ানো, মন-কাড়া লালচে চুল। সম্ভ্রমযোগ্য যুবা দেহে বৃটিশ সামরিক বাহিনীর পোষাক। পাহারাদার ওকে যেন একটু খাতির করে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল (ওর ইতিবৃত্তের ফাইলে যে নির্দেশাবলী ছিল তাতে পাহারাদাররা সম্ভ্রম-

চকিত হয়েছিল)। যুবতীটি সম্পূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু যুবক যুবতীকে দেখেনি (আর সেইজন্য ও পরে কত অনুতাপই না করত!)।

হৈচৈ আর হুড়োহুড়ি থেকে যুবতী বুঝল তার পাশের প্রকোষ্ঠ যুবকের জন্য খালি করা হচ্ছে। স্পষ্টতঃই, যুবকের আর কারো সঙ্গে বাক্যালাপের কথা নয়,—যুবতীর তার সঙ্গে আলাপ করতে চাওয়ার অধিকতর কারণ। স্টোলিপিনে পাশের প্রকোষ্ঠের কিছু দেখা যায় না, কিন্তু রাতে সব চুপচাপ হয়ে গেলে শব্দ শোনা সম্ভব। গভীর রাতে নিস্তব্ধতা নামার পর যুবতী তার বাঙ্কের কিনারে, গরাদের গা ঘেঁষে বসে আস্তে যুবককে ডাক দিল। (হয়ত যুবতী প্রথমে মৃদুস্বরে গেয়েছিল। ঐজন্য পাহারাদারের ওকে শাস্তি দেওয়ার কথা, কিন্তু সে তখন বিশ্রাম করছিল। যাতায়াতের পথে কেউ ছিল না) যুবক যুবতীর কথা শুনতে পেয়ে অনুরূপভাবে বসল,—মাত্র এক ইঞ্চি পুরু পার্টিশানে পিঠ ঠেকিয়ে দুজনে পার্টিশানের প্রান্তে গরাদের মাধ্যমে কথা বলতে লাগল। দুজনের মাথা তখন এত কাছাকাছি যে চুমু খাওয়া সম্ভব, অথচ না একে অপরকে দেখতে পাচ্ছে না স্পর্শ করতে পারছে।

এরিক আরভিড এ্যাণ্ডারসন মোটামুটি রুশ ভাষা বুঝত,—ইতিমধ্যে ভালই বুঝতে শিখেছিল,—বলতে গিয়ে অজস্র ভুল করত, তবু শেষ পর্য্যন্ত মনের কথা বোঝাতে পারত। ও যুবতীকে ওর বিস্ময়কর কাহিনী শোনাল,—বন্দী চালান কারা কেন্দ্রে আমরা শুনব। যুবতীও ৫৮-১০ পাওয়া মস্কোর এক সাধারণ ছাত্রীর কাহিনী শোনাল। আরভিড অবাক হল। ও সোভিয়েত যুব সমাজ এবং সোভিয়েত জীবনের কথা শোনাতে বলল। ও যা শুনল তা ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমী দুনিয়ার বামপন্থী সংবাদপত্র এবং সোভিয়েত দেশে ওর সরকারী সফরেও জানতে পারেনি।

ওরা সারারাত কথা বলেছিল। সে রাতে আরভিডের সব চিন্তার সামঞ্জস্য হল: অচেনা দেশের অদ্ভুত বন্দীর গাড়ি; চাকার নৈশ ঘট-ঘটাং ছন্দ যা আমাদের অন্তরে প্রতিধ্বনি তোলে; যুবতীর সুরেলা কণ্ঠ, ফিসফিস করে বলা কথা, তার শ্বাসও আরভিডের কান স্পর্শ করে,—সেই একই কান, তবু ওকে দেখতে পাওয়া যাবে না। (পরে দেড়বছর ওর স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য হয়নি)।

সেই প্রথম আরভিড ঐ অদৃশ্য (সম্ভবতঃ, সম্ভবতঃ কেন অবশ্যই সুন্দরী) যুবতীর মাধ্যমে রুশ দেশের মুখ দেখতে আরম্ভ করল, আর রুশ দেশের কণ্ঠ সারারাত ওকে সত্যি কথা বলে গেল। কোন দেশ সম্পর্কে প্রথম কথাটি এভাবে জানাও সম্ভব। (সকালে জানালা দিয়ে চোখ মেলে ও দেখবে রাশিয়ার অন্ধকার খড়ের চালের বাড়ি আর অন্তরালবর্তিনী পথনির্দ্দেশিকার বেদনার্ত্ত ফিসফিস মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে)।

হ্যাঁ, সত্যিই এইসব নিয়েই ত' রাশিয়া : অভিযোগ জ্ঞাপনে অনিচ্ছুক বন্দী

স্টোলিপিনযাত্রী, প্রকোষ্ঠের পার্টিশানের অপর পারে আটক যুবতী, নিদ্রামগ্ন পাহারাদার, পকেট থেকে নাসপাতির পতন, কবরে শায়িত বোমা আর ত্রিতলে আরোহণকারী অশ্ব।

□

"পুলিশ! পুলিশ!" বন্দীরা আনন্দে উল্লাস করল। আনন্দের কারণ সামরিক বাহিনীর সেপাইয়ের বদলে পুলিশরা ওদের বাকি পথ পাহারা দেবে। পুলিশ অনুরোধ শোনে।

আমি আর একবার উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে ভুল করেছি। উপরের কথাটি কোরোলেঙ্কোর।[১৩] এ কথা সত্যি যে আমরা নীল টুপিধারীদের দেখে আনন্দিত হতাম না। যে কেউ বন্দীদের পরিভাষায় 'দোলক'-এ আটকা পড়েছে সে এমনকি ওদের দেখেও আনন্দ পেত।

সাধারণ যাত্রীর কোন ছোট স্টেশনে গাড়িতে উঠতে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু নামতে হয় না। জিনিষপত্র বাইরে ফেলে দাও আর লাফিয়ে নামো। বন্দীদের ক্ষেত্রে তা হবার নয়। স্থানীয় কারারক্ষী বা পুলিশ হাজির না হলে, উপস্থিত হতে দু' মিনিট দেরী করলেও, গাড়ি হুইসেল দিতে থাকবে, তারপর গাড়ি ছেড়ে দেবে এবং পাপী বন্দীকে টেনে নিয়ে যাবে পরের অবতরণ বিন্দুতে। এর পরে যেখানে গাড়ি থামবে সেটি প্রকৃত অবতরণ বিন্দু হলে ভালই, কারণ ওখানে তাহলে বন্দীদের কিছু খেতে দেওয়া হবে। কিন্তু কখনো কখনো স্টোলিপিন গাড়ির অন্তিম গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত বন্দীকে টেনে নিয়ে সেখানে একটি শূন্য কামরায় তাকে আঠারো ঘণ্টা আটকে রাখা হত। তারপর নতুন একদল বন্দীর সঙ্গে তাকে ফেরৎ পাঠানো হত। হয়ত কারারক্ষীরা বন্দীকে নিতে এল না,—সে আবার কানাগলিতে আটকে পড়ল। ওখানে বন্দীর আর একবার অপেক্ষা করতে হত, **এবং সে সময় তাকে খাবার সরবরাহ করা হত না।** প্রথম অবতরণ বিন্দু পর্য্যন্ত বন্দীর র‍্যাশন সরবরাহ করা হত। কারা কর্তৃপক্ষ যদি ভুল করে, হিসাব রক্ষা দপ্তর ত' তার জন্য দায়ী নয়; কারণ, বন্দীকে ত' তুলুন্-এ নামিয়ে নেওয়ার কথা। পাহারাদাররা ত' নিজের র‍্যাশন থেকে বন্দীকে খাওয়াতে পারে না। সুতরাং আপনাকে দু'বার সামনে পিছনে পাঠানো হবে (সত্যি ঘটেছে!): ইকুর্টস্ক্ থেকে ক্রাস্নোইয়ারস্ক্, ক্রাস্নোইয়ারস্ক্ থেকে ইকুর্টস্ক্, আবার ইকুর্টস্ক্ থেকে ক্রাস্নোইয়ারস্ক্ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব তুলুন্-এর প্ল্যাটফর্মে নীল টুপি দেখামাত্র আপনি দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চাইবেন: বন্ধু, আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

স্টোলিপিন গাড়িতে মাত্র দু'দিনেই আপনি এত অবসন্ন, এত শ্বাসরুদ্ধ, এত বিধ্বস্ত হয়ে যাবেন যে কোন বড় শহর পৌছন'র আগে বুঝতে পারবেন না কোনটা বেশী পছন্দ : দ্রুত ঐ শহরে পৌছন'র উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য করতে থাকবেন না বরং বন্দী চালান কারাগারে তুলে দিলে একটু জিরিয়ে নেবেন।

পাহারাদাররা তাড়াহুড়া লাগিয়ে দেয়। ওরা ওভারকোট গায়ে চড়িয়ে গাড়ির মেঝেয় বন্দুকের কুঁদো ঠুকতে থাকে। তার মানে ওরা গাড়ি খালি করে বন্দী নামাবে।

পাহারাদাররা প্রথমে পা-দানির কাছে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। আপনি গাড়ি থেকে নেমে টাল সামলাতে না পেরে ওদের কাছে যাওয়া মাত্র সবকটি পাহারাদার (ওদের শিক্ষামত) একসাথে সব দিক থেকে কানে তালা ধরানোর মত চিৎকার করে ওঠে : "বসো!" "বসো!" ওরা আপনাকে চোখ তুলতে দেবে না। ওদের একাধিক কণ্ঠের একত্র চিৎকার মিলে খুব ভাল কাজ হয়। ঠিক যেন গোলা বর্ষণ হচ্ছে। আপনি অনিচ্ছায় নড়াচড়া করেন, তাড়াহুড়া করেন (কিন্তু তাড়াহুড়া কোথায় করবেন?), হাঁটুগেড়ে বসেন, শেষে আপনার আগে যারা নেমেছে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মাটিতে চেপে বসেন।

"বসো!" আদেশটি অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু নতুন বন্দী হলে আপনি তখনো তা বুঝতে পারবেন না। আইভানোভোর রেল লাইনের উপর যখন প্রথম এই আদেশ শুনি, আমি না বুঝে, স্যুটকেস (কারাগারের বাইরে বানানো স্যুটকেস হলে তার হাতল ভাঙবেই এবং বিপজ্জনক সময়ে) হাতে নিয়ে ছুটে রেল লাইনের অপর পারে সেটি খাড়া করে রেখে এবং প্রথম বন্দীরা কিভাবে বসেছে লক্ষ্য না করেই স্যুটকেসের উপর বসে পড়েছিলাম। হাজার হোক রেল লাইনের সংযোগস্থলে, কালো তেলমাখা বালির উপর আমার তখনো ফ্ল্যাপ-না-কাটা এবং তখনো ময়লা না হওয়া কোট পরে বসতে হবে! পাহারাদারদের সর্দার,—এক লালমুখো গর্দভ,—অনেক ভালমানুষ রুশ ঐ রকম দেখতে হয়,—আমার দিকে তেড়ে এল। প্রথমে বুঝিনি ও কী চায় এবং কেন। পরে বুঝলাম ওর পবিত্র বুটজোড়া আমার হতভাগ্য পশ্চাদ্দেশে স্থাপন করাই ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন কারণে ও তা করল না। তাই বলে ওর পালিশ করা বুটকে পুরোপুরি খাতির করল না। ও স্যুটকেসে লাথি মারল, স্যুটকেসের ডালা ভেঙে গেল। ও দাঁতে দাঁত চেপে ব্যাখ্যা করল : "বসো!" তখনই বুঝলাম, স্যুটকেসে বসবার দরুন আমার মাথা বাকি জেক্‌দের মাথা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন করবার সুযোগ হল না, "কিভাবে বসতে হবে?" ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছিলাম। বাকি সবাইয়ের মত আমিও মূল্যবান কোট পরেই বসলাম, যেমন সদরে কুকুর আর ঘরের দোরগোড়ায় বিড়াল বসে, তেমনি।

(স্যুটকেসটি এখনো রেখে দিয়েছি। সুযোগ পেলেই ওর বুটের লাথির ছেঁদায়

হাত বুলিয়ে নিই। এ ক্ষত দেহ বা মনের ক্ষতের মত সারবার নয়। জিনিষপত্রের স্মৃতি মানুষের স্মৃতির চেয়ে দীর্ঘ হয়)।

বন্দীকে জবরদস্তি বসানোও একটি মাপা কৌশল। আপনি মাটিতে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসার পর যদি হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে থাকে, তবে মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে নিতম্বে। ফলে আপনার পক্ষে চট করে লাফিয়ে ওঠা অসম্ভব। তার উপর ওরা আমাদের যত বেশী সম্ভব ঘেঁষাঘেঁষি করে বসাত। ফলে একে অপরের প্রতিবন্ধক হতাম। যদি সবাই মিলে পাহারাদারদের আক্রমণ করার কথা ভাবতাম, আমরা এগোন'র আগেই ওরা আমাদের নির্মূল করে দিতে পারত।

ওরা আমাদের হয় কালো মারিয়া গাড়ির (এ গাড়ি একবারে একদল বন্দী নিয়ে যায়, তাই চাইলেই পাওয়া যায় না) জন্য নয় পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐভাবে অপেক্ষা করাত। সাধারণতঃ খুব অল্প নাগরিক দেখতে পাবে এমন কোন লুকানো জায়গায় বসাত। আবার কখনো প্ল্যাটফর্ম বা বেয়াড়া রকম খোলা চত্বরেও বসাত, —কুইবিশেভ্-এ এরকম করেছিল। স্বাধীন মানুষদের পক্ষে এ এক অসুবিধাজনক অভিজ্ঞতা: আমরা বেশ সহজভাবে, খোলাখুলি এবং ভালোমনে ওদের দিকে তাকাতাম। কিন্তু ওরা কোন দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে? ঘৃণা ভরা? ওদের বিবেক তাতে সায় দিত না। (আর যা হোক, কেবল ইয়েরমিলভ্পন্থীরা বিশ্বাস করে "কারণের জন্য" গ্রেফতার করা হয়) সহানুভূতি? দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে? সাবধান, কেউ আপনার নাম লিখে নিয়ে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করবে; হ্যাঁ, অতই সহজ। আর গর্বিত স্বাধীন নাগরিকরা (মায়াকভ্স্কি লিখেছেন: "পড়ুন, আমাকে ঈর্ষা করুন, আমি এক নাগরিক") তাঁদের অপরাধী মস্তক অবনত করেন; আমাদের একটুও দেখার চেষ্টা করেন না, যেন জায়গাটা ফাঁকা। বৃদ্ধারা সবাইয়ের থেকে নির্ভীক। তাঁদের মন্দ করা যায় না। কারণ তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এক বৃদ্ধা তাঁর বরাদ্দ সামান্য রুটি থেকে টুকরো ভেঙ্গে আমাদের ছুঁড়ে দিতেন। পুরানো শিবির-ফেরং বন্দীরাও ভয় করত না। ওদের একটি চলতি কথা ছিল: "যাদের ওখানে যেতে হয়নি তাদেরও যেতে হবে, যাদের যেতে হয়েছে তারা কি সে কথা ভুলতে পারবে?" ওরা হয়ত এক প্যাকেট সিগারেট ছুঁড়ে দিত, এই আশায় যে পরের বারে ওদের বন্দী দশা[illegible] কেউ ছুঁড়ে দেবে। বৃদ্ধার কব্জিতে জোর নেই; রুটি আমাদের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁ[illegible] না। সিগারেটের প্যাকেট কিন্তু রামধনুর মত বেঁকে আমাদের মধ্যিখানে প[illegible]। পাহারাদাররা তখুনি রাইফেলের বোল্ট নাড়াচাড়া করতে করতে তাক করে বৃদ্ধার দিকে, দয়ার দিকে, রুটির দিকে: "বুড়ী শালা, ভাগ!"

পবিত্র রুটি ভেঙ্গে দু' টুকরো হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। আমাদের অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাধারণতঃ স্টেশনের মাটিতে বসে থাকার মুহূর্তগুলি হত সবচেয়ে ভাল। মনে পড়ে, ওমহ্‌ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি লম্বা মালগাড়ির মাঝখানের জায়গায় আমাদের বসানো হয়েছিল। অন্ত কারুর ঐ গলিতে ঢোকার সম্ভাবনা ছিল না। (তা ছাড়া, মনে হয় দু' মুখে একটি করে সেপাই মোতায়েন করা ছিল: "ওখানে যাওয়া নিষেধ।" আমাদের স্বাধীন নাগরিকরা যে কোন ইউনিফরমধারীর হুকুম শুনতে অভ্যস্ত) আগস্ট মাস। সন্ধ্যা নামছিল। রেলের তেল মাখা নুড়ি পাথর থেকে রোদের তাপ তখনো মুছে যায়নি। বসে বেশ গরম লাগছিল। স্টেশন দেখতে পাচ্ছিলাম না; নিশ্চয় কাছেই, হয়ত মালগাড়িগুলির পিছনে। কোথাও গ্রামোফোনে নাচের বাজনা বাজল। ওরা আনন্দে একসাথে নাচতে লাগল। কিন্তু কোন কারণে তখন আর একপাল নোংরা খাঁচায় বন্দীর মত জড়সড়ো হয়ে মাটিতে বসে থাকতে অবমাননা বোধ হল না। যে নাচ আর কখনো নাচতে পারব না, অপরিচিত যুবকদের সেই নাচের বাজনা বিদ্রূপ মনে হল না। ভাবতে খারাপ লাগল না, হয়ত কেউ স্টেশনে কাউকে বিদায় জানাতে এসেছে,—ফুল হাতে। প্রায়-স্বাধীন সেই বিশ মিনিট গোধূলি ক্রমে গাঢ় অন্ধকার হল, প্রথম তারারা জলজল করে উঠল, রেল লাইন বরাবর লাল আর সবুজ বাতি জলতে নিভতে থাকল, আর বাজনা বেজে চলল। আমাদের বাদ দিয়েই জীবন বয়ে যাচ্ছিল। আমরা আর কিছু মনে করিনি।

ঐ রকম মুহূর্তগুলি পালন করুন, কারাগার সহ্য করা সহজতর হবে। নইলে রাগে ফেটে পড়বেন।

জেক্‌দের দল বেঁধে কালো মারিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক; একাধিক রাস্তা আর মানুষের ঝামেলা পোয়াতে হয়। অবশ্য পাহারাদারদের নিয়মাবলীতে আর একটি সুন্দর আদেশ আছে: "হাত ধরাধরি করে দাঁড়াও!" লজ্জার কিছু নেই,—বৃদ্ধের সাথে যুবক, বৃদ্ধার সাথে যুবতী, জোয়ানের সাথে পঙ্গু হাত ধরে দাঁড়াও। যে হাতে জিনিষপত্র সামলাচ্ছেন পাশের লোক সেই বগলে হাত দিয়ে দাঁড়াবে, আপনিও ঐ রকম পাশের লোকের বগলে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। সাধারণভাবে দাঁড়ানোর থেকে এভাবে দাঁড়ালে দ্বিগুণ ঠাসাঠাসি হয়। হাতের জিনিষপত্রের বেয়াড়া ভারের জন্ত ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং অনভ্যস্তভাবে চলতে গিয়ে রীতিমত দুলতে হয়। ধূসর, মলিন, বেখাপ্পা প্রাণীর দল যেন দৃশ্যমান মমতায় পরস্পরকে জড়ানো একপাল অন্ধ,—মূর্তিমান মানবতার বিদ্রূপ।

এমনও ঘটতে পারে যে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্ত কোন কালো মারিয়াই এল না। পাহারাদারদের সর্দারও ভীতু মানুষ,—পাছে আপনাকে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দিতে না পারে। তখন ঐ ভারাক্রান্ত অবস্থায়, দুলতে দুলতে, ঠোকর খেতে খেতে শহর থেকে কারাগার পর্য্যন্ত হাঁটতে হবে।

ওদের আর একটি হুকুম হংসীর ভঙ্গী অনুকরণে রচিত হয়েছিল: "গোড়ালি ধরো!" যার দু'হাতই খালি তার দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালি ধরতে হত। তারপর: "সামনে বাড়ো!" (পাঠক, বই বন্ধ করুন। ঐ ভঙ্গীতে ঘরময় ঘুরে দেখুন না। কি রকম লাগছে? কত তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারছেন? পাশে তাকাতে পারছেন কি? পালানোর চেষ্টা করবেন নাকি?) মানশ্চক্ষে দেখুন তিন চার ডজন হংসী আপনাকে আড়চোখে দেখেছে (কিয়েভ্ ১৯৪০)।

আগস্টই হতে হবে এমন কথা নেই। ধরুন '৪৬-এর ডিসেম্বর। কালো মারিয়া আসেনি। ৪০° হিমাঙ্কের মধ্যে আপনাদের দল বেঁধে পেত্রোপাভ্লভস্ক্ বন্দী চালান কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে। আরও আন্দাজ করা সহজ যে স্টেশনে পৌছন'র শেষ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে স্টোলিপিনের পাহারাদাররা আপনাদের শৌচাগারে নিয়ে যাওয়ার ঝঞ্ঝাট পোয়ায়নি, পাছে আরো নোংরা হয়। জিজ্ঞাসাবাদজনিত দুর্ব্বলতা এবং শীতে কাবু অবস্থায় বেগ চাপতে আপনাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের। বটে, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ঘোড়ারা সিধে দাঁড়িয়ে বল্গার ধার খুলে দেয়, আর কুকুররা বেড়ার পাশে গিয়ে এক পা তোলে। কিন্তু মানুষের চলতে চলতে একেবারে ঐখানে ওকাজ করা ঠিক নয়। পিতৃভূমিতে লজ্জা পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বন্দী চালান কারাগারে শুকিয়ে যাবে······শ্রীমতী ভেরা কর্নিয়েভা নীচু হয়ে জুতো ঠিক করতে গিয়ে এক পা পিছিয়ে পড়েছিলেন। পাহারাদার ওমনি কুত্তা লেলিয়ে দিল। সব শীতবস্ত্র ভেদ করে কুত্তা ভেরার পাছায় কামড়িয়ে দিল। পিছিয়ে পড়বেন না! এক উজবেক্ও পিছিয়ে পড়েছিল। ওরা তাকে বুটের লাথি আর বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি মেরেছিল।

তা হোক, ওটা এমন বিয়োগান্ত ঘটনা নয়। বিলেতের ডেলি এক্সপ্রেস কাগজে ছাপার জন্য কেউ ছবি তুলবে না। আর পাহারাদারদের সর্দ্দার পরিণত বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলেও কেউ তার বিচার করবে না।

□

কালো মারিয়াও আমাদের ইতিহাসের দান। বালজাক বাণত বন্দীর গাড়ির সাথে মারিয়ার তফাৎ কতটুকু? আগেকার বন্দীর গাড়ি অপেক্ষাকৃত ধীরগামী হত আর ওতে অত বন্দী ঠাসা হত না।

এ কথা সত্যি যে দ্বিতীয় দশকেও আমাদের শহরগুলিতে, এমন কি লেনিনগ্রাদে, বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। রাস্তার মোড়ে যানবাহন চলাচল থেমে যেত।

পথচারীরা মন্তব্য করত, "বাছাধনরা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে!" তখনো কেউ পয়ঃপ্রণালীর বিরাট পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পারেনি।

কিন্তু সদা শিল্পোন্নতি সচেতন গুলাগ্ কালো দাঁড়কাক, বা শুধু দাঁড়কাক নামে সমধিক পরিচিত কালো মারিয়া উদ্ভাবন করতে কালক্ষেপ করল না। যে সময় আমাদের চৌকো চৌকো পাথর বসানো রাজপথে প্রথম ট্রাক দেখা যায় প্রথম মারিয়াও তার সাথে দেখা গিয়েছিল। এ গাড়িগুলির সাসপেনশন ছিল দুর্ব্বল, আরোহীর অত্যন্ত ঝাঁকুনি লাগত। কিন্তু বন্দীরা ত' স্ফটিক নির্ম্মিত নয়। আবার ঐ '২৭ সালেও গাড়িগুলি চারপাশে অত্যন্ত বেশী আঁটসাট হত। কোথাও কোন বাতাস চলাচলের ফুটো বা বাতি না থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হত, ভিতরে কিছু দেখাও যেত না। সে কালেও গাড়িগুলিতে এত বন্দী ঠাসা হত যে সামান্যতম ফাঁকা জায়গা থাকত না। এ সব ত্রুটি ইচ্ছাকৃত নয়, চাকার অভাবজনিত।

বহু বছর ধরে মারিয়া গাড়িগুলির রঙ ছিল ইস্পাত-ধূসর এবং যেন সর্ব্বাঙ্গে কারাগার লেখা। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরে নতুন বুদ্ধি উদয়ের ফলে বড় বড় শহরের মারিয়াগুলিকে ঝকমকে রঙ করে গায়ে "রুটি" (বন্দীরা নির্ম্মাণপ্রকল্পের রুটি) বা "মাংস" ("হাড়" লিখলে যথার্থ হত) অথবা স্রেফ "সোভিয়েত শ্যাম্পেন পান করুন!" লেখা হয়েছিল।

কালো মারিয়ার অভ্যন্তর, একটি লোহার পাতমোড়া শূন্য খাঁচা। কখনো-সখনো তার দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চির সারি থাকত। বেঞ্চিগুলিতে সামান্যতম সুবিধা ত' হতই না বরং দুর্ভোগ বাড়ত। বেঞ্চি না থাকলে গাড়িতে যে ক'জন লোক দাঁড়াতে পারে ওরা সে ক'জন বন্দী তুলত। অথচ বেঞ্চি থাকলে একের ঘাড়ে আর এক, মালপত্রের মত বন্দী তুলত। কোন কোন মারিয়ার পিছন দিকে বাক্স থাকত,—একটি বন্দীকে রাখার মত সঙ্কীর্ণ ইস্পাতের বাক্স। কোনটির সারা দেওয়াল জোড়া বাক্সও থাকত: একটি করে বন্দী রাখার জন্য ছোট ছোট আলমারি, মাঝখানে তালাচাবির ব্যবস্থা।

বাইরে "সোভিয়েত শ্যাম্পেন পান করুন"-এর স্মিতাস্যা সুন্দরীকে দেখে গাড়ির ভিতরে যে অমন বোলতার বাসা থাকতে পারে তা কেউ সহজে অনুমান করতে পারত না।

সব দিক থেকে 'এসো! জল্দি চোকো'র তালে তালে পাহারাদাররা আপনাকে মারিয়াতে ঢোকাবে। যাতে চার পাশে তাকিয়ে পালানোর ফন্দি আঁটার সময় না পান সেই উদ্দেশ্যে ওরা এত টানাটানি আর ঠেলাঠেলি করবে যে জিনিষপত্রসমেত আপনি সঙ্কীর্ণ, ছোট্ট দরজায় আটকাবেন এবং আপনার মাথা দরজার লিন্টেলে তো মারবে। দড়াম করে লোহার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে,—আপনার যাত্রা সুরু য়ে যাবে।

কদাচ মারিয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হত ; অধিকাংশ সময় বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট। তার মধ্যে আপনাকে ঝাঁকিয়ে, হাড্ডি কলের মত ভিতরের সবকিছু গুঁড়ো করে দিত। লম্বা হলে, মাথা নিচু করে থাকতে হত। আত্মরক্ষায়ক স্টোলিপিনের কথা মনে পড়ত।

কালো মারিয়ার আরও একটি তাৎপর্য্য : আরোহীদের অদল-বদল ও তজ্জনিত নতুন সাক্ষাৎকার। সবচেয়ে স্পষ্ট মনে পড়ে চোরদের সঙ্গে মুলাকাৎ। হয়ত আর কখনো, এমন কি বন্দী চালান শিবিরেও, আপনাকে ওদের সঙ্গে এক কুঠরীতে রাখা হবে না। কিন্তু মারিয়ায় আপনি ওদের খপ্পরে পড়বেন।

কখনো কখনো মারিয়ায় এত ঠেসাঠেসি হয় যে উর্কি বা সাধারণ চোররা সহজে হাত সাফাই করতে পারে না। আপনার হাত পা পড়শীর হাত পা আর মালপত্রের মধ্যে এমনভাবে ঠেসে থাকে যেন ওগুলিও মালপত্র। শুধু ঝাঁকিতে শূন্যে উঠে ধপাস করে পড়তে পড়তে আপনার ভিতর ওলট পালট হতে হতে নিজের হাত পায়ের অবস্থান বদল করতে পারবেন।

কখনো কখনো অল্প ভিড় থাকলে চোররা আধ ঘণ্টাতেই ব্যাগের ভিতর দেখে নিয়ে সব ব্যাসিন্সি (মাখন, মিষ্টি ইত্যাদি) এবং ভাল ভাল ট্র্যাশ (জামাকাপড়) সরিয়ে ফেলতে পারে। কাপুরুষতা, সুবুদ্ধিও বটে, আপনাকে লড়াই থেকে নিরস্ত করে। (ইতিমধ্যে আপনার অবিনশ্বর আত্মার এক একটি মূল্যবান টুকরো খোয়া যেতে সুরু করে ; অথচ আপনি তখন ভাবেন আসল শত্রু এবং আসল লক্ষ্য আরও দূরে, যার জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন) হয়ত একটি ঘুষি মারবেন, যার বদলে আপনার পাঁজরে ওরা তখুনি ছুরি বসিয়ে দেবে। এর কোন তদন্ত হবে না, হলেও চোরের ভয় নেই। দূর শিবিরে না পাঠিয়ে, ওকে কিছু দিন বন্দী চালান কারাগারে আটকে রাখা হবে। আপনার মানতেই হবে, সমাজবন্ধু বন্দীর সাথে সমাজদ্রোহী বন্দীর লড়াইয়ে রাষ্ট্র কোন মতেই শেষোক্ত বন্দীকে সমর্থন করতে পারে না। সোজা কথা।

অসোয়াভিয়াখিম্ বা সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ও বৈমানিক-রাসায়নিক নির্মাণ প্রকল্প সহায়ক সমিতির উচ্চ পদাধিকারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল লুনিন '৪৬ সালে বুতুর্কির কুঠরীতে বলতেন ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মস্কো নগর আদালত থেকে তাগাঙ্কা কারাগারে চালানের সময় গাড়ির প্রত্যেকের নীরব নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে কালো মারিয়ার ভিতর চোররা একটি সদ্যবিবাহিতা মেয়েকে কর্নেল লুনিনের সামনে দলবদ্ধ-ভাবে বলাৎকার করেছিল। মেয়েটি সেদিন সকালে তার পক্ষে যতদূর সম্ভব আকর্ষক সেজে আদালতে এসেছিল। অভিযোগ, বিনা অনুমতিতে কাজ ছাড়া,—আসলে মিথ্যা অভিযোগ ; উপরওলার সঙ্গে থাকতে নারাজ হওয়ার প্রতিশোধ। মাত্র

আধ ঘণ্টা আগে ঐ অভিযোগের জন্ম পাঁচ বছর মেয়াদ দিয়ে ওকে মারিয়াতে ঠেলে তুলে দিয়েছিল, আর পথে পার্ক রিং অঞ্চলে ("সোভিয়েত শ্যাম্পেন পান করুন!") ও শিবিরের বেশ্যায় পরিণত হল। আমরা কি এখনো বলব যে চোররা ওর ঐ দশার জন্ম দায়ী? কারা কর্তৃপক্ষ নয়? উপরওলা নয়?

চোরের ক্ষমতা কত! ওকে ধর্ষণ ত' করলই, তার উপর ওর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিল। যে ফ্যাশন দুরস্ত জুতো পায়ে দিয়ে বিচারকদের মন ভোলাবে ভেবেছিল সেই জুতো-জোড়া আর ব্লাউজ কেড়ে নিয়ে পাহারাদারদের দিয়ে দিল। পাহারাদাররা গাড়ি থামিয়ে ভদ্‌কা আনল, চোরদের দিল,—যাতে মেয়েটির উপর দিয়ে ভদ্‌কা পানও হয়ে যায়।

তাগাঙ্কা কারাগারে পৌছন'র পর মেয়েটি কেঁদে কেটে নালিশ করেছিল। অফিসার অভিযোগ শুনতে শুনতে হাই তুলে উত্তর দিয়েছিলেন: "সরকার তোমাদের প্রত্যেকের জন্ম আলাদা যানবাহন দিতে পারবে না। আমাদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।"

হ্যাঁ, কালো মারিয়াগুলি দ্বীপপুঞ্জের প্রতিবন্ধক। স্টোলিপিনে যদি সাধারণ অপরাধীর থেকে রাজনৈতিক বন্দীকে পৃথক করা সম্ভব না হয়, মারিয়াতেও নারীদের পুরুষ থেকে তফাৎ রাখা সম্ভব হয় না। আর, এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে চালান করার সময় চোররা জীবন উপভোগ করবে না, কি করে এ আশা করা যায়?

অবশ্য চোররা না থাকলে মেয়েদের সাথে ছোট্ট মুলাকাতের জন্ম আমরা মারিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারতাম। ওখানে না হলে আর কোথায় ওদের কারা অস্তিত্ব দেখতে, শুনতে এবং ছুঁতে পারতাম?

'৫০ সালে ওরা একবার একটুও ভিড়-না-হওয়া মারিয়াতে,—বেঞ্চিওলা গাড়িতে চোদ্দজন,—আমাদের বুতুর্কি থেকে স্টেশনে নিয়ে চলেছিল। সবাই বেশ বসে ছিলাম। ওরা হঠাৎ একটি বন্দী ঢুকিয়ে দিল,—স্ত্রীলোক, একাকিনী। ও প্রথমে ভীতভাবে দরজার পাশে বসল। হাজার হোক অন্ধকার বন্দীর গাড়িতে ও সহায়হীনা, প্রতিপক্ষ চোদ্দটি পুরুষ। সামান্য কটি কথার পর স্পষ্ট হল, উপস্থিত সবাই কমরেড। আটান্ন পাওয়া।

ও নাম বলল। রেপিনা, কর্নেলের স্ত্রী। স্বামীর গ্রেফতারের পরেই ও গ্রেফতার হয়েছে। হঠাৎ এক সামরিক কর্মচারী, এত জোয়ান ছিপছিপে যে মনে হয় লেফটেনান্ট হতেই হবে, ওকে বলল: "আপনি শ্রীমতী এ্যান্টোনিনার সঙ্গে গ্রেফতার হননি?" "হ্যাঁ। আপনি ওর স্বামী? ওলেগ?" "হ্যাঁ"। "আপনিই লেফটেনান্ট কর্নেল 'থাই—? ক্রুন্‌জিয়ে সামরিক বিদ্যালয়ের?" "হ্যাঁ।"

ও কি রকম 'হ্যাঁ'? কম্পিত কণ্ঠস্বর। যেন আনন্দ নয়, কিছু মন্দ বেরিয়ে পড়ার

ভয়। ও স্ত্রীলোকটির পাশে বসল। ছুটি পিছনের দরজার আণুবীক্ষণিক ছিদ্র দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে গ্রীষ্ম গোধূলির রোদ গাড়ি চলার সাথে সাথে স্ত্রীলোকটি এবং লেঃ কর্নেলের মুখে পড়ছিল। "এ্যান্টোনিনার জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। আমরা দু'জন তখন চারমাস একই কুঠরীতে বন্দী ছিলাম।" "ও এখন কোথায়?" "ঐ সময় ও শুধু আপনার মুখ চেয়ে বেঁচে ছিল! ওর নিজের জন্য ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। ওর চিন্তা ছিল আপনার জন্য: প্রথমতঃ আপনাকে যেন গ্রেফতার না করা হয়; দ্বিতীয়তঃ যদি গ্রেফতার হন, যেন লঘু দণ্ড হয়।" "ও কেমন আছে?" "আপনার গ্রেফতারের জন্য ও নিজেকে দায়ী করত। ওর ওপর তখন যা চলছিল!" "ও এখন কোথায়?" "ভয় পাবেন না." রেপিনা ওলেগ-এর বুকে হাত রাখল, যেন ওর নিকট আত্মীয়, "ও আর কষ্ট সইতে পারছিল না। ওরা ওকে আমাদের কুঠরী থেকে সরিয়ে নিল। ও, কি বলব, একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছেন?"

ইস্পাতের বাক্সবন্দী ক্ষুদে ঝড় একসাথে ছ'টি গাড়ি চলতে পারে এমন রাস্তা ধরে গড়াতে গড়াতে রাস্তার মোড়ের যানবাহন নিয়ন্ত্রক আলোয় থামল, মোড় ঘুরল।

মাত্র মিনিট কয়েক আগে বুতুর্কিতে আমার ওলেগ আই-এর সাথে পরিচয় হয়েছিল, এইভাবে: ওরা আমাদের সবাইকে, 'বাক্সে' ঢুকিয়ে দিয়ে মালখানা থেকে আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে এল। আমাদের দু'জনকে একই সময় দরজার সামনে আসতে বলা হল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল একটি নারী কারাকর্মী সামনের বারান্দায় ওলেগ-এর স্যুটকেস হাটকাতে হাটকাতে মেঝেতে ওর জিনিষপত্র চেলে ফেলল। তার মধ্যে লেঃ কর্নেলের তারকা চিহ্নখচিত একটি সোনালী কাঁধপটি যা কি জানি কোন উপায়ে, সম্ভবতঃ একান্ত নিজগুণে অত দিন টিকে ছিল। কারা-কর্মী নিজেও কাঁধপটিটি লক্ষ্য করেনি। অনবধানে বড় বড় তারাগুলির উপর জুতো পায়ে দাঁড়িয়েছিল,—চলচ্চিত্রে পদদলিত করার দৃশ্যের মত।

আমি বললাম: "কমরেড, লেঃ কর্নেল, ওর কাণ্ড দেখুন!"

ওলেগের চোখেমুখে রাগ ফুটে উঠল। ওর মনে তখনো নিষ্কলুষ সামরিক চাকরি জীবনের স্মৃতি।

কালো মারিয়ায় আর এক চিত্র,—ওর স্ত্রী সম্পর্কিত।

মাত্র এক ঘণ্টায় ওকে দুটি ভিন্নরূপে দেখলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীপপুঞ্জের বন্দর

এক অতিকায় টেবিলের উপর আমাদের মাতৃভূমির বিশাল মানচিত্র বিছিয়ে দিন। ঘন কালো বিন্দু দিয়ে সব কটি প্রাদেশিক রাজধানী, রেল জংশন, রেল-নদী পথের সংযোগস্থল, নদীর বাঁক এবং উৎস চিহ্নিত করুন! কী দাঁড়াল? মানচিত্রময় সংক্রামক মাছির ঝাঁক বসে গিয়েছে? আসলে যা দাঁড়াল তা হল দ্বীপপুঞ্জের বন্দরগুলির এক রাজসিক মানচিত্র। আলেকজাণ্ডার গ্রিন যে বন্দরের কথা শুনিয়ে আমাদের মন কেড়ে নেন, যেখানকার সরাইখানায় প্রচুর রাম চলে আর পুরুষরা সুন্দরীদের প্রেম নিবেদন করেন, ঐ বন্দরগুলি অবশ্যই সে ধরনের নয়।

এমন জেক্ বিরল যে অন্ততঃ তিন থেকে পাঁচটি বন্দী চালান কারাগার এবং শিবিরের কথা জানে না। অনেকে ত' ডজন খানেকের কথাও জানে। আর গুলাগের সন্তানদের ত' পঞ্চাশটি গুণতেও সামান্যতম অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী যে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে: যেমন বন্দীর গাড়ির পাহারাদারদের নিরক্ষরতা; বন্দীর ইতিবৃত্তের ফাইলের ভিত্তিতে রচিত অপটু ক্রমিক সংখ্যা ধরে ডাক; গা পোড়ানো রোদ বা শরতের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে দীর্ঘ প্রতীক্ষা; সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেহ তল্লাসি; অস্বাস্থ্যসম্মত ক্লিপ দিয়ে চুল ছাঁটা; ঠাণ্ডা, পিছল স্নানাগার; দুর্গন্ধময় শৌচাগার; স্যাঁতসেতে ছাতাকোটা বারান্দা; আবহমান কাল ধরে ভিড় বোঝাই, প্রায় সব সময় অন্ধকার ভিজে কুঠরী; মেঝেয় বা তক্তায় মানবদেহের উত্তাপ; ভিজে, প্রায় তরল রুটি; এবং গোলা-ঝাড়াই শস্যের খিচুড়ি।

যে কোন প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বন্দী একটির থেকে অপরটির তফাৎ হুবহু মনে করতে পারে। দেশময় ঘোরার দরকার হয় না। বন্দী চালান কারাগুলির কল্যাণে সে দেশের ভূগোল ভালই জানে। নভোসিবিরস্ক্? আমি জানি; ওখানে ছিলাম। ওখানে চওড়া চওড়া কড়ি বরগা লাগানো খুব শক্তপোক্ত ব্যারাক আছে। ইর্কুটস্ক্? ওখানকার জানালাগুলিকে বিভিন্ন ধাপে ইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জার আমলে কতখানি বন্ধ করেছিল, তার পরের আমলে কতখানি, সব তফাৎ বোঝা যেত। দুই আমলের গাঁথুনির মাঝে শুধু একটু চেরা থাকত। ভলোগ্দা? ওখানকার বাড়িটা প্রাচীন, মাথায় গম্বুজ আছে। একটি শৌচাগারের মাথার উপর আর একটি। কাঠের মেঝেগুলি এত পচা যে উপর থেকে ময়লা

চুইয়ে নিচে পড়ত। উসমান? তাও জানি। কারাগার ত' নয়, উকুন ভর্ত্তি গুহা-কৃতি পুরানো বাড়ি। ঠাস বোঝাই বন্দী। কখনো বন্দীর গাড়িতে তুলতে হলে এত লম্বা লাইন হত,—শহরের মাঝ রাস্তা অবধি,—যে অবাক হয়ে ভাবতাম অত বন্দীকে ওরা কোথায় ঠেসেছিল।

অমন অভিজ্ঞ লোককে বরং না বলাই ভাল যে আপনি এমন এক শহরের কথা জানেন যেখানে বন্দী চালান কারাগার নেই। তিনি অকাট্য, নির্ভুল প্রমাণ উপস্থিত করে বলবেন ও রকম শহর নেই। সালস্ক্? ওখানে চালানি বন্দী আর জিজ্ঞাসাবাদাধীন বন্দীকে একসাথে কেপিজেড বা প্রাথমিক আটক কুঠরীতে রাখা হয়। তাছাড়া প্রতি জেলা কেন্দ্রেও কি বন্দী চালান কারাগার নেই? সল-ইলেটস্ক্-এ? আছে বই কি। রাইবিনস্ক্-এ? রাইবিনস্কের প্রাক্তন মঠে দু'নম্বর কারাগারটি তা হলে কি? ওখানো পুরানো, শ্যাওলাধরা পাথরে মোড়া ফাঁকা উঠান, স্নানাগারে কাঠের টব, বেশ শান্ত পরিবেশ। চীতায়? চীতাতেও আছে এক নম্বর কারাগার। নৌশিক্-এ? কারাগার নেই, বন্দী চালান শিবির আছে;—দু'টি একটি জিনিষ নয়? তর্ঝক্-এ? তর্ঝকেও আছে। পাহাড়ের উপর, একটি মঠে।

অতএব মহাশয়, আপনার বোঝা উচিত যে প্রত্যেক শহরের নিজস্ব বন্দী চালান কারাগার থাকতে হবে। আর যা হোক সব শহরেই আদালত আছে। তা হলে বন্দীদের কিভাবে শিবিরে পাঠানো হবে? বিমানযোগে?

অবশ্য কোন বন্দী চালান কারাগারই অন্যটির সমান নয়। কিন্তু দু'টির মধ্যে কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ তা তর্ক দ্বারা স্থির করা যাবে না। তিন চারটি জেক্ জুটলে প্রত্যেকে এক একটি কারাগারের গুণকীর্ত্তন করতে গিয়ে বলবেই "আমার"। ঐ রকম একটি আলোচনা তুলে ধরছি:

"তেমন বিখ্যাত না হলেও তোমাদের '৩৭-'৩৮-এর শীতে ওখানে আটক কাউকে আইভানোভো বন্দী চালান কারাগারের বিষয় প্রশ্ন করতে বলব। কারাগারটি ছিল অন্তপ্ত। বন্দীরা শুধু ঠাণ্ডাতেই জমে যেত না, যারা উপরের তাকে শুত তাদের উলঙ্গ হয়ে ঘুমাতে হত। তার উপর, যাতে দম না বন্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে কারা কর্ত্তৃপক্ষ জানালার সব কটি শার্সি ভেঙ্গে দিয়েছিল! একুশ নম্বর কুঠরীতে কুড়িটি বন্দী রাখার কথা। রাখা হত **তিনশো তেইশটি**! শোবার তক্তার নিচে জল থাকত। বন্দীরা সেই তক্তাতেই শুত। তক্তার উপর দিকে ভাঙ্গা জানালা দিয়ে তুষার ঢুকত। মনে হত তক্তার নিচে আর্কটিক অঞ্চলের রাত নেমেছে। তক্তার নিচে আলো পৌছত না। হয় উপরের তাকে শোয়া নয় যাতায়াতের পথে দাঁড়ানো বন্দীরা সে আলো আটকে থাকত। যাতায়াতের পথ দিয়ে শৌচের বালতি পৌছন যেত না। তক্তার ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিতে হত। একক ব্যক্তি হিসাবে র‍্যাশন দেওয়া হত না, প্রতি

দশজন বন্দী হিসাবে দেওয়া হত। দশজনের মধ্যে কেউ মারা গেলে বাকি বন্দীরা তার শব তক্তার নিচে ঢুকিয়ে দিত। পচা গন্ধ বেরোন পর্য্যন্ত ওখানেই থাকত। ওরা শবের র‍্যাশন পেত। এ সব সহ্য হত। হত না ওরা যখন ভাগাগুলিতে তার্পিন তেল লাগাত। তার উপর ওরা বন্দীদের ক্রমাগত এক থেকে অন্য কুঠরীতে বদল করত। সবে গুছিয়ে বসেছেন এমন সময়, "ওঠো, কুঠরী বদল হবে! তোমার কুঠরী বদল হবে!" আবার আর একটি জায়গা খোঁজার চেষ্টা করতে হত। কুঠরীতে অত ঠাসাঠাসি মনে হওয়ার কারণ একজন বন্দীকেও তিন মাসের মধ্যে স্নান করতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ফলে উকুন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উকুন থেকে বন্দীদের হাতে পায়ে ঘা হত, টাইফয়েডও হত। টাইফয়েড সংক্রমণ হেতু কারাগারটিতে বা কারাগারটি থেকে আসা-যাওয়া বন্ধ থাকত। চার মাসের মধ্যে বন্দী চালানের গাড়ি ছাড়ত না।"

"আসল সমস্যাটা ঐ বছর, আইভানোভো নয়। '৩৭-'৩৮-এ অবশ্য জেক্ কেন বন্দী চালান কারাগারের পাথরগুলিও বেদনায় আর্তনাদ করত। ইকু টস্ক্ কোন বিশেষ ধরনের বন্দী চালান কারাগার নয়। কিন্তু '৩৮ সালে ডাক্তাররা কুঠরীর ভিতরে তাকাতে সাহস করত না। বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেত। পাহারাদার কুঠরীর মধ্যে হাঁকত: 'কেউ অচৈতন্য হয়ে থাকলে, বেরিয়ে এসো।'

"'৩৭-এ কোলিমা পর্য্যন্ত গোটা সাইবেরিয়ায় ঐ অবস্থা ছিল। আর ওখোটস্ক সাগর এবং ভ্লাডিভস্টক্-এ প্রতিবন্ধক লেগে থাকত। জাহাজগুলি মাসে মাত্র ত্রিশ হাজার বন্দী সরাতে পারত। অথচ সে হিসাব খেয়াল না রেখে ওরা অনবরত মস্কো থেকে বন্দী পাঠাত। এভাবে কয়েক লাখ জমে গেল। বুঝেছ?"

"কে গুণেছিল?"

"যার গোণার কথা, সেই গুণেছে।"

"ভ্লাডিভস্টক্ বন্দী চালান কারাগারের কথা যদি বল, ফেব্রুয়ারী '৩৭-এ ওখানে চল্লিশ হাজারের বেশী ছিল না।"

"ওখানে বন্দীদের বেশ কয়েক মাস আটকে থাকতে হত। শোবার তক্তাগুলিতে পঙ্গপালের মত ছারপোকা থাকত। দিনে আধ মগ জল, আর নুন,—টেনে আনবার লোক নেই। এক গোটা চত্বরভর্তি কোরীয় বন্দী ছিল। ওদের প্রত্যেকে, শেষ মানুষটিও আমাশায় মারা গেল। আমাদের চত্বর থেকেই রোজ সকালে একশোটি শব বার করে দিত। কর্তৃপক্ষ একটি লাশ-কাটা ঘর তৈরী করছিল। তার জন্য পাথর টানার গাড়িতে জেক্‌দের জুতে দেওয়া হত। আজ তুমি টানো, আগামীকাল ওরা তোমাকে টানবে। শরতে টাইফয়েড এল। আমরাও একই কাণ্ড করতাম: দুর্গন্ধ বেরোন'র আগে শবগুলি দিতাম না, অতিরিক্ত র‍্যাশন নিতাম। কোন প্রকার

ওষুধ মিলত না। আমরা বেড়া পর্যন্ত বুকে হেঁটে গিয়ে ভিক্ষা চাইতাম: 'ওষুধ দাও।' সন্ধানী গম্বুজ থেকে একবার গুলি বর্ষণ হত। এর পর টাইফয়েড রোগ-গ্রস্তদের একটি পৃথক ব্যারাকে একত্রিত করা হল। সামান্য ক'জন সেখান থেকে ফিরেছিল। ঐ ব্যারাকে দোতলা শোবার তাক ছিল। উপরের তাকের কেউ অসুস্থ বা জর হলে নেমে শৌচাগারে যেতে পারত না। উপরেই কাজ সারত। নিচের বন্দীর গায়ে সব পড়ত। পনেরো শো রোগী ছিল। আর্দালিগুলি ছিল চোর। ওরা শব থেকে সোনার দাঁত খুলে নিত। না, শুধু শব থেকেই খুলে নিত না।"

"কেবল '৩৭ সালের কথা বলছ কেন? ভ্যানিনো খাড়ির পঞ্চম চত্বরে '৪৯ সালে কী হয়েছিল? তার সম্পর্কে কি বলবে? ওখানে ছিল ৩৫,০০০, কয়েক মাস ধরে! কোলিমাগামী যানবাহনের কি যেন গোলমাল হয়েছিল। প্রতি রাতে কোন না কোন কারণে ওরা বন্দীদের এক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক থেকে আর এক চত্বরে ঠেলে পাঠাত। ফ্যাসিবাদীদের সঙ্গেও ঐ রকম করা হত: হুইসেল! চিৎকার! "শেষ লোকটি ছাড়া সবাই বেরিয়ে এসো[১]!" দৌড়, দৌড়, সব সময় দৌড়! ওরা রুটির জন্য একশো বন্দীকে দৌড় করাত—দৌড়! খিচুড়ির জন্য—দৌড়! খিচুড়ি খাবার পাত্রও থাকত না। যাতে পারো নাও না—দুটি হাত, কোটের ফ্ল্যাপ! বড় বড় ট্যাঙ্কে করে জল আনা হত অথচ বিতরণ করার পাত্র থাকত না। স্প্রে করে পানীয় জল বিতরণ করা হত! স্প্রের সামনে মুখ রাখতে পারলে ছিটেফোঁটা পাওয়া যেত। বন্দীরা ট্যাঙ্কের সামনে লড়াই লাগাত। গম্বুজ থেকে পাহারাদাররা ওদের গুলি করত। অবিকল ফ্যাসিবাদীদের মত। উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় (অর্থাৎ, কোলিমা) সংশোধনী শ্রম শিবিরের মুখ্য প্রশাসক মেজর জেনারেল দেরেভিয়াঙ্কো এসেছিলেন। বিমান বাহিনীর একজন বৈমানিক ভিড় থেকে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে নিজের রণক্ষেত্রের শার্টের সামনেটা পড় পড় করে ছিঁড়ে বলল: "আমি যুদ্ধে বীরত্বের জন্য সাত সাতটি পদক পেয়েছি! চত্বরের মধ্যে গুলি ছোঁড়ার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে?" দেরেভিয়াঙ্কো উত্তর দিলেন: "আমরা গুলি ছুঁড়েছি এবং যতদিন না আপনারা উপযুক্ত আচরণ শেখেন, ছুঁড়ব।"[২]

"না ভায়া, না। ওগুলির কোনটিই আসল বন্দী চালান কারাগার নয়। কিরভ্-এর কথা ধরো! ঐটি আসল! কোন বিশেষ বছরের কথা না বলে '৪৭-এর কথা বলি। তখনো কুঠরীতে এত বন্দী ঠাসা হত যে দু'জন পাহারাদার এক সাথে বুট পায়ে লাথি না মেরে দরজা বন্ধ করতে পারত না। সেপ্টেম্বর মাসেও গরমের জন্য (কিরভ্,—তার আগে ভিয়াৎকা'র কারাগার,—কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত নয় যে সেপ্টেম্বরে নাতিশীতোষ্ণ হবে) বন্দীরা তেতলা শোবার তক্তার উলঙ্গ হয়ে বসে থাকত। শোবার জায়গা নেই। এক সারি তক্তার মাথার দিকে, অপরটি

পায়ের দিকে বসত। মেঝেয় যাতায়াতের পথে দু'ধারি বসত। বাদবাকি তাদের মাঝখানে দাঁড়াত। ওরা পালা বদল করত। নিজেদের ঝোলা রাখত হয় হাতে নয় কোলে। অন্য কোথাও রাখার জায়গা হত না। শুধু চোররা তাদের আইনসম্মত জায়গা পেত। জানালার পাশে, দোতলার তাকে। সেখানে খুশিমত টানটান হত। এত অসংখ্য ছারপোকা ছিল যে ওরা দিনে ত' কামড়াতই, বোমা বর্ষণের ভঙ্গীতে কুঠরীর চাল থেকে ঝাঁপ দিত। এক সপ্তাহ থেকে এক মাস ঐ কষ্ট সইতে হত।"

জয়লাভের গ্রীষ্ম অর্থাৎ আগষ্ট '৪৫ সালে ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ায়[৩] আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্য ওদের কাহিনীতে বাধা দিতে হল। কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা বোধ করছি। কারণ, আর যা হোক, ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ায় আমরা সারা রাত ঠ্যাঙ ছড়াতে পারতাম। ছারপোকা ছিল মোটামুটি। উজ্জ্বল বাতির নিচে উলঙ্গ এবং ঘর্মাক্ত দেহে শুয়ে সারা রাত মাছির কামড় খেতাম। ওসব অবশ্য এমন কিছু নয়, যা গর্ব্ব করে শোনাতে পারি। আমরা পাশ ফিরে শুলে ঘামের বন্যা বইত। খাবার সময় টপটপ করে পড়ত। ভাড়াটে বাড়ির সাধারণ ঘরের থেকে একটু বড় আয়তনের কুঠরীতে একশোজন ছিলাম। খুব ঠাসাঠাসি হত, মেঝেতে পা রাখার জায়গাও ছিল না। দক্ষিণ দিকের দুটি জানালাই ইস্পাতের 'আবরণ' দিয়ে ঢাকা ছিল। ঐ আবরণ কেবল বাতাস চলাচল বন্ধ করত না, রোদে তেতে কুঠরীতে তাপ বিকিরণ করত।

বন্দী চালান কারাগারগুলি যেমন অর্থহীন সে সম্পর্কে কথাবার্ত্তাও তেমনি অর্থহীন। হয়ত দেখা যাবে এই অধ্যায়ও তাই। প্রথমতঃ বোঝা যায় না কোন জিনিষটি ধরব, কোন বিশেষ জিনিষের বিষয়ে বলব, কি দিয়ে শুরু করব? চালানি কারাগারে যত বেশী বন্দী ঢোকান হয় তার বৈশিষ্ট্যহীনতা তত বৃদ্ধি পায়। তা মানুষের পক্ষে অসহ্য, গুলাগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবু বন্দীকে মাসের পর মাস বসে থাকতে হয়। ফলে চালানি কারাগার একটি কারখানায় পরিণত হয়: যে হাতে-ঠেলা গাড়ি করে ইট বয় তাতেই থরে থরে র‍্যাশনের রুটি সাজিয়ে বয়ে আনে। গরম খিচুড়ি আসে ছ'বালতি জল ধরতে পারে এমন কাঠের পিপে করে,—পিপের উপর দিকে ছেঁদা করে একটি লোহার ডাণ্ডা ঢোকান।

কোটলাসের বন্দী চালান কারাগার ছিল আরও ত্রাসপূর্ণ, কিন্তু অন্যগুলির থেকে সৎ। ত্রাসপূর্ণ কারণ কোটলাস্ সারা উত্তরপূর্ব্ব ইউরোপীয় রুশ দেশের দ্বারপথ। সৎ, কারণ কোটলাস্ এমনিতেই দ্বীপপুঞ্জের গভীরে, অতএব কারুর কাছে ভাণ করার প্রয়োজন ছিল না। সোজা কথায় কোটলাস্ ছিল বহু খাঁচায় বিভক্ত বেড়া দেওয়া ভূখণ্ড। খাঁচাগুলি সব সময় তালা লাগানো থাকত। '৩০ সালে বন্দী নির্ব্বাসন আরম্ভের সময় ঘন কৃষক বসতিপূর্ণ হলেও (বন্দীদের মাথার উপর ছাদ বলে কিছু ছিল

না, কিন্তু সে কথা বলবার জন্য কেউ বেঁচে নেই), পরিত্যক্ত কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী···ত্রিপল ঢাকা,···নড়বড়ে একতলা ব্যারাকে '৩৮ সালেও সব কটি বন্দীর স্থান হত না। ভিজে শরতের তুষার এবং বরফ জমা তাপমাত্রাতে বন্দীরা থাকত মাটিতে, আকাশের নিচে। সত্যি বটে, ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয়তার দরুন অবশ হয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। ওদের অনবরত গুণতি করা হত। মিলিয়ে দেখা (যে কোন এক সময় বিশ হাজার বন্দী থাকত) আর হঠাৎ নৈশ তল্লাসি দ্বারা ওদের সতেজ রাখা হত। পরবর্ত্তী কালে ঐ খাঁচাগুলিতে তাঁবু লাগানো হয়েছিল। কোন কোন খাঁচায় দোতলা উঁচু কাঠের বাড়ি বানানো হয়েছিল। কিন্তু বিবেচকের মত নির্ম্মাণ ব্যয় কমানোর জন্য এক-একটি তলার মাঝখানে মেঝে তৈরী করা হয়নি। তক্তার উপর তক্তা সাজিয়ে সোজা ছ'তলা শোবার জায়গা হয়েছিল। কবরে এক পা বাড়ানো বন্দীদের নাবিকদের মত মই বেয়ে ঐ ছ'তলা উঠতে নামতে হত। (বন্দরের চেয়ে জাহাজে ঐ রকম ছ'তলা খাঁচা ভাল মানানোর কথা) '৪৪—'৪৫ সালের শীতে যখন বন্দীদের মাথার উপর ছাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হল তাতে মাত্র ৭,৫০০ বন্দীর জায়গা হল। দৈনিক ৫০টি বন্দী মরত। লাশ-কাটা ঘরে শব টেনে নিয়ে যাওয়ার স্ট্রেচার কখনো বিরাম পেত না। (এটি দৈনিক শতকরা একটিরও কম মৃত্যুহার। অনেকে বলবেন ঐ হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দীর পাঁচ মাস টিকবার কথা, সুতরাং মন্দ কি ? তা বটে, কিন্তু অধিকতর মারক ছিল শিবিরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, যা বন্দী চালান কারাগারে সুরুও হত না। এই দৈনিক শতকরা দুই তৃতীয়াংশ ক্ষয়ের অর্থ প্রচণ্ড হ্রাসপ্রাপ্তি যা কোন কোন শাক সবজির গুদামের পক্ষেও অত্যন্ত বেশী গণ্য হবে)

দ্বীপপুঞ্জের যত গভীরে ঢুকবেন দেখবেন কংক্রিটের তৈরী দ্বীপপুঞ্জের পোতাশ্রয়গুলি কাঠের খুঁটির উপর দাঁড়ানো জেঠিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যে কারাগাণ্ডার নিকটবর্ত্তী কারাবাস্ বন্দী চালান শিবির মাধ্যমে পঞ্চাশ লক্ষ বন্দী চালান করা হয়েছিল, যার ফলে বন্দীর ভাষায় কারাবাস্ একটি সুপরিচিত শব্দ হয়েছিল। (ইয়ুরি কার্বে '৪২ সালেই ওখানকার ৪৩৩ সহস্রতম বন্দী দলভুক্ত হয়েছিলেন) ঐ চালানি শিবিরের বন্দী ব্যারাকগুলি ছিল মাটির দেওয়াল আর মেঝেওলা নিচু নিচু বাড়ির সমষ্টি! নিত্যকার আমোদ-প্রমোদ হিসাবে মালপত্র সমেত বন্দীদের বার করে দিয়ে মেঝে চুণকাম এমন কি মেঝেতে কার্পেট আঁকার জন্য শিল্পীদের কাজে লাগানো হত, আর সন্ধ্যায় জেক্‌রা সেই মেঝেতে গড়াগড়ি দেওয়ার ফলে চুণকাম এবং কার্পেট দুই-ই মুছে যেত।[৪]

নিয়াঝ্—পোগস্ত বন্দী চালান কেন্দ্রের (৬৩° উত্তর অক্ষাংশ) ঝোপড়াগুলি তৈরী হয়েছিল জলা জায়গার ধারে। কাঠের খাঁচা চাপা দেওয়ার ফুটো ত্রিপলগুলি জমি ছুঁত না। ঝোপড়ার ভিতরের দোতলা শোবার তাক তৈরী হয়েছিল গাছের

গুঁড়ি থেকে। গুড়ি থেকে অনেক ডালপালা ছাটা হত না। ঝোপড়ার ভিতর যাতায়াতের পথও গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী। দিনে মেঝের মধ্যে দিয়ে কাদা চলকে উঠত, রাতে বরফ জমত। ঐ এলাকার বহু জায়গার রাস্তায় নড়বড়ে গাছের গুড়ি পাতা থাকত। তার উপর দিয়ে চলতে গিয়ে অনেক দুর্ব্বল বন্দী টাল সামলাতে না পেরে জল-কাদায় পড়ত। ওখানকার বন্দীদের '৩৮ সালে রোজ না-পেষাই-করা যৈ আর মাছের কাঁটার খিচুড়ি খেতে দেওয়া হত। ঐ খাদ্য সুবিধাজনক, কারণ শিবিরের বা বন্দীদের নিজেদের বাটি, চামচ বা কাঁটার বালাই ছিল না। এক এক ডজন বন্দীকে ফুটন্ত খিচুড়ির পাত্রের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের টুপি বা জ্যাকেটের ফ্ল্যাপে খিচুড়ি ঢেলে দেওয়া হত।

উস্ত্-ভুম্ থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ভগ্‌ভজ্‌দিনো বন্দী চালান কারাগারে একসাথে পাঁচ হাজার বন্দী থাকত (এই লাইনটি পড়ার আগে কেউ কখনো ভগ্‌ভজ্‌দিনোর নাম শুনেছেন? কতগুলি ঐ রকম নাম-না-জানা চালানি কারাগার ছিল? সেই অজানা সংখ্যাকে পাঁচ হাজার দিয়ে গুণ করুন)। বন্দীদের তরল খাদ্য দেওয়া হত, অথচ কোন পাত্র দেওয়া হত না। কর্তৃপক্ষ পাত্রের সমস্যা সমাধান করতেন (রুশ উদ্ভাবনী শক্তি কোন সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম?) প্রতি দশজন বন্দীকে একটি মুখ ধোয়ার বেসিনে খিচুড়ি ঢেলে দিত। ওরা সেই খিচুড়ি গলাধঃকরণের প্রতিযোগিতায় লেগে যেত।[৫]

অবশ্য কোন বন্দীকে ভগ্‌ভজ্‌দিনোতে এক বছরের বেশী রাখা হত না। যাকে অতদিন রাখা হত সেও অন্য সব শিবির থেকে খেদিয়ে দেওয়া, কবরে এক পা বাড়ানো মানুষ।

দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের জীবন এবং রীতিনীতি সম্পর্কে লেখকদের কল্পনা দারিদ্র্যক্লিষ্ট। কারাগারের সর্ব্বাধিক নিন্দনীয় এবং জঘন্য দিক সম্পর্কে লিখতে হলে তাঁরা সর্ব্বদা মলমূত্রের বালতিকে গাল পাড়েন। সাহিত্যে বালতিটি কারাগার, অবমাননা এবং দুর্গন্ধের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। লেখকরা আর কত ছ্যাবলামি করবেন? বালতিটি কি সত্যিই বন্দীর পক্ষে মন্দ? ঐটি বরং কারা প্রশাসনের সর্ব্বাধিক দয়াময় ব্যবস্থা। প্রকৃত ত্রাস সুরু হত যে মুহূর্ত্ত থেকে বালতিটি কুঠরীতে থাকত না।

কয়েকটি সাইবেরীয় কারাগারে হয় আদৌ মলমূত্রের বালতি থাকত না, নয় যথেষ্ট সংখ্যক থাকত না। হয়ত সময় থাকতে যথেষ্ট সংখ্যক বালতি তৈরী করানো হয়নি,—সাইবেরীয় শিল্পোদ্যোগ গ্রেফতারের গতির সাথে তাল রাখতে পারেনি। নবনির্ম্মিত কুঠরীতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বড় মলমূত্রের বালতি গুদামে ছিল না। অপর পক্ষে কুঠরীগুলিতে যে বালতি ছিল সেগুলি অতি পুরানো

আর ছোট। ওগুলি বাতিল করাই ছিল যুক্তিসঙ্গত, কারণ নতুন আমদানি বন্দীর প্রয়োজনের তুলনায় ওগুলি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং বহুকাল আগে পাঁচশো বন্দীর জন্য মিনুসিনস্ক্ কারাগারে (ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিনের ওখানে থাকার দুর্ভাগ্য হয়নি; তিনি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন) তখন দশহাজার থাকত, যার অর্থ প্রতিটি মলমূত্রের বালতি বিশগুণ বড় হওয়ার কথা। তা হয়নি।

আমরা রুশরা কেবল বড় বড় হরফে লিখতে জানি। আমরা কত কি যে সয়েছি, তার প্রায় কিছুই বর্ণিত হয়নি বা প্রায় কিছুরই উপযুক্ত নামকরণ হয়নি। কিন্তু যে পাশ্চাত্য গ্রন্থকাররা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দৈনন্দিন জীবনের জীবন্ত কোষ পরীক্ষা করেন, উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় টেস্টটিউব ঝাঁকেন, তাঁদের কাছে এ সবই কালজয়ী, আরো দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ **বিগত দিনের কথা'র** উপাদান: মলমূত্রের বালতিবিহীন কুঠরীতে ধারণক্ষমতার বিশগুণ বন্দী ঠেসে তাদের দৈনিক একবার মাত্র শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া এবং তজ্জনিত মনুষ্য আত্মার পচনের বর্ণনা! অবশ্য রুশ জীবনের এই বিচিত্র নক্শার অনেকটাই পশ্চিমী লেখকদের অজানা হতে বাধ্য। তাঁরা বুঝবেন না যে ঐ পরিস্থিতিতে একটি সমাধান হতে পারত নিজের ক্যানভাসের টুপিতে প্রস্রাব করা। এক বন্দীর আর এক বন্দীকে নিজের বুটের মধ্যে প্রস্রাব করতে উপদেশও তাঁরা বুঝতে পারবেন না! অথচ ঐ উপদেশ বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের ফল এবং তদ্দ্বারা বুটটি নষ্টও হত না, মর্য্যাদা হ্রাস পেয়ে মলমূত্রের বালতিতেও পরিণত হত না। ঐ উপদেশের অর্থ পা থেকে বুটটি খুলে, প্রথমে উল্টিয়ে দিন তারপর ভিতরে অংশ বাইরে টেনে এনে বাইরের দিকটি ভিতরে ঢুকিয়ে দিন। একটি অতি প্রয়োজনীয় গোলাকৃতি পাত্র তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু তার সাথে ঐ মিনুসিনস্ক্ কারাগারেরই অন্য ব্যবস্থাপত্রের কথা জানতে পারলে পশ্চিমী লেখকরা কত মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ দিয়ে তা তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার কাজে লাগাতে পারতেন (তবু বিখ্যাত লেখকদের কুরুচিপূর্ণ পুনরাবৃত্তি করতে হত না): প্রতি চারজন বন্দী পিছু একটি খাবারের পাত্র থাকত; জনপ্রতি দৈনিক এক মগ জল দেওয়া হত—যথেষ্ট সংখ্যক মগ ছিল না। এমনও হতে পারত যে কোন এক বন্দী তার এবং আরও তিনজনের খাবার পাত্রে নিজের আভ্যন্তরীণ চাপ নিকাশ করে দুপুরের খাওয়ার আগে পাত্র ধোয়ার জন্য তার নিজের দৈনিক বরাদ্দ জল খরচ করতে চাইল না। কী ঝগড়া! চার বন্দীর সে কি ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘর্ষ! তার কত ফন্দি! (আমি তামাশা করছি না। এ হল শেষ হয়ে যাওয়া মানুষের একেবারে ভিতরের রূপ। রুশ কলমের এসব লেখার অবসর নেই, রুশ চোখের নেই পড়বার অবকাশ। প্রকৃতই আমি রহস্য করছি না। ইয়েজভের আমলে গুলিতে প্রাণ না গেলে অথবা খ্রুশ্চেভের আমলে পুনর্বাসিত না হয়ে থাকলে ঐ ধরনের কুঠরীতে কত

মাস বাসের ফলে বন্দীর স্বাস্থ্য বাকি জীবনের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা কেবল চিকিৎসকরা বলতে পারবেন)।

আর ভেবে দেখুন, আমরা কিনা মনে করেছিলাম বন্দরে একটু বিশ্রাম পাব, আরাম পাব! চ্যাপ্টা, দু' ভাঁজ হয়ে স্টোলিপিনে যেতে যেতে কতদিন বন্দী চালান কারাগারের স্বপ্ন দেখেছি! একটু হাত পা ছড়াতে, একটু টান টান হতে পারব। শৌচাগারের তাড়া থাকবে না! যত খুসি জল খেতে পাব, চা না পাই পর্য্যাপ্ত গরম জল ত' খেতে পাব। পাহারাদারদের থেকে ব্যক্তিগত জিনিষপত্রের বিনিময়ে নিজেদের প্রাপ্য রুটির র‍্যাশন ছাড়াতে হবে না। গরম খাবার মিলবে। ওখানে স্নান করতে পাব; যত খুসি গরম জলে ভিজলে গায়ের চুলকানি বন্ধ হবে। কালো মারিয়ায় ঝাঁকানি খেতে খেতে অজস্র কনুইয়ের গুঁতো খেতে হয়েছে; তার উপর কান ফাটানো হুকুম শুনতে হয়েছে: "হাত ধরাধরি করে দাঁড়াও!" "দু'হাতে দু'পায়ের গোড়ালি ধরো!" এততেও ভেঙে পড়িনি। ভেবেছি, ঠিক আছে, খুব শীগ্‌গিরই ত' বন্দী চালান কারাগারে পৌঁছব। অবশেষে সেখানে পৌঁচেছি।

আমাদের স্বপ্নের কোন কোন অংশ চালানি কারাগারে বাস্তবায়িত হলেও অন্য অংশগুলি ঐ অংশটিকে কালিমালিপ্ত করবেই।

স্নানাগারে কি ঘটতে পারে সে বিষয়ে কখনই নিশ্চিত হওয়া যায় না। হঠাৎ বন্দীদের মাথা কামানো শুরু হতে পারে (নভেম্বর '৫০-এ ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নিয়ায়)। অথবা হয়ত মাত্র একজন নাপিতানী ক্লিপ দিয়ে একসারি উলঙ্গ বন্দীর চুল ছাটতে লাগল। ভলোগ্‌দার ভাপ-ঘরে হৃষ্টপুষ্ট মোত্তিয়া চাচী হাকত: "পুরুষরা দাঁড়িয়ে পড়ো!" আর ও সারিবদ্ধ পুরুষদের উপর নল থেকে ভাপ ছাড়ত। ইর্কু'টস্ক্ বন্দী চালান কারাগারের যুক্তি ভিন্ন ধরনের: স্নানাগারে একমাত্র পুরুষ কর্মী রাখা এবং ঐ পুরুষদের দ্বারা বন্দিনীদের দুই পায়ের মাঝখানে ঔষধি আলকাতরার মলম লেপন নাকি অধিকতর স্বাভাবিক ব্যবস্থা। অথবা নভোসিবিরস্ক্ বন্দী চালান কারাগারের স্নানাগারে শীতকালে কল থেকে কেবল ঠাণ্ডা জল পড়ত। বন্দীরা কর্তাদের জানাল। এক ক্যাপ্টেন এসে কলের নিচে হাত রেখে বলল: "আমি বলছি, গরম জল বেরোচ্ছে। বুঝেছ?" আমি ইতিমধ্যে এ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত বোধ করছি যে: বহু জায়গায় স্নানাগারে আদৌ জল থাকত না, বন্দীর পোষাক আগুনে গরম করে নিতে হত, এবং স্নানের পরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ বন্দীকে তুষারের মধ্যে দিয়ে দৌড়িয়ে তার জামাকাপড় নিয়ে আসতে বাধ্য করা হত ('৪৫ সালে ব্রদনিকায় দ্বিতীয় বাইলোরুশ রণাঙ্গনের প্রতিগুপ্তচর বিভাগ)।

বন্দী চালান কারাগারে পদার্পণমাত্র বুঝতে পারবেন আপনি কারাকর্মী বা কারা-প্রশাসন পদাধিকারীদের,—যারা অন্ততঃ কিছু সময় লিখিত আইন মেনে চলে,—হাতে

নয়, বিশ্বস্ত লোকদের হাতে। যে বেজায় স্নানাগার-কর্মী আপনাদের তত্ত্বাবাস করতে বন্দী চালান গাড়িতে দেখা করবে সেই হাঁকবে: "মুখ হাত ধুতে এগোন, ক্যানিবাদী ভদ্রমহোদয়!" প্লাইউডের লেখার বোর্ড হাতে কর্ম্ম বন্টনের ভারপ্রাপ্ত কেরাণী আপনার সুগঠিত স্বাস্থ্যের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তাড়া দেবে। চাঁদিতে দৃশ্যমান কয়েক গুচ্ছ ব্যতীত সুচারুরূপে মুণ্ডিত কেশদাম শিক্ষকটি পাকানো খবরকাগজ দিয়ে নিজের পায়ে মারতে মারতে একবার আপনার ব্যাগের ভিতর দেখে নেবে। আরও আছে আপনার অজানা চালানি কারাগারের বিশ্বস্ত-লোকের দল যাদের একস্-রে দৃষ্টি আপনার স্যুটকেস বিদীর্ণ করবে,—ওঃ, ওরা সবাই কি এক ধাঁচের? বন্দী চালান যানবাহনে হ্রস্ব যাত্রায় আপনি ওদের দেখা পেয়েছেন কি? ভাল স্নান করা বা এত সাফসুতর না হলেও, ওরাও কি একই ধরনের দেঁতো হাসিওলা, নির্দয় শুয়ারের বাচ্চা নয়?

বা-আ-আ-হ! ঐ ত' স্নানিয়ে, চোরগুলিকে আবার দেখা যাচ্ছে। আর সেই শয়তান উর্কিগুলি, লিওনিদ উতিওসভ্ যাদের গুণগান করেছেন। আরো আছে ঝেকা ঝোগল, সেরিওগা-ঝভের্ আর দিম্কা কিশ্কেনিয়া,—এবার কিন্তু খাঁচার ভিতরে নয়। পরিচ্ছন্ন পোষাক গায়ে চড়িয়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বনেছে। ওরাই মহা হোমরা চোমরার ভঙ্গী করে লক্ষ্য রাখে যেন শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়—আমাদের দ্বারা। ওদের কুদর্শন মুখাবয়ব খুঁটিয়ে দেখে তার সাথে একটু কল্পনা মিশিয়ে অনুমান করা সম্ভব যে ওরাও আমাদের মত একই রুশ মূলোদ্ভব,—একদা ওরাও গ্রাম্য বালক ছিল; ওদের বাপের নাম হত ক্লিম, প্রোখর, গুরি। শারীরিক গঠনও আমাদের মতই: দুটি নাসিকা রন্ধ্র, দুটি চক্ষু তারকা, একটি গোলাপী জিহ্বা যদ্দ্বারা খাদ্য গ্রহণ এবং কিছু রুশ শব্দ উচ্চারণ সম্ভব, অবশ্য সম্প্রতি সে জিহ্বা সম্পূর্ণ নতুন শব্দ উচ্চারণে ব্যস্ত।

প্রত্যেক বন্দী চালান কারাগারের মুখ্য পদাধিকারীর একথা বোঝার মত উপস্থিত বুদ্ধি থাকে যে তার পক্ষে সব কর্মচারীর মাইনে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া বা অন্য উচ্চ কারা-পদাধিকারীর সাথে ভাগ করে আত্মসাৎ করা সম্ভব। সমাজবন্ধু কারা-উপাদান থেকে উপযুক্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহের জন্য কেবল একবার হুইসেল দিলেই হল। ঐ কারাগারে নোঙর করতে দেওয়া অর্থাৎ কোন খনি বা তাইগা অঞ্চলে না পাঠানোর পরিবর্তে ওরা সব কাজ করবে। যত কর্ম্ম বন্টনের ভারপ্রাপ্ত কেরাণী, দপ্তরের কেরাণী, হিসাবরক্ষক, শিক্ষক, স্নানাগার-কর্মী, নাপিত, গুদামের কেরাণী, পাচক, ডিশ সাফাইওলা, অন্তর্বাস এবং চাদর মেরামতকারী দর্জি—সবাই বন্দী চালান কারাগারের স্থায়ী বাসিন্দা। ওরা কারাগারের র‍্যাশন পায় এবং বন্দীর বাসিন্দা হিসাবে নথিভুক্ত। তা ছাড়া এজমালি খাবারের থেকে বা চালানি

বন্দীদের খাবারের পুলিন্দা থেকে খুসিমত ভাগ নেয়। এই বিশ্বস্তরা নিশ্চিত মনে করে যে, কোন শিবিরে ওরা বন্দী চালান কারাগারের থেকে ভালভাবে থাকার সুযোগ পাবে না। তখনো সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত না হয়ে আমরা ওদের হাতে পৌঁছই আর ওরা মনের সুখে আমাদের লুট করে। কারাকর্মী নয়, ওরাই এখানে আমাদের দেহ এবং জিনিষপত্র তল্লাসি করে এবং তল্লাসির আগে সুরক্ষার জন্য ওদের হাতে টাকাকড়ি তুলে দিতে বলে। ওরা গম্ভীরভাবে একটি তালিকাও তৈরী করে,—পরে ঐ তালিকা বা টাকাকড়ি দেখতে পাই না। "আমরা টাকাকড়ি জমা দিয়ে দিয়েছি।" বিস্মিত উচ্চ কারাপদাধিকারী প্রশ্ন করেন, "কার কাছে?" "ঐ ওদের একজনের কাছে।" "ঠিক কার কাছে?" কোন বিশ্বস্ত লোকটি নিয়েছে, কেউ লক্ষ্য করেনি। "তার কাছে জমা দিয়েছ কেন?" "আমরা মনে করলাম......" "মুরগীও ঐ রকম মনে করে। কম ভেবো; সেইটাই মঙ্গল।" হ্যাঁ, তাই বটে। ওরা স্নানাগারে যাবার বারান্দায় আমাদের জিনিষপত্র রাখতে বলে: "কেউ নেবে না। কার দরকার?" আমরা জিনিষপত্র ছেড়ে স্নানাগারে যাই। ওসব নিয়ে ত' স্নান করতে যাওয়া চলে না। ফিরে দেখি সোয়েটার আর কার লাগানো দস্তানা উধাও হয়েছে। "কিরকম সোয়েটার?" "অনেকটা ধূসর রঙের।" "হ্যাঁ, মনে হয় ধোবাখানায় গেছে।" ওরা অন্য পথেও আমাদের থেকে জিনিষপত্র হাতিয়ে নেয়: সুরক্ষার জন্য মালখানায় স্যুটকেস জমা রাখার পরিবর্তে; আমাদের চোরবিহীন কুঠরীতে রাখার বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দী চালান যানবাহনে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে; অথবা পাঠানো যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করার পরিবর্তে। কেবল প্রকাশ্যে বলপ্রয়োগ করেই লুট করা হয় না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন ওরা চোর নয়। "ওরা কুত্তি,—ওরা কারাকর্তৃপক্ষের কাজ করে। ওরা সৎ চোরদের শত্রু। সৎ চোরদের কুঠরীতে আটকে রাখা হয়।" আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিকে কোন প্রভেদ ধরা পড়ে না। দুই চোরেরই এক আচরণ, এক উক্তি। ওরা পরস্পরের শত্রু হতে পারে, কিন্তু আর যা হোক আমাদের মিত্র নয়। এটাই সার কথা।

এর মধ্যে ওরা আমাদের চত্বরে, ঠিক কুঠরীগুলির জানালার নিচে বসতে বাধ্য করে। জানালাগুলিতে "আবরণ" লাগানো। ভিতরে দেখা যায় না। কিন্তু ভিতর থেকে কর্কশ কণ্ঠের উপদেশ শুনতে পাই: "ভায়ারা! ওরা কি করবে জানো? তোমাদের তল্লাসি করতে গিয়ে চা, তামাক ইত্যাদি যা কিছু খুচরো-খাচরা পাবে সব নিয়ে নেবে। ওসব কিছু থাকলে আমাদের জানালা গলিয়ে ফেলে দাও। পরে ফেরত পাবে।" আপনি কি বুঝলেন? আমরা হলাম পোষণকারী এবং খরগোস। কারাকর্তৃপক্ষ হয়ত সত্যিই চা আর তামাক নিয়ে নেবে। সব মহান সাহিত্যে বন্দীর একতার কথা পড়েছি; ওরা পরস্পরকে প্রতারণা করে না। ওরা যে সুরে কথা

বলল, সেও ত' বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ,—"ভায়ারা!" আমরা তামাকের থলি ছুঁড়ে দিই। আর জানালার ওপারের অকৃত্রিম, সৎ চোররা থলিগুলি লুফে অট্টহাসি করে বলে: "ফ্যাসিবাদী মুখ্যুর দল!"

যে কয়েকটি স্লোগান দেওয়ালে লটকানো না থাকলেও সারা বন্দী চালান কারাগার তা দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে, এখানে বলছি: "এখানে সুবিচার খুঁজো না!" "তোমাদের সবকিছু আমাদের হাতে তুলে দিতেই হবে!" "সব আমাদের দিয়ে দিতে হবে!" কারাকর্মচারী, চালানি যানবাহনের পাহারাদাররা এবং চোররা এগুলির পুনরাবৃত্তি করে। আপনি যখন দুর্বহ কারাদণ্ডের চাপে নাজেহাল হয়ে কেবল নির্বিঘ্নে নিঃশ্বাসটুক নেওয়ার ফন্দি খুঁজছেন, চারপাশের সবাই তখন আপনাকে লুট করার ফন্দি খোঁজে। ইতিমধ্যে অত্যাচারে জর্জরিত এবং পরিত্যক্ত রাজনৈতিক বন্দীর উৎপীড়নের জন্য সবকিছু করা হয়। "তোমাদের সবকিছু আমাদের হাতে তুলে দিতেই হবে!" গোর্কি বন্দী চালান কারাগারের কারাকর্মী অসহায়ভাবে নিজের মাথা নাড়ায়; আর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করে এ্যাল্‌ বের্নস্টাইন ওকে নিজের অফিসারের গ্রেট কোট দিয়ে দেয়,—এমনি নয়, দু'টি পেঁয়াজের বদলে। যদি দেখেন ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নিয়ার সব কারাকর্মীই ক্রোম চামড়ার বুট পায়ে দিয়েছে,—যা ওদের সরবরাহ করা হত না,—তা হলে চোরদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যাবেন? চোররা ত' বুটগুলি স্রেফ কুঠরী থেকে উঠিয়ে নিয়ে ওদের ঠেলে দিয়েছে। কারা প্রশাসনের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিভাগীয় শিক্ষক নিজে যদি রাৎনোই বা চোর হয় এবং সে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বিবৃতি লেখে তা হলে চোরদের নামে নালিশ করে কি করবেন? (কেম্‌ বন্দী চালান কারাগার) রস্টভ্‌ বন্দী চালান কারাগার চোরদের সুপ্রাচীন বংশগত ডেরা। সে ক্ষেত্রে ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করে কি সুবিচার পাবেন?

অনেকে বলেন গোর্কি বন্দীচালান কারাগারের কয়েকজন (প্রাক্তন উচ্চপদাধিকারী) বন্দী (গ্যাভ্রিলভ্‌, সামরিক ইঞ্জিনিয়ার শেবেটিন এবং আরও অনেকে) '৪২ সালে বিদ্রোহ করে চোরদের প্রহার এবং ঠিকমত আচরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এ কাহিনী রূপকথা গণ্য হওয়ার যোগ্য; একটিমাত্র কুঠরীর চোররাই কি হার মেনেছিল? কতক্ষণ? নীল টুপিধারীরা কি করে সমাজদ্রোহীদের সমাজবন্ধুদের মারতে দিল। অনেকে বলেন কোট্‌লাস্‌ বন্দীচালান কারাগারে '৪০ সালে কারা ভাণ্ডারের সামনে লাইনে দাঁড়ানো রাজনৈতিক বন্দীদের হাত থেকে চোররা টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিচ্ছিল। প্রত্যুত্তরে রাজনৈতিক বন্দীরা ওদের এত প্রহার করতে লাগলেন যে তাঁদের থামানো যাচ্ছিল না। কারারক্ষীরা তখন চোরদের সহায়তাকল্পে মেশিনগান নিয়ে তেড়ে এল। কাহিনীটি সত্যি মনে হয়। প্রকৃতই ঐ রকম ঘটনা ঘটত।

মূর্খ আত্মীয়স্বজন! তাঁরা দৌড়াদৌড়ি করে টাকা ধার করেন (কারণ অত টাকা কারুর বাড়িতে থাকে না), আপনাকে খাবার-দাবার এবং জিনিষপত্র পাঠিয়ে দেন,—হয়ত বিধবার শেষ সম্বল, কিন্তু বিষাক্ত উপহারও বটে। কারণ ঐ উপহার ক্ষুধার্ত অথচ স্বাধীন আপনাকে ভীত ও উদ্বিগ্ন মানুষে রূপান্তরিত করবে এবং আপনার সেই নবোন্মেষিত চেতনা প্রতিহত করবে,—ঐ অন্তহীন গহ্বরে অবতরণ করতে হলে যা চাই তা হল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যীশু তাঁর বাণীতে উট ও সূচের বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। এই জাগতিক বস্তুগুলি আপনার মুক্ত চেতনার রাজত্বের পথ রোধ করবে। আপনি দেখবেন পুলিশ ভ্যানের অন্যান্য আরোহীদেরও আপনার মত ব্যাগ আছে। এর আগে কালো মারিয়ার চোররা আপনার উপর তর্জ্জনগর্জ্জন করেছিল, "ছেঁড়া কাটা কুড়ানো হারামজাদারা!" কিন্তু ওরা তখন ছিল মাত্র দু'জন। আপনাকে স্পর্শ না করলেও, ওরা এখন পঞ্চাশজন। স্থানাভাবের জন্য আমরা ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়া স্টেশনের নোংরা মেঝেয় এক নাগাড়ে দু'দিন বসে ছিলাম। চারপাশের চলমান জীবন লক্ষ্য করিনি। সুরক্ষার জন্য কি করে স্যুটকেসগুলি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া যায়, এই ছিল একমাত্র উৎকণ্ঠার কারণ। সুরক্ষার জন্য জিনিষপত্র তুলে দেওয়ার অধিকার আমাদের ছিল, এবং কর্ম্মবণ্টনের ভারপ্রাপ্ত কেরাণীটি সে অধিকার ভোগ করতে দিয়েছিলেন এই কারণে যে ঐটি মস্কোর এক কারাগার এবং আমাদের চেহারা থেকে মস্কোর ছাপ তখনো উঠে যায়নি।

কী স্বস্তি—জিনিষপত্র পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে (তার অর্থ, ঐ বন্দীচালান কারাগারে জিনিষপত্রগুলি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে না দিয়ে, পরে দিলেও চলবে)। শুধু কয়েকটি বাণ্ডিল আর দুর্ভাগ্যজড়িত খাবারদাবার তখনো আমাদের হাত থেকে ঝুলছিল। অত্যন্ত বেশী সংখ্যক একগাদা আমাদের মত বীভার ওখানে একত্রিত হয়েছিল। ওরা আমাদের বিভিন্ন কুঠরীতে বাঁটতে আরম্ভ করল। আমাকে রাখল সেই ভ্যালেনটিনের সঙ্গে আমি ওএসও'-র দণ্ডাজ্ঞা সই করার সময় যে আমার সঙ্গে ছিল এবং হৃদয়স্পর্শী আবেগ দিয়ে শিবিরে নতুন জীবন আরম্ভ করার প্রস্তাব করছিল। কুঠরীটি তখনো পুরো ঠাসা হয়নি। যাতায়াতের পথ ফাঁকা ছিল। শোবার তক্তার নিচে পর্য্যাপ্ত জায়গা ছিল। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী চোররা দোতলার তাক অধিকার করেছিল, সর্দ্দাররা জানালা ঘেঁষে। নিচের তাকে ছিল এক তাল নিরপেক্ষ ধূসর পদার্থ। কেউ আমাদের আক্রমণ করেনি। অনভিজ্ঞতার দরুন আশপাশে না তাকিয়ে এবং আগাম চিন্তা না করেই আমরা পিচমোড়া মেঝেয় বসে পড়লাম আর গুঁড়িমেরে শোবার তাকের নিচে ঢুকে পড়লাম। ওখানেও আরামে থাকা যাবে। মোটাসোটা মানুষের পক্ষে তাকগুলি বড় নিচু। পিচের মেঝের উপর ভুঁড়ি ঘষতে ঘষতে তাকের নিচে ঢোকার চেষ্টা করতে হল।

ঢুকে পড়লাম। চুপচাপ শুয়ে থাকব, নয় ধীরেসুস্থে গল্প করব। হায়, তা কপালে নেই! আধা অন্ধকারে বাক্যহীন খসখস শব্দে অপ্রাপ্তবয়স্করা বড় বড় ইঁদুরের মত চার হাত পায়ে হেঁটে সবদিক থেকে আমাদের উপর পড়ল। ওরা তখনো বালক মাত্র। কেউ কেউ বারো বছর বয়সেরও। কিন্তু দণ্ডবিধি ওদেরও গ্রহণ করত। একবার চোর হিসাবে বিগায়ে ব্যবস্থাপত্র পেয়ে ওরা ওখানে পাকা চোরদের শিক্ষানবিশী করত। ওদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সবদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ'জোড়া হাত দিয়ে ওরা আমাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিল। ওদের দুই শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এসব ঘটে গেল। আমরা ফাঁদে পড়েছি। না পারি উঠতে না পারি নড়তে-চড়তে। সুস্বাদু শুয়ারের মাংস, চিনি আর রুটির বাণ্ডিল হস্তগত করতে মাত্র এক মিনিট লাগল। ওরা চলে গেল। নিজেকে বোকা ভাবতে-ভাবতে শুয়ে রইলাম। একটুও লড়াই করলাম না, খাবারগুলি দিয়ে দিলাম! শুয়ে থাকতে পারতাম, কিন্তু শুয়ে থাকা অসম্ভব মনে হল। প্রথমে দেহের নিচের অংশ, তার পরে উপরাংশ,—তাকের নিচ থেকে গুঁড়ি মেরে বেরোলাম।

আমি কি কাপুরুষ? ভেবেছিলাম আমি কাপুরুষ নই। উন্মুক্ত স্তেপভূমিতে গোলা বর্ষণের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছি; ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মাইন পাতা পথের উপর দিয়ে গাড়ি চালাতেও ভয় পাইনি। ঠাণ্ডা মাথায় অধীনস্থ সেনাদলকে নেতৃত্ব দিয়ে শত্রু-বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বার করে এনে একটি ক্ষতিগ্রস্ত কমাণ্ড (সৈন্য চালনা করার) গাড়িকে বার করে আনার জন্য আবার সেই বেষ্টনীতে ঢুকেছিলাম। তবে তখন ঐ মনুষ্যরূপী ছুঁচোগুলির একটিকে ধরে তার গোলাপী মুখ কেন পিচের মেঝের ঘষে দিই নি? অত্যন্ত ছোট বলে? বেশ ওদের সর্দারদের ধরো। না, তাও ধরিনি। রণাঙ্গনে আমরা এক ধরনের সম্পূরক চেতনায় (হয়ত তাও মিথ্যা) প্রবুদ্ধ হই: সে কি সামরিক একতাবোধ? যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিতি বোধ? দায়িত্ব বোধ? কিন্তু ঐ নতুন পরিস্থিতিতে কোন কিছুই স্পষ্ট নয়: কোন নিয়ম নেই, সবই চেতনা দিয়ে বুঝতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে, পাখান বা ওদের সর্দারের দিকে তাকালাম। সব চোরাই মালপত্র দোতলার তাকে, জানালার পাশে, ওর সামনে রাখা আছে। ছোকরাদের শৃঙ্খলাবোধ আছে; নিজেরা একটি দানাও খায়নি। প্রকৃতি সর্দারের মাথার সামনের দিকটা, দ্বিপদ প্রাণীর ক্ষেত্রে যাকে সাধারণতঃ মুখ বলা হয়, ঘৃণা এবং বিরক্তি মিশিয়ে গড়েছিলেন। অথবা হয়ত শিকারী জন্তুর জীবন যাপন করতে করতে মুখের ঐ চেহারা হয়েছিল। ওর মুখ বিশ্রী রকম চ্যাপ্টা। কপাল খুব ছোট, তাতে একটি ভয়াবহ কাটা দাগ। সামনের দাঁত হাল আমলের মত ইস্পাত বাঁধানো। ছোট্ট ছোট চোখগুলি সব পরিচিত বস্তু দেখার পক্ষে ঠিক মাপের হলেও তাতে বিশে

আনন্দ ধরে রাখা যায় না। বন শুয়ার যেমন করে হরিণকে দেখে ও আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে তাকাল। ও জানে, যে কোন সময় ও আমাকে মেরে ধরাশায়ী করতে পারে।

ও অপেক্ষা করছিল। আমি কি করতে পারতাম? লাফিয়ে উঠে অন্ততঃ একবার ঐ কুশ্রী মুখে একটি ঘুষি কষিয়ে দিয়ে শোবার তাকের নিচে লুকাতাম? তাও ত' করতে পারিনি।

আমি কি অত অপদার্থ? ঐ মুহূর্তের আগেও ভেবেছি, না। কিন্তু লুণ্ঠিত ও অবমানিত অবস্থায় আবার পেট ঘষতে ঘষতে তাকের নিচে ঢুকতে বিশ্রী লাগছিল।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে চোরের সর্দারকে বললাম, ও যখন আমাদের খাবার-দাবার নিয়ে নিয়েছে ওর অন্ততঃ তাকের উপর আমাদের একটু জায়গা করে দেওয়া উচিত। (এক শহরে মানুষ এবং অফিসারের পক্ষে এ অভিযোগ স্বাভাবিক কিনা বলুন?)

তারপর কি হল? চোরের সর্দার রাজি হল। হাজার হোক ঐ অনুরোধের দ্বারা আমি সুস্বাদু শুয়ারের মাংসের উপর দাবী ত্যাগ করলাম এবং তার অধিকার মেনে নিলাম; ওর সাথে মেনে এমন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করলাম,—ওর একমাত্র দুর্ব্বলতম মানুষকেই খেদানোর ক্ষমতা আছে। ও নিচের তাকের দু'জন ধূসর নিরপেক্ষকে জানালার পাশ থেকে সরে আমাদের জায়গা করে দিতে বলল। ওরা অনুগতর মত সে আদেশ মানল। আমরা সবচেয়ে ভাল জায়গায় শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ জিনিষপত্রের জন্ত মন খারাপ করে রইলাম। (চোররা আমার সামরিক ব্রীচেস্-এর প্রতি নজর দেয়নি। ওরা ঐ ইউনিফরম পরে না। একটি চোর এর মধ্যে ভ্যালেনটিনের গরম প্যান্টে হাত দিয়ে দেখছিল। ওর পছন্দ হয়েছে) পড়শীদের ফিসফিস করে বলা নিন্দা রাতে কানে পৌঁছল: চোরের সাহায্য নিয়ে আমরা কি করে নিজেদের লোককে তাকের নিচে আমাদের জায়গায় ঠেলে পাঠাতে পারলাম? তখনই নিজের নীচতায় বিবেকের দংশন বোধ করে লজ্জায় রক্তিম হলাম। (বহু বছর পরেও ঐ কথা স্মরণ করে লজ্জা বোধ করেছি) নিচের তাকের ধূসর বন্দীরা আমারই ভাই, ৫৮-১খ পাওয়া যুদ্ধবন্দী। আমিই কি খানিকক্ষণ আগে ওদের দুঃখের ভার বহন করার শপথ নেইনি? আর আমিই কিনা ওদের তাকের নিচে ঠেলে দিলাম? ওরা অবশ্য চোরের বিরুদ্ধে আমাদের সমর্থন করেনি। কিন্তু সুস্বাদু শুয়ারের মাংসের জন্ত যদি আমরা নিজেরা লড়াই না করি তবে ওরা করবে কেন? যুদ্ধবন্দী শিবিরে ওদের যত লড়াই করতে হয়েছে তা ভদ্রতায় আস্থা নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওরা ত' আমার কোন ক্ষতি করেনি, আমি বরং ওদের ক্ষতি করেছি।

আর এইভাবে মুখে, দু'পাশে বারবার ঘুষি খেতে খেতে অন্ততঃ যথা সময়ে আমাদের মানুষ হতে হবে, হ্যাঁ, মানুষ.........

□

কিন্তু বন্দী চালান কারাগার যে নবাগতর খোলস ভেঙে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয় তার পক্ষে এ জিনিষ অত্যাবশ্যক। তাতে তার শিবির জীবনের ক্রমশঃ প্রস্তুতি হয়। একটি পদক্ষেপে শিবির জীবনের মত বড় পরিবর্ত্তনের চাপ তার হৃদয় সহ্য করতে পারবে না। তার চেতনাও একবারে ঐ অন্ধকারের সাথে মানাতে পারবে না। তা কেবল ক্রমশঃ হতে পারে।

তা ছাড়া চালান কারাগারেই বন্দী প্রথম পরিবারের সাথে নামমাত্র পত্রালাপের সুযোগ পেত। লিখবার অনুমতি পেয়ে সে ওখানেই প্রথম চিঠি লিখত: লিখত, তাকে গুলি করে মারা হয়নি, এবং কখনো কখনো, বন্দী চালান যানবাহনের গতি সম্পর্কেও দু' এক কথা,—যে মানুষের জিজ্ঞাসাবাদে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা তার পরিবারের পক্ষে এসব একান্ত অচেনা বার্তা। পরিবার পরিজন সেই আগের মানুষটিকেই মনে রাখে, যে আর কখনো সেই মানুষ হবে না। কয়েকটি এলোমেলো ভাবে লেখা লাইন থেকে সেই সত্যটি আচমকা বজ্রপাতের মত প্রকট হবে। এলোমেলো ভাবে লেখা কারণ বন্দীচালান কারাগার থেকে চিঠি পাঠানো গেলেও,—তার জন্য চত্বরে ডাক বাক্স ও ছিল,—কাগজ, পেনসিল বা পেনসিল ছুঁচল করার মত কিছু পাওয়া যেত না। হয়ত কোন তামাকের মোড়ক বা চিনির ঠোঙা হাতে এল। তাকে চ্যাপ্টা আর মসৃণ করতে হত। আবার হয়ত কুঠরীর কেউ একটি পেনসিল দিল। এগুলি দিয়ে রচিত হত কয়েকটি দুষ্পাঠ্য লাইন যা বন্দীর পরিবারের ভবিষ্যৎ শান্তি বা দুঃখ নির্দ্ধারণ করত।

ঐপ্রকার চিঠির প্রাপক কোন কোন উদ্‌ভ্রান্ত স্ত্রীলোক তাঁদের স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বন্দী চালান কারাগার পর্য্যন্ত ধেয়ে যেতেন। কখনই সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়া যেত না। তাঁরা বড়জোর স্বামীর উপর কিছু জিনিষপত্রের বোঝা চাপাতে পারতেন। ঐরকম এক মহিলা সব স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মন্দিরের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, এমন কি তার জন্য স্থান নির্দ্দেশও করেছিলেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল কুইবিশেভ্ বন্দীচালান কারাগারে '৫০ সালে। কারাগারটি ছিল নিচু জায়গায় (অবশ্য সেখান থেকে ভল্গা নদীর জিগুলি গেট দেখা যেত)। পূব পাশ ঘেঁষে কারাগারের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এক সু-উচ্চ, দীর্ঘ গুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়। পাহাড়টি শিবির এলাকার বাইরে। কারাগার থেকে আমরা ঐ পাহাড়ে ওঠার পথ দেখতে পেতাম না। কালেভদ্রে কাউকে পাহাড়ের উপর দেখতে পাওয়া যেত; অবশ্য কখনো কখনো ছাগল চরত, বাচ্চারাও খেলত। গ্রীষ্মের এক মেঘলা দিনে এক শহুরে মহিলাকে পাহাড়ের উপর দেখা গেল। চোখের উপর এক হাত দিয়ে রোদ ঠেকাতে ঠেকাতে, প্রায় নড়াচড়া বিনা, তিনি উপর থেকে আমাদের চত্বর

করলেন না প্রস্তাব করলেন এরিক প্রকাশ্যে পুঁজিবাদ এবং নিজের বাপকে বর্জন করুক। পরিবর্তে তাকে আমাদের দেশে শেষ জীবন পর্যন্ত পুঁজিবাদী চালে ভরণ-পোষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। নিজের জাগতিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলেও এরিক গ্রোমাইকোকে বিস্মিত করে বিরক্তি প্রকাশ করল এবং অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি করল। ওরা ওর মনের দৃঢ়তায় সন্দিহান হল। মস্কোর উপকণ্ঠে এক বাগান বাড়িতে রূপকথার রাজপুত্রের মত আটকে রাখল (কখনো কখনো ওর উপর 'বিশ্রী পীড়নের পদ্ধতি' প্রয়োগ করা হত। ওর মনমত পর দিনের খাদ্য তালিকা গৃহীত হত না। ও হয়ত বলল স্প্রিং চিকেন খাবে, ওরা হাজির করত স্টেক)। মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্ট্যালিনের গ্রন্থাবলী দিয়ে ওকে ঘিরে রাখল এবং ওর নতুন শিক্ষার জন্য এক বছর অপেক্ষা করল। কিন্তু ও শিক্ষা গ্রহণ করল না। ওকে তখন ইতিমধ্যে নরিলস্ক্-এ দু'বছর কাটানো এক লেঃ জেনারেলের সঙ্গে রাখা হল। ওরা হয়ত ভেবেছিল শিবিরের আতঙ্কের কাহিনী শুনিয়ে লেঃ জেনারেল এরিককে আত্মসমর্পণ করাতে পারবেন। কিন্তু হয় তিনি অপটুভাবে কর্তব্য সম্পাদন করলেন নয় আদৌ করতে চাননি। দশ মাস একত্র আটক থাকার পর তিনি এরিককে ভাঙা ভাঙা রুশ শেখালেন এবং নীল টুপিধারীদের উপর বর্দ্ধমান বিরক্তি জোরদার করলেন। '৫০-এর গ্রীষ্মে এরিককে ভিশিনস্কির কাছে পাঠানো হল। ও আর একবার নারাজ হল (নারাজ হওয়ার স্বপক্ষে এরিক বলেছিল অস্তিত্ব আসলে চেতনা নির্ভর ; তদ্দ্বারা ও সর্ববিধ মার্কসীয়-লেনিনীয় যুক্তি লঙ্ঘন করল)। অতঃপর স্বয়ং আবাকুমভ্ এরিককে দণ্ডাজ্ঞা পড়ে শোনালেন : কুড়ি বছর কারাদণ্ড (কেন ???)। এই মূর্খের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য ওরা নিজেরা ইতিমধ্যে পরিতাপ করতে সুরু করেছিল। কিন্তু তাই বলে ত' ওকে মুক্তি দিয়ে পাশ্চাত্যে ফিরে যেতে দেওয়া চলে না। স্টোলিপিনের এক আলাদা খুপরিতে বয়ে ওকে কারাগারে পাঠানো হল। ঐ খুপরির পার্টিশনের মধ্যে দিয়েই ও মস্কোর মেয়েটির কাহিনী শুনেছিল এবং দিবালোকে জানালা দিয়ে রিয়াজানের কালহীন রুশ দেশের পচা খড়ের চালের বাড়ি দেখতে পেয়েছিল।

ঐ দুটি বছর পাশ্চাত্যের প্রতি এরিকের আনুগত্য পাকাপাকি করল। পাশ্চাত্যে অন্ধ বিশ্বাস জন্মাল। ও আর পাশ্চাত্যের দুর্ব্বলতা স্বীকার করতে চাইত না। মনে করত, পাশ্চাত্য সেনাবাহিনী অজেয় এবং তার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিভুর্ল। যখন বললাম, ওর অন্তরীণ থাকাকালে স্ট্যালিন নির্ব্বিঘ্নে বার্লিন অবরোধ চালিয়েছিলেন, ও বিশ্বাস করতে চায়নি। আমরা যখনই চার্চ্চিল এবং রুজভেল্টকে বিদ্রূপ করতাম এরিকের দুগ্ধ ধবল কণ্ঠ এবং ক্রীম রঙের কপোল বিরক্তিতে রক্তিম হত। ওর দৃঢ় বিশ্বাস পশ্চিমী দুনিয়া ওর কারাবাস বরদাস্ত করবে না ; কুইবিশেভ্ বন্দী চালান কারাগারের খবর থেকে পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বুঝে নেবে ও স্প্রী নদীতে

ডুবে মরেনি, ওকে সোভিয়েত দেশে কয়েদ করা হয়েছে। তখন হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে নয় পাশ্চাত্যে ধৃত অপর কোন ব্যক্তির বিনিময়ে ওর মুক্তির ব্যবস্থা করবে (বাকি সব বন্দীর মধ্যে থেকে ওর নিজের অদৃষ্টের একক গুরুত্বে বিশ্বাস পুরানো কমিউনিস্টদের সদিচ্ছাময় বিশ্বাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়)। আমাদের উত্তপ্ত বিতর্ক সত্ত্বেও ও বন্ধুদের এবং আমাকে স্টকহলমে যাওয়ার আমন্ত্রণ করেছিল,—আমরা যখন পারব তখন। (ও ক্লান্ত হেসে বলত, "স্টকহলমে সবাই আমাদের চেনে। সুইডেনের রাস্তার প্রায় সব পারিষদ বাবার পকেটে থাকে।") যা হোক, কোটিপতির ছেলের তখন গা মোছার মত কিছু ছিল না। আমি ওকে একটা শতচ্ছিন্ন তোয়ালে উপহার দিয়েছিলাম। তার অল্প পরেই বন্দী চালান যানবাহন মাধ্যমে ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিল।[৭]

অবিরাম গতিবিধি লেগে থাকত। বন্দীদের নিয়ে আসত, আর একক বা দলবদ্ধভাবে তাদের বন্দী চালান যানবাহনে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আপাতদৃষ্টিতে অত সুব্যবস্থিত এবং সুপরিকল্পিত এই যাতায়াতের মধ্যে এত মূর্খতা দেখা যেত যা বিশ্বাস করা কঠিন।

'৪৯ সালে বিশেষ শিবিরগুলি তৈরী হল। কোন শীর্ষ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তক্ষুণি উত্তর ইউরোপীয় রুশ এবং ভল্গা অঞ্চল থেকে গাদা গাদা বন্দিনীকে স্ভের্দলভস্ক্ বন্দী চালান শিবিরের মাধ্যমে সাইবেরিয়া, তাইশেৎ এবং ওজেরলাগ-এ পাঠানো হল। আবার '৫০ সালে কেউ স্থির করলেন সব বন্দিনীকে ওজেরলাগে কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে মর্দভিনিয়ার অন্তর্গত তেমনিকভ্ অঞ্চলের দুব্রোভ্লাগ-এ কেন্দ্রীভূত করা সুবিধাজনক। গুলাগ্ পর্যটনের সুবিধাভোগী ঐ বন্দিনীদের স্ভের্দলভস্ক্ বন্দী চালান কারাগার মারফৎ এবার পশ্চিমে পাঠানো হল। '৫১ সালে কেমেরভো প্রদেশে (কামিস্লাগ্) নতুন বিশেষ শিবির স্থাপিত হল। তারপর দেখা গেল সেখানকার কাজের জন্য স্ত্রীলোক প্রয়োজন। তখন ঐ হতভাগ্য বন্দিনীদের আবার সেই ঘৃণিত স্ভের্দলভস্ক্ বন্দী চালান কারাগার মারফৎ কেমেরভোতে পাঠানো হল। ইত্যবসরে মুক্তির সময় এল,—কিন্তু সব বন্দিনীর নয়। খ্রুশ্চেভের আমলের সাধারণ শিথিলতায় যে বন্দিনীরা মুক্তি পেল না মেয়াদের বাকিটুকু কাটানোর জন্য সাইবেরিয়া থেকে টেনে এনে তাদের স্ভের্দলভস্ক্ বন্দী চালান কারাগার মারফৎ মর্দভিনিয়ায় পাঠানো হল, —সব বন্দিনীকে এক জায়গায় রাখা সুবিধাজনক।

আর যা হোক আমাদের অর্থনীতি স্বয়ংভর। দ্বীপগুলিও আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। আর তাদের দূরত্বও কোন রুশের পক্ষে বিরাট নয়।

অধিকতর দুর্ভাগ্য একক বন্দীদের ভাগ্যেও ঐরকম দুর্ভোগ জুটত। শেভ্রিক ছিল এক হাসিখুসি, প্রাণখোলা, শক্ত সমর্থ মানুষ। শুনেছি কুইবিশেভের কোন এক

শিবিরে ও সৎভাবে পরিশ্রম করত, এবং কপালে কী দুর্ভোগ আছে জানত না। তবু কপাল পুড়ল। শিবিরে জরুরী হুকুম এল,—কোন হেঁজিপেঁজি কারুর নয়, স্বয়ং আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রীর! (মন্ত্রী শেণ্ড্রিকের অস্তিত্ব জানলেন কি করে?) হুকুম হয়েছে, তক্ষুণি শেণ্ড্রিককে মস্কোর ১৮ নম্বর কারাগারে পাঠাতে হবে। ওকে টানতে টানতে কুইবিশেভ্ বন্দী চালান কারাগারে নিয়ে গেল; সেখান থেকে অবিলম্বে মস্কো পাঠাল। কিন্তু ১৮ নম্বর কারাগারে নয়; তার পরিবর্তে অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে সুপরিচিত ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ায় তুলল। (শেণ্ড্রিক ১৮ নম্বর কারাগারের অস্তিত্ব জানত না। কেউ ওকে বলেনি) এতেই দুর্ভাগ্য শেষ হল না। দু'দিন কাটতেই ওকে পেচোরা'র যাত্রী হিসাবে বন্দীর গাড়িতে তুলে দিল। ও রেলের জানালা দিয়ে দেখল পটভূমি ক্রমে ঊষর আর ভীতিজনক হয়ে আসছে। শেণ্ড্রিক অত্যন্ত ভয় পেল। ও বুঝল, মন্ত্রীর আদেশে ওরা তড়িঘড়ি উত্তরাঞ্চলে নিয়ে চলেছে; তার অর্থ ওর বিরুদ্ধে মন্ত্রী কোন মারাত্মক প্রমাণ পেয়েছেন। অন্যান্য অসুবিধার উপর ওরা যাত্রাপথে ওর তিন দিনের রুটির র‍্যাশন চুরি করল। যখন পেচোরা পৌঁছল, ও তখন টলছে। পেচোরা ওকে অতিথির মত গ্রহণ করেনি। ক্ষুধার্ত এবং তখনো স্থিতি না হওয়া অবস্থায় ওকে ভেজা তুষারে বাইরে কাজ করতে পাঠাল। দু'দিনের মধ্যে ও নিজের শার্ট শুকোতে বা তোষকে পাইন গাছের পাতা ঠাসতে সুযোগ পেল না। সেই অবস্থায় সরকারের দেওয়া সবকিছু ফেরৎ নিয়ে ওকে আবার বন্দী করে আরো দূরে পাঠিয়ে দিল—ভর্কুতায়। যা কিছু ঘটল তা থেকে বোঝা গেল যে শুধু শেণ্ড্রিক নয় বন্দী চালান গাড়ির সব সহযাত্রীকেই মন্ত্রী ধ্বংস করতে চান। ভর্কুতায় ওরা এক মাসের মধ্যে শেণ্ড্রিককে ছুঁল না। ও সাধারণ কাজ কর্ম করতে যেত। যদিও তখনো যাতায়াতের ধকল কাটেনি তবু আর্কটিক অঞ্চলের সাথে ভাগ্য জড়িয়ে যাওয়া ও একরকম মেনে নিতে সুরু করেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন খনি গহ্বর থেকে ডেকে পাঠিয়ে সরকারের দেওয়া সবকিছু তক্ষুণি শিবিরে জমা করতে বলা হল; ওকে এক ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠানো হবে। এতক্ষণে ব্যাপারটায় ব্যক্তিগত প্রতিশোধের গন্ধ পাওয়া গেল! ওকে মস্কোর ১৮ নম্বর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল এবং এক কুঠরীতে এক মাস আটকে রাখার পর এক লেঃ কর্নেলের সামনে হাজির করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আরে, আপনি এতকাল ছিলেন কোথায়? আপনি কি সত্যিই যন্ত্রবিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার?" শেণ্ড্রিক স্বীকার করল, ও ইঞ্জিনিয়ার। ওকে তারপর পাঠানো হল, আর কোথাও নয়, সেই স্বর্গ দ্বীপে! হ্যাঁ, আমাদের দ্বীপপুঞ্জে ঐ নামের দ্বীপও আছে।

এই লোকজনের আসা যাওয়া, তাদের ভাগ্য, তাদের কাহিনী বন্দী চালান কারাগারগুলির প্রাণস্বরূপ। শিবিরের পুরানো বন্দীরা নবাগতদের বোঝায়: ঝামেলা

করো না। সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো। এখানে তোমাকে অন্ততঃ ন্যূনতম নিশ্চিত পরিমাণ খেতে দেবে, খাটুনিতে শিরদাঁড়াও ভাঙবে না। কুঠরীতে ভিড় না থাকলে যত খুসি ঘুমাও না। একবার থেকে দ্বিতীয়বার খিচুড়ি দেওয়ার সময় পর্যন্ত যত মর্জি টানটান হও। খাবারের পরিমাণ কম হতে পারে, ঘুমের অসুবিধা ত' নেই। কেবল যারা জানে শিবিরের সাধারণ দায়িত্বের কাজে কি ধকল, তারা স্বীকার করবে বন্দী চালান কারাগার একটি অবসর যাপন কেন্দ্র, আমাদের জীবন পথে একমাত্র সুখ। এর আর এক সুবিধা: দিনে ঘুমালে' ঘণ্টাগুলি তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। আর দিনটা কোন মতে কাটাতে পারলে এমনিতেই রাত কেটে যাবে।

শ্রমই মানুষ সৃষ্টি করে এবং শ্রমই অপরাধীকে সংশোধন করতে পারে। সুতরাং এই সত্যটি স্মরণ করে কখনো সহায়ক প্রকল্প চালু করে, কখনো ঠিকাদারের ভূমিকা গ্রহণ করে বন্দী চালান কারাগারের কর্তারা যদি অলস চালানি শ্রমশক্তিকে কাজে লাগান তাতে অন্ততঃ তাঁদের আর্থিক সুরাহা হতে পারে।

যুদ্ধের আগে কোটলাস্ বন্দী চালান কারাগারের কাজ কোন নিয়মিত শিবিরের কাজের চেয়ে সহজ ছিল না। শীতকালে একদিনে ছ' সাতটি দুর্বল বন্দীকে জুতে দিয়ে ভিনা নদীর ধার ঘেঁষে ভাইচেগ্দা'র মুখ পর্য্যন্ত সাত মাইল্ তাদের দিয়ে ট্রাক্টর-স্লেজ্ টানানো হত। ওরা তুষারে আটকে, পড়ে যেত। স্লেজ্ও আটকে যেত। মনে হত, ওর থেকে ক্লান্তিকর কাজ হয় না। কিন্তু দেখা যেত ওটা আসল কাজ নয়, শরীর গরম করার প্রক্রিয়ামাত্র। ভাইচেগ্দার মুখে ওদের স্লেজ্ গাড়িতে তেরো ঘন গজ জ্বালানি কাঠ লাদাই করতে হত। ওদেরই আবার বন্দী চালান কারাগারে স্লেজ্টি টেনে আনতে হত (য়েপিন আজ আর আমাদের সাথে নেই। বিষয়টি আমাদের নতুন শিল্পীদের যোগ্য নয়। এ যেন প্রকৃতির স্থূল অনুকৃতি) ঐ খাটুনির পর কি বা পাওয়া যেত। আপনি শিবির পৌছন পর্য্যন্ত বাঁচবেন না! (ঐ কর্মী-দলের দলপতি ছিলেন কোলুপায়েভ্, আর কর্মী অশ্বদের মধ্যে ছিলেন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার দিমিত্রিয়েভ্, কোয়ার্টার মাস্টার বিভাগের লেঃ কর্নেল বেলায়েভ্ এবং ভ্যাসিলি ভ্লাসভ্ যিনি ইতিমধ্যে পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। বাকি নামগুলি এতকাল পরে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি)।

যুদ্ধের সময় আরজামাস্ বন্দী চালান কেন্দ্রের বন্দীদের বীটের উপরাংশ খেতে দেওয়া হত এবং স্থায়ীভাবে তাদের কাজে লাগানো হত। কারাগারে পোষাক তৈরীর এবং জুতোয় ফেল্ট্ লাগানোর কারখানা ছিল। (এই কারখানায় গরম জল এবং এ্যাসিডে ফেলে পশম সুতো ফোলান হত)।

'৪৫ সালের গ্রীষ্মে আমরা শ্বাসরোধকারী নিভৃত ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ার কুঠরী থেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিলাম: সারাদিন ফুসফুস ভরে শ্বাস

নেওয়ার অধিকার পেতে; বিনা বাধা এবং বিনা তাড়াহুড়ায় কাঠের তক্তার শৌচাগারে শান্তভাবে বসে (কাজ করতে চাওয়ার এই পুরস্কারটি প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়) আগস্টের রোদে গা গরম (তখন পটস্‌ডাম আর হিরোশিমার যুগ) করতে করতে কোন নিঃসঙ্গ মৌমাছির গুঞ্জন শোনার সুযোগ পেতে ; এবং, সব শেষে, রাতে অতিরিক্ত সিকি পাউণ্ড রুটির অধিকার পেতে। ওরা মস্কো নদীর জেটিঘাটায় নিয়ে যেত। ওখানে কাঠের গুঁড়ি নামানোর কাজ চলছিল। আমাদের কাজ ছিল কোন এক ভাগাড় থেকে এক একটি গুঁড়িকে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় ভাগাড় দেওয়া। যা খাবার পেতাম তার চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতাম। তবু কাজ করতে যেতে ভাল লাগত।

অল্প বয়সের কথা মনে করে প্রায়ই লজ্জা লাগে (ঐ মস্কো নদীর ধারেই আমার ছোটবেলা কেটেছে !)। কিন্তু যাতে লজ্জা হয় তাতে শিক্ষাও হয় প্রচুর। দেখা গেল যে অফিসারের কাঁধপটি সর্ব্ব সাকুল্যে দু'বছর আমার কাঁধে কম্পমান ছিল তার একপ্রকার বিষাক্ত সোনালী গুঁড়ো ধীরে ধীরে আমার পাঁজরের মাঝের ফাঁকা জায়গায় জমা হয়েছে। ছোটখাট শিবিরের মত ঐ জেটিঘাটায় একটি সন্ত্রানী গম্বুজওলা চত্বরও ছিল। আমরা ছিলাম সাময়িক, অস্থায়ী কর্ম্মীর দল। এমন কোন গুজব বা কথাবার্তা শোনা যায়নি যে আমাদের বাকি মেয়াদও ওখানে কাজ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু যখন প্রথম আমাদের লাইন করে দাঁড় করানো হল আর কর্ম্ম বণ্টনের ভারপ্রাপ্ত ফোরম্যান অস্থায়ী কর্ম্মী দলের দলপতি নির্ব্বাচনের জন্য লাইনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখতে লাগলেন, তখন অযোগ্য হৃদয় পশমী শার্টের নিচে বিদীর্ণ হয়ে বলছিল : আমাকে, আমাকে, আমাকে নিন !

আমাকে নির্ব্বাচন করা হয়নি। কিন্তু আমি নির্ব্বাচিত হতে চাইলাম কেন ? আমি ত' আরও লজ্জাকর ভুল করতাম।

ক্ষমতা ত্যাগ করা কত কঠিন ! এই কথাটি বোঝা কত প্রয়োজন।

□

এক সময় ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নিয়া কার্য্যতঃ গুলাগের রাজধানী ছিল। অর্থাৎ আপনি যেখানেই যান মস্কোর মত একেও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। সোভিয়েত দেশ পর্য্যটন করতে গিয়ে যেমন তাশকেণ্ট থেকে সোচি বা চের্নিগভ্ থেকে মিনস্ক্ যেতে হলে মস্কো হয়ে যাওয়া সুবিধাজনক, তেমনি সব জায়গার সব বন্দীকে ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নিয়ায় টেনে এনে সেখান থেকে অন্য সব জায়গায় পাঠানো হত। আমি যখন ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নিয়ায় তখনো তাই করা হত। প্রেস্‌নিয়ার ভিড়ে ভেঙ্গে পড়ার

অবস্থা হল। একটি সম্পূরক বাড়ি তৈরী করানো হল। কেবল যে সব গবাদি পশু বওয়ার ট্রেনে প্রতিগুপ্তচরসংস্থা যারা দণ্ডিত বন্দী থাকত তারা মস্কো রেল বৃত্তে চলতে গিয়ে মস্কোয় থামত না, কিন্তু প্রেস্নিয়ার ধার ঘেঁষে যেত,—হয়ত যাবার সময় একবার হুইসেল বাজিয়ে অভিবাদনও করত।

কিন্তু স্বাধীন যাত্রী হিসাবে মস্কো আসতে হলে আমাদের হাতে টিকিট থাকে এবং আমরা আশা করি দেরীতে হলেও বাঞ্ছিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছব। যুদ্ধাবসানের ঠিক পরেই শুধু যে বন্দীরা প্রেস্নিয়ায় পৌঁছত তারাই নয় এমন কি খোদ গুলাগের মুখ্য পদাধিকারী এবং অন্যান্য অতি উচ্চ পদাধিকারীরাও শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছবেন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন না। কারা ব্যবস্থা তখনো পঞ্চম দশকের মত দানা বাঁধেনি এবং কোথাও কোন পথনির্দ্দেশিকা বা গন্তব্যস্থল দেওয়া থাকত না; অবশ্য রেলকর্মীদের জন্য এই ধরনের নির্দ্দেশাবলী থাকত: "কড়া পাহারায় রাখতে হবে," বা "সাধারণ দায়িত্বের কাজে নিয়োগ করতে হবে।" পাহারাদার সার্জেন্টরা সুতো বা তুলোর দড়ি পাকিয়ে কোনমতে বাঁধা বন্দীদের ইতিবৃত্তের বাণ্ডিল বইত। তারপর একটি পৃথক কাঠের বাড়ির (কারাগারের দপ্তর) কোন তাক বা টেবিলের উপর, টেবিল বা চেয়ারের নিচে কিংবা সোজা মেঝেয় চলাচলের পথে (বন্দীরা যেমন কুঠরীতে শুত) ছুঁড়ে দিত। ইতিবৃত্তগুলি বাঁধন খুলে ছত্রাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে যেত। তালগোল পাকানো ইতিবৃত্তে একটি, দুটি, তিনটি ঘর বোঝাই হয়ে যেত। কারা দপ্তরের মহিলা কেরাণীরা,—ভাল খাওয়া দাওয়া করা, অলস, উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরা স্বাধীন স্ত্রীলোক,—গরমে ঘামতে ঘামতে হাত পাখার হাওয়া খেত আর কারা এবং পাহারাদারদের উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করত। ঐ ভণ্ডুল হওয়া কাগজপত্র ঠিকমত সাজানোর না ছিল ইচ্ছা না ছিল শক্তি। তবু প্রতি সপ্তাহে বেশ কয়েকবার লাল রঙের ট্রেন বোঝাই বন্দী পাঠাতেই হত। তাছাড়া দৈনিক একশো লোককে ট্রাকযোগে কাছাকাছি শিবিরগুলিতে পাঠাতে হত। প্রত্যেক জেক্-এর বৃত্তান্ত তার সঙ্গে পাঠাতে হত। ঐ ভণ্ডুল হওয়া কাগজপত্র কে ঘাঁটবে? কে ঐ পাহাড় ঘেঁটে চালানি বন্দী নির্ব্বাচন করবে?

বন্দী চালান কারাগারের বিশ্বস্তদের মধ্যে থেকে কয়েকজন কর্ম্ম বণ্টন নিরীক্ষক,—তারা হয় "কুত্তি" নয় "দোগলা[১]",—ঐ ভার পেত। তারা অনায়াসে কারাগারের বারান্দায় ঘোরাফেরা করত, দপ্তরে যেত এবং স্থির করত আপনাকে মন্দ বন্দী চালান গাড়িতে ওঠাবে না সত্যিই বহু পরিশ্রম করে কোন ভাল গাড়িতে তুলবে। (নবাগতরা মনে করত কতকগুলি শিবির ছিল মৃত্যু শিবির,—এ ধারণা ভুল নয়। ভাল শিবির বলতে কিছুই ছিল না। তথাকথিত ভাল শিবিরের কয়েকটি কাজ ছিল সহজতর, এবং কাকে কোন কাজ দেওয়া হবে তা কাজের জায়গাতেই স্থির হত) যদি কোন

বন্দীর গোটা ভবিষ্যৎ তার মত অপর কোন বন্দীর উপর নির্ভরশীল হয়,—সম্ভব হলে যার সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ খুঁজতে হবে (স্নানাগারের কর্মীর মারফৎ হলেও, সে চেষ্টা করতে হবে) এবং তার পায়ে তেল মাখাতে হবে (ভাঁড়ারের ভারপ্রাপ্ত কর্মীর মারফৎ হলেও, সে চেষ্টা করতে হবে),—তার থেকে অন্ধভাবে পাশার ঘুঁটি চেলে তার ভাগ্য নির্ধারিত হওয়া ভাল। অদৃষ্ট এবং অপ্রাপ্ত সুযোগ,—একটি চামড়ার জ্যাকেটের বিনিময়ে উত্তরে নরিলস্কের বদলে দক্ষিণে নালচিক্, অথবা কয়েক পাউণ্ড সুস্বাদু শুয়ারের মাংসের বিনিময়ে সাইবেরিয়ার তাইশেতের বদলে মস্কোর উপকণ্ঠে সেরেব্রিয়ান্নি বর-এ যাওয়ার চেষ্টা (এবং হয়ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়েও জ্যাকেট আর শুয়ারের মাংস দুই-ই হারানো),—কেবল আত্মাকে পীড়িত এবং ক্লান্ত করে। হয়ত কেউ কেউ ঐভাবে নিজের ব্যবস্থা করে নেয়ও, তবু সব চেয়ে ভাল যার বিনিময় করার মত কিছু নেই বা চিন্তা করার কোন কারণ নেই।

নিজেকে অদৃষ্টের হাতে সঁপে দেওয়া, নিজের ভবিষ্যৎ রূপায়ণের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বর্জন, এ কথা মেনে নেওয়া যে কোনটি উৎকৃষ্ট বা কোনটি নিকৃষ্ট তা পূর্বাহ্নে জানা অসম্ভব বরং সে সহজ পথ অবলম্বন করলে পরে আত্মধিক্কারে জ্বলতে হয়,—এই বোধ সব বন্ধন মুক্ত করে বন্দীকে শান্তি দেয়, এমন কি মহনীয় করে।

বন্দীর সারি তাই কুঠরীতে কুঠরীতে শুয়ে থাকে আর কারা দপ্তরের কাগজের স্তূপে শুয়ে থাকে তাদের অদৃষ্ট। যে কোণে হাত দেওয়া সহজতম নিরীক্ষক হয়ত সেই বিশেষ কোণ থেকে কয়েকটি ফাইল টেনে বার করল। অমনি কয়েকজন বন্দী নক্ষত্রগতিতে নারকীয় প্রেসনিয়া ছেড়ে চলল। বাদবাকিরা আরও দু' তিন মাস ওখানে কষ্টে শ্বাস নিতে থাকল। ভিড়, তাড়াহুড়া, এবং লণ্ডভণ্ড কাগজপত্রের জন্য প্রেসনিয়া এবং অন্যান্য বন্দী চালান কারাগারে এক বন্দীর ঘাড়ে অপর বন্দীর দণ্ড চাপত। অবশ্য ৫৮-ওলাদের ক্ষেত্রে তা ঘটত না কারণ তাদের দণ্ড ত' ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায় বড় বড় হরফে লেখা "মেয়াদ", যা কর্তৃপক্ষ চাইতেন যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত হোক এবং যা শেষ হওয়ার মুখে এসেও কখনই শেষ হত না। কিন্তু বড় বড় চুরি বা খুনের দণ্ড অপর কোন হস্তীমূর্খ অরাজনৈতিক অপরাধীর দণ্ডের সঙ্গে বদল হয়ে যেতে পারত। তখন চোরদের সাগরেদরা ঐ বদল হওয়া দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করত এবং প্রশ্নাদি করত। নবাগত জানে না অল্প মেয়াদী বন্দীদের বন্দী চালান কারাগারে নিজের সম্পর্কে কিছু বলা নিষেধ। হয়ত সাদা মনে বলত তার নাম ভ্যাসিলি পার্ফেনিচ্ ইয়েভ্রাশ্কিন, জন্ম '১৩ সালে সেমিদুবিয়েতে, নিবাস ও সেমিদুবিয়ে। ফলে ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "অসতর্কতা"র জন্য ও আরও এক বছর পেল। এরপর ইয়েভ্রাশ্কিন হয়ত একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল বা সত্যিই ঘুমায়নি; কিন্তু কুঠরীর ভিতর এত হট্টগোল হচ্ছিল এবং দরজায় লাগানো জাবনার পাত্রের

গাছে এত ভিড় ছিল যে ও তার কাছে এগুতে পারেনি। বারান্দায় কেউ দ্রুত বিড়বিড় করে বন্দী চালান গাড়ির যাত্রীদের নামের তালিকা পড়ে গেল, ও তা শুনতে পেল না। কয়েকটি নাম অবশ্য বারান্দা থেকে কুঠরীর মধ্যে হেঁকে বলা হয়েছিল। কিন্তু ওর নাম কেউ হাঁকেনি। কারণ ইয়েভ্রাশ্‌কিনের নাম বারান্দায় হাঁকতে না হাঁকতেই একটি উর্কা বা চোর যো হুজুর ভাব করে (ওরা দরকার মত যো হুজুর ভাব করতে পারে) ওর বাঁদর মুখ দেখাল আর চটপট ঐ হাঁকে সাড়া দিল : "ভ্যাসিলি পার্কেনিচ, জন্ম '১৩ সাল সেমিন্থবিয়ে গ্রাম, ১০৯ অনুচ্ছেদ, এক বছর", এবং নিজের জিনিষপত্র গোছাতে লাগল। আসল ইয়েভ্রাশ্‌কিন ধৈর্য্য ধরে তার তাকে শুয়ে পরের দিন, পরের সপ্তাহ, পরের মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার পর সাহস করে কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করল তাকে কেন বন্দী চালান গাড়িতে তোলা হল না? (ঠিক ঐ সময় প্রত্যেক দিন কুঠরীতে কুঠরীতে জ্‌ভিয়াগা নামে কোন বন্দীর খোঁজ করা হচ্ছিল) শেষে মাস ছয়েক পরে বন্দীদের নাম ডাকার পর যখন সবকটি বন্দীর বৃত্তান্তের হদিস মিলল দেখা গেল একটি মাত্র ফাইল পড়ে আছে,—বহু অপরাধের আসামী, জোড়া খুন আর দোকানে সিঁধ কাটার জন্য দশ বছর দণ্ডপ্রাপ্ত জ্‌ভিয়াগা'র ফাইল,—আর পড়ে আছে একটি লাজুক বন্দী যে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তার নাম ইয়েভ্রাশ্‌কিন, অথচ ফটো থেকে তাকে সঠিক চেনার উপায় নেই। সুতরাং যে নিজেকে ইয়েভ্রাশ্‌কিন নামে চালাতে চেষ্টা করছে, ওই আসলে জ্‌ভিয়াগা, এবং ওকে ইভ্‌দেলাগ শাস্তি শিবিরে ঠেলে দিতে হবে,—নইলে যে বন্দী চালান কারাগারের ভুল স্বীকার করতে হবে। (আর বন্দী চালান গাড়িতে পাঠানো ভুয়া ইয়েভ্রাশ্‌কিন কোথায় গেল তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।) কারণ কোন তালিকা পড়ে নেই। তা ছাড়া ওর মাত্র এক বছরের মেয়াদ বাকি। হয়ত ও বিনা পাহারায় বাগানের কাজ করতে লাগল এবং প্রতিদিন কাজের জন্য মেয়াদ থেকে তিন দিন রেহাই পেল। নয়ত সোজা বাড়ি পালাল কিংবা আবার ধরা পড়ে নতুন দণ্ড খাটতে লাগল) কিছু বিকৃত মস্তিষ্ক বন্দী ছিল যারা দু' এক কিলো শুয়োরের মাংসের বিনিময়ে নিজের অল্প মেয়াদ বিক্রি করত। ওরা ভাবত, আর যা হোক কর্তৃপক্ষ খোঁজ খবর নেবেই এবং সঠিক সনাক্তকরণ করবেই। কখনো কখনো করতও বটে।[১০]

যে বছরগুলিতে বন্দীর কাগজপত্রে অন্তিম গন্তব্যস্থলের নির্দেশ থাকত না বন্দী চালান কারাগার তখন বন্দীদের ক্রীতদাসের হাট বসাত। ক্রেতারা হত বন্দী চালান কারাগারের সর্ব্বাধিক বাঞ্ছিত অতিথি। ক্রেতা শব্দটি কুঠরী এবং বারান্দায় হামেশা শোনা যেত এবং শব্দটি পরিহাস অর্থে ব্যবহৃত হত না। শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কখন কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ মত রসদ পাঠাবে তার হাপিত্যেশে বসে থাকা তখনকার দিনে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। বরং নিজের লোক পাঠিয়ে ঠিক জায়গায় "থাবা" দিলে

বা "টানাটানি" করলে সহজে কাজ হত। গুলাগেও ঐ অবস্থা। দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা ত' একধার থেকে মরে চলেছে। তাদের পিছনে এক পয়সা খরচা না করতে হলে কি হবে, তবু বাসিন্দাদের হিসাব রাখতে হত। নইলে পরিকল্পনা পূর্ণ করতে না পারার বদনাম সইতে হবে যে। ক্রেতাদের খুব কড়া নজর রাখতে হত যাতে মেয়াদ শেষ করা পশুগুলিকে তাদের ঘাড়ে না চাপিয়ে দেয়। শুধু কাগজপত্রের ভিত্তিতে যে ক্রেতা চালানি বন্দী কিনত সে অনভিজ্ঞ। বুদ্ধিমান ক্রেতা দাবী করত: জ্যান্ত, বিবস্ত্র সওদা হাজির করো; নিজের চোখে দেখব। ওরা নিজেদের মধ্যে একটুও হাসাহাসি না করে ঐ "সওদা" কথাটি ব্যবহার করত। বুতুর্কি স্টেশনে সতেরো বছরের ইরা কাদিনার যুবতী তনুর ভূষণ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কোন ক্রেতা প্রশ্ন করেছিল: "বেশ, আর কি কি সওদা এনেছ?"

মনুষ্য প্রকৃতি যদি আদৌ বদলায় তা পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক মুখের পরিবর্ত্তনের চেয়ে দ্রুত হয় না। যখন '৪৭ সালে উসমান কারাগারে এমভিভির পোষাক পরা ডজন কয়েক গুলাগের হোমরা চোমরা কয়েকটি চাদর ঢাকা (তাঁদের গুরুত্ব প্রচারের জন্য, নইলে বেখাপ্পা) টেবিলে বসে হুকুম করলেন বন্দিনীরা দরজার পাশের বাক্সে পোষাক ছেড়ে উলঙ্গ অবস্থায় তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিক, তখন সেই পঁচিশ শতাব্দী আগের ক্রীতদাসীর বাজারের ক্রেতাদের সমান কৌতূহল, তারিফ করা এবং পরিমাপ করার প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছিল। যে বন্দিনীরা যুগাতীত ভাস্কর্য্যের আত্মরক্ষার ভঙ্গী অবলম্বন করেছিল তাদের হুকুম করা হল, "হাত নামাও!" (হাজার হোক ঐ উচ্চ পদাধিকারীরা নিজেদের এবং সতীর্থদের শয্যাসঙ্গিনী নির্ব্বাচনের মত এক গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন)

আগামী দিনের শিবির সংগ্রামের এইরকম বহু পূর্ব্বাভাস নতুন বন্দীর সামনে প্রকাশ পেত এবং তা বন্দী চালান কারাগারের নির্দোষ মানসিক আনন্দ বিঘ্নিত করত।

এক বিশেষ কর্ত্তব্যের ভারপ্রাপ্ত বন্দীকে দু'রাত আমাদের ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ার কুঠরীতে রাখা হয়েছিল। শোবার তাকে ওর জায়গা হয়েছিল আমার পাশে। ও বিশেষ কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াত। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রশাসন একটি চালানে লিখে দিয়েছিল যে অমুক বন্দী একজন নির্মাণ বিশেষজ্ঞ এবং নতুন জায়গায় ওকে একমাত্র নির্মাণের কাজে লাগানো চলবে। চালানটি ওর সাথে সাথে শিবিরে শিবিরে ঘুরত। ও স্টোলিপিন গাড়িতে সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে সাধারণ প্রাকা টই এসেছিল, তবু ঘাবড়িয়ে যায়নি। কারণ ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র যাবা দূর কত এবং ওকে অন্ততঃ কাঠ কাটতে পাঠাবে না। এক ক্রূর দৃঢ়তা ছিল এই শিবির-ঘুঘুর মুখের মূল বৈশিষ্ট্য। ও ইতিমধ্যে মেয়াদের বড় অংশটি কাটিয়ে

ফেলেছিল। (আমি তখনো বুঝিনি ঠিক ঐ মুখভাব সময়কালে আমাদের সবার মুখেই অঙ্কিত হবে, কারণ ক্রুর দৃঢ়তা গুলাগ বাসিন্দাদের জাতীয় মুখচ্ছবির বৈশিষ্ট্য। নরম, আপোষোৎসুক ভঙ্গীর মালিকরা গুলাগে দ্রুত লোপ পায়) বয়স্করা যেমন দু'সপ্তাহের কুকুর ছানার দিকে দেখে ও তেমনি ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আমাদের বালসুলভ আচরণ লক্ষ্য করত।

আমরা শিবিরে কি কি পেতে পারি?—ও দয়াপরবশ হয়ে আমাদের জ্ঞান বিতরণ করেছিল:

"শিবিরে পদার্পণ মাত্র সবাই তোমাদের ঠকানোর আর লুট করার চেষ্টা করবে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। চট করে চার পাশে দেখে নেবে, কেউ কামড়াবার জন্য ঘাপটিমেরে আছে কিনা। আট বছর আগে ঠিক তোমাদের মত সাধু এবং বোকাসোকা মানুষ আমি কার্গোপোলাগ্—এ পৌঁচেছিলাম। ওরা দু'টি ট্রেন থেকে আমাদের নামাল। ঘন, গুঁড়ো তুষারের মধ্যে দিয়ে ছ'মাইল দূর শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাহারাদাররা তৈরী হল। এমন সময় তিনটি স্লেজ্ এসে পাশে থামল। একটা মোটাসোটা লোক আমাদের দিকে এল। পাহারাদাররা ওকে বাধা দিল না। ও বলল, "ভায়ারা, জিনিষপত্র এই স্লেজ্গুলোতে তুলে দাও; আমরা ঠিকমত পৌঁছে দেব।" মনে পড়ল, বইয়ে পড়েছি ঠেলাগাড়ি করে বন্দীদের জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হত। ভাবলাম, যতটা শুনেছি শিবির হয়ত সত্যিই ততটা অমানুষিক জায়গা নয়। শিবিরের প্রয়োজন বন্দী, বন্দীর জিনিষপত্র নিয়ে কি করবে? স্লেজে মাল তুলে দিলাম। ওরা চলে গেল। আর মালের দেখা পাইনি। একটা খালি ঠোঙাও না।"

"তা কি করে হল? ওখানে আইন-কানুন নেই?"

"বোকা বোকা প্রশ্ন করো না। অবশ্যই আছে। সে আইন তাইগা'র, জঙ্গলের। সুবিচারের কথা যদি বল, গুলাগে কখনো সুবিচার ছিল না কখনো হবেও না। আরও একটা কথা বুঝতে হবে: শিবিরে কেউ কখনো এমনি এমনি বা হৃদয়বত্তার জন্য কিছু করে না। তোমাদের সবকিছুর দাম দিতে হবে। কেউ যদি নিঃস্বার্থভাবে কিছু করার প্রস্তাব করে, নিশ্চিত জানবে ঐটি একটি জঘন্য কৌশল বা উস্কানি। সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ দায়িত্বের কাজ এড়ানোর চেষ্টা করবে। শিবিরে পা দেওয়ার দিন থেকে ঐ কাজ এড়িয়ে যাবে। প্রথম দিন যদি ঐ কাজ ধরো, তাহলে সব খতম; ঐ কাজ চলতে থাকবে।"

"সাধারণ দায়িত্বের কাজ কী?"

"সাধারণ দায়িত্বের কাজই যে কোন শিবিরের প্রধান এবং মৌলিক কাজ। শতকরা আশিজন বন্দী ঐ কাজ করতে করতে মরে। সবাই মরে যায়। তাদের

জায়গায় নতুন লোক আনা হয়। নতুনদের ঐ কাজে পাঠানো হয়। ঐ কাজ করতে গিয়ে তোমাদের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সব সময় খিদে পাবে। গা ভিজে থাকবে। জুতো পাবে না। র‍্যাশন পাবে কম, অন্য সব কিছুও পাবে কম। রাখবে নিকৃষ্টতম ব্যারাকে। অসুখ হলে চিকিৎসা পাবে না। যারা যে কোন মূল্যে ঐ কাজ এড়ানোর চেষ্টা করে তারাই শুধু প্রাণ বাঁচাতে পারে। হ্যাঁ, প্রথম দিন থেকে।"

"যে কোন মূল্যে?"

"হ্যাঁ, যে কোন মূল্যে।"

ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ায় আমি বিশেষ দায়িত্বের ভার পাওয়া ঐ ক্রুর বন্দীর অতিরঞ্জন বর্জিত উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম, হজমও করেছিলাম। শুধু ভুলে একটি প্রশ্ন করিনি: কিভাবে মূল্য নির্ধারণ করব? কত চড়া দাম দেব?

তৃতীয় অধ্যায়

জাহাজের সারি

স্টোলিপিনে যাওয়া বেদনাদায়ক, কালো মারিয়ায় অসহ্য আর বন্দী চালান শিবির ত' আপনাকে অতি দ্রুত নিঃশেষ করে দেবে। সুতরাং ঐসব যানবাহন বাদ দিয়ে গবাদি পশু বইবার লাল রঙের গাড়িতে শিবির যাত্রা সব চেয়ে ভাল।

যেমন সর্বদা হয়ে থাকে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির স্বার্থ এই এক বিন্দুতে মিলিত হত। শহরের মূল রেলপথ, মোটর যানবাহন এবং বন্দী চালান শিবিরের কর্মীদের ভারাক্রান্ত না করে দণ্ডিত বন্দীদের সরাসরি শিবিরে পাঠানো রাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক। বহুকাল আগেই গুলাগের কর্তারা এই কথাটি বুঝেছিলেন এবং তাঁদের মনেও ধরেছিল : লাল গরুর সারি (গবাদী পশু বইবার লাল রঙের রেল গাড়ি), বজরার সারি এবং যেখানে স্থল বা জলযান নেই সেখানে মালবাহী মানুষের সারি (আর যা হোক বন্দীদের ত' ঘোড়া বা উটের শ্রম উপভোগ করতে দেওয়া চলে না)।

যখন কোন বিশেষ জায়গায় আদালত দ্রুত গতি কাজ করত অথবা বহন ব্যবস্থা অতি ভারাক্রান্ত থাকত সে সময় লাল রেলগাড়িগুলি খুব কাজে আসত। এক বিরাট সংখ্যক বন্দীর দলকে একবারে লাল রেলগাড়িতে পাঠানো যেত। কোটি কোটি কৃষককে '২৯-'৩১ সালে ঐভাবে পাঠানো হয়েছিল। ঐ পদ্ধতিতেই লেনিনগ্রাদ থেকে লেনিনগ্রাদের মানুষ নির্বাসিত হয়েছিল। ঐ পদ্ধতিতেই তৃতীয় দশকে কোলিমায় বসতি স্থাপিত হয় : আমাদের রাজধানী মস্কো দৈনিক একটি সোভিয়েত গবন-গামী আর একটি ভ্যানিনো বন্দরগামী ঐরকম গাড়ি পাঠাত। প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীও লাদাই বোঝাই লাল রেলগাড়ি পাঠাত। অবশ্য রোজই পাঠাতে পারত না। '৪১ সালে ভল্গা জার্মান সাধারণতন্ত্রের কাজাকস্তানে অপসারণ এবং তারপরে বাকি সব নির্বাসিত জাতির অপসারণও এই পদ্ধতিতে ঘটেছিল। '৪৫ সালে জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, সোজা কথায় পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে,—অর্থাৎ যারাই নিজ চেষ্টায় ঐ অঞ্চলে পৌঁছতে পেরেছিল,—রুশ মাতার আদুরে দুলাল ছেলে মেয়েদের ধরে ধরে ঐ গাড়িতে করেই দেশে পাঠানো হয়েছিল। ঐ পদ্ধতিতেই '৪৯ সালে বিশেষ শিবির থেকে ৫৮ওয়ালাদের সংগ্রহ করা হয়েছিল।

স্টোলিপিনরা নিয়মিত রেল চলাচল সূচী অনুযায়ী চলাচল করে। আর লাল রেলগাড়িগুলি চলে গুলাগের গুরুত্বপূর্ণ জেনারেলদের সই করা ওজনদার পথনির্দেশিকা

অনুযায়ী। স্টোলিপিনরা "কোথাও না" বা কোন ফাঁকা জায়গায় পৌঁছতে পারে না। তাদের গন্তব্যস্থল কোন এক স্টেশন হতেই হবে, তা সে মামুলি অন্তরীণের ব্যবস্থাওলা কয়েকটি কুঁড়ে বাড়ি বিশিষ্ট জঘন্য স্টেশন হোক না কেন। কিন্তু লাল রেলগাড়ির গন্তব্যস্থল হতে পারে শূন্য। আর যেখানেই সে যায় ঠিক তার পাশে স্তেপ বা তাইগার সাগর ভেদ করে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের আর একটি নতুন দ্বীপ গজিয়ে ওঠে।

গবাদি পশু বইবার লাল গাড়ি মাত্রেই বন্দী বইবার জন্য তৈরী থাকে না। তাকে তৈরী করে নিতে হয়,—অবশ্য পাঠকরা যে অর্থ করবেন সে অর্থে নয়। মানুষ বইবার কাজে লাগানোর আগে হয়ত ঐ গাড়ি কয়লা বা চুণ বয়েছে। সুতরাং সাফ সুতরো করা দরকার,—সব সময় তা করা হত না। গাড়ির অভ্যন্তর রঙ করা বা শীতকাল হলে স্টোভের ব্যবস্থা—এসবও করা হত না। (নিয়াঝ্-পোগস্ত্ রেলপথ তখন সবে রোপ্‌চা পর্যন্ত পাতা হচ্ছে, এবং যতদূর পাতা হয়েছে তা তখনো সাধারণ রেলপথের অঙ্গ ঘোষিত হয়নি। কর্তৃপক্ষ তক্ষুণি সেই রেলপথে বন্দী বওয়া আরম্ভ করলেন,—শোয়ার তাক বা স্টোভবিহীন মালগাড়িতে। শীতে বন্দীরা বরফ পড়া মেঝেয় শুত, কোন গরম খাদ্য পেত না; কারণ ঐ পথটুকু বন্দীর গাড়ি একদিনে পাড়ি দিতে পারত না। যাঁরা বন্দীদের মত ঐভাবে গাড়িতে আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা থেকেও বেঁচে থাকার কল্পনা করতে পারেন তাঁরা বেঁচে থাকবেন বৈকি !) গবাদি পশু বইবার লাল গাড়িকে এইভাবে বন্দী বহনোপযোগী করা হত: মেঝে, দেওয়াল এবং ছাদের জোর পরীক্ষা করে দেখা হত কোথাও কোন ফুটো বা ত্রুটি আছে কিনা। ছোট ছোট জানালাগুলিতে শিক লাগানো হত। নালির জন্য মেঝে ফুটো করে মজবুত লোহার পাত দিয়ে সে ফুটোর চারপাশ ঢেকে দেওয়া হত। সারা গাড়িতে মেশিনগান হাতে পাহারাদারের দাঁড়ানোর মত উপযুক্ত সংখ্যক পাটাতনের ব্যবস্থা করতে হত, এবং কম থাকলে তার সংখ্যা বাড়াতে হত। গাড়ির ছাদে ওঠার ব্যবস্থা করতে হত। গাড়িতে সন্ধানী আলো বসানোর জায়গা খুঁজতে হত এবং অবিরাম বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করতে হত। লম্বা হাতলওলা কাঠের হাতুড়ির ব্যবস্থা করতে হত। কর্মীদের জন্য একটি যাত্রীবাহী কামরা ঐ গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিতে হত। যাত্রীবাহী কামরার অভাবে মুখ্য পাহারাদার, উচ্চ নিরাপত্তা পদাধিকারী এবং পাহারাদারদের জন্য একটি তাপ ব্যবস্থাযুক্ত মালগাড়ি জুতে দিতে হত। পাহারাদার এবং বন্দীদের জন্য রসুইখানা তৈরী করতে হত। এসব কিছু করার পরে গাড়িগুলির গায়ে লেখা হত: "বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি" বা "পচনশীল দ্রব্য।" ('সপ্তম গাড়ি" অধ্যায়ে শ্রীমতী ইয়েভ্‌গেনিয়া গিনজ্‌বার্গ লালগাড়ির অতি প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন, যার জন্য আর অধিক চিত্রণ নিষ্প্রয়োজন)।

রেলগাড়ির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এরপর যুদ্ধ যাত্রার মত জটিল গাড়িতে বন্দী লাদাই করার কাজ। এই সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য পালনীয় লক্ষ্য আছে :

* সাধারণ নাগরিকের অগোচরে বন্দী লাদাই করা।

* বন্দীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করা।

এইজন্য স্থানীয় জনসাধারণকে লুকিয়ে বন্দী লাদাই করতে হত কারণ কম পক্ষে পঁচিশটি কামরা বিশিষ্ট একটি গাড়িতে একসাথে প্রায় এক হাজার বন্দীকে লাদাই করা হত। এই সংখ্যা ছোট্ট স্টোলিপিন গাড়ির মত এত কম নয় যে নাগরিকদের পাশ দিয়ে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া চলতে পারে। প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টায় গ্রেফতার করা চলেছে, এ কথা সাধারণ মানুষ জানলেও অতগুলি বন্দী সমাবেশের দৃশ্য দেখিয়ে তাকে ভীত করা চলবে না। '৩৮ সালে ওরিয়েল শহরের প্রতি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল, এবং তা গোপন রাখা ছিল প্রায় অসম্ভব। সুরিকভ্-এর "স্ট্রেলৎসির প্রাণদণ্ড" ছবির মত (তার পরের যুগের বেদনার ছবি কে আঁকবে? কেউ না। আঁকতে যাওয়া কেতাদুরস্ত কাজ হবে না......) স্ত্রীলোকরা কৃষকের ঠেলাগাড়ি দিয়ে ওরিয়েল কারাগারের সামনের চত্বর ঘিরে কাঁদতেন। তবু সোভিয়েত জনগণকে একদিনে এক ট্রেনভর্তি বন্দী দেখানো চলবে না। (ওরিয়েল-এ সে বছর একদিনের বন্দীতে ট্রেন ভর্তি হয়ে যেত) যুব সম্প্রদায়কেও সে দৃশ্য দেখানো চলবে না,—ওরা যে জাতির ভবিষ্যৎ। অতএব রাতে কাজ সারা হত,—প্রতি রাতে, বেশ কয়েক মাস ধরে। কালো বন্দীর সারি কারাগার থেকে স্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটত। (মারিয়াগুলি ইতিমধ্যে নতুন গ্রেফতার করতে ব্যস্ত ছিল) তবু স্ত্রীলোকরা বুঝতে পেরেছিলেন, জানতে পেরেছিলেন। গোটা শহরের স্ত্রীলোক রাতে স্টেশনে জমায়েত হয়ে সাইডিংএ রাখা ট্রেনের উপর নজর রেখেছিলেন। চলন্ত ট্রেনের পাশাপাশি ছুটতে গিয়ে, রেল লাইনে এবং লাইনের বিভিন্ন সংযোগের উপর পড়তে পড়তে তাঁরা প্রতি কামরায় চিৎকার করে জানতে চেয়েছিলেন : "এ কামরায় অমুক আছে?" "তমুক এ কামরায় আছে?" ঐরকম ভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা পরের ট্রেনগুলিতেও জিজ্ঞেস করেছিলেন : "এ কামরায় অমুক আছে?" হঠাৎ চার দিকে আঁটা একটি কামরা থেকে উত্তর পাওয়া গেল : "এই যে আমি! এই যে!" অথবা : "অন্য কামরায় খুঁজুন। ও অন্য কামরায় আছে।" অথবা : "মহাশয়া! আমার স্ত্রী স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও আছে। ওকে খবর দেবেন?"

সমকালীন দুনিয়ার অযোগ্য ঐ দৃশ্যগুলি বন্দীদের ট্রেনে তোলার ব্যবস্থাপনার ত্রুটির পরিচায়ক। ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হল এবং কয়েক রাত পর থেকে রাগে গরগর করা, অনবরত চিৎকার করা পুলিশ কুত্তা দিয়ে বেশ তফাৎ থেকে গাড়িগুলিকে ঘিরে রাখা হত।

আর মস্কোর পুরানো স্রেটেন্কা কারাগার (বন্দীরা এর কথা ভুলে গিয়েছেন) এবং ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ায় একমাত্র রাতে লাল গাড়িতে বন্দী বোঝাই করা হত। তাই নিয়ম ছিল।

পাহারাদারদের অনাবশ্যক সূর্য্যালোক প্রয়োজন হত না। তারা বরং রাতে একাধিক সূর্য্যের আলো পেত,—সন্ধানী আলো। সন্ধানী আলোয় বেশী কাজ হত। ভীত বন্দীর দল যেখানে হুকুমের অপেক্ষায় মাটিতে বসে আছে ঠিক সেই প্রয়োজনীয় জায়গাটিতে তীব্র আলোকসম্পাত করা চলত: "পরের পাঁচজন ওঠো! গাড়িতে ওঠো, দৌড়ে!" (শুধু দৌড়ে, যাতে ফিরে তাকানোর, চিন্তা করার সময় না পাওয়া যায়। এমন দৌড়তে হবে যেন পুলিশের কুকুর তাড়া করেছে, পড়ে যাবার ভয় করলে চলবে না) অমসৃণ পথে, মাল ওঠানোর ঢালু রাস্তা বেয়ে দৌড়িয়ে উঠতে হত। তার সঙ্গে বৈরী সন্ধানী আলোর তীব্র আলোকছটা অন্ধকার দূর করা ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করত। চিৎকার, ধমক, পিছিয়ে পড়া বন্দীদের উপর বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি সন্ধানী আলোর ভীতিপ্রদ প্রভাবযুক্ত হয়ে হুকুম জোরদার করত: "বসে পড়ো!" (আরও, কখনো কখনো ঐ ওরিয়েল স্টেশন চত্বরের মত: হাঁটু গেড়ে বসো!" মনে হত, প্রার্থনারত এক হাজার নতুন ধর্ম্মবিশ্বাসী) বন্দীদের দৌড়িয়ে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করার একটি মাত্র সার্থকতা তাদের মনে ত্রাস সঞ্চার করা, এবং তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তার উপর ছিল পুলিশ কুত্তার অবিশ্রান্ত ক্ষিপ্ত চিৎকার এবং উঁচিয়ে ধরা বন্দুকের নল (যুগ ভেদে রাইফেল বা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল)। মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্দীর মনোবল চূর্ণ করা যাতে সে পালানোর কথা চিন্তা না করতে পারে এবং নতুন সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ পাথরের দেওয়াল ঘেরা কারাগারের পরিবর্তে পাতলা কাঠের দেওয়ালওলা রেলের কামরার কথা না ভাবতে পারে।

কিন্তু রাতে এক হাজার বন্দীকে অত নিখুঁতভাবে রেল গাড়িতে তুলতে হলে তার আগের দিন সকালে ওদের কুঠরী থেকে বার করে দিয়ে বন্দী চালান গাড়িতে তোলার জন্য প্রস্তুত করতে হত। কারাগারের মধ্যে বন্দীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় উতরান বন্দীদের অনেক ঘণ্টা আটক রেখে দেওয়া,—এবার কুঠরীতে নয়, চত্বরে, যাতে কারাগারের অন্য বন্দীদের সঙ্গে না মিশে যায়,—ইত্যাদি কাজে পাহারাদারদের গোটাদিন লেগে যেত। সুতরাং রাতে গাড়িতে তোলার ফলে বন্দীদের একটি যন্ত্রণাময় দিনের অবসান হত।

সাধারণ গোনা-গুণতি, চুল ছাঁটা, জামা কাপড় গরম করা, স্নান করানো ছাড়া বন্দী চালান গাড়িতে তোলার আগে বন্দীদের তল্লাসি করতে হত। কারা-কর্ত্তৃপক্ষ তল্লাসি করত না। পাহারা সংক্রান্ত নির্দ্দেশ এবং তাদের নিজেদের কাজ সংক্রান্ত নির্দ্দেশানুযায়ী লাল গাড়ির পাহারাদাররা এই তল্লাসি করত, যাতে বন্দীদের কাছে

পালানোর পক্ষে সহায়ক কোনকিছু না রয়ে যায়। এইগুলি নিয়ে নেওয়া হত : করাত বা কাটবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সবকিছু ; যে কোন রকমের গুঁড়ো (দাঁত মাজার পাউডার, চিনি, নুন, তামাক, চা) যা দিয়ে পাহারাদারের দৃষ্টি ব্যাহত করা যায় ; যে কোন ধরনের সুতো, দড়ি, বেল্ট বা স্ট্র্যাপ যা পালানোর সহায়ক হতে পারে (কোন প্রকার স্ট্র্যাপ সঙ্গে নিতে দেওয়া হত না। এক-পা-ওলা মানুষের নকল পায়ের স্ট্র্যাপও কেটে দেওয়া হত। নকল পা কাঁধে নিয়ে পঙ্গু বন্দী দু'পাশে দুই বন্দীর কাঁধে ভর করে গাড়িতে চড়ত)। নির্দেশানুযায়ী বাকি জিনিষপত্র,—সব মূল্যবান জিনিষ এবং স্যুটকেস,—পরীক্ষা করার, একটি বিশেষ মালপত্রের গাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং যাত্রা শেষে মালিককে ফেরৎ দেওয়ার কথা।

মস্কোর নির্দেশ ছিল দুর্বল ; ভলোগ্‌দা বা কুইবিশেভের পাহারাদাররা তা অবহেলা করতে পারত। অপর পক্ষে বন্দীদের উপর পাহারাদারদের ক্ষমতা ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতি বাস্তব। এই সত্যটি ছিল বন্দী লাদাইএর তৃতীয় লক্ষ্যের পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ :

* জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য গণশত্রুদের থেকে ভাল ভাল জিনিষগুলি কেড়ে নেওয়া সহজ বিচার সম্মত।

"বসে পড়ো!" "হাঁটু গেড়ে বসো!" "ন্যাংটো হও!"—পাহারাদারদের এই বাঁধাধরা হুকুমগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক চলত না। উলঙ্গ হতে বাধ্য হওয়া মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। সে কাপড়পরা মানুষের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার সমকক্ষ মানুষের মত সদর্পে কথা বলতে পারে না। তল্লাসি আরম্ভ হয়। (কুইবিশেভ, '৪৯ সালের গ্রীষ্ম) যে বস্ত্র তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে সেগুলি এবং অন্যান্য জিনিষপত্র হাতে উলঙ্গ বন্দীরা এগিয়ে চলে। একদল সশস্ত্র সৈন্য ঘিরে থাকে। দেখে মনে হয় না ওদের বন্দী চালান গাড়িতে তোলা হবে। মনে হয় তক্ষুনি গুলি করে মারা হবে বা গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হবে। ঐ মানসিক অবস্থায় মানুষের জিনিষপত্রের মমতা থাকে না। পাহারাদাররা ইচ্ছাকৃত পরুষ, রূঢ়, কর্কশস্বরে কথা বলে। একটি কথাও স্বাভাবিক-ভাবে বলে না। ওদের উদ্দেশ্য হতাশ করা এবং ত্রাস সঞ্চার করা। ঝাঁকিতে স্যুটকেসগুলি খুলে যায়। জিনিষপত্র মাটিতে পড়ে ছত্রাকার হয়। সব বন্দীর জিনিষপত্র কুড়িয়ে নিয়ে অপর এক জায়গায় জড়ো করা হয়। সিগারেট কেস, টাকা পয়সার ব্যাগ, এবং অন্যান্য হতভাগ্য "মূল্যবান" জিনিসগুলি কোন পৃথকী-করণের চিহ্ন ছাড়া কাছাকাছি একটি পিপের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। (ঐ জিনিষগুলি কোন সিন্দুক, বাক্স বা তোরঙ্গে না রেখে পিপের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়ায়

উলঙ্গ বন্দীরা বিশেষ হতাশ হয়, অথচ প্রতিবাদ করতে যাওয়াও তাদের পক্ষে কত ভয়াবহ অনর্থ) উলঙ্গ বন্দী শুধু তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসি করা ছিন্ন বস্ত্র মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে গিঁঠ বেঁধে কম্বলের আকার দিতে পারে। ফেল্ট লাগানো বুট? আপনার শুধু বুটটি পরীক্ষা করে ঐ স্তূপে ফেলে দেওয়ার এবং তালিকায় সই করার অধিকার আছে! (রসিদ পাবেন না। আপনি এই মর্মে সই করবেন যে আপনি স্বয়ং জিনিষপত্র ওদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তা ঐ স্তূপে ফেলেছেন!) সন্ধ্যায় শেষ বন্দী বোঝাই চালানের গাড়ি কারাগার ছেড়ে যাওয়ার মুখে দেখা যায় গাড়ির পাহারাদাররা স্তূপ থেকে উৎকৃষ্টতম চামড়ার স্যুটকেস আর পিপে থেকে পছন্দসই সিগারেট কেস বাছাই করছে। ওদের পরে লুটের ভাগ নিতে আসে কারাকর্মীরা, সবার শেষে বন্দী চালান কারাগারের বিশ্বস্তরা।

গবাদি পশুর গাড়িতে উঠবার আগে একদিন এই ধকল সইতে হয়। এইবার বন্দীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফাঁকা ফাঁকা তক্তা দিয়ে তৈরী শোবার তাকে চড়ে বসতে পারে। কিন্তু উত্তপ্ত রাখার ব্যবস্থাবিহীন গবাদিপশুর গাড়িতে কত স্বস্তি পাওয়া সম্ভব? বন্দীরা আবার শীত এবং ক্ষুধা আর চোর এবং পাহারাদারের যাঁতিতে ধরা পড়ে।

গবাদি পশুর গাড়িতে যদি চোর থাকে (লাল গাড়িতেও ওদের আলাদা রাখা হয় না) প্রথামত তারা সব চেয়ে ভাল জায়গা দখল করে,—জানালার পাশে, উপরের তাকে। গ্রীষ্মে ঐ ব্যবস্থা। শীতে চোররা কোথায় জায়গা নেবে সহজে অনুমেয়। ঠিক স্টোভের পাশে ঠাসা একটুখানি জায়গায়। প্রাক্তন চোর মিনায়েভ্ বলে: '৪৯ সালে প্রচণ্ড শৈত্য-প্রবাহের মধ্যে ভরোনেজ্ থেকে কোটলাস্ পর্যন্ত একাধিক দিন ব্যাপী যাত্রার সবটুকুর জন্য মাত্র তিন বালতি কয়লা সরবরাহ করা হয়েছিল।[১] ঐ সমস্যায় চোররা শুধু স্টোভের পাশে জায়গা দখল করল না, শোষণকারীদের সব শীতবস্ত্র কেড়ে নিয়ে পরল, এমন কি তাদের জুতো থেকে পায়ের পটি খুলে নিয়ে নিজেদের পায়ে জড়াতেও দ্বিধা করল না। আজ তোমার পালা, কাল আমার। খাবার-দাবারের অবস্থা আরও খারাপ। চোররা সারা গাড়ির খাবারের ভার নিয়ে নিজেদের ভাগ ত' নিলই সবচেয়ে ভাল ভাল খাবারগুলিও নিয়ে নিল। '৩৭ সালে বন্দী চালান গাড়িতে তিনদিন ধরে মস্কো থেকে পেরেবরি যাত্রার কথা লশিলিন-এর মনে আছে। এত হ্রস্ব যাত্রার জন্য ট্রেনে কোন খাবার রান্না করা হয়নি, শুকনো খাবার খেতে দেওয়া হয়েছিল। চোররা ভাল খাবারগুলি নিয়ে অন্যান্য বন্দীদের রুটি আর হেরিং বেঁটে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল; সুতরাং তার অর্থ বাকি বন্দীরা অভুক্ত রইল না। চোররা কখনো গাড়িতে বানানো খাবার বিতরণের ভার পেলে নিজেরা সব খিচুড়ি ভাগ করে নিত। '৪৫ সালে কিশিনেভ্ থেকে পেচোরা. তিন সপ্তাহ ব্যাপী

যাত্রায় ঘটেছিল)। এর উপরে গাড়িতে সোজাসুজি ডাকাতি করতেও ওদের বাধত না: একজন এস্তোনীয় বন্দীর সোনা বাঁধানো দাঁত আছে লক্ষ্য করে ওরা তাকে ধাক্কা মেরে চিৎপাত করে চিমটের বাড়ি মেরে দাঁত খুলে নিয়েছিল।

বন্দীরা মনে করত গরম খাবার খেতে পাওয়াই লাল গাড়িতে চড়ার আসল লাভ: দূরাঞ্চলের স্টেশনে গাড়ি থামলে (যেখানে জনসাধারণ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই) কামরায় কামরায় খিচুড়ি এবং অন্ত খাবার বিতরণ করা হত। কিন্তু বিতরণের ইচ্ছাকৃত অব্যবস্থার দরুন সব গোলমাল হত। হয়ত কয়লা সরবরাহ করার পাত্রেই খিচুড়ি ঢেলে দিল (কিশিনেভের গাড়িতে তাই করা হয়েছিল),—ধোয়ার মত জল ছিল না। ট্রেনে খিচুড়ির চেয়ে পানীয়জল ছিল মহার্ঘ, র‍্যাশন করা। খিচুড়ি গিলতে গিয়ে দাঁতে কয়লার কুচি ঠেকত। অথবা ওরা খিচুড়ি আর গরম খাবার আনলেও তা বিতরণের জন্ম যথেষ্ট সংখ্যক পাত্র আনত না,—চল্লিশটির জায়গায় পঁচিশটি,—এবং সাফ হুকুম করত: "এসো, এসো, জল্‌দি এসো। আমাদের অন্ত কামরাতেও দিতে হবে।" ঐ খিচুড়ি কি করে বা খাবেন কি করে বা ভাগ করবেন? পাত্র হিসাবে সমান ভাগে ভাগ করার উপায় নেই। অথচ কেউ পাছে বেশী পেয়ে যায় তাই আগে থেকে প্রত্যেক ভাগের আন্দাজ করতে হত। যাদের আগে দেওয়া হত তারা চিল্লাত: "ভাল করে ঘোঁটো! ঘোঁটো!" যারা শেষে খাবে তারা চুপচাপ,—তলায় বেশী থাকে। প্রথম দল খেত, শেষ দল অপেক্ষা করত। শেষরা চাইত প্রথমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া সারুক। ওদেরও ত' খিদে লেগেছে। ইত্যবসরে পাত্রের মধ্যে খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে আসত। বাইরে থেকে ওরা তাড়া দিত: "তোমাদের হয়েছে? তাড়াতাড়ি করো!" এরপর দ্বিতীয় দলকে বিতরণ করা হত: প্রথম দলের চেয়ে কমও নয় বেশীও নয়, পাতলাও নয় ঘনও নয়। যা তলানি রয়ে যেত তা প্রতি পাত্রে সমান দু'ভাগে ঢালতে হত। আর এই গোটা সময় বন্দীরা যত খেত তার চেয়ে বেশী ভাগাভাগি লক্ষ্য করে কষ্ট পেত।

কর্তৃপক্ষ না করত গাড়িকে উত্তপ্ত করার ব্যবস্থা, না করত বন্দীদের চোরের হাত থেকে রক্ষা; না দিত খেতে, না দিত যথেষ্ট পানীয় জল; তার সঙ্গে ঘুমাতেও দিত না। দিনের বেলা পাহারাদাররা সারা ট্রেন এবং পিছনের লাইন স্পষ্ট দেখতে পেত। তখন কোন বন্দী গাড়ির পাশ দিয়ে লাফালে বা সোজা লাইনে গলে পড়লে ওদের পক্ষে তা দেখা সম্ভব। কিন্তু রাতে ওদের ঘাড়ে সাবধানতার ভূত চাপত। প্রতিবার ট্রেন থামলে লম্বা হাতলওলা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে (মার্কামারা গুলাগের সাজ সরঞ্জাম) ওরা প্রত্যেক পাটাতনে প্রতিধ্বনি হওয়ার মত জোরে ঘা মারত,—যদি কোন বন্দী কোথাও করাত দিয়ে কেটে থাকে? আবার কোন কোন জায়গায় গাড়ি থামলে ওরা দরজা খুলে দিত। লণ্ঠনের বা সন্ধানী আলো ফেলে হাঁকত:

"খবরদার! গুণতি হবে!" তার অর্থ: সবাই উঠে দাঁড়াও, যেখানে বলবে যেতে প্রস্তুত থাকো,—হুকুম মত ডাইনে বা বাঁয়ে দৌড়াও। কাঠের হাতুড়ি হাতে কয়েকজন পাহারাদার লাফিয়ে কামরায় উঠে (কয়েকজন আগেই স্বয়ংক্রিয় পিস্তল হাতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কামরাকে ঘিরে ফেলে) নির্দ্দেশ করে: বাঁ দিকে! অর্থাৎ যারা বাঁ দিকে আছে তারা ঠিক আছে। যারা ডান দিকে আছে তারা অন্য বন্দীদের টপাকিয়ে মাছির মত বাঁ দিকে যেখানে খুসি পড়ুক। যারা চটপটে নয়, বা যারা ঝিমুচ্ছে তারা পাঁজর বা পাছায় হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে শক্তি সংগ্রহ করে। এর মধ্যে পাহারাদারদের বুট আপনার দরিদ্রের রাজ শয্যা পদদলিত, জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সর্ব্বত্র হাতুড়ির ঘা আর তেজী বাতি বিরাজ করে: কোথাও করাত দিয়ে কেটেছে? না। অতঃপর পাহারাদাররা কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের বাঁ থেকে ডান দিকে ফিরিয়ে আনা আরম্ভ করবে: "প্রথম···দ্বিতীয়···তৃতীয়।" আঙুলের গুণতিই যথেষ্ট, কিন্তু তাতে ত্রাস সঞ্চারিত হবে না। অনেক বেশী স্পষ্ট, ভুলের সম্ভাবনা কম, অনেক বেশী তেজী এবং দ্রুত ঐ গুণতির সঙ্গে আপনার পাঁজর, কাঁধ, মাথা, যেখানে মর্জ্জি, হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। ওরা চল্লিশ গুণল। এবার কামরার অপর প্রান্তের বন্দীদের ওধার থেকে উঠিয়ে ফেলা, জোরালো বাতি ফেলা আর হাতুড়ির বাড়ি আরম্ভ হবে। সারা কামরার গুণতি শেষ হলে কামরা বন্ধ হয়ে যাবে। পরের বার গাড়ি থামা পর্য্যন্ত আপনি ঘুমাতে পারেন। (সত্যি বলতে পাহারাদারদের উৎকণ্ঠা অমূলক নয়। কারণ যারা পালাতে জানে, তারা লালগাড়ি থেকে পালাতে পারে। পাটাতনগুলিতে হাতুড়ি মেরে ওরা কখনো কখনো দেখতে পায় এক আধ জায়গায় করাত দিয়ে কাটা হয়েছে (অথবা সকালে খিচুড়ি বিতরণ করতে গিয়ে সব দাড়ি না কামানো মুখের মাঝখানে হঠাৎ কয়েকটি দাড়ি কামানো মুখ দেখা গেল। ওরা তখন স্বয়ংক্রিয় পিস্তল হাতে কামরা ঘিরে বলে: "তোমাদের চাকুগুলো দিয়ে দাও!" এসব অবশ্য চোর আর চোরের সাগরেদদের নিছক ছ্যাবলা বাহাদুরি। হয়ত দাড়ি না কামানো অবস্থায় ওদের বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, যার ফলে ক্ষুরগুলিও দিয়ে দিতে হল)।

অন্য দূর পাল্লার ট্রেন আর লাল ট্রেনের মধ্যে তফাৎ হল শেষোক্তটিতে যারা ওঠে তারা কখনো নামবে কিনা জানে না। যখন লেনিনগ্রাদের কারাগারগুলির বন্দী বোঝাই একটি ট্রেন সোলিকামস্ক-এ খালি করা হল ('৪২) দেখা গেল রেল লাইনের ঢালু পাড়গুলি শবদেহে ছেয়ে গেছে, সামান্য কয়েকজন বন্দী জীবিত ছিল। '৪৪—'৪৫ এবং '৪৫—'৪৬-এর শীতে মুক্ত অঞ্চল (বাল্টিক রাজ্যগুলি, পোলণ্ড, জার্ম্মানী,) থেকে ঝেলেজ্‌নোদরোঝ্‌নি (নিয়াঝ্-পোগস্ত্) এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য প্রধান রেল সংযোগস্থলে যে ট্রেনগুলি আসত তাদের প্রত্যেকটির পিছনে একটি ছুটি শব

বোঝাই গাড়ি জোড়া থাকত। অর্থাৎ জীবিত বন্দীবাহী কামরাগুলি থেকে শব নামিয়ে পথে শববাহী কামরায় ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সবসময় তা করা হত না। এমন অনেক বার হয়েছে যে সুখোবেজ্‌ভদ্‌নায়া (উনজ্‌লাগ) স্টেশনে গাড়ি থামার পর দরজা খুলবার আগে জানা যেত না কোন কোন বন্দী তখনো জীবিত আছে। যারা কামরা থেকে বেরিয়ে আসত না তারা মৃত।

শীতকালে এভাবে যাতায়াত ছিল ভয়াবহ, কারণ নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত চিন্তার দরুন পাহারাদাররা পঁচিশটি স্টোভের জন্য কয়লা বয়ে আনতে পারত না। গ্রীষ্মে যাতায়াতও এমন সুখপ্রদ ছিল না। কামরার ছোট্ট চারটি জানালার মধ্যে দুটি শক্ত করে আঁটা থাকত। গাড়ির ছাদ অত্যন্ত তেতে উঠত। পাহারাদাররা এক হাজার বন্দীর জন্য পানীয় জল বয়ে আনার ঝামেলা পোয়াতে চাইত না। এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে বন্দী চালান গাড়িতে যাতায়াত বন্দীরা শ্রেয়ঃ মনে করত। কোন ট্রেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে যদি তিন মাস লাগে তবে সবচেয়ে ভাল ঋতুও অতি হ্রস্ব মনে হয় ('৩৫ সালে লেনিনগ্রাদ থেকে ভ্লাদিভস্টক্)। দীর্ঘকালব্যাপী ট্রেন যাত্রার সম্ভাবনা থাকলে পাহারাদার সেপাইদের রাজনৈতিক দীক্ষা এবং বন্দী আত্মার আধ্যাত্মিক তত্ত্বতাবাসের সুব্যবস্থা করতে হত: ঐ ধরনের ট্রেনের সাথে জোড়া একটি কামরায় থাকতেন দীক্ষাগুরু—নিরাপত্তা বিষয়ক উচ্চ পদাধিকারী। বন্দী চালান গাড়ির ব্যবস্থাপনার ভার তাঁর উপর; তাঁরই অনুমোদিত তালিকানুযায়ী বন্দীদের গাড়িতে তোলা হয়, এলোপাতাড়ি তোলা হয় না। তিনিই প্রতি কামরার ভারপ্রাপ্ত একটি সর্দার এবং একটি করে গু-খেকো পায়রা নিয়োগ করেন। যে জায়গাগুলিতে বেশীক্ষণ গাড়ি থামে সেখানে কোন ছুতায় তিনি ওদের দু'জনকে কামরা থেকে ডেকে পাঠিয়ে জেনে নেন কোন বন্দী কি বলছে। সুতরাং ঐ ধরনের যে কোন নিরাপত্তা পদাধিকারী তাঁর স্বাক্ষরিত, সীলমোহর করা ফলাফল বিনা যাত্রা শেষ করতে লজ্জিত হবেন। গাড়ি চলাকালীন তিনি হয়ত কোন বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; আর গন্তব্যস্থল পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে নতুন কয়েদের মেয়াদ ধরিয়ে দেওয়া হল।

লালগাড়ির চড়নদার বন্দীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনর আগে গাড়ি বদল করতে হত না বটে, তবু লালগাড়িকে নমস্কার। যে একবার লালগাড়ি চড়েছে সে কখনো সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবে না। ওতে চড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি শিবিরে পৌঁছন শ্রেয়ঃ। অন্ততঃ একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছন হবে।

মানুষ আশা আর অধৈর্য্যেভরা জীব। এমন নয় যে শিবিরের নিরাপত্তা পদাধিকারীরা উচ্চতর মানবিকতা বোধ সম্পন্ন বা গু-খেকো পায়রারা কিছু কম বিবেকহীন। বরং তার বিপরীত। যেন শিবিরে পা দেওয়া মাত্র সেই একই পুলিশ

কুত্তার ভয় দেখিয়ে আমাদের ধমকিয়ে বলবে না: "বসো!" যেন লালগাড়িতে যত তুষার ঢুকেছিল তার চেয়ে কিছু কম তুষার শিবিরের মাঠে পড়ে থাকে। যেন গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার অর্থ, আমাদের যতদূর টেনে আনা দরকার ছিল এনেছে, এবং এরপর আর এক সঙ্কীর্ণ রেলপথের ছাদবিহীন খোলা গাড়িতে আমাদের কোন অধিকতর দূরাঞ্চলে পাঠানো হবে না। (ছাদবিহীন খোলা গাড়িতে ওরা নিয়ে যাবে কি করে? পাহারার ব্যবস্থা কি করে করবে? সে সমস্যা ত' পাহারাদারদের। ওরা এইভাবে সে সমস্যা সমাধান করত: ছায়াছবি 'পোটেমকিন'-এর মত ওরা আমাদের একদল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সৈন্যের মত জড়সড়ো হয়ে শুতে বলত এবং ত্রিপল ঢাকা দিয়ে দিত। যাহোক, মেহেরবাণি করে ত্রিপল ঢাকা দেওয়ার জন্য ওদের ধন্যবাদ দিই। ওলেনিয়েভ্ এবং তার সাথীদের অক্টোবর মাসে উত্তরাঞ্চলে সারাদিন ছাদবিহীন খোলা গাড়িতে বসে থাকার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। ওরা চড়ার পর সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার ইঞ্জিন সারাদিনে এল না। প্রথম এক পশলা বৃষ্টি হল। তারপর বরফ জমতে লাগল। শেষে বন্দীদের গায়ের কম্বল গায়েই জমে গেল) ছোট্ট ট্রেন চলতে থাকলে ঝাঁকুনি লাগে। দোলেও খুব। খোলা গাড়ির এক এক জায়গায় তাতে ফাটল ধরে: কোথাও ভেঙ্গে যায়। দোলায় গাড়ি থেকে পড়ে বন্দী চাকার তলায় চলে যায়। প্রশ্ন: আর্কটিক অঞ্চলের তুষার পাতের মধ্যে ছুদিস্কা থেকে ষাট মাইল সঙ্কীর্ণ রেলপথের খোলা গাড়িতে যেতে হলে চোররা কোথায় বসবে? সমাধান: অপরের দেহের তাপে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য এবং পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে চোররা বন্দী পরিবৃত হয়ে গাড়ির মাঝখানে বসবে। ঠিক সমাধান! প্রশ্ন: সঙ্কীর্ণ রেলপথের শেষে (১৯৩৯) জেক্‌রা কী দেখবে? সেখানে কি পাকা ঘরবাড়ি দেখতে পাবে? না, একটিও না। লুকানোর মত কোন গর্ত দেখতে পাবে কি? পাবে, কিন্তু সেগুলি আগেই অধিকৃত; সুতরাং ওদের জন্য নয়। তাহলে কি জেক্‌রা নিজেদের জন্য গর্ত খুঁড়বে? না, আর্কটিক অঞ্চলের শীতে খুঁড়বে কি করে? তার পরিবর্তে ধাতু উত্তোলনের জন্য ওদের খনিতে কাজ করতে পাঠানো হবে। বেশ, থাকবে কোথায়? কি বললেন, থাকবে? ও, হ্যাঁ…থাকবে তাঁবুতে।

হয়ত প্রশ্ন করবেন, সব জায়গাতেই কি সঙ্কীর্ণ রেলপথের গাড়িতে চড়তে হয়? না, তা অবশ্য হয় না। ইয়েৎসভো স্টেশন, ফেব্রুয়ারী '৩৮। ট্রেন এল। রাতে কামরাগুলির দরজা খুলে দেওয়া হল। গাড়ির পাশে আগুন জ্বালা হল। সেই আলোতে বন্দীরা গাড়ি থেকে নামল। বন্দীদের গুণতি হল, সারি বেঁধে সাজানো হল, পরে আবার গুণতি হল। রাতের তাপমাত্রা—৩২° সেন্টিগ্রেড। গাড়িটি এসেছে ডনবাস্ থেকে। গাড়িতে আছে গ্রীষ্মে ধৃত বন্দী। তাদের কারুর পায়ে

পাতলা জুতো, কারুর অভারকোর্ট, কারুর শুধু জ্যাকেট। ওরা আগুনে গা-গরম করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পাহারাদাররা তাড়িয়ে দিল: ঐজন্য আগুন জ্বালা হয়নি, হয়েছে আলো পাওয়ার জন্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাত আর পায়ের আঙুল অবশ হয়ে গেল। পাতলা জুতোয় তুষার ঢুকতে লাগল, অথচ গলল না। পাহারাদারদের দয়া মায়া নেই। হুকুম হল: "সারি বেঁধে দাঁড়াও! জলদি! অযথা ডাঁয়া বাঁয়া করলে বিনা হুঁশিয়ারি গুলি করা হবে। আগে বাড়ো!" ওদের চেন বাঁধা কুত্তাগুলিও পরিচিত হুকুম শুনে উত্তেজনায় চিৎকার করতে লাগল। ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে পাহারাদাররা এগিয়ে চলল। গ্রীষ্মের পোষাকপরা হতভাগ্য বন্দীরা হেঁটে চলল ঘন তুষার ভেদ করে সম্পূর্ণ অজানা পথে এক অন্ধকার তাইগা অভিমুখে, যার সুদূর অন্তে হয়ত আলোকের ইশারা। দূরে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের আলোকচ্ছটা দেখা যায়,—বন্দীদের সেই প্রথম ও শেষ দেখা। ফার গাছের পাতায় তুষার পাতের ফাটা ফাটা শব্দ হয়। সেই তুষার মাড়িয়ে চলতে গিয়ে সাধারণ পোষাকপরা বন্দীদের পায়ের পাতা এবং পা অবশ হয়ে যেতে লাগল।

অথবা '৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে পেচোরায় পৌঁছনর কথা ধরা যাক। ("আমাদের সৈনিকরা ওয়ারশ দখল করেছে! আমাদের সৈনিকরা পূর্ব প্রাশিয়া বিচ্ছিন্ন করেছে!") এক নির্জন তুষারময় মাঠে বন্দীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। একসঙ্গে ছ'জন বন্দীকে মাটিতে বসিয়ে খুব ভাল করে গোণা হল, গুণতিতে ভুল হল, আবার গোণা হল। অতঃপর উঠে দাঁড়াতে বলা হল এবং ঊষর তুষার অঞ্চলের উপর দিয়ে ওদের চার মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ঐ বন্দীর গাড়িটিও দক্ষিণের মলদাভিয়া অঞ্চল থেকে এসেছিল। সব বন্দীদের পায়ে ছিল চামড়ার জুতো। বন্দীদের পিছন পিছন ছিল পুলিশের কুত্তা। ওরা শেষ সারির বন্দীদের পাছায় থাবা দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছিল। পিছিয়ে পড়া অবলম্ব বন্দীর মাথার পিছন দিকে কুত্তার নিঃশ্বাস লাগছিল। (শেষ সারির বন্দীর মধ্যে ছিলেন দু'জন পুরোহিত,—পক্ক কেশ বৃদ্ধ ফাদার ফিওদর ফ্লোরিয়া এবং যুবক ফাদার ভিক্টর শিপোভালনিকভ্। শিপোভালনিকভ্ ফ্লোরিয়াকে সামলিয়ে চলছিলেন) পুলিশ কুত্তার কি চমৎকার প্রয়োগ! বরং কুত্তারা অনেক আত্মসংযম দেখিয়েছিল, কারণ ওদের পক্ষে কামড়াতে চাওয়াই ত' স্বাভাবিক।

অবশেষে বন্দীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। স্নান দিয়ে বন্দীদের অভ্যর্থনা করা হল। সব বন্দীর একটি মাত্র ঘরে কাপড় ছেড়ে উলঙ্গ অবস্থায় চত্বর দিয়ে দৌড়িয়ে অপর এক ঘরে স্নানের ব্যবস্থা। সে তবু সহনীয়, কারণ জঘন্যতম অংশটি আগেই চুকে গিয়েছিল। যা হোক ওরা তখন গন্তব্যস্থলে পৌঁচিয়েছে। গোধূলি হল। হঠাৎ জানা গেল শিবিরে ওদের স্থান হবে না। চালানি বন্দী নেওয়ার মত ব্যবস্থা তখনো

করা হয়নি। রাতের পর বন্দীদের আবার সার বেঁধে দাঁড় করানো হল, গোণা হল। শেষে বন্দীবাহী রেলগাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্ত পুলিশ কুত্তার পাহারায় অন্ধকারে চার মাইল হাঁটানো হল। গাড়ির দরজাগুলি খোলা থাকার জন্ত কামরার ভিতরে যে সামান্ত উত্তাপ আগে ছিল তাও এতক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। যাত্রার শেষে ভাণ্ডারের সব কয়লাও জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং তখন আর কোথাও কয়লা জোটানর সম্ভাবনা ছিল না। ঐ পরিস্থিতিতে সারা রাত শীতে জমার পর সকালে বন্দীদের শুকনো কই মাছ খেতে দেওয়া হল (জল খেতে চাইলে বরফ চিবোও না) এবং একই পথ হাঁটিয়ে শিবিরে ফেরত নিয়ে যাওয়া হল।

উপরোক্ত ঘটনাটিকে আর যা হোক বিয়োগান্ত বলা চলে না, কারণ অন্ততঃ শিবিরের অস্তিত্ব কাল্পনিক নয়, বাস্তব। সে শিবির প্রথম দিন যদি বন্দীদের গ্রহণ করতে না পেরে থাকে তাহলে পরের দিন করেছে। কিন্তু লাল গাড়ির পক্ষে কোন আলাদা জায়গায় যাত্রা শেষ করা এবং সেখানে নতুন শিবির গজিয়ে ওঠা কোন অসাধারণ ঘটনা নয়। উত্তরাকলীয় আলো দেখা যায় এমন কোন তাইগা অঞ্চলে হয়ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক কার গাছে লটকিয়ে দেওয়া হল 'প্রথম ওএলপি।'[২] বন্দীদের ঐখানেই এক সপ্তাহ শুকনো মাছ চিবোতে হত এবং তুষার দিয়ে ময়দা মাখতে হত।

কিন্তু অন্ততঃ দু' সপ্তাহ আগেও যদি কোথাও শিবির স্থাপিত হত তার অর্থ হত নবাগত বন্দীদের আরামের আশ্বাস : রান্না-করা গরম খাবার পাওয়া যেত। খাবার পাত্র না থাকলে হয়ত প্রথম এবং দ্বিতীয় পদ একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মুখ ধোয়ার বেসিনে ঢেলে দেওয়া হত,—ছ'জন বন্দী এক সাথে খেত। ছ'জন বেসিনটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে ধরত (কোন চেয়ার বা টেবিলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না)। দু'জন বাঁ হাত দিয়ে বেসিনের হাতল বাগিয়ে ধরে তাদের ডান হাত দিয়ে খেতে থাকত, এবং তাদের পালা বদল হত। আমি কি পুনরাবৃত্তি করছি? সত্যিই পুনরাবৃত্তি করিনি। সশিলিন বলেন, '৩৭ সালে পেরেবরিতে ঐভাবে খেতে হত। আমি আমার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিনি। গুলাগ্ তার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছে।

এর পরের ধাপে শিবির-ঘুঘুদের মধ্যে থেকে নেতা নির্ব্বাচন করে ছোট ছোট কর্মী দলে বিভক্ত নবাগত বন্দীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। নেতারা নতুনদের কি করে প্রাণ ধারণ করতে হয়, কিভাবে কাজ করতে হয়, কেমন করে নিয়মশৃঙ্খলা মানতে হয় এবং কি করে ঠকাতে হয় শেখাত। শিবিরে পা দেওয়ার প্রথম সকাল থেকেই ওদের কাজ করতে ছুটতে হত,—কালের বিরাট ঘড়ির ঘণ্টা বাজতে থাকলে ওরা কি বসে থাকতে পারে? সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ত' বন্দীর পক্ষে জার আমলের কঠোর-শ্রম কারাগার আকাতুই নয় যে ওখানে পৌঁছনর পর ওরা তিনদিন বিশ্রাম পাবে।[৩]

□

কালক্রমে দ্বীপপুঞ্জের আর্থিক সমৃদ্ধি এল। অনেক নতুন শাখা রেলপথ তৈরী হল। বহু জায়গায় অল্পদিন আগে জলপথ ছাড়া কিছু ছিল না। সেই জায়গাগুলিতেই রেলপথে বন্দী চালান হতে লাগল। কিন্তু দ্বীপপুঞ্জের এমন বহু বাসিন্দা আছে যারা বলে পুরানো আমলের আসল রুশ ছিপ নৌকো করে,—প্রতি ছিপে একশোজন,—তারা ইজ্‌মা নদী বেয়ে দ্বীপপুঞ্জে পৌঁচেছিল। বন্দীরাই সেই ছিপ বাইত। অনেকে আবার জেলে ডিঙি করে উথ্‌তা, উসা, পেচোরা ইত্যাদি উত্তরাঞ্চলীয় নদী বেয়ে শিবিরে পৌঁচেছিল। জেক্‌দের গাদাবোট করে ভর্কুতায় পাঠানো হত: বড় বড় গাদাবোটে আদ্‌জাভাম্‌ পর্য্যন্ত। আদ্‌জোভামে গাদাবোট বদলে ভর্কুৎলাগ। ভর্কুৎলাগ থেকে, চিল ছুঁড়লে পড়ে এমন দূর, উস্ত্‌-উসা পর্য্যন্ত চ্যাপটা-তলা গাদাবোটে দশ দিন। গোটা গাদাবোট উকুন ভর্ত্তি থাকত। পাহারাদাররা একটি করে বন্দীকে ডেকে উঠে এসে উকুনগুলিকে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে জলে ফেলায় অনুমতি দিত। জলযান বন্দীদের সোজা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাত না। আবার অন্য যানবাহনে চড়তে হত অথবা পায়ে হেঁটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হত।

ঐ অঞ্চলে জলযান সংস্থাগুলির নিজস্ব বন্দী চালান কারাগার ছিল,—কাঠের খুঁটির উপর তৈরী বাড়ি বা শুধু তাঁবু বিশিষ্ট কারাগার উস্ত্‌-উসা, পোমজ্‌দিনো এবং শেলিয়া-ইয়ুর-এ। এদের আলাদা নিয়মাবলী ছিল। বন্দী চালান জলযানের পাহারাদারদের ও নিজস্ব নিয়মাবলী, হুকুম, বিশেষ পাহারার কৌশল এবং বন্দীকে উৎপীড়নের বিশেষ পদ্ধতি ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি এই বৈশিষ্ট্যময় সংস্থাগুলির বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং সে আলোচনা শুরু করব না।

উত্তর ডিনা, ওব্‌ এবং ইয়েনিসি নদীপথে কখন গাদাবোটে বন্দী বওয়া শুরু হয়েছিল তা ঐ নদীগুলি জানে,—কুলাকদের খতম করার সময়। ঐ নদীগুলি উত্তরমুখে প্রবাহিত। নদীগুলিতে পেট কোলা, সুপরিসর গাদাবোট চলাচল করত। একমাত্র ঐ পথে জীবন্ত রুশ দেশের ধূসর পদার্থগুলিকে মৃত উত্তরাঞ্চলে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। গাদাবোটের চৌবাচ্চার মত খোলের ভিতর কুলাকদের ছুঁড়ে দেওয়া হত। ওরা হয় গাদা হয়ে পড়ে থাকত নয় ঝুড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মত নড়ে চড়ে বেড়াত। অত্যন্ত উঁচু ডেকের উপর, যেন পাহাড়ের চূড়ায়, দাঁড়াত পাহারাদাররা। কখনো কখনো খোলা গাদাবোট করেও বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হত। আবার কখনো ওদের ত্রিপল ঢাকা দেওয়া হত,—হয় যাতে ওদের দিকে তাকাতে না হয় নয় পাহারা দেওয়ার সুবিধার জন্য, কিন্তু কোনমতেই বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নয়। ঐভাবে গাদাবোটে যাত্রাকে বন্দী চালান না বলে কিস্তি-বন্দী মৃত্যুর ফাঁদ বলাই ভাল। একরকম কিছুই খেতে দেওয়া হত না। শেষে

যখন তুন্দ্রা অঞ্চলে নামিয়ে দিত তখনো কোন খাবার দিত না। ওদের প্রকৃতির হাতে তুলে দেওয়া হত, মৃত্যুর দিন গুণবার জন্ত।

উত্তর দ্বিনা এবং তাইচেগ্‌রা নদী দিয়ে গাদাবোটে করে বন্দী চালান '৪০ সালেও থামেনি। গাদাবোটের খোলের ভিতর অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত,—না, মাত্র একদিন না। ওরা কাঁচের জারে প্রস্রাব করত। একজনের থেকে অপরজনের হাত হয়ে সেই জার গাদাবোটের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে উপুড় করে দেওয়া হত। তার থেকে ভারী কাজকর্ম নিজেদের প্যান্টেই সারতে হত।

ইয়েনিসি নদীতে গাদাবোট করে বন্দী বওয়া বেশ কয়েক যুগ ধরে একটি নিয়মিত এবং পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল। ইয়েনিসির পারে ক্রাস্‌নোইয়ারস্ক-এ তৃতীয় দশকে পাশ খোলা চালা ঘর থাকত। সাইবেরিয়ার শীতে কাঁপতে কাঁপতে চালানি গাদাবোটের জন্ত বন্দীদের দু'এক' দিন ঐ চালাঘরেই অপেক্ষা করতে হত। ইয়েনিসির বন্দী চালান গাদাবোটের খোলের ভিতর তিনটি অন্ধকার ডেক থাকত। জাহাজের কর্মীদের ওঠানামা করার মই থেকে সামান্ত আলো কোনমতে খোলের মধ্যে ঢুকত। পাহারাদাররা থাকত খোলের বাইরে ডেকের একটি ছোট্ট কেবিনে। ওরা নজর রাখত, কেউ যেন সাঁতার কেটে না পালায়। যত আর্তনাদ বা গোঙানি শোনা যাক না কেন ওরা কিছুতেই খোলের ভিতর যেত না। বন্দীদের কখনো মুক্ত বায়ু সেবনের জন্ত বাইরের ডেকে যেতে দেওয়া হত না। '৩৭, '৩৮, '৪৪ এবং '৪৫ সালে (অন্তান্ত সাল সম্পর্কেও আন্দাজ করা সম্ভব) গাদাবোটে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকত না। বন্দীরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে খোলের ভিতর শুয়ে থাকত,—এক সারি দেওয়ালের দিকে মাথা করে, অপর সারি মাথা রাখত প্রথম সারির পায়ের কাছে। শৌচের টব পর্যন্ত পৌঁছতে হলে মানুষকে না মাড়িয়ে উপায় থাকত না। অনেক সময় শৌচের টব ভর্তি থাকত। (খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ময়লা বোঝাই শৌচের টব গাদাবোটের উপরের ডেকে টেনে তোলার ঝামেলার কথা ভাবুন ত') বোঝাই টবের ময়লা ডেকে গড়াগড়ি করত, নিচে খোলের ভিতর যেখানে বন্দীরা শুয়ে, সেখানে পড়ত। খোলের ভিতর টেনে আনা টব থেকে বন্দীদের খিচুড়ি খেতে দেওয়া হত। 'বাত' কেরোসিন কুপির আলোতে (আজকাল হয়ত বৈদ্যুতিক আলো হয়েছে), চির অন্ধকারে কয়েকজন বন্দী বাকি বন্দীদের খিচুড়ি পরিবেশন করত। এই ধরনের বন্দী চালান গাদাবোটে দুদিকা পৌঁছতে কখনো কখনো এক মাস লেগে যেত। (আজকাল অবশ্ত এক সপ্তাহে পৌঁছতে পারে) বালির চর বা জলপথের অন্তান্ত অসুবিধার জন্ত মাঝে মাঝে আরও বেশী সময় লাগত, আর তখনই হয়ত ভাঁড়ারে যথেষ্ট খাদ্য থাকত না। সে ক্ষেত্রে ওরা একটানা বেশ কয়েকদিন কোন খাবার দিত না। (বলা বাহুল্য, পরে ঐ ঘাটতি পূরণ করা হত না)

এতদূর পড়ার পর অভিজ্ঞ পাঠক লেখকের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে পারবেন যে চোররা থাকত গাদাবোটের খোলের ভিতরে উপরের সারিতে, অর্থাৎ সিঁড়ি এবং আলো-বাতাসের কাছাকাছি। র‍্যাশনের রুটির যতটা নাগাল পাওয়া প্রয়োজন ওরা তা তালই পেত এবং কোন যাত্রা কঠোর হলে ওরা পবিত্র ক্রাচ্ বার করতে দ্বিধা করত না (অর্থাৎ বন্দীদের র‍্যাশন কেড়ে নিত)। চোররা তাস খেলে দীর্ঘ পথ কাটিয়ে দিত এবং খোলের ভিতর নিজেদের জায়গা করে নিত।[৫] শোষণ-কারীদের তল্লাসি করে ওরা তাসের বাজিতে হারের পয়সা ওঠাত; গাদাবোটের বিশেষ কোণের প্রত্যেক যাত্রীকে তল্লাসি করা হত। ওরা হয়ত কিছুক্ষণ জিতল তারপর হারল, আবার জিতল, শেষে একেবারে হারল,—সব শেষে ওদের লুট করা সম্পত্তি পৌঁছত পাহারাদারদের কাছে। পাঠক এবার সবই বুঝতে পেরেছেন: চোরদের সঙ্গে পাহারাদারদের গাঁটছড়া বাঁধা থাকত; হয় পাহারাদাররা নিজেরাই লুটের মাল রেখে দিত নয় ওরা ওগুলি জেটিতে বিক্রী করে চোরদের কিছু আহার্য্য এনে দিত।

চোরদের প্রতিরোধ করা সম্পর্কে কিছু বলব? কালে ভদ্রে প্রতিরোধ ঘটত। একটি সুবিদিত প্রতিরোধের ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি ঘটেছিল '৫০ সালে। যে ধরনের গাদাবোটের বর্ণনা করেছি তার থেকে একটু বড়, ভ্লাডিভস্টক্ থেকে সাখালিনের পথে এক সমুদ্রগামী গাদাবোটে। সাতজন ৫৮'র বন্দী প্রায় আশিজন চোরের (এই ক্ষেত্রে কুত্তি) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। চোরদের কাছে যথারীতি ছুরি ছিল; ৫৮'র বন্দীরা ছিলেন নিরস্ত্র। ভ্লাডিভস্টকের ৩১০ নম্বর গাদাবোটে আরোহণ ক্ষেত্রে এই কুত্তিরা একবার বন্দীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করেছিল,—ওদের তল্লাশি জেলকর্মীদের চেয়ে কম কড়া ছিল না। ওরা সব লুকানোর জায়গা জানত। তবু কোন তল্লাশিই সব খুঁজে বার করতে পারে না। এই সত্যি কথাটি জানা থাকার দরুন ওরা গাদাবোটের খোলের ভিতর বেইমানি করে ঘোষণা করল, কারুর কাছে টাকা থাকলে সে সেই টাকা দিয়ে মাখোরকা তামাক কিনবার অনুমতি পাবে। এই শুনে মিশা গ্রাচেভ্ মোটা জ্যাকেটের ভিতর লুকানো তিন রুবল বার করল। তাতে কুত্তি ভলোদ্কো তাতারিন মিশাকে ধমকাল: "দাঁড়কাকের ছা, তোর খাজনা দিচ্ছিস না কেন রে?" ভলোদ্কো মিশার থেকে তিন রুবল কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু মাস্টার সার্জেন্ট প্যাভেল (এর পদবী নথিভুক্ত হয়নি) ভলোদ্কাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ভলোদ্কো প্যাভেলের চোখ খুলে নেওয়ার জন্য "গুলতি" চালাতে চেষ্টা করল। প্যাভেল ওকে ধরাশায়ী করল। তক্ষুণি বিশ থেকে ত্রিশজন কুত্তি প্যাভেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাক্তন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ভলোদিয়া শ্‌পাকভ, প্রাক্তন সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট ভলোদিয়া রেউনভ্ ও

ভলোদিয়া স্রেতুকিন, এবং সেমিয়েজা পতাপত্ আর তাসা ক্রাভৎসভ্ গ্রাচেভ্ প্যান্তেলকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর কি হল? সামান্ত ধুবোধুবির পর লড়াইটা থেমে গেল। এটা হয়ত চোরদের আবহমান কালের অবিচ্ছিন্ন কাপুরুষতার,—যা ওরা ছদ্ম কঠোরতা এবং থোড়াই পরোয়া ভাবের আড়ালে লুকিয়ে রাখে,—লক্ষণ; অথবা হয়ত সন্নিকটে পাহারাদারদের অবস্থান ওদের থেমে যাওয়ার কারণ (ঘটনাস্থলটি খোলের ভিতরে নামার সিঁড়ির অদূরে)। অথবা ওরা হয়ত কোন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখল,—সৎ চোররা দখল করার আগে আলেকজান্দ্রভস্ক্ বন্দী চালান (চেকভ্ এর বর্ণনা করেছেন) কারাগার বা সাখালিন দ্বীপের কোন নির্মাণ প্রকল্প দখল (এর কর্তৃত্বতার দখল, যাতে নির্মাণ কাজে হাতে না দিতে হয়) করা। ওরা যা হোক পিছিয়ে গিয়েছিল্ এবং নিজেদের আস্ফালন তড়পানিতে সীমাবদ্ধ রেখেছিল: "শুকনো ডাঙায় নাম না, তোদের আবর্জনা বানিয়ে ছাড়ব!" লড়াই আর হয়নি। কেউ ৫৮ওলাদের আবর্জনাও বানায়নি। বরং আলেকজান্দ্রভস্ক্ বন্দী চালান বিন্দুতে কুত্তিদের কপাল পুড়ল। ঐ জায়গাটি আগেই সৎ চোরদের দখলে এসেছিল।

কোলিমাগামী জাহাজগুলি গাদাবোটের মতই হত, শুধু তফাৎ জাহাজের সব কিছু হত বড় মাপের। বিস্ময়কর শোনালেও '৩৮-এর বসন্তে বরফ-বিধ্বংসী ক্রাসিন জাহাজের নেতৃত্বে যে কটি অতি পুরানো জাহাজ দুঃসাহসিক যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল সেই জাহাজগুলির যাত্রী কিছু বন্দী আজও জীবিত আছে। বসন্তের বরফ জমা সমুদ্রে রাস্তা পরিষ্কার করে ক্রাসিন যে জাহাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল,—ঝুর্মা, কুলু, নেভোস্ত্রোই এবং নেপ্রোস্ত্রোই,—তাদের নোংরা এবং ঠাণ্ডা খোলের ভিতরে যথারীতি তিনটি ডেক ছাড়া কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরী শোবার তাকও ছিল। খোলের ভিতর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছিল না; কয়েকটি লণ্ঠন আর কেরোসিনের বাতি ছিল। মুক্ত বায়ুতে পায়চারির জন্য এক এক দল বন্দীকে উপরের ডেকে আসতে দেওয়া হত। প্রতি জাহাজে তিন থেকে চার হাজার বন্দী ছিল। যাত্রায় এক সপ্তাহ লেগেছিল এবং যাত্রা শেষ হওয়ার আগে দেখা গেল ভ্লাডিভস্টকেই রুটিতে ছাতা পড়েছে। দৈনিক রুটির বরাদ্দ একুশ থেকে কমিয়ে চোদ্দ আউন্স করা হল। বন্দীদের মাছও দেওয়া হত। আর পানীয় জল…হ্যাঁ পানীয় জল সম্পর্কে বিশেষ ভাবনার কিছু নেই, তবে পানীয় জলের সাময়িক অসুবিধা ছিল। অশান্ত সমুদ্রে বন্দীদের সমুদ্রপীড়া হল। নদী পথে যাতায়াতে সমুদ্রপীড়া হয়নি। ক্লান্ত, দুর্বল বন্দীরা বমি করে ভাসাল। অনেকের উত্থানশক্তি ছিল না। তারা মেঝের বমি মাখামাখি হয়ে পড়ে রইল।

ঐ যাত্রায় একটি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল। জাহাজগুলিকে জাপান দ্বীপপুঞ্জের

পাশ দিয়ে প্রবাহিত লা-পেরুজে প্রণালী পার হয়ে যেতে হয়েছিল। ঐসময় জাহাজগুলির সন্ধানী গম্বুজ থেকে মেশিনগান খুলে নেওয়া এবং পাহারাদারদের অসামরিক পোষাক পরানো হয়েছিল। জাহাজের খোলের ভিতর থেকে ডেকের উপর আসার পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দূরদর্শিতার ফলে ভ্লাডিভস্টক্ বন্দর থেকে রওনা হওয়ার আগে জাহাজগুলির কাগজপত্রে লিখে দেওয়া হয়েছিল,—আল্লা মেহেরবান, ওরা বন্দী নয়, কোলিমায় কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবী পরিবহণ করছে। বহু ছোট ছোট জাপানী লঞ্চ এবং নৌকো জাহাজগুলির পাশ দিয়ে যাতায়াত করল, কিছু সন্দেহ করতে পারল না। ('৩৮ সালের অপর একটি ঘটনায় যুর্মা জড়িত ছিল। চোররা খোল থেকে বেরিয়ে এসে ভাঁড়ার লুঠ করল এবং ভাঁড়ার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। ঘটনার সময় জাহাজটি জাপানের অত্যন্ত কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। জাহাজ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখে জাপনীরা সাহায্য করতে চাইল। কিন্তু যুর্মার ক্যাপ্টেন সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন এবং খোলের দরজা খুলতে রাজি হলেন না। জাপান পেরিয়ে আসার পরে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়া বন্দীদের শব সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল। আধ পোড়া অর্দ্ধেক নষ্ট খাদ্যদ্রব্য বন্দীদের র‍্যাশন হিসাবে শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল)*।

মাগাদান-এর অদূরে জাহাজগুলি বরফ বন্দী হয়ে পড়ল এবং ক্রাসিনের সহায়তাতেও বরফমুক্ত হল না। (তখন জাহাজ চলাচল আরম্ভ করার ঋতু না হলেও শ্রমিক পরিবহণের তাড়ার জন্য জাহাজ চালাতে হয়েছিল) ২রা মে তারিখে তীর থেকে কিছু দূরে বরফের উপর বন্দীদের নামিয়ে দেওয়া হল। নবাগত বন্দীরা চোখ মেলে নিরানন্দ মাগাদানের দৃশ্য দেখল: মৃত টিলা পাহাড়ের সারি; গাছপালা, ঝোপঝাড় বা পাখী নেই; আছে কয়েকটি মাত্র কাঠের বাড়ি আর একটি দোতলা পাকা বাড়ি "দালস্ত্রোই।" তবু সংশোধন নামক পরিহাস চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ স্বর্ণগর্ভ কোলিমার রূপায়ণের জন্য জাহাজ বোঝাই অস্থি আনা হয়নি বরং আনা হয়েছে সাময়িকভাবে পৃথকীকৃত সোভিয়েত নাগরিকদের যারা একদিন সৃজনমূলক জীবনে ফিরে যাবে,—এই ভণ্ডামি বজায় রাখার জন্য দালস্ত্রোই ঐকতান বাদন করে বন্দীদের স্বাগত জানাল। ঐকতানে কুচকাওয়াজ এবং ওয়ালজ্ নাচের সুর বাজতে থাকল। আর নির্যাতিত, অর্দ্ধমৃত বন্দীর ধূসর সারি বরফের উপর দিয়ে নিজেদের মতো জীবনের সামগ্রী (এই অতিকায় বন্দী চালানের প্রায় সবাই ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী, কোন চোর ছিল না বলা চলে) এবং কাঁধে অর্দ্ধমৃত বন্দীদের (আর্থারাইটিস রোগী এবং পা কাটা বন্দীদের; পা কাটা বন্দীরাও কারাদণ্ড পেত) বয়ে নিয়ে চললেন।

আমি এই প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি করার ভয়ে ভীত কারণ যা কিছু ঘটবে তা আগেই

পাঠক অনুমান করেছেন : বন্দীদের কয়েক শো মাইল ট্রাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, হাঁটানো হবে আরও কয়েক ডজন মাইল। ওরা পৌঁছনমাত্র নতুন শিবিরের এলাকা দখল করবে এবং ওদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে পাঠানো হবে। খেতে দেওয়া হবে মাছ এবং আটা। আর ওদের অনবরত বরফের উপর খেদিয়ে বেড়াবে। ঘুমাতে হবে তাঁবুতে।

হ্যাঁ, হয়েছিলও তাই। প্রথমে মাগাদানে আর্কটিক অঞ্চলের তাঁবুতে থাকতে দিয়ে ওদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হল,—অর্থাৎ উলঙ্গ অবস্থায় পাছার হালৎ দেখে কঠোর শ্রমের কাজে ওদের উপযুক্ততা বিচার করা হল। সবাই উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল। স্নান করতেও বলা হল। স্নানঘরের বারান্দায় ওদের চামড়ার কোট, রোমানভ্ ভেড়ার চামড়ার কোট, সোয়েটার, চেরা পশমের স্যুট, ফেল্ট লাগানো বুট ছাড়তে হুকুম করা হয়েছিল। (এই বন্দীরা ত' অশিক্ষিত কৃষক নয়, এরা কমিউনিস্ট পার্টির একদা হোমরা চোমরা,—সংবাদপত্রের সম্পাদক, বিভিন্ন সংস্থা এবং কারখানার পরিচালক, প্রাদেশিক পার্টি সমিতির দায়িত্বশীল কর্মী, অর্থনীতির অধ্যাপক ইত্যাদি। তৃতীয় দশকের গোড়ায় এঁরা অন্ততঃ বুঝতেন ভাল সওদা কাকে বলে)। সন্দিহান নবাগতরা প্রশ্ন করলেন, "কারা এগুলি পাহারা দেবে?" স্নানাগারের কর্মী আহত স্বরে জবাব দিল, "ও কথা ছাড়ুন; আপনাদের জিনিষে কার দরকার? নিশ্চিন্ত মনে স্নান করতে ভিতরে ঢুকুন।" ওঁরা ভিতরে গেলেন। বেরোতে হল অন্য দরজা দিয়ে। বেরিয়ে পেলেন কালো সুতোর ব্রীচেস, ক্ষেতে কাজ করার উপযোগী শার্ট, লেপের মত পুরু পকেটহীন জ্যাকেট, আর শুয়ারের চামড়ার জুতো। (যে লোকসান হল তা সামান্য নয়! এর অর্থ আপনার বিগত জীবন,—পদবী, প্রতিপত্তি ও ঊর্মাকে বিদায় জ্ঞাপন!) ওঁরা আর্তনাদ করলেন, "আমাদের জিনিষপত্র কোথায়?" কোন উচ্চ পদাধিকারী বিরক্তিভরা জবাব দিল, "আপনাদের জিনিষপত্র আপনারা বাড়িতে ফেলে এসেছেন! শিবিরে আপনাদের বলে কিছু নেই। আমাদের শিবিরে আছে কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদ! নেতা, এগিয়ে চলো, আগে বাড়ো!"

শিবিরে যদি সাম্যবাদ থাকে তাতে বন্দীদের আপত্তি করার কি থাকতে পারে? ওদের জীবনও ত' সাম্যবাদের জন্য উৎসর্গীকৃত।

□

আরও হরেকরকম গাড়ি বা সোজা পয়দলে বন্দী চালান করা হয়ে থাকে। টলস্টয়ের "পুনর্জন্ম" গ্রন্থে আছে এক রৌদ্রকরোজ্জল দিনে বন্দীদের কারাগার থেকে

রেল স্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চতুর্থ দশকে মিনুসিনস্ক্-এর বন্দীদের এক বছর খোলা আকাশের নিচে আনা হয়নি। ওরা খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে, আলোর দিকে তাকাতে এবং হাঁটতে ভুলে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন ওদের সার বেঁধে দাঁড় করানোর পর আবাকান পর্য্যন্ত পনেরো মাইল পথ হাঁটানো হল। প্রায় বারো জন বন্দী পথে মারা গেল। অথচ ওদের কথা নিয়ে ত' কেউ কখনো নামজাদা উপন্যাস লিখবে না, একটি অধ্যায়ও লিখবে না,—কবরস্থানের বাসিন্দা ক'জনের জন্য শোক করতে পারে?

পদযোগে বন্দী পরিবহণ রেলগাড়ি, স্টোলিপিন গাড়ি এবং লালগাড়িতে বন্দী পরিবহণের পিতামহ স্বরূপ। আমাদের যুগে এই পরিবহণের ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে, এবং যেখানে যান্ত্রিক পরিবহণ অসম্ভব একমাত্র সেখানে এখনো টিকে আছে। তাই অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের বন্দীদের লালগাড়িতে (ডাকনাম 'লালগাই') ওঠানোর জন্য লাডোগা হ্রদ পর্য্যন্ত হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছিল। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বন্দিনীদের জার্মান যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল এবং পাছে আমাদের বন্দীরা বন্দিনীদের র‍্যাশনের রুটি কেড়ে নেয় তাই প্রথমোক্তদের মাঝে মাঝে বেয়নেটের খোঁচা মারা হয়েছিল। পথে যে ঢলে পড়ল, জীবিত বা মৃত যে-কোন অবস্থায় হোক না কেন তার জুতো খুলে নিয়ে তাকে ট্রাকে তুলে দেওয়া হল। তৃতীয় দশকের প্রতিদিন কোটলাস্ বন্দী চালান কেন্দ্র থেকে উস্ত্-ভুম্ (১৮৫ মাইল) এবং কখনো কখনো কোটলাস্ থেকে চিবিউ (৩০০ মাইলের উপর) একশোটি করে বন্দী পাঠানো হত। ওরা দিনে ১৫ মাইল রাস্তা হাঁটত। পাহারাদারদের সঙ্গে চলত একটি কি দুটি কুত্তা। যারা পিছিয়ে পড়ত তাদের বন্দুকের কুঁদো মেরে এগিয়ে দেওয়া হত। একথা অবশ্য সত্যি যে বন্দীদের ব্যক্তিগত মালপত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং রান্না করার বাসনপত্রবাহী একটি গাড়ি বন্দীদের পিছন-পিছন আসত। এই ধরনের বন্দী চালান বিগত শতাব্দীর কালাতীত বন্দী চালানের চিত্র মনে পড়িয়ে দেয়। পথে বন্দী চালান কুঁড়েঘর ও থাকত,—খতম করা কুলাকদের দরজা জানালা খুলে নেওয়া ধ্বংস হওয়া ঘর বাড়ি। কোটলাস্ বন্দী চালান কারাগারের হিসাব দপ্তর চালানি বন্দীদের যাত্রাকালের যে আনুমানিক হিসাবের উপর নির্ভর করে রসদ সরবরাহ করত তাতে পথে গোলযোগের জন্য বা একদিনের অতিরিক্ত খোরাকও থাকত না (আমাদের দেশের হিসাবের এইটিই মৌলিক নীতি)। পথে দেরী হলে সরবরাহ করা খাদ্যকে টেনে লম্বা করা হত। বন্দীদের কখনো রাইএর আটার নুন ছাড়া খিচুড়ি খাওয়ান হত, আবার কখনো কিছুই খাওয়ান হত না। বন্দী চালানের কালাতীত চিত্রের সঙ্গে এইখানে তফাত ঘটত।

'৪০ সালে ওলেনিয়েভ্ যে চালানি বন্দী দলে ছিল গাদাবোট থেকে নামানোর

পরে তাদের কিছু না খাইয়ে তাইগার মধ্যে দিয়ে নিয়াব-পোগস্ত্ থেকে চিবিউ পর্য্যন্ত হাঁটানো হয়েছিল। ওরা নিরুপায় হয়ে জলার জল খেয়েছিল। অনেকের দারুণ আমাশা ধরল। দুর্ব্বলতার জন্ত অনেকে পথে পড়ে গেল। পাহারাদারদের কুকুর তাদের জামা কাপড় টানাটানি করে ছিন্নভিন্ন করল। ওরা পরনের প্যাণ্টকে জালের মত ব্যবহার করে ইজ্‌মা নদী থেকে মাছ ধরে কাঁচা মাছই খেল। (অবশেষে কোন এক মাঠে পৌঁছনর পরে ওদের বলা হল: ঠিক এইখান থেকে তোমরা যে রেলপথটি তৈরী করবে তা কোটলাস এবং ভর্কুতার যোগসূত্র হবে)।

যতদিন আগের জেক্‌রা রেলপথ তৈরী করার পর নয়নানন্দ লালগাড়িগুলি বন্দী পরিবহণ আরম্ভ করেনি ততদিন ইউরোপীয় উত্তর রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও পয়দল বন্দী চালান ছিল বিধিবদ্ধ প্রথা।

যে পথে অনেক বন্দীকে প্রায়ই পদযোগে চালান করা হত সে পথে বন্দী চালানের এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হত। নিয়াব-পোগস্ত্ থেকে ভেস্‌লিনার পথে তাইগার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যদি কোন বন্দী চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পথে পড়ে যায়, তার কি হবে? আপনি ভেবে দেখুন এবং বিবেচনাপূর্ণ জবাব দিন: কি বললেন? না, একজনের জন্য সব চালানি বন্দীকে আটকে রাখা যাবে না। যে ক'জন বন্দী পড়ে যাবে সে ক'জন সেপাই মোতায়েন করাও সম্ভব নয়। বহু বন্দী আছে, পাহারাদার কত কম। সুতরাং, কি করা হবে? পড়ে যাওয়া বন্দীর কাছে কিছুক্ষণ থাকার পর পাহারাদারও বাকি সবাইকে ধরে ফেলার জন্য দৌড়াবে,—একা।

কারাবাস্ থেকে স্পাস্ক্ নিয়মিত পদযোগে বন্দী চালান বহুকাল চালু ছিল। মাত্র পঁচিশ মাইল পথ। কিন্তু একদিনে সে পথ পেরোতে হত। প্রত্যেক চালানি দলে এক হাজার বন্দী থাকত, যাদের অনেকেই অতি দুর্ব্বল। ধরে নেওয়া হত, অনেকেই পথে মারা যাবে বা মুমূর্ষুর ঔদাসীন্য এবং বিরক্তি নিয়ে পিছিয়ে পড়বে,— গুলি করার ভয় দেখালেও তারা এগোতে পারবে না। ওরা মৃত্যুকে ভয় না করতে পারে, কিন্তু লাঠির বাড়ি, দুর্দম লাঠির বাড়ি কি করে সইবে? লাঠিকে ওদের ভয়। ওরা লাঠির ভয়েই এগিয়ে যেত। এটি বহু পরীক্ষিত পদ্ধতি। এই তার প্রয়োগ কৌশল: শুধু মেশিনগানধারী পাহারাদাররাই পঞ্চাশ গজ দূর থেকে বন্দীদের ঘিরে থাকে না, ভিতরের সারিতে থাকে লাঠি হাতে সেপাইয়ের দল। যারা পিছিয়ে পড়ে তাদের ভাগ্যে লাঠির বাড়ি জোটে (ঠিক কমরেড স্ট্যালিন যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন)। বারবার পেটা হয়। যাদের একটুও চলার শক্তি নেই তারাও এগোতে বাধ্য হয়। অনেকে যেন ভোজবাজীর মত গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। জানতেও পারে না, এই পদ্ধতিটির নাম লাঠির দ্বারা পরীক্ষা। আর যারা পড়ে গিয়ে হাজার লাঠির মারেও এগোয় না বন্দীদের পেছু নেওয়া গাড়িতে তাদের তুলে দেওয়া হয়।

এর নাম সাংগঠনিক অভিজ্ঞতায় স্বাদ! (হয়ত কেউ প্রশ্ন করবেন আগেই কেন সব বন্দীকে গাড়িতে ওঠানো হল না? অত গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে? আর অত ঘোড়া? আমাদের আছে ট্রাক্টর। আজকালকার দিনে ঘোড়ার খাদ্য যবের দাম কত!) '৪৮-'৫০ সালেও এই ধরনের বন্দী চালান ছিল একান্ত সাধারণ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় দশকে পদযোগে বন্দী চালান ব্যবস্থা মৌলিক পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। আমি তখন নেহাৎ বালক। তবু মনে পড়ে রস্টভ্ শহরের রাস্তা দিয়ে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যেত। পাহারাদারদের বিবেকে একটুও বাধত না। ওদের এক বিখ্যাত হুকুম, "…হুঁশিয়ারি ছাড়াই গুলি করব!" তখন অদ্ভুত শোনাত। কারণ ঐ ধমকে কারিগরির তফাৎ ছিল: পাহারাদাররা সাধারণতঃ তরোয়াল রাখত আর হুকুম করত: "কেউ লাইনের বাইরে এক পা বাড়ালে তাকে গুলি করা হবে; তার মুণ্ডু কাটা হবে!" "গুলি করা হবে এবং মুণ্ডু কাটা হবে!"—এই হুকুমটি অত্যন্ত জোরদার। মনে হত ওরা পিছন থেকে আমার মুণ্ডু কেটে দেবে।

এমন কি '৩৬ সালেও ভল্গার বিপরীত অঞ্চলের বাসিন্দা, হাতে কাটা সুতোর কোট গায়ে, পায়ে আসল লাপ্তি,—আউঙ্কি বা কৃশ কৃষকের পায়ের ফেটি দিয়ে বাঁধা গাছের ছালের জুতো,—এক দল লম্বমান শ্মশ্রু বৃদ্ধ বন্দীকে নিজ্নি নভগোরদ শহরের পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল,—"প্রাচীন রাশিয়া অদৃশ্য হতে চলেছে।" হঠাৎ তিনটি মোটরগাড়ি এসে বন্দীর সারির আড়াআড়ি থামল। একটি মোটরে ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির সভাপতি এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কালিনিন স্বয়ং। বন্দীদের থামানো হল। কালিনিন এগিয়ে গেলেন। বন্দী সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল নেই।

পাঠক, চোখ বন্ধ করো। চাকার গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছ? অবিরাম স্টোলিপিন চলেছে, চলেছে তার চাকার তাণ্ডব। অবিশ্রাম লালগাই ধেয়ে চলেছে, চলেছে তার তর্জ্জন। দিনের প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ আওয়াজ শোনা যায়। সারা বছর। প্রতিদিন। জলের কলকল ছলছল শুনতে পাচ্ছ না? ও যে বন্দীবাহী গাদাবোট চলেছে। কালো মারিয়ার হুঙ্কারও থেমে নেই। ওরা মানুষকে অবিরাম গ্রেফতার করে হয় তাকে কোথাও ঠাসছে নয় অন্য কোথাও পাচার করছে। ও কিসের গুঞ্জন শুনছ, পাঠক? ঐ গুঞ্জন উঠছে কুঁচকি-কণ্ঠা ঠাসা বন্দী কুঠরী থেকে। আর আর্তনাদ? যারা লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, প্রহারে মৃতপ্রায় হল ঐ আর্তনাদ তাদের অভিযোগের।

আমরা বন্দী চালানের সব পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করেছি এবং দেখেছি প্রত্যেকটি অপরটির থেকে জঘন্য। সব কটি বন্দী চালান কারাগারের আলোচনা করেছি। এমন একটিও পাইনি যেটিকে ভাল বলা চলে। এমন কি মানুষের শেষ আশা, পরে কিছু ভাল দেখব শিবিরে একটু ভাল থাকব,—এ সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

শিবির……আরো জঘন্য।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে

একক ডিঙি নৌকা করেও জেক্‌দের এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থার নাম **বিশেষ পাহারা**। এই পরিবহণ ব্যবস্থাটি সব চেয়ে শিথিল এবং স্বাধীন পর্যটনের সঙ্গে এর তফাৎ খুব অল্প। অতি সামান্য সংখ্যক বন্দীকে এইভাবে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি নিজে বন্দী হিসাবে তিনবার এইভাবে যাত্রা করেছি।

উচ্চ পদাধিকারীদের হুকুম অনুযায়ী বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। **বিশেষ প্রয়োজনে ডেকে পাঠানোর** কাগজপত্রেও উচ্চ পদাধিকারীর সই থাকে, তবু তার সাথে বিশেষ পাহারা মিশিয়ে ফেলা অনুচিত। বিশেষ প্রয়োজনের বন্দী সাধারণ বন্দী পরিবহণে যাতায়াত করে। অবশ্য তার পথেও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে পারে, যার পরিণাম হতে পারে অতি অসাধারণ। যেমন এ্যান্স্ বের্নস্টাইন বিশেষ প্রয়োজনে এক কৃষি আয়োগে যোগদান করার উদ্দেশ্যে উত্তর নিম্ন ভল্গা অঞ্চলে চলেছিল। যে অতি ভিড়ে ঠাসা অবস্থা এবং বিভিন্ন অবমাননার বর্ণনা করেছি তার সবটাই ওর সইতে হয়েছিল ; পাহারাদারদের কুত্তার তর্জ্জন গর্জ্জনও সইতে হয়েছিল। পাহারাদাররা বেয়নেট উঁচিয়ে ঘিরে ধরে ধমকিয়েছিল, "লাইনের বাইরে এক পা বাড়ালে…" তারপর হঠাৎ জেঝেভাৎকা'র রেল স্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার পর একজন একক, শান্ত, নিরস্ত্র কারাকর্মী ওর সঙ্গে দেখা করতে এল। ওর বৃত্তান্ত শোনার পর সে হাই তুলে বলল, "ঠিক আছে, আজ সারাদিন আপনি খুসি মত শহরে ঘুরে বেড়ান এবং রাতটা আমার বাড়িতে কাটান। কাল সকালে আপনাকে শিবিরে নিয়ে যাব।" এ্যান্স্ সত্যিই শহর ঘুরতে গিয়েছিল। যে মানুষের দশ বছর কয়েদ ভোগ করার কথা, যে সেই সকালেই স্টোলিপিন গাড়ির যাত্রী ছিল এবং যাকে পরদিন সকালেই শিবিরে ঢুকতে হবে তার কাছে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর কী অর্থ, বুঝতে পারেন? অনুমতি পাওয়ামাত্র ও দেখতে ছুটেছিল যেখানে স্টেশন মাস্টারের বাড়ির বাগানে মুরগীর ছানা চরে বেড়াচ্ছে, আর কৃষক রমণীরা বিক্রী না হওয়া মাখন এবং রুটির বেসাতি নিয়ে স্টেশন ছেড়ে যেতে উদ্যত। ও তিন, চার, পাঁচ পা পাশে সরে দাঁড়াল ; অথচ কেউ ওর উদ্দেশে 'খবরদার' বলে চিৎকার করল না। দু' হাতের আঙুল দিয়ে বাবলা গাছের পাতা স্পর্শ করে ওর বিশ্বাস হতে চায় না। ও প্রায় কেঁদে ফেলল।

শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ পাহারাগুলি প্রকৃতই এক ধরনের বিস্ময়। এই

-ব্যবস্থায় সাধারণ বন্দীবাহী যানবাহনের দেখা মিলবে না। আপনার হাত দুটিকেও পিছনে রাখার দরকার নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মাটিতে চেপে বসতে হবে না। কোন রকম তল্লাশিও করা হবে না। পাহারাদার বন্ধুর মত ব্যবহার করবে, 'আপনি' সম্বোধন করবে। সাধারণ সাবধানতা হিসাবে অবশ্য হুঁশিয়ার করে দেবে, পালানোর চেষ্টা করলে "আপনাকে যথারীতি গুলি করব। গুলি ভরা পিস্তল আমাদের পকেটেই থাকে। বরং সহজ, স্বাভাবিকভাবে চলুন। আপনি যে বন্দী সে কথা সবার কাছে জাহির করার প্রয়োজন নেই।" (কিভাবে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ এখানেও মিলে-মিশে একাকার হয়, তা লক্ষ্য করতে অনুরোধ করব)।

যেদিন আমি নিরাশ মনে ছুতার মিস্ত্রীদের দলে সারি বেঁধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম সেদিন থেকে আমার শিবির জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। অনভ্যস্ত হাতের আঙুলে যন্ত্রপাতিগুলি থেকে ব্যথা লাগছিল। যন্ত্রপাতি ধরে থাকতে থাকতে হাতে ঝিঁঝি ধরেছিল, মুঠি খুলতে পারছিলাম না। কর্ম্ম বণ্টনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী আড়ালে ডেকে নিয়ে অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি কি জানেন, আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর আদেশে··· ?"

আমি হতভম্ব। সারি বেঁধে দাঁড়ানো বন্দীরা যে যার কাজে চলে গেল। শিবিরের বিশ্বস্তরা আমাকে ঘিরে ধরল। ওদের একজন বলল, "তোমার উপর নতুন মেয়াদ চাপছে।" অনেকে বলল, "তুমি এবার মুক্তি পাবে।" কিন্তু সবাই একটি বিষয়ে এক মত হল যে, আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ক্রুগলভ্-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নেই। আমি নিজে নতুন মেয়াদ এবং মুক্তি পাওয়ার মধ্যে সন্দেহের দোলায় দুলছিলাম। একদম ভুলে গিয়েছিলাম, প্রায় ছ'মাস আগে এক গণ্যমান্য ব্যক্তি শিবিরে এসে আমাদের গুলাগ্ নথিভুক্তির কার্ড বিলি করেছিল। (যুদ্ধের পরে কাছাকাছি শিবিরগুলিতে ঐ ধরনের নথিভুক্তি আরম্ভ হয়েছিল, এবং মনে হয় তা কখনো শেষ হয়নি) ঐ কার্ডের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল : আপনার কী পেশা বা বৃত্তি। নিজেদের মর্য্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জেক্‌রা গুলাগের সবচেয়ে মূল্যবান বৃত্তি লিখত : "নাপিত", "দর্জ্জি", "ভাঁড়ারী", "রুটিওলা" ইত্যাদি। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করে নিজের সম্পর্কে লিখেছিলাম, "পরমাণু বিজ্ঞানী।" আমি জীবনে কখনো পরমাণু বিজ্ঞানী ছিলাম না। ঐ বিষয়ে আমার তাবৎ জ্ঞান যুদ্ধপূর্ব্বকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রুত,—অতি সামান্যই, অণু পরমাণুর নাম, তাদের চৌহদ্দি ইত্যাদি পর্য্যন্ত তার দৌড়। আর আমিই কিনা নিজের বৃত্তি লিখলাম "পরমাণু বিজ্ঞানী!" তখন '৪৬ সাল। আণবিক বোমার জন্য সরকার মরীয়া হয়ে উঠেছে। আমি ঐ গুলাগ্ নথিভুক্তি কার্ডটির গুরুত্ব দিইনি, সত্যি বলতে কি ভুলেও গিয়েছিলাম।

শিবিরে একটি আবছা, অপরীক্ষিত এবং অসমর্থিত কাহিনী শোনা যায় : গুলাগ্

দ্বীপপুঞ্জের কোথাও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্গদ্বীপ আছে। কেউ সে দ্বীপে যায়নি, দেখেওনি। যদি কেউ গিয়ে থাকে ত' সে কখনই মুখ খোলে না। ওরা বলত ঐ দ্বীপগুলিতে মধু এবং দুধের নদী বয়, সেখানে কেবল ডিম আর পনীর খেতে দেয়। সেখানকার সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কখনো হাড় কাঁপানো শীত থাকে না; এবং সেখানকার যা কিছু খাটুনি তা মানসিক এবং অতি, অতি গোপনীয়।

আমাকে একটি স্বর্গদ্বীপে (বন্দীর পরিভাষায় "শারাশ্‌কা") পাঠানো হল এবং মেয়াদের অর্দ্ধেক ঐ দ্বীপে কাটালাম। তার জন্যই আজও ধড়ে প্রাণ রয়েছে। শিবিরে পুরো মেয়াদ কাটানোর আগেই শেষ হয়ে যেতাম। স্বর্গদ্বীপে বাসের জন্যই এই অনুসন্ধানভিত্তিক কাহিনীটি লিখতে পারছি। অবশ্য স্বর্গদ্বীপ সম্পর্কে এই বইয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না, কারণ আমি ইতিমধ্যে ঐ বিষয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছি। ঐ দ্বীপগুলির একটি থেকে আর একটিতে, প্রথম থেকে দ্বিতীয়তে, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় দ্বীপে বিশেষ পাহারা ব্যবস্থায় যাতায়াত করতে হয়েছিল: দু'জন পাহারাদার এবং আমি।

যদি মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, দেখে এবং আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করে, তবু আমরা যদি তাদের অপার্থিব উপস্থিতি দেখতে বা অনুমান করতে না পারি, তা হলে যে অবস্থা হয় বিশেষ পাহারাধীন যাত্রা অনেকটা সেই ধরনের।

আপনি মুক্তি নামক পদার্থে নিমজ্জিত। স্টেশনের প্রতীক্ষাগারে অন্য সকলের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেন। দেওয়ালে সাঁটা ঘোষণাগুলি আপনার পক্ষে অবান্তর হলেও ওগুলির দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। আপনি যাত্রীদের ব্যবহার্য্য পুরানো বেঞ্চিতে বসেন। তুচ্ছ এবং অদ্ভুত কথোপকথন কানে আসে: কেউ তার স্ত্রীকে মারধর করে অথবা ছেড়ে গিয়েছে; কোন শাশুড়ির কোন কারণে পুত্রবধূর সঙ্গে বনিবনা হয় না; গোষ্ঠী-ভবনের ফ্ল্যাটের কোন পড়শী বারান্দায় রাখা বৈদ্যুতিক পালঙ্ক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে অথচ নিজের পাও মুছে নেয় না; কেউ কর্মস্থলে অপর কারুর বিঘ্নস্বরূপ; কেউ ভাল চাকরি পেয়েও নতুন জায়গায় যেতে ইতস্ততঃ করছে,—মালপত্র কি করে নিয়ে যাবে, এত সহজ? এইসব কথোপকথন শুনতে শুনতে প্রত্যাখ্যানের ইচ্ছায় আপনার দেহ রোমাঞ্চিত হয়: বিশ্বের প্রকৃত মাপকাঠি আপনার কাছে অতি স্পষ্ট। সব দুর্বলতা এবং আবেগের মানদণ্ড আপনার জানা। অথচ এই দুর্ভাগা পাপীদের সে মানদণ্ড বোঝবার ক্ষমতা নেই। একমাত্র যে মানুষটি সজীব, প্রকৃত জীবন্ত, সে আপনার অপার্থিব সত্তা। বাদবাকি সবাই স্রেফ ভুল করে মনে করে, বেঁচে আছে।

ওদের এবং আপনার মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। আপনি না পারবেন

ওদের কাছে কেঁদে নিজে হাল্কা হতে, না পারবেন ওদের দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওদের দুঃখের ভার লাঘব করতে। দুঃখে ওদের গলা জড়িয়ে ধরতেও পারবেন না। আপনি যে কায়াহীন আত্মা, এক প্রেত। আর ওরা পার্থিব কায়াধারী মানব।

কি করে ওদের সে সত্য বোঝাবেন? প্রেরণা দিয়ে? আদর্শ দিয়ে? স্বপ্ন দিয়ে? ভাই সব! জনগণ! তোমরা কেন জীবন ধারণ করছ? মাঝ রাতের গাঢ়, বোবা নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে মৃত্যুকুঠরীগুলির দরজা খোলা হয়। মহামান্য ব্যক্তিদের টেনে হিঁচড়ে বার করা হয়,—গুলি করে হত্যা করার জন্য। দেশের প্রত্যেক রেলপথে এই মুহূর্তে, ঠিক এক্ষুনি যে বন্দীদের নুন মাখানো হেরিং খাওয়ান হয়েছে তারা বিরস জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটছে। ওরা শৌচাগার থেকে ফেরার পর পা ছড়িয়ে বসে আরাম আর স্বস্তি বোধের স্বপ্ন দেখে। অয়োতুখান্-এ গ্রীষ্মে মাটি বসে যায়, তাও মাত্র তিন ফুট। তখনই কর্তৃপক্ষের শীতকালে মৃত বন্দীদের হাড়গোড় কবর দেওয়ার সময়। তখনই সুনীল আকাশের নিচে, রৌদ্রকরোজ্জল পৃথিবীতে নিজের জীবনের যদিচ্ছা বিন্যাস করার অধিকার পাবেন: এক গ্লাস জল খান, হাত-পা ছড়ান, খুসিমত পাহারাদার ছাড়া ঘুরে বেড়ান। তা হলে কেন কে পা মুছল না তা নিয়ে মাথা ব্যথা; কেন বা শাশুড়ির নিন্দে? জীবনের সার বস্তু, সব গোলকধাঁধার উত্তর চান? এক্ষুণ বাতলে দিচ্ছি। অলীক মায়া অর্থাৎ সম্পত্তি এবং প্রতিপত্তির পিছে ধাওয়া করবেন না। বহু যুগ ধরে নিজের স্নায়ুকে পীড়ন করে ঐগুলি আহরণ করতে হয়, অথচ ঐগুলি বাজেয়াপ্ত হতে লাগে মাত্র একটি রাত। জীবনের উপর স্থির দখল রেখে প্রাণ ধারণ করুন। কদাচ দুর্দৈবে ভীত বা সুখাকাঙ্ক্ষী হবেন না। কারণ শেষ পর্য্যন্ত ফল একই: তেতো স্বাদ চিরস্থায়ী হয় না, তেমনি মিষ্টির পেয়ালা চিরদিন উপচিয়ে পড়ে না। যদি শীতে জমে পাথর না হন, যদি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা পাকস্থলী চেপে না ধরে, সেটুকুই যথেষ্ট জানবেন। আপনার মেরুদণ্ড যদি অটুট হয়, পদযুগল যদি চলনোপযোগী হয়, দুটি হাতই যদি ইচ্ছামত বাঁকাতে পারেন, দু' চোখেই যদি ঠিকমত দেখতে পান এবং দু'কানে ঠিকমত শুনতে পান, তবে আর কাকে ঈর্ষা করবেন? কি জন্য বা করবেন? ঈর্ষা আমাদের প্রায় সবকিছু খেয়ে ফেলে। ভাল করে চোখ রগড়িয়ে একবার শুদ্ধ মনে তাকান। যারা আপনাকে ভালবাসে এবং আপনার মঙ্গল কামনা করে তাদের সবচেয়ে বেশী সমাদর করুন। তাদের ব্যথা দেবেন না, ধমক দেবেন না, বা রাগের বশে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করবেন না। আর যা হোক আপনি সর্ব্বজ্ঞ নন। হয়ত ঐ রাগারাগিই হবে আপনার গ্রেফতারের আগে শেষ আদান প্রদান এবং ঐ চিত্রটি তাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে রইবে!

কিন্তু পাহারাদাররা ওদের পকেটের মধ্যে রাখা কালো কালো বাঁটে টোকা দিচ্ছে। আমরা তিনজন ভদ্রলোকের মত বসে থাকি বাবা, সার বেঁধে, বন্ধুর মত।

আমি কপাল মুছি। চোখ বুজি, আবার খুলি। আবার স্বপ্ন দেখি: একদল লোক বিনা পাহারায় চলেছে। পরিষ্কার মনে পড়ে আমি গত রাত একটি কুঠরীতে কাটিয়েছি, ভোরে আবার কুঠরীতে ফিরে যেতে হবে। একজন কণ্ডাক্টর আমার টিকিট পাঞ্চ করতে এল, "আপনার টিকিট?" "ঐ বন্ধুর কাছে আছে।"

গাড়ি ভর্ত্তি। (অবশ্য স্বাধীন নাগরিকের হিসাবমত ভর্ত্তি। কেউ বেঞ্চির নিচে শুয়ে নেই বা যাতায়াতের পথে মেঝেয় বসে নেই) আমাকে স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করতে বলা হয়েছিল। আমিও সত্যি খুব স্বাভাবিক হয়ে চলছি। দেখলাম, পরের প্রকোষ্ঠে জানালার পাশে একটি আসন খালি রয়েছে। উঠে দখল করলাম। প্রকোষ্ঠে পাহারাদারদের জন্য কোন খালি আসন নেই। ওদের যেখানে আসন ছিল সেখান থেকেই ওরা আমার উপর সযত্ন দৃষ্টি রাখতে থাকল। পেরেবরিতে আমার মুখোমুখি একটি আসন খালি হল। কিন্তু পাহারাদার বসবার আগেই ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে, মাথায় ফারের টুপি, গোলমুখো একটি লোক একটি সাদামাঠা কিন্তু শক্তপোক্ত স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে বসে পড়ল। স্যুটকেস দেখে চিনলাম: কোন শিবিরে তৈরী বা "দ্বীপপুঞ্জে প্রস্তুত" ছাপ মারা।

"আঃ!" লোকটি হাঁফ ছাড়ল। কামরায় খুব অল্প আলো। তবু দেখতে পেলাম, কামরায় উঠতে গিয়ে ওর মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। ও একটি বোতল বার করল: "কমরেড, বিয়ার চলবে?" জানতাম পাশের প্রকোষ্ঠে পাহারাদারদের প্রায় মূর্চ্ছা যাবার অবস্থা হবে, কারণ আমার কোন মাদক পানীয় গ্রহণের অনুমতি ছিল না। আলস্যভরে জবাব দিলাম, "চলতে পারে। মন্দ কি?" (বিয়ার! বিয়ার যেন এক কাব্য! তিন বছরে এক ঢোকও খেতে পাইনি। পরদিন কুঠরীতে বড়াই করতে পারব, "আমি বিয়ার খেয়েছি!") ও ঢালল, আনন্দের শিহরণসহ আমি বিয়ার পান করলাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। গাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না। যুদ্ধোত্তর কালীন অব্যবস্থা। কামরার দরজার কাছে এক প্রাচীন লণ্ঠনে রক্ষিত একটি মোমবাতির দগ্ধাবশেষ চারটি প্রকোষ্ঠে,—দুটি সামনের এবং দুটি পিছনের প্রকোষ্ঠে,—আলোক বিতরণ করছিল। পরস্পরকে প্রায় দেখতে না পেলেও আমি লোকটির সঙ্গে ভদ্রজনোচিত আলাপ করছিলাম। পাহারাদার যতই উৎকর্ণ হোক না কেন চাকার ঘট-ঘটাং-এ ওর কিছু শোনার সাধ্য নেই। সরল বন্ধুটিকে পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করলাম, ও যেন আমার কার্ডটি ডাকবাক্সে ফেলে দেয়। স্যুটকেস দেখে মনে হচ্ছিল লোকটিও আমার মত এক শিবিরের বন্দী। ও কিন্তু অবাক করল: "আপনাকে কি বলব, কোন রকমে এই ক'টা দিন ছুটি আদায় করেছি। দু'বছরে একদিনও ছুটি পাইনি। এ, মশায়, এক কুকুরের চাকরি।" "ওকথা কেন বলছেন?" আপনি জানেন না? আমি মশায় এমভিডির চাকুরে, খোদ আম্মদ কর্মী। নীল

কাঁধপটি পরি, মশায়। কখনো দেখেননি?" হা, ঈশ্বর! আগে কেন অনুমান করতে পারিনি? ভয়োলাগ্ যাতায়াতের কেন্দ্রস্থল পেয়েবরি। ও হয়ত জেব্রুদের দিয়ে স্যুটকেসটা তৈরী করিয়েছে। হয়ত জেব্রা বিনা মূল্যে করে দিয়েছে। আমাদের জীবন এইসব দিয়ে ভরা। একটি কামরায় দুটি এমভিভি'র আমদ্ কর্মী হলেই যথেষ্ট নয়, তৃতীয় কর্মীও চাই। চতুর্থজন কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে? হয়ত ওরা প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই লুকিয়ে থাকে। হয়ত আমার মত আরও একজন বিশেষ পাহারায় চলেছে।

আমার সঙ্গী ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পরিতাপ করে চলেছিল। এমন সময় কথার মোড় ফেরাতে রহস্য করে বললাম, "আর যাদের আপনারা পাহারা দেন অর্থাৎ যারা বিনা কারণে দশ বছর কারাদণ্ড পায়, তাদের বরাত কি আপনার থেকে আরামের?" ও তক্ষুণি দমে গেল। ভোর অবধি চুপ করে রইল। এর আগে, আধা অন্ধকারে ও লক্ষ্য করেছিল, আমার পরনে ফৌজী জামা আর আধা ফৌজী ওভারকোট। হয়ত ভেবেছিল, এক মামুলি সেপাই। কিন্তু আমার প্রশ্নের পর কি ভাবলে কে জানে। পুলিশের চর? পলাতকদের ধরতে বেরিয়েছি? হয়ত ভাবল, আমি ঐ গাড়িতেই উঠেছি কেন? ও যে আমার কাছেই শিবিরের নিন্দা করেছে!

লণ্ঠনের মোমবাতি এর মধ্যে তরল হয়ে ভাসতে ভাসতে জ্বলছিল। মালপত্র রাখার তৃতীয় তাকে একটি যুবক মিষ্টি গলায় যুদ্ধের কথা বলছিল, আসল যুদ্ধের কথা যা বইয়ে লেখে না। ও রণাঙ্গনের ইঞ্জিনিয়ারদের একটি ইউনিটে ছিল। যা বাস্তবে দেখেছে তার বর্ণনা করছিল। অন্তত: কয়েকজন অ-রঞ্জিত সত্যি ঘটনা জানতে পারছে জেনে আনন্দ হচ্ছিল।

আমিও কাহিনী শোনাতে পারতাম। সে ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু, না, সে ইচ্ছা চেপে রইলাম। যুদ্ধ আমার জীবনের চারটি বছর গরুর মত চেটে সাফ করে দিয়ে গিয়েছে। ওগুলি যে বাস্তবে ঘটেছিল তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হত না, স্মরণ করতে চাইতাম না। এখানকার দুটি বছর, দ্বীপপুঞ্জের দুটি বছর রণাঙ্গনের সব রাস্তা এবং বন্ধুত্বের স্মৃতি স্তিমিত করেছে, সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দিয়েছে।

কথায় বলে একটি খোঁটা পুঁততে গেলে আর একটি খোঁটা পড়ে যায়।

স্বাধীন নাগরিকের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমি বোধ করি, ঠোঁট দুটি বোবা হয়ে গিয়েছে। ওদের মধ্যে আমার জায়গা নেই। অথচ শিবিরে ত' আমার দু'হাত বাঁধা। আমি বাক্-স্বাধীনতা চাই! আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। দ্বীপপুঞ্জই আমার দেশ!

পরদিন সকালে ইচ্ছাকৃত ভুল করে পোস্ট কার্ডটা উপরের তাকে রেখে

এসেছিলাম। গাড়ি পরিষ্কার করাতে গিয়ে কণ্ডাক্টার খুঁজে পাবে। সেই ডাকবাক্সে ফেলে দেবে, অবশ্য যদি মানুষ হয়।

আমরা উত্তর মস্কো স্টেশনের সামনের চত্বরে এসে পৌঁছলাম। আমার এবারের পাহারাদাররাও মস্কোয় নতুন, শহরের রাস্তা ঘাট চেনে না। আমরা 'খ' শ্রেণীর ট্রামে উঠলাম; কোথায় উঠতে বা নামতে হবে আমিই স্থির করলাম। চত্বরের মাঝখানে ট্রাম দাঁড়ানোর জায়গায় ছোটখাট ভিড় জমেছে। সবাইয়ের কাজে যাওয়ার তাড়া। একজন পাহারাদার চালকের পাশে উঠে চালককে নিজের পরিচয়পত্র দেখাল। গোটা রাস্তা আমরা সামনের দিকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম, যেন মস্কো [illegible] প্রতিনিধি তাই টিকিট কাটার তোয়াক্কা রাখি না। এক বৃদ্ধকে ওখানে ওঠার অনুমতি দেওয়া হল না। বৃদ্ধ পঙ্গু নয়। ও অন্য সবাইয়ের মত পিছনের দিকে উঠুক।

নভোস্লোবদস্কায়া আসতে নেমে পড়লাম। যদিও সেবার আমার চতুর্থ বারের জন্য আগমন এবং যদিও আমি অনায়াসে তার আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার নক্সা প্রস্তুত করতে পারতাম, তবু সেবার প্রথম বুতুর্কি কারাগারকে বাইরে থেকে দেখলাম। উঃ দুই মহলা লম্বা, কী ভীষণদর্শন উঁচু দেওয়াল! হড় হড় করে ইস্পাতের দরজা খুলে লুবিয়াঙ্কা মুখব্যাদন করছে দেখলে মস্কোবাসীর প্রাণে আতঙ্ক হয়। মস্কোর ফুটপাথ পেরিয়ে বুতুর্কির দ্বাররক্ষনের গম্বুজের তলায় দাঁড়াতে আমার কিন্তু দুঃখ হয় না, বরং মনে হয় বাড়ি ফিরলাম। প্রথম চত্বরটি নজর পড়তে মৃদু হাসলাম। নক্সা করা কাঠের বড় বড় দরজাগুলিও চিনতে পারলাম। আমি তখনো কিছু ভাবব না ওরা যখন দেওয়ালের দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে,—ইতিমধ্যে দিয়েছে,—জিজ্ঞেস করবে: "পদবী?" "নাম?" "কোন সালে জন্ম?"

আমার নাম? আমি এক নক্ষত্রলোক পর্যটক! ওরা আমার দেহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, কিন্তু আত্মার নাগাল পায়নি।

আমি জানি কয়েক ঘণ্টা আমার দেহকে অনিবার্য্য 'বানানোর' পরে,—বাক্সে বন্দী, তল্লাশি, রসিদ দেওয়া, ভর্তির কার্ড লেখা, সেঁকা এবং স্নান,—আমাকে দুই গম্বুজের মাঝে ঝুলন্ত খিলানওলা (প্রত্যেকটি কুঠরী ঐ রকম) একটি কুঠরীতে নিয়ে যাওয়া হবে। কুঠরীতে থাকে একটি বড় লম্বা টেবিল, একটি আলমারি আর দুটি বড় বড় জানালা। আমাকে যারা স্বাগত জানাবে তারা নিশ্চিত বুদ্ধিমান, রসিক, বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ। তারা তাদের কাহিনী শোনাবে। আমি আমার কাহিনী বলতে আরম্ভ করব। রাত হয়ে এলেও ঘুমাতে চাইব না।

পাছে ওগুলি নিয়ে বন্দী চালানের গাড়িতে উঠি তাই প্রত্যেক বাসনে মার্কা দেওয়া থাকবে "বু-তর" (বুতুর্স্কায়া তুর্মা বা বুতুর্কি কারাগারের)। এর আগের বার আমরা বলতাম বু-তুর স্বাস্থ্যনিবাস। ওজন কমাতে মরীয়া ভুঁড়িওলা হোমরা-চোমরাদের

অজানা স্বাস্থ্যনিবাস। ওরা ওদের ভুঁড়ি বয়ে নিয়ে যায় কিস্লোভদস্ক্-এ; নির্দিষ্ট পথে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরোয়; মেহনত করে এবং মাসখানেক গলদ-ঘর্ম হয়ে মাত্র পাঁচ ছ' পাউণ্ড ওজন কমাতে পারে। অথচ ওদের নাকের ডগায় বু-তুর স্বাস্থ্যনিবাসে যে কেউ কোনপ্রকার ব্যায়াম ছাড়াই এক সপ্তাহে আঠারো পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলতে পারে।

এটি একটি পরীক্ষিত এবং খাঁটি পদ্ধতি যা কখনো বিফল হয়নি।

□

কারাগারে যে কটি সত্য জানতে পারা যায় তার একটি হল পৃথিবী ক্ষুদ্র, প্রকৃতই অতি ক্ষুদ্র। গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জ সারা সোভিয়েত দেশময় ছড়ানো থাকলেও সমগ্র সোভিয়েত দেশের তুলনায় তার অধিবাসীর সংখ্যা কারুর সঠিক জানা নেই। ধরে নিতে পারি, যে-কোন এক সময়ে সব শিবিরের মোট বন্দীর সংখ্যা অনধিক এক কোটি কুড়ি লক্ষ।[১] (যারা মাটির তলায় মিলিয়ে যেত কারাযন্ত্র তাদের শূন্য স্থান পূরণ করত) এই সংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী রাজনৈতিক বন্দী নয়। ষাট লক্ষ মানুষ! সুইডেন বা গ্রীসের মত কোন ছোট দেশের জনসংখ্যার সমান। ঐ দেশগুলিতে এমন বহু মানুষ আছে যারা পরস্পরকে চেনে। তাই কোন বন্দী চালান কারাগারের কুঠরীতে হাজির হওয়ার পর আপনি যখন ওদের কাহিনী শুনবেন এবং নিজের কাহিনী শোনাবেন, গল্প-গুজব করবেন, তখন অবশ্যই কয়েকটি পরিচিত সহ-বন্দীর দেখা পাবেন। (যেমন এক বছরের বেশী নির্জ্জন আটক, সুখানোভ্কা, রাইউমিনের প্রহার এবং হাসপাতাল ফেরত লুবিয়াঙ্কার কুঠরীতে চালান হয়ে নিজের নাম বলা মাত্র ফে-নারে একটি ওস্তাদ ছোকরা ডে-কে স্বাগত জানাল: "আহ্হা, এতক্ষণে চিনেছি কে তুমি!" "কি থেকে?" ডে—পাশ কাটাতে চাইল, "তুমি ভুল করছ।" "আদৌ নয়। তুমিই সেই মার্কিন আলেকজাণ্ডার ডে—যার সম্পর্কে বুর্জ্জোয়া সংবাদপত্র অপহৃত হওয়ার মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল এবং তাস সে অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। যখন এই বৃত্তান্ত পড়েছিলাম আমি তখনো বন্দী হইনি)।"

নবাগতকে প্রথম যখন কুঠরীতে ভর্ত্তি করা হয় আমার সেই মুহূর্ত্তটি ভাল লাগে। (নবাগত বলতে আমি সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া, অবধারিত বিষণ্ণ এবং হতভম্ব আনকোরা বন্দী বোঝাতে চাই না। আমি বোঝাতে চাই পুরানো অথচ কোন এক কারাগারে নবাগত বন্দী)। আমি নিজে নতুন কুঠরীতে ঢুকতে ভালবাসি (ঈশ্বরের কৃপায় হয়ত আর কোন কুঠরীতে ঢুকতে হবে না)। চিন্তাহীন হাসি হেসে মেজাজী ভঙ্গীতে বলতে ভাল লাগে: "তারপর, ভায়ারা!" তাকের উপর নিজের ঝোলা ছুঁড়ে দিয়ে বলব: "গত এক বছরে বুতুর্কির কী নতুন খবর হয়েছে?"

পরিচয় আরম্ভ হয়। সুভয়ত্ নামে একজন '৫৮ পাওয়া বন্দী আছে কুঠরীতে। প্রথম নজরে ওকে বৈশিষ্ট্যহীন মনে হয়। কিন্তু সন্ধান করতে থাকুন, খোঁচাতে থাকুন: মাথোৎকিন নামে একজন ক্রাস্নোইয়ারস্ক্ বন্দী চালান কারাগারে ওর কুঠরীতে ছিল।

"এক মিনিট, মাথোৎকিন কি আর্কটিক অঞ্চলের বৈমানিক ?"

"হ্যাঁ। ওর নামে······"

"ওর নামে তৈমুর উপসাগরের একটি দ্বীপের নামকরণ হয়েছিল। ৫৮-১০ পেয়ে ও কারাগারে বন্দী ছিল। ওকি দুদিকায় যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিল ?

"আপনি কি করে জানলেন ? হ্যাঁ।"

তোফা! যাকে চিনি না তার জীবনের আর একটি যোগসূত্র পেয়ে গেলাম। আমার কখনো মাথোৎকিনের সঙ্গে দেখা হয়নি, হয়ত আর হবেও না। কিন্তু আমার ছপটু স্মৃতিশক্তি তার সম্পর্কে যা কিছু জানি ফাইলে গেঁথে রেখেছে: মাথোৎকিন "সিকি" অর্থাৎ পঁচিশ বছর পেয়েছিল। কিন্তু ওর নামে নামকরণ করা দ্বীপের নাম পরিবর্তন করা গেল না, কারণ সারা দুনিয়ার মানচিত্রে ঐ নামে ছাপা হয়ে গিয়েছিল (ঐ দ্বীপটি গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ছিল না)। ওকে বলশিনো'র বৈমানিক শারাশ্‌কায় (গবেষণাকেন্দ্র, যেখানে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞরা বন্দী থাকেন। তাঁদের কারাগারের নিয়ম মেনে চলতে হয়।) রাখা হয়েছিল। ও বলশিনোয় খুসি ছিল না। ওখানকার বাকি সবাই ইঞ্জিনিয়ার, ও একা বৈমানিক। ও উড়বার অনুমতি পেত না। কর্তৃপক্ষ শারাশ্‌কা দু'ভাগে বিভক্ত করে মাথোৎকিনকে তাগান্‌রগ-এ রেখে দিলেন। মনে হল যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। ও চেয়েছিল, ওকে রাইবিনস্ক্-এর শারাশ্‌কায় বদলি করে পৃথিবীর দূর উত্তরাঞ্চলে উড়বার অনুমতি দেওয়া হোক। একটু আগে জানলাম, ও সে অনুমতি পেয়েছিল। এসব খবরের প্রয়োজন ছিল না, এসব আমার জানা। দিন দশেক পরে জনৈক র-এর সঙ্গে বুতুর্কির একই স্নানের বাক্সে (কয়লা আর স্নানের টব লাগানো বুতুর্কির চমৎকার স্নানের বাক্স; বাক্সগুলির জন্য বড় বড় স্নানের ঘর ব্যবহার না করলেও চলে) স্নান করতে হল। র-কেও চিনতাম না। জানলাম, ও অসুস্থ হয়ে ছ'মাস বুতুর্কির হাসপাতালে ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যে রাইবিনস্ক্ শারাশ্‌কায় যাবে। রাইবিনস্ক্ শারাশ্‌কা একটা বন্ধ কৌটোর মত। ওখানকার বন্দীরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু আর দিন তিনেকে ওরা জানতে পারবে মাথোৎকিন দুদিকায় আছে আর আমি আছি সুবিরাকায়। একেই বলে বন্দীর ডাক ও তার ব্যবস্থা যার উপাদান: হঠাৎ দেখা, মনযোগ এবং স্মরণশক্তি।

শিং-এর ফ্রেমের চশমা পরা কে ঐ সুদর্শন লোকটি মিষ্টি ভারী গলায় শুবার্টের সুর ভাঁজছে:

যৌবন জালায় জলি বন্ধু কলিজা পুড়ে যায়,
কবর কোথায়, আর কত দূরে, লুকায়ে কোথা রয় ?

"আমার নাম সার্গেই ৎবোমানোভিচ্ ৎসারাপ্‌কিন।"

"দেখুন, আমি আপনাকে চিনি, খুব ভাল চিনি। আপনি বিজ্ঞানী ত' ? দেশে ফিরতে চান না ত' ? বার্লিন থেকে এসেছেন ?"

"কি করে জানলেন ?"

"আর কিছু না হোক আমাদের জগৎটা ত' খুবই ছোট্ট। মনে পড়ে, '৪৬ সালে নিকোলাই ভ্লাদিমিরোভিচ্ তিমোফিয়েভ-রেসভ্‌স্কি'র সঙ্গে……"

ওঃ, '৪৬ সালের কুঠরীটা মনে রাখবার মত বটে। ওর কথা বারবার মনে পড়ে। বোধ হয় আমার কারা-জীবনের সেরা কুঠরী। তখন জুলাই মাস। রহস্যময় "আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর নির্দ্দেশে" আমাকে শিবির থেকে বুতুর্কিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুপুরের খাওয়ার সময়ের পর আমরা বুতুর্কিতে পৌঁছলাম। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড়ের দরুন আমাকে নেওয়ার প্রস্তুতিতে এগারো ঘন্টা লেগে গেল। বিভিন্ন 'বাক্স' ঘুরিয়ে আমাকে ৭৫নং কুঠরীতে ঢোকাতে রাত তিনটে বাজল। দুটি গম্বুজাকৃতি চালে লাগানো দুটি উজ্জ্বল বিজলী বাতির নিচে পাশাপাশি শুয়ে গোটা কুঠরী ভ্যাপসা গরমে ছটফট করছিল। 'আবরণ' আঁটা জানালা দিয়ে জুলাইয়ের ভ্যাপসা গরম হাওয়া বেরোতে পারছিল না। বিনিদ্র মাছির ঝাঁক ভন ভন করতে করতে বন্দীদের গায়ে বসে বিরক্ত করছিল। কয়েকজন বন্দী চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বাতি আড়াল করছিল। শৌচের বালতি পূতিগন্ধ ছড়াচ্ছিল,—গরমে সব কিছু তাড়াতাড়ি পচে। পঁচিশজনের কুঠরীতে আশিজনকে ঠেসেছে,—ওটাও ঊর্দ্ধসীমা নয়। ডান এবং বাঁ দিকের তাকগুলিতে বন্দীরা গাদাগাদি করে শুয়ে। মেঝেয় যাতায়াতের পথেও তাই। চারপাশের তাক থেকে বন্দীদের ঠ্যাঙ বেরিয়ে। ঐতিহ্যমণ্ডিত বুতুর্কির টেবিল-আলমারিটা শৌচের বালতির কাছে ঠেলে দেওয়া। শুধু শৌচের বালতির কাছের মেঝেটুকু অনধিকৃত ছিল। আমি শুয়ে পড়লাম। সুতরাং যারই ভোরে বালতিটি ব্যবহার করতে হল তার আমাকে ডিঙিয়ে যেতে হল।

কুঠরীর দরজায় লাগানো জাবনার পাত্রের মধ্যে দিয়ে যখন হাঁকল "উঠে পড়ো !", নড়া-চড়া শুরু হয়ে গেল। যাতায়াতের পথ থেকে তক্তাগুলি উঠিয়ে দিয়ে ওরা টেবিলটাকে জানালার ধারে ঠেলে দিল। বন্দীরা আমার ইন্টারভিউ নিতে এল,—আমি আনকোরা নতুন বন্দী না শিবির ঘুঘু, জানতে চাইল। দেখা গেল দুটি বিপরীত ঢেউ এসে কুঠরীতে মিশেছে: শিবিরে পাঠানো হবে এমন নতুন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীর সাধারণ ঢেউ আর অজানা গন্তব্যস্থল বা কোন উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থায় পাঠানো হবে এমন শিবিরের বাসিন্দা কারিগরি বিশেষজ্ঞদের,—পদার্থবিজ্ঞানী,

রসায়নবিজ্ঞানী, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, নক্‌শা বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার,—পাল্টা ঢেউ। (আশ্বস্ত বোধ করলাম। মন্ত্রী মহাশয়ের তা হলে আমার কাঁধে নতুন কোন মেয়াদ লটকানোর ইচ্ছা নেই) চওড়া কাঁধ তবু অস্থি চর্মসার, শুকনাসা, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আলাপ করতে এলেন :

"আমার নাম অধ্যাপক তিমোফিয়েভ্‌-রেসভ্‌স্কি, ৭৫ নং কুঠরীর বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সমিতির সভাপতি। সকালে রুটির র‍্যাশন পাওয়ার পরে আমাদের সমিতির প্রাত্যহিক অধিবেশন বসে। বাঁ দিকের জানালার পাশে। আশা করি আপনিও একটি বৈজ্ঞানিক বিবরণ পেশ করবেন। ঠিক কোন বিষয়ে বিবরণ পেশ করতে চান, বলবেন ?"

অজ্ঞাতে ধরা পড়ে হতভম্ব আমি দীর্ঘকাল বয়ে বেড়ানো হতচ্ছাড়া ওভারকোট আর শীতের টুপি (শীতকালে গ্রেফতার হওয়া বন্দীদের গ্রীষ্মকালেও শীতের পোষাক পরতে হয়) হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনো সকালে হাতের আঙুলগুলির জড়তা ছাড়েনি। রাতে আঙুলগুলি ছড়ে গিয়েছিল। কি ধরনের বৈজ্ঞানিক বিবরণ আমি পেশ করতে পারি ? হঠাৎ মনে পড়ল শিবিরে থাকতে স্মাইথ্‌ রিপোর্ট বা প্রথম আণবিক বোমা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের বিবরণ দু'টি রাত নাড়াচাড়া করেছিলাম। সেই বসন্তে সবে প্রকাশিত হওয়া রিপোর্টটি কেউ বাইরে থেকে আনিয়েছিল। কুঠরীর কেউ ঐ রিপোর্ট দেখেছে নাকি ? অবশ্যই বাজে প্রশ্ন। কেউ দেখতে পারে না। এইভাবে সব কিছু সত্বেও গুলাগের কার্ডে আমার যা বৃত্তি লিখিয়েছিলাম সেই পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হলাম।

র‍্যাশন বিলি হওয়ার পর জানালার পাশে জনদশেক বন্দী সভ্য বিশিষ্ট ৭৫ নং কুঠরীর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সমিতির অধিবেশন বসল। বিবরণ দাখিল করার পর আমি সমিতিতে গৃহীত হলাম। আমি কিছু কিছু ভুলে গিয়েছিলাম, অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। মাত্র এক বছর যাবৎ কারাগারের বাসিন্দা হলেও তিমোফিয়েভ্‌ আণবিক বোমা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না, বড় জোর আমার বক্তৃতার শূন্যস্থান পূরণ করলেন। সিগারেটের একটি খালি প্যাকেটকে ব্ল্যাকবোর্ড বানিয়েছিলাম, আর হাতে ছিল এক টুকরো বেআইনী পেনসিল। তিমোফিয়েভ্‌ ওগুলি আমার থেকে নিয়ে নিলেন। তারপর নক্সা এঁকে, এত আত্মবিশ্বাসসহ মন্তব্য করতে থাকলেন যে আমার বক্তৃতা বিস্মিত হতে লাগল। মনে হচ্ছিল উনি লস্‌ এ্যালামস্‌-এর পদার্থ বিজ্ঞানীদের একজন।

তিমোফিয়েভ্‌ সত্যিই একটি প্রথম ইউরোপীয় সাইক্লোট্রন যন্ত্রে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তা কেবল ফলমূলের মাছির উপর তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণের উদ্দেশ্যে। আসলে

উনি ছিলেন জীববিজ্ঞানী, সমকালীন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজননবিদদের একজন। উনি তখন কারাগারে। সে কথা না জেনে (অথবা, হয়ত জেনে) ঝেব্রাক্ একটি কানাডীয় কাগজে সাহস করে লিখেছিলেন : "রুশ জীববিজ্ঞান লাইসেঙ্কোর কানা কড়িও ধার ধারে না ; রুশ জীববিজ্ঞান বলতে বোঝায় তিমোফিয়েভ্-রেসভ্স্কি।" ('৪৮ সালে রুশ জীববিজ্ঞান ধ্বংসের সময় ঝেব্রাক্কে এর মূল্য দিতে হয়েছিল। বহুকাল আগেই "জীবন কাকে বলে", এই ছোট্ট বইতে শ্রোডিঙ্গার অন্ততঃ দু'বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিমোফিয়েভ্-এর নাম উল্লেখ করেছেন)।

এহেন বিজ্ঞানী আমাদের সামনে উপস্থিত এবং তিনি বিজ্ঞানের সব সম্ভাব্য শাখা সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করতে উদ্‌গ্রীব। তিনি জ্ঞান আহরণের যে প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা তা পেতেও চান না। (না কি জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে?) তিনি ঐ সময় এত জিজ্ঞাসাবাদকালীন অর্ধাশনক্লিষ্ট হয়েছিলেন যে [illegible]আলোচনায় অসুবিধা বোধ করতেন। তাঁর মায়ের তরফের আত্মীয় স্বজন রেসা নদীর পারে বসবাসকারী, অবস্থা পড়ে যাওয়া কালুগা বংশের বংশধর। বাপের তরফে তিনি স্তেপান রাজিন-এর জ্ঞাতি। তাই কশাক জাতির শক্তি তাঁর সব কিছুতে ফুটে উঠত,—দেহের চওড়া খাঁচা, মৌলিক অকৃত্রিমতা, জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে তাঁর কঠোর সংগ্রাম এবং আমাদের থেকে বেশী খিদের কষ্ট ভোগ।

এইবার তাঁর কাহিনী। জার্মান বিজ্ঞানী ভয়ট্ যিনি মস্কোয় মস্তিষ্ক বিত্যালয় স্থাপন করেছিলেন, বিদেশে তাঁর সঙ্গে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য '২২ সালে দু'জন প্রতিভাবান স্নাতক চেয়ে পাঠালেন। তিমোফিয়েভ্ এবং তাঁর বন্ধু ৎসারাপ্‌কিনকে কোন সময় সীমা বেঁধে না দিয়ে বিদেশে কাজ করতে পাঠানো হল। তাঁরা বিদেশে তাত্ত্বিক নির্দেশ পেলেন না বটে, তবু বিজ্ঞানে মহান কীর্তি রাখলেন এবং '৩৭ সালে যখন স্বদেশে ফিরতে বলা হল তাঁদের মনে হল সে আদেশ মানা অসম্ভব, কারণ তাতে কাজ পণ্ড হবে। ব্যক্তিগত গবেষণার যুক্তিসঙ্গত অনুসরণ, যন্ত্রপাতি বা ছাত্রবৃন্দকে তাঁরা তখন পরিত্যাগ করতে পারেন না। তা ছাড়া আরও এই কারণে ফেরা চলত না যে জার্মানীতে পনেরো বছর গবেষণার উপর স্বদেশে প্রকাশ্যে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে হত। একমাত্র ঐ উপায়ে তাঁরা টিকে থাকতে পারতেন (কিন্তু আর কী পেতেন?)। তাঁরা দেশে ফিরলেন না, তবু দেশপ্রেমী রয়ে গেলেন।

'৪৫ সালে সোভিয়েত সেনাদল বার্লিনের উত্তর-পূর্ব সহরতলি বুখ্-এ ঢুকল। তিমোফিয়েভের গোটা গবেষণাগার তাদের সানন্দ স্বাগত জানাল। সব অত্যন্ত ভালভাবে চুকে গেল। সুতরাং তাঁকে আর গবেষণাগার থেকে সরানো হবে না। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা গবেষণাগার পরিদর্শন করতে এসে বলল : "হুঁ! সবকিছু

প্যাকিং বাক্সে ভরে ফেলুন, আমরা মস্কোয় নিয়ে যাব।" "কিন্তু, সে যে অসম্ভব," তিমোফিয়েভ্ আপত্তি জানালেন, "এই সরঞ্জামগুলি তৈরী করতে বহু বছর লেগেছে। মস্কোর পথেই সব নষ্ট হয়ে যাবে।" "হুঁ!" হোমরা-চোমরারা বিস্মিত হওয়ার ভাণ করলেন। অল্প পরেই তিমোফিয়েভ্ এবং ৎসারাপ্কিনকে গ্রেফতার করে মস্কো পাঠানো হল। ওঁরা সরল, সোজা মানুষ। ভেবেছিলেন তাঁরা ছাড়া গবেষণাগার চলবে না। বটে, গবেষণাগার না চললে ক্ষতি নেই; কম্যিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতির পরাজয় হলে চলবে না। গ্রেফতার করা দুই বিজ্ঞানীকে বড় সুবিধাজনভাবে অতি সহজে মাতৃভূমির (অথবা মাতৃভূমির প্রতি?) বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত করে দশ বছর দণ্ড দেওয়া হল। অবশেষে ৭৫ নং কুঠরীর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সমিতির সভাপতি এই চিন্তা করে আশ্বস্ত হচ্ছিলেন যে তিনি কোন ভুল করেন নি।

বুতুর্কির কুঠরীর তাকের নিচের ধাতুর খিলানগুলি ছিল অত্যন্ত নিচু। এমন কি কারা-প্রশাসনও ভাবেনি কোন বন্দী তার নিচে শোবে। সুতরাং যাতে খিলানের নিচে কোট বিছিয়ে দিতে পারে সেইজন্য প্রথমে পড়শীকে আপনার কোট ছুঁড়ে দিতে হত। তারপর যাতায়াতের পথের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে ভর দিয়ে এগোতে হত। যাতায়াতের পথে বন্দীরা চলাফেরা করত। তাকের নিচটা বোধ হয় মাসে একবার ঝাঁট দেওয়া হত। আর আপনি শুধু একবার সন্ধ্যায় শৌচাগারে গিয়ে হাত ধুতে পারতেন, তাও সাবান ছাড়া। এভাবে নিজের মূর্তিকে আর যা হোক অন্ততঃ ঈশ্বরের আধার মনে করা অসম্ভব। তবু সুখে ছিলাম। পিচের মেঝেয়, তাকের নিচে কুকুর থাকার জায়গায়, উপরের তাক থেকে ধুলো আর গুঁড়ো চোখে পড়ত, তবু আমি পরম সুখে ছিলাম। শর্তসাপেক্ষ সুখবোধ নয়, মহা সুখ। এপিকিউরাস প্রকৃতই বলেছেন: বিচিত্র অসন্তোষের পরে বৈচিত্র্যের অভাবেও সন্তোষ অনুভূত হয়। আপাত অন্তহীন শিবির-জীবনের পরে দশ ঘণ্টা কর্ম দিবস; কনকনে ঠাণ্ডা, বৃষ্টি, পিঠ ব্যথা ইত্যাদির পরে সারাদিন শুয়ে, ঘুমিয়ে কাটিয়েও দিনে দেড় পাউণ্ড রুটি আর (গবাদি পশুর খাদ্য বা শুশুকের মাংস দিয়ে তৈরী) দু'বার গরম খাবার,— আঃ কি আরাম! এক কথায় বলতে পারি "বু-তুর" মানে স্বাস্থ্যনিবাস।

নিদ্রার কী গুরুত্ব! উপুড় হয়ে শুয়ে পিঠ ঢাকা দিন, আর ঘুমিয়ে পড়ুন। ঘুমিয়ে পড়লে শক্তি ক্ষয় হয় না, অন্তরও তাপিত হয় না। অথচ আপনার মেয়াদ দিব্যি কাটতে থাকে। আমরা যখন প্রাণ-চঞ্চলতায় অধীর হই এবং জীবন এক মশালের মত চকচক করে ওঠে, তখন ঘুমের জন্য আট ঘণ্টা অনর্থক ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তাকে গালমন্দ করি। আমরা যখন সবকিছু, সব আশা বঞ্চিত, তখন বলি; এসো চোদ্দ ঘণ্টা ঘুম, এসো বন্ধু!

ঐ কুঠরীতে আমাকে দু'মাস রেখেছিল। ঐ সময়ে গত বছরের ঘুমের ঘাটতি

পূরণ করে আগামী বছরের জন্ত উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করেছিলাম। ঐ দু'মাসে তাকের নিচে এগিয়ে জানালার ধারে শোয়ার জায়গা করেছিলাম, তারপর ফিরে সেই শৌচের বালতির পাশে,—এবার তাকের উপর। শেষে তাকের উপর খিলানের গায়ে জায়গা পেলাম। অবশ্য ততদিনে ঘুম অত্যন্ত কমে গিয়েছিল,—আকণ্ঠ জীবন সুধা পান এবং উপভোগ করছিলাম। সকালে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সমিতি, তারপর দাবা, বই (বইগুলি ছিল আচ্ছা ভ্রাম্যমাণ। মাত্র আট দশটি মানুষ, অথচ বইয়ের কী দীর্ঘ প্রতীক্ষা তালিকা!); তারপর বিশ মিনিট খোলা হাওয়ায় পায়চারি,—কারা-জীবনের মহা গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রী! পায়চারি করতে কখনো নারাজ হতাম না, মুষলধার বৃষ্টিতেও না। আমাদের আর একটি বড় জিনিষ ছিল মানুষ: নীপার জলবিদ্যুৎ বাঁধ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সৃজনকারীদের একজন নিকোলাই আন্দ্রেভিচ্ সেমিওনভ্, সেমিওনভের বন্ধু যুদ্ধবন্দী ইঞ্জিনিয়ার এফ. এফ. কার্পভ্, রসজ্ঞ এবং ক্ষুরধার মন্তব্যকারী পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর কাগান, গীত রচয়িতা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ভলোদিয়া ক্লেম্পনার। আরও ছিলেন বনমধ্যস্থ জলাশয়ের মত গভীর অনুভূতিসম্পন্ন ভিয়াৎকাজঙ্গলের এক কাঠুরিয়া এবং শিকারী, আর পশ্চিম ইউরোপাগত গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ইয়েভ্‌গেনি আইভানোভিচ্ দিভিনিচ্। দিভিনিচ্ নিজেকে ঈশ্বরতত্ত্বালোচনায় সীমিত রাখতেন না, মার্ক্সবাদের নিন্দা করতেন; বলতেন, ইউরোপের কোন দেশের উপর মার্ক্সবাদের প্রভাব গভীর বা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমি প্রতিবাদ করতাম, কারণ আর যা হোক আমি ত' মার্ক্সবাদী বটেই। মাত্র এক বছর আগেও হয়ত পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে তাঁকে উদ্ধৃতির বাণে ধরাশায়ী করতাম; কত জঘন্য বিদ্রূপ করতাম। কিন্তু এক বছরের বন্দী-জীবন আমার মনে দাগ কেটেছিল। কখন কেটেছিল লক্ষ্য করিনি। এত নতুন ঘটনা, দৃশ্য এবং ব্যাখ্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে আমার বলার শক্তি ছিল না: "ওসবের অস্তিত্ব নেই। ওটা একটা বুর্জোয়া মিথ্যা!" আমি তখন মানতে প্রস্তুত: "হ্যাঁ, ওসবের অস্তিত্ব আছে।" সেই মুহূর্তে আমার যুক্তি দুর্বল হতে আরম্ভ করল, আর ওরা অনায়াসে আমাকে আমাদের যুক্তি দিয়েই হারানোর শক্তি পেল।

আবার অবিরাম যুদ্ধবন্দীর দল আসা আরম্ভ হল,—ইউরোপ থেকে যুদ্ধবন্দীর অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সেটা দ্বিতীয় বছর। ইউরোপ এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে প্রবাসী রুশরা আসতে লাগল। প্রবাসীদের সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য প্রশ্ন করতাম তারা কোন দেশ থেকে এসেছে, অমুককে চেনে কিনা? হ্যাঁ, ওরা অমুককে চেনে। (এইভাবে কর্নেল ইয়াসেভিচ্ এবং তাঁর প্রাণদণ্ডের কথা জানতে পেরেছিলাম)।

আর সেই বয়স্ক, হৃষ্টপুষ্ট জার্মান ভদ্রলোক, অধুনা কৃশ এবং রুগ্ন, যাঁকে একবার (দুশো বছর আগে নাকি?) আমার স্যুটকেশ বইতে বাধ্য করেছিলাম,—মনে পড়ে? পৃথিবী সত্যিই কত ছোট। অদৃষ্টের অদ্ভুত খেলা আবার আমাদের দু'জনকে একত্র

করল! বৃদ্ধ হাসলেন। আমাকে চিনতে পারলেন। এমন কি দেখা হয়ে আনন্দ পেয়েছেন মনে হল। উনি আমাকে ক্ষমা করেছিলেন। উনি দশ বছর সাজা পেয়েছিলেন। অবশ্যই অতদিন বাঁচবেন না। আরও একজন জার্মান ছিল,—জোয়ান, রোগাটে কিন্তু আলাপী নয়; হয়ত এক বর্ণও রুশ জানে না, সেইজন্ত। দেখে মার্কা-মারা খাঁটি জার্মান মনে হয় না। ওর যা কিছু জার্মান ছিল চোররা কেড়ে নিয়ে তার বদলে পুরানো, রঙ ওঠা রুশ ফৌজী [illegible] দিয়েছিল। ও জার্মানীর বিখ্যাত বৈমানিক। বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ের যুদ্ধে ওর প্রথম বিমানযুদ্ধ। দ্বিতীয় যুদ্ধ স্পেনে। তৃতীয় পোলাণ্ডে। চতুর্থ ইংলণ্ডে। পঞ্চম সাইপ্রাস দ্বীপে। ষষ্ঠ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে। কুশলী বিমানযোদ্ধা হিসাবে ওর পক্ষে আকাশ থেকে নারী এবং শিশুদের গুলি করা এড়ানো সম্ভব ছিল না। তবু ঐ অপরাধে যুদ্ধাপরাধী গণ্য হয়ে ও কারাদণ্ড ত' পেয়েছিলই, তার সঙ্গে পেয়েছিল মেয়াদমুক্তির জন্য অতিরিক্ত পাঁচ বছর। আর প্রতি কুঠরীতে একজন উচিত-মনা মানুষ (সরকারী উকিল ক্রেতভ্-এর মত) থাকতই, যারা বলত: "তোদের মত বেজন্মা প্রতিবিপ্লবীগুলোকে বন্দী করে ঠিক করেছে! ইতিহাস তোদের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে সার বানাবে!" ওরা চিৎকার করে জবাব দিত, "তোরা নিজেরাই সার বনে যাবি রে, কুত্তাগুলো!" "কখ্‌খনো না, ওরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের পুনর্ব্বিবেচনা করবেই। আমি নির্দ্দোষ!" চিৎকার আর আস্ফালনে কুঠরী ভরে যেত। এই সময় এক পাকা চুল, রুশ ভাষা শিক্ষক খালি পায়ে তাকে দাঁড়িয়ে পরবর্ত্তী যুগের যীশুর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলতেন: "বৎসগণ, শান্ত হও! আমার বৎসগণ..." ওরা তাঁর উপর ফেটে পড়ত: "তোর বৎসরা আছে ব্রিনস্ক্-এর জঙ্গলে! আমরা কারুর বৎস নই! আমরা সবাই গুলাগের সন্তান।"

নৈশ ভোজ এবং শৌচাগার গমন সাঙ্গ হওয়ার পর রাতের কালো জানালার "আবরণগুলি" ঢেকে দিত আর কুঠরীর চালের নিচের বিরক্তি ধরানো বিজলী বাতিগুলি জলে উঠত। দিন বন্দীদের পৃথক করত, রাত মিলন ঘটাত। সন্ধ্যায় ঝগড়াঝাটি হত না, বক্তৃতা আর ঐকতান অনুষ্ঠিত হত। তিমোফিয়েভ্-রেসভ্স্কি সুবক্তা ছিলেন। ইতালি, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন সম্পর্কে বক্তৃতা করে অনেক সন্ধ্যা পার করতেন। প্রবাসী রুশরা বলত বলকান রাজ্য এবং ফ্রান্স সম্পর্কে। কেউ বিখ্যাত স্থপতি লে করবুজিয়ের-এর বিষয়ে বলতেন। একজন মৌমাছির স্বভাবের উপর বক্তৃতা করতেন। আর একজন গোগলের সম্বন্ধে বলেছিলেন। তখনই আমাদের দম ভরে ধূমপান করার অবকাশ। ধোঁয়ায় কুঠরী ভরে যেত। কুয়াশার মত ধোঁয়া বাতাসে ভাসত অথচ জানালার আবরণের জন্য বেরিয়ে যেতে পারত না। গোল মুখ, নীল চোখ, কৌতুকময় খাপছাড়া হাবভাব, আমার সমবয়সী কস্টিয়া কিউলা ওর কারাগারে রচিত কবিতা পড়ত।[৭] আবেগে ওর গলা বন্ধ হয়ে যেত।

কবিতাগুলির নাম ছিল, "আমার প্রথম খাদ্য পার্সেল", "স্ত্রীকে", "পুত্রের প্রতি।" কান পেতে ওর কবিতা শোনার সময় ছন্দের ভুল বা মিলের অভাব লক্ষ্য করার কথা মনে হয়নি। ও কবিতা যে আমারই বুকের রক্ত, আমার স্ত্রীর অশ্রু। কুঠরীর সবাই কাঁদত।

ঐ কুঠরীতেই আমি কারাগার সম্বন্ধে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। ওখানেই ইয়েসেনিনের কবিতা আবৃত্তি করেছি,—যুদ্ধের আগে তৈরী নিষিদ্ধ লেখকের তালিকায় ইয়েসেনিনের নাম ঠিক তখনো ওঠেনি। বুবনভ্ নামে এক জোয়ান যুদ্ধবন্দী,—মনে হয় ও আগে ছাত্র ছিল কিন্তু পড়াশুনা শেষ করতে পারেনি,—গদগদভাবে আবৃত্তিকারীদের দিকে চেয়ে থাকত, ওর মুখে শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ নয়, কোন শিবির থেকে আসেনি। বরং শিবিরে চলেছিল। অন্তরের পবিত্রতা এবং ঋজুতার জন্য ওর শিবিরে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব। ওরকম মানুষ শিবিরে বেঁচে থাকতে পারে না। সাময়িকভাবে দুর্ভাগ্যে অবতরণ স্থগিত হওয়া ওর মত বন্দীর পক্ষে ৭৫ নং কুঠরীর সন্ধ্যাগুলি ছিল সেই সুন্দর জগতের আচমকা প্রকাশ যে জগতের অস্তিত্ব আছে এবং থাকবে, অথচ নিষ্ঠুর নিয়তি ওদের যৌবনের একটি বছর, মাত্র একটি বছরও সেই সুন্দর পৃথিবী উপভোগ করতে দিতে নারাজ।

জাবনার পাত্র ধপ্ করে পড়ত আর পাহারাদার খেঁকিয়ে উঠত: "শোবার সময় হয়েছে!" না, যুদ্ধের আগেও যখন একসাথে দুটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতাম, ছাত্র পড়িয়ে রোজগার করতাম আর কিছু লেখবার চেষ্টা করতাম তখনো ৭৫ নং কুঠরীতে ঐ গ্রীষ্মের মত ভরপুর, মনের মত, আনন্দে পরিপূর্ণ জীবন পাইনি।

"শুনুন", আমি ৎসারাপ্কিনকে বলেছিলাম, "আমি দেউল নামে একটি ষোল বছরের ছেলের কাছে আপনাদের বিষয়ে শুনেছি। ওর পাঁচ বছর কয়েদ হয়েছিল,—স্কুলের রিপোর্টের ভিত্তিতে নয়, সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের জন্য......"

"আপনি ওকেও চেনেন? আমরা একই কারাগাড়ীর বন্দী চালানি গাড়িতে ছিলাম..."

"...শুনেছি আপনাকে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা বিশ্লেষণের জন্য গবেষণাগার সহায়কের কাজ দেওয়া হয়েছিল। অথচ তিমোফিয়েভ্-রেসভ্স্কিকে অনবরত সাধারণ দায়িত্বের কাজে লাগানো হত......"

"হ্যাঁ, উনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। স্টোলিপিন গাড়ি থেকে যখন বুতুর্কিতে নিয়ে এল উনি তখন অর্দ্ধমৃত। এখনো হাসপাতালে শুয়ে। চতুর্থ বিশেষ বিভাগ[৩] ওঁকে পনীর এমন কি মদও দিচ্ছে। কিন্তু আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন কিনা বলা শক্ত।"

"চতুর্থ বিশেষ বিভাগ আপনাকেও ডেকে পাঠিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ। কারাগাওয়ায় ছ'মাস কাটানোর পর আমাদের পক্ষে পিতৃভূমিতে গবেষণাগার স্থাপন করা সম্ভব হবে কিনা জানতে চেয়েছিল।"

"আর আপনিও সাগ্রহে সম্মত হয়েছিলেন ?"

"নিশ্চয়! আর যা হোক, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। তা ছাড়া, আমাদের সাহায্য ছাড়াই ত' গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি প্যাকিং বাক্সে ভর্তি করে এখানে আনা হয়েছে।"

"এমভিডি'র কী বিজ্ঞান নিষ্ঠা! আপনাকে আর একটু শুবার্টের গান গাইতে অনুরোধ করব…"

করুণ চোখে জানালার দিকে চেয়ে (জানালার কালো "আবরণ" এবং আবরণের উপর দিকের হাল্কা অংশ তাঁর চশমায় প্রতিফলিত হচ্ছিল) ৎসারাপ্‌কিন মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন :

গোধূলি লগ্নি হতে ভোরের আলো
কত শত মাথা ভেবে ভেবে হল সাদা ;
বলি যদি এ জীবনে পড়েনি তার ছায়া,
—করবে কি বিশ্বাস আমার সে কথা ?

□

টলস্টয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে : বন্দীদের আর জঘন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হয় না। কারাগারের গীর্জাগুলি বন্ধ করা হয়েছে। গীর্জার বাড়িগুলি অবশ্য আছে, কারা-সম্প্রসারণের জন্য বাড়িগুলির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। এইভাবে বুতুর্কির গীর্জায় দু'হাজার অতিরিক্ত বন্দীর জায়গা হয়েছে। দু'সপ্তাহের গড় হিসাব অনুযায়ী বছরে পঞ্চাশ হাজার বন্দীকে রূপান্তরিত প্রাক্তন গীর্জার কুঠরীতে রাখা যাবে।

চতুর্থ বা পঞ্চমবার বুতুর্কিতে পদার্পণ করে চারদিকে কারা-ভবন ঘেরা চত্বর দিয়ে বিনা দ্বিধায় এগিয়ে চলেছিলাম,—এত দ্রুত হাঁটছিলাম যে আমার সঙ্গের কারাকর্মী পিছিয়ে পড়ছিল ; যেন ঘর ফিরতি ঘোড়া চাবুক বা লাগামের পীড়ন ছাড়াই তার জন্য প্রতীক্ষমান যই এর ভাণ্ডারের পানে হনহনিয়ে এগোচ্ছে,—আট কোণা চত্বরের মাঝে চার কোণা গীর্জাটি লক্ষ্য করিনি। গীর্জাটি ঠিক চত্বরের মাঝখানে। কারাগারের মূল বাড়িগুলির মত ওর জানালার "আবরণ" কাঁচের মধ্যে লোহার শিক ঢুকিয়ে মজবুত করা নয়। ওর জানালায় আজেবাজে, অগোছাল

তক্তার আবরণ আঁটা। বোঝা যায়, বাড়িটির গুরুত্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর। আন্তঃবুতুর্কি চালানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দণ্ডিত বন্দীদের ওখানে রাখা হত।

'৪৫ সালের কোন একদিন ওএসও'র দণ্ডপ্রাপ্তির পরে যখন আমাকে গীর্জায় নিয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম কী বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (গীর্জায় নিয়ে যাওয়ার এবং প্রার্থনা করার উপযুক্ত সময় বটে!)! আমাদের তেতলায় নিয়ে গেল (চার তলাও পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা) আর আট কোণা হলঘরের একপাশের এক একটি কুঠরীতে আমাদের ঠেলে দিল। আমাকে ঢোকাল দক্ষিণ-পূবের কুঠরীতে।

বিরাট চৌকো কুঠরী। ওতে তখন দুশো বন্দী থাকত। অন্য সব কারাগারের মত ওখানেও বন্দীরা যেখানে সেখানে শুয়ে,—তাকের উপরে (ওখানে একতলা তাক ছিল), তাকের নিচে, টালি বাঁধানো মেঝের, যাতায়াতের পথে। শুধু জানালায় "আবরণ"ই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিল না, বাকি সবকিছুও বুতুর্কির আপন সন্তানদের উপযুক্ত ছিল না। ঐ এক ঝাঁক বন্দীকে না দেওয়া হত কোন বই, না দাবা না চেকার খেলার সরঞ্জাম। খাবার আগে কিছু টোল খাওয়া এ্যালুমিনিয়মের পাত্র আর কাঠের চামচ দেওয়া হত। খাওয়া হয়ে গেলেই ওগুলি নিয়ে নেওয়া হত,—পাছে চালান হওয়ার সময় বন্দীরা নিয়ে পালায়। সতীনপো'দের মগ সরবরাহ করতেও বুতুর্কির কৃপণতা। খিচুড়ি খাওয়ার বাটিগুলি ধুয়ে সেই বাটিতেই চা নামক জলীয় পদার্থে চুমুক দিতে হত। যে বন্দীরা পরিবারবর্গের থেকে পার্সেল নামক মিশ্র আশীর্ব্বাদ পেত (অতি অল্প সামর্থ্য সত্ত্বেও পরিবারবর্গ চালান হয়ে যাওয়ার আগের দিন পর্য্যন্ত বন্দীকে কিছু পাঠানোর বিশেষ চেষ্টা করতেন) তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিসের অভাব অত্যন্ত বেশী ভোগ করত। পরিবারবর্গের কারাগার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। কারা-দপ্তরও সদুপদেশ দিত না। বন্দীদের প্লাষ্টিকের বাসন রাখার অনুমতি ছিল। অথচ তাঁরা পাঠাতেন কাঁচ এবং ধাতুনির্ম্মিত বাসনপত্র। তাঁদের পাঠানো মধু, জ্যাম, ঘন দুধ ইত্যাদি কুঠরীর জাবনার পাত্র গলিয়ে যখন ঢেলে দিত তা নেওয়ার মত পাত্র গীর্জা-কুঠরীতে থাকত না। বন্দী নিজের হাতের চেটো, মুখ-গহ্বর, রুমাল বা কোটের ফ্ল্যাপে তা গ্রহণ করত,—মস্কোর কেন্দ্রে অবস্থিত বুতুর্কিতে শেষোক্ত প্রক্রিয়ার বিশেষ চল ছিল না, গুলাগে ঐটাই ছিল রীতি! ওদিক থেকে পাহারাদার তাড়া দিত, যেন বন্দীর ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে,—কারণ ও অবশিষ্টাংশ আত্মসাৎ করবে। গীর্জা-কুঠরীর সবকিছু ছিল অস্থায়ী। জিজ্ঞাসাবাদ এবং দণ্ড প্রতীক্ষমান বন্দী-কুঠরীর পাকাপাকি ভাবের ছায়া মাত্র এতে থাকত না। যতদিন ক্রাস্নায়া প্রেস্নিয়ায় ওদের জন্য জায়গা খালি না হয় ততদিন গুলাগে প্রেরণের পথে কিম্বা কবা, অর্দ্ধপ্রস্তুত মাংসের মত ওদের ওখানে থাকতেই হত। গীর্জা-কুঠরীতে ওরা একটি বিশেষ সুবিধা পেত: ওরা নিজেরা দিনে তিনবার খিচুড়ি আনতে যেতে

পারত (গোলার তলানি শস্য দিয়ে তৈরী খিচুড়ি নয়। দিনে তিনবার খিচুড়ি দেওয়া হত। সৌভাগ্যক্রমে গরম খিচুড়ি পাওয়া যেত এবং তাতে হাড়ে একটু মাংস গজাত)। বন্দীদের খিচুড়ি আনতে যাওয়ার অনুমতিদানের কারণ অন্য কারাভবনগুলির মত গীর্জাগুলিতে ইলিভেটর থাকত না। কারা-কর্মীদেরও পরিশ্রম করার ইচ্ছা ছিল না। খাটতে রাজি হলে ওদের চত্বর পেরিয়ে বড় বড় হাঁড়ি কড়াই টেনে এনে গীর্জার খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে তা উপরে তুলতে হত। বন্দীদেরও ঐ কঠোর পরিশ্রম করার মত শক্তি থাকত না। অথচ খিচুড়ি আনতে যেতে আপত্তি নেই,—অন্ততঃ আরও কয়েকবার ওরা সবুজ উঠানে পাখীর কলতান শুনতে পেত।

গীর্জা-কুঠরীর নিজস্ব আবহাওয়া ছিল ; তাতে আগামী বন্দী-চালান কারাগারের আভাস, আর্কটিক অঞ্চলের শিবিরের বাতাস ভেসে বেড়াত। গীর্জা-কুঠরীতে বন্দী কয়েকটি বাস্তবের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ব্রত পালন করত : যে দণ্ডটি সে পেয়েছে সেটি তামাশা নয়, কঠিন বাস্তব ; আগামী দিনগুলি যত নিষ্ঠুর হোক না কেন তবু তাকে গ্রহণ এবং পরিপাক করতে হবে। পুরোপুরি মেনে নিতে বন্দী বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হত।

গীর্জা-কুঠরীতে জিজ্ঞাসাবাদ-কুঠরীর মত স্থায়ী সহবন্দী থাকে না,—যে জন্য শেষোক্তটিতে অনেকটা পরিবারের আবহাওয়া বজায় থাকে। দিনে রাতে একক, দশক হিসাবে বন্দীদের ঢোকান বা বার করে নেওয়া হত। ফলে তাক এবং মেঝের উপরের বন্দীরা ক্রমশঃ সামনের দিকে এগোত, এবং পরপর দু'রাত একই বন্দীর পাশে শোয়া ছিল বিরল ঘটনা। পাছে আর কখনো সুযোগ না হয়, তাই মনের মত বন্দী পেলে তাকে তক্ষুণি সব জিজ্ঞেস করতে হত।

আমি নিজে মোটর গাড়ির মিস্ত্রী মেদভেদিয়েভ্‌কে জিজ্ঞেস করার সুযোগ হারিয়েছি। ওর সঙ্গে যখন কথা বলতে শুরু করেছিলাম, মনে ছিল সম্রাট মিখাইল ওর নামোল্লেখ করেছিলেন। হ্যাঁ, ওকেও সম্রাট মিখাইলের মামলায় জড়ানো হয়েছিল। যে প্রথম ক'জন লোক 'রুশ জনগণের প্রতি ঘোষণা' পড়া সত্ত্বেও নিন্দা রচনা করেনি ও তাদের একজন। মেদভেদিয়েভ্‌কে এত লজ্জাজনক লঘুদণ্ড দিয়েছিল যে তা ভোলা যায় না,—মাত্র তিন বছর। ওকেও ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যার আওতায় পাঁচ বছর কারাদণ্ড অপ্রাপ্তবয়স্কদের পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হত। মনে হয় কর্তৃপক্ষ সম্রাটকে প্রকৃত উন্মাদ মনে করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীগত বিবেচনার জন্য লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট এবং ঘোষণা সম্পর্কে ওর নিজের মতামত জিজ্ঞেস শুরু করতে না করতেই ওরা 'নিজের মালপত্র সমেত' মেদভেদিয়েভ্‌কে নিয়ে গেল। কয়েকটি ঘটনা পরম্পরা থেকে মনে হয়েছিল মুক্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল। কিন্তু তার পরিবর্তে সেই গ্রীষ্মে আমাদের

কানে স্ট্যালিনীয় মার্জনার যে গুজব পৌঁচেছিল তা সমর্থিত হল,—অর্থাৎ কার্যতঃ কেউ ত' মার্জনা পেলই না, বন্দীয় ভিড় সর্বত্র একরকম রয়ে গেল, তাকের নিচেও।

আমার পড়শী এক বয়স্ক শুটস্‌বুণ্ডলারকে বন্দী চালান গাড়িতে তুলল। (যে শুটস্‌বুণ্ডলাররা গোঁড়া অষ্ট্রিয়ায় দম আটকিয়ে মরত আমাদের সর্ব্বহারার জগতে তাদের দশ বছর দণ্ডে ঝলসিয়ে, গুলাগে একেবারে খতম করে দেওয়া হয়েছিল) কয়লার মত কালো চুল, ঘন কালো চেরির মত মেয়েলি চোখ, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটি লোক ছিল। চওড়া, অসাধারণ বড় নাক ওর গোটামুখ পণ্ড করে ব্যঙ্গচিত্রে পরিণত করেছিল। প্রথম দিন আমি আর ও চুপচাপ পাশাপাশি শুয়ে কাটালাম। দ্বিতীয় দিন ও জিজ্ঞেস করল: "আমি কে বলতে পারেন?" ও সামান্য বিজাতীয় টানে সহজ, নিভুর্ল রুশ বলছিল। আমি ইতস্ততঃ করছিলাম; ওর মধ্যে কিছুটা ট্রান্সককেশীয়, কিছুটা আর্মেনীয় ভাব ছিল। ও হেসে বলল: "আমি খুব সহজে নিজেকে জর্জীয় বলে চালাতাম। আমার নাম ছিল ইয়াশা। সবাই আমাকে নিয়ে রগড় করত। আমার কাজ ছিল ট্রেড ইয়ুনিয়নের চাঁদা আদায় করা।" ওকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। সত্যিই দেখে হাসি পায়। অত্যন্ত বেঁটে চেহারা, বেমানান এবং অসমঞ্জস মুখ, তাতে অমায়িক হাসি লেগে আছে। ও হঠাৎ গম্ভীর হল। ওর হাবভাব তীক্ষ্ণ হল। চোখের দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে এমন তাকাল যেন কালো তরোয়াল দিয়ে আমাকে কেটে ফেলছে: "আমি রুমানীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের গুপ্তচর বিভাগীয় উচ্চ-পদাধিকারী,—লেফটেনান্ট ভ্লাদিমিরেস্কু।"

আমি চমকে উঠলাম,—এ যে আসল ডিনামাইট। এর আগে কয়েকজন নকল গুপ্তচরের দেখা পেলেও কখনো আসল গুপ্তচরের দেখা পাব ভাবিনি। মনে করতাম গুপ্তচর বলে বাস্তবে কিছু নেই।

ওর কাহিনী অনুসারে এক অভিজাত বংশে ওর জন্ম। তিন বছর বয়সেই সেনা বাহিনীর সদর দপ্তরে কাজ করার জন্য ওর ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ছ'বছর বয়সে ওকে গুপ্তচর্য্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। বড় হয়ে ও নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নিল,—সোভিয়েত দেশ। কারণ সোভিয়েত দেশে পৃথিবীর সর্ব্বাধিক নিরলস প্রতিগুপ্তচর বিভাগ বর্ত্তমান, এবং যেহেতু একে অপরকে সন্দেহ করে তাই এদেশে কাজ করা বিশেষ কঠিন। ওর ধারণা ও আদৌ কর্ম্মজীবনে অসফল হয়নি। মনে হয় ও বেশ কিছু যুদ্ধপূর্ব্ব বছর নিকোলায়েভ্-এ কাটিয়েছিল এবং রুমানীয় বাহিনীকে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা অটুট অবস্থায় দখল করতে সহায়তা করেছিল। পরবর্ত্তীকালে ও স্ট্যালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানা এবং তারপরে উরাল-এর ভারী যন্ত্রপাতি কারখানাতে ছিল। ট্রেড ইয়ুনিয়নের চাঁদা আদায় করতে গিয়ে ও শেষোক্ত

কারখানার একটি বড় বিভাগের অধ্যক্ষের কামরার দরজা বন্ধ করে দেয়। তৎক্ষণে ওর মুখ থেকে বোকা বোকা হাসি অন্তর্হিত হয়ে ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ ভাব ফুটেছে: "পনোমারেভ্‌! (পনোমারেভ্‌ তাঁর ছদ্ম নাম) আমরা স্ট্যালিনগ্রাদ থেকে তোমার ওপর নজর রাখছি। তুমি ওখানকার কাজ থেকে (উনি স্ট্যালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানায় এক হোমরা-চোমরা ছিলেন) পালিয়ে এখানে নাম ভাঁড়িয়ে আছ। তোমার সামনে দুটি পথ খোলা,—এক নিজের লোকের গুলিতে প্রাণ দেওয়া, দুই আমাদের হয়ে কাজ করা।" পনোমারেভ্‌ কাজ করতে চাইলেন; অতি সফল শুয়োরের বাচ্চাদের তাই রীতি। এরপর লেঃ ভ্লাদিমিরেস্কু স্বয়ং মস্কোস্থ জার্মান গুপ্তচর বিভাগের উচ্চপদাধিকারীর অধীনে বদলি হল। জার্মান ওকে নিজের বিশেষ কুশলতার ক্ষেত্রে কাজ-কর্ম করার জন্ত পডোলস্ক্‌-এ পাঠাল। তার আগে পর্য্যন্ত ও পনোমারেভের কাজ-কর্ম দেখাশোনা করত। ভ্লাদিমিরেস্কু বলেছিল গুপ্তচর বিভাগের উচ্চপদাধিকারীদের এবং অন্তর্ঘাত কর্মীদের সর্ব্বব্যাপক শিক্ষা ব্যতীত প্রত্যেকের সঙ্কীর্ণ বিশেষ কুশলতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওর বিশেষ কুশলতার ক্ষেত্র ছিল প্যারাশুটের ভিতরের মূল রসি কেটে দেওয়া। ও পডোলস্কের প্যারাশুট গুদামের ভারপ্রাপ্ত রক্ষীর সঙ্গে দেখা করেছিল (কে সেই রক্ষী? কি ধরনের মানুষ?)। সেই রক্ষী ভ্লাদিমিরেস্কুকে রাতে আট ঘণ্টা প্যারাশুট গুদামে লুকিয়ে থাকতে দিয়েছিল। মইএর সাহায্যে প্যারাশুটের গাদার উপর উঠে বিশেষ ধরনের কাঁচি দিয়ে ও প্যারাশুটকে খুলে ধরে রাখার বিনুনী করা মূল রসির চার পঞ্চমাংশ কেটে দিল,—এক পঞ্চমাংশ অটুট রইল, সেটুকু শূন্যে ছিঁড়ে যাবে। ঐ এক রাতের জন্য ভ্লাদিমিরেস্কু বহু বছর প্রস্তুতি চালিয়েছিল। উন্মত্তের গতিতে কাজ করে আট ঘণ্টায় নিজের হিসাব মত ও দু' হাজারের বেশী (প্রতি পনেরো সেকেণ্ডে একটি?) প্যারাশুট নষ্ট করেছিল। "আমি একটা গোটা সোভিয়েত প্যারাশুট ডিভিশন ধ্বংস করেছিলাম।" বলতে গিয়ে ওর চেরির মত চোখ হিংসায় চকচক করে উঠল।

গ্রেফতার হওয়ার পরে পুরো আটমাস ও কোন জবানবন্দী দিতে চায়নি। বুতুর্কিতে বন্দী হয়েও একটি কথা বলেনি। "তোমাকে নির্যাতন করেনি?" "না।" ওর ঠোঁট অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হল, যেন বিদেশী নাগরিকের নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনা ও ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চায় না (স্বদেশের লোককে এমন প্রহার করবে যে বিদেশীরা ভয় পাবে। কিন্তু আসল গুপ্তচর ত' সোনার খনি! আমাদের একদিন তাকে বিনিময় করতে হতে পারে)। একদিন ওকে খবরকাগজে দেখানো হল, রুমানিয়ার পতন হয়েছে। এসো, এবার জবানবন্দী দাও। ও তবু মুখ খুলল না,—খবরকাগজও ভুয়া হতে পারে। ওকে রুমানীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের আদেশ দেখান হল: যুদ্ধবিরতির শর্তানুযায়ী সেনা বাহিনীর সদর দপ্তর নিজস্ব গুপ্তচরদের ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করতে এবং

আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করছে। ও তবু চুপ করে রইল,—ঐ আদেশও ভুয়া হতে পারে। অবশেষে সদর সেনা দপ্তরে ওর ঠিক উপরস্থ উচ্চপদাধিকারী স্বয়ং ওকে সব খবর ফাঁস করে আত্মসমর্পণ করতে হুকুম করলেন। ও তখন একটি নিরুত্তাপ জবানবন্দী দিল। কুঠরীতে দিন কাটানোর সময় সে জবানবন্দীর গুরুত্ব কিছু হ্রাস পেয়েছিল। তার কিছুটা তাই আমাকে বলেছিল। ওর বিচার হয়নি, ও কোন দণ্ডও পায়নি। (কারণ ও আমাদের লোক নয়! "আমি পেশাদার মানুষ, জীবনের শেষ পর্যন্ত তাই রয়ে যাব। এরা আমাকে অপচয় করতে চাইবে না")

"কিন্তু তুমি ত' আমার কাছে নিজের সব ফাঁস করলে। কারাগারের বাইরে কোন দিন দু'জনের দেখা হলে কি হতে পারে ভেবে দেখেছ?"

"তখন যদি বুঝি আমাকে চিনতে পারনি তুমি বেঁচে থাকবে। যদি চিনতে পার, হয় তোমাকে খুন করব নয় আমাদের হয়ে কাজ করতে বাধ্য করব।"

ও সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে ঐ কথাগুলি বলল; তাতে কুঠরীর পড়শীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার ইচ্ছা একটুও প্রকট হল না। আমার সত্যিই বিশ্বাস হল কারুর গলা কাটতে বা তাকে গুলি করতে ওর একটুও হাত কাঁপবে না।

এই দীর্ঘ বন্দীর উপাখ্যানের আর কোথাও এরকম বীর-পুরুষের দেখা মিলবে না। আমার এগারো বছরের কারা, শিবির এবং নির্বাসন জীবনে একবার মাত্র ঐ চরিত্রের দেখা পেয়েছি, অনেকে তাও পায়নি। অথচ আমাদের বহু প্রচারিত ব্যঙ্গচিত্র খুব সমাজের মনে এই মিথ্যা ধারণা গেঁথে দেয় যে অর্গান যাদের গ্রেফতার করে তারা সবাই ঐ ধরনের মানুষ।

গীর্জা কুঠরীতে চোখ বোলালেই বোঝা যেত অর্গান প্রথম যাদের ধরে তারা যুবক। তখন যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। অঙ্গুলিনির্দিষ্ট যে কোন মানুষকে ধরার বড়মানষি আমরা করতে পারি: সৈনিক হিসাবে ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শুনেছি একটি তথাকথিত "গণতন্ত্রী দল"কে '৪৪-'৪৫ সালে ছোট লুবিয়াঙ্কার কুঠরীতে কাটাতে হয়েছিল। গুজব, ঐ দলে ছিল মাত্র জন পঞ্চাশ ছেলে। ওদের নিজস্ব নিয়মকানুন এবং সভ্যপদের পরিচয়পত্র ছিল। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্ক সে দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সাধারণ সম্পাদক। যুদ্ধের শেষ বছরও কখনো কখনো ছাত্রদের কারাগারে দেখা যেত। আমি নিজে কিছু ছাত্রকে দেখেছি। তখন অবশ্য আমাকে কোনমতেই প্রৌঢ় বলা চলত না। আর ওরা অন্ততঃ আমার চেয়ে বয়সে ছোট ছিল।

বুঝতেও পারলাম না অথচ কি করে সব ঘটে গেল! আমরা,—আমার সহবিবাদী, আমার সমবয়সীরা এবং আমি,—যখন চার বছর রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছিলাম তার মধ্যে রণাঙ্গন থেকে দূরে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের মানুষ তৈরী হয়ে গিয়েছে। যখন [illegible] কাঠের মেঝের মসমসের মত চলতে চলতে ভাবতাম আমরা দেশের, না,

দেশের কেন, সারা বিশ্বের নবীনতম এবং বুদ্ধিমত্তম মানুষ, সে কাল কত দূরে সরে গিয়েছে ? পাণ্ডুর মুখ জোয়ান ছোকরার দল যেন হঠাৎ কারাকুঠরীর টালির মেঝে পেরিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল, আর অবাক-বিস্ময়ে জানলাম নবীনতম এবং বুদ্ধিমত্তম আমরা নই,—ওরা। তাতে অসন্তুষ্ট হইনি। বিনা আপত্তিতে একটু সরে জায়গা করে দিয়েছি। ওদের সবার সঙ্গে তর্ক করার এবং সবকিছু জানতে চাওয়ার প্রবণতার কথা জানতাম। প্রসংশনীয় দুঃখ বরণ করা এবং তার জন্য পরিতাপ না করার জন্ত ওদের গর্ব্বে আমার সহানুভূতি ছিল। ওদের আত্মমোহিত চালাক মুখে কারাগারের আভার প্রতিফলন দেখে আমার রোমাঞ্চ হত।

এর এক মাস আগে বুতুর্কির আর একটি কুঠরীতে,—আধা-হাসপাতাল কুঠরী,—নিজের জন্য ফাঁকা জায়গা খুঁজে না পেয়ে যাতায়াতের পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় গ্রীষ্ম সত্ত্বেও ছিন্নভিন্ন, শতেক গর্ত্ত ফৌজী ওভারকোট গায়ে, ইহুদির মত নরম মুখ, পাণ্ডুর এক যুবক কথা কাটাকাটির, অন্ততঃ কাটাকাটিতে আহ্বানের ভঙ্গীতে এগিয়ে এল। ওর ঠাণ্ডা লেগেছিল। নাম বরিস গামেরভ্। ও নানান প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। কথাবার্তা গড়িয়ে চলল,—একদিকে আমাদের উভয়ের জীবন অপর দিকে রাজনীতি সম্পর্কে। কেন মনে নেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বর্গত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর একটি প্রার্থনা মনে এল এবং তার উপর যে অভিমত ব্যক্ত করলাম তাকে স্বতঃপ্রকট মূল্যায়ন বলা চলে। বললাম, "ওটা অবশ্যই একটা ভণ্ডামি।"

হঠাৎ যুবকের হলুদ ভ্রূ কেঁপে উঠল। পাণ্ডুর ঠোঁট কুঞ্চিত হল। ও যেন নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। জিজ্ঞেস করল, "তা কেন ? একজন রাজনীতিকের পক্ষে মনে-প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে করছেন কেন ?"

ঐ ত' কয়েকটি কথা। কিন্তু কী অপ্রত্যাশিত দিক থেকে তার আঘাত হানার ক্ষমতা! যার জন্ম '২৩ সালের পরে সে যে অমন কথা বলতে পারে, তা কি ভাবা যায় ? অত্যন্ত দৃঢ় জবাব দিতে পারতাম, কিন্তু কারাগার আমার দৃঢ়তা নষ্ট করেছিল। আরও বড় কথা আমাদের অন্তরে সব বিশ্বাস থেকে পৃথক এক পরিচ্ছন্ন, পবিত্র অনুভূতির বাস। তখনই বুঝলাম আমার উক্তির উৎস বিশ্বাস নয়, কোন প্রোথিত আদর্শ। আমি জবাব দিতে পারলাম না। শুধু প্রশ্ন করলাম: "আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?"

ও অবিচল উত্তর দিল, "অবশ্যই করি।"

অবশ্যই ? অবশ্য......হ্যাঁ, হ্যাঁ। কমিউনিস্ট যুবদল সবার আগে এগিয়ে চলেছে, সর্ব্বত্র,—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত একমাত্র এনকেজিবি তা লক্ষ্য করেছিল।

সৈন্যরা যে "ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী '৫৫" অস্ত্রের নাম দিয়েছিল "বিদায় দেশমাতৃকা", বরিস গামেরভ্ অতি অল্প বয়সে ঐ রকম একটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ইউনিটের সার্জেণ্ট হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধে ওর ফুসফুসে চোট লাগে এবং সে আঘাত না শুকানোর

দরুন যক্ষা হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ওকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগে ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। এইভাবে ওর মধ্যে দুটি তন্ত্র জড়িয়ে গেল : একটি সৈনিক জীবনের অপরটি যুদ্ধাবসানে ছাত্র জীবনের, যাকে কোন মতে মৃত বা মূর্খের জীবনযাত্রা বলা চলত না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠল (যদিও কেউ ওদের তা গড়তে বলেনি) এবং অর্গানের অভিজ্ঞ চোখ বেছে বেছে ওদের তিনজনকে ধরে ফেলল! (গামেরভের বাপকে '৩৭ সালে কারাগারে হয় গুলি করে নয় অন্যভাবে হত্যা করা হয়েছিল, আর গামেরভ্‌ও সেই পথে এগোচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ও কয়েকটি স্বরচিত কবিতা গভীর আবেগে আবৃত্তি করেছিল। আমি অত্যন্ত লজ্জিত যে তার একটিও মনে রাখতে পারিনি এবং আজ সেগুলি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই, নইলে উদ্ধৃতি করতাম)।

কয়েকমাস পরে বরিসের মামলার অন্য সহবিবাদীদের সঙ্গে দেখা হল। বুতুর্কির কুঠরীতেই ভিয়াচেস্লাভ্‌ ডি—'কে দেখেছিলাম। যুবকদের গ্রেফতারের সময় সব সময় ওর মত একটি মানুষ থাকে : দলের উপর ও অনেক কঠোরতা চাপিয়েছিল অথচ ওই চট করে জিজ্ঞাসাবাদের চাপে ভেঙ্গে পড়ল। ও পেল পাঁচ বছর,—অন্যান্যদের থেকে কম। হাবভাব দেখে মনে হত মুক্তির উপায় খুঁজতে ও তখন প্রভাবশালী বাপের উপর ভরসা করছে।

এরপর বুতুর্কির গীর্জ্জায় জর্জ্জি ইঙ্গালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনজনের মধ্যে ও সবচেয়ে বড়। অত অল্প বয়সেই ও সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের সভ্যপদপ্রার্থী হয়েছিল। ওর লেখনী অতি বলিষ্ঠ। লেখার ধরন জোরালো সঙ্ঘাতে ভরা। রাজনৈতিক আপোষ বেছে নিলে ওর সামনে মসৃণ, অদৃষ্টপূর্ব্ব সাহিত্যিক রাজপথ খুলতে পারত। ও ইতিমধ্যে দেবুসি'র উপর একটি উপন্যাস রচনা প্রায় শেষ করেছিল। কিন্তু দ্রুত সফলতা ওকে পুরুষত্বহীন করেনি। ওর শিক্ষক তিনিয়ানভ্‌-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে এক বক্তৃতায় ও বলেছিল তিনিয়ানভ্‌ নিগৃহীত হয়েছেন,—এবং তদ্দ্বারা ও নিজের আট বছর মেয়াদ সুনিশ্চিত করেছিল।

ঠিক সেই সময় গামেরভ্‌ এসে জুটল। ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নিয়ায় প্রেরিত হওয়ার আগে আমার ওদের যৌথ মতবাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। মোকাবিলা আমার দিক থেকে সহজ হয়নি। আমি তখন এমন এক আন্তর্জ্জাতিক মতবাদের অনুরক্ত যে তার ভাণ্ডারে প্রাপ্তব্য কোন একটি মার্কা,—যেমন "পেতি বুর্জ্জোয়ার দ্বিধাগ্রস্ত দুমুখো নীতি," অথবা "শ্রেণীমুক্ত বুদ্ধিজীবীর মারমুখী বিপ্লববাদ,"—না লাগানো কোন নতুন তথ্য স্বীকার বা নতুন কোন মতবাদের মূল্যায়ন করতে নারাজ। আমার সাক্ষাতে ইঙ্গাল এবং গামেরভ্‌ মার্কসের মতবাদকে আক্রমণ করেছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু ওরা যে লিও টলস্টয়ের মতবাদ আক্রমণ করেছিল এবং কোন দিক

থেকে আক্রমণ করেছিল তা মনে আছে। ওদের মতে টলস্টয় গীর্জাকে নস্যাৎ করেছেন বটে, কিন্তু তিনি গীর্জার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এবং গঠনমূলক ভূমিকার মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। টলস্টয় বাইবেলের শিক্ষা নস্যাৎ করেছেন অথচ আধুনিক বিজ্ঞান বাইবেলের সাথে কলহ করেনি, এমন কি বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের মুখবন্ধের সাথেও তার বিরোধ নেই। টলস্টয় ব্যক্তিজীবনে যে কায়িক এবং মানসিক শ্রমের যৌথ প্রয়োগের কথা বলেছেন তাতে সম্ভাবনা এবং প্রতিভার তোয়াক্কা না রেখে মুচি মিস্ত্রিকে এক করে ফেলা হয়েছে। সব শেষে স্ট্যালিনের অত্যাচার থেকে দেখা গিয়েছে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে সর্ব্ব শক্তিমান হওয়া সম্ভব, অথচ টলস্টয় এই সম্ভাবনাটাই নাকচ করেছিলেন।"

ছেলে তিনটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাত, পরিবর্তে আমার কবিতা শুনতে চাইত। আমি তখনো কবিতাই লিখিনি। ওরা পাস্তেরনাকের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিল এবং বিশেষতঃ তাঁর কবিতা পড়ত। আমি একবার "আমার বোনের জীবন" পড়েছিলাম। ভাল লাগেনি। মনে করেছি মূল্যবান, সুন্দর, সাধারণ মানুষের পথ থেকে বহু দূর। ওরা লেঃ শ্মিড্-এর বিচারে তাঁর শেষ বক্তৃতাটি আবৃত্তি করত। বক্তৃতাটি আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় আমার মর্মস্পর্শী মনে হত :

দীর্ঘ ত্রিশটি বছর ভালবাসা রেখেছি পুষে
পোড়া দেশের তরে ;
আজ করি নাকো আশা, চাইনিকো মোটে
তব দয়া মোর পরে।

গামেরত্ আর ইল্যালও ঐ সুরে বাঁধা : আমরা চাই না তোমার দয়া! আমরা কারা-ক্লেশ ক্লিষ্ট নই! আমরা গর্ব্বিত। (কিন্তু প্রকৃতই ক্লিষ্ট না হওয়ার ক্ষমতা কার আছে? কয়েক মাস পরে ইল্যালের যুবতী স্ত্রী ওর মতবাদ অস্বীকার করে ওকে পরিত্যাগ করল। আর গামেরত্ ও' বিপ্লবী প্রবণতার দরুন তখন পর্য্যন্ত কোন প্রেমিকাই জোটাতে পারেনি) এই কারা কুঠরীতেই কি মহান সত্য প্রকট হয় না? কুঠরী যদি সঙ্কুচিত হয় মুক্ত জীবন কি আরও সঙ্কুচিত নয়? শোবার তাকের নিচে আর চলাচলের পথে যারা আমাদের পাশে শুয়ে থাকে তারা কি আমাদেরই নিপীড়িত এবং প্রবঞ্চিত আপনার জন নয়?

ওদের তাকে শির না ওঠানো সে যে
দুরূহ কঠিন কাজ,
তাই যে পথ চলেছি, যে পথে চলেছি
ক্ষোভ নেই তাতে আজ।

দণ্ডবিধির রাজনৈতিক অনুচ্ছেদ বলে ধৃত যুবকরা দেশের গড় যুবকদের মত ও'

হতই না, বরং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকত। ঐ বছরগুলিতে মোহভঙ্গ এবং নিরুদ্যমে ছিন্নভিন্ন অধিকাংশ যুবকের সামনে ছিল অনায়াস জীবনের প্রবল আকর্ষণ এবং সম্ভবতঃ বিশ বছর পরে সেই সুখপ্রদ ছোট্ট উপত্যকা থেকে নিক্রান্ত হয়ে নতুন শীর্ষে চড়ার তিক্ত প্রচেষ্টা বা কেঁচে গণ্ডুষ। কিন্তু '৪৫ সালে ৫৮-১০-এ দণ্ডিত যুবক বন্দীরা ঔদাসীন্যে ভরা আগামী দিনগুলি একলাফে পার হয়েছিল। উদ্যত খড়্গের নিচেও তাদের উন্নত শির অবনত হয়নি।

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ইতিমধ্যে দণ্ডিত মস্কোর ছাত্ররা বুতুর্কির গীর্জায় একটি গান বেঁধেছিল। সন্ধ্যার আগে ওরা হরেকরকম গলায় গানটি গাইত:

দিনে তিনবার খিচুড়ি আনতে যাই
সন্ধ্যা কাটাই গেয়ে,
চোরাই ছুঁচে থলে সেলাই করি
আগামী পথ চেয়ে।
সই ত' দিয়েছি; যাতে জলদি হয়!
পরোয়া কিসের আর?
দূর সাইবেরিয়া গেলে কি কখনো
ফেরা হবে আবার?

হা ঈশ্বর, মূল কথাটি কি করে হারিয়ে গেল? আমরা যখন কোন সেতুমুখ দখলের জন্য কাদা ঠেলে এগিয়ে চলেছি, গোলাবর্ষণ থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গর্তের মধ্যে লুকিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রসম্বলিত পেরিস্কোপ ঝোপঝাড়ের উপর তুলে ধরেছি, আমাদের ঘরে ঘরে ইত্যবসরে নতুন মানব শিশু কেবল বেড়ে ওঠেনি, চলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওরা কি অন্য দিকে চলা সুরু করেনি, যে পথে চলার ক্ষমতা দূরে থাক সাহসও আমাদের হত না? ওদের যে আমাদের মত করে মানুষ করা হয়নি।

আমাদের সমকালীন মানুষরা ফিরবে। অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দিয়ে, বীর পদকের ঠুংঠাং আওয়াজ তুলে ফিরবে। গর্বভরে যুদ্ধের কাহিনী শোনাবে। আর অল্পবয়সী ভাইরা বিদ্রূপ ভরা চোখে আমাদের দিকে চেয়ে বলবে: মূর্খ অকর্মার দল!

দ্বিতীয় খণ্ড শেষ

অনুবাদকের বক্তব্য

মূল রুশ বইটির নাম 'আর্খিপেলাগ্ গুলার্গ'-এ যে ছন্দোময় প্রতিধ্বনি হয় তার ভাষান্তর অসম্ভব। নামটি যে মানসচিত্র উৎপাদন করে তা হল সুদূর বিস্তার এক 'দেশ', যাতে আছে কয়েক কোটি 'বাসিন্দা' এবং একাধিক দ্বীপের সমাহারে দ্বীপপুঞ্জ, —কোনটি রেলপথের ধারে আটক কেন্দ্রের মত ক্ষুদ্র আবার কোনটি এক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের মত বিশালায়তন,—অথচ সবই একটিমাত্র দেশের অন্তর্গত যার নাম সোভিয়েত দেশ। অসংখ্য দণ্ড কেন্দ্রের মালা এবং লেখক বর্ণিত কালে সোভিয়েত জীবনে পুলিশী নিপীড়ন ও ত্রাসের যোগফল এই দ্বীপপুঞ্জ। মুখ্য সংশোধনী শ্রম শিবির প্রশাসনের হ্রস্ব নাম গুলাগ্। উক্ত দণ্ড ব্যবস্থার বড় অংশের নিরীক্ষণ ভার তাদের উপর ছিল।

'৭৩-এর আগস্টের এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় লেখক বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করেন। লেনিনগ্রাদের যে মহিলার কাছে তিনি পাণ্ডুলিপির একটি অংশ সুরক্ষার জন্য দিয়েছিলেন, সোভিয়েত নিরাপত্তা বিভাগের উচ্চ পদাধিকারীদের ১২০ ঘণ্টা নিদ্রাবঞ্চিত লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদে সেই মহিলা ভেঙ্গে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপির গোপন কথা ফাঁস করতে বাধ্য হন। ওরা পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিল। অতঃপর দুঃখে কাতর এবং মরীয়া মহিলা আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা সম্পর্কেই লেখক বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন, "রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি হস্তগত করেছে। অতএব, আমার বইটি এক্ষুনি প্রকাশ না করে উপায় নেই।"

লেখক পরে সংশোধন করার জন্য '৭৩-এর ডিসেম্বরে প্যারীতে প্রথম ওয়াইএমসিএ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত রুশ সংস্করণের সাথে গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইংরাজি (এবং বাঙলা) সংস্করণের সামান্য পার্থক্য ঘটেছে।

গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জ তিন ভাগে (সাত খণ্ড) বিভক্ত এক বিরাট নাট্যময় উপাখ্যান। বর্তমান অর্থাৎ দুই খণ্ডে বিভক্ত প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ বইটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

সাহিত্যিক সোলঝ্‌নিৎসিন স্বদেশের (এবং বিদেশের) পাঠকদের সঙ্গে কারা, শিবির ও পুলিশ এবং অপরাধ জগতের ভাষা, পরিভাষা, এমন কি চলতি ভাষার পরিচয় ঘটিয়ে রুশ সাহিত্যিক ভাষার পুনরুজ্জীবন এবং পরিবর্দ্ধনের কৃতিত্বের দাবী রাখেন। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিক তাঁদের কারাজীবনে সম্পূর্ণ নতুন শব্দ-সম্ভারের পরিচয় পান। অথচ সোলঝ্‌নিৎসিন সে কাজে হাত দেওয়ার আগে এই শব্দসম্ভার রুশ সাহিত্যে স্থান পায়নি,—ফলে সে ভাষার সাথে অপরিচিত মানুষ বিস্মিত হন।

এই বইয়ে ব্যবহৃত যে পরিভাষাগুলি এই শ্রেণীভুক্ত হতে পারে তাদের কয়েকটি ব্যাখ্যা করছি।

সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগীয় কর্ম্মীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কয়েকটি নামে ত' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাসও আছে। এগুলি সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ সংস্থার এক এক সময়ের নামের আদ্যাক্ষর থেকে রচিত হয়েছে।

সর্ব্বাধিক প্রাচীন নাম 'চেকিস্ট্' (চেকা কর্ম্মী),—'চেকা' থেকে উদ্ভূত। চেকা নামটি পঞ্চাশ বছর পরিত্যক্ত হলেও সোভিয়েত নিরাপত্তা কর্ম্মীরা ঐ নামেই অভিহিত হন। অর্গানের লোকরা ঐ নামটিই ভালবাসে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্ম্মী বোঝাতে 'গেবিস্ট্' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। শব্দটির 'গে' এবং 'বি' রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের নামের আদ্যাক্ষর থেকে গৃহীত। আরো আছে: 'গেবেশ্‌নিক'; 'এমভেদেশ্‌নিক',—এমভিডি বা আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের কর্ম্মী। 'গেপায়ুশ্‌নিক' অর্থাৎ 'জিপিইউ' কর্ম্মী। 'অসোবিস্ট্' বা 'অসোব'-এর কর্ম্মী। অসোব=অসোবি অৎদেল=রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ শাখা, সাধারণতঃ সেনাবাহিনীতে।

এই নামগুলি থেকে যে তীব্র গন্ধ বেরোয় তা অনুবাদেও পরিব্যাপ্ত।

গুলাগের দুনিয়ায় 'ওপেরউপলনোমোচেন্নি' (সংক্ষেপে 'ওপের') নামধের পুলিশ অফিসারদের বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। আক্ষরিক অর্থে নামটির অর্থ দপ্তরবিহীন ক্রিয়াকলাপ, প্রায়শঃই জবরদস্তি-শ্রম শিবিরে। ওর সেখানে প্রবল প্রতাপ; কারণ ও আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি। বন্দীদের ভাষায় ও হল 'কুম্',—'ধর্ম্মবাপ' বা 'পাপ স্বীকার করানো পাদরী'। ও শিবিরের গু-খেকো পায়রাদের হর্তাকর্তা। সব বন্দীর রাজনৈতিক খবরদারির ভারও ওর উপর। এই বইতে নিরাপত্তা পদাধিকারী বলতে ওকেই বোঝানো হয়েছে।

রুশ চোররা কিন্তু মামুলি চোর মাত্র নয়। এই বইয়ে বিশদভাবে বর্ণিত গোটা রুশ অপরাধ জগৎ এবং তার ভাবধারাকে বোঝাতে চোর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্লাৎনোই (পুংলিঙ্গ, এক বচন) এবং ব্লাৎনিয়ে (বহু বচন) শব্দ দু'টিতে অপরাধ জগৎ বা চোরের সঙ্গে যুক্ত মানুষ বোঝায়।

রুশ অপরাধ জগতের মানুষ সম্পর্কে 'ব্লাতারি' এবং 'উর্কি' শব্দ দু'টিও প্রচলিত। আরো যে একটি নামে ওদের ডাকা হয় তা হল 'ৎসুভেৎ নিয়ে'—'দোগলা' বা দো-আঁশলা। 'পলুৎসভেৎনোই'—'আধা দোগলা' বা যে অপরাধ জগতের পথে চলতে শুরু করেছে অথচ অপরাধ জগৎ বহির্ভূত মানুষ।

অতএব বইটির যেখানেই চোর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ধরে নিতে হবে তদ্দ্বারা ব্লাৎনিয়ে বোঝানো হয়েছে।

রুশ অপরাধ জগতে প্রচলিত অনেকগুলি শব্দ এই বইয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন চোরদের ভাষায় অ-চোর হল 'ফ্রেয়ার'। অ-চোর অধিকন্তু 'চিহ্ন', 'পায়রা', 'ভালমানুষ' এবং 'শোষণকারী' ও বটে।

গুলাগের দুনিয়া সম্পর্কিত আরো কয়েকটি শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছি :

এই অনুবাদের অনেক জায়গায় 'উগলোভ্নিকি' (স্বভাব অপরাধী) এবং 'বুতোভিকি' (অ-রাজনৈতিক অপরাধী) শব্দ দু'টিকে রাজনৈতিক অপরাধীদের থেকে পথক করার উদ্দেশ্যে একসাথে মিশিয়ে ফেলতে হয়েছে।

অ-রাজনৈতিক, অ-চোর বন্দীদের 'বুতোভিক্' বলা হত। বিপুল সংখ্যক বন্দীর অধিকাংশই ছিল অ-রাজনৈতিক অপরাধী বা 'বুতোভিকি।' এই ক্ষেত্রে প্রত্যে যতটা মনস্তাত্ত্বিক আইনগতও ততটা। 'উগলোভ্নিকি'রা ছিল পেশাদার স্বভাব অপরাধী, চোরের দলের অন্তর্ভুক্ত।

আর্খিপেলাগ্ গুলাগ্-এর প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের রুশ নাম 'স্লেদ্‌স্‌ৎভিয়ে' বা 'অনুসন্ধান'। ভারপ্রাপ্ত কর্মীর নাম 'স্লেদোভাতেল' বা 'অনুসন্ধানকারী'। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা এবং আলোচনার পর বাঙলা সংস্করণে 'জিজ্ঞাসাবাদ' এবং 'জিজ্ঞাসাবাদকারী' ব্যবহৃত হয়েছে কারণ বইটিতে বর্ণিত মামলাগুলিতে ঐসময় এমন কিছু ছিল না যাকে আইনসঙ্গত 'অনুসন্ধান' বলা চলে। যা ছিল, তা হল জিজ্ঞাসাবাদ এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী।

শিবিরের বন্দীদের এক দল প্রতিদিন সাধারণ দায়িত্বের কাজের ভার পেত এবং চটপট মরত। আর এক দল শিবিরের চৌহদ্দির ভিতরে সহজতর কাজ পেত,— দপ্তরে, হাসপাতালের আর্দালি, পাচক, পাঁউরুটি কাটা ইত্যাদি। তাদের আর কিছু-দিন টিকে থাকার সম্ভাবনা থাকত। অন্য বন্দীরা ঘৃণাভরে এদের নাম দিয়েছিল 'প্রিদুর্কি',—যারা সাধারণ দায়িত্বের কাজ এড়িয়ে যায়। এই 'প্রিদুর্কি'দেরই বঙ্গানুবাদে 'বিশস্ত' বলা হয়েছে।

যাঁরা রুশ বন্দী শিবির এবং অপরাধ জগতের ভাষার গভীরতর অনুসন্ধান করতে চান তাঁদের মেয়ার গলার ও হারলান ই. মার্কুয়েস্ প্রণীত (উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশিত, ১৯৭২) 'সোভিয়েত কারা শিবিরের ভাষা—এক ভুক্তভোগীর সঙ্কলন' পড়তে অনুরোধ করব।

আর্খিপেলাগ গুলাগ্-এর ইংরাজি অনুবাদে এঁরা অমূল্য সহায়তা দান করেছেন : প্রকাশন প্রতিষ্ঠান 'হার্পার ও রো'র অভিজ্ঞ, সুযোগ্য সম্পাদক ফ্রানসিস্ লিণ্ড্লে ; ডিক্ পাসমোর ; প্রতিভাবান সহ-সম্পাদক থিওডোর শাবাদ, যিনি টীকা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন ; এবং শ্রীমতী নিনা সোবোলেভ্ যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিষ্ঠাসহ পরিশ্রম করেছেন।

ইংরাজি অনুবাদের শেষ পর্য্যায়ে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতাসহ পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখতে বিখ্যাত বৃটিশ অনুবাদক ও সম্পাদক মাইকেল স্ক্যামেল অনুগ্রহ করে নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

আরো অনেকে এতভাবে এই অনুবাদে সহায়তা করেছেন যে তাঁদের ধন্যবাদ জানানো যথেষ্ট হবে না। তবু চেষ্টা করব,—হয়ত এই লেখা পড়ে তাঁরা বুঝবেন, কাকে বোঝাতে চাই।

এতৎসত্ত্বেও বহু ভুল ত্রুটি রয়ে যাওয়া সম্ভব,—অবশ্যই রয়ে গিয়েছে,—যার জন্য অনুবাদক পাঠকের মার্জনাপ্রার্থী।

টমাস হুইটনি
সুনীতি চরণ ভট্টাচার্য্য

টীকা

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

(১) এন. এম. বলেন : কালে কালে অর্থহীন হয়ে পড়লেও আইনটি এমন এক অদ্ভুত সময় রচিত হয়েছিল যখন শুধু ধরে নেওয়া হত না, নাগরিকরা পুলিশের ক্রিয়াকলাপ সত্যিই পরীক্ষা করতেন।

(২) ১৯৩৭ সালে কাজাকফ্ ইন্স্টিটিউট নিশ্চিহ্ন করার সময় 'কমিশন' ডাঃ কাজাকফের তৈরী জারভর্ত্তি টিকার বীজ ভেঙ্গে দেয়। ঐ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ টিকা রক্ষার জন্য রোগমুক্ত এবং মুক্তিপথে রোগীদের কাতর অনুনয় বিফল হয়। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়, টিকাগুলি বিষাক্ত। সেক্ষেত্রে ওগুলি ডাঃ কাজাকফের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে সুরক্ষা করা কি অধিকতর সমীচীন হত না ?

(৩) ভাষান্তরে, "আমরা এমন এক সর্ব্বনাশা অবস্থায় বাস করি যে মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তার নিকট আত্মীয়রা কয়েক বছরে জানতে পারে না তার কী হল ?" (বাবুশ্কিনের মৃত্যুর পর ১৯১০ সালে লেনিনের উক্তি) বিদ্রোহের সহায়তাকল্পে অস্ত্র পাচারকালে বাবুশ্কিন ধৃত হন এবং তাঁকে গুলি করে মারা হয়। অন্ততঃ তিনি তাঁর বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি সম্বন্ধে জানতেন। আমাদের মত নিরীহ মেষশাবকরা ত' অমন কিছু করার কথা ভাবতেও পারে না। তাদের কেন একই ভাগ্য হবে ?

(৪) তল্লাসি একটি বিজ্ঞানের শাখায় উন্নীত হয়েছে। আল্মা-আটার আইনের ছাত্ররা চিঠিপত্রে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা তল্লাসিকালে দুই টন জৈব সার, আট ঘনমিটার জ্বালানি কাঠ, দুই বোঝা খড়; যৌথ খামারের শস্যক্ষেত্রের উপরকার তুষার, মলমূত্রাদি জমা হওয়ার জায়গা এবং বাটি উল্টিয়েছেন; চুল্লী থেকে ইট খুলে ফেলেছেন; কুকুর, পাখী, এবং মুর্গীর বাসস্থান ঘেঁটেছেন; তোষক ফালাফালা করেছেন; ক্ষত থেকে এ্যাডেসিভ্ প্লাস্টার খুলেছেন; এমনকি লুকানো মাইক্রোফিল্মের সন্ধানে বাঁধানো দাঁত খুলে দেখেছেন। ছাত্রদের অনুরূপভাবে গ্রেফতার করা মানুষের শরীর তল্লাসি করতে এবং একবার তল্লাসি শেষের পর অন্য এক সময় ফিরে এসে তার পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়েছে।

(৫) পরে চিন্তা করতে করতে শিবিরে চলেছি: রাতে গ্রেফতার করতে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা প্রহরীদের যদি দুশ্চিন্তা থাকে যে তারা জীবিত নাও ফিরতে পারে এবং সেজন্য পরিবারবর্গকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়, তাহলে কেমন হয়? অথবা গণগ্রেফতারের সময়,—যখন লেনিনগ্রাদের এক চতুর্থাংশ মানুষ একসাথে গ্রেফতার হয়েছিল,—নিজের জায়গায় বসে নিচের তলার বাসিন্দাদের দরজায় এক এক ধাক্কা বা সিঁড়িতে পায়ের শব্দে শিউরে না উঠে, কুড়ুল, হাতুড়ি, যে কোন অস্ত্র নিয়ে নিচের হলঘরে দু'জন মানুষ যদি গ্রেফতারকারীর অপেক্ষায় এই বুঝে ওৎপেতে থাকত যে ও ব্যতীত আর কিছু করবার নেই, তাহলে কী হত? তাছাড়া, আগে থাকতে জানা অসম্ভব ছিল না যে, নীলটুপি পরা ঘাতকরা রাতে আসবেই, এবং তাদের একজনকে মারলে বড়জোর একটি খুনীকে হত্যা করা হবে। গলির মোড়ে একক চালকবিশিষ্ট অপেক্ষারত কালো মারিয়া গাড়িটিকে জোর করে অন্য কোথাও চালিয়ে দিলে, নিদেন তার চাকার হাওয়া খুলে দিলে অথবা চাকায় পেরেক ঢুকিয়ে দিলে অর্গানের অফিসারদের নিঃসন্দেহে অতি অসুবিধা হত।

আসলে আমরা স্বাধীনতা তেমন ভালবাসিনি। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ছিলাম অজ্ঞ। ১৯১৭ সালের সীমাহীন বিস্ফোরণে নিজেদের নিঃশেষ করেই মাথা নত করতে অধীর হলাম। আমরা সানন্দে মাথা নত করলাম। আর্থার র‍্যান্সম্ বলেছেন, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে মতামত জানার জন্য ১৯২১ সালে ইয়ারোস্লাভ্লে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সভায় প্রতিনিধি পাঠান। বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি, ওয়াই. ল্যারিন বোঝালেন, শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করেছে যাতে অন্য কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই, এবং ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকের বর্মস্বরূপ। শ্রমিকরা ছিল উদাসীন। তাদের বুঝবার ক্ষমতা ছিল না, কেন অধিকারের প্রয়োজন এবং কার থেকে তা সুরক্ষা করা প্রয়োজন। ফলে পার্টি নীতির প্রবক্তা যখন তাদের অলসতার জন্য তিরস্কার করে, অধিকতর ত্যাগ দাবী করলেন,—বিনা পারিশ্রমিকে ওভারটাইম কাজ, খাদ্যের পরিমাণ ঘাটতি, কারখানায় সামরিক শৃঙ্খলা,—ওরা তা সানন্দে গ্রহণ করল। অতএব, পরে যা কিছু হয়েছে, তা আমাদের প্রাপ্য।

(৬) আশ্চর্য্যের বিষয়, ত্রাভকিনের কোন ক্ষতি হয়নি। কিছুদিন আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলেন। তখনই ওঁকে ভাল করে চিনলাম। উনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং শিকারী সঙ্ঘের পরিদর্শক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১) ভেস্ত্নিক এনকেভিডি, ১৯১৭ ১নং, ৪ পৃঃ।

(২) লেনিন, সোব্রান্নিয়ে সোচিনেনিয়া, ৩৫ খণ্ড, ৬৮ পৃঃ।

(৩) ঐ ২০৪ পৃঃ।

(৪) ঐ ৩৫ খণ্ড।

(৫) ঐ ৩৫ খণ্ড, ২০৩ পৃঃ।

(৬) ভেস্ত্নিক এনকেভিডি ১৯১৮, নং ২১—২২, পৃঃ ১।

(৭) দেক্রেতি সোভিয়েতস্কোয়ীভ্লাস্তি, খণ্ড ৪, ১৯৬৮, পৃঃ ৬২৭।

(৮) এম. আই. ল্যাটসিস্, দ্বয়া গোদা বরবৃ না ভনুত্রেন্নম ফ্রন্তেঃ পপুলারনি অবজর দেউআতেলনস্তি চেকা, মস্কো ১৯২০, পৃঃ ৬১।

(৯) ঐ, পৃঃ ৬০।

(১০) লেনিন, ৫১ খণ্ড, পৃঃ ৪৭, ৪৮।

(১১) ঐ পৃঃ ৪৮।

(১২) ঐ পৃঃ ৪৭।

(১৩) ঐ পৃঃ ৪৯।

(১৪) "জাতির কঠিনতম পরিশ্রমী অংশটি পুরোপুরি উৎপাটিত হল",—গোর্কির প্রতি কেরোলেঙ্কোর চিঠি, আগষ্ট ১০, '২১।

(১৫) তুখাচেভ্স্কি, "স্ট্রাগল এগেনস্ট কাউন্টাররেভিল্যুশনারী রিভোল্টস্", ১৯২৬।

(১৬) ১৪ সেপ্ট '২১ তারিখে গোর্কিকে লেখা চিঠিতে তিনি ঐসময় জেলের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, "সর্ব্বত্র টাইফাস বীজাণু ছড়ানো।" শ্রীমতী স্ক্রিপ্নিকোভা এবং ঐ সময়ে কয়েদ হওয়া অনেকে এ উক্তি সমর্থন করেছেন।

(১৭) ভি. জি. কোরোলেঙ্কো ২৯ জুন '২১ তারিখে গোর্কিকে লেখেন: "ইতিহাস একদিন অবশ্যই বলবে, সাচ্চা বিপ্লবী এবং সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে জারের আমলের ব্যবস্থা, অর্থাৎ পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।"

(১৮) অনেক সময় খবরকাগজের নিবন্ধ পড়ে বিস্ময় প্রায় অবিশ্বাসের রূপ নেয়। ২৪ মে '৫৯ ইজভেস্তিয়া জানায়, হিটলার ক্ষমতায় আসার এক বছর পর ম্যাক্সিমিলিয়ন হাউকে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতার হন। তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল? না, তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হল। দ্বিতীয়বার কারাদণ্ড হয়েছিল? না,

প্রথমের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। যেভাবে খুসি, এই খবরটি ব্যাখ্যা করা চলে: তিনি নিঃশব্দে গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুললেন এবং অসীম সাহসের জন্য ইজভেস্তিয়ার প্রশংসা কুড়ালেন।

(১৯) এক রাজতন্ত্রী ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য ভইকভ্‌কে হত্যা করেছিলেন। জুলাই '১৮তে উরাল প্রাদেশিক খাদ্য কমিশনার হিসাবে পি. এল. ভইকভ্‌ জার পরিবারকে গুলি করে হত্যার সব চিহ্ন মুছে ফেলার কাজ পরিচালনা করেছিলেন (শব ব্যবচ্ছেদের পর টুকরো করে কেটে তার শেষ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত)।

(২০) এ. ত্তেলিচকো, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, এবং লেঃ জেনারেল। জার আমলে সমর মন্ত্রণালয়ের অধীন সামরিক পরিবহন অধিকর্ত্তা ছিলেন। এঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

(২১) পুরানো ইঞ্জিনিয়াররা বলেন, অর্দোনিকিদ্‌জে যখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন তাঁর টেবিলে বাঁ এবং ডান হাতের পাশে একটি করে পিস্তল থাকত।

(২২) ইনিই সেই সুহানভ্‌ যাঁর পেত্রোগ্রাদের কারপোভা অঞ্চলের ফ্ল্যাটে এবং যাঁর জ্ঞাতসারে (গাইডরা আজকাল মিথ্যা বলে যে, তিনি জানতেন না) বলশেভিক পার্টি কেন্দ্রীয় সমিতির ১০ই অক্টোবর, '১৭-র বৈঠকে সশস্ত্র বিদ্রোহ সুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

(২৩) ইনি পরবর্ত্তী চল্লিশ বছরের কৃষি মন্ত্রীদের চেয়ে সুদক্ষ মন্ত্রী হতে পারতেন। হায় ভাগ্যের লিখন! নীতিগতভাবে দয়ারেকো সর্ব্বদাই অরাজনৈতিক ছিলেন এবং তাঁর কন্যার ছাত্রবন্ধুরা সমাজবাদী বিপ্লবী দৃষ্টিকোণের সামিল মত প্রকাশ করলে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতেন।

(২৪) কন্দ্রাতিয়েভ্‌ নির্জ্জন কারাদণ্ড ভোগ করে জেলে মানসিক রোগে মারা যান। ইউরোভ্‌স্কিও মারা গেলেন। চায়ানভ্‌কে পাঁচ বছর আলমা-আটাতে নির্জ্জন নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। তাঁকে '৪৮-এ দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়েছিল।

(২৫) এস. জ্যালিগিন তাঁর উপন্যাসের স্তেপান চউসভের চরিত্রে এই ধরনের কৃষককে অমর করেছেন।

(২৬) যৌবনে শব্দটি আদৌ অযৌক্তিক মনে করতাম না। শব্দটির মধ্যে অস্পষ্টতার আভাসও পেতাম না।

(২৭) এই অবিরাম ঢেউ কোন না কোন সময় প্রত্যেক মানুষকে টেনেছে। গ্রেফতারের সুবিধার জন্য তৃতীয় দশকে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে অতি লজ্জাজনক মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। যথা নাবালকের সাথে যৌনসঙ্গম। অধ্যাপক প্লেৎনেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, এক মহিলা রোগীকে একলা পেয়ে তিনি তাঁর স্তন কামড়ে দিয়েছিলেন।

একটি সংবাদপত্রে ঐ ধরনের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তার পরও কেউ ঐ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করুক ত!

(২৮) এ. ভিশিন্স্কি, সম্পাদক, 'জেল থেকে পুনর্ব্বাসন সংস্থা', দণ্ডনীতি সংস্থা, মস্কো কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৫৪।

(২৯) মনে হয়, একা সঙ্কীর্ণমনা স্ট্যালিনই গুপ্তচর ব্যামোয় ভুগতেন না। ব্যামোটি প্রত্যেক সুবিধাভোগী কর্ত্তাব্যক্তির কাজে লেগেছিল। এর ফলে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপক গোপনীয়তা, তথ্যের প্রচার রোধ, রুদ্ধদ্বার ও ছাড়পত্র, কাঁটাতারঘেরা বাংলো এবং গোপন ও সীমিতপ্রবেশ দোকানের সহজ যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া গেল। গুপ্তচর ব্যামোর বর্ম্ম ভেদ করে জনসাধারণের জানার উপায় রইল না আমলাতন্ত্র কেমন নিজের আরাম, আমোদ-প্রমোদ, ভুলভ্রান্তি আর লুচ্চামিতে দিন কাটাচ্ছে।

(৩০) লেনিন ৫ম সংস্করণ, ৪৫ খণ্ড, ১৯০ পৃঃ।

(৩১) অতিশয়োক্তি, প্রায় ব্যঙ্গ মনে হয়। যাই হোক, আমি সে ব্যঙ্গের আবিষ্কর্তা নই। আমি ঐ ব্যঙ্গে দণ্ডিত মানুষদের সঙ্গে একই কয়েদখানায় ছিলাম।

(৩২) স্বয়ং স্ট্যালিনও এই ধারায় অভিযুক্ত হতে পারতেন, এই সন্দেহের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অতি সুদৃঢ়। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত দলিল ফেব্রুয়ারী '১৭-য় নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে জনসাধারণ ও বিষয়ে কিছু জানতে পারল না। জার পুলিশের প্রাক্তন পরিচালক ভি. জুন্কভ্স্কি (ইনি কোলিমায় মারা যান) বলেছেন, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতে তড়িঘড়ি পুলিশ তথ্যাগারের দলিল-গুলিতে অগ্নি-সংযোগের ব্যাপারে বেশ কিছু স্বার্থসন্ধানী বিপ্লবী সহায়তা করেছিলেন।

(৩৩) মনে হয় শুধু ঘটনাচক্রে কিরভ হত্যার ঠিক মুখে '৩৪-এ লেনিনগ্রাদের 'বড বাড়ি' তৈরীর কাজ শেষ হয়নি।

(৩৪) '৪৭-এ বিপ্লবের ত্রিশবর্ষ পূর্ত্তির সময় পঁচিশ বছরের মেয়াদ যুক্ত হয়েছিল।

(৩৫) সর্ব্বশেষ বিজয়ের সতেরো বছর পরে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে চিন্তা করে মনে হয় ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের একটি মৌলিক নিয়ম আছে। স্বয়ং স্ট্যালিনও সেই নিয়মের নগণ্য, অন্ধ অনুষ্ঠাতার অতিরিক্ত কিছু নন।

(৩৬) এন. জি. আমাকে বলেছেন।

(৩৭) এঁদের পাঁচজন জিজ্ঞাসাবাদকালীন নির্যাতনে এবং চব্বিশজন শিবিরে মারা গিয়েছিলেন। ত্রিশতম ব্যক্তি আইভান পুনিচ্ কয়েদ এবং পুনর্ব্বাসনের পর ফিরে এসেছিলেন। ইনিও মারা গেলে ঐ দলটি সম্পর্কে কিছু জানা যেত না, যেমন জানা যায়নি লক্ষ লক্ষ মানুষের বিষয়ে। এঁদের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা আজও সেভ্দ্লভ্স্কে আছে, দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন এবং সমৃদ্ধ; অনেকে বিশেষ ভাতা-ভোগী।

(৩৮) কে মনে রেখেছে? প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরক্তি ধরানো একঘেঁয়ে এই অনুষ্ঠান চলত। হয়ত রেডিওর ঘোষক লেভিতান-এর মনে আছে। গভীর আবেগ এবং হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি সহকারে তিনি চিঠিগুলি পড়তেন।

(৩৯) এ. ভিশিন্স্কি।

(৪০) আমি নিজে ঐ আদেশের ভুক্তভোগী। আমি রুটির দোকানে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। একটি পুলিশ আমাকে লাইনের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ না ঘটলে যুদ্ধে সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে আমার গুলাগ্ দ্বীপপুঞ্জের জীবন সুরু হয়ে যেত।

(৪১) পদবী দ্বারা রক্ত বিচার করা হত। ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার ভাসিলি অকরোকভ্ নক্সায় নিজের স্বাক্ষর যুক্ত করতে অসুবিধা বোধ করতেন। তৃতীয় দশকে, যখন আইনত সম্ভব ছিল, উনি নাম পাল্টিয়ে রবার্ট স্টেক্কার নাম ধারণ করেন এবং নতুন নাম অনুসারে তিনি একটি চমৎকার ব্যবসাগত স্বাক্ষর প্রস্তুত করেন। এবার উনি জার্মান হিসাবে গ্রেফতার হলেন। তিনি জার্মান নন, একথা প্রমাণ করার সুযোগও পেলেন না। তাঁকে নির্ব্বাসন দেওয়া হল। নির্ব্বাসনে তাঁকে প্রশ্ন করা হত, "এই নামই কি আপনার প্রকৃত নাম? বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার জন্য আপনি কি কি করেছেন?" তাম্বভ্ অঞ্চলের অধিবাসী কাভের্জ্নেভ্ নাম পাল্টিয়ে '১৮ সালে কল্‌বে হয়েছিলেন। অকরোকভের ভাগ্যের সাথে তার ভাগ্যের মিল কোনখানে?

(৪২) প্রথমে এ বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নির্দ্দেশ ছিল না। এমন কি '৪৩-এও কতকগুলি পৃথক ঢেউ যা অন্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র,—যেমন 'আফ্রিকান' ঢেউ রয়েছিল। ভর্কুতা নির্ম্মাণ প্রকল্পে ঐ নামধেয় কয়েদীদের দীর্ঘ দিন যাবৎ দেখা গিয়েছিল। এরা আসলে জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দী রুশ সৈন্য। রোমেল-এর সৈন্যবাহিনী থেকে আফ্রিকায় এরা আমেরিকানদের হাতে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হয়েছিল। স্টুডিবেকার গাড়িতে চড়িয়ে আমেরিকানরা ওদের '৪৩-এ মিশর, ইরাক, ইরান হয়ে রুশ দেশে পৌঁছে দিয়েছিল। ক্যাস্পিয়ান সাগরের এক মরু উপকূলে রুশভূমিতে পদার্পণ মাত্র ওদের কাঁটাতারের বেড়াজালের ভিতর ঠেলে দেওয়া হল। যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্বদেশে অভ্যর্থনা করল তারা ওদের সামরিক পদমর্য্যাদা চিহ্নাদি এবং আমেরিকানদের দেওয়া যাবতীয় জিনিষপত্র কেড়ে নিল,—বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের হেফাজতে রাখার জন্য নয়। (অনভিজ্ঞতার দরুন) দণ্ডবিধির যে কোন ধারায় তখনই সাজা দেওয়ার পরিবর্তে বিশেষ নির্দ্দেশের অপেক্ষায় ওদের ভর্কুতায় পাঠিয়ে দিল। ভর্কুতায় ওরা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দিন কাটাত। ওরা পাহারাধীন ছিল না বটে, ওদের কোন পাসও দেওয়া হত না। পাস ছাড়া ভর্কুতার বাইরে পা বাড়ানোর উপায় নেই।

ওরা সাধারণ শ্রমিকের মজুরী পেত, কিন্তু ব্যবহার পেত কয়েদীর মত। পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষ নির্দ্দেশ কোনদিনই এল না। ক্রমে সবাই ওদের কথা ভুলে গেল।

(৪৩) এদের পরবর্ত্তী জীবন নিয়ে গল্প লেখা চলে। পাছে দ্বিতীয়বার দণ্ডিত হয়, এই ভয়ে ওরা শাস্তি শিবিরে সুইডেনের গল্প করত না। তবু সুইডেনের জনসাধারণ ওদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে সংবাদপত্রে কুৎসা কাহিনী প্রকাশ করে। ততদিনে ওদের বিভিন্ন শিবিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ বিশেষ আদেশবলে ওদের সবাইকে লেনিনগ্রাদের জেলে জেলে এনে রাখা হল। দু'মাস ধরে ওদের ঠেসে খাওয়ান হল, লম্বা চুল গজাতে দেওয়া হল,—যেন জবাই করা হবে। মোটামুটি ভদ্র পোষাক পরিচ্ছদ পরানো হল এবং কাকে কী জবাব দিতে হবে সে বিষয়ে পুরো তালিম দেওয়া হল; সাথে সাথে সাবধান করে দেওয়া হল, শেখানো বুলির বাইরে কিছু বললেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর বাছাই করা সাংবাদিক এবং সুইডেনে অবস্থানকালীন ওদের সবাইকে চিনতেন এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে নিয়ে যাওয়া হল। প্রাক্তন অন্তরীণ নাবিকদের উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। ওরা নিজেদের বাসস্থান এবং কর্মস্থলের বিবরণ দিল; অল্পদিন আগে পড়া পশ্চিম ইউরোপের বুর্জ্জোয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত কুৎসায় বিরক্তি প্রকাশ করল (কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার সব খবরকাগজের স্টলেই ত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির খবরকাগজ বিক্রী হয়!)। তাই ওরা পরস্পরের মধ্যে লেখালেখি করে একত্রিত হয়েছে। (এই যাতায়াতের খরচের জন্য ওদের এতটুকুও দুশ্চিন্তা নেই) ওদের চকচকে, তাজা চেহারা দেখে খবরকাগজের কাহিনী নিছক কুৎসা কাহিনী মনে হল। মিথ্যা প্রমাণিত সাংবাদিকরা মার্জ্জনা ভিক্ষা রচনা করতে ছুটলেন। দৃশ্যটির যে অপর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে তা পশ্চিমী কল্পনা শক্তি মোটেই আন্দাজ করতে পারল না। সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তুগুলিকে ছোট ছোট করে চুল ছেঁটে ছেঁড়া কয়েদীর পোষাক পরিয়ে নিজ নিজ শিবিরে ফেরৎ পাঠানো হল। সাক্ষাৎকারে বেয়াড়াপনা না করার পুরস্কার হিসাবে ওরা দ্বিতীয় শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিল।

(৪৪) পূর্ণ বিবরণ না জেনেও আমি নিঃসন্দেহ যে ঐ জাপানীদের আইন সঙ্গত উপায়ে দণ্ড দেওয়া চলত না। আসলে এভাবে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা হয়েছিল। তা ছাড়া, ওদের যতদিন শ্রমিক হিসাবে খাটানো যায়, মন্দ কি?

(৪৫) ভাবতে অবাক লাগে, পাশ্চাত্য দেশে যেখানে রাজনৈতিক তথ্য বেশীদিন গোপন রাখা যায় না,—হয় অনিবার্য্যভাবে সংবাদপত্রে ছাপা হয় বা প্রকাশ করে দেওয়া হয়,—বৃটিশ এবং মার্কিন সরকার এই বিশেষ বিশ্বাসঘাতকতার বৃত্তান্তটি সম্বন্ধে গোপন রাখতে পেরেছে। বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এইটিই সর্ব্বশেষ বা অন্যতম

শেষ গোপন তথ্য। প্রায় পঁচিশ বছর বিভিন্ন শিবিরে এদের সঙ্গে মেলামেশা করে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের জনসাধারণ পাশ্চাত্যের সরকারগুলির এই কুকর্ম,—যার ফলে এই বিপুল সংখ্যক সাধারণ রুশ নাগরিককে প্রতিশোধ এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে পাঠানো হল,—সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। ২১ জানুয়ারী '৭৩-এর সানডে ওকলাহোমান পত্রিকায় জুলিয়াস এপ্‌স্টাইনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা সত্যিই কিছু জানতে পারেনি। ঐ দুর্ভাগ্যদের বহু মৃত এবং অল্প কয়েকজন জীবিত মানুষের হয়ে আমি নির্ভীকভাবে প্রবন্ধকারের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জবরদস্তি সোভিয়েত দেশে প্রত্যর্পণের এতাবৎ গোপন ইতিহাসের বহু দলিলের মধ্যে থেকে খুসিমত বেছে নেওয়া একটি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "বৃটিশের কর্তৃত্বাধীনে দু' বছর নিরুপদ্রবে কাটানোর পর ওরা অলীক নিরাপত্তার স্বপ্নে ভুলেছিল, তাই বিস্ময়ে মূঢ় হয়ে গিয়েছিল······ওরা বোঝেনি, ওদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে······ওরা ছিল মূলতঃ সরল কৃষক; বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ওদের ব্যক্তিগত নালিশ ছিল।" ইংরেজরা ওদের সঙ্গে "যে ব্যবহার করেছিল অন্য দেশ তা কেবল যুদ্ধাপরাধীর সঙ্গে করে থাকে,—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে এমন যুদ্ধ-বিজেতার হাতে তুলে দেওয়া যার কাছে সুবিচার আশা করা যায় না।" প্রাণে মারবার উদ্দেশ্যে ওদের সবাইকে গুলাগে পাঠানো হয়েছিল। (টীকা গ্রন্থকারের, '৭৩ সাল)।

(৪৬) "এক গুলি সুতো"র মামলার মূল নথিপত্রে কর্তৃপক্ষ লিখেছিল "২০০ মিটার সেলাই করার জিনিষ।" আসলে ওরা "এক গুলি সুতো" লিখতে লজ্জা পেয়েছিল।

(৪৭) প্রকৃতপক্ষে প্রাণদণ্ড অল্প সময়ের জন্য পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল। আড়াই বছর পরে জানুয়ারী '৫০-এ পর্দা খোলার পর তার হিংস্র দাঁত নখ আবার দেখা গেল।

(৪৮) গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত সর্ব্বদাই আমাদের দেশে কোন কিছু সম্পর্কে সঠিক বৃত্তান্ত জানা অসম্ভব হয়ে রয়েছে। মস্কোর গুজব অনুসারে স্ট্যালিনের পরিকল্পনা ছিল: মার্চ মাসের প্রথমে 'খুনে ডাক্তারদের' মস্কোর লাল চত্বরে ফাঁসি দেওয়া হবে। এর ফলে উপযুক্ত শিক্ষকদের দ্বারা উৎসাহিত দেশসেবীরা স্বভাবতঃই ইহুদি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে মেতে যাবে। সেই মুহূর্তে সরকার হস্তক্ষেপ করবে (এখানে স্ট্যালিনের চরিত্র সুন্দর পরিস্ফুট, তাই না?) এবং জনসাধারণের রোষ থেকে উদ্ধার করার জন্য সেই রাতে ইহুদিদের মস্কো থেকে দূর প্রাচ্য এবং সাইবেরিয়ায় স্থানান্তরিত করা হবে। সেখানে ওদের জন্য আগেই ব্যারাক তৈরী করা হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) এ. পি. কে.'র সাক্ষ্য অনুসারে ডাঃ এন।

(২) কে. এস. টি।

(৩) এই বইয়ের প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়

(৪) শ্রীমতী এ. আখমাতোভা আমাকে বলেছেন, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যে চেকা-কর্মীটি মিথ্যা মামলা সাজিয়েছিল, তিনি তার নাম বলেছিলেন,—যত দূর মনে পড়ে, ওয়াই. আগ্রানভ্।

(৫) অপরাধ বিধির ৯৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বেনামা বিবৃতির ভিত্তিতে অপরাধের মামলা দায়ের করা চলবে!" "অপরাধ" কথাটিতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। অপরাধ বিধি রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধী গণ্য করত।

(৬) এন. ভি. ক্রাইলেঙ্কো, "শেষ পাঁচ বছর (১৯১৮—১৯২২)" পৃঃ ৪০১।

(৭) ওয়াই. গিন্সবার্গ লিখেছেন, এপ্রিল '৩৮-এ "শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বোঝানোর" অনুমতি দেওয়া হয়। ভি. শালামভ্ মনে করেন, '৩৮-এর মাঝামাঝি নির্যাতনের অনুমতি দেওয়া শুরু হয়। প্রাক্তন বন্দী এম. নিঃসন্দেহ যে "জিজ্ঞাসাবাদ অনুষ্ঠান সরলীকরণ এবং তদুদ্দেশ্যে মনস্তাত্ত্বিকের পরিবর্তে দৈহিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের" আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আইভানভ্-রাজুমনিক মধ্য '৩৮কে "নিষ্ঠুরতম জিজ্ঞাসাবাদের যুগ" অভিহিত করেছেন।

(৮) মনে হয় ঐ সময় শ্রোতাদের থেকে ভিশিন্স্কির নিজের এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আশ্রয় কম প্রয়োজন ছিল না। তিনি ছিলেন যেমন কুবুদ্ধি তেমনি চতুর। যখন সরকারী উকিলের মঞ্চ থেকে তিনি চেঁচাতেন, "ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ওদের মেরে ফেলা হোক!" তখন মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝতেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিরপরাধ। খুব সম্ভব তিনি এবং মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের তিমি মাছ, অভিযুক্ত বুখারিন আইনগত মিথ্যাকে দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় ঢাকার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়ে থাকলে বুখারিন অত্যন্ত বোকার মত এবং অহেতুক মৃত্যু বরণ করেছেন। আর ভিশিন্স্কির পক্ষে মুখোসখোলা পুরো শয়তান বলা অপেক্ষা তাত্ত্বিক বলাই শ্রেয়ঃ ছিল।

(৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের সাথে তুলনীয়: "ফৌজদারী মামলায় কোন ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা চলবে না।" বাধ্য করা চলবে না! সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের "অধিকার সূচীতেও" একই কথা দেখতে পাই।

(১০) রটত্ এবং ক্রাসোভয় নিষ্ঠুর নির্যাতনের জন্ম কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু এই জনশ্রুতি প্রমাণিত হয়নি।

(১১) জার সাম্রাজ্যের কঠোর আইনেও নিকট আত্মীয়রা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করতে পারত। এমনকি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত সাক্ষ্য পরে প্রত্যাহার বা বিচারালয়ে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে নারাজ হতে পারত। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, কোন অপরাধীর সাথে আত্মীয়তা বা পরিচয়টাই অপরাধের প্রমাণ গণ্য হত না।

(১২) আজকাল তিনি বলেন: "পনেরো বছর পরে, পুনর্ব্বাসন প্রক্রিয়াদি চলাকালীন ওরা আমাকে ঐ স্বীকারোক্তিগুলি আবার পড়তে দিয়েছিল। পড়ে, এক মানসিক বিমর্ষতায় মন ভরে গেল। তখন অত গর্ব্ব করার কী বা ছিল?" আমার নিজের পুনর্ব্বাসনের সময় পূর্ব্বেকার স্বীকারোক্তির অংশবিশেষ পড়ে আমারও ঐ অনুভূতি হয়েছিল। প্রবাদ আছে: "ওরা আমাকে বাঁকিয়ে ধনুক বানাতে চেষ্টা করল, আমি অন্ত কিছু হলাম।" আমি নিজেকে চিনতে পারিনি। অবাক লাগে, সই করার পর কি করে ভেবেছি, আমার তেমন কিছু লোকসান হয়নি?

(১৩) মনে হয়, এটি মঙ্গোলীয় চিন্তাশৈলীর নিদর্শন। 'নিভা' সাময়িক পত্রিকায় (১৫ মার্চ ১৯১৪, ২১৮ পৃঃ) মঙ্গোলীয় কারাগার চিত্রিত হয়েছে: প্রত্যেক বন্দীকে একটি করে তোরঙ্গের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়। তোরঙ্গে একটি করে ফুটো থাকে, —খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ বা বন্দীর মাথা বার করার জন্ম। একটি কারারক্ষী ঐ একাধিক তোরঙ্গ পাহারা দেয়।

(১৪) হাঁটুর উপর দাঁড়ানো বন্দীদের পাহারা দেওয়ার কাজ দিয়ে কোন এক ব্যক্তির কর্ম্মজীবন শুরু হয়েছিল। খুব সম্ভব আজ তিনি উচ্চপদে আসীন এবং তাঁর সন্তানাদিও সুপ্রতিষ্ঠিত।

(১৫) কল্পনা করুন, রুশভাষায় অজ্ঞ এক বিদেশীকে ঐ প্রকার ঘোলাটে অবস্থায় কোন কিছু সই করতে দেওয়া হল। ব্যাভেরিয়াবাসী ইয়াপ্ এ্যাশেনব্রেন্নারকে অনুরূপ অবস্থায় একটি নথি, যাতে সে স্বীকারোক্তি করেছে যে, সে যুদ্ধকালে গ্যাসের গাড়ি চালাত, সই করানো হয়েছিল। শিবিরে '৫৪-র আগে সে প্রমাণ করতে পারেনি যে, ঐ সময় সে মিউনিখে ইলেক্ট্রিক ওয়েলডিং শিখত, গ্যাসের গাড়ি চালাত না।

(১৬) জি. মি—চ্।

(১৭) পরিদর্শন ছিল এতই অবাস্তব এবং এত জোর দিয়ে বলা চলে তা কখনই অনুষ্ঠিত হয়নি যে পরিদর্শকরা যখন '৫৩তে প্রাক্তন রাষ্ট্র নিরাপত্তা মন্ত্রী আবাকুমভের (ইনি ততদিনে নিজে বন্দী হয়েছিলেন) কুঠরীতে ঢুকল, আবাকুমভ্ অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি পরিদর্শকদের পদার্পণকে আর এক বিভ্রান্তিকর কৌশল মনে করেছিলেন।

(১৮) '৪৯-এ গ্রেফতারের পর কারেল আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি সমিতির অধ্যক্ষ জি. হুপ্রিয়ানভের গ্রেফতারের পর অনেকগুলি দাঁত উপড়ে নেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি দাঁত ছিল সোনার। ওরা প্রথমে সোনার দাঁতগুলির জন্য রসিদ দিল; পরে নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পেরে সময়মত রসিদটি ফেরত নিয়ে নিল।

(১৯) '১৮ সালে মস্কো বিপ্লবী বিচারালয় প্রাক্তন জার আমলের কারা-রক্ষী বণ্ডারের শাস্তি বিধান করে। বণ্ডারের চরম নিষ্ঠুরতার উদাহরণ হিসাবে অভিযোগ করা হয়েছিল, "সে এত জোরে একজন রাজনৈতিক বন্দীকে আঘাত করেছিল যে, বন্দীর কানের পর্দা ফেটে গিয়েছিল।" (ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ১৬)

(২০) এন. কে. জি.

(২১) আমাদের সন্দেহ বিষে দূষিত আবহাওয়ার সাথে পরিচিত সবাই বুঝবেন কেন গণ-আদালত বা আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি কার্য্যনির্বাহী সমিতিতে অপরাধ বিধি দেখতে চাওয়া চলে না। কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে, আপনি হয় অপরাধের প্রকৃতির জন্য নয় অপরাধীর পদাঙ্ক মুছে ফেলতে চান।

(২২) ওখানে একনাগাড়ে আট থেকে দশ মাস জিজ্ঞাসাবাদ চলত। বন্দীরা বলে, "খুব সম্ভব ক্লিম্ (ভরোশিলভ্)-এরও জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে।" ওঁকে কখনো সত্যিই বন্দী করা হয়েছিল কি?

(২৩) ঐ বছর বুতুর্কির নতুন গ্রেফতার হওয়া বন্দীদের মধ্যে যাদের ইতিমধ্যে স্নান এবং বাক্সবন্দীর শাস্তি ভোগ হয়েছিল, তাদের দিনের পর দিন সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করতে হত কখন বন্দীবাহী গাড়িগুলি পুরানো বন্দীদের সরিয়ে নিয়ে কুঠরীতে নতুনদের স্থান করে দেবে। টি-এভ্, যাঁকে '৩১এ বুতুর্কিতে বন্দী করা হয়েছিল, বলেন, বাঙ্কের নিচেও এত বেশী ভিড় লেগে থাকত যে, বন্দীরা এ্যাশফাল্টের মেঝেয় শুত। আমি নিজে '৪৫-এ গ্রেফতার হয়ে একই অবস্থা দেখেছি। সম্প্রতি আমি এম. বি-চ্-এর থেকে '১৮ সালে বুতুর্কিতে অতিরিক্ত ভিড় সংক্রান্ত ব্যক্তিগত জবানবন্দী পেয়েছি। অক্টোবর '১৮-এ, অর্থাৎ লাল ত্রাসের দ্বিতীয় মাসে, ভিড়ের চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বুতুর্কির ধোপাখানায় সত্তরজন নারীর জন্য কুঠরী তৈরী করা হয়েছিল। তাহলে বুতুর্কিতে ভিড় থাকত না কখন?

(২৪) এতেও আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। '৪৮-এ ভ্লাদিমির আভ্যন্তরীণ জেলে একশো বর্গফুট একটি কুঠরীতে ত্রিশজন বন্দীর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল (এস. পতাপভ্)।

(২৫) আইভানভ্-রাজুম্নিকের গ্রন্থটি মোটামুটি ভাবে তাসা তাসা, ব্যক্তিগত বিবরণে ভর্তি। অনেক একঘেয়েমি ধরানো হাসির গল্পও আছে। তবু '৩৭-৩৮-এ 'কুঠরী-জীবনের বাস্তব রূপটি সুচিত্রিত হয়েছে।

(২৬) ট্যাঙ্ক ব্রিগেড চালনা করলেও কোন কারণে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে তাদের চালনা করেননি। কিন্তু ওরা এ কথা বিশ্বাস করল না। বিবিধ নির্যাতনের পর তাঁকে দশ বছর কারাদণ্ড দিল। এর থেকে বোঝা যায়, পুলিশও নিজের কৃতিত্বে আস্থা হারিয়েছিল।

(২৭) বহু বছর পরে বুখারিনের মামলাও আংশিকভাবে এই রকম হয়েছিল। হাজার হোক সম-সমাজের মানুষ, শ্রেণীভ্রাতা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে ক্ষেত্রে সবকিছু বিশদ ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

(২৮) আর. পেরেসভেতভ, নোভিমির, ৪নং ১৯৬২।

(২৯) এম. পি. মেলগুনভ, ভস্‌পমিনানিয়া ই দ্‌নিয়েভিকি, প্রথম খণ্ড, ১৯৪৬, ১৩৯ পৃঃ।

(৩০) ঐ দলভুক্ত আন্দ্রেউশকিন্ অর খারকভস্থ বন্ধুকে খোলাখুলি চিঠি লিখেছিল: "আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে নিষ্ঠুর ত্রাস দেখা দেবে…লাল ত্রাসই আমার নেশা…এই চিঠির প্রাপকের জন্য আমি চিন্তিত…ও পেলে, আমিও পেতে পারি, এবং সেইটিই হবে দুর্ভাগ্যজনক, কারণ আমি বহু ফলদায়ক কর্মীকে টানতে বাধ্য হব।" ঐ চিঠিটি তার ঐ ধরনের লেখা প্রথম চিঠি নয়। চিঠিটি যে অ-দ্রুতগতি তল্লাশির সূত্রপাত করেছিল তা পাঁচ সপ্তাহ চলেছিল। খারকভ্ থেকে পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত খুঁজে দেখা হচ্ছিল, পিটার্সবুর্গের কে চিঠিটি লিখেছে। আন্দ্রেউশকিন্‌কে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি। পয়লা মার্চ, রাজনৈতিক হত্যা প্রচেষ্টার সামান্য আগে বোমা হাতে বোমা নিক্ষেপকারীরা নেভ্‌স্কি প্রস্পেক্টে গ্রেফতার হয়েছিল।

(৩১) ঐ সময় আমার স্কুল জীবনের এক বন্ধুর গ্রেফতারের উপক্রম হয়েছিল। পরে এ কথা জেনে প্রচুর স্বস্তি পেয়েছি যে, ও তখনো গ্রেফতার হয়নি। কিন্তু বাইশ বছর পর ও আমাকে চিঠিতে জানাল: "প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে আমার ধারণা হয়েছে যে তুমি একপেশে চিন্তাধারায় ভুগছ। উদ্দেশ্যানুধাবন করে বলতে পারি তুমি পশ্চিম জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-প্রমুখ ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য শক্তিগুলির ধ্বজাধারী হয়েছ। লেনিন, মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্, তুমি যাঁদের অনুরক্ত ভক্ত ছিলে এবং আছ, বেঁচে থাকলে তোমার কাজের কঠোরতম সমালোচনা করতেন। সুতরাং একবার ভেবে দেখো।" আমি প্রকৃতই ভেবেছি…ভেবেছি তখন ওর গ্রেফতার কেন হয়নি আর, গ্রেফতার না হওয়ার দরুন কী লোকসানই না হয়েছে!

(৩২) প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপকে. আর. ডি।

চতুর্থ অধ্যায়

(১) তুলনা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ উভয়ের সাল এবং পদ্ধতির মধ্যে অত্যন্ত বেশী মিল আছে। যাদের গেস্টাপো এবং এমজিবি উভয়ের হাত পেরিয়ে আসতে হয়েছে তাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই তুলনা দেখা দেয়। এই রকম একজন হলেন গোঁড়া খৃষ্টধর্ম-প্রচারক এবং দেশত্যাগী ইয়েভ্‌গেনি দিভিনিচ্‌। গেস্টাপো তাঁকে জার্মানীস্থ রুশ কর্মীদের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করেছিল, আর এমজিবি করেছিল আন্তর্জ্জাতিক বুর্জ্জোয়ার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে। দিভিনিচের বিচারের রায়ে এমজিবি খুসি হয়নি। এমজিবি এবং গেস্টাপো উভয় সংস্থাই তাঁকে নির্যাতন করলেও শেষোক্তটি প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা করেছিল এবং অভিযোগ না টেকার জন্য মুক্তি দিয়েছিল। প্রথমোক্তটির না ছিল প্রকৃত ঘটনা জানার না বন্দীকে মুক্তি দানের ইচ্ছা।

(২) নির্যাতনের আর এক পরিভাষা।

(৩) অর্থাৎ নিজের দলের লোক হলে।

(৪) ইলিন—'৩১ সালে।

(৫) ইয়ারোস্লাভলের উগ্র জিজ্ঞাসাবাদকারী ভক্সোপিয়ালভ্‌ মলদাভিয়ার শিক্ষা বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

(৬) ভিক্টর নিকোলায়েভিচ্‌। ইনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রাক্তন লেঃ জেনারেল।

(৭) বিশ্ববিশ্রুত জীবতত্ত্ববিদ তিমোফিয়েভ্‌-রেসভ্‌স্কিকে জেনারেল সেরভ্‌ বার্লিনে অভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কে?" বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কশাকের জাতিগত সাহসিকতা রয়ে গিয়েছিল। তিনি আদৌ দমে না গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তুমিই বা কে?" সেরভ্‌ এইবার ভদ্রভাবে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি বৈজ্ঞানিক?"

(৮) আইভানভ্‌-রাজুমনিক্‌ বলেন, ভ্যাসিলিয়েভের তাই হয়েছিল।

(৯) আর. এস্‌ফির, ১৯৪৭।

(১০) কেমেরভো আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদকারী পখিডো।

(১১) স্কুলের ছাত্র মিশা. বি।

(১২) বহুকাল হল 'নষ্ট স্ত্রী' নামে একটি কাহিনীর বিষয়বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। মনে হয় গল্পটি শেষ করতে পারব না, তাই এখানে বলি। কোরীয় যুদ্ধের

প্রাক্কালে দূর প্রাচ্য বিমান-বাহিনীর কোন ইউনিটের এক লেঃ কর্নেল ছুটিতে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে। ডাক্তাররা সত্য গোপন করল না। বিকৃত যৌন-ক্রিয়ার ফলে মহিলার যৌনাঙ্গগুলিতে আঘাত লেগেছে। লেঃ কর্নেল স্ত্রীর থেকে জানলেন, তাঁর ইউনিটের অসোব কর্মী, এক প্রবীণ লেফটেনাণ্ট ঐ দুষ্কর্মের জন্য দায়ী। (মনে হয়, মহিলার কথঞ্চিৎ সহায়তা ব্যতিরেকে ব্যাপারটা অত দূর গড়াত না) ক্ষিপ্ত লেঃ কর্নেল অসোবিস্টের দপ্তরে ঢুকে, পিস্তল উঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করার ভয় দেখালেন। প্রবীণ লেফটেনাণ্ট অতি ঝানু লোক। ধমকে রাগ নামিয়ে দিয়ে, পরাস্ত এবং অনুকম্পাযোগ্য লেঃ কর্নেলকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি হুকুম করলেন, "যে অবস্থায় স্ত্রীকে পেয়েছ,—অর্থাৎ এমন এক আঘাতসহ যা অনেকাংশে দুরারোগ্য,—ঐ অবস্থায় তার সাথে বসবাস করো। বিবাহ-বিচ্ছেদ নালিশ করার সাহস করো না। নইলে তোমাকে এমন ভয়াবহ শিবিরে পাঠাব যেখান থেকে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করবে।" গ্রেফতার এড়ানোর মূল্য হিসাবে এ সবই করতে হয়েছিল। লেঃ কর্নেল যথাযথ হুকুম তামিল করেছিলেন। (অসোবিস্টের গাড়ির ড্রাইভারের কাছে আমি কাহিনীটি শুনেছি)।

ঐ ধরনের ঘটনা অবশ্যই আরো ঘটেছে, কারণ ওদের মধ্যে ক্ষমতা অপব্যবহার প্রায়ই ঘটত। '৪৪-এ একজন গেবিস্ট—রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগীয় অফিসার—তার বাপকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে সেনাদলের এক জেনারেলের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটির এক প্রেমিক থাকলেও, বাপকে বাঁচাতে গিয়ে ও গেবিস্টকে বিয়ে করল। হ্রস্ব বিবাহিত-জীবনের একটি রোজনামচা প্রেমিকের হাতে তুলে দিয়ে, মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল।

(১৩) কে. স্রাখোভিচের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পরিবর্তিত করে লঘুতর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। '৪৪-এ তাই তিনি ওদের সব নষ্টামি মার্জনা করতে প্রস্তুত ছিলেন, স্ত্রী এলিজাভিয়েতাকেও বুঝিয়েছিলেন যাতে ঐ বিষয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করেন। কিন্তু দুর্দম তেজোময়ী মহিলা জিজ্ঞাসাবাদকারী ক্রুজকভের বিচারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এটি তার প্রথম অপরাধ নয়, এবং তার ফলে অর্গানের স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছিল। ক্রুজকভকে পঁচিশ বছর সাজা দেওয়া হল। ও ঠিক অত দীর্ঘ সাজা ভোগ করেছিল কিনা, বলতে পারব না।

(১৪) "রোমান গুল", যেরঝিনস্কি। "মেনঝিনস্কি-পিটার্স-ল্যাটসিস্-ইয়াগোদা." প্যারী '৩৬।

(১৫) এও আমার একটি কাহিনীর উপাদান। কি জানি, ঐ রকম আরো কত ঘটনা আছে! হয়ত একদিন কেউ ঐগুলির সদ্ব্যবহার করবে।

(১৬) সামরিক প্রহরী সংস্থা। প্রাক্তন নাম সাধারণতন্ত্রী আভ্যন্তরীণ প্রহরী সংস্থা।

(১৭) কথাটি সত্যি। সব মিলিয়ে ভি. তেরেখভ্ অসাধারণ মনোবল এবং সাহস সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। জটিল পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনী চাইদের বিচার করার জন্য প্রয়োজনও তাই ছিল। স্পষ্টতঃই তাঁর মনও ছিল অত্যন্ত সতেজ। খ্রুশ্চেভের সংস্কারগুলি অধিকতর দূরপ্রসারী এবং সুষ্ঠু হলে তেরেখভ্ সেগুলির রূপায়ণে কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন। আমাদের ঐতিহাসিক নেতারা শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু কাজ করে উঠতে পারেন না।

(১৮) হোমরা-চোমরা ব্যক্তি হিসাবে তাঁর পাগলামির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বেসরকারী পোষাকে, প্রধান দেহরক্ষী কুজনেৎসভ্ সমভিব্যাহারে, আবাকুমভ্ যখন এবং যেমন খুসি মস্কোর রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং চেকা তহবিল থেকে টাকাকড়ি বিলাতেন। এ কাহিনীতে প্রাচীন রাশিয়ার গন্ধ,—আত্মার উন্নতির জন্য দান করা,—পাওয়া যায়।

(১৯) যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদের এক বৈমানিক রিয়াজানের হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে এক যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ে কাতর আবেদন করেছিল, "আপনারা বলুন, আমার যক্ষ্মা হয়েছে। না হলে আমাকে অর্গানের কাজ করতে ধরে নিয়ে যাবে। ডাক্তার ওর মধ্যে যক্ষ্মার ছোঁয়াচ আবিষ্কার করল। অর্গান টানাটানি করল না।

(২০) তেরেখভের প্রসঙ্গে মনে পড়ে, খ্রুশ্চেভের আমলে বিচার-ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতা আমার কাছে সপ্রমাণ করতে গিয়ে তিনি সোৎসাহে টেবিলের উপরের কাঁচে এমন জোর ঘুষি মারলেন যে, তাঁর হাত কেটে গেল। তেরেখভ্ সহায়তার জন্য ঘণ্টা বাজালেন। অধঃস্তনরা প্রস্তুত ছিল। একজন আয়োডিন আর হাইড্রোজেন পারক্সাইড নিয়ে এল। কথা বলতে বলতে তেরেখভ্ বার বার রক্তে ভেজা তুলো ক্ষতে চেপে ধরছিলেন। ওঁর রক্তক্ষরণ দেরীতে বন্ধ হয়। এইভাবে ঈশ্বর মানুষের ক্ষমতার সীমা তাঁর কাছে প্রকট করলেন। ঐ মানুষই কত লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছে!

(২১) আমার গ্রন্থ 'আইভান ডেনিসোভিচের জীবনে একদিন' সম্পর্কে পেনসনভোগী অবসরপ্রাপ্ত নীল টুপিধারীরা বলেছিল, বইটি হয়ত শিবিরে কয়েদ হওয়া আসামীদের ক্ষত খুঁচিয়ে তুলবে। বলা হয়েছিল, ওদের রক্ষা করা প্রয়োজন।

(২২) অপর দিকে পূর্ব্ব জার্মানীতে ঐ ধরনের কিছু শোনা যায়নি। অর্থাৎ ওখানে হয়ত নাজিদের নতুন ছদ্মবেশ পরিয়ে রাষ্ট্রের কাজে লাগানো হয়েছে।

(১) কেপিজেড—প্রাথমিক আটক কুঠরী। ভিপিজেড—প্রাথমিক আটক ভবন। এই জায়গাগুলিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। বিচারের রায় কার্য্যকরী করা হত না।

(২) আলেকজাণ্ডার ডি।

(৩) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলি, কুঠরীর মাপ ছিল ১৫৬ সেঃ মিঃ চওড়া ২০৯ সেঃ মিঃ দীর্ঘ। কি করে জানলাম? সুখানোভ্‌কাও ভাঙতে পারেনি এমন মজবুত মন আর ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবের যৌথ বিজয়ের ফলে জেনেছি। মাপটি নিয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার ডি, যিনি সব নির্যাতনের মাঝে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পাগল হয়ে যাওয়া বা চরম হতাশা রোধ করেছিলেন। মনকে দূরত্ব মাপার কাজে নিয়োজিত করে ওদের প্রতিরোধ করেছিলেন। তিনি লেফর্তোভোর সি ড়ি গুণে তাকে কিলো-মিটারে পরিণত করতেন। এ ছাড়া কোন এক মানচিত্র থেকে মস্কো সীমান্তের দূরত্ব, ইওরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এবং অতলান্তিক সাগরের এপার থেকে ওপারের দূরত্ব মনে রেখেছিলেন। আমেরিকায় ফিরবার আশায় এই হিসাবগুলি মনে রাখতেন। লেফর্তোভোয় এক বছর নির্জনবাসে তিনি অর্দ্ধেক অতলান্তিক পাড়ি দিয়েছিলেন বলা চলে। অতঃপর তাঁকে সুখানোভ্‌কায় স্থানান্তরিত করা হয়। কত অল্প লোক ঐ কারাগারের সব কথা বলার জন্য বেঁচে থাকবে বুঝতে পেরে তিনি কুঠরীগুলি মাপার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জেলের বাটির নিচে ১০/২২ ছাপ দ্বারা লক্ষ্য করে তিনি আন্দাজ করলেন বাটির তলদেশের ব্যাস ১০, উপরকার ব্যাস ২২। এইবার তাঁর তোয়ালে থেকে একটি সুতো বার করে সুতোটিকে মাপকাঠি করলেন এবং তার দ্বারা সবকিছু মাপলেন। এ ছাড়া, একটি ছোট চেয়ারে হাঁটু ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানোর এবং তাঁর চোখ খোলা আছে,—পাহারাদারকে এই ধাপ্পা দেওয়ার যুক্তিও আবিষ্কার করেছিলেন। সেইজন্য রাইউমিন এক মাস নিদ্রাবঞ্চিত করে রাখা সত্ত্বেও পাগল হয়ে যাননি।

(৪) অবরোধের সময় লেনিনগ্রাদের বড় বাড়িতে মনুষ্য-মাংসভোজী মানুষ দেখা যেত। কোন অজ্ঞাত কারণে এমজিবি যারা মানুষের মাংস খেয়েছে এবং যারা শব-ব্যবচ্ছেদাগার থেকে মানুষের যকৃত কেনা-বেচা করেছে এমন মানুষদের রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে আটকে রাখত।

(৫) চিরাচরিত কারাগারের নিয়মের অতিরিক্ত নির্যাতনের পদ্ধতিগুলি ক্রমশঃ জিপিইউ-এনকেভিডি-এমজিবির আভ্যন্তরীণ কারাগারগুলিতে আবিষ্কৃত হচ্ছিল।

দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় বাইরের মত কুঠরীগুলিতেও রাতে আলো নিভিয়ে দেওয়া হত। পরে রাতে আলো জ্বালিয়ে রাখা শুরু হয়; যুক্তি, বন্দীদের উপর সব সময় নজর রাখা প্রয়োজন। (রাতে পরিদর্শনের জন্য যখন ওরা আলো জ্বালাত তখন অবস্থা হত আরও খারাপ) হাত দুটি কম্বলের বাইরে রাখতে হত, পাছে কম্বলের নিচে বন্দী নিজের গলা টিপে আত্মহত্যা করে এবং তদ্দ্বারা উপযুক্ত জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়ে যায়। পরীক্ষামূলকভাবে দেখান হয়েছিল যে, শীতকালে গরম রাখার উদ্দেশ্যে মানুষ বিছানার চাদরের নিচে হাত দুটি ঢোকাতে চায়। তাই পাকাপাকি নিয়ম হল।

(৬) প্রায় শঙ্কার সাথে লক্ষ্য করেছি যে সপ্তম দশকে ঐ লোকগুলির বহিঃ-প্রকাশের কথা আবার শোনা যাচ্ছে। শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি। আগে ত' এ আশাও পোষণ করতে পারিনি।

(৭) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সদর দপ্তরের সাথে যুক্ত কারাগার।

(৮) স্কুলের ইতিহাস পাঠক্রম এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির হ্রস্ব ইতিহাসে কে না পড়েছে যে, ঐ 'দুষ্ট এবং উত্তেজক' ঘোষণাটিতে স্বাধীনতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল, এবং জার ঘোষণা করেছিলেন, "মৃতের জন্য মুক্তি এবং জীবিতের জন্য কারাদণ্ড?" আসলে ঘোষণার অংশ-বিশেষের ভুল উদ্ধৃতি করা হয়েছিল। ঘোষণায় বলা হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলিকে চলতে দেওয়া হবে, রাষ্ট্রীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হবে এবং তাতে যে মার্জ্জনার কথা বলা হয়েছিল তা অত্যন্ত ব্যাপক ও সদভিপ্রায়ের পরিচায়ক। (অবশ্য বলা চলে, চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এই ঘোষণাটি করা হয়েছিল, কিন্তু তা পৃথক ভাবে বিচার্য্য) প্রকৃতপক্ষে ঐ ঘোষণানুসারে শাস্তির ধরন এবং মেয়াদ নির্ব্বিশেষে রাজনৈতিক বন্দীমাত্রের মুক্তি পাওয়ার কথা। অর্থাৎ শুধু অরাজনৈতিক অপরাধীরা মুক্তি পাবে না। লক্ষ্যণীয়, ৭।৭।৪৫-এ স্ট্যালিনের মার্জ্জনা ঘোষণা কোন চাপ-প্রসূত না হলেও তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত,—রাজনৈতিক বন্দী ব্যতীত সবাই মুক্তি পাবে।

(৯) পরে উল্লেখ করেছি, স্ট্যালিনের মার্জ্জনা ঘোষণার তিন মাস পরেও মার্জ্জনা পাওয়া মানুষগুলিকে আটকে রেখে আগের মতই খাটানো হয়েছিল, এবং কেউ তা বেআইনী মনে করেনি।

(১০) ফাস্তেঙ্কো দেশে ফেরার পরই কানাডায় পরিচয় হওয়া 'পোটেমকিন' যুদ্ধ-জাহাজের এক প্রাক্তন নৌ-সেনা,—পোটেমকিন বিদ্রোহীদের একজন, এবং কানাডায় পালিয়ে সেখানকার এক সমৃদ্ধিশালী কৃষক হয়েছিলেন,—তাঁর অনুগামী হয়েছিল। প্রাক্তন নৌ-সেনা কানাডায় তার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং নতুন ট্রাক্টর দিয়ে পবিত্র সমাজবাদ গড়ে তুলতে স্বদেশে এল। প্রথম গড়ে-ওঠা কৃষক-গোষ্ঠীগুলির (কমিউন) একটির সভ্য হয়ে, সে তাদের ট্রাক্টরটি দান করল।

যে যেমন এবং যখন খুসি চালানোর ফলে ট্রাক্টরটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হল। নৌ-সেনা দেখল বিশ বছর ধরে দেখা স্বপ্নের বিপরীত রূপায়ণ হচ্ছে। কৃষক-গোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত অযোগ্য লোকগুলির উদ্ভট নির্দেশ যে-কোন বুদ্ধিমান কৃষকের বাতুলতা মনে হত। উপরন্তু ও ক্রমশঃ অস্থিচর্ম্মসার হতে লাগল, জামা কাপড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এল এবং ওর কানাডীয় ডলারের বিনিময়ে পাওয়া কাগজের রুবল নিঃশেষ হয়ে এল। ও সপরিবারে দেশ ত্যাগ করার অনুমতি চাইল এবং যে দরিদ্র অবস্থায় একদা পোটেমকিন ত্যাগ করেছিল অনুরূপ অবস্থায় রুশ সীমান্ত পার হল। কানাডা যাত্রার জাহাজভাড়া ছিল না। তাই প্রথমবারের মত নাবিকের কাজ করে মহাসাগর পার হয়ে ও কানাডায় পৌঁছল এবং এক খামারের কর্ম্মী হিসাবে আবার গোড়া থেকে জীবন শুরু করল।

(১১) ইয়েদিনিস্তভো সংবাদপত্রে ২৮।১০।১৭-এ জি. ভি. প্লেখানভের লেখা "পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের কাছে খোলা চিঠি"।

(১২) স্ট্যালিনের অন্যতম প্রিয় পদ্ধতি ছিল প্রত্যেক গ্রেফতার হওয়া বিপ্লবী বা [illegible] জারের ওখরানার অধীনে চাকরির দায়ে অভিযুক্ত করা। অসহিষ্ণু সন্দেহপ্রবণতা, না সহজাত বুদ্ধি বা সম্ভবতঃ নিজের সাথে সাদৃশ্য ঐ অভিযোগ অনুপ্রাণিত করত ?

(১৩) বন্দীর ভাষায় 'কমুর্শকি' বা জাব্নার পাত্র দেওয়ার জন্য অনেক রুশ জেলের কুঠরীর দরজায় বড় ফোঁকর থাকত। জাব্নার পাত্রগুলি মাটিতে পড়ে ছোট ছোট টেবিলের কাজ দিত। ঐ ফোঁকর দিয়ে পাহারাদাররা বন্দীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলত, খাবার দিত এবং ওদের সই করানোর জন্য জেলের কাগজপত্র বাড়িয়ে দিত।

(১৪) আমার কারাবাসের সময় জেলের পাহারাদার অর্থে ভেতুর্থাই শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল। শব্দটির উৎস ইউক্রেনীয় রক্ষীদলের হুকুম "স্তোই তা নে ভেতুর্থাই", ব্যকরণগত উৎপত্তি "ভেতি ক্ল্চ" বা চাবি ঘোরানো ; ইংরাজিতেও পাহারাদারদের বলা হয় "টার্ন কী" বা চাবি ঘোরানোর দল।

(১৫) আমাদের দেশের কোথায় ভাগা পরীক্ষা হত না বলতে পারেন ? ভাগা পরীক্ষা আসলে দেশ জোড়া অন্তহীন ক্ষুধার প্রতিক্রিয়া মাত্র। এমন কি সেনাবাহিনীতেও একই প্রকারে রসদ বন্টিত হত। জার্ম্মানরা তাদের ট্রেঞ্চ থেকে আমাদের সবকিছু শুনতে পেয়ে বিদ্রূপ করত : "এবার কে পেল ? রাজনৈতিক প্রতিনিধি পেলেন ?"

(১৬) জীবতত্ত্ববিদ তিমোফিয়েভ্-রেসভ্স্কিকে, যাঁর নাম আগেও উল্লেখ করেছি, বার্লিন থেকে লুবিয়াঙ্কায় আনা হয়েছিল। লুবিয়াঙ্কার কোন কিছুতেই উনি মেঝেয় চা গড়ানোর ঘটনার মত বিরক্তি বোধ করেননি। উনি মেঝেয় চা গড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি জেল-কর্ত্তৃপক্ষ এবং প্রত্যেক রুশ নাগরিকের কাজে বৃত্তিগত গর্ব্বের

অভাব মনে করতেন। তিনি লুবিয়াঙ্কায় ২৭ বছর অস্তিত্বকে ৭৩০ বার (সারা বছর দৈনিক দু'বার হিসাবে) দিয়ে গুণ করে এবং গুণফলকে ১১১টি কুঠরী দিয়ে গুণ করে রাগে কাঁপতেন। ভেবে হতাশ হতেন কি করে জেল-কর্তৃপক্ষ মুখ বসানো বালতি ব্যবহারের পরিবর্তে ২১৮৮০০০ বার মেঝেয় ফুটন্ত চা ফেলে তা ২১৮৮০০০ বার মুছে নেওয়া সহজতর জ্ঞান করতেন।

(১৭) ডা: এফ. পি. গাজ্ আমাদের দেশে এক কপর্দকও অতিরিক্ত রোজগার করতে অসমর্থ হতেন।

(১৮) এই কোম্পানী মস্কোয় এমন এক জায়গায় জমি পেয়েছিল যে জমি রক্তে রঞ্জিত। রস্‌পচিন্ ভবনের অনতিদূরে ফুর্কাসভ্‌স্কিতে নিরপরাধ ভেরেশগিন্‌কে ১৮১২-তে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। দাস-মালিকানী এবং খুনী সাল্‌তুচিকা বড় লুবিয়াঙ্কারই এক ধারে বসবাস এবং দাস হত্যা করতেন ('মস্কোয়'— সম্পাদক এন. গেইনিকে, সাবাশ্‌নিকভ্ প্রকাশন ১৯১৭, ২৩১ পৃ:)।

(১৯) ততক্ষণে আমার অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপাদানের উদ্দাম সংমিশ্রণ শুরু হয়ে গিয়েছে ; এরপর সুসি আমাকে মার্কসবাদ এবং গণতন্ত্রের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ হিসাবে মনে রেখেছিল।

(২০) '৫৫ পর্য্যন্ত আমরা ১৯০৭-এর সম্মেলন মেনে নিইনি। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করি, '১৫ সালে মেলগুনভ্ তাঁর ডায়েরিতে একটি গুজবের কথা লিখেছিলেন : জার্মানীতে যুদ্ধবন্দী রুশ-সৈন্যদের জন্য রাশিয়া কোন সাহায্য পাঠাবে না এবং পাঠাতে দেবে না। রুশ যুদ্ধবন্দীদের অবস্থা অন্য যে-কোন মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবন্দীর থেকে খারাপ ছিল। রাশিয়ার ঐ আচরণের কারণ যুদ্ধবন্দী জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের কাহিনী শুনলে বাকি রুশ-সৈন্যও আত্মসমর্পণ করতে প্রলুব্ধ হবে। পরবর্ত্তী আমলেও ঐ ধারণা অনুসরণ করা হয়েছিল (মেলগুনভ্, ভস্‌পমিনানিয়া ই দ্নিয়েভিকি ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৯ এবং ২০৩)।

(২১) সোভিয়েত জিজ্ঞাসাবাদকারীরা অবশ্য ও যুক্তি মানত না। ওদের বাঁচতে চাওয়ার কী অধিকার ছিল, বিশেষত: যুদ্ধরেখা থেকে দূরে সুবিধাভোগী সোভিয়েত পরিবারগুলি যখন জার্মানদের সহায়তা না করেও ভালভাবে বাঁচতে পারছে ? সবাই চিন্তা করতে ভুলে গেল যে, ঐ যুবকগুলি স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে জার্মান অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করেছিল। গুপ্তচর সাজার জন্য ওদের দণ্ডবিধির সর্ব্বাধিক গুরুতর এবং জঘন্যতম ৫৮-৬ ধারার সাথে অন্তর্ঘাতী উদ্দেশ্য পোষণের অপরাধে দণ্ডিত করা হল, যার অর্থ আমৃত্যু বন্দীদশা।

(২২) ও বর্ণনা করত, মোটা-সোটা শেরবাকভ্ অফিসে আসা মাত্র সাক্ষাৎকারী দেখে কি রকম বিরক্ত হতেন। ওঁর আসার পথ থেকে সব মানুষ এমন কি অফিসের

কর্মীদেরও সরিয়ে দেওয়া হত। হৃষ্টপুষ্ট দেহ নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে উনি অফিসে ঢুকে নিচু হয়ে কার্পেটের এক কোণ তুলে ধরতেন। কার্পেটের নিচে ধুলো পেলে তাঁর অফিসের কর্মীদের কপালে সেদিন দুর্ভোগ হত।

(২৩) এক ড্রাইভারকে নিজের প্রাক্তন মালিক মনে করে সত্তপ্রতিম বৃদ্ধ একটি মাত্র ভুল করেছিলেন।

(২৪) '৬২তে আমাকে যখন খ্রুশ্চেভের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, আমি ওঁকে বলতে চেয়েছিলাম, "নিকিতা সের্গেভিচ্, আমরা দু'জনেই চিনি এমন এক ব্যক্তি আছে।" কিন্তু তা না বলে প্রাক্তন বন্দীদের পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(১) যে সব বন্দী বুখেনওয়াল্ডে বন্দী হয়েও প্রাণে বেঁচেছিল তাদের প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার অপরাধে আমাদের শিবিরে বন্দী করা হয়েছিল। গণহত্যা শিবির থেকে তোমরা বাঁচলে কি করে? ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না!

(২) সাতাশ বছর পরে আজ এই বিষয়ে প্রথম তথ্য সম্বলিত গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে,—"সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধীয় সমস্যা" সাময়িক পত্রে পি. জি. গ্রিগরিয়েঙ্কোর পত্র, ১৯৬৮। অন্যান্য গবেষণাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প কিছু কাল পরে কেউ স্ট্যালিন সরকারকে উন্মত্ত বিশ্বাসঘাতকের সরকার ছাড়া কিছু বলবে না।

(৩) অন্যতম চাই যুদ্ধাপরাধী, লালফৌজের গুপ্তচর্য্য প্রশাসনের মুখ্য পদাধিকারী, কর্নেল গোলিকভ্‌কে যুদ্ধবন্দীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেশে ফিরিয়ে গ্রাস করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

(৪) ভিৎকভ্‌স্কি তৃতীয় দশকের ভিত্তিতে আরও সাধারণ ভাবে লিখে গেছেন। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, যে নাশকতা কর্মী নামধেয় ব্যক্তিরা মনে মনে জানত যে তারা নাশকতা কর্মী নয়, তারাই বিশ্বাস করত যে সামরিক কর্মী এবং পুরোহিতদের সঙ্গত কারণে ঝাঁকানো হচ্ছে। আবার যে সামরিক কর্মীরা জানত যে তারা বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার পক্ষে কাজ করেনি বা লালফৌজের বিরুদ্ধে নাশকতায় লিপ্ত হয়নি, তারাই বিশ্বাস করত যে ইঞ্জিনিয়াররা নাশকতামূলক কাজ করে এবং পুরোহিতদের বিনাশ করা উচিত। বন্দী সোভিয়েত নাগরিক ভাবে: আমি নিজে নির্দোষ; কিন্তু অন্যান্যরা, যারা শত্রু, তাদের সম্পর্কে যে-কোন উপায় অবলম্বনই সঙ্গত। নিজেরা

দণ্ডিত হওয়ার পরেও ওদের মুক্ত জীবনের বিশ্বাসগুলি অটুট রয়ে যায়: অর্থাৎ চারদিকে ষড়যন্ত্র, বিষক্রিয়া, নাশকতা এবং গুপ্তচরের জাল ছড়ানো আছে।

(৫) সাহিত্য সমালোচকরা বলে থাকেন শলোকভ্ তাঁর অমর কাহিনী 'সুদ্‌বা চেলোভেকা'তে (মানুষের ভাগ্য) "জীবনের এই দিকটি" সম্পর্কে "নির্মম সত্য" উচ্চারণ করেছেন এবং সমস্তাটি "প্রকট" করেছেন। কিন্তু আমরা বলব, যুদ্ধবন্দীর বিষয় এই গল্পে,—সাধারণ ভাবে বলা চলে গল্পটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের এবং এর যুদ্ধ সম্পর্কে অনুচ্ছেদগুলি বিবর্ণ এবং অপ্রত্যয়যোগ্য, কারণ কাহিনীকার স্পষ্টতই গত যুদ্ধের কিছু জানতেন না; কাহিনীতে জার্মানদের বর্ণনাও অপ্রত্যয়যোগ্য ব্যঙ্গচিত্রের চুটকি মনে হয়; শুধু নায়কের স্ত্রীর যথাযথ চিত্রণ হয়েছে, কারণ তিনি খাঁটি খৃষ্টান এবং ডস্টয়েভ্‌স্কির গ্রন্থ থেকে সোজাসুজি ধার করা,—যুদ্ধবন্দীর সমস্তা হয় লুকিয়ে আছে নয় বিকৃত হয়েছে: (ক) লেখক বন্দী করার ন্যূনতম অপরাধযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। দেখানো হয়েছে, অচৈতন্য অবস্থায় সৈন্যদের ধরা হত,—যাতে বিতর্কের স্পর্শ এবং সমস্তার তীব্রতা এড়ানো যায়। চেতন বন্দীকে ধরা হয়েছে,—যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবিক পক্ষে করা হত,—সেখানে কি হত? বন্দীর বা কি হত? (খ) মাতৃভূমি যে আমাদের পরিত্যাগ করল, বর্জন করল এবং অভিশাপ দিল,—কাহিনীতে এগুলিকে যুদ্ধবন্দীর প্রধান সমস্তা হিসাবে দেখানো হয়নি। শলোকভ্ এ বিষয়ে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু ঐ বিশেষ অসুবিধার জন্যই আর কোন রাস্তা পাওয়া যেত না। অপরপক্ষে উনি আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের উপস্থিতিকে মূল সমস্তা অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঐটি প্রকৃতই মূল সমস্তা হলে, বিপ্লবের পঁচিশ বছর পরে কোথা থেকে ওদের উৎপত্তি হল এবং সমগ্র জাতি কেন ওদের সমর্থন করল, অধিকতর গবেষণা দ্বারা তাঁর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। (গ) পরিচিতি এবং পরীক্ষা শিবিরে বিদেশ প্রত্যাগত যুদ্ধবন্দীর স্মের্শ কর্তৃক অনিবার্য্য এবং আবশ্যিক অভ্যর্থনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে শলোকভ্ অসংখ্য কোণে সম্প্রসারিত গুপ্তচর কাহিনী সুলভ বন্দী দশা হতে পলায়নের অবিশ্বাস্য কাহিনী ফেঁদেছেন। নায়ক সকোলভ্‌কে নিয়ম মাফিক কাঁটা-তারের বেড়ায় রাখা ত' হয়ই নি, (এখানেই আসল তামাশা) কর্নেল ওকে এক মাসের ছুটিও মঞ্জুর করল। (ভাষান্তরে, ও ফ্যাসিবাদী গুপ্তচর সংস্থার দেওয়া কাজ শেষ করার সুযোগ পেল। সুতরাং কর্নেলের ওর সমান শাস্তি পাওয়া উচিত!)

(৬) জোসিপ টিটো সামান্যের জন্য ঐ দুর্ভাগ্য এড়িয়ে যান। লাইপজিগ বিচারে দিমিত্রভের সাথে অভিযুক্ত পোপভ্ এবং তানেভ্-এর কারাদণ্ড হয়েছিল। দিমিত্রভের জন্য স্ট্যালিন অন্য দুর্ভাগ্য প্রস্তুত করেছিলেন।

(৭) আসলে যুদ্ধবন্দীরা নিজের কী হবে জানতে পেরেও একই আচরণ করত। ভ্যাসিলি আলেকজান্দ্রভ্ ফিনল্যাণ্ডে বন্দী হয়েছিল। পিটার্সবুর্গের এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী

ওকে খুঁজে বার করে ওর নাম এবং পদবী জিজ্ঞেস করার পর বলে, "আমি তোমার ঠাকুর্দার কাছে '১৭ সালে মোটা টাকা ধার করেছিলাম, শোধ করার সুযোগ পাইনি। তুমি ফেরত নাও।" পুরানো ঋণের পরিশোধ পাওয়া সৌভাগ্য বটে। যুদ্ধের সময় আলেকজান্দ্রভ্ দেশত্যাগী রুশদের এক গোষ্ঠীতে গৃহীত হল এবং একটি মেয়ের গভীর প্রেমে পড়ে তাকে বাগ্দান করল। ওকে শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে হবু শ্বশুরমশাই '১৮-'৪১ সালের সংখ্যা সম্বলিত, অপরিশোধিত, এক সেট প্রাভ্দা উপহার দিলেন। উনি ওকে গ্রেফতার ঢেউয়ের মোটামুটি সম্পূর্ণ বিবরণ শোনালেন। তবু আলেকজান্দ্রভ্ তাঁর বিত্ত এবং বাগ্দত্তার মায়া ত্যাগ করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ফিরল। সহজেই অনুমেয় সোভিয়েত দেশে দশ বছর কারাদণ্ডের সাথে ওর পাঁচ বছর ভোট দানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। '৫৩ সালে বিশেষ শিবিরে ফোরম্যানের কাজ জুটিয়ে ও আনন্দে মশগুল ছিল।

(৮) ঐ যুক্তির জের টেনে বলা চলে কোন আফ্রিকান নেতারও নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই যে, আমরা এমন আইন প্রণয়ন করব না যদ্দারা বর্তমানে কৃতকর্মের জন্য দশ বছর পরে তাঁর বিচার হতে পারে। চীনারাও অনুরূপ আইন করতে পারে, শুধু আমাদের মত অত দুগ্ধ বাড়ার অপেক্ষা।

(৯) বন্দীর আল্‌তাইয়ের স্বপ্ন পুরানো রুশ কৃষকের স্বপ্নের অনুবর্তন নয় কি? মহামহিম জারের মন্ত্রীমণ্ডলীর সংরক্ষিত অঞ্চল হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল আল্‌তাইতে বসতি গড়তে অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু কৃষকরা ঐ অঞ্চলে বসতি গড়তে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল এবং বাস্তবে বসতি গড়েছিল। সম্ভবতঃ এই থেকে পাকাপাকি আল্‌তাই উপাখ্যানের উৎপত্তি।

(১০) ভিশিনস্কির 'অৎ তুয়ারেম কে ভস্‌পিতাতেলনুম উচ্‌রেজদেনিয়া' পৃঃ ৩৯৬তে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। '২৭-এর মার্জনায় ৭·৩% বন্দী মার্জনা পেয়েছিল। পরিসংখ্যানটি বিশ্বাসযোগ্য এবং বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মার্জনা হিসাবে অত্যন্ত কম বলা চলে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একমাত্র যে গর্ভবতী বন্দিনীদের মেয়াদ পূরণের অল্প বাকি ছিল তারা মুক্তি পেয়েছিল। ভের্খ্‌নে-উরালস্ক্ কারা পৃথকীকরণ কেন্দ্রের দুশো জন বন্দীর মধ্যে বারোজন মুক্তি পেয়েছিল। ঐ কৃপণ মুক্তিদানেও কর্তৃপক্ষের অনুশোচনা হল এবং ওরা বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। ওরা কিছু মুক্তিদানের ক্ষেত্রে দেরী করল। কিছু বন্দী মুক্তি পেল না, 'বিয়োগ' পেল।

(১১) লোক মুখে শোনা কাহিনী বিশ্বাস করতে হলে স্বীকার করতে হয়, বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তনহীন স্বচ্ছলতা সুইডদের নৈতিক অজীর্ণ ঘটিয়েছে।

(১২) হায়, মূর্খগুলো মাত্র একটি অঙ্কের ভুল করেছিল। ৭/৭/৪৫-এর বিরাট স্ট্যালিনী মার্জনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

(১৩) বহু বছর পরে পর্যটক হিসাবে লেনিনগ্রাদের পিটার ও পল দুর্গে ঐ রকম একটি পার্ক দেখেছি। আয়তনে আর একটু ছোট। অন্ত পর্যটকরা কুঠরী আর বারান্দার জমাট বাঁধা অন্ধকারের কথা বলছিল। আমি ভাবছিলাম ঐ রকম একটি পার্ক থাকতে ঐ দুর্গের বন্দীদের শেষ হয়ে যাওয়া মানুষ বলে মেনে নেওয়া চলে না। আমাদের ত' মৃত্যুসম কুঠরীর পাথরঘেরা জায়গায় বেড়াতে হত।

সপ্তম অধ্যায়

(১) সাজানার দিনই ওরা আমাকে শাস্তি দিয়েছিল। কাজ চালিয়ে যেতেই হবে…

(২) ভিশিনস্কি, অৎ তুয়ারেম কে ভসপিতাতেলনম্ উচরেজদেনিয়া।

(৩) চে-ন'র গোষ্ঠী।

(৪) এ. ভিশিন্স্কির 'অৎ তুযারেম কে ভসপিতাতেলনম্ উচরেজদেনিয়া'য় এমন উপাদান আছে যার থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পূর্ব্বাহ্নে রায় রচনা অতি পুরাতন প্রথা। ১৯২৪-'২৯-এ প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে রায় দেওয়া হত। '২৪ থেকে জাতীয় বেকার সমস্যার চাপে আদালতগুলি অরাজনৈতিক মামলায় গৃহে অন্তরীণ সহ সংশোধনী শ্রমদণ্ডের সংখ্যা হ্রাস করে স্বল্প মেয়াদী কারাদণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ফলে অনূর্দ্ধ ছ'মাসের স্বল্প মেয়াদী বন্দীর ভিড়ে কারাগারগুলি বোঝাই হল। শ্রম উপনিবেশে ওদের বেশী কাজে লাগানো সম্ভব হত না। '২৯-এর গোড়ায় সোভিয়েত ন্যায় মন্ত্রণালয়ের ৫নং পরিপত্রে স্বল্প মেয়াদী দণ্ডের নিন্দা করা হল এবং ৬/১১/২৯ তারিখে, অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের দ্বাদশতম স্মরণোৎসবের আগের দিন যখন দেশ সমাজবাদ নির্ম্মাণের পথে পা বাড়িয়েছে ধরা হয়, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহী সমিতি এবং মন্ত্রীসভা একটি ঘোষণা দ্বারা এক বছরের কম মেয়াদী কারাদণ্ড নিষিদ্ধ করে দিলেন।

(৫) দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্রে সম্প্রতি ত্রাস এত দূর পৌঁচেছে যে, যে-কোন সন্দেহভাজন (এস ও ই—সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু) কৃষ্ণকায়কে গ্রেফতার করে অনুসন্ধান বা বিচার বিনা তিন মাস রেখে দেওয়া চলে। এর মধ্যে সহজেই ছেলেমানুষি ধরা পড়ে: তিন মাস কেন, তিন থেকে দশ বছর নয় কেন?

(৬) আমরা এ সম্পর্কে জানতাম না। জুলাই '৫৭'র ইজভেস্তিয়া থেকে জেনেছি।

(৭) অরাজনৈতিক বন্দী বাবাইয়েভ, কর্ত্তৃপক্ষকে চেঁচিয়ে জবাব দিত, "তোমরা

আমাকে তিন শো বছর বেড়ি পরিয়ে রাখতে পার। কিন্তু দেশহিতৈষীরা, তোমাদের নির্দেশ পালন করাতে আমার একটি হাতও ওঠাতে পারবে না !"

(৮) এই অধ্যাদেশগুলির বলে একজন প্রকৃত গুপ্তচর (গুল্‌দ্‌, বার্লিন, ১৯৪৮) পেল দশ বছর, অথচ যে আদৌ গুপ্তচর নয় (গানথার ওয়াস্‌কাউ) পেল পঁচিশ বছর, কারণ শেষোক্ত মানুষটি '৪৯-এর গ্রেফতার ঢেউয়ে ধরা পড়েছিল।

(৯) ইজ্‌ভেস্তিয়া, ১০/৯/৫৮।

(১০) ডাক্তারী ডিগ্রিধারী লজভ্‌স্কি বর্তমানে মস্কোর বাসিন্দা ; ভালই আছেন। চুলপানিয়েভ্‌ ট্রলি বাসের ড্রাইভার।

(১১) ভিক্টর আস্ত্রেভিচ্‌ সেরিয়েগিন মস্কো সোভিয়েতের ক্রেতা সেবা-সংস্থার কর্মী। মস্কোর বাসিন্দা। ভাল আছেন।

(১২) ইজ্‌ভেস্তিয়া ৯/৬/৬৪। উক্ত ঘটনা বিচার ব্যবস্থার আত্মপক্ষ সমর্থনের দিকটি আলোকিত করে। '১৮ সালেই লেনিন দাবী করেছিলেন, যে বিচারকরা অত্যন্ত লঘু দণ্ড দেন তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বাদ দিতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

(১) অশক্ত চঞ্চু পক্ষী শিশুটিকে ট্রট্‌স্কি উত্তাপ ও উৎসাহ দান করতেন: "একমাত্র ভণ্ড বুঝতে চাইবে না যে ত্রাস রাষ্ট্রনীতির এক শক্তিশালী অঙ্গ।" দূরদৃষ্টির অভাবে আত্মবিনাশ দেখতে অসমর্থ জিনোভিয়েভ্‌ও সহর্ষে যোগ করতেন: "জিপিইউ, ভিচেকে ইত্যাদি অক্ষরের সমন্বয়গুলি আজ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।"

(২) ল্যাটসিস্‌, দোয়া গোদা বরবু না ভ্‌নুত্রেন্নম্‌ ফ্রন্তে।

(৩) ঐ ৭৪ পৃ:।

(৪) ঐ ৭৫ পৃ:।

(৫) ঐ ৭৬ পৃ:।

(৬) এম. এন. গেরনেৎ (সম্পাদক)—'প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৭, পৃ: ৩৮৫-৪২৩।

(৭) 'বাইলোয়ে' পত্রিকা নং ২/১৪, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭।

(৮) গুলাগ্‌ দ্বীপপুঞ্জ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

(৯) ল্যাটসিস্‌—পৃ: ৭৫।

(১০) ঐ পৃ: ৭০।

(১১) ঐ পৃঃ ৭৪।

(১২) লেনিন, ৫ম সংস্করণ, ৩৬ খণ্ড, পৃঃ ২১০।

(১৩) ক্রাইলেঙ্কো, জা পিয়াৎ লেৎ (১৯১৮-২২),-মস্কোর এবং সর্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতে প্রধান মামলাগুলিতে অভিযোক্তা হিসাবে প্রদত্ত বক্তৃতা সঙ্কলন।

(১৪) ঐ পৃঃ ৪।

(১৫) ঐ পৃঃ ৪-৫।

(১৬) ঐ পৃঃ ৭।

(১৭) ঐ পৃঃ ৪৪।

(১৮) ল্যাটসিস, পৃঃ ৪৬।

(১৯) উল্লিখিত ক্রাইলেঙ্কো বক্তৃতামালা, পৃঃ ১৩।

(২০) ঐ পৃঃ ১৪।

(২১) ঐ পৃঃ ৩।

(২২) ঐ পৃঃ ৪০৮।

(২৩) ঐ পৃঃ ২২।

(২৪) ঐ পৃঃ ৫০৫।

(২৫) ঐ পৃঃ ৩১৮।

(২৬) ঐ পৃঃ ৭৩।

(২৭) ঐ পৃঃ ৮৩।

(২৮) ঐ পৃঃ ৭৯।

(২৯) ঐ পৃঃ ৮১।

(৩০) ঐ পৃঃ ৫২৪।

(৩১) ঐ পৃঃ ৮২।

(৩২) ঐ পৃঃ ২৯৬।

(৩৩) ঐ পৃঃ ৫০০।

(৩৪) ঐ পৃঃ ৫০৭।

(৩৫) ঐ পৃঃ ৫১৩।

(৩৬) ঐ পৃঃ ৫০৭।

(৩৭) কুচক্রী সাপ ইয়াকুলভের বিরুদ্ধে পাঠকের ঘৃণা সতেজ রাখার উদ্দেশ্যে বলি, কোসিয়েভের মামলা শুরু হওয়ার আগে ওকে গ্রেফতার এবং বন্দী করা হয়েছিল। ওর বিরুদ্ধে একটি সাগসই মামলাও খাড়া করা হয়েছিল। পাহারাদারদের তত্ত্বাবধানে ওকে মামলায় সাক্ষ্য দিতে আনা হত। আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি, অল্পদিন পরে ওকে গুলি করে মারা হয়েছিল। (আজ ভাবতে অবাক লাগে

এত অন্যায় কাজ কি করে ঘটতে পারল? কেউ তা রুখবার চেষ্টাই বা করল না কেন?)

(৩৮) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ১৪।

(৩৯) কল্পনাবিলাসের ছড়াছড়ি! শেক্সপীয়ার কোথায় লাগে? সালোভিয়েভ দেওয়াল ভেদ করে ঢুকে যান, কুঠরীতে তাঁর ছায়া নাচে। কম্পিত হস্তে গোদেলুক জবানবন্দী প্রত্যাহার করে। নাটক এবং চলচ্চিত্রে বিপ্লবোত্তর প্রথম কয়েক বছর সম্পর্কে যা শোনা যায় তা হল, রাস্তায় গাওয়া "দুর্দম ঘূর্ণি হাওয়া।"

(৪০) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ৫২২।

(৪১)

(৪২) ঐ পৃঃ ৩৩৭।

(৪৩) ঐ পৃঃ ৫০৯।

(৪৪) ঐ পৃঃ ৫০৫—৫১০।

(৪৫) ঐ পৃঃ ৫১১।

(৪৬) ঐ

(৪৭) ঐ পৃঃ ১৪।

(৪৮) অভিযোক্তা ক্রাইলেঙ্কো সামারিন এবং রাসপুটিনের মধ্যে প্রভেদ দেখেননি।

(৪৯) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ৬১।

(৫০) ঐ পৃঃ ৮১।

(৫১) জারের প্রাসাদ অশ্বারোহী রক্ষীদলের অফিসার ফিও'ক্-এর মনে "হঠাৎ ধর্মীয় ভাবের উদয় হল। তিনি তাঁর সবকিছু দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়ে মঠে যোগ দিলেন। তবে, তিনি সত্যিই দরিদ্রদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন কিনা সঠিক বলতে পারব না।" কিন্তু ধর্মীয় ভাবোদয়ের কথা মেনে নিলে শ্রেণীতত্ত্বের কী অবশিষ্ট থাকে?

(৫২) আমাদের মধ্যে কার অনুরূপ দৃশ্য মনে নেই? আমার নিজের তিন কি চার বছর বয়সের এক ঘটনা এ বিষয়ে আমার প্রথম স্মৃতি। চূড়াকৃতি টুপি পরা এক দল লোক (চূড়াকৃতি বুদেন্নি টুপি-পরা চেকা-কর্মীদের ঐ নামে অভিহিত করা হত) কিস্লোভদস্কের গীর্জা চড়াও হয়ে হতবাক ধর্মার্থীদের সারি ভেদ করে টুপি মাথায় দিয়ে হেঁটে গিয়ে বেদমঞ্চে উঠল এবং উপাসনা বন্ধ করে দিল।

(৫৩) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ৬১।

(৫৪) ধর্মমহাগুরু ক্রুচেভ্স্কির উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন: "সন্ত সের্গিয়াসের মত মহান রুশ ভূমি নির্মাতারা আমাদের যে ঐশ্বরিক ও নৈতিক শক্তি দিয়েছেন সে শক্তির কণামাত্রও যখন অবশিষ্ট থাকবে না কেবল তখনই সন্তের মঠের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর দেহাবশেষের উপরিস্থিত দেবালোকবর্তিকা নির্বাপিত হবে।" ক্রুচেভ্স্কি

ধারণা করতে পারেননি, প্রায় তাঁর জীবদ্দশায় ঐ দুর্দশা ঘটতে পারে। ধর্মমহাগুরু এই আশায় প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন যে তাঁকে পবিত্র মঠ এবং দেহাবশেষে হস্তক্ষেপের অযৌক্তিকতা বোঝাতে পারবেন······কারণ আর যা হোক গীর্জা ত' রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক! উত্তর এল, প্রধান মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় ব্যস্ত; অদূর ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নেই।

সুদূর ভবিষ্যতেও সাক্ষাৎকার মিলত না।

(৫৫) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ৩৪।

(৫৬) লেনিন, পঞ্চম সংস্করণ, ৫১ খণ্ড পৃঃ ৪৮।

(৫৭) 'ভি. আই. লেনিন ও এ. এম. গোর্কি,—বিজ্ঞান আকাডেমি প্রকাশ ভবন, ১৯৬১, পৃঃ ২৬৩।

(৫৮) ঐ

(৫৯) লেনিন, চতুর্থ সংস্করণ, ২৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩।

(৬০) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ৫৪।

(৬১) ঐ পৃঃ ৩৮।

(৬২) ঐ

(৬৩) ঐ পৃঃ ১৭।

(৬৪) ঐ

(৬৫) ঐ পৃঃ ৮।

(৬৬) অল্প দিন পরে ইনি নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন।

নবম অধ্যায়

(১) ক্রাইলেঙ্কো, "পাঁচ বছর", পৃঃ ৩৮১।

(২) ঐ পৃঃ ৩৮২—৩৮৩।

(৩) আর. এস. এফ. এস. আর-এর অধ্যাদেশ সঙ্কলন, ১৯২২, নং ৪, পৃঃ ৪২।

(৪) প্রাভদা, ১৭ ডিসেম্বর '২২।

(৫) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ৪৩৩।

(৬) ঐ পৃঃ ৪৩৪।

(৭) ঐ পৃঃ ৪৩৫।

(৮) ঐ পৃঃ ৪৪৩।

(৯) ঐ পৃঃ ৪৫৮।

(১০) প্রদেশগুলিতে সমাজবাদী বিপ্লবীদের বিচার আরো আগেই শুরু হয়েছিল, যেমন সারাটভ্-এ ১৯ সালে।

(১১) প্যারীতে '২২ সালে প্রকাশিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ব-প্রকাশ '৭১ সাল।

(১২) "গীর্জা ও দুর্ভিক্ষ" এবং "কি ভাবে গীর্জা-সম্পদ বাজেয়াপ্ত হবে,"—এই দুটি প্রবন্ধ পড়ুন।

(১৩) (ক) আনাতোলি লেভিতিন-এর "গীর্জা সমস্যার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ", স্ব-প্রকাশ, প্রথম খণ্ড '৭২ সাল এবং (খ) ধর্মমহাগুরু তিখনের বিচারের দলিল, পঞ্চম খণ্ড, ও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত সমুলিপিকারের লেখা থেকে এই উপাদান সংগ্রহ করেছি।

(১৪) ভাষান্তরে বলা চলে ভাইবর্গ্ আবেদনের সমতুল। ঐ আবেদনের জন্ত জার আমলে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হত।

(১৫) লেনিন, পঞ্চম সংস্করণ, ৪৫ খণ্ড পৃঃ ১৮৯।

(১৬) ঐ ৩৯ খণ্ড, পৃঃ ৪০৪—৪০৫।

(১৭) ঐ ৪৫ খণ্ড পৃঃ ১৯০।

(১৮) তাঁদের অস্থায়ী সরকার সুরক্ষার চেষ্টা যে অত দুর্বল ছিল, সংশয় যে পা জড়িয়ে ধরেছিল, এবং তাঁরা যে তাঁদের প্রচেষ্টা প্রায় তখনই ত্যাগ করলেন,—তাতে অপরাধের মাত্রা কমল না।

(১৯) প্রকৃতই ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও তখনই তা পরিষ্কার বোঝা যায়নি।

(২০) একই যুক্তিতে আর্কাঞ্জেল, সামারা, উফা বা ওমস্ক, ইউক্রেন, ডন, কুবান, উরাল, ট্রান্সককেশিয়া ইত্যাদি দূর অঞ্চলগুলির এবং তাবৎ স্থানীয় রুশ সরকারগুলি বেআইনী বিবেচিত হওয়া উচিত। জনগণের প্রতিনিধি পরিষদ (সোভিয়েত মন্ত্রীসভা) সরকার গঠনের পরে উক্ত আঞ্চলিক সরকারগুলি আপন আপন সরকার ঘোষণা করেছিল।

(২১) 'অভিযোক্তা' উপাধিটি ততদিনে আবার প্রয়োগ করা হচ্ছিল।

(২২) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ১৮৩।

(২৩) ঐ বাক্যবাগীশরা সারা জীবনে কী বলতে বাকি রেখেছিলেন?

(২৪) ক্রাইলেঙ্কো, পৃঃ ২৩৬। (ভাষার কী চমৎকারিত্ব)।

(২৫) মনে হয় অন্ত বন্দীদের গুলি করে মারা দোষের ব্যাপার ছিল না।

(২৬) ক্রাইলেঙ্কো পৃঃ ২৫১।

(২৭) ঐ পৃঃ ২৫৩।

(২৮) ঐ পৃঃ ২৫৮।

(২৯) ঐ পৃঃ ৩০৫।

(৩০) ক্রাইলেঙ্কো পৃঃ ১৮৫।

(৩১) ঐ পৃঃ ১০৩।

(৩২) ঐ

(৩৩) ঐ পৃঃ ৩২৫।

(৩৪) ঐ

(৩৫) ঐ পৃঃ ২৩৮।

(৩৬) ঐ পৃঃ ৩২২।

(৩৭) ঐ পৃঃ ৩২৬।

(৩৮) ঐ পৃঃ ৩১৯।

(৩৯) ঐ পৃঃ ৪০৭।

(৪০) ঐ পৃঃ ৪০৯।

(৪১) স্যাভিনকভের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত একাধিক মতামত পাওয়া গেছে। অতি সম্প্রতি আর্দামাৎস্কি নামে এক ব্যক্তি,—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীবৃন্দের দলিল দস্তাবেজ বিভাগের কর্মী,—একটি কাহিনী প্রকাশ করেছেন। কাহিনীটি সাহিত্যিক-বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও সত্যের কাছাকাছি ('নেভা' সাময়িক পত্রিকা, নং ১১, ১৯৬৭)। স্যাভিনকভের কয়েকজন চরকে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রলোভিত করে এবং বাকি চরগুলিকে প্রতারিত করে, জিপিইউ একটি প্রমাদহীন ফাঁদ পাতে যদ্দ্বারা স্যাভিনকভ্‌কে বোঝান হয় যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরে একটি বিরাট গুপ্ত সংগঠন যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে কার্য্যকরী ফাঁদ পাতা অসম্ভব। অত চাঞ্চল্য এবং বিভ্রান্তিময় জীবন কাটানোর পর ফরাসী ভ্রমণবিলাসীদের স্বর্গভূমি নাইস-এ বাকি জীবন শান্তিতে কাটিয়ে দেওয়া স্যাভিনকভের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাঁর পক্ষে আর একটি খেলা খেলবার জন্য রুশ দেশে, নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে ফিরতে চাওয়া স্বাভাবিক।

(৪২) আমরা, লুবিয়াঙ্কার মূর্খ কয়েদীর দল একে অপরকে বেশ বিজ্ঞের মত বলতাম লুবিয়াঙ্কার সিঁড়ির গায়ে লোহার জালগুলি স্যাভিনকভের আত্মহত্যার পর লাগানো হয়েছিল। এই প্রকার গালগল্পে যোগ দিয়ে আমরা ভুলে যাই কারাবন্দীদের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক ধরনের। এই শতাব্দীর শুরুতেই মার্কিন কারাগারগুলিতে ঐ প্রকার জাল লাগানো থাকত। সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রযুক্তি-বিদ্যা অত পিছিয়ে থাকার হেতু নেই।

প্রাক্তন চেকা-কর্মী আর্থার প্রিয়ুবেল '৩৭-এ কোলিমায় মৃত্যুশয্যার এক সহবন্দীকে বলেছিলেন, যে চার ব্যক্তি স্যাভিনকভ্‌কে ছ'তলার জানালা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, তিনি তাদের একজন! (প্রিয়ুবেলের জবানবন্দী এবং আর্দামাৎস্কির সাম্প্রতিক

বিবরণের মধ্যে বিরোধ নেই : জানালাটির চৌকাঠ ছিল এত নিচু যে জানালা মনে না হয়ে দরজা মনে হত। ওরা সুবিধামত ঘরই বেছে নিয়েছিল!) আর্দামাৎস্কির মতে প্রহরীরা অসতর্ক ছিল ; প্রিয়ুবেলের মতে তাঁকে সোজাসুজি ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাঁধা অর্থাৎ অস্বাভাবিক লঘু দণ্ডের সমাধানের সূত্র মূল তৃতীয় ধাঁধাতেই নিহিত আছে।

প্রিয়ুবেলের কাহিনী পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাইনি। আমিও শুনেছিলাম এবং '৬৭ সালে আমি কাহিনীটি এম. পি. ইয়াকুবোভিচ্‌কে বলি। যুবাসুলভ ঔৎসুক্যে ওঁর চোখ দুটি চকচক করে উঠল, এবং বললেন : "আমি বিশ্বাস করি। চমৎকার মিলে যাচ্ছে! অথচ আমি ব্লাইয়ুমকিনের কথা বিশ্বাস করিনি ; মনে হয়েছিল ও মিথ্যে বড়াই করছে।" ব্লাইয়ুমকিনের থেকে শোনা কাহিনীটি এই প্রকার : ইয়াকুবোভিচ্‌কে গোপনীয়তার শপথ করানোর পর ব্লাইয়ুমকিন বললেন যে দ্বিতীয় দশকের শেষে জিপিইউর আদেশ তিনিই তথাকথিত স্ভাভিনকভের আত্মহত্যার চিঠিটি লিখেছিলেন। মনে হয় ব্লাইয়ুমকিনকে ঘন ঘন স্ভাভিনকভের কুঠরীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি স্ভাভিনকভের সন্ধ্যাগুলি আমোদিত করতেন। (স্ভাভিনকভ্ কি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে......অথবা চতুর বন্ধুর মত মৃত্যু এগিয়ে এল, অথচ তার আকার বোঝা গেল না?) এইভাবে ব্লাইয়ুমকিন স্ভাভিনকভের বাচনভঙ্গী ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হল, তাঁর অন্তিম ধ্যান ধারণার হদিস পান।

অনেকে প্রশ্ন করেছিল, স্ভাভিনকভ্‌কে জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার কী প্রয়োজন? বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটানো সহজতর নয়? কর্তৃপক্ষের হয়ত কাউকে মৃতদেহ দেখানোর ইচ্ছা ছিল অথবা সত্যিই দেখিয়েছিলেন।

আর ব্লাইয়ুমকিনের ভাগ্যে কী ঘটল তা বলার জন্য এর থেকে ভাল জায়গা কোথায় পাব? সর্বশক্তিমান চেকার কর্মী হওয়া সত্ত্বেও য়েগুেনভার নির্ভীকভাবে তাঁর সব কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছিলেন। ব্লাইয়ুমকিনের কাহিনী বলতে বলতে এরেনবুর্গ [illegible] লজ্জায় বলা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য কাহিনীগুলি এই প্রকার : '১৮ সালে বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবীদের পরাজয়ের পর, জার্মান রাজদূত মীরব্যাখ্-এর ঘাতক ব্লাইয়ুমকিনের কোন শাস্তি হল না। অন্যান্য বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবীদের মত তাঁর কপাল ত' পুড়লই না, বরং জেরঝিনস্কি তাঁকে রক্ষা করলেন। জেরঝিনস্কি কোসিরেভ্‌কে করতে চেয়েছিলেন। বলশেভিকবাদে মামুলি দীক্ষা দিয়ে, যতদূর জানা যায়, তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ডগুলির জন্য রাখা হল। তৃতীয় দশকের কাছাকাছি এক সময় স্ট্যালিনের দপ্তরের কর্মী বাজেনভ্‌কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে গোপনে প্যারীতে পাঠানো হয়। কারণ বাজেনভ্ দল ও দেশ ত্যাগ করে-

ছিলেন। রাইয়ুমকিন এক রাতে বাজেনভ্‌কে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ট্রট্‌স্কি তখন তুর্কীদেশের যুবরাজ দ্বীপে থাকেন। রক্তে জুয়ার নেশা অথবা ট্রট্‌স্কির প্রতি শ্রদ্ধা রাইয়ুমকিনকে যুবরাজ দ্বীপে নিয়ে তুলল। রাইয়ুমকিন ট্রট্‌স্কিকে প্রশ্ন করলেন, সোভিয়েত রাশিয়াতে আপনার জন্য করণীয় কিছু কাজ আছে? ট্রট্‌স্কি একটি প্যাকেট দিয়ে বললেন, এটি রাদেক্‌কে দেবেন। রাইয়ুমকিন রাদেক্‌কে দিলেন। চতুর রাদেক্ ইতিমধ্যে নিজে সরকারের পায়রায় রূপান্তরিত না হয়ে গেলে হয়ত ট্রট্‌স্কির সাথে রাইয়ুমকিনের সাক্ষাৎকার গোপন রয়ে যেত। রাদেক্ রাইয়ুমকিনের সর্ব্বনাশ ঘটালেন। যে মানুষখেকো দানবকে একদা স্বহস্তে খাদ্য সরবরাহ করেছেন অবশেষে রাইয়ুমকিন স্বয়ং তার আহার্য্য হলেন।

দশম অধ্যায়

(১) লেনিন, পঞ্চম সংস্করণ, ৫৪ খণ্ড, পৃঃ ২৬৫-২৬৬।

(২) ক্রাইলেঙ্কো, "পাঁচ বছর", পৃঃ ৪৩৭।

(৩) ঐ বিচার সভার অপর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ বিপ্লবী ভ্যাসিলিয়েভ্-ইয়ুজিন এবং এ্যান্টনভ্ সারাটভ্‌স্কি। অত্যন্ত সাধারণ মানুষের পদবীযুক্ত ঐ নামগুলিতে অনুকূল প্রতিক্রিয়া হয়; নামগুলি স্মরণ রাখাও কত সহজ। '৩২ সালের ইজভেস্তিয়ায় দমন নীতির বলি কয়েকজনের মৃত্যু ঘোষণায় হঠাৎ নজর পড়ল। নিচে কার স্বাক্ষর? দীর্ঘজীবী এ্যান্টনভ্-সারাটভ্‌স্কির!

(৪) প্রাভ্‌দা, ২৪ মে '২৮, পৃঃ ৩।

(৫) ইজভেস্তিয়া ২৪ মে '২৯।

(৬) খুব সম্ভব নেতা ক্রাইলেঙ্কোর এই অসফলতার ফলে, অভিযোক্তার প্রতীক বিনাশ ঘটল,—একই গিলোটিনে যে গিলোটিনে দণ্ডিতদের বিনাশের জন্য পাঠাতেন।

(৭) 'প্রম্‌পার্টি বিচার', সোভিয়েত আইন প্রকাশ ভবন, মস্কো, ১৯৩১।

(৮) ঐ পৃঃ ৪৫২।

(৯) ঐ পৃঃ ৪৮৮।

ঐ পৃঃ ৩২৫।

(১১) ঐ পৃঃ ৩৬৫।

(১২) ঐ পৃঃ ২০৩।

(১৩) ঐ পৃঃ ২০২।

(১৪) ঐ পৃঃ ২০৪

(১৫) 'প্রম্‌পার্টি বিচার', সোভিয়েত আইন প্রকাশ ভবন, মস্কো, ১৯৩১ পৃঃ ৪২৫।

(১৬) ঐ পৃঃ ৩৫৬।

(১৭) সিগারেটের প্যাকেটে আক্রমণের দিক নির্দেশ করে যিনি ক্রাইলেঙ্কোকে বুঝিয়েছিলেন, তিনিই কি '৪১ সালে আমাদের সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা নীতি নির্দ্ধারণ করেন কি?

(১৮) প্রম্‌পার্টি বিচার, পৃঃ ৩৫৬। ঠাট্টা তামাশার বিষয় হিসাবে পরিকল্পনাটি উল্লেখ করা হয়নি।

(১৯) প্রম্‌পার্টি বিচার, পৃঃ ৪০৯।

(২০) ঐ পৃঃ ৪৩৭।

(২১) ঐ পৃঃ ২২৮।

(২২) ঐ পৃঃ ৩৫৪।

(২৩) ঐ পৃঃ ৪৫২।

(২৪) ঐ পৃঃ ৪৫৪।

(২৫) 'তুর্ম্‌ ই স্সিল্‌কি' (কারাগার ও নির্ব্বাসন)—আইভানভ্‌-রাজুমনিক, চেখভ্‌ প্রকাশ ভবন, নিউইয়র্ক, ১৯৫৩।

(২৬) রুশ স্মৃতিচারণ রামজিনকে অন্যায়ভাবে অবহেলা করেছে। আমার মতে তিনি ভণ্ড বিশ্বাসঘাতকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিবেচিত হওয়া উচিত। বঙ্গদেশের বিশ্বাসঘাতী অগ্নি! রামজিন সে যুগের একমাত্র শয়তান নন, তবে নিঃসন্দেহে নামজাদা শয়তান বটে।

(২৭) প্রম্‌পার্টি বিচার, পৃঃ ৫০৪। মাও-সে-তুঙ যখন যুবামাত্র আমাদের নিজের দেশে তখনই এই প্রকার উক্তি শোনা যেত।

(২৮) প্রম্‌পার্টি বিচার পৃঃ ৫১০।

(২৯) ঐ পৃঃ ৪৯।

(৩০) ঐ পৃঃ ৫০৮।

(৩১) ঐ পৃঃ ৫০৯। বিশ্বাস করুন আর না করুন, কোন কারণে সর্ব্বহারার সবচেয়ে বড় জিনিষ হল তার বিবেক,—সর্ব্বদা নাসিকা মাধ্যমে।

(৩২) ইয়াকুবোভিচের পুনর্ব্বাসনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যে মামলায় তাঁর বিচার হয়েছিল তা আমাদের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। একটি পাথরও সরানোর উপায় নেই, সরালে গোটা বাড়ি ভেঙ্গে পড়বে। এইভাবে ইয়াকুবোভিচের ভাবধারা নথিভুক্ত হয়েছিল। যা হোক বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের জন্য সান্ত্বনা হিসাবে তাঁকে ব্যক্তিগত অবসর ভাতা দেওয়া হয়েছে! কত উদ্ভট কাণ্ডই না আমাদের দেশে ঘটে!

(৩৩) এঁদের একজন হলেন কুজ্‌মা এ. গভজ্‌দেভ্‌; এঁর অতি মন্দ বরাত। ইনি সেই গভজ্‌দেভ্‌ যিনি সমর শিল্প সমিতির অন্তর্গত শ্রমিক গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং যাঁকে জার সরকার অতিরিক্ত মূর্খতা চালিত হয়ে '১৬ সালে গ্রেফতার এবং ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। দীর্ঘমেয়াদী বন্দী হয়ে গভজ্‌দেভ্‌ গুলাগে শহীদ হয়েছিলেন। '৩০-এর আগে তিনি কত বছর বন্দী ছিলেন তা বলতে পারব না। কিন্তু '৩০-এর পর থেকে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন বন্দী-জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কাজাকস্তানের স্পাস্ক্‌ বন্দী শিবিরে আমার বন্ধুরা তাঁকে '৫২ সালেও দেখেছে।

(৩৪) ইনি সদর সেনা বিভাগের কর্নেল ইয়াকুবোভিচ্‌ নন যিনি একই সময়ে সভা সমিতিতে সমর মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

(৩৫) এই সব সংবাদ গ্রাণাৎ এনসাইক্লোপিডিয়া ৪১ খণ্ড থেকে আহরিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নেতৃবর্গের হয় আত্মজীবনী, নয় নির্ভরযোগ্য জীবনী দেওয়া হয়েছে।

(৩৬) বুখারিন শুধু একজনকে,—ইয়েফিম্‌ ৎসেইৎলিনকে,—সমর্থন করেছিলেন, তাও বেশী দিন নয়।

(৩৭) দেখুন মহান বার্দ্ধক্যের জন্য মলোটভ্‌কে রেহাই দিয়ে আমরা কত মূল্যবান খবরই না হারিয়েছি।

(৩৮) "ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় সমিতিকে"ও এ চিঠি নাড়াতে পারেনি।

(৩৯) খুব শীগ্‌গির তোমার রক্তও বইবে, ক্লিউগিন! ইয়েজপভের দলের কাছে ধরা পড়ার পর গু-খেকো পায়রা গুবাইদুলিন ক্লিউগিনের গলা কাটবে।

(৪০) মোটামুটি বলা চলে, তিনি এই একটি জায়গায় ভুল করেছেন।

(৪১) ভাসভের আট বছর বয়স্কা কন্যা জোইয়া'র সম্পর্কে একটুখানি বলে নিই। ও বাবাকে খুব ভালবাসত। ও আর স্কুলে যেতে পারত না। (স্কুলে ওকে সবাই ক্ষ্যাপাত: তোর বাবা বিধ্বংসী! ও লড়াই করত: আমার বাবা ভাল!) বাপের বিচারের পর ও এক বছর মাত্র বেঁচেছিল। তার আগে ও কখনো অসুস্থ হয়নি। ঐ এক বছরের মধ্যেও একবারও হাসেনি। মাথা নিচু করে চলত। [illegible] বলাবলি করতেন, ও মাথা নিচু করে চলছে, ও শীগ্‌গির মারা যাবে। [illegible] ক্ষীতির দরুন মারা গেল। মৃত্যুর আগে ও বার বার বলেছে, "আমার বাবা কোথায়? বাবাকে এনে দাও!" যে কোটি কোটি মানুষ শিবিরগুলিতে মৃত্যুবরণ করল আমরা তাদের সংখ্যাকে দুই বা তিন দিয়ে গুণ করতে ভুল করি।

একাদশ অধ্যায়

(১) এন. এস. তাগানৎসেভ্ 'প্রাণদণ্ড', সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯১৩।

(২) ১৮৮৪—১৯০৬ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডের শ্লুসেলবার্গ জেলে মাত্র তেরোজনের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। হয়ত সুইজারল্যাণ্ডের হিসাবে এও এক ভয়াবহ সংখ্যা।

(৩) ল্যাটসিস্, "আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের দুটি বছর", পৃঃ ৭৫।

(৪) তুলনা হিসাবে উল্লেখ করি, ১৪২০—১৪৯৮ স্পেন দেশে বিধর্মী নিধনের ঝুঙ্গে দশ হাজার ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল,—অর্থাৎ প্রতি মাসে দশজনকে।

(৫) বি'র সাক্ষ্য। ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের কুঠরীতে খাবার দিয়ে আসতেন।

(৬) যে বৃত্তান্তটি আমাদের স্কুলগুলিতে জানানো হয় না তা হল ঊর্দ্ধতন জমিদারের হুকুমে মস্কোর আইভানোভ্স্কি মঠের ভূগর্ভস্থ উপাসনাগৃহে, দাসদের উপর নিষ্ঠুরতার শাস্তি হিসাবে শ্রীমতী সাল্তুচিখাকে এগারো বছর কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। (পেরুগাভিন, "মঠরূপী কারাগার", পসরেদ্নিক প্রকাশন, পৃঃ ৩৯)

(৭) "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারী আইনের মৌলিক নীতি", ২২ অনুচ্ছেদ —সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েতের বুলেটিন, ১৯৫৯, নং ১।

(৮) এন. নারোকভ্—"কল্পিত মূল্যবোধ : একটি দুই খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস"— চেকভ্ প্রকাশ ভবন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫২।

(৯) কারাবাসকালীন সব নোটবই আজও স্তাখোভিচের কাছে আছে। তাঁর কারাগারের বাইরের বৈজ্ঞানিক জীবন ঐগুলি দিয়েই শুরু হয়েছিল। ভবিষ্যতে সোভিয়েত ভূমিতে প্রথম ঐ ধরনের প্রকল্প, টার্বোজেট ইঞ্জিন প্রকল্পের নেতৃত্ব তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল।

(১০) ক্রেতা সমবায় সমিতি সম্পর্কে তাঁর গল্পগুলি চমৎকার, প্রকাশনের যোগ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

(১) তুর্জাক একটি হ্রস্ব সরকারী পরিভাষা, "তুরেম্নোয়ে জাক্লুচেনিয়ে" (কারাগারে বন্দী) থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

(২) বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারাগার-এর সরকারী হ্রস্ব পরিভাষা তন্—"তুরমা অসবোগো নাজ্নাচেনিয়া" থেকে উৎপন্ন।

(৩) শ্রীমতী ভেরা ফিগ্নার—"প্রভাবিত শ্রম : দুই খণ্ডে সমাপ্ত স্মৃতিচারণ", "মির্", মস্কো ১৯৬৪।

(৪) এম. নভোরুস্কি'র হিসাব মতে ১৮৮৪ থেকে ১৯০৬-এর মধ্যে শ্লুসেল্‌বার্গের তিনজন বন্দী আত্মহত্যা করেছিল এবং পাঁচজন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

(৫) পি. এ. ক্রাসিকভ্‌ যিনি পরবর্তীকালে ধর্মগুরু ভেনিয়ামিন্‌কে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, পিটার ও পল দুর্গে বন্দী থাকাকালীন মার্কসের "ক্যাপিটাল" গ্রন্থ পড়েছিলেন। তিনি অবশ্য ঐ দুর্গে মাত্র এক বছর বন্দী ছিলেন, পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

(৬) ভিশিন্‌স্কি, অৎ তুরিয়েম্‌ কে ভস্‌পিতাতেল্‌নুম উচরেজ্‌দেনিয়াম্‌।

(৭) '২৮ থেকে ওরা গর্ভবতী সমাজবাদী বিপ্লবীদেরও কারাদণ্ড দিতে দ্বিধা বোধ করত না।

(৮) কুখ্যাত জার্মান আইখমানের সাথে কী মিল!

(৯) পাথরটি '২৫ সালে উল্টিয়ে দেওয়ার ফলে কবরে শায়িত বন্দীদের নামও চাপা পড়ে গেল। সলোভ্‌কি সম্পর্কে জানতে উৎসুক পাঠক সেখানে গিয়ে নাম খুঁজে বার করুন!

(১০) সমাজবাদী বিপ্লবী ইয়ুরি পদ্‌বেলস্কিও স্বোয়াতিয়েভ্‌স্কি মঠে বন্দী ছিলেন। ভবিষ্যতে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি সোলভেৎস্কি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত ডাক্তারী কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু পরে স্ভের্দলভস্ক্‌ বন্দী চালান কারাগারে ওরা তাঁর স্যুটকেসের নিচে একটি গুপ্ত অংশ আবিষ্কার করে এবং সব লুকানো কাগজপত্র কেড়ে নেয়। এইভাবেই ত' রুশ ইতিহাস পদে পদে হোঁচট খেয়েছে।

(১১) এম. এন গের্নেত-এর "জার আমলের কারাগারের ইতিহাস", পঞ্চম খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়—আইন ও সাহিত্য প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬০-৬৩।

(১২) ঐ

(১৩) অথচ তাঁরা সব সময় সমাজবাদী বিপ্লবী এবং সমাজবাদী গণতন্ত্রীদের সমর্থন দাবী করতেন। কারাগাণ্ডা এবং '৩৬ সালে কোলিমা অভিমুখে বন্দী চালানের সময় যাঁরা ওঁদের প্রেরিত তারবার্তায় স্বাক্ষর করেননি কমিউনিস্ট এবং ট্রট্স্কিপন্থীরা তাঁদের বিশ্বাসঘাতক এবং সরকারের দালাল বলেছিলেন। কালিনিন্‌-এর উদ্দেশে প্রেরিত তারবার্তায় কমিউনিস্ট এবং ট্রট্স্কিপন্থীরা "বিপ্লবের পুরোধাদের" (অর্থাৎ স্বয়ং তাঁদের) কোলিমায় পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন,—এই কাহিনীটি বলেছেন মাকোতিন্‌স্কি।

(১৪) আমি এই "বামপন্থী" বা "দক্ষিণপন্থী" শ্রেণীভেদের বিপক্ষে। আপেক্ষিক সংজ্ঞা হওয়ার দরুন এগুলির অযথা প্রয়োগ হয় এবং তা অর্থবহ হয় না।

(১৫) পরিভাষাটির বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং এর সাথে যেন একটা জলসিক্ত, আকাশী-নীল আভা জড়িয়ে আছে!

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

(১) যাঁরা অবাক হয়ে বলেন, বন্দীরা লড়াই করত না কেন? সম্ভবতঃ তাঁরা এই বিবরণে সন্তুষ্ট হবেন।

(২) উনি মস্কো পৌঁছন'র পর আমাদের বিস্ময়ের দেশের নিয়ম অনুযায়ী এক বিস্ময় ঘটল। বন্দী চালান গাড়ি থেকে অফিসাররা তিমোফিয়েভ্-রেসভ্স্কিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে একটি সাধারণ মোটরগাড়ি করে নিয়ে চলল: চলল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জয়যাত্রায়!

(৩) পি. এফ. ইয়াকুবোভিচ্ ["অচ্ছুৎদের জগতে", প্রথম খণ্ড, মস্কো '৬৪] বিগত শতাব্দীর নবম দশকের কথা স্মরণ করে বলেছেন ঐ ভয়াবহ সময়ে সাইবেরিয়ায় বন্দী চালান গাড়ির প্রতি বন্দীকে দৈনিক খাদ্য-ভাতা হিসাবে দশ কোপেক দেওয়া হত। বন্দীরা পাঁচ কোপেক দামের গমের তৈরী পাঁউরুটি (সাড়ে দশ আউন্স ওজনের?) এবং দু'তিন কোপেক-এর এক পাত্র দুধ (আধ গ্যালন?) কিনতে পারত। তিনি বলেন, "বন্দীরা বিলাসী জীবন যাপন করত।" কিন্তু ইর্কুটস্ক্ প্রদেশে খাবার-দাবারের দাম বেশী ছিল। এক পাউণ্ড মাংসের দাম পড়ত দশ কোপেক। বন্দীরা তখন "স্রেফ শুকিয়ে মরত।" দৈনিক জনপ্রতি এক পাউণ্ড মাংস,—হেরিং মাছের আধ টুকরো নয়?

(৪) "স্ট্যালিনী ব্যক্তিবাদ" কথাটির সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ।

(৫) সাধারণ অপরাধীরা এই কারণে বিপ্লবীদের "হতচ্ছাড়া বড়লোক" বলত (পি. এফ. ইয়াকুবোভিচ্)।

(৬) অল্প কয়েকটি ঘটনার কথা শুনেছি যেখানে তিনটি অভিজ্ঞ, জোয়ান তাগড়া যুবক উঠে দাঁড়িয়েছিল,—না ন্যায়ের সমর্থনে নয়, পাশেই যারা লুণ্ঠিত হচ্ছিল তাদের সমর্থনেও নয়, কেবল নিজেদের গা বাঁচাতে। অর্থাৎ, সশস্ত্র নিরপেক্ষতা।

(৭) ভি. আই. আইভানভ্ (বর্তমানে উখ্তা প্রত্যাগত) ন'বার ১৬২ অনুচ্ছেদ (চুরি) এবং পাঁচবার ৮২ অনুচ্ছেদ (পলায়ন), অর্থাৎ মোট ৩৭ বছর কারাদণ্ড পেয়ে, মোট মাত্র পাঁচ থেকে ছ' বছর খেটেছিল।

(৮) অপরাধী জগতে 'ফ্রেরা' কথাটির অর্থ, যে চোর নয়। তাই বলে সে চেলোভেক', বা সাধারণ নাগরিকও নয়। ফ্রেরা কথাটি অপরাধী জগৎ বহির্ভূত বন্দীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত।

(৯) এ. এস. মাকারেঙ্কো "গম্বুজ শীর্ষে পতাকা।"

(১০) বীভার এক ধরনের লোমশ, উভচর দন্তর প্রাণী। রুশ অপরাধী জগতের ভাষায় বীভারের অর্থ বিত্তবান বন্দী যার কাছে 'ট্র্যাশ্' (দামী জামাকাপড়) এবং 'ব্যাসিলি' (চিনি, মাখন, অন্যান্য সুখাদ্য) আছে।

(১১) এইভাবে কীট যশের ফসল ধ্বংস করে। ওরা কি সত্যিই কীট? যা হোক পুশকিন, গোগল বা টলস্টয়ের নামে শিবির নেই। গোর্কির নামে আছে এক গাদা। গোর্কির নামে একটি খনিই রয়েছে,—কোলিমায়, এল্‌গেন থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। হ্যাঁ, এ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ্ গোর্কির নামে···

"তোমার হৃদয় আর আমার নামে, কমরেড···" শত্রু যদি আত্মসমর্পণ না করে··· আপনি একটি ছোট্ট, অসাবধান উক্তি করুন, তারপর দেখুন,—আপনি আর সাহিত্যে ঠাঁই পাবেন না।

(১২) আরো একটি শাস্তি ওর অদৃষ্টে ছিল,—পঁচিশ বছর মেয়াদী। এই শাস্তিটি শিবিরে পৌঁছে পেয়েছিল। '৫৭ সালেও ও ওজেরলাগ্ থেকে বেরোতে পারেনি।

(১৩) ভি. জি. কোরোলেঙ্কো—"আমার সমকালীন ইতিহাস",—মস্কো ১৯৫৫, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১) "শেষ লোকটি ছাড়া"—আদেশটি ভয়াবহ, অন্ততঃ আক্ষরিক অর্থে। আদেশটির অর্থ, যে ব্যক্তি শেষে আসবে তাকে হত্যা করা হবে, নিদেন পক্ষে তার পশ্চাদ্দেশে লগুড়াঘাত হবে। কেউই শেষ ব্যক্তি হতে চাইত না।

(২) ওখানে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর "যুদ্ধাপরাধ বিচারের" কথা বলবেন? এই উপাদানটি প্রয়োগ করুন না। সুবিধা লাগছে না?

(৩) গৌরবময় বিদ্রোহী নাম সম্বলিত এই বন্দী চালান কারাগারটি মস্কোবাসীদের কাছে অল্প পরিচিত। ওখানে পর্যটনের জন্য কাউকে নিয়ে যাওয়া হয় না। হবে কি করে? ওটা যে এখনো চালু আছে। কিন্তু কারাগারটিকে ভাল করে দেখতে হলে খুব বেশী দূর যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। নভোখরোশেভো রাজপথের থেকে ঢিল ছুঁড়লে ওখানে পড়ে।

(৪) বন্দী চালান কারাগারগুলির মধ্যে কারাবাস ছিল সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হওয়ার পক্ষে সর্বোত্তম। দুঃখের কথা, কারাগারটি আর নেই। তার জায়গায় একটি কংক্রিটের জিনিষপত্র তৈরীর কারখানা হয়েছে।

(৫) গ্যালিনা সেরেব্রিয়াকোভা! বরিস্ দায়াকভ্! আল্দান-সেমিওনভ্! আপনারা কখনো মুখ ধোবার বেসিন থেকে দশজন একসাথে খেয়েছেন? যদি খেয়ে থাকেন তা হলে অবশ্য কখনই আইভান ডেনিসোভিচের "জৈব প্রয়োজনের" স্তরে নামতেন না, তাই না? বেসিনের সামনে মারমুখী জনতার দৃশ্যের মধ্যেও প্রিয় পার্টির বিষয় ভাবতে থাকতেন?

(৬) কোন একদিন গুলাগের গোপন এবং প্রায় হারিয়ে যাওয়া কাহিনী স্মৃতিসৌধেও চিত্রিত হবে। আমি ঐ রকম আর একটি প্রকল্পের স্বপ্ন দেখি: কোলিমার কোন এক উঁচু জায়গায় এক অতিকায় স্ট্যালিন। ঠিক যত বড় তিনি নিজের সম্বন্ধে কল্পনা করতেন। তার বেশ কয়েক ফুট লম্বা গোঁফজোড়া। শিবির পরিচালকের মত বিকশিত দ্রংষ্ট্রা। এক হাতে লাগাম ধরা আর অন্য হাতে বেত, যা দিয়ে তিনি প্রতি সারিতে পাঁচজন করে গাড়িতে জুতে দেওয়া শত শত বন্দীকে আঘাত করতে উদ্যত,—সবাই প্রাণপণে গাড়ি টানছে। বেরিং উপসাগরের চুকৃচি উপদ্বীপের প্রান্তে এ মূর্তি চমৎকার মানাবে। ("পাহাড়ের চূড়ায় খোদিত মূর্তি" বইটি পড়ার আগে আমি এই কথাগুলি লিখেছিলাম। এর থেকে বোঝা যায়, আমি একাই স্বপ্নটি দেখিনি। শুনেছি ভল্গার উপর জিগুলি গেটের কাছে, উক্ত শিবিরটি থেকে মাইলখানেক দূরে, মোগুতোভা পাহাড়ের চূড়ার উপর স্টিমার-যাত্রীদের সুবিধার্থে স্ট্যালিনের একটি অতিকায় তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল)।

(৭) তারপর থেকে আমার যে সব সুইডের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বা সুইডেনগামী পর্য্যটকদের, কিভাবে এরিকের পরিবারের ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা কি অমুক নামের কোন নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জানে? ওরা মৃদু হেসেছে। রাশিয়ায় আইভানভের মত সুইডেনে এ্যাণ্ডারসন নামধেয় ব্যক্তির অভাব নেই। না, ঐ নামের কোন কোটিপতিও নেই। আজ বাইশ বছর পরে শেষবারের মত এই বইটি পড়তে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ওকে ওরা নিশ্চয় আসল নাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল। আবাকুমভ্ নিশ্চয় হুঁশিয়ার করেছিলেন, আসল নাম ব্যবহার করলে শেষ করে দেওয়া হবে। ও তাই বন্দী চালান কারাগারে সুইডিশ আইভানভ্-এর ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হয়েছিল। যাদের সঙ্গে ভাগ্যবশে দেখা হয়েছিল তাদের স্মৃতিতে ওর নিষিদ্ধ জীবনীর গৌণ খুঁটিনাটির মাধ্যমে ওর ধ্বংস হওয়া জীবনের ছাপ রেখে গিয়েছিল। এই বইয়ে বর্ণিত কোটি কোটি খরগোসের মত এরিকও সম্ভবতঃ ভাবত শেষ পর্য্যন্ত প্রাণে বেঁচে যাবে,—সাধারণ মানুষ তাই ত' ভাবে। ভেবেছিল অল্প কিছুদিন বন্দী থাকতে হবে, তারপর বিরক্ত পশ্চিমী দুনিয়া মুক্ত করে নেবে। ও প্রাচ্যের শক্তির দৌড় বুঝতে পারেনি। এরিক এও বোঝেনি

যে, তার মত একজন সাক্ষী যে পাশ্চাত্যে অদ্ভুত মানসিক দৃঢ়তা দেখাতে পারে, তাকে কখনই মুক্তি দেওয়া হবে না।

তবু, হয়ত ও এখনো, আজও বেঁচে আছে (টীকা, গ্রন্থকারের ১৯৭২)।

(৮) কোন কাজ না থাকলে ওলাগে যে র‍্যাশন দেওয়া হত, সেই র‍্যাশন।

(৯) দোগলা বা শঙ্করজাতি অথবা রুশ পলুৎস্‌ভেৎনিয়ে আসলে চোরের সাথে একাত্ম বন্দী যারা চোরদের অনুকরণ করার চেষ্টা করত, তবু চোররা ওদের নিজেদের লোক হিসাবে মানত না।

(১০) পি. ইয়াকুবোভিচ্‌ লিখেছেন গত শতাব্দীতেও মেয়াদ বেচা-কেনা চলত এটি বন্দীদের একটি প্রাচীন কৌশল।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) লিভেরাতুরনায়া গাজিয়েতার আমাকে লেখা চিঠি, ২৯/১১/৬৩।

(২) ওএলপি—অৎদেল্‌নি লাগেরনি পুন্‌ৎ—পৃথক শিবির স্থাপনের জায়গা।

(৩) পি. এফ. ইয়াকুবোভিচ্‌—মিরে আৎভের্জেন্নিখ্‌।

(৪) ভি. আই. লেনিন ১৮৯৭ সালে সাধারণ যাত্রীর বন্দর থেকে 'সেন্ট নিকোলাস' জাহাজে উঠেছিলেন।

(৫) ভি. শালামভ্‌ "অপরাধ-জগতের কাহিনী"তে বিশদ বর্ণনা করেছেন।

(৬) ঐ ঘটনার পর বিগত এই বছরগুলিতে বন্দী চালান করা হচ্ছিল না এমন অবস্থাতেও বহু রুশ নাগরিক রুশ জাহাজে পৃথিবীর বহু জলপথে বিপন্ন হয়েছেন। তবু জাতীয় গৌরবের ছদ্মবেশী গোপনীয়তার জন্য সাহায্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আমাদের নাগরিকদের হাঙরে খাক না, তোমাদের সাহায্য না নিতে হলেই হল। গোপনীয়তাই আমাদের জাতির ক্যান্সার।

চতুর্থ অধ্যায়

(১) সমাজবাদী গণতন্ত্রী নিকোলায়েভ্‌স্কি এবং ড্যালিন্‌-এর গবেষণানুসারে দেড় থেকে দু' কোটি বন্দী শিবিরে থাকত।

(২) কস্টিয়া কিউলা চিঠির জবাব দেয় না। মনে হয় আর জীবিত নেই।

(৩) এমভিডি'র চতুর্থ বিশেষ বিভাগের কাজ ছিল বন্দীদের কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করা।

(৪) কারা-জীবনের পূর্ব্বে এবং কারাজীবনে আমিও বহুকাল আগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে স্ট্যালিনী শাসন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ দিক নির্দ্দেশ করেছে। তারপর স্ট্যালিন নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরে গেলেন,—সোভিয়েত রাষ্ট্রার্ণব কি লক্ষ্যণীয়ভাবে গতি পরিবর্ত্তন করল? ঘটনা প্রবাহের উপর তিনি যে ব্যক্তিগত ছায়াপাত করেছিলেন তার উপাদান ছিল শোচনীয় মূঢ়তা, জঘন্য অত্যাচার আর আত্মগরিমা। এগুলি ছাড়া অন্য সব কিছুতে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা

অবলেনস্কি, ইয়েভ্‌গেনি পেত্রোভিচ্‌ (১৭৯৬-১৮৬৫): ডিসেম্বর বিপ্লবীদের একজন। এঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে সাইবেরিয়ায় বিশ বছর নির্বাসন দেওয়া হয়।

অর্দোনিকিদ্‌জে, গ্রিগরি (সের্গো) কন্সট্যান্টিনোভিচ্‌ (১৮৮৬-১৯৩৭): স্ট্যালিনের অন্তরঙ্গ অনুচর। শুদ্ধির সময় আত্মহত্যা করেন।

অসর্গিন (ইলিন), মিখাইল আন্দ্রিয়েভিচ্‌ (১৮৭৮-১৯৪২): লেখক। '২২-এ নির্ব্বাসিত।

আবাকুমভ, ভিক্টর সেমিওনোভিচ্‌ (১৮৯৪-১৯৫৪): স্ট্যালিনের সময়ে (১৯৪৬-৫২) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী। খ্রুশ্চেভের আমলে '৫৪ ডিসেম্বরে প্রাণদণ্ড হয়।

আগ্রানভ, ইয়াকভ সাভ্‌লোভিচ্‌ (?—১৯৩৯): ইয়াগোদা এবং ইয়েজভের অধস্তন, উপ-আভ্যন্তরীণ-মন্ত্রী। '৩৬-'৩৮-এর লোক দেখানো বিচারগুলিতে এঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুদ্ধির সময় এঁকে গুলি করে মারা হয়।

আইখেনভাল্ড্‌, ইউলি ইসায়েভিচ্‌ (১৮৭২-১৯২৮): প্রবন্ধ রচয়িতা ও সমালোচক, রুশ ভাষায় শোপেনহাওয়ারের অনুবাদ করেছিলেন। '২২ সালে নির্ব্বাসিত হন।

শ্রীমতী আখমাতোভা (গোরেঙ্কো), আন্না আন্দ্রিয়েভ্‌না (১৮৮৯-১৯৬৬): শিখরবাদী কবি, নিকোলাই গুমিলিয়েভ্‌-এর স্ত্রী। "সোভিয়েত জনগণের বিপক্ষতা"র জন্য '৪৬এ নিন্দিত। বহুকাল এঁর কবিতা সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়নি। '৫৬ সালের পরে কিছু প্রকাশিত হয়েছিল।

আল্‌দানভ, মার্ক আলেকজান্দ্রোভিচ্‌ (১৮৮৬-১৯৫৭): ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। '১৯ সাল থেকে প্যারীবাসী, পরে নিউইয়র্কবাসী।

আল্‌দান-সেমিওনভ, আন্দ্রেই ইগ্‌নাতিয়েভিচ্‌ (১৯০৮—): সোভিয়েত লেখক। জীবনস্মৃতি রচয়িতা। '৩৮-'৫৩ দূর প্রাচ্যের শিবিরে বন্দী ছিলেন।

আলেকসান্দ্রভ, এ. আই.: বৈদেশিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত অখিল রুশ সাংস্কৃতিক সমিতির শিল্পকলা বিভাগের অধ্যক্ষ। '৩৫ সালে শুদ্ধিকৃত হন।

আলিলুয়েভ্‌ পরিবার: স্ট্যালিনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নাদিয়েজ্‌দা সের্গেয়েভ্‌নার বাপের বাড়ির পরিবারবর্গ।

আমফিতেয়াএভ, আলেকসান্দর ভ্যালেন্টিনোভিচ্‌ (১৮৬২-১৯৩৮): রুশ লেখক। ১৯২০ থেকে বিদেশবাসী।

আন্দ্রেইয়েভ্, লিওনিদ নিকোলায়েভিচ্ (১৮৭১-১৯১৯): ছোটগল্প লেখক ও নাট্যকার। অভিব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে এর নিকট-সম্পর্ক ছিল। ফিনল্যাণ্ডে মৃত্যু হয়।

আন্দ্রেউশ্কিন, পাখোমি আইভানোভিচ্ (১৮৬৫-১৮৮৭): নারদনায়া ভোলিয়া, জনগণের ইচ্ছা—নামক সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা প্রচেষ্টার ফলে প্রাণদণ্ড হয়।

আভেরবাখ্, আই. এল.: সোভিয়েত আইনজ্ঞ, ভিশিন্স্কি'র সাকরেদ।

আইভান কালিতা (?—১৩৪০): মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডাচি'র (বিরাট জমিদারি পরগণা) প্রবর্তক।

আইভানভ্-রাজুম্‌নিক, ভ্যাসিলেভিচ্ (১৮৭৬-১৯৪৬): বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবী। জারের কারাগারে (১৯০১) এবং সোভিয়েত শ্রম-শিবিরে দণ্ড ভোগ করেন। '৪১এ জার্মানী চলে যান।

ইলিন, আইভান আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৮৮২-১৯৫৪): রহস্যবাদী দার্শনিক, '২২এ নির্বাসিত।

ইজ্‌গোইয়েভ্ (লান্দে), আলেকসান্দর সলোমনোভিচ্ (১৮৭২-১৯৩৮): দক্ষিণ ক্যাডেটপন্থী লেখক। '২২ সালে সোভিয়েত দেশ থেকে বহিষ্কৃত।

ইজমাইলভ্ নিকোলাই ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৯৩—): সোভিয়েত সাহিত্য বিষয়ক পণ্ডিত; পুশকিনের গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

ইয়াগোদা, গেনরিখ গ্রিগরিয়েভিচ্ (১৮৯১-১৯৩৮): গুপ্তপুলিশের উচ্চপদাধিকারী। '৩৪-'৩৮ আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী। '৩৮-এর সাজানো বিচারের পরে গুলি করে মারা হয়।

ইয়াকুবোভিচ্, পাইওতর ফিলিপোভিচ্ (১৮৬০-১৯১১): কবি। বদেলেয়ারের রুশ ভাষান্তর করেছিলেন। জার আমলে নির্বাসনের স্মৃতিকথা লিখেছেন।

ইয়ারোশেঙ্কো, নিকোলাই আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (১৮৪৬-১৮৯৮): শিল্পী।

ইয়েনুকিদ্‌জে, আভেল স্যাফ্রনোভিচ্ (১৮৭৭-১৯৩৭): বলশেভিক দলের কর্মী। ১৯১৮-৩৫ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির সম্পাদক। শুদ্ধিতে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

ইয়েরমিলভ্, ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ্ (১৯০৪-৬৫): সোভিয়েত সাহিত্য সমালোচক।

ইয়েসেনিন, সের্গেই আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৮৯৫-১৯২৫): কবি। আত্মহত্যা করেন।

ইয়েজভ্, নিকোলাই আইভানোভিচ্ (১৮৯৫-১৯৩৯): গুপ্ত পুলিশের উচ্চ-পদাধিকারী। ১৯৩৬-৩৮ আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী।

ইয়ুডেনিচ, নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ (১৮৬২-১৯৩৩) : জার বাহিনীর কমাণ্ডার। ১৯১৮-২০ এস্তোনিয়ায় বলশেভিক-বিরোধী বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন।

উলরিখ্, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৮৯-১৯৫১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের বড় বড় মামলাগুলির বিচার করেছিলেন।

উলিয়ানভ্, আলেক্সান্দর ইলিচ (১৮৬৬-১৮৮৭) : লেনিনের বড় ভাই। ১৮৮৭ সালে জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার বিফল চেষ্টার ফলে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

শ্রীমতী উলিয়ানোভা (ইয়েলিজারোভা-উলিয়ানোভা), আন্না ইলিনিচ্না (১৮৭৪-১৯৩৫) : লেনিনের বোন। সাংবাদিক এবং সম্পাদক।

উরিৎস্কি, মোইসেই সলোমনোভিচ্ (১৮৭৩-১৯১৮) : বিপ্লবী। পেত্রোগ্রাদ চেকা'র অধ্যক্ষ। সমাজবাদী বিপ্লবীরা এঁকে গুপ্তহত্যা করার পরই লাল ত্রাস শুরু হয়।

উতিওসভ্, লিওনিদ ওসিপোভিচ্ (১৮৯৫—) : সোভিয়েত অর্কেষ্ট্রার নায়ক, নাট্যশিল্পী।

এরেনবুর্গ, ইলিয়া গ্রিগরিয়েভিচ্ (১৮৯১-১৯৬৭) : সোভিয়েত লেখক ও সাংবাদিক বহুকাল প্যারীতে কাটিয়েছেন। স্ট্যালিন যুগের স্মৃতিকথা রচয়িতা।

এতিঙ্গার, ওয়াই. জি. (?—১৯৫২) : সোভিয়েত চিকিৎসক। তথাকথিত 'ডাক্তারের মামলা'য় '৫২ সালে গ্রেফতার হন। জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যু হয়।

এ্যান্টনভ্-সারাটভ্স্কি, ভ্লাদিমির পাভিওভিচ্ (১৮৮৪-১৯৬৫) : বলশেভিক দলের পুরানো সভ্য। ১৯২৮-এর শাখ্তি মামলা এবং ১৯৩০-এর প্রম্পার্টি মামলার বিচারক।

এ্যাণ্ডার্স, লাভিস্ল (১৮৯২-১৯৭০) : পোলাণ্ডের জেনারেল। সোভিয়েত দেশে পোলিশ সামরিক বাহিনী গড়েন এবং '৪৩-এ ঐ বাহিনীর ইরান অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

শ্রীমতী ওলিৎস্কায়া, ইয়েকাতেরিনা লোভ্না (১৮৯৮—) : সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সাথে ভিন্নমত লেখিকা। এঁর স্বল্পপ্রকাশিত কারা-শিবিরের স্মৃতিকথা বহুল প্রচারিত হওয়ার পরে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের রুশ ভাষা প্রকাশ ভবনের পক্ষে পোসেভ্ সেগুলি প্রকাশ করেন।

ওলমিন্স্কি (আলেক্সান্দ্রভ্) মিখাইল স্তেপানোভিচ্ (১৮৬৩-১৯৩৩) : সাংবাদিক, বিপ্লবের গোড়ার দিককার পেশাদার বিপ্লবী।

ওবলেনস্কি, ইয়েভ্গেনি পেত্রোভিচ্ : অবলেনস্কি দেখুন।

কন্দ্রাতিয়েভ্, নিকোলাই দিমিত্রিয়েভিচ্ (১৮৯২—?) : কৃষি অর্থনীতিবিদ। '৩১ সালে কৃষি শ্রমিক দলের বিচারে ছিলেন।

কলত্তভ্, নিকোলাই কনস্ট্যান্টিনোভিচ্ (১৮৭২-১৯৪০): প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী। রুশ জীববিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক শাখার প্রবর্তন করেন।

কর্নিলভ, জর্জিয়েভিচ্ (১৮৭০-১৯১৮): অস্থায়ী সরকারের সেনাধ্যক্ষ, আগস্ট '১৭তে কেরেনস্কির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। ডন অঞ্চলে বলশেভিকদের সঙ্গে যুদ্ধে হত হন।

শ্রীমতী কাপলান, ফ্যানিয়া (ডোরা) (১৮৮৮-১৯১৮): বামপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবী। '১৮ সালে লেনিন হত্যার অসফল প্রচেষ্টার পরে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

কারাকোজভ্, দিমিত্রি ভ্লাদিমিরোভিচ্ (১৮৪০-১৮৬৬): বিপ্লবী। ১৮৬৬তে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রাণনাশের অসফল চেষ্টার ফলে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

কারাস্‌ভিন, লেভ্ প্লাতনোভিচ্ (১৮৮২-১৯২২): রহস্যবাদী দার্শনিক। '২২এ নির্বাসিত। '৪১এ লিথুয়ানিয়ায় গ্রেফতার হন। ভর্কুতা শিবিরে মৃত্যু হয়।

কাসো, লেভ্ এ্যারিস্টিডোভিচ্ (১৮৬৫-১৯১৪): জার দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা মন্ত্রী।

কাতানিয়ান, রুবেন পাভলভিচ্ (১৮৮১-১৯৬৬): '২০ এবং '৩০ সালে সরকার পক্ষের উকিল। '৩৮এ গ্রেফতার হন।

কাজাকভ্, ইগনাতি নিকোলায়েভিচ্ (১৮৯১-১৯৩৮): চিকিৎসক। সোভিয়েত কর্মীদের দেহে ক্ষতিকর পদার্থ ঢুকিয়ে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। '৩৮-এর সাজানো মামলার পরে একে গুলি করে মারা হয়।

কামেনেভ্ লেভ্ বরিসোভিচ্ (১৮৮৩-১৯৩৬): প্রখ্যাত বলশেভিক নেতা, '২৭-এ দল থেকে বহিষ্কৃত, পুনর্গৃহীত এবং পুনঃবহিষ্কৃত। ৩৬-এ সাজানো বিচারের পরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

কিরভ, সের্গেই মিরনোভিচ্ (১৮৮৬-১৯৩৪): স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ অনুচর। লেনিনগ্রাদে এঁর হত্যা,—স্ট্যালিন অনুপ্রাণিত বলে খ্যাত,—গণহত্যার ঢেউ তুলেছিল।

কিশকিন, নিকোলাই মিখাইলোভিচ্ (১৮৬৪-১৯৩০): সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দলের নেতা। '২১ সালে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ-কর্মীদের বিচারে বিবাদী ছিলেন।

কাগানোভিচ্, লাজার মোইসেভিচ্ (১৮৯৩—): স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ সহচর, রেল মন্ত্রী। '৫৭-এ নেতৃত্ব থেকে উৎখাত হন।

কালিনিন, মিখাইল আইভানোভিচ্ (১৮৭৫-১৯৪৬): '২২ পর্য্যন্ত অখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ, তারপর সংযুক্ত রুশ সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতির অধ্যক্ষ, এবং '৩৮-এর পরে সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েতের পরিষদের অধ্যক্ষ হিসাবে নামে মাত্র সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রপতি।

কিজেভেত্তার, আলেক্সান্দর আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৮৬৬-১৯৩৩) : ক্যাডেট নেতা এবং [illegible]। '২২ সালে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে প্যারীতে থাকতেন।

কেরেনস্কি, আলেকসান্দর ফিওদরোভিচ্ (১৮৮১-১৯৭০) : সমাজবাদী বিপ্লবী নেতা। জুলাই—নভেম্বর '১৭ অস্থায়ী সরকারের নেতা। ফ্রান্সে পালিয়ে যান। মৃত্যু নিউইয়র্কে।

কোরোলেঙ্কো, ভ্লাদিমির গালাকৃতিনোভিচ্ (১৮৫৩-১৯২১) : গণতন্ত্রী কৃষক লেখক। জার আমলে নির্যাতিত হন। বলশেভিকরা এঁকে বুর্জোয়া মনে করত।

কোসারেভ্, আলেকসান্দর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৯০৩-১৯৩৯) : '২৯-'৩৮ কমিউনিস্ট যুবদলের নেতা।

কোসিঅর, স্ট্যানিস্লাভ্ ভিকেন্টিভিচ্ (১৮৮৯-১৯৩৯) : ইয়ুক্রেনীয় বলশেভিক নেতা। শুদ্ধিতে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

কোজিরেভ্, নিকোলাই আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৯০৮—) : জ্যো[illegible], '৩৭-'৩৮ কারাগারে ছিলেন।

কোলচাক, আকেসান্দর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৭৩-১৯২০) : জারের নৌবাহিনীর এ্যাডমিরাল। সাইবেরিয়ায় বলশেভিক বিরোধী সেনাদলের নেতৃত্ব করেন, ১৯১৮-২০ সাল। এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

কুপ্রিয়ানভ্, জি, এন, (১৮৭৪-১৯৩২) : কারেল অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী। '৪৯ সালে গ্রেফতার হন।

কুর্স্কি, দিমিত্রি আইভানোভিচ্ (১৮৭৪-১৯৩২) : ১৯১৮-২৮ ন্যায় মন্ত্রী। '২৮-'৩২ ইতালিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত।

শ্রীমতী কুস্কোভা, ইয়েকাতেরিনা দিমিত্রিয়েভ্না (১৮৬৯-১৯৫৮) : ক্যাডেট দলের সভ্য, পরে সমাজবাদী বিপ্লবী দলের। '২১-এর দুর্ভিক্ষ ত্রাণের মামলায় অভিযুক্ত। '২২-এ নির্বাসিত।

কুজনেৎসভ্, এ্যালেক্সি আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৯০৫-১৯৫০) : লেঃ জেনারেল। অন্যতম লেনিনগ্রাদ প্রতিরক্ষা সংগঠক। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সচিব। লেনিনগ্রাদ মামলায় অভিযুক্ত।

কুজনেৎসভ্, ভ্যাসিলি আইভানোভিচ্ (১৮৯৪-১৯৬৪) : কর্নেল-জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত সমর নেতা।

কুইবিশেভ্, ভ্যালেরিয়ান ভ্লাদিমিরোভিচ্ (১৮৮৮-১৯৩৫) : খ্যাতনামা অর্থনৈতিক যোজনা কর্মী। এঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে।

ক্রাইলেঙ্কো, নিকোলাই ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৮৫-১৯৩৮) : ১৯১৮-৩১ মুখ্য সরকার পক্ষীয় উকিল ; পরে ন্যায় মন্ত্রী। '৩৮এ প্রাণদণ্ড হয়।

ক্রাসনভ্, আনাতোলি এমানুইলোভিচ্ (১৯১৫—): ধর্ম সম্বন্ধীয় লেখক। স্ট্যালিনের আমলে কারাদণ্ড হয়। '৬০-এর পরে ভিন্নমত আন্দোলনে যোগ দেন।

ক্রাসনভ্, পাইওত্র নিকোলায়েভিচ্ (১৮৬৯-১৯৪৭): ডন অঞ্চলের কশাক নেতা। '১৯ সালে দেশত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ভাবাপন্ন রুশ সেনাদলের নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ তাঁকে সোভিয়েতের হাতে সমর্পণ করে। অতঃপর সোভিয়েতরা তাঁর প্রাণ নাশ করে।

ক্রাসিকভ্, পাইওতর আন্নাইয়েভিচ্ (১৮৭০-১৯৩৯): প্রবীণ বলশেভিক। '২০ এবং '৩০-এর বিচারগুলিতে সরকার পক্ষের উকিল এবং বিচারক ছিলেন।

ক্রিলভ্, আইভান আন্দ্রিয়েভিচ্ (১৭৬৯-১৮৪৪) প্রখ্যাত কাহিনী রচয়িতা।

ক্রেটিনস্কি, নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ (১৮৮৩-১৯৩৮): বলশেভিক দলের কর্মী এবং কূটনীতিক। '৩৮-এর সাজানো বিচারের পরে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

ক্রুগলভ্, সের্গেই নিকিফরোভিচ্ (১৯০৩—): ১৯৪৬-৫৬ আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী।

ক্লুইয়েভ্, নিকোলাই আলেক্সেভিচ্ (১৮৮৭-১৯৩৭): কৃষক কবি। প্রাচীন রুশ মূল্যবোধের গুণকীর্তন করতেন এবং পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিরোধিতা করতেন। তৃতীয় দশকের গোড়ায় সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন।

ক্লুচেভ্স্কি, ভ্যাসিলি ওসিপোভিচ্ (১৮৪১-১৯১১): প্রখ্যাত ঐতিহাসিক।

খ্রুস্তালেভ্-নোসার, জর্জি স্তেপানোভিচ্ (১৮৭৭-১৯১৮): ১৯০৫ সালে পিটার্সবুর্গ শ্রমিক সোভিয়েতের অধ্যক্ষ নিব্বাচিত। '১৮ সালে ইউক্রেনে বলশেভিক বিরোধিতা করেন। বলশেভিকরা এঁকে গুলি করে মেরেছিল।

গট্স্, এ্যাব্রাম রাফাইলোভিচ্ (১৮৮২-১৯৪০): দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবী নেতা। '২২-এর বিচারে বিবাদী ছিলেন।

গভরভ্, মার্শাল লিওনিদ আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৮৯৭-১৯৫৫): সোভিয়েত সমর নায়ক।

গাজ্ ফিওডর পেত্রোভিচ্ (১৭৮০-১৮৫৩): জার্মান বংশোদ্ভব, মস্কো কারা-হাসপাতালের চিকিৎসক। ইনি দণ্ডবিধির সংস্কার চেয়েছিলেন।

গামারনিক, ইয়ান বরিসোভিচ্ (১৮৯৪-১৯৩৭): সোভিয়েত সমর নায়ক। শুদ্ধির সময় আত্মহত্যা করেন।

শ্রীমতী গিন্সবার্গ, ইয়েভ্গেনিয়া সেমিওনোভা (১৯১১—): শ্রম-শিবিরের স্মৃতি-চারণ, 'ঘূর্ণিঝড়ের মুখে' রচয়িতা।

গুল (গাউল), রোম্যান বরিসোভিচ্ (১৮৯৬—): দেশত্যাগী, ইতিহাস সম্বন্ধীয় লেখক। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'নোভি জুর্নাল'—নতুন পত্রিকা, সম্পাদক।

গুমিলিয়েভ্, নিকোলাই স্তেপানোভিচ্ (১৮৮৬-১৯২১): শিখরবাদী কবি,

আখ্‌মাতোভা'র প্রথম স্বামী। সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিচারের পরে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

গের্নেৎ, মিখাইল নিকোলায়েভিচ্ (১৮৭৪—?): প্রাণদণ্ড সম্পর্কিত লেখক।

গেরিন, এন. (মিখাইলোভ্‌স্কি, নিকোলাই জর্জিয়েভিচ্) (১৮৫২-১৯০৬): গতুন শতাব্দীর জনপ্রিয় লেখক। কিশোর-সাহিত্যে যশস্বী।

গোলিকভ্, মার্শাল ফিলিপ আইভানোভিচ্ (১৯০০—): সোভিয়েত সমর নায়ক। জার্মানী থেকে লাল ফৌজের প্রত্যাবর্তনের তদারকি করেছিলেন।

গোলিয়াকভ্, আইভান তেরেন্তিয়েভিচ্: স্ট্যালিনের আমলে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি।

গোর্কি, ম্যাক্সিম (পেশকভ্, আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ্) (১৮৬৮-১৯৩৬): লেখক। লেনিনের সাথে মতের অমিল ঘটায় '২১-'২৮ বিদেশে থাকেন। '৩১-এ রুশ দেশে ফেরেন। এঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছিল।

গ্রিগরেঙ্কো, পাইওতর গ্রিগরিয়েভিচ্ (১৯০৭—): প্রাক্তন লালফৌজের সেনাপতি। '৬১তে ভিন্নমত হন। '৬৯ থেকে উন্মাদ আশ্রমে আছেন।

গ্রিগরিয়েভ্, ইওসিফ্ ফিওদরোভিচ্ (১৮৯০-১৯৪৯): প্রখ্যাত রুশ ভূতত্ত্ববিদ।

গ্রিন (গ্রিনভ্‌স্কি), আলেকসান্দর স্তেপানোভিচ্ (১৮৮০-১৯৩২): রোমাঞ্চ কাহিনী লেখক।

গ্রিনেভিৎস্কি, ইগ্‌নাতি ইয়োআখিমোভিচ্ (১৮৫৬-১৮৮১): বিপ্লবী, নারদনায়া ভোলিয়া দলের সদস্য। ১৩।৩।১৮৮১ তারিখে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে বোমা মেরে হত্যা করেন। নিজেও প্রচণ্ড আঘাত পান।

গ্রিবোয়েদভ্, আলেকসান্দর সের্গেভিচ্ (১৭৯৫-১৮২৯): নাট্যকার ও কূটনীতিক।

গ্রোমাইকো, আন্দ্রেই আন্দ্রেভিচ্ (১৯০৯—): সোভিয়েত কূটনীতিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন রাজদূত এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রাক্তন সোভিয়েত প্রতিনিধি। '৫৭ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

গ্রোমান, ভ্লাদিমির গুস্তাভোভিচ্ (১৮৭৩—?): উচ্চ সোভিয়েত অর্থনৈতিক পদাধিকারী। '৩১ সালে মেনশেভিকদের বিচারে বিবাদী ছিলেন।

চার্নভ্‌স্কি, এন, এফ, (১৮৬৮—?): সোভিয়েত অর্থনৈতিক কর্মী। '৩০-এর প্রম্‌পার্টি বিচারের একজন বিবাদী।

শ্রীমতী চুকভ্‌স্কায়া, লিডিয়া কর্ণিয়েভ্‌না (১৯০৭—): সোভিয়েত সাহিত্য সমালোচক এবং লেখিকা (সামিজ্‌দাৎ—স্বপ্রকাশ)

চেখভ্‌স্কি, ভ্লাদিমির মোইসেভিচ্ (১৮৭৭—?): ইয়ুক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী।

চের্নভ্, ভিকটর মিখাইলোভিচ্ (১৮৭৩-১৯৫২): সমাজবাদী বিপ্লবী নেতা। '২০ সালে দেশত্যাগী।

ছুবার, ভ্লাস্ ইয়াকভ্লেভিচ্ (১৮৯১-১৯৩৯): সোভিয়েত ইয়ুক্রেনের উচ্চ পদাধিকারী। শুদ্ধিতে প্রাণদণ্ড হয়।

জ্দানভ্, আন্দ্রেই আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (১৮৯৬-১৯৪৮): স্ট্যালিনের অনুচর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাংস্কৃতিক নীতি নির্দ্ধারণ করতেন।

জাভালিশিন, দিমিত্রি ইরিনার্কোভিচ্ (১৮০৪-১৮৯২): ডিসেম্বর বিপ্লবী। বিশ বছর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন হয়। ১৮৬৩'র পরে সাংবাদিকতা করতেন।

জামিয়াতিন, ইয়েভ্গেনি আইভানোভিচ্ (১৮৮৪-১৯৩৭): লেখক। '১৭ সালে স্বদেশে ফিরে বলশেভিকদের বিরোধিতা করেন। '৩২ সালে দেশত্যাগ করেন। '২৪ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস আমরা হাক্সলে এবং অরওয়েলকে প্রভাবিত করেছিল।

জালুগিন, সের্গেই প্যাভ্লভিচ্ (১৯১৩—): সোভিয়েত লেখক।

শ্রীমতী জাসুলিচ্, ভেরা আইভানোভা (১৮৪৯-১৯১৯): বিপ্লবী। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পৌরপ্রধানকে হত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু মুক্তি পান। ১৮৮০ সালে দেশত্যাগ করেন। ১৯০৫ সালে দেশে ফেরেন। মেনশেভিক দলের সভ্য হন।

জিনোভিয়েভ্ (আপফেলবম্), গ্রিগরি ইয়েভ্সেভিচ্ (১৮৮৩-১৯৩৬): লেনিনের অনুচর। '২৭ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। '৩৬-এর সাজানো বিচারের পরে গুলি করে মারা হয়।

শ্রীমতী জিপ্পিয়াস্, ঝিনাইদা নিকোলায়েভ্না (১৮৬৯-১৯৪৫): লেখিকা, মেরেজকভ্স্কি'র স্ত্রী। '২০ সালে দেশত্যাগী।

জুকভ্, মার্শাল জর্জ্জি কন্সট্যান্টিনোভিচ্ (১৮৯৬—): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত সমরনেতা।

ঝেব্রাক, এ্যান্টন রোম্যানোভিচ্ (১৯০১-৬৫): সোভিয়েত প্রজননবিদ।

ঝের্ঝিনস্কি, ফেলিক্স এডমণ্ডোভিচ্ (১৮৭৭-১৯২৬): গুপ্ত পুলিশের (চেকা-জিপিইউ-অগপু) প্রথম অধ্যক্ষ। এঁর পরে মেনজিন্স্কি ঐ পদ অধিকার করেছিলেন।

ঝেলিয়াবভ্, আন্দ্রেই আইভানোভিচ্ (১৮৫১-১৮৮১): বিপ্লবী। ১৮৮১তে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করার ফলে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

শ্রীমতী টলস্টয়, আলেকজান্দ্রা লিওভ্না (১৮৮৪—): লিও টলস্টয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। পিতার জীবনী রচয়িতা। মার্কিন দেশের বাসিন্দা। শরণার্থীদের সাহায্যার্থে মার্কিন দেশে টলস্টয় ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

টলস্টয়, এ্যালেক্সি নিকোলায়েভিচ্ (১৮৮৩-১৯৪৫) : সোভিয়েত লেখক। '৩৭ সালে সুপ্রীম সোভিয়েত বা লোকসভার সভ্য ছিলেন।

টোম্‌স্কি, মিখাইল পাভলভিচ্ (১৮৮০-১৯৩৬) : ১৯২৯ পর্য্যন্ত ট্রেড ইয়ুনিয়নের প্রধান ছিলেন। স্ট্যালিনী শুদ্ধিতে আত্মহত্যা করেন।

ট্রট্স্কি (ব্রনস্টাইন), লেভ্ (লিওন) ড্যাভিডোভিচ্ (১৮৭৯-১৯৪০) : লেনিনের সহচর। '২৫ সাল পর্য্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী। '২৭ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। '২৯এ তুর্কিতে নির্ব্বাসিত। মৃত্যু মেক্সিকো শহরে এক সোভিয়েত গুপ্তঘাতকের হাতে।

ডাল, ভ্লাদিমির আইভানোভিচ্ (১৮০১-১৮৭২) : অভিধান রচয়িতা।

ড্যান (গুরভিচ্), ফিওদর ইলিচ (১৮৭১-১৯৪৭) : মেনশেভিক নেতা এবং চিকিৎসক। '২২ সালে নির্ব্বাসিত।

ডেনিকিন, এ্যান্টন আইভানোভিচ্ (১৮৭২-১৯৪৭) : জারের সমর নেতা। '১৮-'২০ সাল দক্ষিণাঞ্চলে বলশেভিক বিরোধী (শ্বেত) বাহিনী পরিচালনা করেন। পরে দেশত্যাগ করেন।

তাগানৎসেভ্, নিকোলাই স্তেপানোভিচ্ (১৮৪৩-১৯২৩) : ফৌজদারী আইন বিষয়ক লেখক।

তার্লে, ইয়েভ্‌গেনি ভিক্টরোভিচ্ (১৮৭৫-১৯৫৫) : সোভিয়েত ঐতিহাসিক। তৃতীয় দশকের গোড়ায় স্বল্পকালের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন।

শ্রীমতী ৎস্‌ভিয়েতায়েভা, মেরিয়ানা আইভানোভা (১৮৯২-১৯৪১) : কবি। '২২-'৩৯ বিদেশে ছিলেন। স্বদেশে ফেরার দু'বছর পরে আত্মহত্যা করেন।

তিখন, প্যাট্রিয়ার্ক (১৮৬৫-১৯২৫) : '২৭-এর পরে রুশ গোঁড়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান। '২২-'২৩এ এঁকে বিরুদ্ধবাদিতার জন্য ধরা হয়।

তিমোফিয়েভ-রেসভ্‌স্কি, নিকোলাই ভ্লাদিমিরোভিচ্ (১৯০০—) : সোভিয়েত তেজস্ক্রিয় জীববিজ্ঞানী। '২৪-'৪৫ জার্ম্মানীতে কাজ করেছেন। সোভিয়েত দেশে ফেরার পর স্ট্যালিনী শিবিরে দশ বছর কাটিয়েছেন।

তিনিয়ানভ্, ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ্ (১৮৯৫-১৯৪৩) : সাহিত্যে সুপণ্ডিত সোভিয়েত লেখক।

তুখাচেভ্‌স্কি, মিখাইল নিকোলায়েভিচ (১৮৯৩-১৯৩৭) : সোভিয়েত সমর নায়ক। বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

তুর ভ্রাতাগণ : দু'জন গুপ্তচর কাহিনী রচয়িতা এবং নাট্যকারের ছদ্মনাম :— লিওনিদ ড্যাভিডোভিচ্ তুবেলস্কি (১৯০৫-৬১) এবং পাইওতর লিওভিচ্ রাইজেই (১৯০৮—)।

তুখিন, লেঃ জেনারেল : প্‌তুখিন দেখুন।

ক্রবেৎস্কোই, সের্গেই পেত্রোভিচ্ (১৭৯০-১৮৬০) : ডিসেম্বর বিপ্লবীদের একজন। প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে নির্বাসন হয়। ১৮৫৬ সালে মার্জনা পান।

দনস্কোই, ডি. ডি. (১৮৮১-১৯৩৬) : দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবী।

দলগুণ, আলেকজাণ্ডার এম. (আলেকজাণ্ডার ডি.) (১৯২৬—) : মার্কিন কুলোদ্ভব, মস্কোস্থ মার্কিন দূতাবাসের প্রাক্তন কর্মী। '৪৮-'৫৬ সোভিয়েত কারাগার এবং শ্রম-শিবির দণ্ডভোগী। '৭১ সালে সোভিয়েত দেশ ত্যাগের অনুমতি পান।

দয়ারেঙ্কো, এ্যালেক্সি জি. : সোভিয়েত কৃষিবিদ। '৩১ সালে কৃষিকর্মী দলের বিচারে বিবাদী।

দয়াকভ্, বরিস্ আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৯০২—) : শ্রম-শিবিরের স্মৃতিকথা রচয়িতা।

দিমিত্রভ্, জর্জি মিখাইলোভিচ্ (১৮৮২-১৯৪৯) : বুলগেরীয় কমিউনিস্ট নেতা। '৩৩ সালে লাইপজিগে অনুষ্ঠিত জার্মান লোকসভার বিচারে মূল বিবাদী।

দের্জাভিন, গ্যাব্রিল রোম্যানোভিচ্ (১৭৪৩-১৮১৬) : দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলের কবি এবং রাষ্ট্রনায়ক।

দুখোনিন, নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ (১৮৭৬-১৯১৭) : জার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। অধীনস্থ সৈন্যদের দ্বারা হত।

নবোকভ্ (সিরিন), ভ্লাদিমির (১৮৯৯—) : রুশ-মার্কিন লেখক; '১৯এ দেশত্যাগী ক্যাডেট দলের নেতা এফ. ডি. নবোকভের সন্তান।

নারোকভ্ (মার্চেঙ্কো), নিকোলাই ভ্লাদিমিরোভিচ্ (১৮৮৭-১৯৬৯) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশত্যাগী লেখক। মার্কিন দেশবাসী হয়েছিলেন।

নভোরুস্কি, মিখাইল ভ্যাসিলিয়েভিচ (১৮৬১-১৯২৫) : ১৮৮৭ সালে জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার বিফল প্রচেষ্টার জন্য আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভের সঙ্গে দণ্ডিত বিপ্লবী। পরে এঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে শ্লুসেলবার্গ দুর্গে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

নাতানসন, মার্ক আন্দ্রেভিচ্ (১৮৫০-১৯১৯) : গণবাদী লেখক, পরে সমাজবাদী বিপ্লবী হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বলশেভিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। মৃত্যু সুইজারল্যাণ্ডে।

নেক্রাসভ্, নিকোলাই এ্যালেক্সেভিচ্ (১৮২১-১৮৭৮) : কবি।

নোভিকভ্, নিকোলাই আইভানোভিচ্ (১৭৪৪-১৮১৮) : সমাজ সমালোচক ও লেখক। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে শ্লুসেলবার্গ দুর্গে এঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

পাল্‌চিনস্কি, পাইওতর আকিমোভিচ্ (১৮৭৮-১৯২৯) : অর্থনীতিবিদ এবং খনি বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার। '২৮-এর শাখ্‌তি মামলার মূল বিবাদী। এঁকে গুলি করে মারা হয়।

পাস্তেরনাক, বরিস লিওনিদোভিচ্ (১৮৯০-১৯৬০) : ঔপন্যাসিক ও কবি। '৫৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

পিটার্স, ইয়াকভ্ খৃষ্টফরোভিচ্ (১৮৮৬-১৯৪২): লাতভীয় বিপ্লবী। দ্বিতীয় দশকে গুপ্ত পুলিশের উচ্চপদাধিকারী। পরে এঁকে খতম করা হয়েছিল।

পিলনিয়াক (ভোগাউ), বরিস আন্দ্রিয়েভিচ্ (১৮৯৪-১৯৩৭) : সোভিয়েত লেখক। বিপ্লব সংক্রান্ত ঘটনাবলী বিকৃত করার দায়ে অভিযুক্ত হন। কারাগারে মৃত্যু হয়।

পেরখুরভ্, আলেক্সান্দর পেত্রোভিচ্ (১৮৭৬-১৯২২) : বলশেভিক-বিরোধী বাহিনীর সেনাপতি। '২২এ এঁকে ইয়ারোস্লাভ্লে গুলি করে মারা হয়।

শ্রীমতী পেশকোভা-ভিনাভের, ইয়েকাতেরিনা পাভলভ্না (১৮৭৬-১৯৬৫): ম্যাক্সিম গর্কির প্রথমা স্ত্রী। ইনি রাজনৈতিক রেডক্রসের অধ্যক্ষ ছিলেন।

পেশেখনভ্, এ্যালেক্সি ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৬৭-১৯৩৩) : লেখক। '২২এ নির্ব্বাসিত।

পেস্টেল, প্যাভেল আইভানোভিচ্ (১৭৯৩-১৮২৬) : চরমপন্থী দলের নেতা, ডিসেম্বর বিপ্লবী। এঁর ফাঁসি হয়েছিল।

পেটলিউরা, সাইমন ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৭৯-১৯৪৬) : ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী নেতা। '১৮-'১৯ সালে ইউক্রেনে বলশেভিক-বিরোধীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্যারীতে নির্ব্বাসনকালে এঁকে গুপ্তহত্যা করা হয়।

প্লেখানভ্, জর্জ্জি ভ্যালেন্টিনোভিচ্ (১৮৫৬-১৯১৮) : মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। মেনশেভিক দলের নেতা হয়েছিলেন। '১৭ সালে বলশেভিক দল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের বিরোধিতা করেছিলেন।

প্লেৎনেভ্, দিমিত্রি দিমিত্রিয়েভিচ্ (১৮৭২-১৯৫৩) : চিকিৎসক। '৩৮-এর সাজানো বিচারে পঁচিশ বছর কারাদণ্ড পান।

পোবেদনস্তসেভ্, কনস্ট্যান্টিন পেত্রোভিচ্ (১৮২৭-১৯০৭) : উঁকিল এবং রাজনীতিক। পবিত্র সাইনড-এর পদাধিকারী। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এবং দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালে এঁর প্রতিক্রিয়াশীল রুশ জাতীয়তাবাদী মত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্লাৎনভ্, সের্গেই ফিওদরোভিচ্ (১৮৬০-১৯৩৩): ঐতিহাসিক। তৃতীয় দশকের গোড়ায় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন।

পষ্টিশেভ্, প্যাভেল পেত্রোভিচ্ (১৮৮৭-১৯৪০) : ইউক্রেনীয় বলশেভিক নেতা। '৩৮এ গ্রেফতার। কারাগারে মৃত্যু হয়।

পোটেমকিন, গ্রিগরি আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (১৭৩৯-১৭৯১) : মহামতি ক্যাথারিনের প্রিয় ঐ আমলের সমর নায়ক।

প্‌তুখিন, লেঃ জেনারেল ইয়েভ্‌গেনি স্যাভিচ্‌ (১৯০০-১৯৪১): সোভিয়েত বিমানবাহিনীর কমাণ্ডার। সোভিয়েত ভূমির উপর জার্মান আক্রমণের পর এঁকে খতম করা হয়।

পুগাচেভ্‌, ইয়েমেলিয়ান আইভানোভিচ্‌ (১৭৪২-১৭৭৫): দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে একটি বড় কৃষক বিদ্রোহের নেতা। এঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রোকপোভিচ্‌, সের্গেই নিকোলায়েভিচ্‌ (১৮৭১-১৯৫৫): অর্থনীতিবিদ ও ক্যাডেট দলের নেতা। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিশনের বিচারে ছিলেন। '২২ সালে বহিষ্কৃত।

ফিওডর আইভানোভিচ্‌ (১৫৫৭-১৫৯৮): জার 'ভয়ঙ্কর আইভান'-এর মূঢ়মতি সন্তান, ১৫৮৪তে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এঁর প্রতিভূ বরিস গদুনভ্‌ ১৫৯৮-১৬০৫ জার হিসাবে রাজত্ব করেন।

শ্রীমতী ফিগনার, ভেরা নিকোলায়েভ্‌না (১৮৫২-১৯৪২): নারদনায়া ভোলিয়া দলের নেতা। ১৮৮১ সালের জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার হত্যার সফল প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ফিলোনেঙ্কো, ম্যাক্সিমিলিয়ন ম্যাক্সিমিলিয়নোভিচ্‌: দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী বিপ্লবী। '১৮ সালে আর্কাঞ্জেলে সোভিয়েত-বিরোধী সেনাদলের নেতৃত্ব করেছিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক, সেমিওন লুড্‌ভিগোভিচ্‌ (১৮৭৭-১৯৫০): সলোভিয়েভ-এর শিষ্য, ধর্ম-জিজ্ঞাসু ও দার্শনিক। '২২ সালে নির্ব্বাসিত।

ফেদোতভ্‌, এ. এ. (১৮৬৪—?): সোভিয়েত কর্মী। শাখ্‌তি মামলার বিবাদী ছিলেন।

বন্দারিন, সের্গেই আলেকসান্দ্রোভিচ্‌ (১৯০৩—): শিশু-সাহিত্য রচয়িতা।

বাকুনিন, মিখাইল আলেকসান্দ্রোভিচ্‌ (১৮১৪-১৮৭৬): অন্যতম সন্ত্রাসবাদী দল প্রতিষ্ঠাতা।

বাখ্‌তিন, মিখাইল মিখাইলোভিচ্‌ (১৮৯৫—): ডস্টয়েভ্‌স্কি বিশেষজ্ঞ সাহিত্য পণ্ডিত। '৩০-'৬৩ এঁর লেখা সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত হত না।

বাবুশ্‌কিন, আইভান ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌ (১৮৭৩-১৯০৬): রুশ বিপ্লবী।

বান্দেরা, স্তেপান (১৯০৯-১৯৫৯): ইয়ুক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে '৪৭ পর্য্যন্ত ইয়ুক্রেনে সোভিয়েত-বিরোধী সেনাদলের নেতৃত্ব করেছিলেন। মিউনিখে সোভিয়েত গুপ্ত ঘাতকের হাতে মৃত।

বেদ্‌নি, দেমিয়ান (১৮৮৩-১৯৪৫): সোভিয়েত কবি।

বের্দিয়ায়েভ্‌, নিকোলাই আলেকসান্দ্রোভিচ্‌ (১৮৭৪-১৯৪৮): নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদ বিরোধী দার্শনিক। '২২ সালে রুশ দেশ থেকে বিতাড়িত। '২৪ থেকে প্যারীবাসী।

বেনোয়া, আলেকসান্দর নিকোলায়েভিচ্ (১৮৭০-১৯৬০) : প্রচ্ছদপটশিল্পী। '২৬ থেকে প্যারীবাসী হন।

বেলিন্স্কি, ভিসারিওন গ্রিগরিয়েভিচ্ (১৮১১-১৮৪৮) : সাহিত্য সমালোচক এবং উদারমনা, সমাজ সচেতন সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

বিরন (১৬৯০-১৭৭২) : কাউণ্ট আর্ণস্ট জোহ্যান বিউরেন-এর রুশ নাম। সাম্রাজ্ঞী আন্না আইভানোভার প্রিয়পাত্র হিসাবে ইনি এক অত্যাচার এবং উৎপীড়নের রাজত্ব প্রবর্ত্তন করেন।

বেরিয়া, ল্যাভরেন্তি পাভ্লভিচ্ (১৮৯৯-১৯৫৩) : জর্জ্জিয়ার বলশেভিক নেতা। গুপ্ত পুলিশ এবং নিরাপত্তা মন্ত্রী। '৩৮ সালে স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ হন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

ব্লক, আলেকসান্দর আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৮৮০-১৯২১) : প্রতীকবাদী কবি।

বুখারিন, নিকোলাই আইভানোভিচ্ (১৮৮৮-১৯৩৮) : প্রখ্যাত কমিউনিস্ট পার্টি কর্ম্মী এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ববিদ। '২৪-এর পরে পলিটব্যুরোর সদস্য, '২৬-এর পরে কমিণ্টার্ন-এর সম্পাদক; '২৯এ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। '৩৮-এর লোক দেখানো বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

বুদেন্নি, মার্শাল সেমিওন মিখাইলোভিচ্ (১৮৮৩-১৯৭৩) : গৃহযুদ্ধের বীর যোদ্ধা। বলশেভিক অশ্বারোহীদলের নেতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পাদে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাপতি।

বঞ্চ্-ব্রুয়েভিচ্, ভ্লাদিমির দিমিত্রিয়েভিচ্ (১৮৭৩-১৯৫৫) : বলশেভিক বিপ্লবী। ১৯১৭-২০ মন্ত্রীসভার প্রশাসনিক পদাধিকারী।

বকি, গ্লেব আইভানোভিচ্ (১৮৭৯-১৯৪১) : গুপ্ত পুলিশ কর্ম্মী। '২৭-এর পরে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সদস্য। '৩৭ সালে গ্রেফতার হন।

বুলগাকভ্, মিখাইল আফানাসিয়েভিচ্ (১৮৯১-১৯৪০) : ব্যঙ্গ-সাহিত্য রচয়িতা। এঁর কিছু কিছু রচনা ইংরাজিতে অনূদিত হয়েছে।

বুলগাকভ্, সের্গেই নিকোলায়েভিচ্ (১৮৭১-১৯৪৪) : ধর্ম্মজিজ্ঞাসু এবং দার্শনিক। '২২ সালে বিতাড়নের পর থেকে প্যারীবাসী।

বুনিন, আইভান আলেক্সেভিচ্ (১৮৭০-১৯৫৩) : লেখক। '২০ থেকে প্যারীবাসী। '৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

বুনিয়াচেঙ্কো, সের্গেই (?—১৯৪৬) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভ্লাসভ্পন্থী সেনা বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের কমাণ্ডার। '৪৬এ সোভিয়েত দেশে প্রাণদণ্ড হয়।

ব্রাইয়ুস্কিন, ইয়াকভ্ গ্রিগরিয়েভিচ্ (১৮৯৮-১৯২৯) : বামপন্থী সমাজবাদী

বিপ্লবী। ১৯১৮ সালে মস্কোয় জার্মান রাজদূতকে হত্যা করেন। পরে চেকায় যোগ দেন। রাদেক-এর কাছে ট্রট্স্কি'র বার্তা বহন করার পরে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

ব্লুশার, মার্শাল ভ্যাসিলি কনস্ট্যান্টিনোভিচ্ (১৮৯০-১৯৩৮) : দক্ষিণ-পূর্ব সামরিক অঞ্চলের কমাণ্ডার, ১৯২৯-৩৮। শুদ্ধির সময় এঁকে গুলি করে মারা হয়।

ভইকভ্, পাইওতর লাজারেভিচ্ (১৮৮৮-১৯২৭) : বলশেভিক বিপ্লবী। ১৯২৪-২৭ ওয়ারস-তে সোভিয়েত প্রতিনিধি। এক দেশত্যাগী রুশ এঁকে হত্যা করে।

ভলোশিন, ম্যাক্সিমিলিয়ন আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (১৮৭৮-১৯৩২) : প্রতীকবাদী কবি এবং জলরঙের চিত্রাঙ্কন শিল্পী।

ভরোশিলভ্, ক্লিমেণ্ট ইয়েফ্রেমভিচ্ (১৮৮১-১৯৬৯) : স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ অনুচর। দীর্ঘকাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৩-৬০ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।

ভিয়াচেস্লাভ্, বরিস পেত্রোভিচ্ (১৮৭৭-১৯৫৪): দার্শনিক। ১৯২২ সালে নির্বাসিত।

ভিশিনস্কি, আন্দ্রেই ইয়ানুয়ারেভিচ্ (১৮৮৩-১৯৫৪): বলশেভিকে রূপান্তরিত প্রাক্তন মেনশেভিক, আইনজ্ঞ এবং কূটনীতিক। '৩৬-'৩৭-এর সাজানো মামলাগুলির সরকার তরফের প্রধান উকিল। '৩৯-'৪৯ উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী। '৪৯-'৫৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

ভেরেশাগিন, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৪২-১৯০৪) : চিত্রশিল্পী, যুদ্ধের দৃশ্য অঙ্কনের জন্য বিখ্যাত।

ভ্যাভিলভ্, নিকোলাই আইভানোভিচ্ (১৮৮৭-১৯৪৩) : খ্যাতনামা উদ্ভিদ প্রজননবিদ। ১৯২৪-৪০ ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণাগারের এবং '৩০-'৪০ প্রজনন গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। '৪০এ গ্রেফতার। মৃত্যু কারাগারে।

ভ্যাসিলিয়েভ্-ইয়ুজিন, মিখাইল আইভানোভিচ্ (১৮৭৬-১৯৩৭) : বিপ্লবী। গুপ্ত পুলিশ এবং ন্যায় মন্ত্রকের কর্মী।

ভ্যালেন্টিনভ্ (ভল্স্কি), নিকোলাই ভ্লাদিস্লাভোভিচ্ (১৮৭৯-১৯৬৪) : মেনশেভিকে রূপান্তরিত প্রাক্তন বলশেভিক। সাংবাদিক এবং দার্শনিক। '৩০ সালে স্বদেশ ত্যাগ করেন।

ভ্লাদিমিরভ্ (শেইনফিঙ্কেল), মিরন কনস্ট্যান্টিনোভিচ্ (১৮৭৯-১৯২৫) : কৃষি, অর্থ, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কর্মরত প্রথম যুগের সোভিয়েত কর্মী।

ভ্লাসভ্, লেঃ জেনারেল আন্দ্রেই আন্দ্রেভিচ্ (১৯০০-১৯৪৬) : লালফৌজের উচ্চপদাধিকারী। '৪২ সালে জার্মানদের হাতে ধরা পড়েন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুশ সৈন্যদের নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধাবসানে মিত্রপক্ষ এঁকে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার পর প্রাণদণ্ড হয়।

মনোমাখ : দ্বিতীয় ভ্লাদিমির, ১১১৩-১১২৫ রুশদেশের সম্রাট।

মলোটভ্, ভিয়াচেস্লাভ্ মিখাইলোভিচ্ (১৮৯০—): স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ অনুচর। পররাষ্ট্র এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। '৫৭ সালের তথাকথিত পার্টি-বিরোধী উত্থানের পরে খ্রুশ্চেভের দ্বারা অপসারিত। অবসর জীবনযাপন করছেন।

মাইস্কি, আইভান মিখাইলোভিচ্ (১৮৮৪—): ঐতিহাসিক ও কূটনীতিক। প্রাক্তন [illegible]। '৩২-'৪৩ বৃটেনে সোভিয়েত দূত। '৪৩-'৪৬ উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

মাকারেঙ্কো, এ্যান্টন সেমিওনোভিচ (১৮৮৮-১৯৩৯): শিক্ষাবিদ। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের জন্য পুনর্ব্বাসন শিবির গড়েছিলেন।

মালিনভ্স্কি, রোমান ভাৎস্লাভোভিচ্ (১৮৭৬-১৯১৮): বলশেভিকদের মধ্যে জার পুলিশের চর। '১৪ সালে দেশত্যাগ করেন। '১৮ সালে স্বেচ্ছায় রাশিয়ায় ফেরেন। বিচারের পরে তাঁর প্রাণনাশ করা হয়।

মায়াকোতিন, ভেনেডিক্ট আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (১৮৬৭-১৯৩৭): ঐতিহাসিক, গণবাদী সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা। '২২এ নির্ব্বাসিত।

মার্কোস, জেন. ভ্যাফিয়াদেস্ (১৯০৬—): বামপন্থী বিপ্লবী গ্রীক নেতা, ১৯৪৭-৪৮।

মারিয়া, মাদার=স্কবৎস্কায়া দেখুন।

মার্তভ্ (ৎসেদেবম্), ইয়ুলি ওসিপোভিচ্ (১৮৭৩-১৯২৩): মেনশেভিক নেতা। '২১ সালে লেনিন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত।

মায়াকভ্স্কি, ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ্ (১৮৯৩-১৯৩০): ভবিষ্যদ্বাদী কবি। আত্মহত্যা করেন।

ম্যাণ্ডেলস্তাম, ওসিপ্ এমিলিয়েভিচ্ (১৮৯১-১৯৩৮): শিখরবাদী কবি। বন্দী চালান শিবিরে এঁর মৃত্যু হয়।

মেক, নিকোলাই কার্লোভিচ্ ফন (১৮৬৩-১৯২৯): জার আমলের রেল শিল্পপতি। '১৭'র পরে বলশেভিকদের হয়ে কাজ করেন। প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের জন্য অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে গুলি করে মারা হয়।

মেনশিকভ্, আলেকসান্দর ড্যানিলেভিচ্ (১৬৭৩-১৭২৯): রাষ্ট্রনায়ক ও সমর নেতা। জার মহামতি পিটার এবং প্রথম ক্যাথারিনের প্রিয়পাত্র।

মেলগুনভ্ সের্গেই পেত্রোভিচ্ (১৮৭৯-১৯৫৬): ঐতিহাসিক এবং গনবাদী সমাজবাদী দলের নেতা। '২৩এ নির্ব্বাসনের পরে প্যারীতে বাস করতেন।

মেনঝিন্স্কি, ভিয়াচেস্লাভ্ রুডলফোভিচ্ (১৮৭৪-১৯৩৪): গুপ্ত পুলিশ কর্ম্মী। ১৯২৬-৩৪ ওগপু'র প্রধান।

মেরেৎস্কভ্, মার্শাল কিরিল আফানাসিয়েভিচ্ (১৮৯৭-১৯৬৮): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর নায়ক।

মেরেজকভ্স্কি, দিমিত্রি সের্গেভিচ্ (১৮৬৫-১৯৪১): দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক, প্রতীকবাদী আন্দোলনের প্রবর্তক। '১৯ সাল থেকে প্যারীবাসী।

মিখাইলভ্, নিকোলাই আলেকসান্দ্রোভিচ্ (১৯০৬—): ১৯৩৮-৫২ কমিউনিস্ট যুবদলের প্রধান। পরে পোলাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়ায় রুশ রাজদূত, সংস্কৃতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় প্রকাশন সংস্থার অধ্যক্ষ। '৭০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মিকোলাজুক, স্ট্যানিস্ল (১৯০১-১৯৬৬): পোলিশ কৃষক দলের নেতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রবাসী পোলাণ্ড সরকারের সদস্য। '৪৫-'৪৭ পোলাণ্ড সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য।

মিকোয়ান, আনাস্তাস আইভানোভিচ্ (১৮৯৫—): স্ট্যালিনের একান্ত অনুগত, ভোগ্য পণ্য বিষয়ের প্রধান। খ্রুশ্চেভের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা। '৬৬তে অবসর নেন।

মিলিউকভ্, প্যাভেল নিকোলায়েভিচ্ (১৮৫৯-১৯৪৩): ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দলের নেতা। '২০এ দেশত্যাগ করেন। মৃত্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

মিরোভিচ্, ভ্যাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ্ (১৭৪০-১৭৬৪): জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে প্রতিভূ চতুর্থ আইভান এ্যান্টনোভিচ্-এর স্বার্থে প্রাসাদ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করেছিলেন।

রকোসভ্স্কি, মার্শাল কন্সট্যান্টিন কন্সট্যান্টিনোভিচ্ (১৮৯৬-১৯৬৮): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত সমর নায়ক। '৪৯-'৫৬ পোলাণ্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন।

রাইলি, সিডনি জর্জ (১৮৭৪-১৯২৫): বৃটিশ গুপ্তচর সংস্থার উচ্চপদাধিকারী। রুশ-ফিনল্যাণ্ড সীমান্ত পার হতে গিয়ে মৃত্যু হয়।

রাজিন, স্তেপান তিমোফিয়েভিচ্ (স্টেঙ্কা) (১৬৩০ ?—১৬৭১): রুশ জাতীয়তাবাদী কাব্যের প্রবাদস্বরূপ বীর নায়ক; মধ্য ও নিম্ন-ভল্গা অঞ্চলের কশাক ও কৃষক বিদ্রোহের নেতা। এঁকে পরাজিত করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

র‍্যাঙ্গেল, পাইওতর নিকোলায়েভিচ্ (১৮৭৮-১৯২৮): জারের সেনাপতি। ডেনিকিনের পরে '২০ সালে দক্ষিণাঞ্চলে বলশেভিক-বিরোধী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন।

রাসপুটিন, গ্রিগরি ইয়েফিমোভিচ্ (১৮৭২-১৯১৬): দুঃসাহসী ক্রিয়াকলাপ ভক্ত। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পরিবারের উপর এঁর প্রভূত প্রভাব ছিল। জারের পারিষদরা এঁকে মেরে ফেলে।

রাদেক, কার্ল বের্ণগার্ডোভিচ্ (১৮৮৫-১৯৩৯): কমিণ্টার্ন কর্মী, পরে সাংবাদিক। '৩৯-এর সাজানো মামলার পরে গুলি করে মারা হয়।

রাকভ্স্কি, খৃষ্টিয়ান জর্জিয়েভিচ্ (১৮৭৩-১৯৪১): বলশেভিক দলের কর্মী,

১৯১৯-২৩ ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী, '২৩-'২৭ কূটনীতিক। '৩৮-এর সাজানো মামলার পরে কারাদণ্ড হয়। এঁর কন্যা ইয়েলেনাকে '৪৮ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

রাদিশ্চেভ, আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ (১৭৪৯-১৮০২): লেখক ও সমাজ সমালোচক। দ্বিতীয় ক্যাথারিন এঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেন।

রামজিন, লিওনিদ কনস্ট্যান্টিনোভিচ (১৮৮৭-১৯৪৮): তাপ বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার। '৩০ সালের প্রম্‌পার্টি বিচারের মূল বিবাদী। প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে দশ বছর কারাদণ্ড পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সক্রিয়ভাবে নিজের পেশায় ফিরে আসেন।

র‍্যানসম, আর্থার (১৮৮৪-১৯৬৭): বৃটিশ সাংবাদিক, বলশেভিক বিপ্লবের উপর লিখেছিলেন।

রাসকোলনিকভ (ইলিন), ফিওদর ফিওদরোভিচ (১৮৯২-১৯৩৯): বলশেভিক কূটনীতিক। দলত্যাগ করে ফ্রান্সে পালিয়ে যান। এঁর মৃত্যুর ঘটনা রহস্যাবৃত।

রাইলেইয়েভ, কন্দ্রাতি ফিওদরোভিচ (১৭৯৫-১৮২৬): ডিসেম্বর বিপ্লবী। এঁর ফাঁসি হয়েছিল।

রাইসাকভ, নিকোলাই আইভানোভিচ (১৮৬১-১৮৮১): নারদনায়া ভোলিয়া দলভুক্ত বিপ্লবী। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের গুপ্তহত্যার পরে এঁকে খতম করা হয়।

রাইউমিন, এম. ভি. (?—১৯৫৩): গুপ্ত পুলিশের উচ্চপদাধিকারী। ইনি 'ডাক্তারের মামলা'র সূত্রপাত করেন। '৫৩ সালে প্রাণদণ্ড হয়।

রাইকভ, এ্যালেক্সি আইভানোভিচ (১৮৮১-১৯৩৮): স্ট্যালিনের অন্তরঙ্গ অনুচর। '২৪-'৩০ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। '৩৮-এর সাজানো বিচারের পরে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

রিয়াবুশিন্‌স্কি, প্যাভেল প্যাভলোভিচ (১৮৭১-১৯২৪): রুশ শিল্পপতি এবং বলশেভিক-বিরোধী নেতা। '৩০ সালের প্রম্‌পার্টি বিচারে জড়িত ছিলেন।

রুদজুতাক, ইয়ান আর্নেস্টোভিচ (১৮৮৭-১৯৩৮): স্ট্যালিনের অনুচর। '৩৭এ গ্রেফতার। মৃত্যু কারাগারে।

রুরিক/রাইউরিক: প্রবাদ কাহিনীতে কথিত ভ্যারাঙ্গীয় বংশের যুবরাজ যিনি নবম শতাব্দীতে নভোগরদে পদার্পণ করেন এবং প্রথম রুশ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

রেপিন, ইলিয়া ইয়েফিমোভিচ (১৮৪৪-১৯৩০): খ্যাতনামা চিত্রকর। একটি ছবিতে ভল্গার মাঝিদের এঁকেছেন।

রোমানভ, প্যান্টেলেমন সের্গেভিচ (১৮৮৪-১৯৩৮): সোভিয়েত ব্যঙ্গকার।

লরিস্-মেলিকভ, মিখাইল তার্পেলোভিচ (১৮২৫-১৮৮৮): ১৮৮০-১৮৮১ জারের ক্ষমতাবান আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। বহু শুরু না হওয়া সংস্কারের প্রবর্তক।

লর্খ, আলেকসান্দর জর্জিয়েভিচ্ (১৮৮৯—) : প্রখ্যাত আলু প্রজনন বিশারদ।

লস্কি, নিকোলাই অনুক্রিয়েভিচ্ (১৮৭০-১৯৬৫) : দার্শনিক, '২২এ নির্ব্বাসিত।

লর্ড কিপানিদ্জে, জি. এস. (১৮৮১-১৯৩৭) : জর্জীয় লেখক। শুদ্ধিতে এঁর প্রাণ নাশ হয়।

লজভ্স্কি, এ. (ড্রিদজো, সলোমন আব্রামোভিচ্) (১৮৭৪-১৯৫২) : বিপ্লবী। '২১-'৩৭ আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সংবাদ দপ্তরের অধ্যক্ষ। ইহুদি-বিরোধী শুদ্ধিতে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

লাইসেঙ্কো, ত্রোফিম ডেনিসোভিচ্ (১৮৯৮—) : কৃষি সম্পর্কিত জীববিজ্ঞানী। '৪০ এর পরে স্ট্যালিনের অধীনে কার্য্যতঃ রুশ বিজ্ঞানের হর্তাকর্তা ছিলেন। খ্রুশ্চেভের আমলে '৬৪ পর্য্যন্ত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানের হর্তাকর্তা ছিলেন।

লাপশিন, আইভান আইভানোভিচ্ (১৮৭০-১৯৪৮) : দার্শনিক। '২২ সালে প্রাগে নির্ব্বাসিত। মৃত্যু প্রাগে।

ল্যারিচেভ্, ভিক্টর. এ. (১৮৮৭—?) : মুখ্য জ্বালানি সমিতির সভাপতি। '৩০-এর প্রম্পার্টি মামলায় জড়িত ছিলেন।

ল্যারিন, ওয়াই (লুরিয়ে, মিখাইল আলেক্সান্দ্রোভিচ্) (১৮৮২-১৯৩২) : কৃষি বিশেষজ্ঞ। প্রাক্তন মেনশেভিক। সোভিয়েত পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনে সহায়তা করেছিলেন।

ল্যাটসিস্, মার্টিন আইভানোভিচ্ (সুদ্রাবস্, ইয়ান ফ্রিড্রিকোভিচ্) (১৮৮৮-১৯৪১) : চেকা'র প্রথম আমলের কর্ম্মী, ১৯১৭-২১। অধ্যক্ষ, প্রেখানভ্ ইনসটিটিউট, '৩২-'৩৭। '৩৭-এ গ্রেফতার।

লমনোসভ্, মিখাইল ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৭১১-১৭৬৫) : বহু বিষয়ে পণ্ডিত। রুশ আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি সাধারণ মানুষ থেকে উদ্ভূত বিজ্ঞান প্রতিভার একটি নমুনা স্বরূপ।

লুনাচারস্কি, আনাতোলি ভ্যাসিলিয়েভিচ্ (১৮৭৫-১৯৩২) : মার্ক্সীয় সংস্কৃতিমূলক তত্ত্ববিদ। '১৭-'২৯ শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

লুনিন, মিখাইল সের্গেভিচ্ (১৭৮৭-১৮৪৫) : ডিসেম্বর বিপ্লবীদের একজন। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনকালে দর্শন এবং রাজনীতি সম্পর্কে গবেষণা মূলক রচনা করেছিলেন।

লিখাচেভ্, নিকোলাই পেত্রোভিচ্ (১৮৬২-১৯৩৫) : ঐতিহাসিক। দেব-মূর্ত্তির উপর অঙ্কন বিশেষজ্ঞ।

লেভিতিন : ক্রাসনভ্, আনাতোলি দেখুন।

লেরমণ্টভ্, মিখাইল ইউরিয়েভিচ্ (১৮১৪-১৮৪১) : ভাবুক কবি।

শ্রীমতী লেভিনা, রেভেকা সাউলোভ্না (১৮৯৯-১৯৬৪) : সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ।

লেভিতান, ইয়ুরি বরিসোভিচ্ (১৯১৪—): সোভিয়েত রেডিও ঘোষক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত সাফল্য ঘোষণার জন্য এঁর গম্ভীর কণ্ঠ সুপরিচিত হয়।

লেলিউশেংকো, দিমিত্রি ড্যানিলোভিচ্ (১৯০১—): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত সমর নেতা।

শ্চাস্ত্নি, ক্যাপ্টেন এ্যালেক্সি মিখাইলোভিচ্ (?—১৯১৮): বাল্টিক অঞ্চলের লাল নৌবাহিনীর কমাণ্ডার। এঁকে খতম করা হয়েছিল।

শ্মিড, পাইওতর পেত্রোভিচ্ (১৮৬৭-১৯০৬): কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের লেফটেনাণ্ট। সিবাস্তোপল বিদ্রোহের পর এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

শলোকভ্, মিখাইল আলেক্সান্দ্রোভিচ্ (১৯০৫—): '৬৫ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সোভিয়েত লেখক।

শালামভ্, ভ্যারিয়াম তিখনোভিচ্ (১৯০৭—) লেখক। সতেরো বছর কোলিমায় কাটিয়েছেন। 'কোলিমা কাহিনী' (প্যারী '৬৯) রচয়িতা।

শিনিন, লেভ্ রোম্যানোভিচ্ (১৯০৬-১৯৬৭): উচ্চ পদাধিকারী সোভিয়েত তদন্ত এবং অভিযোগকারী। পঞ্চম দশকে গুপ্তচর কাহিনী লিখতেন।

শেরবাকভ্, আলেক্সান্দর সের্গেভিচ্ (১৯০১-১৯৪৫): স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ অনুচর। '৩৮-'৪৫ কমিউনিস্ট পার্টির মস্কো শহরাঞ্চলীয় সম্পাদক। '৪৪-'৪৫ লাল ফৌজের রাজনৈতিক বিভাগের অধ্যক্ষ।

শেশকভ্স্কি, স্তেপান আইভানোভিচ্ (১৭২৭-১৭৯৩): দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলের তদন্তকারী; জিজ্ঞাসাবাদে নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত।

শের্নিক, নিকোলাই মিখাইলোভিচ্ (১৮৮৮-১৯৭০): স্ট্যালিনের অন্তরঙ্গ। ১৯৩০-৪৪ এবং '৫৩-'৫৬ ট্রেড ইয়ুনিয়নের প্রধান। '৪৬-'৫৩ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।

শুলজিন, ভ্যাসিলি ভিতালিয়েভিচ্ (১৮৭৪-১৯৬৫): রাজতন্ত্রী। '১৭'র বিপ্লবের পরে দেশত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে লালফৌজ কর্তৃক যুগোস্লাভিয়ায় ধৃত। দশ বছর শ্রম শিবির দণ্ড পান।

স্ভের্দলভ্, ইয়াকভ্ মিখাইলোভিচ্ (১৮৮৫-১৯১৯): সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

সকো[illegible]নিকভ্, গ্রিগরি ইয়াকভ্লেভিচ্ (১৮৮৮-১৯৩৯): ১৯২২-২৬ অর্থমন্ত্রী। '২[illegible]-'৩৪ বৃটেনে রাজদূত। '৩৭-এর বিচারে দশ বছর কারাদণ্ড হয়। মৃত্যু কারাগারে।

সলোভিয়েভ্, ভ্লাদিমির সের্গেভিচ্ (১৮৫৩-১৯০০): দার্শনিক। রোমক [illegible]লিকবাদ, রুশ গোঁড়া খৃষ্টীয় মতবাদ এবং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সমন্বয় ক[illegible]ত চেয়েছিলেন।

সাখারভ, কর্নেল আইগর কে : দেশত্যাগী রুশ, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ভাবাপন্ন রুশ বাহিনীর নেতৃত্ব করেন।

সালতুচিখা (সালতুকোভা, দারিয়া নিকোলায়েভনা (১৭৩০-১৮০১) : মস্কো অঞ্চলের জমিদারনী, অধীনস্থ ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত।

সাভা (১৩২৭-১৪০৬) : রুশ গোঁড়া খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু, র‍্যাডনিয়েজ অঞ্চলের সের্গিয়াস-এর শিষ্য।

স্যাভিনকভ, বরিস ভিক্টরোভিচ (১৮৭৯-১৯২৫) : সমাজবাদী বিপ্লবী দলের নেতা। '২৪ সালে বেআইনিভাবে রাশিয়ায় ঢোকার পরে গ্রেফতার হন।

স্যামসনভ, আলেক্সান্দর ভ্যাসিলিয়েভিচ (১৮৫৯-১৯১৪) : জার বাহিনীর জেনারেল, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব প্রাশিয়ায় নিজ সেনাদলের বিপর্যয়ের পরে আত্মহত্যা করেন।

সিকর্স্কি, লাডিস্ল (১৮৮১-১৯৪৩) : প্রবাসী রুশ সমর নায়ক।

সেদিন, আইভান কে. : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রুশ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী।

সের্গিয়াস, র‍্যাডনিয়েজ-এর (১৩২১-১৩৯১) : রুশ গোঁড়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু। বহু মঠের প্রতিষ্ঠাতা, তার মধ্যে নিজ জন্মস্থান র‍্যাডনিয়েজ-এর কাছে জাগর্স্ক-এর ট্রিনিটি-সেন্ট-সের্গিয়াস অন্যতম।

সেরভ, আইভান আলেক্সান্দ্রোভিচ (১৯০৫—) গুপ্ত পুলিশের উচ্চপদাধিকারী। '৫৪-'৫৮ কেজিবি'র অধ্যক্ষ।

শ্রীমতী সেরেব্রিয়াকোভা, গ্যালিনা ইওসিফোভনা (১৯০৫—) : লেখিকা, শিবিরের স্মৃতিকথা রচয়িতা।

সেলিভানভ, দিমিত্রি ফিওদরোভিচ (১৮৮৫—?) : গণিতজ্ঞ। '২২ সালে দেশ ত্যাগ করেন।

স্ত্রাবস্ : ল্যাটসিস দেখুন।

সুহানভ (গিম্মার), নিকোলাই নিকোলায়েভিচ (১৮৮২-১৯৪০) : ঐতিহাসিক, মেনশেভিক দলের সদস্য। '১৭'র অক্টোবরে পেত্রোগ্রাদে এঁর ফ্ল্যাটে এক বৈঠকে বলশেভিকরা সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। '৩১-এর মেনশেভিকদের বিচারে জড়িত ছিলেন। অনশন ধর্মঘটের ফলে মুক্তি পান। তৃতীয় দশকের শুদ্ধিতে আবার গ্রেফতার হন। বলশেভিক বিপ্লবের খুঁটিনাটি বিবরণসহ ইতিহাস রচনা করেছেন।

সুরিকভ, ভ্যাসিলি আইভানোভিচ (১৮৪৮-১৯১৬) : বাস্তবধর্মী চিত্রশিল্পী।

সুভরভ, আলেক্সান্দর ভ্যাসিলিয়েভিচ (১৭২৯-১৮০০) : সমর নায়ক। ইটালি এবং সুইজারল্যাণ্ডে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন।

শ্রীমতী স্কবৎসোভা, এলিজাভিয়েতা ইয়ুরেভনা (১৮৯২-১৯৪৫) : শিখরবাদী

কবি। দেশ ত্যাগ করে প্যারীবাসী হন। পরে সন্ন্যাসিনী হন, নাম নেন মাদার মারিয়া। মৃত্যু নাজি শিবিরে।

স্কুরাতভ্‌, মালিউতা (বেলস্কি, গ্রিগরি লুকিয়ানোভিচ্‌) (?—১৫৭২): জার ভয়ঙ্কর আইভানের বিশ্বস্ত সহায়ক। আইভানের নিষ্ঠুরতার মূর্ত প্রতীক। ওপ্রিচ নিনা নামে পুলিশের অনুরূপ এক সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্ক্রুপনিক, নিকোলাই এ্যালেক্সেভিচ্‌ (১৮৭২-১৯৩৩): ইউক্রেনের স্বায়মন্ত্রী, ১৯২২-২৭, শিক্ষামন্ত্রী '২৭-'৩৩। আত্মহত্যা করেন।

স্ট্যানিস্লাভ্‌স্কি, কনস্ট্যান্টিন সের্গেভিচ্‌ (১৮৬৩-১৯৩৮): নাট্য পরিচালক। ১৮৯৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্ট্যানিস্লাভ্‌স্কি অভিনয় পদ্ধতি'র জন্ম পাশ্চাত্যে সুপরিচিত।

স্ট্যালিন, ইওসিফ্‌ ভিসারিওনোভিচ্‌ (১৮৭৯-১৯৫৩): সোভিয়েত রাজনৈতিক নেতা। '২২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। '২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরে একাধিক শুদ্ধিতে, বিশেষত: '৩৬-'৩৮-এর বিরাট বিচারগুলিতে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করেন। প্রকৃত পদবী জুগাস্‌ভিলি। বিপ্লবের সময় পার্টির দেওয়া নাম কোবা।

স্টোলিপিন, পাইওতর আর্কাভিয়েভিচ্‌ (১৮৬২-১৯১১): জার আমলের রাষ্ট্রনায়ক, ১৯০৬-এর পরে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ছিলেন। কৃষি সংস্কার এবং সাইবেরিয়ার দরিদ্র কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্ম সুপরিচিত। সমাজবাদী বিপ্লবী দলের এক সদস্য এঁকে হত্যা করেন।

স্তেপান, ফিওদর আগস্টোভিচ্‌ (১৮৮৪-১৯৬৫): দার্শনিক, '২২ সালে বহিষ্কৃত।

স্বোয়েচিন, আলেক্সান্দর আন্দ্রিয়েভিচ্‌ (১৮৭৮-১৯৩৫): সামরিক ঐতিহাসিক। এঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল।

স্মিরনভ্‌, আইভান নিকিতোভিচ্‌ (১৮৮১-১৯৩৬): ১৯২৩-২৭ সোভিয়েত যোগাযোগ মন্ত্রী। '৩৬-এর বিচারের পরে এঁকে গুলি করে মারা হয়।

স্মুশ্‌কেভিচ, ইয়াকভ্‌ ভ্লাদিমিরোভিচ্‌ (১৯০২-১৯৪১): সোভিয়েত বিমান-বাহিনীর কমাণ্ডার। জার্মান আক্রমণের পরে এঁকে খতম করা হয়।

হের্জেন, আলেক্সান্দর আইভানোভিচ্‌ (১৮১২-১৮৭০): মৌলিক চিন্তা ও তত্ত্বাভিজ্ঞ।

প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ইত্যাদির নাম এবং পরিভাষা

অখিল রুশ কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি (VTSIK) : ১৯১৭-'৩৭ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বৃহত্তম রাষ্ট্রের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় সংস্থা। '৩৭-এর পরে সাধারণতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রিসিডিয়াম সেই স্থান গ্রহণ করে।

অপরাধ বিধি : '৫৮'র অপরাধ বিধি ও অপরাধ বিধি প্রণালী সংক্রান্ত মৌলিক নীতি গৃহীত হওয়ার পর '২৬-এর অপরাধ বিধি এবং '২৩-এর অপরাধ বিধি প্রণালী বাতিল হয়। '৬০-এর নতুন অপরাধ বিধি এবং বিধি প্রণালীতে মৌলিক নীতিগুলি স্থান পেয়েছিল।

অগপু : '২২-'৩৪ সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের নাম। অগপু'র অর্থ সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন সংস্থা।

অন্তর্ব্বর্ত্তী/অস্থায়ী সরকার : জারতন্ত্র উচ্ছেদের পরে মার্চ-নভেম্বর '১৭ পর্য্যন্ত রাশিয়ার একাধিক দলীয় সরকার যার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জর্জি লভভ্, পরে কেরেনস্কি। বলশেভিকরা এই সরকার উচ্ছেদ করে।

ইঙ্গুশ : উত্তর ককেশাসের অধিবাসী। জার্মানদের সহায়তা করার অভিযোগে '৪৪ এ স্ট্যালিন এদের নির্ব্বাসন দেন।

এমজিবি : '৪৬-'৫৩ পর্য্যন্ত সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের নাম। '৫৩'র পরে নাম হয়েছিল কেজিবি। এমজিবি'র অর্থ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রক।

এমভিডি : আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক। '৫৩ সালে গুপ্ত পুলিশের কাজ করত।

এনকেজিবি : '৪৩-'৪৬ সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের নাম। এনকেজিবি'র অর্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রক।

এনকেভিডি : '৩৪-'৪৩ সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের নাম। এনকেভিডি'র অর্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রক।

এপ্রিল সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব : এপ্রিল '১৭'র একটি কার্য্যক্রম সম্বলিত বিবৃতিতে লেনিন জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ শেষ এবং সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ডাক দেন।

ওখরানা : কথাটির অর্থ সুরক্ষা। ১৮৮১-১৯১৭ জারের গুপ্ত পুলিশের এই নাম ছিল। সংস্থাটির প্রকৃত নাম ছিল 'গণ-নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা।'

ওএসও : বিশেষ বিভাগ দেখুন।

কমিণ্টার্ণ : কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থার হ্রস্ব নাম। এর আয়ুষ্কাল ছিল ১৯১৯-৪৩।

কালমুক : উত্তর ককেশাসের অধিবাসী। জার্মানদের সহায়তা করার অভিযোগে '৪৩এ স্ট্যালিন এদের নির্ব্বাসন দেন।

কেজিবি : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সমিতি। '৫৩'র পরে সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের নাম।

ক্যাডেট : কন্সটিট্যুশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি। সাংবিধানিক গণতন্ত্রীদল দেখুন।

কোলিমা : সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল, স্ট্যালিনের আমলে শ্রম-শিবির কেন্দ্র।

কৃষ্ণ শত : জার রাজত্বকালে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল দল। এরা ইহুদি নিধন এবং উদারমনা রাজনীতিকদের হত্যায় লিপ্ত ছিল।

ক্রিমীয় তাতার : জার্মানদের সহযোগিতা করার অভিযোগে '৪৪ সালে স্ট্যালিন এই জাতিকে মধ্য এশিয়ায় নির্ব্বাসন দেন।

খালখিন-গোল : চীন-মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে বন্দী; '৩১এ রুশ-জাপান সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্র।

খাসান : জাপান সাগরের কাছাকাছি, রুশ-চীন সীমান্তে অবস্থিত হ্রদ; '৩৮এ রুশ-জাপান সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্র।

গণবাদী সমাজবাদী দল : ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিল। গণতান্ত্রিক সংস্কার চাইত।

গুলাগ্ : রুশ ভাষায় 'মুখ্য সংশোধনী শ্রম-শিবির প্রশাসন সংস্থা' শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে রচিত, গুলাগ্ প্রকৃতপক্ষে স্ট্যালিনী আমলের দণ্ডপ্রণালী।

চীনা পূর্ব্ব রেলপথ : ১৮৯৭-১৯০৩এ তৈরী আদি সমগ্র সাইবেরীয় রেলপথের অঙ্গবিশেষ, মাঞ্চুরীয় রেলপথ নামেও পরিচিত। রেলপথটি চীন-রুশ যৌথ কর্তৃত্বে ছিল ১৯৩৫ পর্য্যন্ত। ঐ সালে জাপানের কর্তৃত্বাধীন মাঞ্চুকুয়ো সরকারের কাছে ঐ রেলপথ বিক্রী হয়ে যায়। '৪৫-'৫০ চীন-রুশ যৌথ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চেকা : ১৯১৭-২২ রুশ গুপ্ত পুলিশের আদি নাম। পরে নামকরণ হয়েছিল জিপিইউ।

চেচেন : উত্তর ককেশাসের অধিবাসী জাতি। জার্মানদের সহায়তা করার অভিযোগে স্ট্যালিন '৪৪এ এদের নির্ব্বাসন দেন।

জনগণের ইচ্ছা : নারদনায়া ভোলিয়া দেখুন।

জনগণের কমিসারদের পরিষদ : '৪৬ পর্য্যন্ত সোভিয়েত মন্ত্রীসভাকে এই নামে অভিহিত করা হত। 'সোভ্নারকম' বা জনগণের কমিসারিয়াট নামেও পরিচিত। '৪৬এ মন্ত্রণালয় নাম চালু হয়।

জিপিইউ : ১৯২২ সালে সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের নাম। জিপিইউ'র অর্থ রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন সংস্থা। '২২-এর পরে নাম হয় ওগপু অর্থাৎ সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংস্থা।

জেমস্তভো : বিপ্লবপূর্ব রুশদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা।

ডাক্তারের মামলা : '৫২ সালে সোভিয়েত নেতৃবর্গের প্রাণনাশের মিথ্যা অভিযোগের মামলা। এতে ক্রেমলিনের বড় বড় চিকিৎসকরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইহুদি। অন্ততঃ তাঁদের একজন. ওয়াই. জি. এতিঙ্গার জিজ্ঞাসাবাদ-কালে মারা গিয়েছিলেন। '৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে বাকি সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ডিসেম্বরবাদী/ডিসেম্বর বিপ্লবী : ১৮২৫-এর ডিসেম্বরে জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে সফল অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী রুশ অফিসার এবং বুদ্ধিজীবীরা।

দরিদ্র সমিতি : বলশেভিক প্রাধান্যময় দরিদ্র কৃষক সমিতি (১৯১৮)। 'কমবেড' নামে পরিচিত।

দাসনাক : '১৭'র বিপ্লবের পরে আর্মেনিয়ার এক বলশেভিক বিরোধী দল।

দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিশন : ১৯২১-২২ সালে সৃষ্ট সোভিয়েত সরকারী সংস্থা। 'পমগোল' নামেও পরিচিত।

নব আর্থিক নীতি : ১৯২১-২৮ সালে প্রচলিত নীতি। ঐ সময় সামান্য কিছু ব্যক্তিগত মালিকানা অনুমতি পেয়েছিল।

নারদনায়া ভোলিয়া : জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী সন্ত্রাসবাদী দল। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮১ পর্য্যন্ত এই দল টিকেছিল। ১৮৮১তে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের গুপ্ত হত্যার পরে এই দল ভেঙে দেওয়া হয়। 'নারদনায়া ভোলিয়া'র অর্থ : জনগণের ইচ্ছা।

পেত্রোগ্রাদ : '১৪-'২৪ পর্য্যন্ত লেনিনগ্রাদের সরকারী নাম।

পৃথকাগার : (১) সোভিয়েত শাসনের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত বেয়াড়া বলশেভিক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক শত্রুদের কারাগার। (২) শ্রম-শিবিরের অন্তর্গত শাস্তি কুঠরীওলা বাড়িকেও পৃথকাগার বলা হয়।

প্রম্পার্টি : অর্থাৎ শিল্প দল। অস্তিত্বহীন গুপ্ত দল। বলা হয়েছিল, তৃতীয় দশকে তোলা প্রম্পার্টি মামলার বিবাদী শিল্প সংস্থার উচ্চপদাধিকারীরা এই দলের সভ্য ছিলেন।

বাসমাচি : মধ্য এশিয়ার এক বলশেভিক বিরোধী শক্তিকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল।

বুতুর্কি/বুতুর্কা : মস্কোর এক অঞ্চলের মুখ্য কারাগার।

বিশেষ বিভাগ : আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের তিনজন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ। 'সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর' ব্যক্তিদের এরা বিনা বিচারে দণ্ড দিতে পারত। '৫৩ সালে এই সংস্থা তুলে দেওয়া হয়।

বিপ্লবী আদালত : ১৯১৭-২২ এই বিশেষ আদালতগুলি প্রতিবিপ্লবী মামলাগুলির বিচার করত।

ভের্খভ্রিব : ১৯১৮-২২ সর্বোচ্চ বিপ্লবী আদালতের নাম। এই 'আদালত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির বিচার করত।

ভিক্‌জেল : রেলপথ কর্মী সঙ্ঘের অখিল রুশ কার্য্যনির্ব্বাহী সমিতি। এরা '১৭'র বিপ্লবের পরে বলশেভিকদের বিরোধিতা করেছিল।

মাখোরকা : প্রধানতঃ ইউক্রেনে উৎপন্ন এক ধরনের কড়া তামাক।

মেনশেভিক : মার্ক্সবাদী সমাজবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলশেভিক উপদলের থেকে ১৯০৩এ বিচ্ছিন্ন গণতন্ত্রী উপদলের নাম মেনশেভিক। ১৯১৭'র বলশেভিক বিপ্লবের পরে এদের দমন করা হয়েছিল।

রুস্কায়া প্রাভদা : ডিসেম্বর-বিপ্লবীদের কার্য্যক্রম, পেস্টেল যার রচয়িতা। রুস্কায়া প্রাভদা'র অর্থ : রুশ সত্য।

লুবিয়াঙ্কা : মধ্য মস্কোয় অবস্থিত, কাছাকাছি রাস্তা এবং চত্বরের নাম থেকে গৃহীত (বর্ত্তমানে ঝের্‌ঝিন্‌স্কি স্ট্রীট এবং স্কোয়ার), গুপ্ত পুলিশের সদর কার্য্যালয় এবং সুপরিচিত কারাগার লুবিয়াঙ্কা। এই অঞ্চলে আগে রুশ বীমা কোম্পানীর ভবন অবস্থিত ছিল।

শারাশ্‌কা : বিজ্ঞান গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদদের বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র যেখানে গবেষকদের কারাগারের কড়া নিয়ম মানতে হয়-। রুশ কারাগারের চলতি ভাষায় এগুলিকে শারাশ্‌কা বলে।

শুটস্‌বুণ্ডলার : গৃহযুদ্ধে পরাস্ত অস্ট্রীয় সাম্যবাদী গণতন্ত্রী দলের সশস্ত্র সদস্যরা। এরা '৩৪ সালে সোভিয়েত দেশে আশ্রয় নিয়েছিল।

শিল্প এ্যাকাডেমি/বিদ্যালয় : দ্বিতীয় দশকের শেষ এবং প্রথম দশকের গোড়ায় শিল্প সংস্থার উচ্চপদাধিকারীদের মস্কোস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

শ্রম দিবস : যৌথ খামারের হিসাবের মানক।

শ্রমিকের আপত্তি : বলশেভিকদের একটি উপদল যারা শিল্প সংস্থায় শ্রমিক সঙ্ঘের অধিকতর ক্ষমতা এবং দলের মধ্যে অধিকতর গণতান্ত্রিক সুবিধা দাবী করত। '২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে এদের ক্রিয়াকলাপ নিন্দিত হয়। কিছু নেতাকে পরে দল থেকে বহিষ্কার এবং গ্রেফতার করা হয়।

শ্লুসেলবার্গ : নেভা নদীর মুখে লাডোগা হ্রদের উপর কেল্লা। জারের আমলে এখানে রাজনৈতিক বন্দীদের কয়েদ করা হত। বর্ত্তমান নাম : পেত্রোক্রেপোস্ত্‌।

সমাজবাদী বিপ্লবী দল : একাধিক জনপ্রিয় দল থেকে এই দলটি ১৮৯০ সালে সৃষ্ট হয়েছিল। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে ফিনল্যাণ্ডে প্রথম সভায় দলটি দ্বিধা বিভক্ত হয় : দক্ষিণপন্থীরা সন্ত্রাসবিরোধী, বামপন্থীরা সন্ত্রাসবাদী হল। অস্থায়ী সরকারে সমাজবাদী বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিপ্লবের পরে বামপন্থীরা কিছুকাল বলশেভিকদের সহায়তা করেছিল।

সর্ব্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ: সোভিয়েত শাসনের গোড়ায় উচ্চতম শিল্প ব্যবস্থাপক সংস্থা। প্রতিষ্ঠা '১৭ সালে। '৩২ সালে বিভিন্ন শিল্প মন্ত্রক এই পরিষদের স্থান গ্রহণ করে।

সংবিধান সভা: বলশেভিক বিপ্লবের পরে '১৭'র নভেম্বরে নির্ব্বাচিত একাধিক রাজনৈতিক দল বিশিষ্ট আইনসভা যাতে বলশেভিক-বিরোধীদের প্রাধান্য ছিল। '১৮'র জানুয়ারী অধিবেশনে বলশেভিকদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য এই আইন-সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দল: ১৯০৫ সালে সৃষ্ট রাজনৈতিক দল। জারের আমলে এরা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চাইত। জারতন্ত্রের অবসানের পরে এরা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই দলের সভ্যদের 'ক্যাডেট' বলা হত।

সুপ্রীম সোভিয়েত: সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েত বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের লোকসভা। সাধারণতন্ত্রের সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে এর শাখা আছে। বছরে দু'বার বৈঠক বসে এবং সোভিয়েত নেতৃবর্গের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রিসিডিয়াম বা পরিষদের বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে এই সভা আইন প্রণয়ন করে।

সোলভেৎস্কি (সলোভ্‌কি) দ্বীপপুঞ্জ: শ্বেত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপগুলিতে মঠ আছে। মধ্য যুগে বেয়াড়া যাজকদের ওখানে নির্ব্বাসন দেওয়া হত। ১৯১৭'র বিপ্লবের পরে প্রথম জবরদস্তি শ্রম-শিবির ঐ দ্বীপগুলিতেই স্থাপিত হয়।

স্টোলিপিন গাড়ি: পি. এ. স্টোলিপিনের নামানুসারে নামকরণ হওয়া বন্দী পরিবহনের রেলগাড়ি। 'ভাগনজাক্' নামে কারাগারের ভাষায় পরিচিত।

স্যাপ্রোপেলাইট সমিতি: একটি বৈজ্ঞানিক গবেষক গোষ্ঠী যাঁরা '২০-এর কাছাকাছি স্যাপ্রোপেল অর্থাৎ হ্রদের তলদেশে প্রাপ্তব্য বিটুমিনের মত পদার্থ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

স্মের্শ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কর্ম্মরত সোভিয়েত প্রতিগুপ্তচর সংস্থা। স্মের্শ কথাটির অর্থ: গুপ্তচরের মৃত্যু হোক।

স্মোলনি: এক সময় মেয়েদের স্কুল, লেনিনগ্রাদে কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য কার্য্যালয়।

হেহাউৎস্: জিয়ন-পন্থী ইহুদি সংগঠন। এরা ইহুদি যুব সম্প্রদায়কে পবিত্র ভুমিতে বাসা বাঁধার জন্য প্রস্তুত করত। ইস্রাইলের অধিকাংশ কিবুৎস্‌গুলি এদের উদ্যোগে রচিত হয়েছে।

হিয়ি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনীর রুশ স্বেচ্ছাসেনানীর জার্মান নাম, 'হিলফ্‌স্‌উইলিগে'র হ্রস্বাকার।

হ্রস্ব পাঠক্রম: সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের স্ট্যালিনী সংস্করণের সুপরিচিত নাম। '৩৮—'৫৩ সরকারী পাঠ্য পুস্তক গণ্য হত।